শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ।

শরণং ।

শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত

শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত।

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাক্রমে নানা লীলাস্থলী

বিবরণ।

শ্রীযুত নন্দকিশোর দাসের দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে

বিরচিত

সংশোধিত পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত হইল ।।

যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা ।

কালিকাতা ।

কবিতারত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিতা ।

চিতপুররোড্ ৯৭।২ নম্বর সন ১২৬৫ সাল্ ।

তারিখ ৭ কার্ত্তিক ।

সূচিপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জী।
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে
মঙ্গলাচরণ।

শ্রীগুরুদেবের প্রণাম।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরোবে নমঃ॥

অন্যার্থঃ। অজ্ঞান তিমিরঘোরে; মায়া অন্ধ এসংসারে, রহে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া। অন্যে আত্মজ্ঞান করি, আনপথে ফিরি ঘুরি, সবজীব স্বপথ ছাড়িয়া॥ কভু পুণ্যকর্ম্ম করি, তাহা ভুঞ্জে স্বর্গোপরি, ভোগ অন্তে পড়য়ে সংসারে! নিন্দ্যকর্ম্ম অসদ্বুদ্ধে; পড়য়ে রৌরব মধ্যে, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতকরে জীবের এক্লেশ দেখি, শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে দুঃখী, আপনি আচার্য্য রূপী হৈয়া। কৃপাদৃষ্টে তাঁসভার; দূরকরে অন্ধকার, জ্ঞানাঞ্জন নেত্র প্রকাশিয়া॥ দিব্য জ্ঞান চক্ষুদানে, সারবস্তু করি জ্ঞানে, ত্যাগ করায় অসার দেখিয়া। আপ নার পদযুগে, জন্মাইয়া অনুরাগে, উদ্ধারয়ে করুণা করিয়া॥ অগেয়ান্ অন্ধকারে, দৃষ্টিহীন দেখি মোরে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা করিয়া। প্রকাশিল নেত্রদ্বন্দে, সে প্রভু পদারবিন্দে, প্রণামিয়া অবনি লোটায়া॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, বন্দো স্বয়ং ভগবান্, নাম প্রেম উপদেশ কৈলা। নিজ মনোবাঞ্ছা যত, আস্বাদিয়া অবিরত, প্রেমরসে সভা মাতাইলা॥ বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, বল দেব প্রেমকন্দ, প্রকাশ রূপেতে অবতার। পতিত অধমদীন, কৃতপাপী যত হীন, সকলের করিলা উদ্ধার॥ বন্দো ভক্ত অবতার, আচার্য্য অদ্বৈত যার, হুঙ্কারে চৈতন্য অবতীর্ণ। হরিনামামৃত দানে, ভাসাইলা জগজনে, সকল বাঞ্ছিত কৈলা পূর্ণ॥ বন্দো প্রভু ভক্তগণ; শ্রীবাসাদি যতজন, শুদ্ধভক্ত তত্ত্ববলি যরে। চৈতন্য প্রভুরসনে, নাম প্রেম আস্বাদনে; বিহরয়ে নদীয়া নগরে॥ বন্দনা করিব আর, ভক্তশক্তি নাম যার, গদাধর স্বরূপাদি করি।

যেসব লইয়া সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ হরি ॥ আরযত ভক্তগণ, বন্দো সভার চরণ, গৌরাঙ্গ জীবনধন যার। পাত্রাপাত্র না দেখিলা; গৌরভক্তি বিলাইলা, করুণা বিগ্রহ অবতার ॥ সভে জান প্রভুমর্ম্ম, কৃপাকরি গৌরধর্ম্ম, মোরচিত্তে কর প্রকাশনে। আনন্দ অন্তরে যেন, গাইকৃষ্ণ লীলাগুণ মো অধমে শক্তি দেহদানে ॥ তোমরা করুণা কৈলে, এভব সমুদ্র হেলে; অনায়াসে সভে হয় পার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণহয়, কিছুতুর্ঘটন নয়, এলাগি কহিয়ে বার বার ॥ নিত্যলীলা কৃষ্ণধাম, সর্ব্ব পরাৎপর নাম, গোলোক গোকুল বৃন্দাবন বরাহ ধরণী দোঁহে, প্রশ্নোত্তর করি কহে, অতি যে রহস্য সঙ্গোপন ॥ বর্ণিলা পুরাণকর্ত্তা; সকল সংশয় ছেত্তা; সত্যবতী সুত বেদব্যাস। বরাহ সংহিতাখ্যান সেই হৈল পুরাণ, সাধুমুখে শুনিয়া উল্লাস ॥ শ্রীগোকুল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে, শ্লোক বন্ধে আছয়ে পুরাণে। মোর চিত্তে হয় আশা, বর্ণিয়া তাহার ভাষা, করি কৃষ্ণ লীলাগুণ গানে ॥ চন্দ্র যেন খর্ব্বজনে, ধরিতে করয়ে মনে, তৈছে মো অযোগ্য দুরাচার। বর্ণনাভিলাষ হয়, বারণ করি লালয়, ইথেকৃপা চাহোঁ তো সভার ॥ নির্গুণ দেখিয়া যবে, অঙ্গীকার না করিবে, ঘৃণাকরি তেজিবে আমারে। তবে তো সভার যশে, এ সংসারে নাহি ঘোষে, দন্তে তৃণে কহোঁ বারে বারে ॥ নিজভৃত্য করিমোরে; সবে কর অঙ্গীকারে, পূর মোর মনোভিলাষে। কৃষ্ণলীলা স্থলী যত, বৃন্দাবন লীলামৃত, অধ্যায় রূপেতে পরকাশে ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ, পদ্মরেণু সুসম্পদ, হৃদয়ে ধরিয়া অভিলাষ। মঙ্গলাচরণ যেই, প্রকাশ করিল এই, কহে নন্দকিশোর দাস ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভ্যাং নমো নমঃ।

শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত।

তথাহি। আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধামবৃন্দাবনং, রম্যাকাদিছুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণয়া কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরোনঃপর ॥ ইতি ॥

অতঃপর বরাহ ধরণী দুইজনে। প্রশ্নোত্তর কথা আগে করিব বর্ণনে ॥

তথাহি শ্রীধরণ্যুবাচ।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যান্তর সংস্থিতে। বিষ্ণোঃস্থানং পরং তেষাং প্রধানং প্রিয়মুত্তমং ॥ যৎ পরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয় স্থানং মহাদ্ভুতং। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো ॥

অস্যার্থঃ। ধরণী কহেন মহাপ্রভু হে বরাহ। এক নিবেদন করি কৃপাকরি কহ ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত বাহ্যান্তর ধাম। তুমিসব জানহ যে বৈকুণ্ঠাদি নাম ॥ তারমধ্যে বিষ্ণুস্থান প্রধান যে হয়। পরম উত্তম যেই প্রিয় অতিশয় ॥ যার পর কৃষ্ণপ্রিয় স্থান নাহি আর। পরম উত্তম নিত্য যেখানে বিহার ॥ সেই কথা শুনিতে উৎসাহ হয় মনে। অতএব কৃপাকরি কহিবে আপনে ॥ বরাহ কহেন দেবি শুনহ বচন। তুমি জিজ্ঞাসিলে যেই অকথ্য-কথন ॥

তথাহি। শ্রীভগবান্ বরাহোবাচ।

গুহ্যাদ্গুহ্যতরং গুহ্যং পরমানন্দ কারণং। অত্যদ্ভুত রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং। দুর্ল্লভানাঞ্চ পরমং দুর্ল্লভং সর্ব্ব মোহনং। সর্ব্ব শক্তিময়ং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং। নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং। পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্বেব নিত্যমানন্দ মব্যয়ং। বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশে স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥

গুহ্য হৈতে গুহ্য অতি গুহ্য সেই স্থান। বেদেহ সুগোপ্য হয়ে তাহার আখ্যান ॥ অত্যদ্ভুত রহস্য সভের যে রহস্য। পরমানন্দ কারণ নাহয় প্রকাশ্য ॥ পরম মঙ্গলরূপ যেইস্থান হয়। যাহার শ্রবণে অমঙ্গল বিনা

শয় ।। দুর্লভ সর্ব্বের যে দুর্লভ অতিশয় । যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ধ্যান গম্য যে নাহয় ।। যেইস্থান সকলের মোহন করয় । সর্ব্ব শক্তিময় সর্ব্ব তন্ত্রে গোপ্যহয় ।। নিত্যবৃন্দাবন নাম ব্রহ্মাণ্ড উপরি । গোলোক আখ্যান তার সর্ব্ব মনোহারি ।। পূর্ণব্রহ্ম সুখরূপ যেই নিত্য হয় । আনন্দ স্বরূপ ধাম নিত্য যে অব্যয় ।। বৈকুণ্ঠাদি করি যত আছে ইতিধাম । সব তাঁর অংশাংশ তিহোঁ মূলস্থান ।। স্বয়ং বৃন্দাবন যে গোলোকেতে বিরাজিত । নিগূঢ় মাধুর্য্য নিত্য যাহাঁ প্রকাশিত ।। নিত্য নূতন হয়ে যে স্থান মহিমা । ব্রহ্মা আদি দেবে যার দিতে নারে সীমা ।। এইমত শ্রীবরাহ ধরণীতে কথা । অত্যন্ত রহস্য সেই বরাহ সংহিতা ।। ইতিমধ্যে করি কিছু সিদ্ধান্ত প্রচার । এই বৃন্দাবন যৈছে সকলের সার ।। অনন্ত কৃষ্ণের ধাম হয়ে যে প্রকাশ । অনন্ত স্বরূপে তাতে করেন বিলাস ।। যৈছে ধাম তৈছে লীলাকরে ভগবান । উপাসনা ক্রমে ভক্তে পায়ে সেসে স্থান ।।

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে ।।

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈ লীলাভিশ্চ সদিব্যতীতি । উপাসানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে । ইতিচ

কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ধাম চতুষ্টয় । স্বয়ং ভগবান্ যাঁহা নিত্য বিলাসয় ।। ব্রজ বৃন্দাবন আর মধুপুরী নাম । দ্বারাবতী হয় আর গোলোক আখ্যান ।।

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে ।।

যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে । ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলোক এবচ ।। ইতি ।।

অনন্যাপেক্ষি যেরূপ শাস্ত্রেতে কহয় । স্বয়ংরূপ গোপেন্দ্র নন্দন সুনিশ্চয় ।।

তথাহি ।। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে ।। ইতি ।।

একত্রে অনেক রূপ যদি তাঁরেদেখি । ভিন্নাকার নহিলে প্রকাশ করি লিখি ।।

তথাহি তত্রৈব ।। অনেকত্রপ্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা । সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স্বপ্রকাশ ইতীর্য্যতে ।। ইতি ।।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ আপনইচ্ছায় । অচিন্ত্য প্রভাবে চারিধামে বিলসয় । ইথিমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশ্রয় ধাম । ভুবি বিরাজিত স্বয়ং বৃন্দাবন নাম ।। স্বয়ং রূপ নরলীলা গোপেন্দ্র নন্দন । গোপ গোপী সঙ্গে সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ ।। দিবানিশি বিলসয়ে আনন্দ হৃদয়ে । অতএব বৃন্দাবন নাম শ্রেষ্ঠ হয়ে ।। ইহার বৈভব রূপ শ্রীগোলোক নাম । দেবলীলারূপে যাঁহা কৃষ্ণের বিশ্রাম ।।

তথাহি তত্রৈব ।।

যত্রগোলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভব মিতি ।।

অচিন্ত্য প্রভাব ধামের অন্যে না জানয় । তদাশ্রিত ভক্ত জানে নির্ম্মল

আশয় ।। অতএব শ্রোতাগণে করি নিবেদনে। সাধু শাস্ত্রমত কহি শুন সাবধানে ।। অরে বৃন্দাবন করি তোমারে প্রণাম। কৃপাকরি কহাও আপন গুণগ্রাম ।। যত বৃন্দারক গণ বুদ্ধি অনুক্রমে। বিচারিয়া তোমার স্বরূপ নাহি জানে।। চিন্মাত্র ব্রহ্মেতে জড়সম গুণ লয়। জড়সম গুণে চিন্মাত্রতা নাহি হয় ।। সে তোমার এককালে একই স্বরূপে। সে দুই সকল দেখি সুবিস্তার রূপে ।। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয় তব গুণ-গণ। অতএব সর্ব্বশ্রুতি গর্ব্ব প্রহরণ ।।

তথাহি শ্রীবৃন্দাবন স্তোত্রে।

নমস্তুভ্যং বৃন্দাবন নিখিল বৃন্দারকধিয়া মগম্যস্ত্বং সর্ব্বশ্রুতি নিবহগর্ব্ব প্রহরণং। অহোচিন্মাত্রং তংজড় সমগুণস্ত্বঞ্চ যুগপৎ স্বরূপৈক্যে দ্বন্দং প্রথয়সিতদদ্বন্দ্বমখিলং ।। ইতি ।।

যৈছে সচ্চিদানন্দ ব্রজেন্দ্র নন্দন। সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ সকল কারণ ।। নরবপু ধারী নরক্রীড়া নিরন্তর। অপ্রাকৃত রূপ নহে প্রাকৃত ভিতর ।।

তথাহি বসুদেবাধ্যায়ে।

অপ্রাকৃতদ্বন্দরূপং স্যাপ্যরূপোসাবুদীর্য্যতে। শ্রীভাগবতে।। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্ত ।। ইত্যাদি ।। ব্রহ্মতর্কে ।। গুণৈঃ স্বরূপ ভুতৈস্তু গুণ্যসৌহংহরিরীশ্বরঃ। নবিষ্ণোর্নচমুক্তানাং ক্বাপিভিন্ন গুণোমত।

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে।

সত্ত্বাদযোনসন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতাগুণাঃ। তত্রৈব। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকাসর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রাত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে ইতি তথাহি ।। জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্যং বীর্য্যং তেজাংশ শেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনাহেয়ৈর্গুণাদিভিঃ। ইত্যাদি ।।

তেছে অপ্রাকৃত ইহোঁ চিদানন্দধাম। চর্ম্মচক্ষে দেখিতে প্রাকৃত সমজ্ঞান ।। সর্ব্ব বেদ পুরাণে এসিদ্ধান্ত আছয়। গোপালতাপনী পদ্মপুরাণে কহয় ।।

তথাহি তাপন্যাং।

তাসাং মধ্যেসাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপাল পুরীহীতি ।। পাদ্মেচ ।। নিত্যাংমে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।। ইতি ।।

নরাকার পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ যৈছে হন। সেইমত স্থলাকার ব্রহ্ম বৃন্দাবন ।। কৃষ্ণের কামাদি ধর্ম্ম মনুষ্যের মত। তথাপি চিদ্রূপ সেই সব অপ্রাকৃত ।। বৃন্দাবনে তেমতি ধরণী ধর্ম্মহয়। কৃষ্ণ ধাম নিত্য সেই চিদানন্দময় ।।

তথাহি। নরাকারং ব্রহ্ম প্রভবতি পরং যঃ স্বয়মিতি স্থলাকারং ব্রহ্মত্বমপি পরমস্ত স্বয়মিতি। তদীয়ঃ কামাদিঃ কিলভবতিনু ধর্ম্মইব চিত্তবাপি শ্রীবৃন্দাবন ধরণী ধর্ম্মোহপিচাদিহ ।। ইতি ।।

চিদানন্দ নহে যদি এই বৃন্দাবন। তবে বিপরীত হৈল শুকের বর্ণন ।। মায়াকার্য্য হয় যত ব্রহ্মাণ্ডের গণ। যার এক দেশে বিধি পাইল দর্শন ।। এই যে কহিল কিছু আশ্চর্য্য না হয়। ব্রজমধ্যে কৃষ্ণ ধাম নিরহ আছয় ।। মহা বৈকুণ্ঠাদি যত সব ব্রজমাঝে। নিজ পরিবার সঙ্গে সদত বিরাজে ।। শাস্ত্রে কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ যার একদেশে। হেন যে গোলোক বৃন্দাবন মধ্যে ভাষে ।। সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ যৈছে হয়। তৈছে বৃন্দাবন সর্ব্ব ধামের আশ্রয় ।। অতএব কৃষ্ণামৃতে শ্রীরূপবর্ণন। গোলোক বৈভব যার হেন বৃন্দাবন ।। পরিচ্ছিন্না পরিচ্ছিন্ন বৃন্দাবন হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্য গুণ কহিল না হয় ।। সকল ধামেতে বৃন্দাবন সর্ব্বময়। বৃন্দাবন মধ্যে সর্ব্ব ধাম বিরাজয় ।।

তথাহি তত্রৈব ।।

বহির্মায়াকার্য্যং সকল জগদণ্ডঞ্চ ভবতঃ প্রদেশে২দশ্যুক্ত্যাকিমিহভগ বদ্ধামনিবহাঃ। মহাবৈকুণ্ঠাদ্যাঃ সকল পরিবারৈরপি সদা সগোলোকো প্যাস্তেত্বমপি সকলেম্বেব সকলং ।। ইতি ।।

গোকুল প্রকৃতি কৃতি মধ্যে সদা থাকি। মায়াকার্য্যে লিপ্ত নহে যৈছে আত্মা সাক্ষী।। চিদ চিত্ত যতেক কৃষ্ণের ধাম হয়। সর্ব্বোপরি মধ্যে অন্ত্যে সদা বিরাজয় ।। পরিচ্ছেদা পরিচ্ছেদ দেখিএককালে। নির্দ্ধার বুঝিতে নারি অত্যন্ত বিরলে ।। যৈছে কৃষ্ণ যশোদার কোলে পরিমিতে। অতি যে আশ্চর্য্য মুখে দেখি ত্রিজগতে ।। অতএব এই বৃন্দাবন নিত্য হয়। তত্ত্ব না জানিয়া অজ্ঞ অন্যমত কয় ।।

তথাহি। ত্বমত্রৈবস্থিত্বা প্রকৃতি মধ্যে চিদচিতাং বিরাজৎ সর্ব্বাস্ত পরি পরিতোস্তেপি সততং। পরিচ্ছেদা চ্ছেদৌ যুগপদিহতেপস্তুরি বতে যশোদাঙ্কে যদ্বৎ পরিমিত তন্নস্তো পরিমিতীতি ।।

অচিন্ত্য স্বরূপ ইহার না হয় নির্ণয়। লীলা অনুরূপ লঘু বিস্তারিত হয় ।। যখনে যেইচ্ছা করে ব্রজেন্দ্র নন্দন। তখনে সেরূপে সুখ দেন বৃন্দাবন ।।

তথাহি। স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চস্যাৎ কৃষ্ণ লীলানুসারতঃ। ইতি ।।

কৃষ্ণ ইচ্ছা লীলা অতি চাঞ্চল্য হইতে। প্রিয়জন বাঞ্ছারস বশাদি নিমিত্তে অচিন্ত্য প্রভাব ধামের কেহো না বুঝয়। দুর্ঘট ঘটনাকারী রূপে বিলসয় ।।

তথাহি। অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্ত চ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বা দত্রকিঞ্চিন্নদুর্ঘট ।। ইতি ।।

এক রূপে বৃন্দাবন নানা রূপে ভাষে। কৃষ্ণ যৈছে রমণ করিলা মহারাসে যত গোপাঙ্গনা কৃষ্ণ তাসভা সহিতে। শুকদেব বর্ণন করিলা ভাগবতে ।। কৃষ্ণ লীলা অনুসারে তৈছে বৃন্দাবন। কোথাহ বিস্তরে কাহেঁ। সঙ্কোচিত্তম ।।

তথাহি। ত্বমেকং নানাস্যাঃ স্বপতিরিবতদ্রাসরমণৈঃকচিচ্চাতি স্ফারং

ক্বচনকিলসঙ্কোচিতবপুঃ । প্রতোলী লালৌল্যাৎ প্রণয়িজন বাঞ্ছারস
বসাদচিন্ত্যাশক্তিস্তে বিলসতি দুর্ঘট ঘটা ।। ইতি ।।

বৃন্দাবন নাথ বৃন্দার পরিবার । সভার স্বরূপ হয় চিদানন্দ সার ।। তাহা তার রূপ যে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে কয় । বৃন্দাবন নিবাসি সকলে বিরাজয় ।। তস্মাৎ অন্যোন্য নামাদিক কথনেতে । আশ্চর্য্য দেখিয়ে তার সভার অঙ্গেতে ।। গোদ্বিজ দ্রুম মৃগ যতেক আছয় । স্তম্ভ কম্পনাদি সাত্ত্বিকাঙ্গ সতে হয় ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে ।

যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ । ইতি

এমত না শুনি বৈকুণ্ঠাদি নিজ ধামে । অতএব বৃন্দাবন ধাম অনুপমে ।।

স্বরূপং তে পত্যুত তব পরিজনা নামপিচিতাং মুদাং; সারং যত্তদ্বিলসতি
মহাভাবইতি যঃ । অতোঽন্যোঽন্যং নামাদিক কথন মাত্রাদিতিরহো
জড়ত্বাদির্যঃস্তাৎ ক্বচনসনবৈকুণ্ঠমুখকে ।। ইতি ।।

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধার । প্রেমের স্বরূপ যেই হয়েনচিৎসার বৃন্দাবনে সে সকল পরিণাম ভূত । প্রাকৃত সমান নহে সব অপ্রাকৃত ।। পরিজনগণ বৃন্দাবনের যে হয় । পশুপক্ষ নানামত কীটাদিকময় ।। বৃক্ষ বল্লী নদী অদ্রি উদক পর্য্যন্ত । চিৎসার রঞ্জিত ধরা আদি আকাশান্ত ।। ব্রজস্থিত পরিকর সম্বন্ধ হইতে । সমদৃশপদ অন্যে লভয়ে ত্বরিতে ।। মথুরামণ্ডল আর খাণ্ডব বনাদিতে । গোপসঙ্ঘের বিবাহাদি আছে লোকরীতে ।। এইমত ব্রজজন সঙ্গ যার হয় । প্রেমানন্দ রসরঙ্গে রঙ্গি সে নিশ্চয় ।।

তথাহি । তদেতৎসর্ব্বং তে প্রণয়রসচিৎসাররমিতং ধরাদ্যাকা-
শান্তং পরিজনগণঃ পক্ষিপশবঃ । দ্রুমাবল্ল্যো নদ্যোদ্রুম উদক
মুখ্যাস্পদ মুখং তরান্তঃ সম্বন্ধাৎ পরমপি পদস্তে সমদৃশং ।। ইতি ।।

যৈছে বর্ত্তমান বৃন্দাবনধাম হয় । সকল জগত নাশে তৈছে বিরাজয় ।। এখন যেজন তারে নিত্য না মানয় । জগত বিনাশে সেই বুঝিতে নারয় ।। লীলা অনুকূল সাধকে সে নিত্য জানে । তৎইতরজন নিত্য দেখিলে না মানে ।। অন্য কি জানিবে মায়ামুগ্ধ জীবগণ । বৈকুণ্ঠ নিবাসি যেই সে পার্ষদ জন ।। তারা কহে কৃষ্ণচন্দ্রোদ্ভব বৃন্দাবনে । অপ্রকট কালে করে বৈকুণ্ঠাগমনে ।। কেহো কহে কৃষ্ণচন্দ্র গেলেন গোলোকে । কেহো কহে গমন করিলা অন্যলোকে তৈছে যার চিত্তে যৈছে অনুভব হয় । সে তেমতে কহে ইথে নাহিক সংশয় ।। স্বয়ং ভগবান ব্রজে প্রকটের কালে । সকল প্রকাশ অংশ আসি তাতে মিলে অপ্রকটে নিজনিজ পরিকর সনে । প্রকাশাংশ গণ করে স্বধাম গমনে ।। ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজ পরিকর সঙ্গে । অপ্রকট রূপে বিলসই রসরঙ্গে ।।

তথাহি । যথেদানীং তদ্বৎ সকল জগতী নাশসময়ে বিরাজত্বামেব

কল্যত্বমলং সোপিনভবেৎ। অপি শ্রীবৈকুণ্ঠ স্থিত পরিকরঃ কিন্তু বদতে
গতোঽসৌ গোলোকং বিধুরহহরাত্রাগত।। ইতি।।

রঙ্গস্থলে সভে যৈছে দেখিয়া কৃষ্ণেরে। নানাবিধ জন নানা অনুভবকরে।। মল্লসব দেখে যেন বজ্রের সমান। নৃলোকে দেখয়ে নরশ্রেষ্ঠ অনুপাম।। মথুরা নাগরীগণ কৃষ্ণে যেই দেখে। মূর্ত্তিমান কন্দর্প সমান রস সুখে।। গোপসব স্বজন করিয়া কৃষ্ণে জানে। দুষ্টরাজাগণ নিজ শাস্তাকরি মানে।। পিতা মাতা নিজ শিশু করিয়া দেখয়ে। ভোজপতি কংস মৃত্যুসম নিরীক্ষয়ে।। অবিদ্বষ সব দেখে বিরাটের প্রায়। যোগীগণ পরতত্ত্ব করিয়া দেখয়।। বিষ্ণিবংশ মানে নিজ কুলদেব যেন। সবে নিজ ভাবোচিত করে দরশন।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তাঃ স্বপিত্রোঃশিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বি-রাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং কুলদেবতেতি বিদিতোরঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।। ইতি।।

তৈছে এই বৃন্দাবনের অচিন্ত্য স্বরূপ। সভে অনুভব করে স্বভাবানুরূপ।। সেই অনুভব কথা দুইমত হয়। ভক্তমনে ভাবে পরিকরেতে দেখয়।। প্রথমে কহিব ভক্তগণের ভাবনা। যে যে রূপে অনুভবে সেরূপ লক্ষণা।। ভক্তগণ ভাবভক্তি প্রেম অনুক্রমে। চিদানন্দ ধাম লীলা পায় দরশনে।। অযোগ্য না দেখে বহির্মুখের কারণে। চিদানন্দ ধাম যে অযোগ্য করি মানে।।

তথাহি। ইয়ং ভূমী যাভৌতিকরদিহতেঽদোঽবকলনাদহোসদ্যঃ কেচিৎ সপরিকর লীলং ব্রজবিধুং নিরীক্ষ্যন্তে কেচিদ্রসমনুভবন্তিত্বদ ভুলং সুখং কেচিৎ কিঞ্চিৎ কিমপি নহি কিঞ্চিচ্চজিহতে।। ইতি।।

দ্বিতীয়ে কহিব কৃষ্ণ পরিকরগণে। যৈছে অনুভবে নিজ ভাব অনুক্রমে।। তস্মাৎ একরূপ এই জগতী মধ্যেতে। বৃন্দাবন ধাম চিৎসার বিরমিতে।। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ সতত বিহরে। নানা বিধ রূপে স্থলে ত্রিবিধ প্রকারে।। বাৎসল্য আবেশে স্নেহো পিত্রাদিক সঙ্গে। পৌগণ্ডে বিবিধ বিধসখা সহরঙ্গে।। কোনো খানে কৈশোর রসিকসহ কৃষ্ণ। ব্রজাঙ্গনা সহ সদা বিহার সতৃষ্ণ।। আশ্চর্য্য কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে। এককালে কৃষ্ণ সব স্থানেতে বিহরে।। নিজ ভাবোচিত দেখি কৃষ্ণ লীলাকরে। অন্যভাবোচিত লীলা নাদেখে অপরে।। সে সে লীলা অবসরে প্রাদুর্ভাবোচিত। বৃন্দাবন ধাম নানাবিধে প্রকাশিত।। পরস্পর অসংপৃক্ত স্বপাদিক যত। কৃষ্ণ বাল্যলীলাদিকে সর্ব্বত্র ভূষিত।। শৈল গোষ্ঠ বনাদির মধ্যে বহুরূপ। আছয়ে আশ্চর্য্য বৃন্দাবনের স্বরূপ।। কৃষ্ণ লীলা যত বৃন্দাবনের প্রদেশে। যোগ্যজন দেখে প্রেমানন্দের আবেশে।।

অযোগ্য অপর তাহা দেখিতে না পায় । তার ভাবোচিত সে প্রদেশ শূন্যপ্রায় ॥

তথাহি । সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চসদীব্যতি । স্বৈঃ স্বৈ-লীলাপরিকরৈর্জনৈ দৃশ্যানি নাপরৈঃ । তত্তল্লীলাদ্যবসর প্রাদুর্ভাবোচিতানিহি । আশ্চর্য্যমেকদৈকত্রবর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবং । পরস্পর সমং পৃক্ত স্বরূপাণ্যেব সর্ব্বদা । কৃষ্ণ বাল্যাদিলীলাভিভূর্ষিতাখি সমন্ততঃ । শৈল গোষ্ঠ বনাদীনাং সন্তিরূপাণ্যনেকশঃ । লীলাভ্যোহপি প্রদেশো হস্তকদাচিৎ কিলকৈশ্চনং । শূন্যএবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যেরপ্যপরৈরপি ॥ ইতি ॥

ভাগবতামৃত মধ্যে শ্রীরূপবর্ণিল । প্রসঙ্গানুক্রমে সেই সিদ্ধান্ত কহিল ॥

তথাহি । তদেবং চিৎসারৈ রমিত জগতী মধ্যউদিতে সদাবৃন্দারণ্য ত্বয়ি বিহরতেস্তে প্রভুবরঃ । ক্বচিৎ বাৎসল্যানাং পরিকর গণৈরেব বিবিধৈঃ ক্বচিৎ পৌগণ্ডানাং ক্বচিদপি সকৈশোররসিকৈঃ ॥ ইতি ॥

বৃন্দাবননাথ নিজ পরিকর সঙ্গে । প্রেমরস রূপে বৃন্দাবনে রসরঙ্গে ॥ সতত বিহরে সঙ্গে সব পরিবার । কৃষ্ণের সমান রূপ বেশ বাসভার ॥ নশ্বর প্রপঞ্চে যেন জড়াকার প্রায় । বিদ্যমান বৃন্দাবন ভাষয়ে সদায় ॥ কৃষ্ণ যৈছে নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ । প্রপঞ্চ জগতে জড়াকার প্রায়রূপ ॥ প্রাকৃত মনুষ্যাকার মাত্র জড়াকার । নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার ॥ অতএব নারায়ণাদির আকর্ষণ । কৃষ্ণরূপে করিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥ তাদৃশ মাধুর্য্যময় প্রেম হয় যার । সে জানয়ে কৃষ্ণধাম মাধুর্য্যের সার ॥

তথাহি । ত্বয়িত্বন্নাথোহসৌপ্রণয়ি রস রূপে বিহরতে স্বকীয়ৈঃ স্বাকারৈঃ সকল পরিবারৈরপি সদা । প্রপঞ্চে লীলেপি প্রকৃতি জইহালীনইব সচ্চিদানন্দাকারে স্বয় মপি জড়াকারইবসঃ ॥ ইতি ॥

সেইত মাধুর্য্য আর্য্য কৃষ্ণের দেখিয়া । নারায়ণ তনু পদপ্রাপ্তা লক্ষ্মী হৈয়া ॥ কৃষ্ণের সঙ্গম লাগি তপস্যা করিলা । তদ্যোগ্য নহিলা চিত্তে বহুখেদ পাইলা ॥ অনেক যতনে তবে প্রার্থনা করিয়া । কৃষ্ণ বক্ষে আছে স্বর্ণ রেখারূপা হৈয়া ॥ যে মাধুর্য্য দেখি সর্ব্ব শ্রুতির মূর্দ্ধন্যা । গোপিকার সৌভাগ্যানুভাবি মানে ধন্যা ॥ প্রতীতি করণে গোপী অনুগতি হৈতে । তাসভার সমপ্রেম পাইল অচিরাতে ॥ অতএব কৃষ্ণরূপ মাধুর্য্যের সার । বৃন্দাবন বাসী সদা আস্বাদক যার ॥ ইতি ॥

তথাহি । তদার্থ্যং মাধুর্য্যং তবদয়িত আলোক্যনিতরাং মুমোহ শ্রীর্নারায়ণ তনুপদাপ্তাপি বহুশঃ । শ্রুতীনাংমূর্দ্ধন্যাযদ্বকলনাৎ সৌভগভরে প্রতীত্যাগোপীনা মনুগতি ভয়াপুঃসমরতিং ॥ ইতি ॥

যৈছে মাধুর্য্য তৈছে ঐশ্বর্য্য অবধি। লবমাত্র ইয়ত্তা করিতে নারে বিধি ॥ ভাবতের চতুর্ভূজা ইত্যাদিক শ্লোকে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কিছু ভাগবতে লেখে ॥ শ্রীগোপালতাপনে ভর্তুরিত্যাদি পদ্যতে। কৃষ্ণ অধিকারী তৈছে কে পারে বুঝিতে ॥ যেমত জানিবে ব্রহ্মা আদি দেবরাজে। সর্ব্ব দেবগণ নিত্য নিশ্চয়ে বিরাজে ॥ ঐশ্বর্য্য অবধি অধিকার তত্ত্বনীতে। কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা কেহো না পারে জানিতে ॥ অতএব শুন বৃহদ্বামন পুরাণে। ভৃগু ব্রহ্মসম্বাদে বেদের বিবরণে ॥ নারায়ণ প্রতি কৃষ্ণ প্রেরণা হইতে। তাঁর উপদেশে তারা দেখিল সাক্ষাতে ॥ অতঃপর শুন কিবা অন্যের কথন। কৃষ্ণের বিলাস রূপ যেই নারায়ণ ॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা কেহো না পারে জানিতে। বিপ্র পুত্রানয়নেহো কহে ভাগবতে ॥

অথাপি। তথাপ্যৈশ্বর্য্যা মামবধিরধিকারস্তু তথা যথা ব্রহ্মাদ্যা
স্তেকিল সকল দেবাশ্চ অপিতে। নজানন্তি প্রাপ্যাযদিতু নতদিচ্ছা
প্রভবতি কিমন্যান্যোনারায়ণ ইতি বিলাসোক্ত বচন ॥ ইতি ॥

কৃষ্ণ লীলা অনুভব যৈছে নহে কার। তৈছে বৃন্দাবন গুণ অনন্ত অপার ॥ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপে এই বৃন্দাবনে। সতত বিহরে কৃষ্ণ নিজগণ সনে ॥ মাধুর্য্যের ভক্ত কভু ঐশ্বর্য্য না দেখে। নিজভাব অনুরূপ সতত নিরখে ॥

যথারাগঃ ॥ গোকুল মাধুর্য্য সিন্ধু, কৃষ্ণ তাকে পূর্ণ ইন্দু; সদা রহে প্রকাশ রূপেতে। বিশাখার সুহৃত্তম, রাধা সঙ্গে অনুক্ষণ, বিলসয়ে আনন্দ চিত্ততে ॥ ১ ॥

শুন কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী। স্বমাধুর্য্যামৃত দানে, আহ্লাদয়ে
ত্রিভুবনে; অখিল রসের বৃদ্ধিকারী। ধ্রু ॥

আপন সৌন্দর্য্যে করি, তারা পালী খর্ব্বকারী, চিত্রা অনুরাধা আদি করি। নিজ প্রিয়গণ সঙ্গে, সদাই বিহরে রঙ্গে, বৃন্দাবন মণ্ডলী উপরি ॥ ২ ॥

ব্রজবন বিলাসিনী; ব্রজবধূ কুমুদিনী, বৃন্দা প্রতি আহ্লাদক চিতে। নিজকর আলিঙ্গনে, স্বমাধুর্য্য সুধাদানে, সদা যেই করে প্রফুল্লিতে ॥ ৩ ॥

ব্রজবাসীগণ যত, সে চকোর অবিরত, সে মাধুর্য্যামৃত পান করে। পুনঃ পুনঃ পিয়ে যত, তৃষ্ণা বাঢ়ে অবিরত, ক্ষণমাত্র ছাড়িতে না পারে ॥ ৪ ॥

অতি রাগোৎকণ্ঠা মনে, রহে কৃষ্ণচন্দ্র সনে, যার যেন তৃষ্ণা তেন মতে। স্বমাধুর্য্যামৃতে হরি, সভার আনন্দকারী, বিলসয়ে অতি হর্ষচিত্তে ॥ ৫ ॥ নিরবধি শান্তগণ, যে রূপে করয়ে মন, দাসগণ যে মাধুর্য্য আশে। সখ্য সে মাধুর্য্যময়, বাৎসল্যে স্বরস হয়, মধুরে মাধুর্য্য পরকাশে ॥ ৬ ॥

যার রসে হাস্যময়, যে রস অদ্ভুতময়, বীরে বীর করুণে করুণ। ক্রোধিজনে রৌদ্রহয়, যেমতি বিভৎস সময়, রসাশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্র হন ॥ ৭ ॥

দীননাথ নারায়ণ, ভগবান অনুপম, জগতের উপরি বিলসে । আপন প্রচণ্ড গুণে; অজ্ঞান তিমির হানে, পদ্মাদির সুখ যে প্রকাশে ।। ৮ ।।

সেইত পদ্মালি পুন, দেখি কৃষ্ণচন্দ্র গুণ, অতি সুমাধুর্য্য রসময় । বহুকাল তপকরি, আপনা অযোগ্য হেরি, মনো দুঃখে সঙ্কুচিত হয় ।। ৯ ।।

দেখি কৃষ্ণচন্দ্র শোভা, অতিশয় মনোলোভা; ব্রজাঙ্গনা কায়া অনুসরি । শ্রুতিগণ নিজ মনে, উৎকণ্ঠাতে নিমগনে, গোপী অনুগতি মনে ভাবি ।। ১০ ।।

গোপিকা স্বরূপ প্রেমা, ভাব দেহ অনুপমা; লভিলা শ্রীব্রজ বৃন্দাবনে । অদ্ভুত অসম রূপ, কোটি মন্মথের ভূপ, সে মাধুর্য্যামৃত করে পানে ।। ১১ ।।

রমার দুর্লভ যাহা, শ্রুতিগণে পাইল ইহা; শুনিয়া সন্দেহ যার মনে । সাবধানে শুন সভে, নিজ চিত্ত অনুভবে, বিশেষিয়া কহি সে কারণে ।। ১২ ।।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়, ব্রজে কৃষ্ণ বিলসয়, ঐশ্বর্য্য করিয়া সঙ্গোপন । কেবল মধুর্য্য রূপে, রসময় স্ব স্বরূপে বিহরয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।। ১৩ ।।

সে মাধুর্য্য রসরাজে, ঐশ্বর্য্য ভাবে যে ভজে, তার সেই মাধুর্য্য দুর্লভে । ব্রজ লোক ভাবলঞা, যে ভজয়ে লোভী হৈয়া, সে জন মাধুর্য্যামৃত লভে ।। ১৪ ।।

বিবিধ বয়সে করি, সর্ব্ব রসাশ্রয় হরি, সর্ব্বজন আনন্দিত করে । সকল স্বরূপে তার, কিশোর স্বরূপ সার, বৃন্দাবনে যে রূপে বিহরে ।। ১৫ ।।

কৃষ্ণ সেই কিশোরে, ত্যাগ সহ রসভরে, পিত্রাদি বাৎসল্য বল হৈতে । কিন্তু সয়ে বাল্যপ্রায়, দেখি তারা সুখপায়; আস্বাদন করি লীলামৃতে ।। ১৬ ।।

তৈছে রহি গোষ্ঠবনে, সব গোষ্ঠবাসী সনে, বিহারে সভারে সুখীকরে । তা সভার প্রেম দেখি, কৃষ্ণ হয়ে মহাসুখী, ব্রজমাঝে আনন্দে বিহরে ।। ১৭ ।।

যত গোপ গোপীগণ, নন্দ যশোমতি সম, কৃষ্ণ সম অনুরাগি মনে । সবাৎসল্য বলহৈতে, অতিশয় উৎকণ্ঠাতে, কণ্ঠাগত জীউ রস মানে ।। ১৮ ।।

নিজ পরিকর সঙ্গে, কৃষ্ণের বিহার রঙ্গে, যে যৈছে চাহে দেখিবারে । কৃষ্ণ তাসভার মত, বিহরয়ে অবিরত, সদাই সভারে সুখী করে ।। ১৯ ।।

ঐছন বাৎসল্য প্রেমা, কে কহিবে সে মহিমা, শুকদেব যে প্রেম বাখানে । সে প্রেম যাহার মনে, সে আনন্দ সবে জানে, তাহা কি কহিতে পারে আনে ।। ২০ ।।

এই মত সখাগণ, যবে উৎকণ্ঠিত হন, গৃহে বনে থাকে যে যেখানে । মিত্রগণ করি সঙ্গে; কৃষ্ণ বিহরয়ে রঙ্গে, বিবিধ বন্ধানে সে সেখানে ।। ২১ ।।

হাস্যালাপ করে অঙ্গে, কোথাহ ভোজন রঙ্গে, কার সঙ্গে শয়ন বিহারে । গোচারণ কারসনে; নৃত্য গীত কোনখানে, সখাগণ সংহতি বিহরে ।। ২২ ।।

পৌগণ্ড সখার সঙ্গে, কৈশোরে অশেষ রঙ্গে, বয়স্য সহিতে করে খেলা । সে রসে বিভোর মন, যারহয়ে অনুক্ষণ, সে জন দেখয়ে সেই লীলা ।। ২৩ ।।

কিশোর শেখর রঙ্গে, কান্তাগণ করিসঙ্গে, বৃন্দাবন মধ্যেতে বিহরে । নির

রথি কৃষ্ণে মন, সে আনন্দে নিমগন, সুধীর ললিত কহি তারে ॥ ২৪ ॥

মহাভাবের স্বভাবে, হয় যে বিবিধ ভাবে, সে রত্ন ভূষিত যারা অঙ্গে। সঙ্গে নিজ পরিবার, প্রতিকুঞ্জে তা সভার, রমণ করয়ে রসরঙ্গে ॥ ২৫ ॥

অপরা গোপিকা সনে, অদ্রিগৃহে বৃন্দাবনে, সভা করি অভিমত রূপে। সর্ব্বত্র সভার সঙ্গে, বিহার করয়ে রঙ্গে, অলক্ষিতে অনন্ত স্বরূপে ॥ ২৬ ॥

কোন থানে কার২, সঙ্গে নিজ পরিবার, রতিরস করেন বিস্তারে। কার সনে হাসোল্লাস, কাহো অরণ্য বিলাস, ভ্রমরিকা রূপেতে বিহরে ॥ ২৭ ॥

কার সঙ্গে দোলাখেলা, কোন খানে করে খেলা, বসন্ত উৎসব রতিভরে। কোনখানে পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতূহলে, নৃত্য গীত রাসাদিক করে। ২৮।

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ, বৃন্দাবনে সতত বিহরে। এরসের অধিকারী, যার হয়ে ভাগ্যভারি, সে মাধুর্য্যামৃতপান করে ॥ ২৯ ॥

ব্রজছাড়ি একক্ষণ, নাহি চলে কৃষ্ণ মন, সদা ব্রজ প্রেমায়ে বিভোর। সে রসে রসিক যেই, হেন সুখ জানে সেই, অন্য জনের না হয় গোচর ॥ ৩০ ॥

প্রপঞ্চ অতীত হয়, প্রাকৃতের দৃশ্য নয়, অপ্রকট লীলা সেই হয়। এই ব্রজে কৃষ্ণ নিতি, গোপ গোপীর সঙ্গতি, প্রকট রূপেতে বিলসয় ॥ ৩১ ॥

প্রপঞ্চাতি প্রেমিজন, সেই দেখে অনুক্ষণ, আর কেহো দেখিতে না পায়। তবে যে কহে শাস্ত্রেতে, কৃষ্ণ এই স্বস্থানেতে, প্রকটলীলা করিয়া দেখায়। ৩২।

সত্য হয় সেই কথা, নাহি হয়ে অন্যথা, কহি তার আশয় শুনহ। নিজ বাক্য সত্য লাগি, কৃষ্ণ হয়ে অনুরাগী, স্বভক্তে করিতে অনুগ্রহ ॥ ৩৩ ॥

কোনো যে দ্বাপর শেষে, কৃষ্ণ হয়ে পরকাশে, তেঞি প্রকট সকলে দেখয়। কৃষ্ণ সকল দ্বাপরে, প্রকটিয়া না বিহরে, আগে তার কহিব নির্ণয় ॥ ৩৪ ॥

যুগ অবতারী যেই, যুগে অবতরি সেই, ধর্ম্ম সংস্থাপন আদি করে। সাধু জন নিস্তারিতে, দুষ্টজন সংহারিতে, প্রতি যুগে যুগে অবতরে ॥ ৩৫ ॥

উপাসনা মতসার, তবে বস্তু সুনির্দ্ধার, নানাবিধ ভক্তের বিষয়। ধামের অচিন্ত্য শক্তি, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীভক্তি, এনন্দ কিশোর দাস কয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোকুলধাম লীলাস্থল বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ারম্ভঃ।

জয়তি নিজপদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণো, বিবিধ মধুরিমাব্ধি দিব্য কৈশোরপূর্ণ। সতত সুন্দরি যেন প্রেম গোপীযুনিত্যং; জগদনুভবমপ্যা ন্যায়ি চৈতন্য রূপাং ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ শ্রীগুরু

গোসাঞিঃ জয় কৃপা কর মোরে। কৃষ্ণলীলা গুণ গাই আনন্দ অন্তরে ।। বৃন্দাবন লীলামৃত মঙ্গলাচরণে। প্রথমে কহিল ধাম লীলা সূত্রগণে ।। এবে নিত্য ধাম লীলা প্রকট কারণ। সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিব বর্ণন ।। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। বৃন্দাবন ধামে নিত্য করয়ে বিহার ।। প্রতিযুগে তিহোঁ অবতীর্ণ নাহি হয়। প্রিয়াগণ লৈয়া খেলে আনন্দ হৃদয় ।। যে কালে যে রূপে তিহোঁ অবতীর্ণ হয়। সে কথা কহিব আগে করিয়া নির্ণয় ।। যুগ অবতার কথা কহি অল্পাক্ষরে। প্রতিযুগে যৈছে অংশে করে অবতারে ।। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের গণনে। শুক্লরক্ত শ্যাম পীতবর্ণ নিরূপণে ।। যে কালে যে যুগে যুগে ধর্ম্ম গ্লানি হয়। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় অতিশয় ।। সে কালে সে যুগ অনুরূপ বর্ণধরি। অধর্ম্ম নাশিয়া ধর্ম্ম স্থাপয়েন হরি ।। সত্যযুগে তপো ধর্ম্ম শুক্লবর্ণ করে। সত্য পরায়ণ লোক তপস্যা আচরে ।। ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম্ম রক্তবর্ণ ধরে। আপনি আচরি ধর্ম্ম লওয়ায় লোকেরে ।। দ্বাপরে অর্চ্চন ধর্ম্মে শ্যামবর্ণ হয়। দুষ্টনাশ করি ধর্ম্ম প্রচার করয় ।। কলিকালে সংকীর্ত্তন ধর্ম্মে পীতবর্ণ। জগত নিস্তার হেতু হয় অবতীর্ণ ।। এইমত প্রতি যুগে যুগ অবতার। করেন ঈশ্বর শাস্ত্রে হয় পরচার ।।

তথাহি গীতায়াং।

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহং ।।

তত্রৈব ।। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্যচ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বর ইতি ।।

এইমত প্রতিযুগে অংশ অবতার। এখনে কহিয়ে কৃষ্ণের প্রকট বিহার ।। প্রপঞ্চ গোচর তাঁর নাহি প্রয়োজন। তবে যে প্রকট তার শুন বিবরণ ।। নিজ ভক্ত জনে অনুগ্রহের কারণ। করয়ে প্রকট লীলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীক্রীড়ায়াঃ শ্রুত্বাতৎপরোভবেৎ ।। ইতি ।।

জয় নিজপদ প্রেমদান অবতীর্ণ। বিবিধ মাধুর্য্য সিন্ধু কৈশোরতাপূর্ণ ।। গোপীগণে নিরবধি যেই প্রেমোদয়। জগতের অনুভব যাহা হৈতে কহি ।। নিজধাম বৃন্দাবনে সদা বিহরয়। সে আনন্দ লীলা কথা কহিল না হয় ।। পরম করুণাবান্ কৌতুকি হৃদয়। ভক্তগণে কৃপা করি অবতীর্ণ হয় ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

যদ্যদ্ধিয়াত উরুগায়বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

শ্রীগীতায়াঞ্চ।

যেযথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ॥ ইত্যাদি।

ভক্তের ইচ্ছাতে কৃষ্ণের সব অবতার। এইত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে কহিল নির্দ্ধার ॥ অতএব সেই কথা কহিব এখন। যে কারণে অবতীর্ণ যে রূপে ভজন ॥ শ্রুতিগণ মুনিগণ বাঞ্ছাপূর্ণ লাগি। অবতীর্ণ হৈলা নিজ প্রেম অনুরাগী ॥ শ্রুতিগণ গোপীগণের সৌভাগ্য দেখিয়া। তদ্রূপ ভজন ইচ্ছা কৈল লোভী হৈয়া ॥ তদনুগা রূপে তার করিল ভজন। নিরবধি প্রেম সেবা প্রার্থন স্তবন ॥

তথাহি। সমস্তাৎ সূক্ষ্মাদর্শিন্যোমহোপনিষদোঽখিলাঃ। গোপীনাং বীক্ষ্যসৌভাগ্য মসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ। তপাংসি শ্রদ্ধয়াকৃত্বা প্রেমাঢ্যা যজ্ঞিরেব্রজে। বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদিপূর্ব্বা। তথাপ্যন্যাকিল বৃহদ্বামানে চৈতিবিশ্রুতিষ্বিত্যাদি ॥ ইতি ॥

অতএব শুন বৃহদ্বামনপুরাণে। ভৃগ্বাদির প্রতি ব্রহ্মবাক্য প্রকরণে ॥

শ্রুতি স্তুতি শ্রমে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলা। তা সভার প্রতি বাক্য পরোক্ষে কহিলা তুষ্ট হইলাম আমি শুন শ্রুতিগণ। আপন বাঞ্ছিত বর মাগ সর্ব্বজন ॥

তথাহি বৃহদ্বামনপুরাণে।

চিরংস্তুত্যা চতস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহতাগিরঃ। তুষ্টোস্মিব্রূততো প্রাজ্ঞা মনস যদভী প্সিতং ॥ ইতি ॥

শ্রুতি সব এইমত বচন শুনিয়া। কহিতে লাগিলা মনে আনন্দিত হৈয়া ॥ পুরুষাদি রূপ সব তোমার জানিয়ে। সগুণ ব্রহ্মতে বস্তু বুদ্ধি না জন্ময়ে ॥ নির্গুণ পরমরূপ তোমার যে হয়ে। বাঙ্মনো গোচরাতীত যাহারে কহিয়ে ॥ সে রূপ তোমার মোরা না জানি কখনে। আনন্দ মাত্র যে রূপ কহে মহাজনে ॥ যদি তুষ্ট হৈয়া থাক দিতে চাহ বর। সে রূপ দেখাহ সভার নয়ন গোচর ॥

তত্রৈব ॥ পুরুষাদি নিরূপাণি জ্ঞাতান্যাভিরচ্যুত। সগুণংব্রহ্মতং সর্ব্বং বস্তুবুদ্ধির্নতেষুনঃ। ব্রহ্মেতি পঠ্যতে হস্মাভির্যদ্রূপং নির্গুণং পরং। বাঙ্মনে গোচরাতীতং ততোনজ্ঞায়তেতুতৎ। আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদ ন্তিহিপুরাবিদঃ। তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদিদেয়োবরোহিনঃ ॥ ইতি ॥

তবে কৃষ্ণ শুনি ঐছে শ্রুতির বচন। মায়াতীত নিজ লোক করাইল দর্শন ॥ কেবলানুভবানন্দ মাত্র যেই হয়। নির্গুণ পরমব্রহ্ম অক্ষয় অব্যয় ॥

তথাহি ॥ শ্রুতৈস্তদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃপরং। কেবলানুভবা নন্দমাত্র মক্ষর মব্যয়ং ॥ ইতি ॥

অত্যন্ত রহস্য যাহা বৃন্দাবন নাম। কল্পবৃক্ষময় বন পূরে সর্ব্ব কাম ॥ যনো-

রম কুঞ্জ সব যে বনে আছয়। সর্ব্ব ঋতু সুখ যেই স্থানে অতিশয়।। যেই বৃন্দা বনে গিরি গোবর্দ্ধন নাম। রত্নধাতুময় শোভা হয় অনুপাম।। অতি মনোহর সুনির্ঝর দরীযুত। পক্ষগণ শব্দ করে পরম অদ্ভুত।। যে বনে সরিতাবরা কালিন্দী আছয়ে। নির্ম্মল শ্যামল নীর যাতে বিলসয়ে।। রত্নবদ্ধ দুইতটে অতি দীপ্ত করে। হংস পদ্মাদিকে শোভা অতি মনোহরে।। সদা রাসরসোন্মত্ত যাঁহা গোপীগণ। কত কত যূথ তার না হয় গণন।। কিশোর শেখর কৃষ্ণ তা সভার মাঝে। পরম মাধুর্য্য রাসলীলা রসরাজে।।

তথাহি। যত্রবৃন্দাবনংনামবনং, কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ। মনোরমনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্ত্তুসুখ সংযুতং। যত্রগোবর্দ্ধনোনাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ। রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণ সংকুলঃ। যত্রনির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাম্বরা। রত্নবদ্ধোভয়তটা হংস পদ্মাদি সংকুলা। শশ্বদ্রাসরসোন্মত্তং যত্রগোপীকদম্বকং। তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুত।। ইতি।।

এইমত শ্রুতিগণে করায়্যা দর্শন। তা সভার প্রতি কিছু কহিল বচন।। তোমরা দেখিলে এই লোক যে আমার। যার পর নাহি শ্রেষ্ঠ হয়ে যে সভার।। আর কি করিব তাহা বিশেষিয়া কহ। না রাখিবে চিত্তে কহে কিছুই সন্দেহ।।

তথাহি।। দর্শয়িত্বেতিতু প্রাহশ্রুতং কিংকর বানিবঃ। দৃষ্টোমদীয়ো লোকোঽয়ং যতোনাস্তিপরমিতি।। ইতি।।

কৃষ্ণধাম পরিকর শ্রুতি সব দেখি। যে বর মাগিল তাহা ঐছে শাস্ত্রে লিখি।। কন্দর্প কোটিলাবণ্য রূপ যে তোমার। দেখিয়া কামিনী ভাব চিত্তে মোসভার।। যৈছে তুয়া লোক নিবাসিনীগণ। কামতত্ত্বে করে নিত্য তোমার ভজন।। তৈছে রমণ চেষ্টা মোসভার মনে। হইল বুঝিয়া বর দেহ যে আপনে।।

তথাহি।। কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়িদৃষ্টেমনাংসিনঃ। কামিনী ভাব মাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়ঃ।। যথাত্বল্লোক বাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তিরমণং মত্বাচিকীর্ষাজনিনস্তথেতি।। ইতি।।

শ্রুতিগণের প্রেমে কৃষ্ণ বশীকৃত হৈলা। সদয় হৃদয়ে কিছু কহিতে লাগিলা।। দুর্ল্লভ দুর্ঘট এই বাঞ্ছা তোসভার। মোর বাক্য সত্য তাহো চাহি রাখিবার।। আগামিনী কালে সারস্বত কল্পপাঞা। সকলে জন্মিবে ব্রজে গোপকন্যা হৈয়া।। তোসভার বাঞ্ছাপূর্ণ তথাই করিব। মহারাস নৃত্য গীতে একত্র মিলিব।।

তথাহি।। দুর্লভোদুর্ঘটশ্চৈবাযুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি। আগামিনী বিরিঞ্চৌতু জাতে সৃষ্ট্যর্থমুদ্যতে কল্পং সারস্বতং প্রাপ্যব্রজেগোপ্যোভবিষ্যথঃ। পৃথিব্যাং ভারতেক্ষেত্রে মাথুরেমমমণ্ডলে। বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বোরাসমণ্ডলে।। ইত্যাদি

শ্রীরূপগোসাঞি ইহা লিখেন উজ্জ্বলে। বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত ভাগ বতে বলে॥ তথাহি॥ স্ত্রিয়উরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয় মপিতেসমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রিসরোজসুধা॥ ইত্যাদি॥

এইত কহিল শ্রুতিগণ বিবরণ। এবেত করিব মুনিগণের কথন॥ দণ্ডক কাননে পূর্ব্বে মহাঋষিগণ। তান্ত্রিক হইয়া সভে করেন ভজন॥ গোপাল দেবের মন্ত্র করি উপাসনা। নানা মতে ভজন করিলা সর্ব্বজনা॥ অপ্রাপ্ত অভীষ্ট সিদ্ধি সকলে আছিলা। ইতিমধ্যে রঘুনাথের সৌন্দর্য্য দেখিলা॥ তবে লোভি হৈলা গোপালের রূপ গুণে। সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভাবে করিলা ভজনে॥ কৃষ্ণলীলা কলাবধি ভজন করিয়া। ব্রজে জন্ম লভিলেন গোপকন্যা হৈয়া॥

তথাহি॥ গোপালোপাসকাঃ সর্ব্বে অপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ। চিরাত্ত্বদ্রূক্ষ রঘুত্তমোরামসৌন্দর্য্য বীক্ষয়া। লব্ধভাবাব্রজে গোপ্যোজাতাঃ পাদ্ম উদীরিতঃ॥ ইতি॥

অতএব কহি কথা শুন শ্রোতাগণ। পদ্মপুরাণেতে যেই করিল বর্ণন॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে॥

পুরাম হর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বারামংহরিং তত্রভোক্তুমৈ চ্ছন্‌ববিগ্রহং। তেসর্ব্বেস্ত্রীত্বমাপন্নাসমুদ্ভূতাশ্চগোকুলে। হরিং সংপ্রা প্যকামেন ততোমুক্তাভবার্ণবাৎ ইতি॥

মুনিগণ পাইল যৈছে ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রসঙ্গানুরূপ আগে করিব বর্ণন॥ মুনিগণ গোপীভাবে ভজিল সর্ব্বথা। ভাগবত মতে কহি দেবীগণ কথা॥ কৃষ্ণ চন্দ্র একবার ব্রহ্মার দিবসে। প্রেমদান রসাস্বাদ কারণে প্রকাশে॥ একত্তরি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর দিবস ভিতর॥ সপ্তম মন্বন্তর হয় বৈব-স্বতনামে। অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরাবসানে॥ স্বয়ংভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। অবতীর্ণ হয় আছে শাস্ত্র নিরূপণ॥ দ্বাপরযুগেতে পৃথ্বী অসুরে পীড়িত। ব্রহ্মা দিক্‌পাল আদি অত্যন্ত চিন্তিত॥ ক্ষীরোদকতীরে গেলা বিষ্ণুর নিকটে। সর্ব্বজনা প্রায় কেহো রহে সিন্ধুতটে॥ নানা মতে কৈল সভে বিষ্ণুর স্তবন। তবেত আকাশবাণী করিল শ্রবণ॥ বসুদেব গৃহে জন্মিবেন ভগবান। পরমপুরুষ বলি যাহার আখ্যান॥ দেবীগণ যাহা সভে নিজ নিজ অংশে। জন্মলভ কৃষ্ণ প্রিয়ারূপে গোপবংশে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়॥ ইতি॥

তবে যে দেবতা দ্রোণ বসু আদি যত। ব্রজে মধুপুরে জন্মিলেন যে যেমত॥

তথাহি । নন্দাদয়শ্চ যে গোপাযাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ । প্রায়োবৈ দেবতাঃ সর্ব্বে ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন ।। ইতি

শুনিয়া আকাশবাণী দেবীগণ যত। জন্মিলেন ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া অভিমত ।। উপেন্দ্রাদি কৃষ্ণ অংশে আসি প্রকটিলা। তাসভার পত্নী আসি গোপী রূপে হৈলা ।। এইমত নিজভক্ত বিবিধ প্রকার। অনুগ্রহ কারণে হয়েন অবতার ।। সেই প্রভু রসময় মূর্ত্তি রসরাজ। প্রেমরস আস্বাদন সদা যার কাজ ।। ব্রজেই বিহারকারী নিত্য যেই হয়। ব্রজলোক সহ তিহোঁ ব্রজে প্রকটয় ।।

তথাহি । তদাতনানাং দৃঢ় ভক্তি ভাগ্য বিশেষ ভাজাং জগতাং হি সাক্ষাৎ । দৃশ্যোভবেন্নূন মনন্য কাল প্রাদুষ্কৃতেনাত্ম কৃপাভরেণ।। ইতি।।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার । এই চারি সর্ব্বোৎকর্ষ ব্রজে পরচার দাস্য রসে সেবা সখ্য রসেতে সমতা। বাৎসল্যে মমতা স্নেহ মধুরে মম্মতা।। ইতি-মধ্যে সখ্য বাৎসল্য মধুর আখ্যান । অতি চমৎকারকারী নাহিক উপাম।। নিজ নিজ গুণে রস ক্রম সুমধুর। দশমের মধ্যে এই লীলার প্রচুর ।। তারমধ্যে হয় সেই শৃঙ্গার আখ্যান। উত্তর উত্তর সেই রসের প্রধান।।

তথাহি। যথোত্তর মসৌস্বাদু বিশেষোল্লাস ময্যপি। রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাষতে কাপি কস্যচিৎ ।। ইতি ।।

সেইত শৃঙ্গাররস সর্ব্বস্ব যাহার। যে রস মাধুর্য্য আস্বাদিতে অবতার ।।

তথাহি। শৃঙ্গার রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছ বিভূষণং। অঙ্গীকৃত নরাকার মাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয় মিতি ।।

সেই যে শৃঙ্গার হয়ে দ্বিবিধপ্রকার। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ বলি আখ্যান যাহার।। বিপ্রলম্ভ বিচ্ছেদে যে সম্ভোগ মিলনে। এই দুই মুখ্য হৈতে অষ্ট বিবরণে।। পূর্ব্ব রাগ মান প্রেম বৈচিত্ত্য প্রবাস। বিপ্রলম্ভে এই চারি রসের প্রকাশ ।। সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্ন সমৃদ্ধি মান। সম্ভোগ রসের হয় এচারি আখ্যান ।। এই অষ্ট হৈতে বহু রসের উৎপত্তি। বহুকান্তা বিনু নহে তাহার সংগতি ।। বহুকান্তা সঙ্গে বহু রসের উদয়। এই ভাবাবিষ্ট চিত্তে লোভ উপজয় ।। শ্রুতি মুনি দেব কন্যা নিত্যপ্রিয়া সাথে। শতকোটি লঞা ক্রীড়া করয়ে রাসেতে ।। মহারাসস্থলী হয় সর্ব্ব রসসিন্ধু। রসিক শেখর যাতে রস পূর্ণইন্দু ।। চন্দ্র দরশনে সিন্ধু আনন্দ উথলে। তরঙ্গালিঙ্গনে ব্যাপ্ত সকল মণ্ডলে ।। সমুদ্র তরঙ্গে যৈছে কলকল ধ্বনি। মণ্ডলীতে ধ্বনি তৈছে কঙ্কণ কিঙ্কিণী।। রবাব পাখোয়াজ যন্ত্র বীণাযন্ত্র যত । মড্ডু ড্রিণ্ডিম ঝর্ঝরাদি কল্লোলাভিমত ।। তাহার মধ্যেতে বংশী হয় চক্রবাতে। কুলাঙ্গনা গণ চিত্ত ঘূর্ণিত যাহাতে।। সে রস তরঙ্গ মধ্যে স্তনরক্তোৎক্রাম। বুঝি

সিন্ধু চন্দ্র প্রতি করে সমর্পণ ॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ অন্তরে। নিজামৃত দানে সে তরঙ্গে নৃত্যকরে ॥ প্রস্তাবে কহিল এথা রসের বিচার। রসিক শেখর আস্বাদয়ে রসসার ॥ নিজ মনোরথ যত বিবিধ আছিল। প্রকটহইয়া কৃষ্ণতাহা আস্বাদিল ॥ ভক্তগণে শুদ্ধ ভক্তিমার্গ দেখাইয়া। ব্রজে বিহরয়ে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ কেহকহে কৃষ্ণ করে অসুর সংহার। দেখিতে বাস্তব কিন্তু কর্ম্মনহে তার সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। লীলা প্রকটিতে সর্ব্ব অংশে উপাদান ॥

তথাহি। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গো বিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণং ॥

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীভাগবতে। এতেচাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইত্যাদি।

শ্রীগোকুল মথুরা দ্বারকা তিন ধাম। পূর্ণতম পূর্ণতর আর পূর্ণ নাম ॥ শ্রীগোকুলে পূর্ণতম মাধুর্য্য সর্ব্বদা। কৃষ্ণ বলরাম যাহাঁ বিলসয়ে সদা ॥

তথাহি। যথা কৃষ্ণস্তথারামো বিলাসৌচাদ্ভুতৌ সমৌ। বর্ণমাত্র পৃথ কত্বঞ্চ সর্ব্বমেকং ন সংশয় ॥ ইতি ॥

প্রকটলীলার যবে হয়েন সঙ্গতি। আর দুই মূর্ত্তি করে দোহাতেই স্থিতি ॥ কৃষ্ণে বাসুদেব বলরামে সঙ্কর্ষণ। ধামভেদে লীলা ভিন্ন রূপেতে গণন ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতু জগৎপতী। অবতীর্ণৌ জগত্যথে স্বাংশেন বালকেশবৌ ॥

তথা। বৃহৎ প্রাদুর্ভাবে দাদ্যো গৃহেস্বানকদুন্দুভে। গোষ্ঠেত্তমায়সার্দ্ধং শ্রী লীলাপুরুষোত্তমঃ ॥ গত্বাযদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্। কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎপুরং ॥ প্রাবিশদ্বাসুদেবাস্তু শ্রীলীলাপুরু ষোত্তমং। সোহয়ং নিত্যাস্তুতত্বেপি তস্যারাজত্যনাদিতঃ ॥ কৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং তদ্বারে নাপ্যভূত্তদা ॥ ইতি ॥

রাসাদিক লীলাপূর্ণতম রূপ করে। অসুর নাশে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ দ্বারে ॥ ব্রজবাস ত্যাগ আর অসুর মারণ। এই দুই নাহি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি যামলে।

কৃষ্ণোহন্যোযদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ইতি ॥

তবে যে দেখিয়ে কৃষ্ণের মথুরাগমনে। বাসুদেব দ্বারে নিজরূপ আচ্ছাদনে ॥

তথাহি। অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণোযদুপুরীং বিশেৎ। ব্রজে শজন্মা স্বাচ্ছাদ্য স্বরাধ্বন্ বাসুদেবতামিতি ॥

প্রকট লীলাতে যৈছে শ্রীগোকুলধাম। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণ বলরাম ॥ গুণীভূত হঞা করে অসুর মারণ। তৈছে কৃষ্ণ বলরাম মথুরাগমন ॥ পূর্ণতর লীলা তাঁহা লৈয়া নিজগণ। গোবিন্দ মাধুর্য্য হরে বাসুদেব মন ॥ ব্রজপুরে গোপেন্দ্র নন্দন নিত্যজ্ঞানে। মথুরা দ্বারকাপুরে ক্ষত্রিয়াভিমানে ॥ ক্ষত্রিয়াভিমান রূপে কংসাদি বিনাশে। গুণীভূত গোপরূপে মাধুর্য্য প্রকাশে ॥ মথুরাতে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য হয় হ্রাস। ক্ষত্রিয়াভিমান রূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ দ্বারকাতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ণ রূপ। অতিশয় গুণীভূত মাধুর্য্য স্বরূপ ॥ দ্বারাবতী হৈতে যবে বৃন্দাবন আইসে। গুণীভূত পূর্ণ পূর্ণতম পরকাশে ॥ গমনাগমন কালে এইমত হয়। অপ্রকট ধাম অনুরূপ বিহরয় ॥ ঐছে কৃষ্ণ বলরাম মথুরাগমন। পূর্ণতর লীলা তাঁহা লঞা নিজগণ ॥ গোবিন্দ মাধুর্য্যে হরে বাসুদেবের মন। ইহাতেই জানি পূর্ণতর প্রকরণ ॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে।

উদ্গীর্ণাদ্ভুত মাধুরী পরিমলস্যাভীর লীলস্য মে, দ্বৈতংহন্ত সমক্ষয়ন্ মুহু রসৌচিত্রীয়তে চারণঃ। চেতঃ কেলি কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং, যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ সারূপ্য মন্বিচ্ছতি ॥ ইতি ॥

কংসবধ আদি করি যত ইতি লীলা। সব সমাধিয়া পুন দ্বারকাতে গেলা ॥ তাঁহা গিয়া পূর্ণরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। মহিষী বিবাহ আর দুষ্টের বিনাশ ॥ নানা যে কৌতুক নিত্য করে নানা লীলা। প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ক্রমে প্রকট হইলা ॥ এই চতুর্ব্যূহ রূপে দ্বারকা বিহার। অতি মহৈশ্বর্য্যলীলা নাহি পারাবার ॥ এই তিন ধামে কৃষ্ণের সতত বিলাস। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য তারতম্য পরকাশ ॥ লীলাধাম ভেদে জানি কৃষ্ণের প্রকাশ। দ্বেষবুদ্ধ্যে মূর্ত্তি ভেদ করি যায় নাশ ॥

তথাহি। দেহদেহি বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ইত্যাদি ॥

যার যেই কার্য্য তাহা ব্যক্ত ক্রিয়াদ্বারে। গুণের তারতম্য অভিপ্রায় শাস্ত্রে করে

তথাহি। হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যেয়ঃ পরিপঠ্যতে ॥ প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ। কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতাব্যক্তাভূদ্গো-কুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু ॥ ইতি ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণের বহু রূপ হয়। গোপাল সদৃশ আর কোনরূপ নয় ॥

তথাহি। সন্তিভূরী নিরূপাণি মম পূর্ণানি ষড়্গুণৈঃ। ভবেযুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণেতি ॥

মনোহর লীলা কৃষ্ণের আছয়ে প্রচুর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগোপাল লীলা সুমধুর ॥

তথাহি। সন্তি যদ্যপি মেপ্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতি মনোহরা ॥ ইতি ॥

সেই স্থানে হয় কেশবের নিত্যস্থিতি। তার প্রদক্ষিণাভক্ত্যে করয়ে সুকৃতি॥ সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিক্রমা তার হয়। জন্ম জন্মান্তর কৃত পাপ যে থাকয়॥ কেশবের সংকীর্ত্তন দর্শন হইতে। সে সকল পাপনাশ যায় অচিরাতে॥

তথাহি। প্রদক্ষিণাকৃতাতেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। প্রদক্ষিণা কৃতাযেন মথুরায়াস্তু কেশবে। ইহজন্মকৃতং পাপ মন্যজন্ম কৃতঞ্চযৎ। তৎসর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্রং কীর্ত্তনে কেশবস্যচ॥ ইতি॥

মথুরাতে ভগবানের মূর্ত্তি যে যে হয়। তাসভার নাম কহি মন দেহ তায়॥ দীর্ঘবিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভুব নাম। যেসব দর্শন মাত্র পূরে মনস্কাম॥

তথাহি। দীর্ঘবিষ্ণু সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং। মথুরায়াংসকৃদ্দেবি সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুযাৎ॥ ইতি॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞক দীর্ঘ বিষ্ণু শ্রীকেশব। এই তিন যে দেখে পুণ্য মিলে তারে সব॥ প্রভাতে বিষ্ণুতেজ বিশ্রান্তি সংজ্ঞকে। মধ্যাহ্ন সময়ে দীর্ঘ বিষ্ণুতে সে থাকে। সে তেজ কেশবে থাকে দিবা অবসানে॥ ভগবান মূর্ত্তির এই বিশেষ বর্ণন।

তথাহি। বিশ্রান্তি সংজ্ঞকংদৃষ্ট্বা দীর্ঘবিষ্ণু কেশবং। সর্ব্বেষং দর্শনং পুণ্যং মেভিদ্রষ্টৈ. ফলং লভেৎ॥ উদয়ে মামকং তেজঃ সদাবিশ্রান্তি সংজ্ঞকৈঃ। মধ্যাহ্নে মামকং তেজো দীর্ঘ বিষ্ণোব্যবস্থিতং। কেশবে মামকং তেজে দিবা ভাগে চতুর্থকে॥ ইতি॥

এবে কহি কৃষ্ণ পরিবার যে যে হয়। বিগ্রহ রূপেতে তাহা সভার নির্ণয়॥ একানংশা দেবী আর যশোদা দেবকী। মহাবিদ্যেশ্বরী আদি পরিবারে লিখি॥ যাহা সভার দর্শন করয়ে যেই জন। ব্রহ্মহত্যা হৈতে হয় তাসভার মোচন॥

তথাহি। একানংশাং ততোদেবীং যশোদাং দেবকীং তথা। মহা বিদ্যেশ্বীরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যযা॥ ইতি॥

মথুরাতে ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর নামে। মহাদেব আছে তাঁর যে করে দর্শনে সেইজন মথুরা দর্শন ফলপায়। এই কথা সত্য ইথে নাহিক সংশয়॥

তথাহি। মথুরায়াঞ্চ দেবত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি। ত্বয়িদৃষ্টে মহা-দেব মম ক্ষেত্র ফলং লভেৎ॥

এবে কহি মথুরার স্থান নিরূপণ। যত তীর্থ ঘাট সব কুণ্ডাদি বর্ণন॥ পূর্ব্ব দিগে যমুনা বহেন নিরন্তর। বিচিত্র রচিত ঘাট শোভা থরে থর॥ মথুরা চব্বিশ ঘাট শাস্ত্রউক্ত হয়। সর্ব্বতীর্থ শ্রেষ্ঠ সব জানিহ নিশ্চয়॥ একেক ঘাটের [illegible] একেক মাধুরী। ক্রমে ক্রমে কহি তাহা শুন শ্রদ্ধাকরি॥ সকল ঘাটের মধ্যে বিশ্রান্তিক নাম। কংস বধকরি কৃষ্ণ যাহাতে বিশ্রাম॥ বিশ্রান্তি মহিমা [illegible] মথুরাখণ্ডেতে। বর্ণন করিল শুন সাবধান চিত্তে॥

তথাহি। তত্রতীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তির্লোকবিশ্রুতং। ভ্রমিত্বা সর্ব্ব তীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতা॥ ইতি॥

আর কতমত হয়ে মহিমা বর্ণন। সৌর পুরাণের মত করহ শ্রবণ॥

তথাহি। অতোবিশ্রান্তি তীর্থাখ্যং তীর্থমংহো বিনাশনং। সংসারমরু সঞ্চার ক্লেশ বিশ্রান্তিদং নৃণা মিত্যাদি॥

তাঁহা স্নানাদান করে যেই ভাগ্যবান। বিষ্ণুলোক আবশ্যক তাহার প্রয়াণ॥

তথাহি। বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং। যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি যমলোকে মহীয়তে॥

তথা। বিশ্রান্তি তীর্থে বিধিবৎ স্নাত্বাকৃত্বা তৃপোদকং। পিতৄনুদ্ধৃত্য নরকাদ্বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥ ইতি॥

বিশ্রান্তি দক্ষিণে হয়ে যত তীর্থগণ। তাহার মহিমা কহি করহ শ্রবণ॥ প্রথমে কহিব তীর্থ অবিমুক্ত নামে। সোপান সহিতে ঘাট অতি অনুপামে॥ তাতে স্নান করে যেই সেই মুক্তিপায়। তথা প্রাণত্যাগ কৈলে বিষ্ণুলোক যায়॥

তথাহি। অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্য সংশয়ং। তত্রান্ মুঞ্চতে প্রাণান্যমলোকং স গচ্ছতি॥ ইতি॥

তাহার দক্ষিণে অধিরূঢ় ঘাট হয়। সোপান রঞ্জিত সেই শোভা অতিশয়॥ তাঁহা শ্রদ্ধাকরি যেই জন করে স্নান। পরমভকতি কৃষ্ণ তারে দেই দান॥ তার পরে গুহ্য তীর্থ শোভা অতিশয়। সর্ব্বসংসার মোক্ষ মহিমা যার হয়॥ নরমাত্র সেই ঘাটে স্নান যেই করে। তার বাস হয়ে বিষ্ণুলোকের ভিতরে॥

তথাহি। অস্তি চান্যতরং গুহ্যং সর্ব্বসংসার মোক্ষণং। যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি যমলোকে মহীয়তে॥ ইতি॥

তৎপর প্রয়াগতীর্থ সুশোভন হয়। সেই ঘাটে যেই জন স্নানাদি করয়॥ দেবের দুর্ল্লভ ফল তারলভ্য হয়। অগ্নিষ্টোম করিয়া শাস্ত্রেতে যারে কয়॥

তথাহি। প্রয়াগং নামতীর্থং তু দেবানামপি দুর্ল্লভং। তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি অগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ॥

সৌরপুরাণে। ততস্তীর্থং প্রয়াগাখ্যং পবিত্রং পাপন শনং। পিতৃভ্যস্তত্র যদ্দত্তং তদক্ষয়তরং ভবেদিতি॥

তাহার দক্ষিণে কনখল তীর্থ হয়। স্নান করিলেই নাকপৃষ্ঠে নিবসয়॥

তথাহি। তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম। স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে সমোদতে॥ ইতি॥

তারপরে তীর্থ হয় তিন্দুক আখ্যান। বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় তাতে কৈলে স্নান॥

তথাহি। অস্তিক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ। তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি যমলোকে মহীয়তে॥ ইতি॥

তারপরে সূর্য্যতীর্থ নামে একঘাট। সর্ব্বপাপ বিমোচন দেখিতে সুঠাট ॥ বিরোচনের পুত্র বলি যেখানে আসিয়া। পূর্ব্বে সূর্য্য আরাধিল আনন্দিত হৈয়া তাঁহা যেই রবিবারে সংক্রান্তি দিবসে। স্নানকরে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহণে বিশেষে ॥ তা সভার রাজসূয় ফল লভ্য হয়। পৌরাণিক কথা এই কহিল নিশ্চয় ॥

তথাহি। ততঃপরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্ব পাপ প্রমোচনং। বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্থারাধিতঃপুরা। আদিত্যেহনিসংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ। তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি রাজসূয় ফলং লভেদিতি ॥

বটস্বামী নাম তীর্থ হয় তারপর। বটস্বামি নামে খ্যাত তাহা দিবাকর ॥ ভক্তিকরি রবিবারে তারে সেবাকরে। ব্যাধিনাশ হয় নানা সুখ মিলে তারে ॥ অন্তকালে তাহার উত্তম গতি হয়। পরম উত্তম তীর্থ কহিল নিশ্চয় ॥

তথাহি। ততঃপরং বটস্বামী তীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমং। বটস্বামীতি বিখ্যাতো তত্রদেবো দিবাকরঃ। তত্তীর্থং চৈব যোভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে। প্রাপ্নোত্যারোগ্য মৈশ্বর্য্যং অন্তেচ পরমাংগতি ॥ ইতি ॥

তারপরে ধ্রুবঘাট তীর্থ সর্ব্বোত্তম। যাহা বসি ধ্রুব পূর্ব্ব করিল সাধন ॥ ধ্রুবের মহিমা গুণ আশ্চর্য্য কথন। উল্লাস হৃদয়ে কিছু করিয়ে লিখন ॥ ইথিক্রম ভঙ্গদোষ যদি উপজয়। ক্ষমিবা বৈষ্ণবগণ নিবেদন তোয় ॥ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়। পরমসুন্দর পঞ্চবৎসরের হয় ॥ দুর্ভাগার গর্ব্ভেজন্ম থাকে অভ্যন্তরে। বালকস্বভাব সদা ইতি উতি ফিরে ॥ একদিন উত্তানপাদ রাজা সিংহাসনে। বসিয়া আছেন প্রিয়ভার্য্যা পুত্রসনে ॥ ধ্রুব আসি উপস্থিত হৈল হেনকালে। উল্লাস হৃদয়ে যায় নিজ তাত কোলে ॥ দেখিয়া বিমাতা তার ইর্ষাযুতা হৈলা। ক্রোধমুখী ধ্রুব প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ শুন ধ্রুব তুমি নহ সিংহাসন যোগ্য। দুর্ভাগার পুত্রতুমি অতিমন্দ ভাগ্য ॥ তোমার জনী পূর্ব্বসাধন না করে। তুমি আসি উঠ কেনে সিংহাসনোপরে ॥ এখানে বসিতে তোমার যদি থাকে মন। তবে আগে কর এই দেহের মোক্ষণ ॥ দেহ তেজি জন্ম যদি আমার উদরে। তবে সে বসিতে পার সিংহাসনোপরে ॥ বিমাতা বিচন শুনি ধ্রুব ক্রোধান্তরে। অধর কাঁপয়ে আঁখি ছল ছল করে ॥ পিতামুখ চাহি ধ্রুব কান্দিতে লাগিলা। স্ত্রীবশ উত্তানপাদ কিছু না কহিলা ॥ ক্রোধমনে ধ্রুব তবে গমন করিলা। কান্দিতে কান্দিতে নিজ মাতা স্থানে গেলা ॥ ক্রন্দন দেখিয়া তেহোঁ জিজ্ঞাসে বচন। কিলাগি কান্দহ পুত্র কহ সে কারণ ॥ সকল সম্বাদ ধ্রুব মাতারে কহিলা। শুনিয়া তাহার মাতা কহিতেলাগিলা ॥ মুঞি অভাগিনী এই গর্ব্ভে তুমি হৈলা। তেঞি এত কথা তোমার বিমাতা কহিলা ॥ কৃষ্ণের সাধন যদি করিতাম আমি। তবে রাজসিংহাসন যোগ্য হৈতা তুমি ॥ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁহার রাতুল পদ যেই করে ধ্যান ॥ পরম ভকত সেই

অতি ভাগ্যবান। কৃপাকরি কৃষ্ণ তার পূরে মনস্কাম ।। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল। অনায়াসে সিদ্ধি তার হয়এসকল ।। এতেক বচন শুনি ধ্রুব মহাশয় অতি অনুরাগ মনে বনে প্রবেশয়।। পঞ্চবৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন। কৃষ্ণ বলি বনে ফিরে করিয়া ক্রন্দন।। ধ্রুবের সে দশা দেখি নারদগোসাঞি। ভ্রমিতে ভ্রমিতে শীঘ্র আইলা তথাই।। পরম দয়ালু মুনি কহেন বচন। শুন রাজপুত্র কোথা করেছ গমন।। তাঁহারে দেখিয়া ধ্রুব প্রণাম করিলা। মনের যতেক কথা সব নিবেদিলা।। শুনি মুনি কহে তুমি রাজারনন্দন। এ অল্প বয়েসে কৈছে করিবে সাধন।। এইবনে আছে ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি গণ। তোমারে দেখিলে মাত্র করিবে ভক্ষণ।। মোর বাক্য শুনি তুমি ফিরে যাহ ঘরে। তোমা লাগি পিতা মাতা ব্যাকুল অন্তরে।। নারদের কথাশুনি ধ্রুব মহাশয়। কহিতে লাগিলা কিছু স্বচ্ছন্দ হৃদয়।। শুন মুনিবর মোর এক নিবেদন। কৃষ্ণের সাধনে মুঞি করিনু গমন।। ইহাতেই প্রাণ যদি যায়েন আমার। সেহোভাল তভু গৃহে না যাইব আর।। ধ্রুব বাক্যশুনি মুনি মনে বিচারয়। ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম কি আশ্চর্য্য হয় পঞ্চাব্দ বালক নাহি শৌচাচার জ্ঞানে। বিমাতা বচনে যায় কৃষ্ণের সাধনে।। অবশ্য ইহারে কৃষ্ণ করুণা করিবে। এমঙ্গল খ্যাতি ইহার ত্রিভুবনে হৈবে।। এতচিন্তি কৃপাকরি ধ্রুবে মন্ত্রদিল। সাধন বিধান তারে সকলি কহিল।। শুন বাপু ধ্রুব তুমি যাহ মধুপুরে। শ্রীকৃষ্ণ সাধন কর যমুনার তীরে।। সে স্থান হয়েন কৃষ্ণের অতিপ্রিয়তম। চিন্তা না করিহ তুমি পাইবে দর্শন।। তবে ধ্রুব নারদেরে প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করি মুনি অন্তর্ধান কৈল।। শীঘ্রগিয়া মুনি রাজা স্থানে উত্তরিলা। মুনিরে দেখিয়া রাজা সংভ্রমে উঠিলা।। পাদ্য অর্ঘ্য দিব্যাসন দিলেন বসিতে। চিন্তিত অন্তরে কহে মুনির সাক্ষাতে।। মুনিবর কহয়ে শুনহ উত্তানপাদ। চিন্তিত হৃদয়ে কিবা ভাবিছ প্রমাদ।। রাজা কহে মুনি কি করিব নিবেদন। ত্রিভুবনে ভাগ্যহীন নাহি মোরসম।। স্ত্রীবশ হইয়া আমি করিনু যে কাম। কোথাহ না করে কেহো এমত বিধান।। পঞ্চবৎসরের ধ্রুব আমার তনয় সিংহাসনে বসিতে তাহার ইচ্ছা হয় ।। তাহার বিমাতা ইর্ষাবাক্য যে কহিলা। তাহাশুনি তিহোঁ নাহি জানি কোথা গেলা।। তেকারণে চিন্তাযুক্ত অন্তর আমার কোনরূপে হইবে ধ্রুবের তত্ত্বোদ্ধার ।। শুনিয়া নারদমুনি কহেন রাজারে। চিন্তা না করিহ তুমি পাইবে ধ্রুবেরে।। ত্রিলোক পবিত্র তোমার হৈবে ধ্রুব হৈতে। কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেখি আসিবে তুরিতে ।। মোরসনে দেখা তার হইল কাননে। অনেক করিনু যত্ন না আইল এখানে ।। তবে আমি তারে উপদেশ করাইল। শ্রীকৃষ্ণ সাধনে ধ্রুব মধুপুরে গেল।। ইতে অন্যমত চিন্তা নাকরিহ মনে এতবলি মুনিবর কৈল অন্তর্ধানে।। মুনিবাক্য শুনি রাজা আনন্দ পাইল। সর্ব্ব

দিগে নিজলোক নিযুক্ত করিল॥ অতি আর্ত্তিকরি রাজা কহিল সভারে। ধ্রুবেরে দেখিবা মাত্র কহিবা আমারে॥ এইমত লোক সব নিযুক্ত করিয়া। রহিলেন রাজা ধ্রুবের পথ নিরখিয়া॥ তথা ধ্রুব বনে যায় চিন্তা নাহি মনে। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে কৃষ্ণের স্মরণে॥ ধ্রুবেরে দেখিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূক গণ্ডার। পথছাড়ি চলে অতি করিয়া চিৎকার॥ ত্রাস নাহি পায় ধ্রুব আনন্দ অন্তরে। শীঘ্রগিয়া উত্তরিলা পুণ্য মধুপুরে॥ সুখপাঞা মথুরাকে করয়ে প্রণাম। শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া কৈল যমুনাতে স্নান॥ বসিলেন ধ্রুব তবে আসন করিয়া। নারদের দত্ত মন্ত্র জপে হর্ষপাঞা॥ সাধন করিতে ধ্রুব আরম্ভ করিলা। নারদগোসাঞি যেইমত আজ্ঞাদিলা॥ দেহধর্ম্ম আহারাদি নিয়ম করিয়া। কৃষ্ণের সাধন করে একচিত্ত হঞা॥ নিয়ম করিল ত্রিরাত্রান্তে একবার। কপিত্থ বদরী মাত্র করে ফলাহার॥ এই মতে একমাস করিল সাধনে। বিশ উপবাস দশদিবস পারণে দ্বিতীয় মাসেতে ফলাহার ছাড়িদিল। ছয়দিনে পর্ণাহার নিয়ম করিল॥ আনন্দ হৃদয়ে করে কৃষ্ণের সাধন। পঁচিশ উপবাস পঞ্চদিবস পারণ॥ তৃতীয় মাসেতে পত্রাহার ত্যাগকরি। জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ভজে হরি॥ নব নব দিনে এক দিন জলপান। করিয়া সাধন করে ধ্রুব মতিমান॥ জলাহার ত্যাগকরি চতুর্থ মাসেতে। কৃষ্ণের সাধন করে হঞা একচিত্তে॥ দ্বাদশ দিবসে বায়ু করেন আহার। কৃষ্ণগত চিত্ত কিছু নাহি জানে আর॥ পঞ্চম মাসেতে কৈল পবন রোধন। হৃদয়ে ধরিল মাত্র কৃষ্ণের চরণ॥ যোগবলে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধকরি। নিশ্চল হইয়া চিত্তে ভাবেন শ্রীহরি॥ ষষ্ঠ মাসে একপাদে অবস্থিতি কৈল। তার ভরে পৃথ্বী অধো নামিতে লাগিল॥ নৌকা যেন টলমল করে হস্তিভরে। তৈছে ধ্রুব ভরে পৃথ্বী স্থির হৈতে নারে॥ দশদিগ নগ নাগ কম্পিত সকলে। ধ্রুবভরে পৃথিবী যায়েন রসাতলে॥ যোড়হস্তে চক্ষুমুদি কৃষ্ণ ধ্যান করে। চতুর্ভূজ নারায়ণ দেখয়ে অন্তরে॥ ধ্রুবের তপস্যা দেখি সব দেব মনে। আশঙ্কা হইল অতি করয়ে ভাবনে॥ ব্রহ্মাদি কহেন এতপস্যা কেনে করে। বুঝি মোস ভার স্থান লইবে সত্বরে॥ এতচিন্তি সভে গেলা নারায়ণ স্থানে। ধ্রুবের তপস্যা রীত কৈল নিবেদনে॥ শুনি নারায়ণ কিছু ঈষৎ হাসিলা। ব্রহ্মাদিক প্রতি তবে কহিতে লাগিলা॥ শুন ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আমার বচন। শঙ্কা না করিহ যাহ আপনভবন॥ বিমাতা বচনে ধ্রুব বিবেকী হইয়া। তপস্যা করয়ে মোর দর্শন লাগিয়া॥ এতশুনি দেবগণ আনন্দিতমনে। নানা স্তবকরি গেলা নিজ নিজ স্থানে তবে নারায়ণ চড়ি গরুড় বাহনে। শীঘ্রগতি উপস্থিত হৈলা মধুবনে॥ ধ্রুবের অগ্রেতে দাণ্ডাইয়া নারায়ণ। পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য করেন তখন॥ শুনিতে নাপায় ধ্রুব ধ্যানগত রহে। অন্তরে ঈশ্বর দেখি বাহ্যস্ফূর্ত্তি নহে॥ তবে নারায়ণ তার অন্তর্মূর্ত্তি হরে। ব্যগ্রহঞা ধ্রুব নেত্র প্রকাশে সত্বরে॥ চক্ষুমেলি দেখেন

সাক্ষাতে নারায়ণ। আনন্দ হইল অঙ্গ নাযায় ধারণ ।। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে পীতাম্বর। শ্রীবৎসকৌস্তুভ ধরে হৃদয় উপর ।। বনমালা নানা অলঙ্কার শোভে অঙ্গে। দেখিয়া মূর্চ্ছিত ধ্রুব প্রেমের তরঙ্গে ।। তবে নারায়ণ তারে ধরি উঠাইলা। আনন্দ হৃদয়ে ধ্রুব আগে দাণ্ডাইলা ।। চিত্তোল্লাস হয়ে প্রভুর গুণ বর্ণিবারে। ভক্তির প্রভাব বলে নানা বিদ্যা স্ফুরে ।। ইচ্ছাভরি স্তবকরে ধ্রুব মহাশয়। শুনি নারায়ণ অতি আনন্দহৃদয় ।। ধ্রুবেরে কহয়ে বর করহ প্রার্থন। আপন ইচ্ছাতে মাগ যে তোমার মন ।। নিষ্কাম হইয়া ধ্রুব নারায়ণ স্থানে। শুদ্ধভক্তি দাস্য প্রেম করয়ে প্রার্থনে ।। উচ্চলাগি কৈনু এবে তোমার ভজন। অর্থার্থী ভিতরে হয় আমার গণন ।। দয়ালু স্বভাব তোমার দিলে দরশন। দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা করয়ে ভাবন ।। কাঁচ অন্বেষিতে যেন দিব্যরত্ন পায়। আপনেই তার দারিদ্রতা দূরযায় ।। রত্ন পাঞা কাঁচাদি যে অন্বেষণ করে। তার সম অজ্ঞ নাহি জগতভিতরে ।। বরে কায নাহি কিছু শুন নিবেদন। কৃপা করি দাসরূপে করহ গ্রহণ ।।

তথাহি। স্থানাভিলাষি তপসাস্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্ত বান্দেব মনুন্দ্র গুহ্যং। কাচুং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মিবরং নযাচে ।।

ধ্রুবের এতেক বাক্য শুনিয়া ঈশ্বর। কৃপাকরি কহে কিছু সরস অন্তর ।।
শুন ধ্রুব তুয়াবাঞ্ছা করিব পূরণে। এসুখের অন্তে তুমি যাইবে নিজস্থানে ।।
তোমার লাগিয়া সর্ব্বলোকের উপর। করিয়াছি এক স্থান অতি মনোহর ।।
চিন্তা না করিহ আমি আছি তুয়ামনে। এতবলি নারায়ণ কৈল অন্তর্ধানে ।।
তাঁরে না দেখিয়া ধ্রুব বলে নারায়ণ। মোরে ছাড়ি গেলা প্রভু করিয়া বঞ্চন ।।
অগতি অধম দীন পাপী দুরাচার। কৃপাকরি সকলেরে করিলা উদ্ধার ।। মো সম পতিত কেহো নাহি ত্রিভুবনে। আমারে উদ্ধার প্রভু না করিলে কেনে ।।
মুঞি অতি অজ্ঞমতি উচ্চপদ লাগি। তোমার ভজন কৈনু হৈয়া অনুরাগী ।।
এইদোষে শ্রীচরণে নারাখিলা মোরে। কর্ম্মপাশে বান্ধিলে বিষয় কারাগারে ।।
যে হৌক সে হৌক প্রভু যথা তথা থাকি। নিরন্তর যেন তুয়া পাদপদ্ম দেখি ।।
এতেক বিলাপ করি রাজার নন্দন। প্রভু আজ্ঞা মানি রাজ্যে করিলা গমন ।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিবা রাত্রি নাহি জানে। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা পিতার আশ্রমে ।।
তাঁরে দেখি প্রজাগণ আনন্দ পাইল। শীঘ্রগিয়া রাজা স্থানে সম্বাদ কহিল ।।
শুনি মহারাজা অতি আনন্দিত মনে। ধ্রুবের মাতাকে কহে পুত্র আগমনে ।।
শুনিয়া সভার চিত্তে আনন্দ হইল। রাজাজ্ঞায় নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল ।।
পূর্ণঘটে জল পরিপূর্ণ আম্রশাখা। প্রতি ঘরে ঘরে দিল সুচিত্র পতাকা ।।
কদলীর বৃক্ষ রোপে পথ দুইদেশে। চন্দনের ছড়া দই মনের হরিষে ।।

রাজ প্রাঙ্গনাদি গ্রামে বাহির পর্য্যন্ত। এইমত মঙ্গল দ্রব্য পরিপূর্ণ পান্থ ।। হস্তি ঘোড়া দোলা আদি যতেক বাহন। নানা রূপে সাজাইয়া আনে ভৃত্যগণ ।। পাত্র মিত্র গণ সব সাজিয়া আইলা। রাজরাণী গণ শীঘ্র দোলাতে চড়িলা ।। স্বগোষ্ঠী সহিতে রাজা ধ্রুবস্থানে গেলা। পিতারে দেখিয়া ধ্রুব প্রণাম করিলা ।। আনন্দিত হৈয়া রাজা ধ্রুবে কৈল কোলে। অভিষেক কৈল তারে নয়নের জলে ।। তবে বিমাতারে ধ্রুব প্রণতি করিয়া। পড়িলা চরণতলে দণ্ডবৎ হৈয়া।। আশীর্ব্বাদ করে রাণী নিজ মন সুখে। কোলেকরি চুম্বন করয়ে পুত্রমুখে ।। তবে মহারাজা হাতি আমারি উপরে। ধ্রুবেরে বসায় অতি আনন্দ অন্তরে ।। নানা বাদ্য বাজে আগে নাচে বেশ্যাগণ। আনন্দে পড়য়ে ভাট মঙ্গল বচন ।। এইমত মহারাজা ধ্রুবেরে লইয়া। আইলেন নিজালয়ে হরষিত হৈয়া ।। সিংহাসনোপরি লৈয়া ধ্রুবে বসাইলা। অভিষেক করি তাঁরে রাজটীকা দিলা ।। চারিদিগে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। ধ্রুব মহারাজা হৈল সকলে জানিল ।। পাত্র মিত্র গণ বসিলেন যথাস্থানে। ক্রম অনুক্রমে কার্য্য করয়ে বিধানে ।। তবে রাজা করিলেন বনেরে গমন। নিশ্চিন্ত্য হইয়া করে কৃষ্ণের ভজন ।। প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ রাজ্যভোগ করি। ধ্রুবলোকে গেলা ধ্রুব সর্ব্বলোকোপরি ।। এইরূপে হয় ধ্রুবচরিত্র বর্ণন। ইহা যেই শুনে তৃপ্তি তার কর্ণ মন ।। এই যে কহিল ধ্রুব ঘাট বিবরণে। তপ কৈল উচ্চপদ প্রাপ্তির কারণে ।। সেই ধ্রুবঘাটে স্নান করে যেই জন। তাহার অবশ্য ধ্রুবলোকে আগমন ।। বিশেষত পিতৃপক্ষে যেই শ্রাদ্ধকরে। তার পিতৃ কুল যত সকল নিস্তরে ।।

তথাহি আদি বরাহে।

যত্র ধ্রুবেন সংতপ্ত মিচ্ছতা পরমং তপঃ। তত্র বৈস্নান মাত্রেণ ধ্রুব-লোকে মহীয়তে। ধ্রুবতীর্থেতু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতৃন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ।। ইতি ।।

সৌরপুরাণেহ ঐছে মহিমা কহয়। ধ্রুবতীর্থে স্নানকৈলেধ্রুবসম হয় ।।

তথাহি। ধ্রুবতীর্থ মিতিখ্যাতং তীর্থং মুখ্যং ততঃপরং। যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ ।। ইতি ।।

স্কান্দপুরাণে তেহো মথুরাখণ্ডে কয়। ধ্রুবতীর্থে কর্ম্ম কৈলে শতগুণ হয় ।।

তথাহি। গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং হি নৃণাং ভবেৎ। তস্মাৎ শত গুণং তীর্থে পিণ্ডদানাদ্ধ্রুবস্যচ। ধ্রুবতীর্থে জপহোম স্তপোদান মমার্চ্চনং সর্ব্বতীর্থাৎ শতগুণং নৃণাং তত্র ফলং লভেৎ ।। ইতি ।।

এই যে কহিল ধ্রুবঘাট বিবরণ। আগে আর ঘাটকথা করহ শ্রবণ ।। ধ্রুবঘাট পরে ঋষিতীর্থ ঘাট হয়। মহামহাঋষি তাঁহা তপস্যা করয় ।। সেই তীর্থে জপ সান যেজন করয়। সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তি অতিশীঘ্র হয় ।।

তথাহি আদিবারাহে।

দক্ষিণে ধ্রুব তীর্থস্য ঋষি তীর্থং প্রকীর্ত্তিতং। তত্র স্নাতো দেবি মম লোকে মহীয়তে ।। ইতি ।।

স্কন্দপুরাণে তেহো মথুরাখণ্ডে কয় । তাতে স্নানকরিলে পরম ভক্তি হয় ।।

তথাহি। যস্মিন্ মধুবনে পুণ্য মৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ং । স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিপরা ভবেৎ ।। ইতি ।।

তাহর দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ ঘাট হয়। স্নান কৈলে নরমাত্র মোক্ষকে লভয়। ।

তথাহি আদিপুরাণে ।

দক্ষিণে ঋষি তীর্থস্য মোক্ষ তীর্থং বসুন্ধরে । স্নান মাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানব ।। ইতি ।।

তারপরে ঘাট হয়ে বোধতীর্থ নামে। যেই তাতে পিণ্ডদান করে পিতৃগণে ।।
দেবতা তুর্ল্লভ পিণ্ড হয়ে সর্ব্বোত্তম। দান করিলেই পিতৃলোকে আগমন ।।

তথাহি তত্রৈব । তত্রৈব বোধি তীর্থাখ্যং দেবানামপি তুর্ল্লভং ।।
পিণ্ডং দত্বাতু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি ।। ইতি ।।

এইত দ্বাদশ তীর্থ বিশ্রান্তি দক্ষিণে। দেবের তুর্ল্লভ যেই করয়ে স্মরণে ।।
সর্ব্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়। ক্রমে কৃষ্ণ ভক্তি শুভ করয়ে উদয় ।।

তথাহি। দ্বাদশৈ তানি তীর্থানি দেবানাং স্থুর্ল্লভানি চ। যেষাং স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।। ইতি ।।

বিশ্রান্তি উত্তরে ঘাট নব তীর্থ হয় । তাহার মহিমা কিছু কহিল না হয় ।।

তথাহি। উত্তরে অসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং তু নব তীর্থকং। নব তীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ।। ইতি ।।

তারপরে তীর্থহয়ে অসিকুণ্ড নামে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ত্রিবভুনে সুভে জানে ।।
সেই তীর্থে স্নান নিত্য করে যেইজন। তাহার অবশ্য বিষ্ণুলোকে আগমন ।।

তথাহি। ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং। তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি ।। ইতি ।।

তারপরে ধারাপতন নাম তীর্থ হয়ে। তাতে স্নান করে যেই নাক পৃষ্ঠে যায়ে
যদ্যাপি তাহাতে প্রাণ করয়ে তেজন। তাহার অবশ্য বিষ্ণুলোকে আগমন ।।

তথাহি। ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে সমোদতে । অথাত্রমুঞ্চতে প্রাণম্মমলোকে স গচ্ছতি ।। ইতি ।।

তারপরে ঘাট হয় নাক তীর্থনাম। পরম উত্তম সর্ব্ব তীর্থের প্রধান ।। স্নান করিলেই তাতে সেই স্বর্গে যায়। মরণ হইলে পুনর্জন্ম নাহি হয় ।।

তথাহি। ততঃপরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং। তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঃ পুনর্ভবা ।। ইতি ।।

তারপরে তীর্থনাম ঘণ্টাভরণ। অতি যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বপাপ বিমোচন।। সেই ঘাটে স্নান নিত্য করে যেই জন। সূর্য্যলোকে তাহার অবশ্য আগমন।।

তথাহি। ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং। তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে।। ইতি।।

ব্রহ্মতীর্থ নামে ঘাট তারপরে হয়। সর্ব্বোত্তম তীর্থ সেই সকলে জানয়।। তাহাঁ স্নান দানাদিক নিয়ম করিয়া। বিষ্ণুলোক যায় অতি আনন্দিত হৈয়া।।

তথাহি। তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেতি বিশ্রুতং। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।। ইতি।।

তারপর সোমতীর্থ নামে ঘাট হয়। অতি সুশীতল স্থান শোভা অতিশয়।। পবিত্র যমুনা জলে অভিষেক করি। সোমলোকে হয় বাস কহিল নির্দ্ধারি।।

তথাহি। সোমতীর্থে চ বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি। তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্ব স্ব কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতঃ।। মোদতে সোমলোকেতু এবমেব ন সংশয়ঃ।। ইতি।।

সরস্বতী পতন তীর্থ তারপর হয়। সর্ব্ব পাপ হরে শুভ করয়ে উদয়।। যেইজন সেই তীর্থ জলে স্নান করে। অবর্ণ হইলে সেহো যতি নামধরে।।

তথাহি। সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপ হরং শুভং। তত্র স্নাতো নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ।। ইতি।।

চক্রতীর্থ নাম ঘাট হয় তারপর। তিন রাত্রি উপবাস করিয়া যে নর।। যমুনার জলে সেই ঘাটে স্নানকরে। ব্রহ্মহত্যা হৈতে তার হয়েত উদ্ধারে।।

তথাহি। চক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে। যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোসিতো নরঃ। স্নান মাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া। ইতি

তারপরে তীর্থ হয়ে দশাশ্বমেধ নামে। ঋষিগণ অশ্বমেধ করিল যেখানে।। সেই ঘাটে স্নান যেই নিয়ত করয়। তারে স্বর্গপদ কভু দুর্ল্লভ নাহয়।।

তথাহি। দশাশ্বমেধ মৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা। তত্র যে স্নাতি নিয়তা তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভ।। ইতি।।

তারপর বিঘ্নরাজ নাম তীর্থ হয়। নিষ্পাপ সুপুণ্যস্থল নানা শুভময়।। যেই জন বিঘ্নরাজ ঘাটে স্নান করে। বিঘ্নরাজ পীড়া কভু না করে তাহারে।।

তথাহি। তীর্থং তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপ হরংশুভং। অত্র স্নাতন্তু মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ।। ইতি।।

তারপরে ঘাট হয় কোটি তীর্থ নাম। পরম পবিত্র সুমঙ্গল সেই স্থান। সে ঘাটে যমুনাজলে স্নান যেই করে।। গো কোটি দানের ফল সেই জন ধরে।।

তথাহি। ততঃপরং কোটি তীর্থং পবিত্রং পরমং শুভং। তত্রৈব স্নান মাত্রেণ গবাং কোটি ফলং লভেৎ।। ইতি।। ১২।।

মথুরা খণ্ডের মত বিশ্রান্তিক বিনে। কহিল চব্বিশ ঘাট শাস্ত্র অনুক্রমে ॥
তথাহি। চতুর্বিংশতি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে। দশাশ্বমেধ পর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ইতি ॥

মথুরাতে আর যে প্রসিদ্ধ তীর্থ গণ। তাহার মহিমা কিছু করিব বর্ণন ॥ ত্রিভু বন খ্যাত তীর্থ গোকর্ণ আখ্যান। বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় বিশ্বনাথ স্থান ॥
তথাহি। ততো গোকর্ণ তীর্থাখ্যং তীর্থং ত্রিভুবন শ্রুতং। বিদ্যতে বিশ্ব নাথস্য বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভ মিতি ॥

কৃষ্ণগঙ্গা নামে তীর্থ আর এক হয়। যাহার দর্শনে কৃষ্ণভক্তি উপজয় ॥ পঞ্চতীর্থ অভিষেকে যেই ফল মিলে। তার দশগুণ হয় কৃষ্ণগঙ্গাজলে ॥

তথাহি বরাহে।

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ। কৃষ্ণগঙ্গা দশগুণং দৃশ্যতে তু দিনে দিনে ॥ ইতি ॥

তারপরে বৈকুণ্ঠ নামেতে তীর্থ হয়। অত্যন্ত সুন্দরস্থান শোভা অতিশয় ॥ স্নানক্রি সকল পাতকে মুক্ত হয়ে। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মলোকে যায় ॥
তথাহি। বৈকুণ্ঠ তীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ। সর্ব্বপাপৈ র্বিনির্ম্মুক্তং ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ইতি ॥

মথুরাতে অসিকুণ্ড মহাতীর্থ হয়। তাতে স্নানকরি চারি মূর্ত্তি যে দেখয় ॥ বরাহ শ্রীনারায়ণ বামন লাঙ্গলি। এই চারি মূর্ত্তি দেখি হয় কুতুহলী ॥ চতুঃ সাগর পর্য্যন্ত যে ধরাধর হয়। তাহার মধ্যেতে যত তীর্থ নিবসয় ॥ মথুরাতে আছয়ে যতেক তীর্থগণে। সব ফল পায় চারিমূর্ত্তি দরশনে ॥
তথাহি। একা বরাহ সংজ্ঞাচ তথা নারায়ণী পরা। বামনা চ তৃতীয়াবৈ চতুর্থালাঙ্গুলী শুভা। তত্রাচতস্রোয়ঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেহসি সংজ্ঞকে চতুঃসাগর পর্য্যন্তাক্রান্তা যেন ধরা ধ্রুবং। তীর্থানাং মথুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং ফলমশ্নুতে ॥ ইতি ॥

চতুসামুদ্রিক কূপনামে তীর্থ হয়। তাতে স্নানকরি দেবলোকে নিবসয় ॥
তথাহি। চতুঃসামুদ্রকং নাম কূপং লোকে সুবিশ্রুতং। তত্র স্নাতো নরোভদ্রে দেবৈস্তু সহমোদতে ॥ ইতি ॥

তৎপরে অক্রূর তীর্থ কৃষ্ণ প্রিয়তম। গুহ্যহৈতে গুহ্য সর্ব্বপাপ বিমোচন ॥ কার্ত্তিকে পূর্ণিমা তিথে যদি স্নান করে। সেজন নিশ্চয় মুক্ত হয় এসংসারে ॥ সর্ব্বতীর্থে স্নানকৈলে যেই ফল হয়। অক্রূরে করিলে স্নান সে ফল লভয় ॥ সূর্য্য গ্রহণেতে যেই স্নানকরে তায়। রাজসূয় অশ্বমেধ ফল সেই পায় ॥

তথাহি সৌর পুরাণে।

অনন্তর মতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপ বিনাশনং। অক্রূর তীর্থ মত্যর্থ মস্তি

প্রিয়তরং হরেঃ ।। পূর্ণিমায়াস্তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ। স মুক্তএব সংসারাৎ কার্ত্তিকস্তু বিশেষতঃ ।।

আদি বারাহে ।

তীর্থ রাজংহিচাক্রূরং গুহ্যানাং। গুহ্যমুত্তমং যৎ ফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্ব তীর্থাবগাহনাৎ। অক্রূরেচ পুনস্নাত্বা রাহুগ্রস্থে দিবাকরে। রাজস্থয়া শ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানব ।। ইতি ।।

সেইখানে আছয়ে যাজ্ঞিক বিপ্রস্থান। যাঁহা অন্ন মাগি পাঠাইলা ভগবান ।। তারপর কুব্জা কূপ কৃষ্ণ কূপ নাম। রঙ্গ স্থল মঞ্চ স্থল মল্লযুদ্ধ স্থান ।। কংস খালি হয় কংসরাজার নির্ম্মান। যেসব দর্শনে জীব পায় দিব্যস্থান ।। তার পরে হয় এক কুণ্ড মনোহর। পরম সুস্নিগ্ধ সর্ব্ব তীর্থ পরাৎ পর ।। রোহিণী নন্দন বলদেব মহাশয়। তিহোঁ সদা সেই কুণ্ডে বিলাস করয় ।। যেই ভাগ্যবান তাঁহা করে স্নান কাম। পরম ভকতি তারে দেন বলরাম ।। এইসব তীর্থ মথুরাতে বিদ্যমান। সর্ব্বপাপ নাশন পবিত্র সুস্থান ।। যে সব মহিমা কুরুক্ষেত্র শতগুণ। যেই ভাগ্যবান করে পঠন শ্রবণ।। দুইশত কুল তার হয়েত উদ্ধার। পরম উত্তমা গতি প্রাপ্তি হয় তার ।।

তথাহি। এতে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ মহাপাতক নাশনাঃ। কুরুক্ষেত্রাচ্ছত গুণা মথুরায়াং ন সংশয়ঃ। যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তিচ সমাহিতাঃ। মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং। কুলানিতে তারয়ন্তি দ্বেশতে পক্ষরোদ্ধয়োঃ। মাহাত্ম্য শ্রবণাদেব নাত্রকার্য্যা বিচারণা ।। ইতি ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। মথুরা মাহাত্ম্য কহে নন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলাস্থলী বিবরণকথনে শ্রীমথুরা মহিমা বর্ণন নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সংপূর্ণ।

চতুর্থঃ অধ্যায়ারম্ভঃ।

বন্দে মধুবনং তালবনং কুমুদকাননং। কৃষ্ণলীলা বিশেষাণি বনান্যুপবনানিচ ।।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।। জয় জয় গুরুগোসাঞি কৃপাকর মোরে। মোসম পতিত নাহি জগত ভিতরে ।। কৃষ্ণ লীলাস্থলী মুখ্য শ্রীব্রজমণ্ডল। সর্ব্ব পরাৎপর সর্ব্বকারণ উজ্জ্বল ।। তার মধ্যে হয় দ্বাদশ স্থান নিরূপণ। কানন বলিয়া আখ্যান সভার গণন ।। মধুবন তালবন কুমুদ বহুলা। কাম্য খদির শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ লীলা ।। ভদ্র বিল্ব বন লৌহ ভাণ্ডীর আখ্যান। মহাবন হয় কৃষ্ণ জন্মলীলা স্থান ।। ভদ্রাদিক পঞ্চবন পূর্ব্বে যমুনার পশ্চিমে তালাদি সপ্তবন রস সার ।।

তথাহি । পূর্ব্বেতু পঞ্চভদ্রাদ্যান্তা লাদ্যাঃ সপ্তপশ্চিমে ইত্যাদি ।।

এই দ্বাদশবন আর যে যে লীলাস্থান । পরিক্রমা বন্ধে কহি সে সব আখ্যান ।। মথুরা নৈঋতকোণে হয় মধুবন । কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম ।। মধুনাম অসুর মথুরা সন্নিধানে । আছিলা সে মধুপুরী নাম তেকারণে ।। সেইত অসুরে হরি বধিল সেখানে । মধুবন বলি নাম পুরাণে বাখানে ।।

তথাহি । মধোর্বনং প্রথমতো যত্রৈব মথুরাপুরী । মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণাবিশ্ব মূর্ত্তিনা ।। ইতি ।।

তারমধ্যে ভগবান আবির্ভাব হয় । নিত্যবাস স্থান সেই বিষ্ণুবন্দ্যময় ।।

তথাহি । তত্রৈব ভগবদ্বাস আবির্ভাবো হরের্নৃপ । বিশ্রামস্থ হরে স্তত্র দেবানাঞ্চ দ্বিজোত্তম ।। ইতি ।।

মধুবন রম্য সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুর স্থানে । সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্তি হয় যে করে দর্শনে ।।

তথাহি । রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থান মনুত্তমং । যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামান্যবাপ্নুয়াৎ ।। ইতি ।।

মধুবনে স্নান কৈলে যমুনার জলে । সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল আবশ্যক মিলে ।।

তথাহি । যোবৈ মধুবনে স্নাতস্তৎ ফলং লভতে হি স ।। ইত্যাদি ।।

যে যে তাঁহা ভক্ত্যে তপ স্নান আদি করে । মধুবন সর্ব্বসিদ্ধি ফলদেই তারে ।।

তথাহি । সর্ব্বেষাং নৃপ সিদ্ধিঃস্যাত্তস্মিন্ মধুবনে নৃণাং । তপসা ভক্তি যুক্তেন স্নানমাত্রেণ কর্ম্মণা ।। ইতি ।।

অত্যাশ্চর্য্য পুণ্য স্থান মধুবন হয় । যাতে কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ বিলসয় ।। সর্ব্ব লোক মুনিগণের হিতের কারণে । নানা যে কৌতুক লীলা করে মধুবনে ।।

তথাহি । [illegible]মধুবনং পুণ্যং যত্র রামঃ সহানুজঃ । করোতি সর্ব্বলো- [illegible] মণীষিণাং ।। ইতি ।।

সংক্ষেপে কহিল মধুবনের মহিমা । সহস্র বদনে যার দিতে নারে সীমা ।। শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া ইহা শ্রবণ যে করে । মধুপুর প্রেমভক্তি কৃষ্ণ দেই তারে ।। ১ ।।

তারপর তালবন কৃষ্ণলীলাস্থান । যেখানে ধেনুক বধ কৈল বলরাম ।। পৌগণ্ড বয়সে রাম কৃষ্ণ দুইজন । সখাগণ মেলি তাল করিল ভক্ষণ ।। সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন । অবধান করি শুন সব শ্রোতাগণ ।। কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর বয়সে । কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য লীলা করিল প্রকাশে ।। ত্রিবিধ বয়স কহি আগে লোক রীতে । কৃষ্ণ লীলা বয়ক্রম কহিব পশ্চাতে ।। পঞ্চবষ পর্য্যন্ত কৌমার বয় হয় । দশবর্ষ অবধি পৌগণ্ড সুনিশ্চয় ।। তারপর পঞ্চবষ কহিয়ে কৈশোর । যৌবন অবস্থা পঞ্চদশ বর্ষ পর ।।

তথাহি । বাল্যমাপঞ্চ মাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি । কৈশোরমা- পঞ্চদশং যৌবনং তু ততঃপর মিতি ।।

এবে কহি কৃষ্ণ লীলাবয়ে অনুক্রমে। ত্রিবিধ প্রকার যৈছে হয়ে ব্রজবনে॥ অষ্টমাসাধিক দশবর্ষ ব্রজলীলা। প্রকট রূপেতে নানা বিহার করিলা॥ সামান্য বালক হৈতে রাজার তনয়ে। এক বর্ষ কালে ডেড়বর্ষ জ্ঞান হয়ে॥ ব্রজরাজ তনয়ের তৈছে বয়ঃক্রম। করিব বর্ণন বিধি যে হয়ে নিয়ম॥ তিনবর্ষ চারিমাস বাল্যলীলা হয়। অষ্টমাস অবধি পৌগণ্ড বর্ষছয়॥ তারপর আর তিন বর্ষ চারিমাস। দশ বর্ষাবধি হয় কৈশোর বিলাস॥ এই দশ বর্ষে পঞ্চদশ বর্ষ সম অষ্ট মাসাধিকে ষোল বর্ষ পরাক্রম॥ ইহাতে সন্দেহ নাহি শুন শ্রোতা গণ। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে। অঘৃষ্ট জানুভিঃ পদ্ভ্যাং বিচক্রমতুরোজসা॥ ইতি॥

তথাহি। এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং কুর্ব্বন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ। কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতু রিতিচি॥

এখনে কহিব বাল্যলীলা অনুক্রমে। পৌগণ্ড বয়স দোঁহার হইল যেমনে॥ দুইবর্ষ তিনমাস মহাবন লীলা। করি মার্গশীর্ষ মাসে বৃন্দাবনে আইলা॥ সটীকর মধ্যে সকলে বাস কৈল। বৎস চারণের তাঁহা আরম্ভ হইল॥ মার্গশীর্ষে বৎসাসুর বিনাশ করিল। তৈছে দিনান্তরে বকাসুর বধ হৈল॥ গৃহে হৈতে অন্নাদিক শিক্যা সাজাইয়া। পৌষমাসে গেলা বন্য ভোজন লাগিয়া॥ অঘ নামাসুর মারিয়া সেই দিনে। সখাগণ লঞা কৈল পুলীন ভোজনে॥ তর্ককরি ব্রহ্মা বৎস বালক হরিলা। তৈছে কৃষ্ণ একবর্ষ ব্রজে কৈল লীলা॥ এইমতে তিনবর্ষ চারিমাস গেল। এসব কৌমার বয়ো বিধানে কহিল॥ মোহিত হইয়া ব্রহ্মা যবে স্তুতি কৈল। তখনে পৌগণ্ড লীলা আরম্ভ হইল॥ পৌগণ্ড আরম্ভে ব্রজে গিয়া শিশুগণ। অঘাসুরবধ লীলা কহিলা কথন॥

তথাহি। যৎ কৌমারে হরি কৃতং ঊচুঃ পৌগণ্ডকে হর্ভকাঃ ইত্যাদি॥

তারপর পৌগণ্ড বয়সে দুইজনে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য লীলা করে বৃন্দাবনে॥ ঈষৎ রস অতিরিক্ত সুশোভনে। লীলা অনুক্রমে বলবান্ দিনে দিনে॥ তবে দুহেঁ ব্রজে পশু পালনে যোগ্য হৈলা। ইচ্ছা হৈল করিবারে গোচারণ লীলা॥ নন্দ উপনন্দ স্থানে কৈল বিজ্ঞাপন। ইতঃপর আমরা করিব গোচারণ॥ শুনি পশুপাল গণ আনন্দিত মনে। বুঝিলেন সমর্থ হইলা গোচারণে॥ নন্দ আদি গোপ সব সম্মত হইলা। শুভদিনে আরম্ভিল গোচারণ লীলা॥ তদবধি দুই ভাই সখাগণ সঙ্গে। বৃন্দাবনে গোচারণ করে নানারঙ্গে॥ সহজেই বৃন্দাবন পুণ্যতম হয়। নিত্য লীলাস্থান সে প্রাকৃত কভু নয়॥ কৃষ্ণের চরণ পদ্ম সল্লক্ষণ ময়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন যাতে হয়॥ সর্ব্ব বনে বনে করি গোচারণ লীলা অতিশয় পুণ্যতম করিতে লাগিলা॥

তথাহি। ততস্তু পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌব্রজে বভূবতুস্তোপশুপাল সম্মতৌ।
গাংশ্চারয়ন্তো সখিভিঃ সমং পাদৈঃ বৃন্দাবনং পুণ্যবতীব চক্রতুরিতি ॥

এইমত কতোদিন ছিল, সত্ত্রি করে। ব্রজরাজ বাস কৈল নন্দীশ্বর পুরে ॥ তবে বৃষভানু বাস কৈল বরষাণে। ঐছে গোপ সব বাস কৈল স্থানে স্থানে ॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্য নব নব ক্ষণে ক্ষণ। নটবর বেশ অতি সহাস্য বদন ॥ সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে বিলাস করয়। দেখি ব্রজবাসী গণের আনন্দ বাঢ়য় ॥ নন্দ যশোমতি দোহোঁ বাৎসল্য আবেশে। কৃষ্ণের লালন করি ভাসে প্রেম রসে ॥ তাসভার সম যত গোপ গোপী গণ। বাৎসল্য আবেশে কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ ॥ কৃষ্ণ রূপ গুণ লীলা দেখিয়া শুনিয়া। ব্রজবালা গণ অতি উৎকণ্ঠিতা হৈয়া ॥ গমনা গমনে করি মাধুর্য্য দর্শন। নব অনুরাগ ভরে স্থির নহে মন ॥ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যজিতি মন্মথ মদন। সর্ব্বচিত্তে কান্ত ভাব হৈল উদ্দীপন ॥ দরশনে আনন্দ অবধি নাহি হয়। অদর্শনে ক্ষণযুগ করিয়া মানয় ॥ কুটিল কুন্তল আর মুখপদ্ম শোভা। তাস ভার তৃষিত নয়ন ভৃঙ্গী লোভা ॥ দেখিলে সে জীয়ে না দেখিলে মরে দুঃখে। নানা ভঙ্গি করি রহে দরশন সুখে ॥ তাসভার মুখপদ্ম প্রফুল্ল দেখিয়া। কৃষ্ণ নেত্র ভৃঙ্গদ্বয়ে পিয়ে মত্ত হৈয়া ॥ ব্রজবধূ গণের সৌন্দর্য্য অতিশয়। দরশনে নব নব আনন্দ বাঢ়য় ॥ অন্যোঽন্যেত্র দোহাঁর নিরুপাধি প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল কান্তি যেন দগ্ধ হেম ॥ ব্রজবধূ গণের সমর্থা রতি হয়। প্রেম স্নেহ ক্রমে অতি অনুরাগ হয় ॥ অত্যন্ত আবেশ করে কৃষ্ণগুণগান। শয়নেস্বপনে মনে নাহিজানে আন ॥ যেকালে করেন সভে কৃষ্ণদরশন। ভাব হাব হেলাক্রমে হয়ে প্রকটন ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাঢ়য়। মিলন কারণে মনে লোভ সদা হয় ॥ কটাক্ষ ভঙ্গীতে সভাকরে আকর্ষণ। তাসভার চিত্তলোভ মিলন কারণে ॥ এই মত নবং অনুরাগ মনে। অন্যোঽন্য মিলন করিয়া সঙ্গোপনে ॥ দোহেঁ দোহাঁ সৌন্দর্য্য মাধুরী করে পান। প্রেম আলিঙ্গন চুম্বনাদি যে বিধান ॥ সভয় অন্তরে পুনঃ নিজ নিজ স্থানে। অলক্ষিত রূপে শীঘ্র করয়ে গমনে ॥ এইমত কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবধূ সঙ্গে। বিহারয়ে নানা লীলা রস পরসঙ্গে ॥ নিজ নিজ যূথ সঙ্গে করি গোপীগণ। কৃষ্ণসহ বিলসয়ে আনন্দে মগন ॥ গোচারণ লাগি যবে করেন গমন অতি উৎকণ্ঠিতা হয়ে ব্রজবধূ গণ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র বনে নানা শোভা নিরখিয়া। উদ্দীপন চিত্তে রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া ॥ অপরাহ্ন কালে ব্রজে করেন গমন। অন্যোঽন্যো দরশনে আনন্দে মগন ॥ রজনী সময়ে পুন মিলন করিয়া। বিলসয়ে কৃষ্ণ সহ রসে মগ্ন হৈয়া ॥ যথাকালে নিজ নিজ গৃহে আগমন। করয়ে সকলে কৃষ্ণ প্রতি রহে মন ॥ লীলা প্রেম রূপে বেণু সুমাধুর্য্য সার। প্রকট করিয়া কৃষ্ণ করয়ে বিহার ॥ লীলা প্রেমরূপে সকলের হরে মন। বেণু সুমাধুর্য্যে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ॥ নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী সে ধ্বনি শুনিয়া। পরম মধুর শব্দে আকৃষ্ট

হইয়া ॥ ব্রজে আইলা অতিশয় বিমোহিত চিত্তে । দরশন করি লোভ হয় উপস্থিতে ॥ অতি যে আশ্চর্য্য হয়ে কৃষ্ণের বিহার । চতুর্থা মাধুর্য্য দেখি হৈলা চমৎকার ॥ নারায়ণ হৈতে তেহোঁ অসাধারণ গুণে । কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করয়ে বিন্দাবনে তাহার সঙ্গম লাগি অতি লোভী হৈয়া । ভ্রমণ করয়ে ব্রজে তপস্যা করিয়া ॥

তথাহি শ্রীব্রজবিলাসে ।

যত্র শ্রীঃ পরিতোভ্রমত্য বিরত তা স্তামহাসিদ্ধয়ঃ, স্ফীতাঃ সৃষ্টিরলং গবামুদয়িনীং রাসোপি গোষ্ঠৌকসাং । বাৎসল্যাৎপরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখৈ, স্তন্নন্দীশ্বর মালবং ব্রজপদং গোষ্ঠং তদঙ্গং ভজে ॥ ১ ॥

শ্রীভাগবতে নাগপত্নী নামুক্তৌ ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপোবিহায় কাম ন সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

যজ্ঞিক বিপ্রাণামুক্তৌ ।

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রী পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ । ইতি ॥

এইরূপ লক্ষ্মী নিত্য করয়ে ভজন । তথাপি না পায় কৃষ্ণ চরণ স্পর্শন ॥ প্রসঙ্গানুক্রমে ইহা করিল বর্ণন । আগে বেদ্য হবে এই সব প্রবরণ ॥ এই মতে কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে । গোচারণ করে চতুর্বিধ সখাসনে ॥

তথাহি । সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখামতা । প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যাশ্চেত্যুক্তা । গোষ্ঠেচতুর্বিধাঃ ॥ ইতি ॥

তাসভার নাম কিছু সংক্ষেপ করিয়া । প্রসঙ্গানুক্রমে কহি শুন মন দিয়া ॥ সুহৃদ মণ্ডলীভদ্র গোভট্ট সুভদ্র । যক্ষেন্দ্র ভট ভদ্রাঙ্গ আর বীরভদ্র । বলভদ্র বিজয়াদি অগ্রজে গণন । পিতা মাতা যারে করে কৃষ্ণ সমর্পণ । বিশাল বৃষভ আর মহাবল নাম । দেবপ্রস্থ বরুথপ মরন্দ আখ্যান ॥ মণিবন্ধ করন্ধম কুসুমাপীড়সখা । প্রীতিগন্ধি সম্বন্ধ কনিষ্ঠ করে লেখা ॥ কৃষ্ণের মুরলী শৃঙ্গ যষ্ট্যাদি ধারণে । সেবন করয়ে যবে যায় গোচারণে ॥ প্রিয়সখা শ্রীদাম সুদাম বসুদাম । কিঙ্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনানাম ॥ পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্ক আদি । সমান বয়স বেশ লীলার অবধি । কান্ধে চড়াচড়ি খেলা যা সভার সাতে একত্রে শয়ন ঠেলাঠেলী হাথে হাথে ॥ সনন্দ অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব শ্রীসুবল । বিদগ্ধ কোকিল আর বসন্ত উজ্বল ॥ অতি যে রহস্য বেত্ত প্রিয় নর্ম্মসখা । শ্রীমধুমঙ্গল আদি বিদূষকে লেখা ॥ এসকল সখা চিত্রবেশ করি অঙ্গে । পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে নন্দ লয় আসি রঙ্গে ॥ কৃষ্ণ বলরাম সহ করিয়া মিলনে । শিঙ্গা বেণু শব্দকরে আনন্দিত মনে ॥ সেই ধ্বনি শুনি সব ব্রজবাসীগণ । উৎকণ্ঠিত মনে আইসে নন্দের ভবন ॥ সখাগণ মাঝে রাম কৃষ্ণ দুই জন । দেখি আনন্দিত হয় সভার নয়ন ॥ তবে কৃষ্ণ বলরাম একত্র হইয়া । সুশোভিত বৃন্দাবনে বিহার

লাগিয়া ॥ ধেনুগণ আগে করি বেণু বাজাইয়া । গমন করয়ে অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ কৃষ্ণগুণগানকরি সব সখাগণ । চলিলেন পরম কৌতুকাবিষ্টমন ॥ ব্রজবধূগণঅতি উৎকণ্ঠিতমনে । বাহিরে আসিয়া করে কৃষ্ণদরশনে ॥ তাসবার মুখহেরি ব্রজেন্দ্র নন্দন । নেত্র ভঙ্গীকরি সুখে করয়ে গমন ॥ এইমতে সখামেলি গোগণ লইয়া । প্রবেশ করিলা বনে আনন্দিত হৈয়া ॥ দেখিলেন অতি সুশোভন বৃন্দাবন । অলি মৃগ পক্ষ শব্দকরে বিলক্ষণ ॥ অতি যে নির্ম্মল স্নিগ্ধজল সরোবরে । তার মধ্যে পদ্মগণ শোভে থরে থরে । সুগন্ধি পবন বহে মন্দ মন্দ হৈয়া । বিলাস করিতে মন হইল দেখিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গতি লইয়া । নানাবিধ বিহার করয়ে সুখ পাঞা ॥ বৃন্দাবনে হয়ে যত বৃক্ষলতাচয় । কৃষ্ণের মাধুরী দেখি উল্লাসিত হয় ॥ বৃন্দাবনবাসি অলি মৃগপক্ষিগণ । কৃষ্ণরূপ হেরি সভে আনন্দিতমন ॥ নিজ নিজোচিত সেবা করিতে লাগিলা । দেখি শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত হৈলা বলরাম সহ সখ্যভাব অতিশয় । তেকারণে নানা নর্ম্ম কৌতুক করয় ॥ যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা তাঁহা বৃক্ষগণ । অরুণ পল্লব শোভা হয়ে বিলক্ষণ ॥ ফল প্রসুনের ভরে অতি নম্র হৈয়া । চরণারবিন্দ আগে পড়য়ে আসিয়া ॥ বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট হাতে লঞা । অত্যন্ত প্রণয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ আত্মবিস্ময় ভাব করি আচ্ছাদন । বলরাম প্রতি কহে সহাস্য বদন ॥ শুন দেব শিরোমণি বচন আমার অমর অর্চ্চিত যেই চরণ তোমার ॥ আশ্চর্য্য দেখহ এই যত বৃক্ষগণ । পুষ্প ফল দিয়া পূজা করে সে চরণ ॥ আপন শিখাগ্রে পাদপদ্ম পরশিয়া । দণ্ডবৎ করে অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বলোক উপকারে । তরু জন্ম করিলা ইহারা সভাকারে ॥ হেন শ্লাঘ্য জন্মে তমোরূপ যে অজ্ঞান । তাহা নাশহেতু সভে করয়ে প্রণাম ॥ সর্ব্বলোক পাবন তোমার গুণ গাঞা । অলিগণ যায় দেখ পাছে পাছে ধাঞা ॥ বৃন্দাবনে যৈছে তুমি নিজ গূঢ়বেশে । বিহার করিছ সদা আনন্দ বিশেষে ॥ তৈছে মুনিগণ বনে অলিরূপ হৈয়া । আপন অভীষ্ট দব তোমারে পাইয়া ॥ বনেহো তোমার যশ করয়ে কীর্ত্তন । কদাচিত সঙ্গ নাহি ছাড়ে একক্ষণ ॥ তোমারে আনন্দ দিতে পিঞ্ছ প্রসারিয়া । শিখিগণ নৃত্যকরে প্রফুল্লিত হৈয়া ॥ হের দেখ মৃগীগণ তোমারে দেখিয়া । নেত্রভঙ্গী করি রহে এক দৃষ্টে চাঞা ॥ কটাক্ষ করিয়া যেন সব গোপীগণ । অতিশয় আনন্দিত করে সমর্পণ ॥ এইমত সাধুগণ স্বভাব নিশ্চয় । অভ্যাগত দেখি স্বার্থ অর্পণ করয় ॥ বৃন্দাবনে স্থিরচর ধন্য যে সকল । তুয়াসেবা করি জন্ম করয়ে সফল ॥

তথাহি । নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ইত্যমুদাহরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তী গোপ্যইব তে প্রিয়মীক্ষণেন । সুক্তৈশ্চ কোকিলগণাগৃহমাগতায় ধন্যাবনৌকস ইয়ান্‌হি সতাংনিসর্গঃ ॥ ইতি ॥

যে তোমার পাদপদ্ম পরশ পাইল । সে তৃণ বীরুধ সকলেই ধন্য হৈল ॥

এইমতে বৃন্দাবনে দ্রুম লতাগণে। ধন্য হৈল তুয়া কর নখের স্পর্শনে॥ নদী আদি খগ মৃগ বনে যে আছয়ে। সদয়াবলোকনেতে সব ধন্যা হয়ে॥ এইমত কৃষ্ণচন্দ্র কহিতে কহিতে। আগে দেখিলেন লক্ষ্মী ফিরে লুব্ধচিত্তে॥ ব্রজবধূগণ উদ্দীপন হৈল মনে। নর্ম্ম ভঙ্গী করি কিছু কহেন বচনে॥ তোমার যে বক্ষ অতি সৌন্দর্য্য সম্পদ। ভাবযোগ্য নারীগণের প্রেমের আস্পদ॥ যে মাধুর্য্য দেখি রামা অতি লুব্ধা হৈয়া। পিছে পিছে বনে বনে বুলয়ে ফিরিয়া॥ ভুজযুগ মধ্যে সেই রহে গোপীগণে। অতি ধন্যতমা হয়ে প্রেম আলিঙ্গনে॥ আজি অতি ধন্যা এই ধরণী হইলা। পরম আনন্দে যাতে করিতেছ লীলা॥

তথাহি। ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবিরুধস্তৎ পাদস্পর্শো দ্রুমলতাঃ করজা ভিমৃষ্টাঃ। নদ্যোদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ, র্গোপ্যহন্তরেণ ভুজয়োরপিযৎ স্পৃহাশ্রীরিতি॥

নর্ম্মকথা শুনি রাম সহাস্য বদনে। তদ্বিষয় ভাব সভার করিল বর্ণনে॥ এই মত নানা রস প্রসঙ্গ করিয়া। বৃন্দাবন প্রতি কৃষ্ণ প্রীতমনা হৈয়া॥ শ্রীদাম সুদাম আদি অনুচর সঙ্গে। মানস গঙ্গারতীরে গোচারণ রঙ্গে॥ সখাগণ চলিলেন কৃষ্ণ গুণ গাঞা। সঙ্কর্ষণ সহ কৃষ্ণ একত্র হইয়া॥ নানাবিধ বন শোভা করি দরশন। বিহারকরিয়া সুখে করেন গমন॥ কোনখানে অলিগণ মত্ত হৈয়া গায়। তাসভার সঙ্গে তৈছে গানকরি যায়॥ কোনখানে শুক করে মধুর জল্পন। তেমতি গভীর সূক্ষ্ম করে উচ্চারণ॥ কলহংস গণ কাঁহো করয়ে কূজন। তৈছে শব্দকরি আগে করয়ে গমন॥ কোনখানে শিখি নাচে পিঞ্ছ প্রসারিয়া। তার আগে নৃত্যকরে মিত্র হাসাইয়া॥ পশুগণ গেল অতিশয় দূরবনে। মেঘবৎ গভীরশব্দ করি কোনখানে॥ তাসবার নাম ধরি আহ্বান করিয়ে। প্রীতিযুত শব্দে গো গোপাল সুখী হয়ে॥ চকোর চাতক চক্রবাক ভরদ্বাজ। নানাবিধ পক্ষি শব্দকরে বনমাঝ॥ তাঁহা তাঁহা তৈছে শব্দ করি উচ্চারণ। বিহার করয়ে অতি আনন্দিত মন॥ বন মধ্যে ব্যাঘ্র সিংহ মহাসত্ত্বময়। শব্দ শুনি কদাচিত ভীতবৎ হয়॥ কোনোখানে ক্রীড়াপরিশ্রান্ত বলরাম। গোপসঙ্গে সুখে করিয়াছেন বিশ্রাম॥ আপনে করিয়া তার পাদ সম্বাহনে। শ্রম দূরকরে সেবা বিবিধ বন্ধানে॥ কোনোখানে নৃত্যকরে দুই সখামেলি। কোনোখানে দোঁহে গানকরে কুতূহলী॥ কোন বাক বাক্যে শ্লেষ করয়ে দুইজনে। কোনোখানে দুহুঁ যুদ্ধ করে সুবন্ধানে॥ কৃষ্ণ বলরাম ঐছে তাসভারে হেরি। হাসিতে হাসিতে দোঁহে দোঁহার হাথে ধরি॥ নৃত্য গীত বাক,যুদ্ধ যার যৈছে হয়। প্রশংসা করিয়া দোঁহে তারে তৈছে কয়॥ কোন খানে যুদ্ধশ্রম আকর্ষিত হঞা। বৃক্ষমুলে পল্লবের তল্পেতে সুতিয়া॥ কোনো সখা উরূপরে মস্তক ধারণ। কেহো কেহো করে কৃষ্ণ চরণ সেবন॥ পল্লববীজন হাতে আর কথোজন। আনন্দিত হৈয়া প্রেমে করয়ে বীজন॥ আর কতোজন

অতি মনোহর তান। আলাপিয়া কৃষ্ণ অনুরূপ করে গান।। সুমধুর কহি স্নেহ আর্দ্র বুদ্ধি হৈয়া। সবে সেবাকরে কৃষ্ণ সুখের লাগিয়া।। কৃষ্ণ সুখ হেতু সকলেই এইমত। নৃত্য গীত বাগ্বিলাস করে কত কত।। কে কহিতে পারে ভাগ্য কথা তাসভার। কৃষ্ণের সহিতে নিত্য বিহার যাহার।। কৃষ্ণসুখ বিনা কেহ নাহি জানে আন। কৃষ্ণ তাসভারে জানে প্রাণের সমান।। সেই পথ বিপথ হয় যাহা মিত্র নাহি। বিলাস না জানে তাহে মিত্র নাহি কহি।। সে বিলাস নহে যাতে নর্ম্ম নাহি হয়। কৃষ্ণসুখ নহিলে সে নর্ম্ম কিছু নয়।।

তথাহি। ন বর্ত্ম তদযৎ সখিভির্নমণ্ডিতংনাসৌসখাযো ন বিলাস বৃন্দবান্
নাসৌবিলাস নহি নর্ম্ম গীর্বন্ননর্ম্ম তদযন্নমুদেংঘবিদ্বিষ।। ইতি।।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। যোগমায়া দাসীরূপে সেবাকরে যার।। সচ্চিৎ আনন্দময় যাহার স্বরূপ। লীলা পরিকর ধাম সকল চিদ্রূপ।। অপ্রকট রূপে নিত্য পরিকর সনে। বিহার করয়ে নিত্য এই ব্রজবনে।। যোগমায়া দ্বারে নিগূঢ়াত্মগতি হৈয়া। করয়ে প্রকটলীলা লোকে দেখাইয়া।। জন্মাদিকক্রমে ধাম পরিকর যত। সামান্য লোকেতে দেখে প্রাকৃতের মত।। মনুজ বালক যেন গ্রাম্য শিশু সনে। খেলা লীলা করে অতি আনন্দিত মনে।। সেইমত কৃষ্ণ নিজ সখাগণ সঙ্গে। প্রকাশে আপন লীলা খেলা রসরঙ্গে।। অপ্রাকৃত লক্ষ্মী যত ব্রজদেবীগণ। তাসভাতে লালিত যাহার শ্রীচরণ।। এইমতে বৃন্দাবনে আনন্দে বিহরে। বিচিত্র চরিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে।। যে কালে বিপ্লব আসি উপস্থিত হয়। বিনাশয়ে লীলাশক্ত্যে ঈশ চেষ্টাময়।।

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীদশমে।

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতং বিড়ম্বয়ন। রেমে
রমালালিত পাদপল্লবোগ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ।। ইতি।।

সেই স্থান হৈতে কিছু দূর তালবন। পক্কতাল গন্ধ বহি আনয়ে পবন।। সেই গন্ধ পাঞা লুব্ধ হৈলা সখাগণ। স্তোককৃষ্ণ শ্রীদাম সুবল কতোজন।। কৃষ্ণ বলরাম দুঁহার আগে দাণ্ডাইয়া। কহিতে লাগিলা প্রেমে দুঁহমুখ চাঞা।। রাম রাম মহাসত্ত্ব করি নিবেদন। শুন প্রাণসখা কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ।। অবিদূরে এইত সম্মুখে তালবন। অতি সুবিস্তার ঘন বহু বৃক্ষগণ।। সে সকল বৃক্ষে ফল হয়ে অতিশয়। পড়িছে পড়িয়া আছে লেখা নাহি হয়।।

তথাহি। রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ। ততো বিদূরে সুমহ
দ্বনংতালানি সংকুলং। ফলানি তত্রভূরীণি পতন্তি পতিতানিচ। ইতি।।

কিন্তু তাঁহা এক ভয় আছয়ে প্রচুর। সেই বন মধ্যে হয়ে ধেনুক অসুর।। কংস আজ্ঞা পাঞা তালবন রক্ষাকরে। অতি বলবান সেই গর্দ্দভ আকারে।। আত্মতুল্য বলবান জ্ঞাতিগণ লৈয়া। সেইখানে আছে বনরক্ষার লাগিয়া।। তার

ভয়ে কেহ তাঁহা যাইতে না পারে। পশু পক্ষি নাহি সেই বনের ভিতরে॥ অত্যন্ত সুগন্ধি তালফল সব হয়। কোনোকালে সেই ফল ভুক্ত পূর্ব্ব নয়॥ এই মত শুনিয়াছি কৈল নিবেদন। কিন্তু ফলপ্রতি হয়ে সকলের মন॥ এই দেখ সেই ফল গন্ধ মনোহর। পবনে বহিয়া আনে বনের ভিতর॥ অতএব ফলে লুব্ধ সকলের মন। যদি মনে লয় তবে করহ গমন॥ এই কথা শুনিতেই রোহিণী কুমার। লম্ফদিয়া উঠে অতি করিয়া হুঙ্কার॥ কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণে সুখের লাগিয়া তালবনে গমন করিল হর্ষ হঞা॥ দুঁহে অতি হাস্যমুখে কহে সখাগণে। ত্বরা করি সকলে চলহ তালবনে॥ কৃষ্ণ বলরাম কথা শুনি সখাগণ। শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া করিলা গমন॥ সভে গিয়া তালবনে উপস্থিত হৈলা। বলরামচন্দ্র তাল পাড়িতে লাগিলা॥ মত্তগজ প্রায় অতি তেজ প্রকাশিয়া। দুইহাতে ধরি সব বৃক্ষ কাঁপাইয়া॥ অনেক তালেরফল নিপাত করিল। ফল নিপতন শব্দ ধেনুক শুনিল॥ বৃক্ষসহ ক্ষিতিতল কম্পন করায়া। অত্যন্ত চিৎকার শব্দে আইল ধাইয়া॥ মহাবলবান খল রামের বক্ষেতে। পদাঘাত কৈল তাঁরে রাখিয়া পশ্চাতে॥ পুনরাপ বলরাম আগেতে আসিয়া। পশ্চাৎ চরণদ্বয় প্রসার করিয়া॥ যেকালে নিক্ষেপ কৈল তাহারে মারিতে। সেই কালে পদদ্বয় ধরি বামহাতে॥ ভ্রমণ করাঞা বৃক্ষোপরি পেলাইল। ঘুরণি সময়ে তার প্রাণ নিকাশল॥ বৃক্ষোপরি যেইকালে আসিয়া পড়িল। কম্পবান হৈয়া সেই বৃক্ষ ভাঙ্গি গেল॥ সে বৃক্ষ পতনে আর বৃক্ষ ভগ্ন হৈল। এইমতে এক পাশ্বে বৃক্ষ পড়ি গেল॥ তরুগণ কাঁপাইয়া যেন মহা ঝড়ে। নিপাত করয়ে তৈছে তালবন পড়ে॥ অতি বড় খর দেহ ভূমিতে পড়িল। দেখি সখাগণ মনে আনন্দ হইল॥ বলরামচন্দ্র কেল ধেনুক নিধন। এ কিছু বিচিত্র নহে শুন শ্রোতাগণ॥ যেহ ভগবান্ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সৃষ্ট্যাদি কারণ॥ মহাবিষ্ণুরূপে কারণাব্ধিতে শয়নে। প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধানে॥ তাঁর শক্ত্যে মায়া সৃষ্টি করয়ে সৃজন। মহত্তত্ত্বে হয় যত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ॥ এক অংশে পুন সব অণ্ডে প্রবেশিয়া। গর্ভোদক শায়ী রূপে আছেন সুতিয়া॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হয় ত্রিগুণাবতার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যাহার অধিকার॥ অনন্ত রূপেতে যেঁহো ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া। দাস্য ভাবে আছে কৃষ্ণ লীলার লাগিয়া॥ যুগ মন্বন্তরে করে নানা অবতার। জগত ঈশ্বর যেহোঁ কারণ সভার॥ ওত প্রোত তন্তুতে যেমত পট হয়। তৈছে ওত প্রোত বিশ্ব বলদেবময়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতীহ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওত প্রোত মিদং বিশ্বং তন্তু ষঙ্গ যথা পট ইতি॥

ধেনুক মরণ শুনি তার জ্ঞাতিগণ। করিয়া কুচ্ছিত শব্দ আইল তালবন॥

রাম কৃষ্ণ দোহাঁকারে মারিবারে যায়। তৈছে পায়ে ধরি তারে ঘুরাঞা ফেলায়॥ এইমতে সবলের বিনাশ করিল। বৃক্ষগণ ভাঙ্গি সব অসুর পড়িল॥ খরদেহ আর সব তালবৃক্ষগণে। শ্বেতারুণ মেঘ যেন শোভয়ে গগণে॥ রামকৃষ্ণ দোঁহার যে অত্যদ্ভুত লীলা। দেখিয়া দেবতা সব আনন্দিত হৈলা॥ নানা পুষ্পবৃষ্টি তবে করিতে লাগিলা। বহু বাদ্য করি স্তব করে কৃষ্ণলীলা॥

তথাহি। তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ। মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুরিতি॥

তবে কৃষ্ণ বলরাম কহে সখাগণে। যেই যত পার তাল করহ ভক্ষণে॥ আজ্ঞাপাঞা সকলের আনন্দ হইল। অনেক সুস্বাদ তাল সেখানে আনিল॥ রাম কৃষ্ণ দুইভাই সখাগণ সঙ্গে। ভক্ষণ করিল তাল অতি রস রঙ্গে॥ অপরাহ্ন কালে ধেনুগণ আগে লৈয়া। চলিলেন আগে অতি আনন্দিত হৈয়া॥ বলরাম সতে কৃষ্ণ কমললোচন। আগমন কৈল ব্রজ আনন্দ কারণ॥ গোধূলী ধুষর অঙ্গ অতি মনোহরে। কুঞ্চিত কুন্তলে শিখি পুচ্ছ শোভা করে॥ চূড়া বেড়ি বনফুল বনমালা গলে। রুচির ইক্ষণ হাস্য বদন কমলে॥ বেণুবাদ্য করি অতি সুমধুর তানে। মত্তগজজিনি মদ মন্থর গমনে॥ সখাগণ লীলাগুণ কীর্ত্তন করিয়া। পাছু পাছু যায় বেণু বীণা বাজাইয়া॥ ব্রজবধূগণ অতি উৎকণ্ঠিত মনে। তৃষিত নয়নে যায় কৃষ্ণ দরশনে॥

তথাহি। তংগোরজশ্ছুরিত কুন্তল বদ্ধবর্হ বন্য প্রসূন রুচিরেক্ষণ চারু হাসং। বেণুংক্কণন্ত মনুগৈরুপগীত কীর্ত্তিং গোপ্যোদিদৃক্ষিত দৃশোঽভ্যাগমন্ সমেতা॥ ইতি॥

সকলেই তৃষিত নয়ন ভৃঙ্গ করি। পান করে কৃষ্ণমুখ কমল মাধুরী॥ তনু মন নেত্র সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হৈল। দিবস বিরহ তাপ সব দূরে গেল॥ লজ্জা হাস্য সবিনয় অপাঙ্গ ইক্ষণে। সম্মান করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবধূগণে॥ ব্রজপুর মধ্যে কৃষ্ণ উপস্থিত হৈলা। দেখি ব্রজবাসীগণ মহা সুখ পাইলা॥

তথাহি। পীত্বা মুকুন্দমুখ সারঘমক্ষ ভৃঙ্গৈ স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজ যোষিতোহ্নি। তৎ সৎকৃতিং সমবিগম্য বিবেশগোষ্ঠং স ব্রীড়হাস বিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষং॥ ইতি॥

যদবধি কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে। সগোষ্ঠী ধেনুক বধ কৈল সেই বনে॥ তদবধি মনুষ্যের সাধ্বস ঘুচিল। পশুগণ আসি তাঁহা চরিতে লাগিল॥ এইত কহিল তালবন বিবরণ। দর্শন স্পর্শনে পাপ হয় বিমোচন॥

তথাহি। বনং তালবনঞ্চৈব বনানাং বনমুত্তমং। তত্র স্নাত্বা নরো দেবী কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে॥ ইতি॥

সেথানে আছয়ে কুণ্ড জল সুনির্ম্মল। যাতে প্রফুল্লিত হয় বহু নীলোৎপল তাঁহা স্নানদানে স্ববাঞ্ছিত ফল পায়। বরাহ কহেন অতি আনন্দ হিয়ায় ॥

তথাহি। তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপল বিভূষিতং। তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি ॥

অত্যাশ্চর্য্য তালবন মহিমা কহিল। তালের কারণে যাঁহা ধেনুক বধিল ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে।

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈ হতঃসুরঃ। হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্ম ক্রীড়নকায়চ ॥ ইতি ॥

এইত কহিল তালবন বিবরণ। আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥ তারপর বন কৃষ্ণ বিহারের স্থান। কুমুদ কানন বলি তাহার আখ্যান ॥ তহিঁ মনোহর এক সরোবর হয়। প্রফুল্ল কুমুদগণ যাঁহা অতিশয় ॥ ভ্রমরা ভ্রমরি সেই মধুপান করে। বহুবিধ জলজন্তু সরোবরে চরে ॥ নানাবর্ণ বৃক্ষবল্লী আছে থরে থরে। সখাগণসহ কৃষ্ণ সেখানে বিহরে ॥ শ্রদ্ধা করি সেইখানে স্নানাদি যে করে পরম মঙ্গল কৃষ্ণ ভক্তি দেই তারে ॥

তথাহি। বনং কুমুদ বনঞ্চৈব তৃতীয় বনমুত্তমং। যত্র স্নাতা নরো দেবি কৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি ॥

এইত কহিল তিন বন বিবরণ। আগে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ ॥ সরস্বতী নদীতীরে অম্বিকা কানন। মথুরা নিকট স্থান অতি সুশোভন ॥ তাঁহা নিবাসই দেবী অম্বিকা আখ্যান। গোকর্ণাখ্য মহাদেব দেখিতে সুঠাম ॥ সে বনে কৃষ্ণের লীলা ব্রজবাসী সনে। যে রূপে হইল তাহা করিব কথনে ॥ এককালে সেইখানে দেবযাত্রা হয়। শিবরাত্রি বলিয়া সকলে যারে কয় ॥ কৌতুকী হইয়া তাতে ব্রজবাসী গণে। একত্র হইল যাত্রা দর্শন কারণে ॥ গোবর্দ্ধন যজ্ঞে যৈছে আনন্দিত মনে। সকলে উৎসুক তৈছে রহস্য দর্শনে ॥ উপনন্দ ব্রজরক্ষা কারণে রহিলা। নন্দ আদি গোপ গোপী সকলে চলিলা ॥ নিজ নিজ বৃষ নিজ শকটে যোড়িয়া। তাতে চড়ি সেই বনে উত্তরিলা গিয়া ॥ মহাদেব পশুপতি প্রভু যাঁহা আছে। সরস্বতী স্নান করি গেলা তাঁর কাছে ॥ ভক্তিকরি সভে পূজার সামগ্রী লৈয়া। মহাদেব পূজা কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ অম্বিকা দেবীরে তবে সভে পূজা কৈলা। দেবালয় স্থিত বিপ্রে আদৃতা হইলা ॥ গো হিরণ্য বস্ত্র সভে যতেক আনিলা। মধু মধ্বন্নাদি করি তা সভারে দিলা ॥ মোসভারে প্রসন্ন হইবে পশুপতি। এত ভাবি দান করে আনন্দিত মতি ॥

তথাহি। বিষ্ণোরনুগ্রহার্থায় স পুত্রোস্যোদায়ায়চেতি ॥

নন্দ আদি গোপ সব ধৃতব্রতা হৈয়া। সরস্বতী তীরে জল ভক্ষণ করিয়া ॥ সেই রাত্রি সকলে সেথানে বাস কৈলা। কেহ বা জাগ্রত কেহ সুতিয়া রহিলা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয় নর্ম্ম বয়স্যের সঙ্গে । অন্যত্র বিহরে মান লীলারস রঙ্গে ।। অতি বুভুক্ষিত মহাসর্প তাঁহা আইল । শয়নে আছিল নন্দ তাহারেধরিল ।। সর্পগ্রস্ত হৈয়া তিহোঁ কান্দিতে কান্দিতে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উচ্চ লাগিলা ডাকিতে ।। অরে বাপু মহাসর্পে গ্রাস করে মোরে । প্রপন্ন জনেরে আসি করহ উদ্ধারে ।। নন্দের ক্রন্দন শুনি যতেক গোপাল । যেই যাহাঁ ছিলা তাঁহা উঠিলা তৎকাল ।। মহা সর্পগ্রস্ত নন্দে সকলে দেখিলা । ত্বরান্বিত হৈয়া সর্পে মারিতে লাগিলা ।। গোপ গণের ঠেঙ্গা লাঠি অস্ত্র যে আছিল । জলন্ত অনল সহ কাষ্ঠ যত পাইল ।। সক- লেই তদুপরে করেন প্রহারে । তথাপিহ নন্দে সর্পে ত্যাগ নাহি করে ।। বৃদ্ধগণে শঙ্কা করি বয়স্যের সঙ্গে । নানা যে কৌতুক রসে আছিলেন রঙ্গে ।। পিতৃ স্নেহ ময়ী লীলা আবেশ সংভ্রমে । কৃষ্ণচন্দ্র আইলেন পিতা বিদ্যমানে ।। দীর্ঘ পুচ্ছ সর্প প্রতি না কৈল তাড়ন । স্ব চরণ পদ্মে তার করিল স্পর্শন ।। কৃষ্ণ পাদপদ্মে তার অমঙ্গল গেল । সর্প বপু ত্যাগ তার তৎক্ষণে করিল ।। বিদ্যাধরার্চ্চিত রূপ হইল তাহার । দেখিতেই সকলের হৈল চমৎকার ।। অত্যন্ত সুদীপ্ত বপু পুরুষ আকার । ধরিল সুন্দর বেশ হেমকণ্ঠ হার ।। কৃষ্ণের চরণ দ্বন্দে প্রণত হইয়া । যোড়হাতে সুদর্শন রহে দাণ্ডাইয়া ।। তবে হৃষীকেশ করে তারে জিজ্ঞাসন । কে তুমি অপূর্ব্ব শোভাযুত সুদর্শন ।। হেন নিন্দ্যগতি পাঞা কেন বা আছিলা । তবে সেই সুদর্শন কহিতে লাগিলা ।। বিদ্যাধর আমি পূর্ব্ব নাম সুদর্শন । সকলে আমারে বলে শুনহ কারণ ।। অত্যন্ত সুন্দর রূপ বিমানে চড়িয়া । দশদিগ ভ্রমণ করিয়ে মত্ত হৈয়া ।। অঙ্গিরা নন্দন হয়ে যত ঋষিগণ । বিরূপ দেখিল রূদ্ধ অষ্টু ষ্ঠের সম ।। নিজ রূপে গর্ব্ব করি সভারে হাসিল । তারা শাপ দিয়া সর্পবপু পাও বলিল ।। তারা সভে মহান্ত আমরা দুষ্টমতি । তেকারণে হৈল মোর হেন যে দুর্গতি ।। অনুগ্রহ নিমিত্তে সকলে শাপ দিল । করুণা বিগ্রহ সভে এবে সে জানিল ।। যাহা হৈতে প্রভু পদ স্পর্শন পাইল । যে পদ স্পর্শনে মোর অমঙ্গল গেল ।। আজ্ঞা দেহ নিজ লোকে করিয়ে গমনে । প্রভুর করুণা যেন সকলেই জানে ।। যদি কহ স্বলোক গমনে তোর মন । মোক্ষ কেন নাহি মাগ শুন সে কারণ ।। এভব সমুদ্রে ভীত প্রপন্ন যে হয়ে । তাসভার ভয় নাশ কর দয়াময়ে ।। পরম ভক্তির শেষে প্রাপ্তি যে চরণ । সাক্ষাতে সে পাদপদ্ম পাইল দর্শন ।। জয় জয় পাদস্পর্শ পাপ বিমোচন । শাপে মুক্ত হৈনু মুঞি করোঁ নিবেদন ।। যথা তথা মোর স্থিতি কেনে বা না হয় । তোমার চরণ পদ্ম করিল আশ্রয় ।। যদি কহ সুদুর্ল্লভ হয় সে তোমার । শরণ লইনু যাতে সে গতি আমার ।। তবে পুনঃ নিবে দয়ে জয় জয় জয় । মহাযোগী নহে অনন্তচিন্ত্যৈশ্বর্য্যময় ।। জয় জয় মহাপুরুষ পরমেশ্বর জয় । তোমার প্রভাবে কিছু দুর্ল্লভ না হয় ।। বিশেষত সাধুগণে করহ পালন । অঙ্গীকার কর মুনিগণের বচন ।। তুমি কৃষ্ণ পূতনাদি প্রতি মুক্তি দাত ।

প্রপন্নের মনোবাঞ্ছা পূরাহ সর্ব্বথা ।। অতএব জানিবে কৃতার্থ এইজন। আজ্ঞা দেহ নিজ লোকে করিব গমন ।। যদি কহ আমাতে শরণ ইচ্ছা মনে। তবে লোকান্তরে যাইতে চাহ কি কারণে।। তবে নিবেদন করি কর অবধানে। অন্তর্যামী রূপে মোরে করিয়াছ প্রেরণে ।।বিদ্যাধর লোক সেহ তোমার যে হয়। সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর তুমি কৃপাময় ।। শুনহে অচ্যুত তোমার দর্শন প্রভাবে। ব্রহ্মদণ্ড হৈতে মুঞিও মুক্ত হৈনু এবে ।। যে তোমার নাম মাত্র করয়ে গ্রহণে। সেই বক্তা শ্রোতা সব পবিত্র তৎক্ষণে ।। সে তোমার পাদপদ্ম করিনু স্পর্শন। ব্রহ্মশাপ মুক্ত কিছু দুর্ল্লভ না হন ।। এত শুনি কৃষ্ণ কিছু না কহে বচন। মৌন দেখি বুঝিলেন সম্মতি লক্ষণ।। তারপরে কৃষ্ণচন্দ্রে পরিক্রমা করি। অতিশয় ভক্ত্যে দণ্ড প্রণাম আচরি ।। নিজ লোকে সুদর্শন করিলা গমন। ক্লেশ হৈতে নন্দের করিল বিমোচন ।। কৃষ্ণের বৈভব দেখি শুনি সর্ব্ব গণে। অত্যন্ত বিস্ময় হৈল সভাকার মনে ।। তৎপরে সে স্থানে সে নিয়ম সমাপিয়া। পুনঃ ব্রজে আইলা সভে আনন্দিত হৈয়া ।। অম্বিকা কানন লীলা করিলা বর্ণন। সুদর্শন মুক্ত কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ। ব্রহ্মশাপে মুক্ত পায় কৃষ্ণের চরণ ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে যার আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মধুবনাদি লীলাস্থলী বিবরণ কথনে অম্বিকা কানন বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সংপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ারম্ভঃ।

যোগোষ্ঠং বিরহার্ত্ত্য কার্য্যবশতঃ পর্য্যাং চিরায়স্থিতো, ব্যগ্রস্ত্রন্ধয় রেতি গেয় মুখতঃ শশ্বৎ পরাশ্বাসয়ং। আগত্য স্বয়মেবয়ঃ কুরুভুবি প্রদ্যাহ্য ভূয়ো ঝটি, ত্যাগচ্ছেৎ করুণঃ সএব শরণঃ শ্রী কৃষ্ণ দেবোহিনঃ ।।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ।। জয় জয় গুরু গোসাঞিও কৃপাকর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ।। মধুপুর পশ্চিমে দতিহা নামে গ্রাম। পৌরাণিক মত দন্তবক্র বধ স্থান ।। ব্রজ হৈতে কৃষ্ণ যবে মধুপুর আইলা। প্রথমেই রঙ্গ স্থলে কংস বধ কৈলা ।। তারপরে কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে। মধুপুরে লীলা করে বিবিধ বন্ধানে ।। এত শুনি জরাসন্ধ্যা কংসের শ্বশুর। একত্র করিয়া সৈন্য সামন্ত প্রচুর ।। কৃষ্ণের সহিতে যুদ্ধ করিতে আইল। তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে হারি গেল ।। এইমত সপ্তদশ বার যুদ্ধ কৈল। প্রতিবারে কৃষ্ণ স্থানে হারি পলাইল ।। জরাসন্ধ্যা অতিশয় লজ্জিত হইয়া কাল যবন মিত্র ছিল তারে বোলাইয়া ।। অষ্টাদশ বারে যুদ্ধ করিতে আইল। আসি মধুপুরী চতুর্দ্দিগেতে ঘেরিল ।। তবে কৃষ্ণ নিজ মনে করিল চিন্তন। কদাচিত বধ্য নহে এ কাল যবন ।। যোগনিদ্রায় মুচকুন্দ যেখানে আছিলা। কৃষ্ণচন্দ্র

সেইখানে অন্তর্দ্ধান কৈলা ।। কাল যবন তত্তুপরি পদাঘাত কৈল । তাঁর কোপ দৃষ্টানলে ভস্ম হৈয়া গেল ।। তবে কৃষ্ণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপন । অলক্ষিতে দ্বারাবতী কৈল আগমন ।। নিজগণ লৈয়া তাঁহা বিহার স্বচ্ছন্দে । বিবাহাদি নানা লীলা পরম আনন্দে ।। ষোলহাজার শত অষ্ট রমণীর সঙ্গে । বিহার করয়ে কৃষ্ণ অতি রস রঙ্গে ।। তার মধ্যে অষ্টোত্তর শত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা । তথি অষ্ট পট্টরাণী অতিশয় শ্রেষ্ঠা ।। অষ্টপট্ট মহিষীর মধ্যে প্রিয়তমা । রুক্মিণী ভিষ্মকাত্মজা আর সত্যভামা ।। দ্বারকাতে কৃষ্ণের রহস্য যত কথা । যত প্রেমচেষ্টা দোহেঁ জানয়ে সর্ব্বথা ।। সত্যভামা গৃহে কভু রুক্মিণী মন্দিরে । নানা যে কৌতুক রস সমুদ্র পাথারে ।। সতত বিহরে কৃষ্ণ এ দোহাঁর সঙ্গে । রাধিকা বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা প্রেমের তরঙ্গে ।। অত্যন্ত নিমগ্ন কভু করয়ে প্রলাপ । কভু রাধা রাধা বলি করে অনুতাপ কভু মৌন করি রহে বহে অশ্রুধার । অত্যন্ত সুদীপ্ত হয়ে সাত্বিক বিকার ।। দেখিয়া দোহাঁর চিত্তে হয়েচমৎকার । অতি প্রেমে সেবাকরে স্বাস্থ্য করিবার কতক্ষণ পরে কিছু বাহ্য যবে হয় । তবে দুহুঁ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসয় ।। দুই তিন বার যবে করে জিজ্ঞাসন । তবে কদাচিত কভু করে বিজ্ঞাপন ।। ব্রজ লোকের প্রেমে আমি হইয়াছি ঋণী । তা সভা শরণ করি এ দিবা রজনী ।। ব্রজ বাসী মাতা পিতা যত বন্ধুগণ । সখাবৃন্দ আর ব্রজঙ্গনা যত জন ।। তা সভাতে অতি শ্রেষ্ঠা হয়েন রাধিকা । সৌন্দর্য্য সৌভাগ্য প্রেমী নাহি ততোধিকা ।। মোর পদ নখাঞ্চল কোটি প্রাণ মানে । আমা বিনে নাহি জানে শয়নে স্বপনে ।। মোর প্রেম সুখ বৃদ্ধি তিহোঁ মাত্র জানে । তাহার তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবনে ।। সভে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিল আমারে । এ কঠিন হিয়া ত্যাগ কৈল তাসভারে ।। আমা বিনে সকলে কেমনে প্রাণ ধরে । রাধিকা স্মরণ মাত্রে হৃদয় বিদরে ।। মনে বুঝি এক মাত্র আছয়ে কারণ । আমার গমন আশে ধরয়ে জীবন ।। আমারে অক্রূর যবে ব্রজ হৈতে আনে । সেকালে বিচ্ছেদে দুঃখী ব্রজবধূ গণে ।। শান্তনা করিয়া তবে কহিল বচন । দুত দ্বারে তুরিতে করিব আগমন ।। মধুপুর গিয়া যবে কংস বধ কৈল । আশ্বাসিয়া ব্রজবধূ গণে পাঠাইল ।। শান্তনা করিয়া পুনঃ উদ্ধবের দ্বারে । ব্রজ যাইব সন্দেশ কহিল তাসভারে ।। উদ্ধবেরমুখে দশা শুনি তাসভার অতি চমৎকার চেষ্টা হইল আমার ।। তারা মোর আগমন আশে প্রাণ ধরে । কদাচিত যাইতে নারিল ব্রজপুরে ।। কার্য্য অনুরোধে হৈল দ্বারকা গমন । এখানেহো অপসর নাহি একক্ষণ ।। এখনে না জানি তারা জিয়ে কি না জিয়ে । অত্যন্ত নিবীড় দুঃখে সতত ভাবিয়ে ।। রাধিকার প্রেম দশা স্মরি দুঃখ যত । সে অতি অকথ্য কথা কহিব বা কত ।। এত শুনি তারা প্রেমে করে জিজ্ঞাসন । আমরা কি রূপে তাঁর পাইব দর্শন ।। তাহারে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠা বাঢ়িল । অবশ্য দেখাবে এই নিবেদন কৈল ।। কৃষ্ণ কহে তাহার দর্শন সুদুর্লভ । তদনুগা

মাত্রে সেই হয়েত সুলভ ।। সংপ্রতি সে ব্রজভূমি অতিশয় দুর। তারা কভু ত্যাগ নাহি করে ব্রজপুর ।। যদি তোমা সভা লয়ে করি আগমন। যদুগণের অতিক্রিয় করে দুষ্টগণ ।। অতএব নাহি হয় গমনাগমন। সবে মাত্র এক দেখি মিলন কারণ কতোদিন পরে হৈবে সুর্য্য উপরাগে। তাতে তীর্থ স্নানযাত্রা করে মহাভাগে ।। যেমত বৈভব যৈছে আধিপত্য হয়। যথাবিধি দানাদিক সকলে করয় ।। বিশেষত কুরুক্ষেত্রে সভার গমনে। এই হর্ষে হৈবে মহাগ্রহণ কারণে ।। পরশুরামে যেই কালে নিঃক্ষেত্রি করিল। নৃপগণ রুধিরে সে স্থান ভাসি গেল ।। সুবিস্তার বহু হ্রদ তাহাতে হইল। তাঁহা স্নানকরি তারে মহাতীর্থ কৈল ।। সুবিস্তার পঞ্চ হ্রদ আছে সেই স্থানে। অত্যন্ত পুণ্যহ তীর্থ হয়েত গ্রহণে ।। সেই তীর্থে স্নান দান করে যেই জন। সেই ফল লভ্যে অন্য তীর্থ শতগুণ ।। অতএব ভারতবর্ষেতে যত জন। অবশ্য করিব কুরুক্ষেত্র আগমন ।। আমার মিলন লাগি ব্রজবাসী গণ। যাত্রা ছলে যদি তাঁহা করে আগমন ।। তবে সেইস্থানে সর্ব্ব পরিকর সনে। অন্যোন্যেতে সভা সহ হইবে মিলনে ।। এত যুক্তি করি প্রেমে তা [illegible] নিমগনে। কতোদিন উপরান্তে আইল সেই দিনে ।। ভারতবর্ষেতে যত মহাজন ছিল। মহাগ্রাস শুনি সভে আসিতে লাগিলা। আপনে ঈশ্বর করে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে। লোকাচার ক্রিয়া লোক হিতের কারণে ।। বিশেষত ব্রজবাসী জনের মিলন। আনন্দ ভাবিয়া তাঁহা যাইতে হৈল মন ।। বলরাম সঙ্গে সব যদুগণ লৈয়া। বহু রথ হাতী ঘোড়া সমৃদ্ধি করিয়া ।। বসুদেব আদি রথে করি আরোহণ। দেবকী রোহিণী সঙ্গে করিল গমন ।। তাঁর পিতা শূর নিজ ভার্য্যার সহিতে। তীর্থস্নান লাগি আরোহণ কৈল রথে ।। কতশত চতুর্দ্দোল করিয়া সাজন। হস্তির উপরে গৃহ করিল রচন ।। মণি মুক্তা প্রবালাদি বিভূষণ যত। নানাবিধ ভূষাম্বর বর্ণিব বা কত ।। চিত্র চতুর্দ্দোলাপরি মহিষীর গণ। যথাযোগ্য সকলে করিল আরোহণ ।। সভাসঙ্গে কৃষ্ণ দিব্য রথে আরোহিলা। কুরুক্ষেত্রে একদেশে আসি উত্তরিলা ।। গদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন সাম্ব আদি কতোজন। চারুচন্দ্র নাম আর রুক্মিণী নন্দন সেনাপতি কৃতব্রহ্মা শুক শারণ সনে। অনিরুদ্ধ রহে পুরী রক্ষার কারণে ।। বিষ্ণিবংশ অক্রূরাদি যতেক আছিলা। পাপক্ষয় ইচ্ছা করি সকলে আইলা ।। কৃষ্ণ অনুগত যত মহারাজা গণ। সকলে স্ত্রী পুত্র সহ করিলা গমন ।। কৃষ্ণ বাস স্থানবেড়ি রহে চারিপাশে। চন্দ্র বেড়ি তারাগন যৈছেন আকাশে ।। নন্দ আদি করিয়া মাথুর যত জন। তীর্থযাত্রা ছলে সভে করিলা গমন ।। কুরুক্ষেত্রে আসি সভে উপস্থিত হৈলা। সেই কালে রাহু সূর্য্য গ্রহণ করিলা ।। হেনকালে অত্যন্তর কোলাহল হৈলা। সকলেই তীর্থস্নান করিতে লাগিলা ।। উপবাস করি সভে গ্রহণ অবধি। দান সঙ্কল্পিত ক্রিয়া কৈল যথাবিধি।। সর্ব্বারাধ্য মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ আপনে। স্বর্ণাদিক বস্ত্র উত্তমান্ন করে দানে ।। সঙ্কল্প করিল ভক্তি হউ

মোসভার। আদর সহিতে যেই বস্তু অভিসার।। লালসা স্বভাবে কৃষ্ণ এতেক কহিলা। আনন্দ হৃদয়ে ব্রত সমাপ্তি করিলা।। সকলেই নিজ ভীষ্ট করিয়া সঙ্কল্প। বৈভবানুরূপ দান করে বহু অল্প।। ব্রজবাসী গণ সব তীর্থস্নান কৈলা। বাঞ্ছাপূর্ণ লাগি বহুবিধ দান দিলা।। এইমত স্নান দান করি সর্ব্বজন। সন্ধ্যাকালে যথাযোগ্য করিল ভোজন।। কুরুক্ষেত্রে উপবাস নাহিক লিখন। সকলে করিল সেইমত আচরণ।।

তথাহি। বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রা মিতিশ্রুতেঃ।। ইতি।।

সে দিবস ঐছে রহি তারপর দিনে। ব্রত সমাপনে করে অনুজ্ঞা প্রার্থনে।। তদনুজ্ঞা লভিলেন শুন তার হেতু। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয়ে ধর্ম্মসেতু।। তারপর নানা দেশাধীপ যত জন। কার কার কৃষ্ণ আগে হৈয়াছে গমন।। কেহো কেহো কৃষ্ণ পাছে আইলা কুরুক্ষেত্রে। ব্রজবাসী গণ আসি হইলা একত্রে।। নন্দাদিক অতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে। কৃষ্ণ সন্দর্শনোৎসুকা গোপীগণ সনে।। রাজাগণ আসি ক্রমে কৃষ্ণেরে মিলিলা। যথাযোগ্য বন্দনাদি সকলে করিলা।। শ্রীকৃষ্ণ তা সভারে কৈল আলিঙ্গন। কুশলাদি প্রশ্ন করি কৈল আশ্বাসন।। রাজপত্নী গণ আইলা কৃষ্ণ দরশনে। সন্তোষিল প্রেমময় বাক্য সম্ভাষণে।। যুধিষ্ঠির আদি কৃষ্ণ দরশনে আইলা। কৃষ্ণ তা সভারে প্রেম আলিঙ্গন কৈলা।। তারপর ছোটবড় সকলের সনে। অন্যোন্যে মিলন নানা বাক্য আলাপনে।। বসুদেব কুন্তী দোহেঁ হৈল সম্ভাষণ। অতি যে বিস্তার কথা নাহয় বর্ণন।। যদুগণ কৈল যুধিষ্ঠিরাদি পূজন। ভীষ্মকাদি রাজা কৈল কৃষ্ণের অর্চ্চন।। সে অতি বিস্তার কথা বর্ণন নহিল। প্রসঙ্গানুক্রমে মাত্র উট্টঙ্ক কহিল।। কৃষ্ণচন্দ্র দেখি সভে আনন্দিত মন। যথাকালে নিজ বাসা করিল গমন।। তবে কৃষ্ণ দরশনে ব্রজবাসীগণ নন্দ উপনন্দ আদি করিলা গমন।। যশোদাদি গোপী গণ শকট উপরে। আরোহণ করি চলে কৃষ্ণ দেখিবারে।। নন্দ আদি ব্রজবাসী গণ আগমন। বসুদেব দেবকী শুনিল সে বচন।। অতি শীঘ্রগতি দুহেঁ আইলা বাহিরে। নন্দ যশোদাকে নিজবাস লইবারে।। পথে নন্দ সহ বসুদেবের মিলন। প্রেমে গলাগলি দোহেঁ করেন ক্রন্দন।। বস্ত্রাবৃত শকট উপরে যশোমতী। কৃষ্ণগত প্রাণশক্তি হীনা ক্ষীণা অতি।। সেই স্থানে দেবকী করিলা আগমনে। মিলিলেন দোহেঁ অশ্রুধারা দ্বিনয়নে।। তবে দোহেঁ দুহুঁ লৈয়া অভ্যন্তর গেলা। যথাযোগ্য স্থানে দুহেঁ দুহুঁ বসাইলা।। বসুদেব যবে নন্দে আনিবারে গেলা। উপনন্দ সহ আদি তাহাঞিও মিলিলা।। তারা সভে আইলেন বসুদেব সনে। নন্দের নিকটে বৈসে উৎকণ্ঠিত মনে।। যদুগণ কৃষ্ণ আবাস সমীপ আবাসে। সকলেই আছিলেন কৃষ্ণ রসাবেশে।। ব্রজবাসী গণের শুনিয়া আগমন। মিলিলেন উভয়তো আনন্দিত মন।। নন্দ যশোদার অতি উৎকণ্ঠা দেখিয়া। বসুদেব দেবকী ব্যাকুল

চিত্ত হৈয়া ।। কৃষ্ণ বলরাম দুহাঁ তাহাঁ বোলাইলা । দুহেঁ শীঘ্র সেই খানে আগমন কৈলা ।। যবে দোহেঁ কৃষ্ণচন্দ্রে দর্শন করিলা । গাঢ় আলিঙ্গনে কোলে ধরিয়া রহিলা ।। সে কালে দোহাঁর প্রেম চেষ্টা যে হইল । সে অতি দুরূহাবস্থা বর্ণন নহিল ।। কত কত মতে দোহাঁর আশ্বাস করিয়া । শান্তনা করিল প্রেম আর্দ্র চিত্ত হঞা ।। তবে বলরামচন্দ্র আসিয়া মিলিলা । বন্দনা করিতে দোঁহে কোলেতে করিলা ।। নন্দ যশোদার প্রেম সমুদ্র বিথারে । কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ মগন অন্তরে ।। তবে দুহেঁ দোহাঁরে আসন আনি দিলা । কতক্ষণে দোহেঁ স্বাস্থ্য পাইয়া বসিলা ।। তবে কৃষ্ণ ব্রজবাসী গণেরে মিলিতে । বাহিরে আইলা বলরামের সহিতে ।। উপনন্দ আদি সভা সহিতে মিলিলা । যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈলা ।। ক্রমে ক্রমে সভা সহ করিয়া মিলনে । আশ্বাসিয়া সন্তোষিলা বিনয় বচনে ।। ব্রজবাসী গণ পাইল কৃষ্ণ দরশন । দরিদ্রে লভিল যেন ঘটভরা ধন ।। ততোধিক সকলের আনন্দ হইল । সঙ্খেপে কহিল কথা বিস্তার নহিল ।। নন্দ আদি ব্রজবাসী গণ সমাধানে । বসুদেব করিলেন আতিথ্য বিধানে ।। ব্রজবাসী গণ যবে কৃষ্ণেরে মিলিলা । ব্রজাঙ্গনা গণ তবে দরশন পাইলা ।। দাবানলে দগ্ধ লতাগণ যেন রয় । নবমেঘ বৃষ্টি ক্রমে প্রফুল্লিত হয় ।। কৃষ্ণের বিচ্ছেদানলে ব্রজবধূ গণ । তৈছে দগ্ধা ক্ষীণা মলিনতা তনু মন ।। হর্ষ বর্ষকারী শ্যাম ঘন দরশনে । স্নিগ্ধ পুলকিত অঙ্গে প্রফুল্ল বদনে ।। অন্যোন্যে কহে কথা সব গোপী গণে । হোর দেখ সেই প্রাণনাথে দরশনে ।।

তথাহি । দগ্ধংহন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া, সোঢ়ামর্ম্ম বিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতি বৃষ্টিময়া । কালিন্দীয় তটী কুটীর কুহর ক্রীড়াভিসারব্রতী, সোঽয়ং জীবিত বন্ধু রিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিত ।।

সেই কালে কৃষ্ণ দেখিলেন তা সভারে । অত্যন্ত বিরহ ক্ষীণা অতিচমৎকারে ।। পূর্ব্বকৃত আশ্বাস শান্তনাগত প্রাণে । অতি উৎকণ্ঠাতে সভে আইলা এখানে ।। এতচিন্তি তাঁহা পাঠাইলা উদ্ধবেরে । নিজাবাস প্রদেশ বিশেষে আনিবারে ।। তিহেঁা তা সভার সহ মিলন করিয়া । আনিলেন সঙ্গোপনে অতি যত্ন পাঞা ।। তাঁহা কৃষ্ণচন্দ্র আসি করিলা মিলন । সকলে পাইল নিজ অভীষ্ট দর্শন ।। নিজ প্রাণ কোটি হৈতে অতি প্রিয় কৃষ্ণ । চির অনুরাগে দেখে হইয়া সতৃষ্ণ ।। অনিমিখ নেত্রে চাহে করিতে দর্শন । মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নহে নিমিখ কারণ ।। অবিদগ্ধ বিধি ভালো না জানে সৃজন । সবে দুই নেত্র তাহে নিমিষাচ্ছাদন ।। অতি প্রেম তৃষ্ণার স্বভাবে মনে মনে । কহে নেত্রে পক্ষ্মীহীন না করিল কেনে ।। সে শ্যাম সুন্দর রূপ হৃদয়ে ধরিয়া । আলিঙ্গন করি প্রেমে রহে স্থির হঞা ।। চির বিরহার্ত্তি ভরে সভে এক মন । লভিল তন্ময়ভাব ব্রজবধূ গণ ।। অন্তর্ব্বাহ্যে সকলে হইলা এক তান । কৃষ্ণস্ফূর্ত্যে নাহি বাহ্য ক্রিয়ানুসন্ধান ।। কিবা সদা চিত্তে

যারে করিতো ভাবন। সাক্ষাতে তাহারে সবে করি দরশন।। প্রেমের পরমা কাষ্ঠা বিশেষ যে ভাব। সকলের হৈল সে আনন্দ মূর্চ্ছা লাভ।। নিত্য সঙ্গ রুক্মিণ্যাদ্যে যে না হৈল। সেই ভাব প্রেমানন্দে সকলে লভিল।।

তথাহি শ্রীদশমে।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণ মুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎ প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদি কৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাব মাপুরপি নিত্য যুজাং দুরাপ।। ইতি।।

তবে কৃষ্ণ শান্তনা করেন ত সভারে। প্রদোষ সময়ে লৈয়া গেলা স্থানান্তরে নিজবাস প্রদেশ বিশেষ এক স্থানে। অত্যন্ত বিরক্ত সেই হয়েত নির্জ্জনে।। তা সভার প্রেম মূর্চ্ছা ভঙ্গের কারণে। আপন বৈভব করিলেন প্রকাশনে।। একক্ষণ এককালে সভাকার সনে। প্রেম রসাবেশে করে গাঢ় আলিঙ্গনে।। তবে সভে বার বার করয়ে রোদন। পুন মূর্চ্ছাগত হয়ে নাহিক চেতন।। নানা প্রকারে কৃষ্ণ শান্তনা করয়। বহুক্ষণে স্বাস্থ্য দেখিলেন অনাময়।। সকলে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া নয়নে। তবে কৃষ্ণ বিচার করিয়া মনে মনে।। উদ্ধবের দ্বারে যে যে উপদেশ কৈল। বিরহ হরণোপায় সব ব্যর্থ হৈল।। আত্মকৃত অপরাধ লাঘব কারণে। নানা রূপ শান্তনা করিলা সুবন্ধানে।। সাধারণ বাহ্য দুঃখ ত সভার গেল। অন্তরীণ দুঃখ দূর তথাপি নহিল।। তবে নানা পরিপাটী বাক্য আচরণে। অতিশয় মর্ম্ম দুঃখ কিছু হৈল ন্যূনে।। তবে তা সভার শোক লাঘব কারণে। ক্ষমা করাইতে নিজ অপরাধ গণে।। প্রহাস্য করিয়া কৃষ্ণ হৈল সমা মানে। সে অতি পরমাদ্ভুত আশ্চর্য্য বিধানে।। দেখি তা সভার প্রায় দুঃখ সব গেল। তথাবিধ কৃষ্ণে তবে সম্মান করিল।। সৌলুণ্ঠ্য বচনে তবে করি সম্ভাষণ উত্তরীয় বস্ত্র দিল বসিতে আসন।। সেকথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন হৈলা। আপনাকে ঋণী মানি আসনে বসিলা।। চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রজবধূ গণ। পূর্ণ শশধর বেড়ি যৈছে উডু গণ।। বৃষভানু সুতা তবে লাগিলা কহিতে। চির অনুরাগে দুঃখ যে আছিল চিত্তে।। বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম আর। সব তেজি তোমা চরণ কৈনু সার।। শয়নে স্বপনে তোমা বিনু নাহি জানি। তোমা না দেখিয়ে ক্ষণে কোটি যুগ মানি।। আসিব কহিয়া মাত্র মধুপুরে গেলা। কদাচিত পুনরপি দর্শন না দিলা।। তোমার সহিতে যত প্রেম আচরণ। ব্রজ ছাড়ি সকল হইলা বিস্মরণ।। উদ্ধবের দ্বারে কৈলে যোগ উপদেশ। সেকথা শ্রবণ মনে বাড়ে আর রোষ। তিহোঁ কহিলেন কৃষ্ণ করিব গমন। তোমার দর্শন আশে ধরয়ে জীবন।। বহুদিন পরে পুন বলরাম দ্বারে। শান্তনা করিয়া পাঠাইলা মোসভারে।। সে সব বচন তুয়া হৈল বিপরীতে। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু [illegible]

শুনিতে ।। মহারাজ রাজাধিপ আচন্ত হইয়া । রাজকন্যা গণ সুখে বিবাহ করিয়া ।। নানা যে কৌতুক রসে করিছ বিহারে। কারণে বুঝিল ত্যাগ কৈলে মোসভারে ।। বাস্তব আমরা সব হৈব বনচারী । না জানিয়ে রস পরিপাটী সুচাতুরী ।। যেমত রসজ্ঞ তুমি যৈছে তুয়া মন । তেমত না হই যে মোরা ব্রজবধূ গণ ।। হেন বুঝি তবে অতি রসজ্ঞ না ছিলে । তেঞি মোসভারে লঞা বিহার করিলে ।। এবে অতি রসজ্ঞ হইলা সুপ্রবীণে । করিছ তদনুরূপ রস আস্বাদনে ।। কিন্তু তুমি সত্যবাদী কহে সর্ব্বজনে। সত্যাচার না দেখিয়া দুঃখ পাই মনে ।। অতএব পুর্ব্বকথা করিয়া স্মরণে । যাত্রাছলে আইলাম তোমার দর্শনে ।। তবে কৃষ্ণচন্দ্র অতি লজ্জিত হইয়া । কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় করিয়া ।। শুন প্রিয়া গণ আমি যে কহি বচন । তোমাসভার ঋণী আমি সদা সর্ব্বক্ষণ ।। নিরবধি তো সভার করিয়া স্মরণ । মোর যত দুঃখ নাহি জানে কোনজন ।। আমার বিচ্ছেদে তো সভার দশা যেন । তো সভা বিহনে মোর দশা হয় তেন ।। সে অতি দুরূহা বস্থা করি সঙ্গোপনে । কিছুমাত্র সত্যভামা রুক্মিণ্যাদি জানে ।। ব্রজ যাইবার অতি উৎকণ্ঠিত মন । কদাচিত নহে অতি দুর্দ্দৈব কারণ ।। সখিসব কহ সত্য বচন প্রমাণে । মোরে কিবা কদাচিত করিতা স্মরণে ।। সবে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিলা আমাকে । আমি কার্য্যবশে ত্যাগ করিল সভারে ।। অকৃতজ্ঞ জন কভো স্মৃতি যোগ্য নহে । অতএব যে কহিয়ে মন দেহ তাহে ।। যদ্যপি নাথাকে কৃতজ্ঞতা মোরগুণ । দোষগুণে কদাচিত করিতা স্মরণ ।। এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কাতর হইয়া । আপনার দোষাদিক ক্ষমা করাইয়া ।। সভার শান্তনা লাগি এক শ্লোক কহে । সকলে সে কথা শুনি নিশবদে রহে ।।

তথাহি । অপিস্মরনথঃ সখ্যোস্বনামার্থ চিকীর্ষয়া । গতাশ্চিরায়িতা ঐচ্ছৎ পক্ষক্ষপণ চেতসঃ ।। ইতি ।।

তবে কৃষ্ণ পুনরপি কহে তাসভারে । অকৃতজ্ঞ করি কিবা জানহ আমারে ।। শঙ্কামাত্র নাহি মোর তো সভার কারণে । এইত নিশ্চয় সভে করিয়াছ মনে ।। অতএব কহিয়ে যে কর অবধান । অতি সুনিশ্চিত এই বচন প্রমাণ ।। ভগবান ভূতসব করিয়া সংযোগ । আপন ইচ্ছাতে পুন করয়ে বিয়োগ ।।

তথাহি । অপ্যবধ্যা যথাহস্মানন্বিদ কৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া । নূনংভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ।। ইতি ।।

কেহো কিছু নাহিবলে এ কথা শুনিয়া । তবে কৃষ্ণ নিজমনে বিচার করিয়া সদৃষ্টান্ত করি পুন কহে তাসভারে । সংযোগ বিয়োগ দুই হয়ে যে প্রকারে ।। বায়ু যেন মেঘগণ একত্র করিয়া । নানা দিগ দেশে পুন দেয় সঞ্চারিয়া ।। তৃণ তুল কিবা সূক্ষ্ম বালু একঠাঞি । করি পুন কাঁহা ডারে তার লেখা নাই ।। এমতি জানিবে ভূত কৃষ্ণ সে বিধাতা । সংযোগ করিয়া পুন রাখে যথাতথা ।।

তথাহি। বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসিব। সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয় স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ।। ইতি।।

এতেক প্রকারে কৃষ্ণ যদ্যপি কহিল। তথাপিহ কেহ কিছু উত্তর না দিল।। তবে কৃষ্ণ তা সভার প্রেম প্রকাশিয়া। কহিতে লাগিলা অতি বিনয় করিয়া।। আর যে যে করে মোরে শ্রদ্ধা প্রেম প্রীত। আমার ভকত সেহ হয়ে ভাল রীত।। আমার বিষয়ে যেই প্রেম অতিশয়। অতি ভাগ্যে তো সভার হইল নিশ্চয়।। আর কোন জনে প্রেম এমত না গণি। অতএব হই আমি তো সভার ঋণী।। আমারে জানিবে সদা নিজ প্রেমবশ্য। নিশ্চয় জানিবে ব্রজে যাইব অবশ্য।।

তথাহি। ময়িভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন।। ইতি।।

তবে পুন তা সভার বিশ্বাস কারণে। অধ্যাত্ম যোগের কথা আপনে বাখানে। সর্ব্বভূতে স্ফূর্ত্তি আমি অন্তর বাহিরে। তারা সব দেখে মোরে বাহিরে অন্তরে।। পঞ্চভূত যৈছে ভূতের অন্তর্বাহ্যে হয়। সেইমতে সকলে জানিবে সুনিশ্চয়।।

তথাহি। অহংহি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ। ভৌতিকানাং যথা বার্ভূঃ খং বায়ুর্জ্যো বরাঙ্গনা।। ইত্যাদি।।

স্বরূপোপদেশ ক্রমে হৃদ্বোধ করিলা। পরিপূর্ণ রূপে পাইনু সকলে জানিলা।। তবে সভে কৃষ্ণ প্রতি করয়ে প্রার্থনে। অত্যন্ত নিগূঢ় যেই অভিলাষ মনে।।

তথাহি। আহুশ্চতে নলিন নাভ পদার বিন্দ, যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ। সংসার কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং, গেহং যুষামপি মন স্যুদীয়াৎ সদানঃ।। ইতি।।

চৈতন্যচরিতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে। উভয়তো কুরুক্ষেত্র মিলন সম্বাদে।। ব্রজবধূ গণ যেই করিল প্রার্থন। তাতে কৃষ্ণচন্দ্র যৈছে কৈল আস্বাদন।। অতি বিজ্ঞ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসাঞি। লিখিলেন সুসিদ্ধান্ত তাহা সম নাই।। তাহাতে জানিবে সবিশেষ বিবরণ। ইহা পুন না লিখিনু দ্বিরুক্তি কারণ।। কৃষ্ণ সহ তাহাঞি মিলন কথোদিন। পূর্ব্ববৎ প্রেমরস আনন্দ বিহীন।। মনে বিচারিয়া রাধা নিজ সখী স্থানে। নিজ মন কথা কহে বিষণ্ণ বদনে।। শুন প্রিয় সহচরী আমার বচন। দেখ সেই প্রিয় এই ব্রজেন্দ্র নন্দন।। তেমতি জানিবে আমি সেই রাধা হইয়ে। কুরুক্ষেত্রে দুহাঁর সঙ্গম সুখোদয়ে।। তথাপিহ মনে সেই মুরলী বদন। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম গান মধুর পঞ্চম।। সেই ভাব রূপ বেশে যমুনা পুলিনে। দেখিলে সে মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণে।। তাঁহা অতিশয় প্রেমরস উদ্দীপনে। অতএব মোর স্পৃহা সেই বৃন্দাবনে।।

তথাহি। প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত, স্তথাহং সা

রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখং। তথাপ্যন্তঃ খেলমধুর মুরলী পঞ্চম যুষে, মনোমে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ।। ইতি ।।

পরামর্শ করি পুন সখীগণ সনে। নিজ মনোবাঞ্ছা সব কহে আর দিনে।। কৃষ্ণ প্রতি শ্রীরাধিকা করে নিবেদন। সেই তুমি সেই আমি সেই সখীগণ ।। তথাপিহ বৃন্দাবন সম সুখনয়। নিজ পাদপদ্ম ব্রজে করাহ উদয় ।। তবে তনু মন নেত্র প্রফুল্লিত হয়। নিজ মনোবাঞ্ছা এই কহিল নিশ্চয় ।।

তথাহি। যাতে লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যাঃ পরীতা, ধন্যাক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ। তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপী ভাব মুগ্ধান্ত রাভি, সংবীতস্ত্বং কলয়বদনোল্লাসি বেণুর্বিহারং ।। ইতি ।।

তবে সে বচন কৃষ্ণ কৈল অঙ্গীকার। চৈতন্যচরিতামৃতে সিদ্ধান্তের সার ।। সত্যভামা রুক্মিণীর যেছিল প্রার্থনে। অপসরে কৃষ্ণ তাহা কৈল সমাধানে ।। ব্রজাঙ্গনা মধ্যে শ্রীরাধিকার দর্শন। করিয়া বিস্ময় হৈল সকলের মন ।। তবে সব রাজা গণ বিদায় হইলা। বৃষ্ণিবংশ ব্রজবাসী সেখানে রহিলা ।। তবে নন্দ বসুদেবের আনন্দ কারণে। রাম কৃষ্ণ দুহাঁকার প্রেম দরশনে ।। অন্যোন্য প্রেমরস আনন্দ বিশেষে। আজি কালি করি তাহা গেল তিনমাসে ।।

তথাহি। নন্দস্তুসখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণাগোবিন্দ রাময়োঃ। অদ্যশ্চ ইতি মাসাং স্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবশ ।। ইতি ।।

তবে কৃষ্ণ প্রতি নন্দ কহে বার বার। ব্রজপুর প্রতি কি গমন হবে আর ।। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়। প্রেমে গদ গদ কৃষ্ণ তাহারে কহয় ।। দুষ্ট কংস পক্ষ আছে দুই চারি জন। তাহা মারি অবশ্য যাইব বৃন্দাবন ।। শুনি নন্দ যশোদার আনন্দিত মন। পুন ব্রজপুরে কৃষ্ণের পাইব দরশন ।। বসুদেব মনে মন্ত্র বিচার করিল। পুত্র পৌত্রাদিক কৃষ্ণের অনেক হইল ।। এখানে যদি বা ব্রজে করেন গমন। সেহো গৌণ কৃষ্ণের সতত এথা মন ।। তবে তিহোঁ গমনের অনুমতি দিল। শুনি ব্রজরাজ মনে প্রতীত হইল ।। তবে কৃষ্ণ বসুদেব উগ্রসেন সনে। ব্রজরাজ ব্রজবাসী গণের সম্মানে ।। বহু অভরণ বস্ত্র অলঙ্কার দানে। উভয়ত হইলেন আনন্দিত মনে ।। তবে ব্রজবাসী যদুগণে যে বিদায়। অতি চমৎকার কথা বর্ণন না যায় ।। গোপ গণ সহ নন্দ আর গোপী গণ। গোবিন্দ চরণাম্বুজে ধরিল যে মন ।। যদি তাহা হৈতে মন না যায় ছাড়ানে। তথাপিহ সভে ব্রজে করিল গমনে ।।

তথাহি। নন্দগোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দ চরণাম্বুজে। মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তু মনশাস্বাশ্রমান্ যযুঃ ।। ইতি ।।

ব্রজবাসী বন্ধুগণ করিলা গমন। শ্রীকৃষ্ণ দেবতা যার হেন যদুগণ ।। দেখিলেন শীঘ্র আগে বরিষা আইল। পুন দ্বারাবতি সভে গমন করিল ।।

তথাহি। বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণ দেবতা। বীক্ষ্য প্রাবৃষ মাসম্নাং পুনর্দ্বারাবতীং যযুরিতি ॥

তবে কৃষ্ণ তাঁহা পুন করে নানা লীলা। ব্রজ যাইব শীঘ্র মনেভাবিতে লাগিলা ॥

তথাহি। যোগোষ্ঠং বিরহর্ষ্যা কার্য্যবশতঃ পূর্য্যাং চিরায়স্থিতো, ব্যগ্র স্তূদ্ধব রৌহিণেয় মুখতঃ শশ্বৎ পুরাশ্বাসয়ৎ। আগত্য স্বয়মেব যঃ দুরু ভুবি প্রত্যার্য্য ভূয়োঝটি ত্যাগচ্ছৎ করুণঃ সএব শরণঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবোহিনঃ ॥ ইতি ॥

এইত কহিল কুরুক্ষেত্রের মিলন। আগে দন্তবক্র বধ করিব বর্নন ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে দতিহা স্থান বিবরণ কথনে কুরুক্ষেত্র মিলন বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ারম্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণোমথুরাগত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ। যমুনাস্নান মুত্তীর্য্য পুনঃ শ্রীগোকুলং গতঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপাকর মোরে। রাধাকৃষ্ণ লীলাগাই আনন্দ অন্তরে ॥ তবে পূর্নৈশ্বর্য্য রূপে দ্বারকা বিহার। জরাসন্ধ্য চৈদ্যাদিক করিল সংহার ॥ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যবে চৈদ্য বধ হৈল। শুনি তার ভ্রাতাযুদ্ধ করিতে আইল ॥ মহা মহা দুষ্টগণ সঙ্গেতে লইয়া। সংগ্রাম করিতে সভে গেল নষ্ট হৈয়ে ॥ উগ্রসেনাদিক সঙ্গে দ্বারাবতী মাঝে। করিয়া সুধর্ম্ম সভা সতত বিরাজে ॥ নানাবিধ রত্নে পুরী হয়ে অলঙ্কৃতা। মহাতুষ্ট গণ জয় উৎসব ভূষিতা ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র কৈল মথুরা গমন। তাতে দন্তবক্র বধ শুন শ্রোতাগণ। যবে ইন্দ্রপ্রস্থে শিশুপাল বধ হৈল। দন্তবক্র দূত মুখে সে কথা শুনিল ॥ কৃষ্ণের সহিতে যুদ্ধ করিবার তরে দন্তবক্র গমন করিল মধুপুরে ॥ ভাগবতে স্পষ্ট নহে এ লীলা বর্নন। পদ্ম পুরাণের মত করহ শ্রবণ ॥

তথাহি। অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা রথ মারুহ্য দন্তবক্রো মথুরা মাজগাম ॥ ইতি ॥

তাহাশুনি কৃষ্ণ করি রথ আরোহণ। ত্বরিতে করিল মধুপুর আগমন ॥

তত্রৈব। কৃষ্ণস্তুতচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য মথুরাং মেবাযযৌ ॥ ইতি ॥

মথুরার দ্বারে দুহে হইল সংগ্রাম। দিবা রাত্রি একক্ষণ নাহিক বিশ্রাম ॥

তত্রৈব। তয়োর্দন্তবক্র বাসুদেবয়ো রহোরাত্রং মথুরা দ্বারি সংগ্রাম সমবর্ত্তত ॥ ইতি ॥

গদা হস্তে লৈয়া কৃষ্ণ তাহারে মারিল। গদাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হৈল ।।
পৃথিবীতে পড়ে বজ্রহত বৃক্ষ যেন। পড়িলা অবনী তলে ত্যজিয়া জীবন ।।

তত্রৈব। কৃষ্ণস্তু গদাঘাতং জঘান সচূর্ণিত সর্ব্বাঙ্গো বজ্রনির্ভিন্নো মহী রুহ ইব গতাসুরবনীতলে পপাত ।। ইতি ।।

শিশুপাল বধে যেন তার দেহ হৈতে। সূক্ষ্মতর তেজ অতি উঠিল ত্বরিতে ।।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সভে সে তেজ দেখিল। অতিশয় বেগে তেজ বৈকুণ্ঠকে গেল ।।
তাহা গতি নাহি পুনর্ব্বার ফিরি আইল। কৃষ্ণের চরণ পদ্মে প্রবেশ করিল ।।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহারে সারূপ্য মুক্তি দিয়া। বৈকুণ্ঠে রাখিল পুন পার্ষদ করিয়া ।।
ইহাতে সন্দেহ নাহি শুনহ কারণ। হতারি গতি দায়ক হয় কৃষ্ণ গুণ ।।

তল্লক্ষণং। মুক্তিদাতা হতারীণাং হতারি গতিদায়কঃ ।। ইতি ।।

তথা। পরা পবং কেশিল বক্রতাঞ্চ বন্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃত্বাপবর্গ দাতাপি শিখণ্ড মৌলেস্ত্ব শাত্রবাণামপবর্গ দোসি ।। ইতি ।।

দন্তবক্র তেমতি সারূপ্য মুক্তি পাঞা। কৃষ্ণের সহিতে শত্রুভাব তেয়াগিয়া
যোগীগম্য যেই নিত্য আনন্দ সুখদ। পরম শাশ্বত লভিলেন সেই পদ ।।

তথাহি তত্রৈব। সোহপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগী গম্যং নিত্যানন্দ সুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ ।। ইতি ।।

জয় বিজয়াখ্যান যে পূর্ব্বে দুই জন। দন্তবক্র শিশুপাল শুনহ কারণ ।।
সনকাদি শাপ ছলে অসুর হইয়া। জন্মিলেন দোহেঁ কৃষ্ণলীলার লাগিয়া ।।
তিন জন্মে কৃষ্ণ সে দোঁহার বধ কৈলা। জন্মত্রয় অন্তে ঐছেঁ মুক্তিপদ পাইলা ।।

তত্রৈব। ইত্থং জয় বিজয়ৌ সনকাদি শাপ ব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাবতীর্য্য জন্ম ত্রয়েপি তে নৈব নিহতৌ জন্ম ত্রয়াবসানে মুক্তি পদমবাপ ।। ইতি ।।

জয় বিজয়ের কথা সপ্তমস্কন্ধেতে। মহামুনি কহিলেন রাজা পরীক্ষিতে ।।

তথাহি। বৈরানুবন্ধ তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত সাত্মতাং। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুঃ কৃষ্ণ পার্ষদৌ ।। ইতি ।।

মথুরা পশ্চিমেতে দন্তবক্র বধ স্থান। বজ্রনাভ সেই স্থানে বসাইল গ্রাম ।।
অদ্যাপিহ প্রসিদ্ধ আছয়ে সেই স্থানে। দতিহা তাহার নাম কহে সর্ব্বজনে ।।
এইত প্রসঙ্গে কথা শুন শ্রোতা গণ। কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন ব্রজ আগমন ।।

তত্রৈব উত্তর খণ্ডে।

কৃষ্ণেপি তং হত্বা যমুনা মুত্তীর্য্য নন্দ ব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরা বভি বাদ্যাশ্বাস্যতাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠ মালিঙ্গিতঃ সকল গোপ বৃদ্ধান প্রণম্যাশ্বাস্য বহু বস্ত্রাভরণাদি স্তত্র স্থান সর্ব্বান সন্তর্পয়া মাস ।। ইতি ।।

তথা । কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যে বৃক্ষ সমার্চিতে । গোপনারীভি-
রনিশং রময়া মাস কেশবঃ ।।

অস্যার্থঃ যথা রাগ । শ্রোতাগণ শুন সভে অপূর্ব্ব বচন । মন্তবক্র রধকরি, ব্রজকে আইলা হরি, নিজবাক্য সত্যের কারণ ।। ধ্রু ।।

নন্দ আদি ব্রজবাসী, বিরহ সাগর ভাসি, অনুক্ষণ নিমগন হয়ে । দেহে নাহি সম্বিধান, সবে কৃষ্ণ গত প্রাণ, ধরে পুন দর্শন আশায়ে ।। হেনকালে কৃষ্ণ চন্দ্র, দেখি যশোমতি নন্দ, অমিয়া সায়র মাঝে ভাসে । কৃষ্ণ তাহা দুহুঁ কারে, প্রণাম আশ্বাস করে, পরাণ পাইল সবিশেষে ।। কৃষ্ণ চন্দ্রে করি কোলে, রাঙ্গ কণ্ঠ নেত্রজলে, সিক্ত কৈল করি আলিঙ্গন । আনন্দে না পায় থেহ, ধরিতে না পারে দেহ, অনুরাগে চুম্বয়ে বদন ।। শুনি ব্রজবাসী গণ, আনন্দে ভরল মন, আইলেন নন্দের ভবনে । কৈল কৃষ্ণ দরশন, আনন্দে নিমগ্ন মন, মৃত দেহে পাইল পরাণে ।। সব বৃদ্ধ গোপ গণে, কৃষ্ণ কৈল পরণামে, আশ্বাসিয়া বিনয় বচনে । শুনিয়া অনন্দ হৈল, সব দুঃখ দূরে গেল, অনিমিখে করে দরশনে ।। সখাগণ হেনকালে, কৃষ্ণের সহিতে মিলে, দরশনে সুখে নাহি ওর । কোলা কোলি গলা গলি, করে সম্ভাষণ কেলি, প্রেমানন্দে হইলা বিভোর ।। সব ব্রজা-ঙ্গনা গণ, কৃষ্ণ চন্দ্র দরশন, প্রেমসিন্ধু তরঙ্গ মজ্জনে । পুলকিত সব গা, আপাঙ্গ মস্তক য়া, সে মাধুর্য্যামৃত করে পানে ।। নব জলধরে যেন, তৃষিত চাতক গণ, যেন চাঁদ চন্দ্রিকা চকোরে । পদ্মিনী ভ্রমরা যেন, অন্যোন্য যে দরশন, অতিশয় হইলা বিভোরে ।। ব্রজবাসী যত জন, গোপ বৃদ্ধ গোপী গণ, সখা বৃন্দ ব্রজাঙ্গনা যত । বহু বস্ত্র অলঙ্কারে, সন্তোষিল সভাকারে, আশ্বাসিয়া যথা অভিমত ।। সঙ্গে কুঞ্জ দাসী গণ, বৃন্দাদেবী আগমন, করিলেন কৃষ্ণ দরশনে । কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া তাঁরে, আশ্বাসিয়া সভাকারে, মনোহর অপাঙ্গ ইক্ষণে ।। তবে নন্দ যশোমতি, আনন্দ হৃদয়ে অতি, মহোৎসব অরাম্ভ করিল । যত গোপ গোপীগণে, গোপ বৃদ্ধ বিপ্র সনে, নন্দীশ্বর পুরে নিমন্ত্রিল ।। সব ব্রজবাসী গণ, নানা দ্রব্য আহরণ, তুরিতে করয়ে হর্ষমনে । মিষ্টান্ন পক্কান্ন কত, দধি দুগ্ধ নবনীত, করে আনে কত শত জনে ।। ব্রজেশ্বরী মাতৃ গণে, মহোৎসবের কারণে, পাক করিবারে আজ্ঞা দিলা । নিজসম গোপীগণে, পাকক্রিয়া আয়োজনে, যথাযোগ্য সভা নিয়োজিলা ।। তারা রুটী শিক্ত করে, অন্নরাশী থরে থরে, সুপ আদি করয়ে রন্ধনে । ব্রজেশ্বরী হেনকালে, কুন্দলতা আনি বোলে, রাই আন সখীগণ সনে তিহোঁ তার আজ্ঞাপাঞা, অতি আনন্দিতা হৈয়া, সখী সঙ্গে রাইরে আনিলা ব্রজেশ্বরী আগে রাই, প্রণাম করয়ে যাই, আনন্দ সায়রে ভাসি গেলা ।। রাণী ক.র আলিঙ্গন, মুখপদ্ম চুম্বন, লয়ে পুন মস্তকের ঘ্রাণে । এইমত সখী গণে, অতি স্নেহ নিরীক্ষণে, সুখী কৈলা ব্রজবধূ গণে ।। আজ্ঞা দিল রাধিকারে, কর

নানা উপহারে; কৃষ্ণলাগি সখীগণ সনে। ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা পাঞা, রাই আনন্দিত হৈয়া, পাক করে বিবিধ বন্ধানে ॥ কৃষ্ণ মাতা দাসগণে, কহে অতি হর্ষমনে; কৃষ্ণ স্নান সামগ্রী করিতে। আজ্ঞাদিল সভাকারে, সকলে আনন্দভরে, যথোচিত করিল ত্বরিতে ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র আনি, কহিতে লাগিল রাণী, শীঘ্র স্নান কর ব্রজমণি। তবে স্নান করিবারে, গেলা স্নানমন্দিরে, অতি প্রেমে মাতৃ আজ্ঞা মানি ॥ হেন কালে দাসগণ, কেহ দেই দিব্যাসন, কেহ পাদ প্রক্ষালন করে। কেহ করে নির্ম্মঞ্ছন, কেহ অঙ্গ বিভূষণ, বস্ত্র লৈয়া রাখে স্থানান্তরে ॥ কেহ অতি প্রেমভরে, কেশের সংস্কার করে; কেহ তৈল করয়ে মর্দ্দনে। কেহ স্বর্ণ পাত্রে করি, সুবাসিত জল ভরি, কৃষ্ণচন্দ্রে করাইল স্নানে ॥ কেহ সূক্ষ্মবস্ত্রে পুন করি অঙ্গ সম্মার্জ্জন, সর্ব্ব অঙ্গ নির্ম্মঞ্ছন কৈল। সুসংস্কৃত পীতবাস, পরাইল কোন দাস, সুবর্ণ পাদুকা আনি দিল ॥ তবেত সুচিত্র ঘরে, বিচিত্র আসনোপরে, কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া বসিলা। ক্ষীর সর ননী ছেনা, শর্করা সহিতে নানা, উপহার রাণী আনি দিলা ॥ পয়োদ আনিল বারি, ভরিয়া সুবর্ণ ঝারী, কৃষ্ণ তাহা করিল ভক্ষণে। রসাল তাম্বূল দিলা, নানা রস বাস মিলা, সুখে কৃষ্ণ করে আস্বাদনে ॥ হেনকালে দাসগণ, নানা চিত্র ভূষণ, আনিলেন কৃষ্ণ বিদ্যমানে। যশোমতি তাহা দেখি, অন্তরে হইলা সুখী, সাজাইতে লাগিলা আপনে ॥ সুকুঞ্চিত কেশ অতি; সংস্কার করিয়া তথি, বান্ধে চূড়া গুঞ্জাহার দিয়া। স্বর্ণ মণি মুক্তা যত কিরীট অত্যন্ত দীপ্ত, চূড়ামূলে কুন্তল বেড়িয়া ॥ চূড়ার উপরে ভাল, শিখণ্ড মুকুট দিল, বহু মণি থরে তহিঁ শোভা। তিলক সুচিত্র করি, সাজায়ে ললাটোপার, স্মরযন্ত্র নাম মনোলোভা। শ্রুতিমূলে পরাইল, অতিশয় ঝলমল; মকর কুণ্ডল গণ্ডস্থলে। অঙ্গদ বলয়া ভুজে, কঙ্কণ সহিতে সাজে, রত্নমুখী অঙ্গুরী অঙ্গুলে ॥ পরাইল মুক্তাহার, তারাবলী নাম যার, গলে তড়িত প্রভা মণিমালা। পদক সৌন্দর্য্য ধাম, হৃদয়মদন নাম, বক্ষেতে কৌস্তুভ মণি দিলা ॥ কটিতে কিঙ্কিণী জাল; ধরিল শোভিত ভাল, পদযুগে রতন মঞ্জীরে। হংস গঞ্জিত গঞ্জনে অতিশয় সুশোভনে, বঙ্ক রাজাদিক গুলফোপরে ॥ গলে দিল বনমালা; আপাদলম্বিত ভেলা, পত্র পুষ্পময়ী সুবিশালা। পঞ্চবর্ণ সুচিত্রিত, সুশোভা জানু লম্বিত তদুপরি বৈজয়ন্তি মালা ॥ বামহাতে বংশী দিল, মনোহর বেশ হৈল, সুখে রাণী করে নিরীক্ষণে। নীলপদ্ম হাতে দিয়া, মুকুর অগ্রেতে লৈয়া, হেনকালে ধরে দাসগণে ॥ সে দর্পণ মাঝে কৃষ্ণ, স্বসৌন্দর্য্য দেখি তৃষ্ণ, অতিশয় মগ্ন প্রেমসুখে। নেত্রে অশ্রুধারা রাণী, আনন্দে গদ্গদ বাণী, বলিবারে না পারয়ে মুখে ॥ অথা আজ্ঞা দিল নন্দ; নৃত্যকারী নানা রঙ্গ, কলাবিদ বাদ্যকারী গণে। সভে রাজ আজ্ঞা পাঞা, আনন্দে উন্মত্ত হৈয়া, করে বাদ্য নর্ত্তন গায়নে ॥ ক্ষণ এক ব্রজরাজ, রহিয়া সেই সমাজ, প্রবেশ করিলা অন্তঃপুরে। দেখি কৃষ্ণরূপ বেশে,

আনন্দ সায়রে ভাসে, সব দুঃখ শোক গেল দুরে ।। বিপ্র গণে বোলাইয়া; ধেনু গণ আনাইয়া, সহস্র সহস্র করে দানে । চির অনুরাগ মনে, দান করে জনে জনে, বহু রত্ন বস্ত্র বিভূষণে ।। বিপ্রগণে বোলাইলা, ভ্রাতৃগণে আজ্ঞা দিলা, মিষ্টান্নাদি করাহ ভোজনে । তারা সব বিপ্রগণে, বাসাইয়া যথা স্থানে, উপহার করাইল ভক্ষণে ।। সকলে আনন্দ মনে, করিয়া ভোজন পানে, সুখে পূর্ণ কৃষ্ণ দরশনে । কৈল আঁচমন বিধি; যথা স্থানে মুখ শুদ্ধি, করি কৈল স্বগৃহ গমনে তবে নন্দ ব্রজবাসী, আনন্দ সায়রে ভাসি, ভোজন করিতে বোলাইলা । উপনন্দ আদি গণে, বোলাএঞা স্বপুত্র সনে, পারস করিতে আজ্ঞা দিলা ।। সকলেরে আনাইয়া, পলাশের পত্র দিয়া, কত শত সারি বসাইলা । পরশিয়া অন্ন রুটী; দাসি নানা পরিপাটী, কত উপহার ক্রমে দিলা ।। সকলে আকণ্ঠ ভরি, আনন্দে ভোজন করি, কৃষ্ণচন্দ্র দেখি সুখি হৈয়া । উঠি কৈল আঁচমনে, নাগ বল্লী আস্বাদনে, যথা স্থানে বসিলেন গিয়া ।। নন্দ ভ্রাতাগণ সঙ্গে, বৃষভানু আদি রঙ্গে, বসিলেন ভোজন করিতে । কৃষ্ণ সখাগণ সনে, মিষ্টান্ন ভোজন পানে, বসাইল আপন অগ্রেতে ।। যশোমতি জাতৃগণে, করিলেন আজ্ঞা দানে, তা সভারে পারস করিতে । তারা কীর্ত্তিদাদি সনে, করে পরিবেশনে, অতিশয় আনন্দিত চিতে ।। নানা ভক্ষ ভোজ্য পান, উপায়ন করে দান, মিষ্টান্নাদি নন্দাদির আগে নানা উপহার ততি, কৃষ্ণ আগে দিয়া অতি, বদন হেরয়ে অনুরাগে ।। যাহাঁ কৃষ্ণ সখা সঙ্গে, বসিল ভোজন রঙ্গে, ব্রজেশ্বরী আদেশ পাইয়া । তাঁহা বৃষভানু সুতা, সখীবর্গ সহিতা, পারস করয়ে সুখী হৈয়া ।। ভোজ্য পেয় রস যত, উপহার নানা মত, পারস করই কৃষ্ণ আগে । কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে, হাসে ভাসে প্রেম রঙ্গে; রাই নিরীক্ষয়ে অনুরাগে ।। আনন্দে মগন মন, সখাসঙ্গে ভোজন, অত্যন্ত রুচিতে কৃষ্ণ করে । ক্রমে রাই পরিবেশে, প্রেমরসাবেশে ভাসে; নিমগণ আনন্দ সায়রে।। রাই সখীগণ সনে, কৃষ্ণ মুখ দরশনে, যত সুখ কে কহিতে পারে । নানা মিষ্ট উপহারে: কৃষ্ণেরে দিবার তরে, ব্রজেশ্বরী কহেন রাইরে ।। তিহোঁ সে আদেশ পাইএঞা, পুন পারসয়ে গিয়া, হাসি কৃষ্ণ করয়ে ভোজনে সখিগণ উপহারে, আনি দেই রাই করে, দেখি রাণী আনন্দে মগনে ।। সকলে পারস ক্রিয়া, করিতে আনন্দ হিয়া, মহোৎসব রসে ভাসি গেলা । নন্দ আদি যত জন, সভে করি ভোজন, কৃষ্ণরসে পূর্ণ মগ্ন হৈলা ।। নন্দ ব্রজবাসী সঙ্গে, কৃষ্ণ সখা সনে রঙ্গে, ভোজন করিয়া সমাপনে। করিলেন আঁচমনে, বসি যথা যোগ্যস্থানে, সভে করে তাম্বূল ভক্ষণে ।। তবেত বিশ্রাম ঘরে; বিস্তার আসনোপরে, সখাগণ আসিয়া বসিলা । তহিঁ দিব্য শয্যোপরি, বিশ্রাম করিলা হরি, তহিঁ কত মনোহর লীলা ।। রক্তকাদি দাসগণ, যথাযোগ্য সেবন, সকলেই করিতে লাগিলা । রসাল কৃষ্ণের দাস, নানাবিধ রস বাস, তাম্বূল বিটিকা

আনি দিলা ॥ কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয়ে; কেহ পাদ সম্বাহয়ে, কাহ প্রেমে করই বীজন। কেহ গন্ধচন্দন, কৃষ্ণ অঙ্গে বিলেপন, করে সুখ সায়রে মগন ॥ অথা ব্রজ পুরেশ্বরী, মাতৃ গণ সঙ্গেকরি; ব্রজাঙ্গনা গণে বোলাইলা। অনঙ্গ মঞ্জরী সঙ্গে; রাইরে লইয়া রঙ্গে, যথাস্থানে ভোজনে বসিলা ॥ পরিবেশে ধনিষ্ঠাদি, ভোজ্য পেয় যথাবিধি, নানা বিধ উপহার গণ। সখী সঙ্গে রাই যাহাঁ, রূপ মঞ্জর্য্যাদি তাঁহা, নানা রস করে পারশন ॥ কৃষ্ণ ভোজ্য পেয় শেষ, অমৃত জিনিয়া রস, রাধিকারে দেন সঙ্গোপনে। সখীগণ সনে রাই; কৃষ্ণাধরামৃত পাই রসাবেশে করে আস্বাদনে ॥ রাই প্রতি ব্রজেশ্বরী, অতি যত্নে স্নেহ করি; উপ হার দিবার কারণে। আজ্ঞা দিল ধনিষ্ঠারে, তিহোঁ অতি প্রেমভরে, রাইরে করয়ে পারশনে ॥ ঐছে পুন বার বার; নানা মিষ্ট উপহার, অনঙ্গ মঞ্জরী আদি গণে। দিতে কহে ব্রজেশ্বরী, অতিশয় স্নেহে ভরি; তিহোঁ দেই আনন্দিত মনে ॥ এইমত সভে মেলি, করিয়া ভোজন কেলি, আনন্দে করিয়া আঁচমনে। অতিশয় প্রেমভরে, তাম্বূল ভক্ষণ করে, বসি রহে যথাযোগ্য স্থানে ॥ তবে দাস দাসীগণে, করিতে ভোজন পানে; যশোমতি সভা বোলাইলা। বসিলেন যথাস্থানে, করিয়া ভোজন পানে, সকলে আনন্দে পূর্ণ হৈলা ॥ তবে ব্রজবধূগণ অতি অনুরাগি মন, গেলা প্রাণনাথ দরশনে। দেখিল সে চাঁদমুখ; বাঢ়িল অত্যন্ত সুখ; অনিমিখ নেত্রে করে পানে ॥ ব্রজবাসী গণ তবে, বিশ্রাম কারণে সভে, ব্রজরাজ স্থানে নিবেদিলা। নন্দের আদেশ পাঞা, মনে আনন্দিতহৈয়া, নিজ নিজ স্থানে সভে গেলা ॥ অথা ব্রজাঙ্গনা গণ, আনন্দে ভরল মন, কৃষ্ণচন্দ্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া। প্রেমে গর গর মন, যথা স্থানে আগমন, করিয়া বিশ্রাম কৈল সিয়া ॥ ব্রজরাজ হর্ষ পাঞা; ভ্রাতৃ বন্ধুবর্গ লয়া; বিশ্রাম কারণে সভে গেলা। তবে ব্রজপুরেশ্বরী, মাতৃগণ সঙ্গেকরি, প্রেমাবেশে বিশ্রাম করিলা ॥ সায়ংকালে রাজা পুন, সঙ্গে লৈয়া নিজগণ, রাজসভা সুসজ্জ করিয়া। উপনন্দে সঙ্গে করি বসিলা আসনোপরি, সকলে বসিলা সুখী হৈয়া ॥ সন্ধ্যাকালে ব্রজবাসী, ব্রজেন্দ্র সভাতে আসি, মিলে যেন তৃষিত চকোর। কৃষ্ণচন্দ্র হেনকালে, সখা সঙ্গে আসি মিলে, দেখি সভে আনন্দে বিভোর ॥ ব্রজেন্দ্র আদেশ পাঞা, দাস গণ সুখী হৈয়া, দিব্যাসনোপরি বসাইলা। সভার সুসমা ভেল, প্রেমসিন্ধু উথ লিল, নেত্রচকোর রসে পূর্ণ হৈলা ॥ তবে কলাবিদ গণ, প্রেমে নিমগন মন, গুণী বৃন্দ আসিয়া মিলিলা। কৃষ্ণের বদন দেখি, আনন্দে ভরল আঁখি, নিজ কলা গুণ প্রকাশিলা ॥ সূত বংশ কহে গুণ, পূর্ব্ব বংশ বিবরণ, কেহ নানা প্রহেলীক হয় কেহ অবতার গণ, লীলা গুণ বর্ণন, করিতে লাগিলা রসময় ॥ তবে সেই সভা মাঝে; চতুর্বিধ বাদ্য বাজে, নৃত্য করে নাটকের গণে। কেহ সুমধুর গান, আলা পয়ে বহু তান, এককালে করয়ে মূর্চ্ছনে ॥ রাজা আনন্দিত মনে; সব

সভাসদ সনে, বহু বস্ত্র আভরণ দিলা। সভে কৃষ্ণ দরশনে, পূর্ণ তৃষ্ণা শান্তি মনে আচার লাগিয়া মাত্র দিলা।। এই মত সভে মলি, করে মহোৎসব কেলি, রহে প্রেমে মগন হইয়া। রক্তক কৃষ্ণের দাস, যশোমতি অভিলাষ, জানি গেলা কৃষ্ণেরে লইয়া।। অত্যন্ত সতৃষ্ণ মাতা, আছিলেন কৃষ্ণ তথা, গমন করিলা হর্ষ মনে। হেনকালে দাস গণে, বসাইয়া দিব্যাসনে, পদ যুগ কৈলা প্রক্ষালনে।। ঘন দুগ্ধ সুকর্পূর, সশর্করা সুমধুর, মিষ্টান্নাদি মাতা আনি দিলা। আস্বদন করি হরি, তাম্বূল ভক্ষণ করি, যথাস্থানে বিশ্রাম করিলা।। অথা ব্রজবাসী গণ, ব্রজরাজ সম্ভাষণ, করি সুখে নিজ গৃহে গেলা। রাজা নিজগণ সনে, করিয়া ভোজন পানে, বিশ্রাম সদনে সভে আইলা।। ব্রজেশ্বরী পুনর্ব্বার, আনি মিষ্ট উপহার, নিজ যাতৃ বধূগণ সঙ্গে। ভক্ষণ করিয়া তবে, বিশ্রাম কারণে সভে, গমন করিলা অতিরঙ্গে।। ব্রজাঙ্গনা গণ অথা, স্মরিয়া সে সর্ব্ব কথা; কৃষ্ণসহ বিহার কারণে। নিজ নিজ যূথ মাঝে, অতি চমৎকার সাজে, অভিসার করে জনে জনে।। রাধা চন্দ্রাবলী আর, যূথেশ্বরী নাম যার, অতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে। প্রফুল্লিত বৃন্দাবনে, যাঁহা কল্পতরু গণে, পাইলা যেই যমুনা পুলিনে।। অথা কৃষ্ণদাস গণ, কৃষ্ণচন্দ্র নিষেবন, করিয়া আনন্দে পূর্ণ হৈলা। সময় বুঝিয়া তবে, নিজ নিজ স্থানে সভে, প্রেমাবেশে বিশ্রাম করিলা।। ক্ষণেক সুতিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে হইলা তৃষ্ণ, রাধাসহ করিতে বিহার। প্রেমে গর গর মনে; যমুনা পুলিন বনে, তুরিতে করিল অভিসার।। কুঞ্জ দাসীগণ সঙ্গে, বৃন্দাদেবী আসি রঙ্গে বৃন্দাবনেশ্বরীরে মিলিলা। দেখাঞা কুঞ্জের শোভা, অতিশয় মনোলোভা, নানা সেবা করিতে লাগিলা।। কৃষ্ণচন্দ্র হেনকালে, সেই কুঞ্জে আসি মিলে, দেখিয়া সকলে সুখী হৈলা। অন্যোন্য দরশনে, অতি রস নিমগনে, রাধিকারে আলিঙ্গন কৈলা।। রাইর হইল মান, কৈল তাহা সাবধান, সস্মিত ঈক্ষণ আলাপনে। কান্তাগণ সঙ্গে করি, আসনে বসিলা হরি, বনদেবী করয়ে সেবনে।। বিহার কারণে পুন; সঙ্গে করি প্রিয়াগণ, ভ্রমণ করয়ে কুঞ্জবনে। দেখিয়া সে সব স্থলী, তাঁহা তাঁহা করে কেলি, উত্তরিলা যমুনা পুলিনে।। নিন্দিয়া কর্পূর চূর্ণ, অতিশয় শোভা পূর্ণ, ইন্দুসম শ্বেত বালুগণ। তাঁহা কৃষ্ণ করে লীলা, পূর্ব্ব যেন আচারিলা, আনন্দে মগন সবজন।। আইলা কালিন্দী তীরে, শ্যামল চিক্কণ নীরে, প্রফুল্লিত বৃক্ষ শাখাগণ। হইয়াছে প্রসারণ, জলে স্থলে পদ্ম গণ, প্রফুল্ল কুমুদ কুন্দবন।। শুক পিক গান করে, পক্ষ সব বৃক্ষোপরে, তান ধরে ভ্রমরা ভ্রমরী। স্থিরচর কৃষ্ণসার, আদি নানা বিধ আর, নাচে মত্ত ময়ূর ময়ূরী।। হেরি আনন্দিত মনে; ব্রজাঙ্গনা গণ সনে, নটবর মদনমোহন। পীতাম্বর বেণু ধারী; মুরলী আলাপ করি, গানকরি ভ্রমে বনে বন।। তবে ব্রজবধূ গণ, করে নানা আলাপন; নানা যন্ত্র সুমধুর তানে। কৃষ্ণ তাহা সভাকারে, অতি প্রেম রস

ভরে, সম্মানয়ে চুম্বনালিঙ্গনে।। মণ্ডলী বন্ধানে রাসে, চিরদিন অভিলাষে কৃষ্ণচন্দ্র আইলা রাসস্থলী। প্রিয়াগণ করি সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে, যথা পূর্ব্ব করে রাস কেলি।। কেহ২ যন্ত্র বায়, কেহ সুমধুর গায়, নৃত্যকরে যুগল কিশোর। কতক্ষণ করি রাসে, পূর্ণ মনো অভিলাষে, সভে হৈলা আনন্দে বিভোর।। আসিয়া কালিন্দী তীরে; শ্যামল চিক্কণ নীরে, আরম্ভ করিল জল কেলি। জলখেলা পূর্ব্ববত,করিয়া পরমাদ্ভুত; তীরে উঠিলেন সভেমেলি।। তবে শুষ্কবাস পরি, কেশের বিন্যাস করি; দিব্যভূষা অলঙ্কার পরে। সঙ্গেকরি কান্তা গণ, করিলেন আগমন, বৃন্দাবনে শ্রীরত্ন মন্দিরে।। পাদ প্রক্ষালন করি, বসিলা আসনোপরি, কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সঙ্গে। বৃন্দাকৃত সম্ভার; নানা দ্রব্য উপহার; যথাক্রমে করিয়া ভক্ষণে।। তবে কৈল শয়ন, সেবাকরে সখীগণ, প্রতি কুঞ্জে করিল শয়নে। নিশা অন্তে জাগরণে, রসাল সে স্ব ভবনে, সভে শীঘ্র করিলা গমনে।। বিরহে নিমগ্ন যবে, কুরুক্ষেত্রে গেলা তবে, রাধিকার যে ছিল প্রার্থিত যতছিল আশ্বাসনে, বিহরিয়া বৃন্দাবনে, পূর্ণ কৈল সকল বাঞ্ছিত।। সখাগণ করি সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে, নিতি নিতি করে ব্রজবনে। প্রিয় গিরিগোর্দ্ধনে, কুণ্ড যুগ কুঞ্জগণে, রাই সঙ্গে করে বিলসনে।। কালিন্দী পুলিন বনে, সুরম্য নির্জ্জন স্থানে, কল্পতরু তলে বৃন্দাবনে। গোপনারী গণ সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক রঙ্গে, বিহার করয়ে অনুক্ষণে।। নন্দীশ্বর পুরে মেলা, সমৃদ্ধ সম্ভোগ লীলা, বৃন্দা বন নিকুঞ্জ ভবনে। প্রকটাপ্রকট রূপে; প্রেমানন্দ রসকূপে, এ নন্দকিশোর নিমগনে।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে দতিহা স্থান বিবরণ কথনে দন্তবক্র বধ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণস্য পুনর্ব্রজাগমন লীলাবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।।

সপ্তম অধ্যায়ারম্ভঃ।

বন্দে সট্টী করং শ্রীমদ্বজ্রলা কাননাদিকং। বসতিং রাভুলং চৈব তথৈবা রিষ্ট সংজ্ঞকং।।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ।। জয় শ্রীগুরু গোস্বামি কৃপাকর মোরে। মোসম পামর নাহি জগত ভিতরে।। এবে সট্টী কর কথা শুন শ্রোতাগণ। যেখানে আছিল নন্দ ছাড়ি মহাবন।। পূত নাদি করি মহাবনে বধ হৈল। নানোৎপাত দেখি মনে শঙ্কা উপজিল।। উপনন্দ আদি গোপগণেরে লইয়া। মন্ত্রণা করিল অতি চিন্তিত হইয়া।। অতঃপর মহা বনে নাহি প্রয়োজন। যমুনা পশ্চিমে সভে চলহ এখন।। বৃন্দাবন স্থান অতি মনোহর হয়। তাঁহা গোবর্দ্ধনাদিক তৃণ অতিশয়।। ধেনু গণ স্বচ্ছন্দে চরিবে বনে বনে। কোন উপদ্রব নাহি বৃন্দাবন স্থানে।। এতযুক্তি করি ধেনুগণ চালাইয়া।

সকল সামগ্রী নিল শকটে ভরিয়া ।। সকলে মিলিয়া হৈলা যমুনার পার। স্থান দেখি আনন্দ হইল সভাকার।। মথুরা হইতে পথ আগে ক্রোশ দ্বয়। অতি সুবিস্তার তাহা সর্ব্বোপকর হয়।। তার চারি দিগে তৃণাদিক অতিশয়। বাসযোগ্য স্থান সভে করিল নিশ্চয়।। শকটে ঘেরিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় করি। সকলে করিলা বাস তাহার ভিতরি।। কালীয়দহ হৈতে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত। ধেনুবৎস চরে তার নাহি লেখা অন্ত।। রাম কৃষ্ণ দোহেঁতে শ্রীদাম সঙ্গে লৈয়া। পরম আনন্দে খেলে অতি হর্ষ পাঞা।। বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনা পুলিনে। দরশন করি হৈলা অতি প্রীতি মনে।। সতত বিহরে বৎস বালকের সনে। যতেক আনন্দ তাহা কে কহিতে জানে।। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ। অত্যন্ত রহস্য কথা শুন শ্রোতা গণ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ।।বীক্ষ্যাভূত্তমা প্রীতি রাম কেশবয়োর্নৃপ ।। ইতি।।

শেষ বাল্য হৈতে কতপৌগণ্ড পর্য্যন্ত। তাঁহা কৃষ্ণ লীলা কৈল নাহি লেখা অন্ত।। তাঁহারহি বৎস বক আদি বধ কৈলা। অঘাসুর বধ ব্রহ্মমোহনাদি লীলা। কহিব সে সব লীলা স্থান অনুক্রমে। এখনে শুনহ বৎসচারণ প্রথমে।। শিশু গণ সনে দুহেঁ বাল্যলীলা করে। কলবাক্য কহে শুনি কর্ণ মনোহরে।। দেখি শুনি সুখপায় ব্রজবাসী গণ। অল্পকালে বৎসপাল যোগ্য দুই জন।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

এবং ব্রজৌ কসাংপ্রীতিং কুর্ব্বন্তৌ বালচেষ্টিতৌ। কলবাক্যৈশ্চ কালেন বৎসপালৌ ব ভূবন্তুঃ।। ইত্যাদি

এক দিন রাম কৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী স্থানে। কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচনে।। শুন মাতা আমা দোহাঁর ইচ্ছা হয়ে মনে। বৎস চরাইব সব শিশুগণ সনে।। দুহুঁ বাক্য শুনি রাণী আনন্দ পাইলা। দূত পাঠাইয়া পুরোহিত বোলাইলা আইলেন বিপ্রগণ নন্দের ভবনে। অভ্যুত্থান করি রাজা করে নিবেদনে।। রাম কৃষ্ণ দুহেঁ বৎস করিবে চারণ। শাস্ত্র অনুক্রমে করি দেহ শুভক্ষণ।। শুনি সভে শাস্ত্র দেখি কহিতে লাগিলা। দুইবর্ষ তিনমাসের কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা।। এই মার্গ শীর্ষ শুক্লাষ্টমী শুভদিনে। বৎস পালক কর রাম কৃষ্ণ দুই জনে।। শনি ব্রজ রাজ মনে আনন্দিত হৈলা। নানান্ সামগ্রী ত্বরা আয়োজন কৈলা।। গোপ গোপীগণ আসি একত্র হইলা। রাজ আজ্ঞাক্রমে বাদ্য বাজিতে লাগিলা।। যশোদা রোহিণী দোহেঁ অতিহর্ষ মনে। কৃষ্ণ বলরাম বেশ করয়ে যতনে।। নীল পীত ধটি কটি রত্ন ভূষা অঙ্গে। কেশবেশ করে অতি শিখি পুচ্ছ সঙ্গে। এই মতে সাজি কৃষ্ণ বলরাম সনে। নাচিতে নাচিতে আইলা সভা বিদ্যমানে।।

আনন্দিত নন্দ রায় দুহুঁ মুখ দেখি। কোলে বসাইল দোহাঁ হৈয়া অতি সুখী চারিদিগে রহি সব গোপ গোপীগণে। জয় জয় হুলা হুলি দেই হর্ষমনে ।। হেন কালে ব্রজেশ্বর উল্লাসিত মনে। পাঁচনি লইয়া হাথে দিল দুই জনে ।। বিপ্রগণ পঢ়িতে লাগিলা স্বস্ত্যয়ন। দেখি ব্রজবাসী সব আনন্দে মগন ।। স্নেহে পরিপূর্ণ সবে দুহুঁ মুখ হেরি। চুম্বন করয়ে সুখে আপনা পাসরি ।। রজত সুবর্ণ মণি মুক্তা হাতে লৈয়া। দুহাঁর কল্যাণে রাজা দিল পেলাইয়া ।।হেনকালে শিশুগণ সাজিয়া কাছিয়া। তথাই আইলা শিঙ্গাবেণু বাজাইয়া ।। তবে ব্রজরাজ কৃষ্ণ বলরাম লৈয়া। বৎস সন্নিধানে গেলা আনন্দিত হঞা ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ আনন্দিত চিত্তে। বৎস পুচ্ছ ধরি বুলে নাচিতে নাচিতে ।। ক্ষণে হৈ হৈ বলি বৎস চালাইয়া। শিঙ্গা বেণু দ্বারে দোঁহে ডাকে ভাই ভাইয়া ।। দুই ভাইর সঙ্গে সঙ্গে গোপ শিশুগণে। আবা আবা দিয়া চলে নিজ বৎস সনে ।।এই মতে সভে কৃষ্ণ বলরাম লৈয়া। কতো দূর গিয়া পুন আইল ফিরিয়া ।। যশোদা রোহিণ[illegible] দু[illegible]হেঁ অতি স্নেহ মনে। দোহাঁ কোলে করি মুখ করয়ে চুম্বনে ।। আনন্দ হৃদয়ে নন্দ গোপ গোপী গণে। নানা উপহার খাওয়াইলেন যতনে ।। তারপরে সভাকার সম্মান করিয়া। বিদায় করিলা নানা বস্ত্র ভূষা দিয়া ।। এইমতে বৎস চারণ রম্ভ হইল। দেখি ব্রজবাসী গণের আনন্দ বাঢ়িল ।। তার পরদিনে প্রাতে উঠি শিশু গণে। চিত্রবেশ করি আইলা নন্দের ভবনে। রাম কৃষ্ণ বলি সবে ডাকিতে লাগিলা। আইস ভাই গোঠে যাই হৈল অতিবেলা ।। তাহা শুনি দুই ভাই আনন্দ অন্তরে। যশোদা রোহিণী প্রতি কহয়ে সত্বরে ।। শুন মাতা শীঘ্রকরি দেহ সাজাইয়া। দেখ না শ্রীদাম ডাকে বলি ভায়্যা ভায়্যা ।। দুহুঁ বাক্য শুনি দোহেঁ আনন্দ পাইলা। বস্ত্র ভূষা লই বেশ করিতে লাগিলা ।। বিচিত্র রচিত ধটী কটিতে পরাণ। মন্ত্র পঢ়ি বান্ধে চূড়া করিয়া সুঠান ।। পুষ্প[illegible] গুঞ্জামালা দেই চূড়াবেঢ়ি। ময়ূর শিখণ্ড আনি দেই তদুপরি ।। শ্রবণে কু[illegible] গলে গজমতি হার। গোরোচনা তিলক ললাটে দোহাঁকার ।। [illegible] পৈছি [illegible] কটিতে ঘুঙ্গুর। পদযুগে পরাইল রতন নূপুর ।। শিঙ্গা বেণু দোহাকার হাথে তুলি দিল। এইমতে দুহেঁ দোঁহার বেশ বনাইল ।।তবে রাম কৃষ্ণ দোহেঁ আনন্দিত মনে নাচিতে নাচি[illegible]লা সখাগণ স্থানে ।। সঙ্গে গিয়া নন্দরাণী কহে বিজয়েরে। নিকটে রাখিহ বৎস না যাইহ দূরে ।। ক্ষীর সর ননী লেহ অম্বরে সম্বরি। কৃষ্ণ বলরামে খাওয়াইহ যত্নকরি ।। সকালে আসিহ ঘরে দোহাঁরে লইয়া। এত [illegible] যশোমতী আইলা ফিরিয়া ।। আগে বৎস চালাইয়া কথোদুর গেলা। শি[illegible]গণ সঙ্গে নানা খেলা আরম্ভিলা ।। সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র আদি কতোজন। উপনন্দ অভিনন্দ আদির নন্দন ।। কৃষ্ণ বলরাম হৈতে হয়ে বয়োধিক। সকলেই [illegible] মানে প্রাণাধিক ।। তারা নিতি বৎস চরাইত ব্রজবনে। বাছুরি চরান

দোহে তা সভার সনে ॥ তারা সব যৈছে বেণু করেন বাদন । তৈছে বেণু বাদ্য শিক্ষা করে দুই জন ॥ শ্রীদাম সুদাম ভদ্র সে নব সুদাম । কিঙ্কিণী স্তোক কৃষ্ণাখ্য আর অংশুমান ॥ কৃষ্ণের সমান বয়ো হয়ে যত জন । তা সভা সহিতে করে হাথা হাথি রণ ॥ কোনখানে করে কিঙ্কিণীর ঠেলা ঠেলি । কারসনে পায়েং খেলে কুতূহলী ॥ কোনখানে কৃত্রিম গো বৃষ দোহেঁ করে । তারা ধাওয়া ধাই বুলে দুহেঁ সুখে হেরে ॥ কোনখানে দুইজনে বৃষাকৃতি হৈয়া । মাথামাথী রণ করে কৌতুক করিয়া ॥ যাঁহা তাঁহা নানা বিধ জন্তু শব্দ করে । দুই ভাই তৈছে শব্দ করে তার স্বরে ॥ প্রাকৃত বালক সব খেলায় যেমতে । তৈছে নানা খেলা দুহেঁ করে প্রকাশিতে ॥ এইমত বৎস গণ করেন চারণে । শিশুগণ সঙ্গে দুহেঁ আনন্দিত মনে ॥ ঐছে এক দিন যমুনার তীরে যাঞা । শিশু সঙ্গে খেলাকরে বাছুরি চরাঞা ॥ হেন কালে দুহাঁকার বিনাশ কারণে । বৎস রূপ ধরি দৈত্য আইল সেখানে ॥ বৎস গণ মাঝে তারে দেখিলেন হরি । বলরামে দেখাইলা ইঙ্গিত আচরি ॥ মুগ্ধ প্রায় হৈলা যেন কিছুই না জানে । অল্পে অল্পে গমন করিলা সেই স্থানে ॥ লাঙ্গুড় সহিতে পাছে দুই পায়ে ধরি । পাক দিয়া পেলাইল কপিত্থ উপরি ॥ প্রাণ তেজি মহাকায় ধরিয়া অসুর । পড়িলা অবনী তলে বৃক্ষ করি চূর ॥ দেখিয়া বালক সব বিস্মিত হইলা । সাধু সাধু বলি কৃষ্ণে প্রসংশা করিলা ॥ দেবগণ তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণের উপরে । নানা বিধ পুষ্প বৃষ্টি সকলেই করে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ।

তংবীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুসাধুসাধ্বিতি । দেবাশ্চ পরিসংতুষ্টাঃ ববৃষুঃপুষ্প সম্ভৃতিং ॥ ইতি ॥

এইরূপ দোহেঁ সর্ব্ব পালক হইয়া । পালন করয়ে বৎস লীলা প্রকাশিয়া এইত কহিল বৎসাসুরের নিধন । আগে বকাসুর বধ শুন শ্রোতা গণ ॥ এক দিন শিশু বৎস একত্র হইয়া । প্রাতঃকালোচিত ভক্ষদ্রব্য সঙ্গে লৈয়া ॥ নিজ নিজ বৎস লঞা করিলা গমন । কথোদুরে চরিতে লাগিল বৎস গণ ॥ শিশুসঙ্গে দোহেঁ অতি কৌতুক করিয়া । বিহার করেন নানা খেলা প্রকাশিয়া ॥ চরিতে চরিতে বৎস করয়ে গমন । পাছে পাছে চলে সভে খেলা রসে মন ॥ এইমত ভোজনের সময় হইল । ভক্ষণ করিল দ্রব্য সঙ্গে যে আছিল ॥ সকলে তৃষার্ত্ত হৈয়া বৎস গণ লৈয়া । জলাশয়ে গেলা জল পানের লাগিয়া ॥ সবে নিজ বৎস গণে জল খাওয়াইয়া । জল পান করিলেন আনন্দিত হৈয়া ॥ সেখানে দেখি সভে এক মহাকায় । বর্ত্তমান বজ্রহত গিরিশৃঙ্গ প্রায় ॥ বড় যে অসুর সেই [illegible] কৃতি হয় । তারে দেখি সকলের মনে হৈল ভয় ॥ সন্ধান করিয়া সে আইলা গিরি বারে । ব্রজেন্দ্র নন্দন তাহা জানিল অন্তরে ॥ শিশুগণে পাছুকরি আগে

যাইয়া। কৌতুক কারণে কৃষ্ণ রহে দাণ্ডাইয়া ।। মহাবলবন্ত সেই তুরিতে আইল তীক্ষ্ণ তুণ্ডে করি কৃষ্ণচন্দ্রে গ্রাস কৈল ।। দেখি বলরাম আদি ব্যাকুল হইলা। কি হৈল কি হৈল বলি কহিতে লাগিলা ।। সুভদ্রাদি কহে, অতি প্রমাদ হইল। বড়ই দারুণ বক কৃষ্ণে গ্রাস কৈল ।। আসিবার কালে রাণী অতি যত্নকরি। সমর্পণ কৈল মো সভার হাতেধরি ।। ভাইয়া বিনে মোরা কৈছে ঘরেতে যাইব। ব্রজেশ্বরী আগে গিয়া কি কথা কহিব ।। কৃষ্ণ বিনু মোরা কিছু না জানিয়ে আন তার সঙ্গ বিনা কৈছে ধরিব পরাণ ।। আয়ে কৃষ্ণ প্রাণসখা মোসভা ছাড়িয়া। কি রূপে আছহ বক উদরে যাইয়া ।। এক বার দয়াকরি দেহ দরশন। তোমা বিনা প্রাণ আর না যায় ধারণ ।। বকেরে আক্ষেপ করি কহিতে লাগিলা। আরে নিদারুণ তুঞি কি কার্য্য করিলা ।। মো সভারে ছাড়ি কৃষ্ণে গ্রাস কৈলে কেনে। প্রাণ লৈয়া দেহ রাখ কিসের করণে ।। প্রাণ শূন্য দেহে আর নাহি প্রয়োজন। শীঘ্র আসি মো সভারে করহ ভক্ষণ ।। এত কহি সভে মেলি কান্দিতে লাগিলা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা ।।

তথাহি শ্রীভাগবতে।

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োর্ভকাঃ। বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতস ।। ইতি ।।

বকমুখে প্রবেশিয়া ব্রজেন্দ্র কুমার। জগতের গুরু যেহোঁ জনক সভার ।। গুরুতর অগ্নি সম তেজ প্রকাশিল। পীড়া পাঞা বকাসুর ভাবিতে লাগিল ।। সেই তেজ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম জ্বলে। সহিতে না পারি শীঘ্র উগারিয়া ফেলে ।। কৃষ্ণচন্দ্র রূপ সে কখনো ক্ষত নয়। পুন ক্রোধে তুণ্ডে করি মারিতে আইসয় ।।

তথাহি তত্রৈব। নতালু মূলং প্রদহন্ত মগ্নিবদ্গোপাল সূনুং পিতরং জগদগুরুং। চচ্ছর্দ সদ্যোঽতি রুস্যাক্ষতং বকস্তুণ্ডেনহন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ।।

কৃষ্ণ নিরীক্ষণে সভে চেতন পাইলা। প্রাণ যূথ দেহে হর্ষে উঠি দাণ্ডাইলা কৃষ্ণচন্দ্র বক আগে রহে দাণ্ডাইয়া। বকাসুর আইসে দুই ওষ্ঠ প্রসারিয়া ।। সাধুজন গতি কংস সখা জানি তারে। অলক্ষিতে তুণ্ডদ্বয় দুই হস্তে ধরে ।। ঊর্দ্ধে রহি দেবগণ দেখে হর্ষ চিতে। বালক সকল আগে দেখিতে দেখিতে ।। বেনা পত্র যেন কেহ চিরিয়া পেলায়। তৈছে বকে দুইখান করিল লীলায় ।।

তথাহি তত্রৈব। তমাপতন্তং স নিগৃহ্য পাদয়ো র্দোর্ভ্যাং বকং কংস সখাং সতাং গতিঃ। পশ্যৎ সু বালেষু দদার লীলয়া মুদারহো বীরণ বদ্দিবৌকসা মিতি ।।

তাহা দেখি দেবলোকবাসী যতজন। কৃষ্ণের উপরি করে পুষ্পবরিষণ ।। নানা বাদ্যে জয় জয় শব্দে স্তুতি কৈলা। দেখি গোপ শিশুগণ বিস্মিত হইলা ।।

তথাহি তত্রৈব। তদাবকারিং সুরলোকবাসিনঃ সমাকিরন্নন্দনমল্লি

কাদিভিঃ। সমীড়িয়ে চানক শঙ্খ সংস্তু বৈস্তম্বীক্যগোপাল সুতাবি সিস্মিয়ে ॥ ইতি ॥

বক'সুব মুখে হৈতে কৃষ্ণ মুক্তহৈলা। গোপাল বালক সব তাহারে দেখিলা তারা সবে হয়ে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সমান। সকলের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে প্রাণ ॥ ভাইয়া ভাইয়া বলি সবে কৃষ্ণ স্থানে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র সেইখানে আইলা ত্বরায় ॥ মমতা আধিক্যে কৃষ্ণে আলিঙ্গন কৈলা। আনন্দ হৃদয়ে বৎস লঞা ব্রজে আইলা ॥ নিজ নিজ ঘরে বকাসুর বধকথা। কহিতে লাগিলা শিশুগণ যথা তথা ॥

তথাহি। মুক্তং বকস্যাদুপলভ্য বালকারামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ। স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ প্রাণায় বৎসান্ ব্রজমেত্যতজ্জ গুরিতি ॥

কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ স্বগৃহে আইলা। দেখি নন্দ আদি অতি আনন্দ পাইলা ॥ যশোদা রোহিণী দোহেঁ অতি স্নেহমনে। শীঘ্র আসি কোলেকরে কৃষ্ণ বলরামে চুম্বন করিয়া দুহেঁ দুহাঁর বদনে। গৃহে লঞা নানা দ্রব্য করান ভোজনে ॥ গোপ গোপীগণ মুখে সম্বাদ শুনিযা। নন্দালয়ে আইলা অতি বিস্মিতা হইয়া ॥ তৃষিত নয়নে করি কৃষ্ণ দরশন। কহিতে লাগিলা কথা সব গোপগণ ॥ বড়ই আশ্চর্য্য বালকের মৃতসম। কত কত বার আসি হযে উপসন্ন ॥ যেই যেই আইসে শিশু হিংসা করিবারে। ভয় দেখাইয়া দুঃখ দেয় মোসবারে ॥ মায়ামূর্ত্তি ধরি চাহে কৃষ্ণেরে মারিতে। পরদ্রোহি সব নষ্ট হয় অচিরাতে ॥ জলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ আসিয়া। বাঞ্ছাপূর্ণ নহে শীঘ্র যায় নষ্টহৈয়া ॥ ব্রহ্মবিৎ গর্গমুনি যে কথা কহিল। অতি যে আশ্চর্য্য সেই সকল দেখিল ॥ এইমত নন্দ আদি যত গোপগণ। রাম কৃষ্ণ কথামৃত করি আস্বাদন ॥ আনন্দ সাগরে অতি নিমগন হয়ে সংসার বেদনা মাত্র কিছু না জানয়ে ॥

তথাহি। ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণ রাম কথামুদা। কুর্ব্বন্তোরমমা নাশ্চনাবিন্দন্ ভববেদনা ॥ ইতি ॥

এইত কহিল সন্টী কর বিবরণে। শকটারোহণ স্থানে কহয়ে পুরাণে ॥ বরাহ কহেন পৃথ্বী করেন শ্রবণ। এক চিত্তহৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ ॥ মথুরা মণ্ডলে মোর পরম যে স্থান। ব্রজের মধ্যেতে শকটারোহণ নাম ॥ মথুরা পশ্চিম দিগে হয়ে বায়ুকোণে। অতি দূর নহে সেই অর্দ্ধেক যোজনে ॥ চারিদিগে নানা বৃক্ষ লতা পুষ্পময়। সহস্র সহস্র মধুকর তহি রয় ॥ সেই স্থানে একরাত্রি করিয়া যে বাস। অভিষেক করে মনে করিয়া বিশ্বাস ॥ সেই জন বিদ্যাধর লোক মধ্যে গিয়া ॥ রমণ করয়ে অতি আনন্দিত হৈয়া ॥

তথাহি। শকটারোহণং নামাতস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম। মথুরা পশ্চিমে

ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে। অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত একরাত্রো ষিতোনরঃ। সতু বিদ্যাধরং লোকং
গত্বান্তরমতে সুখ মিত্যাদি ॥

তাহার নিকটে এক আর স্থান হয়। সুপ্রসিদ্ধ গরুড় গোবিন্দ সভে কয়॥ সেখানে সতত খেলা শ্রীদামের সনে। অত্যন্ত কৌতুকে সঙ্গে সব সখাগণে॥ একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রহস্য বিধানে। শ্রীদামেরে করিলেন গরুড় আসনে॥ তার স্কন্ধে চড়ি অতি কৌতুক করিয়া। কতক্ষণ ছিলা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হঞা॥ অতএব গরুড় গোবিন্দ নাম তার। তেমতি আছেন লোকে দেখে সাক্ষাৎকার॥

তথাহি। যথা শ্রীদাম্নি তার্ক্ষত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ॥ ইত্যাদি॥

এইত কহিল সট্টীকর বিবরণ। যাহার শ্রবণে কর্ণ মন রসায়ন॥ তার পরে হয়ে গন্ধেশ্বরী তীর্থনাম। পরম সুন্দর কুণ্ড শোভা অনুপাম॥ সেখানে আনন্দ পাঞা শন্তনু মুনি ছিলা। তপস্যা করিয়া নিজ বাঞ্ছাপূর্ণ কৈলা॥ তৎপরে বহুলাবন অতি শোভাবান। কৃষ্ণ বিহারের অতিশয় যোগ্যস্থান॥ পরমমোহন কৃষ্ণকুণ্ড সেই স্থানে। ঝলমল করে সেই সূর্য্যের কিরণে॥ তাতে সারি সারি বৃক্ষগণ সুশোভন। পুষ্পোদ্যান স্থল হয় অতি মনোরম॥ সেখানে বহুলা গাবী কৃষ্ণকুণ্ড তটে। আছয়ে দক্ষিণ দিগে জল সন্নিকটে॥ তারপরে হয় এক কুণ্ড মনোহর। সঙ্কর্ষণ কুণ্ড নাম দেখিতে সুন্দর॥ তাহার নিকটে হয় মানসরোবর। পরম রহস্যস্থল স্নিগ্ধ নিরন্তর॥

তথাহি বারাহে।

পঞ্চমং বহুলারণ্যং বনানাং বনমুত্তমং। ইত্যাদি। তথা। তত্র সঙ্কর্ষণং
কুণ্ডং তত্র মানসরোনৃপ॥ ইত্যাদি চ॥

মানসরোবর কথা শুন সর্ব্বজনে। মানসরোবর বলি যাহার আখ্যানে॥ যেই যাহা মনেকরি তাঁহা স্নান করে। সেইজন স্নানমাত্রে সেই মূর্ত্তিধরে॥ নিজাভীষ্ট মূর্ত্তিধরি কৃষ্ণের ভজনে। করয়ে আনন্দে তার যেই লয়ে মনে॥ মানসরোবর কথা সংক্ষেপে কহিল। মহাজন মুখোদিত যেমত শুনিল॥ ইহার পশ্চিমে রাল কিছু বায়ুকোণে। সট্টীকর পর্য্যন্ত নন্দের বাস স্থানে॥ তাহার নিকটে গ্রাম বসতি আখ্যানে। বৃষভানু রাজা তাঁহা ছিল, কতদিনে॥ যতদিন নন্দ সট্টীকরে বাসকৈলা। বৃষভানু রাল ছাড়ি বসতিতে ছিলা॥ ব্রজ রাজ নন্দ বৃষভানু তার মিত্র। সতত একত্র স্থিতি গ্রাম ভিন্নমাত্র।। তাঁহা রাম কৃষ্ণ নিজ সখাগণ সনে। সতত বিহরে অতি আনন্দিত মনে॥ নন্দীশ্বরে নন্দ যবে করিলা বসতি। বৃষভানু করিলেন বর্ষাণেতে স্থিতি॥ পশ্চাতে কহিব তার বিশেষ কথন। এবে আর লীলাস্থান করহ শ্রবণ॥ তারপর হয় গ্রাম আরিঠ আখ্যান অরিষ্ট অসুর যাঁহা করিল নির্ব্বান॥ সে রহস্য কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ।

অরিষ্ট মারিয়া যৈছে রাখিলা স্বজন।। কৈশোর বয়সে বাস নন্দীশ্বরপুরে। নিতি নানা লীলা রাস বৃন্দাবনে করে।। পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে কৃষ্ণ সখাগণ লৈয়া। গোচারণে বনে যায় আনন্দিত হৈয়া।। ব্রজবধূগণ তবে করিয়া দর্শন। সমস্ত দিবস রহে বিরহে মগন।। কৃষ্ণরূপ গুণ লীলা রস আস্বাদনে। করিয়ে সে মতে রহে সেই সর্ব্বক্ষণে।। অপরাহ্নকালে পুন দর্শন করিয়া। সকলেই অতি যে আনন্দযুক্ত হৈয়া।। পুনশ্চ রজনী কালে কৃষ্ণের সহিতে। করে লীলা হোলী খেলা রসাবিষ্ট চিতে।। এইমত দিবা নিশি গোপ গোপী সনে। অতিশয় রসে কৃষ্ণ আছে নিমগনে।। হেনকালে কংসচর অরিষ্ট অসুর। বৃষাকৃতি দুষ্টমতি আসি ব্রজপুর।। নানান্ উৎপাত গোষ্ঠে লাগিলা করিতে। তার ভয়ে ব্রজে কেহ নারে স্থির হৈতে।। অতি ঝুটাকায খুরে বিক্ষত করিয়া। খরতর চলে পৃথিবীরে কাপাইযা।। ক্ষণে স্থির হই পদে মহী বিদারয়। ঊর্দ্ধ পুচ্ছকরি শৃঙ্গে প্রাচীর খোদয়।। অল্প অল্প মল মূত্র করি বিসর্জ্জন। স্তব্ধ বিলোচন হৈয়া করয়ে গর্জ্জন।। অতি যে নিষ্ঠুর শব্দ করিতে লাগিলা। শুনি সকলের অতি ত্রাস উপজিলা।। গর্ভবতী গাভী আর যত নারী গণ। ভয়পাঞা রহে গর্ভ হয়ে বিশ্র সন।। অতিবড় কায় ঝুটা উঠিল আকাশে পর্ব্বতের ভ্রমে মেঘ সব তাহা আইসে।। বৃষাসুরের তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ করি নিরীক্ষণে গোপ গোপীগণ সব অতি ত্রাসমনে।। আরযত পশুগণ গে কুলে আছিল। ভয়ে নিজস্থান তেজি সভেই ধাইল।। ব্রজবাসী গ। ভয়ে কৃষ্ণ নাম লৈয়া। গোবিন্দ শরণাগত হইলেন গিযা।। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবাসী গণে। অতিশয ভযাকুল করি নিরীক্ষণে।। ভয় না করিহ বলি বাক্যে আশ্বাসিয়া। গমন করিলা বৃষাসুরে আহ্বানিয়া।। শুন মন্দ অসত্তম পশুপাল গণে। পশুসহ ত্রাস দিয়া কিবা প্রয়োজনে।। তোর সম দুরাত্মা যতেক দুষ্ট আছে। তার শাস্তিকর্ত্তা আমি আইনু দেখ কাছে।। সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা হবি অচ্যুত আপনে। কোনকালে চ্যুতি যার নহে কোন স্থানে।। সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন সর্ব্বোপরি। অরিষ্ট অসুর প্রতি আস্ফোটন করি।। তাথে তালি তাবি তার কোপ জন্মাইযা। শ্রীদামের স্কন্ধে বাম ভুজ প্রসারিয়া।। অরিষ্ট গমন পথে নেত্রযুগ ধরি। রহিলেন স্থির যেন অবহেলা করি।। দেখিয়া কোপিত হৈল অরিষ্টের মন। খুরে করি অবনী করিয়া উল্লিখন।। মেঘ সন্নিধানে পুচ্ছ ভ্রমণ করাইঞা। ক্রোধ মনে আইসে ধাঞা কৃষ্ণেরে তাড়িয়া।। তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় নিজ আগেতে ধরিযা। স্তব্ধনির্নিমেষ রক্ত লোচন হইযা।। অচ্যুতে কটাক্ষ করি ধাইযা চলিল। ইন্দ্রমুক্ত বজ্র যেন ত্বরায়ে ছুটিল।। কৃষ্ণচন্দ্র তার দুই শৃঙ্গেতে ধরিয়া। অষ্টাদশ পদ তারে পেলিল ঠেলিয়া।। ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তিমান। অরিষ্ট অসুর সেহ অতি বলবান।। দুইজনে ঠেলাঠেলি ভারাভারি রণ। গজে গজ যুদ্ধ অতি তুমুল যেমন।। এই

মতে অরিষ্ট কৃষ্ণে উপবিদ্ধ হৈয়া। পুনশ্চ সত্বরে আইসে মারিবারে ধাঞা॥ কৃষ্ণচন্দ্র দৃঢ়করি ধরিয়া তাহারে। পুনশ্চ পেলিয়া দিল পৃথিবী উপরে॥ শীর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ অতি নিশ্বাস ছাড়িয়া। পড়িল অরিষ্ট ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ঐছে শৃঙ্গধরি তারে তুলি আছাড়য়। আর্দ্র বস্ত্র যেন কেহ পীড়ন করয়॥

তথাহি। তমাপতন্তং স নিগৃহ্য পাদয়োঃ পদা পরিক্রম্য নিপাত্য ভূতলে। নিষ্পীড়য়ামাস যথাদ্রমম্বরং কৃত্বা বিধানেন জঘান সোপতৎ॥

অতিশয় রক্তমুখে করিয়া বমন। নিজ নেত্রোৎসব রূপ দেখে গোপীগণ॥

তথাহি। এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মান স্বজাতিভিঃ। বিবেশ গোষ্ঠং সবলে, গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥ ইতি॥

আরিঠ গ্রামের কথা করিতে কথন। বৃষাসুর বধ লীলা করিল বর্ণন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে সটীকবাদি বিবরণ কথনে আরিঠ গ্রাম বিবরণ কথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং॥

অষ্টম অধ্যায়ারম্ভঃ।

শ্রীকুণ্ডযুগলং বন্দে রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ং। অত্যাদ্ভুত রহস্যানং রহস্যং কুঞ্জভূষিতং॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপাকর মোরে। রাধা কৃষ্ণ লীলা গাই আনন্দ অন্তরে॥ এবে কহি কুণ্ডযুগ অতি মনোরম। কৃষ্ণের বিহার স্থান হয়ে সর্ব্বোত্তম॥ নানা মণি বদ্ধস্থল করে ঝলমল। পরম সৌরভ্যময় সুশীতল জল॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দোঁহার আখ্যান। অতি মনোহর শোভা দেখিতে সুঠান॥ বৃষভানু সুতা সহ ব্রজেন্দ্রনন্দন। যাহা বিলসয়ে নিত্য সঙ্গে সখীগণ॥ আগে শুন কহি কুণ্ড প্রকট কারণ। পশ্চাতে কহিব যত কুঞ্জাদি বর্ণন॥ গোবর্দ্ধন ঈশানে সে স্থান মনোহর পরম নির্জ্জন শোভা দেখিতে সুন্দর॥ কৃষ্ণের মিলন লাগি অনুরাগি মনে। সেখানে বিলাসে রাই সখীগণ সনে॥ কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ লৈয়া গোবর্দ্ধনে। বিবিধ কৌতুক রঙ্গে করে গোচারণে॥ রাধিকা সহিতে লীলা বিলাস কারণে। পরম কৌতুকে আইলা সেইত নির্জনে॥ আসিয়া দেখিল রাই সখীগণ সঙ্গে। পুষ্পাদি ত্রোটন লীলা করে রসরঙ্গে॥ অন্যোন্য দরশনে আনন্দিত মনে। দুহাঁর সংলাপ কথা শুন শ্রোতাগণে॥ কৃষ্ণ কহে কেবা মোর বনে পুষ্প তোলে। শাখা পল্লবাদি তোড়ি করয়ে নির্মূলে॥ প্রত্যহ চাহিয়ে ফিরি লাগি না পাইল। ভাগ্যবশে আজি সভাকারে যে দেখিল॥ কন্দর্প রাজার আজ্ঞা ক্রমে এই বন। সখীগণ সঙ্গে আসি করিয়ে রক্ষণ॥ তুমি সব পুষ্প লুট কর কি কারণে। আজি

সভা লঞা যাব রাজা বিদ্যমানে।। সখীগণ কহে কভু রাজা নাহি জানি। পুষ্প তুলি মিত্রপূজি কহিল যে বাণী।। এত শুনি ক্রোধে যেন সভার নিকটে। গমন করিল কৃষ্ণ ধরিবার হঠে।। সভে কহে আজি তুমি না কর স্পর্শন। অপবিত্র কৈলা বৃষ করিয়া মারণ।। কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা সভে অসুর সে হয়। সকলে দেখিল বৃষ কদাচিত নয়।। রাই কহে তভু সেই বৃষাকৃতি হয়। বৃদ্ধ যেন দ্বিজ এই কহিল নিশ্চয় ।। শুনি কৃষ্ণ কহে রাই কহ সে বচন। ইহার নিষ্কৃতি কিবা অবশ্য করণ।। রাই কহে ত্রিভুবনে যত তীর্থ ততি। তাতে স্নান কর তবে হইবে নিষ্কৃতি।। কৃষ্ণ কহে আমি কিবা তীর্থ পর্য্যটন। করিয়া ভ্রমিব স্বর্গ মর্ত্যাদি ভুবন।। এই ক্ষণে এথা সর্ব্ব তীর্থগণ আনি। সকলে করিব স্নান কহি নাম বাণী।। এইখানে রহি সভে দেখ তীর্থস্নান। যে রূপে করয়ে সেই সকল বিধান।। এত কহি কৃষ্ণ তাহা সভা দেখাইবা। বামপার্ষ্ণি ঘাত কৈল কৌতুকী হইয়া।। তৎক্ষণে পাতাল হৈতে ভোগবতী জল। সেইখানে আইলেন তীর্থ যে সকল।। তবে কৃষ্ণ তা সভারে করেন আহ্বান। সকলেই মূর্ত্তিমন্ত আগে বিদ্যমান।। দেখি কৃষ্ণ গোপীগণে কহিতে লাগিলা। তীর্থ ততি দেখ সভে সম্মুখে আইলা।। গোপীগণ কহে কৃষ্ণ তোমার বচনে। কদাচিত প্রতীত নহে তবে তীর্থ গণে।। যে যে তীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয়। পুটাঞ্জলি করিয়া সকলে নিবেদয়।। একে একে আপনার পরিচয় দিয়া। গোপীগণ আগে সব রহে দাণ্ডাইয়া।। অমর দীর্ঘিকা আমি আমি লবণ ব্ধি। আমি শোন আমি সিন্ধু আমিত ক্ষীরাব্ধি।। তাম্রপর্ণী আমি যে পুষ্কর সরস্বতী। আমি রবিসুতা মোর গোদাবরী খ্যাতি।। সরযূ প্রযাগ রেবা আদি মূর্ত্তিমতী। বর্ত্তমান জল দেখি করহ প্রতীতি।। সকলেই দেখে তীর্থজল মূর্ত্তিমান। একে একে কৃষ্ণ কৈল সর্ব্বতীর্থে স্নান।। এই মতে তীর্থস্নান করিতে করিতে। দুইপ্রহর রাত্রি গেল সভার সাক্ষতে।। অদ্যাপিহ অর্দ্ধরাত্রি গেলে কুণ্ডে স্নান। সকলে করেন কহিলাম সে বিধান।। স্নান করি কৃষ্ণ অতি প্রগল্ভ হইয়া। সভাপ্রতি কহে কিছু কৌতুক করিয়া।। সর্ব্ব তীর্থজলে পূর্ণ কৈল সরোবরে। দর্শনে স্পর্শনে স্নানে মনোরথ পূরে।। তোমরা এজন্মে নাহি কর কোনকর্ম্ম। কর্ম্ম বিনু বৃথা জন্ম কহিল এমর্ম্ম।। এ কথা শুনিয়া রাই নিজ সখীগণে। কহিতে লাগিলা শুনি সভে হর্ষ মনে।। আমিহ করিব কুণ্ড অতি মনোহর। সভে মিলি যত্নকরি হইয়া সত্বর।। রাধিকার বাক্য সভে শ্রবণ করিয়া। বৃষাসুর খুরক্ষত স্থান যে দেখিয়া।। শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের তট পশ্চিম দিশাতে। মৃত্তিকা খুদিয়া সভে উঠায়েন হাথে।। আর্দ্র মৃত্তিকার গোল হাথাহাথি করি। চারিদিগে রাখে লইঞা সেই কুণ্ডোপরি।। দণ্ড দুই মধ্যে দিব্য সরোবর হৈল। দেখিয়া সরস কৃষ্ণে বিস্ময় লাগিল।। কহিতে লাগিলা শুন সুপদ্ম নয়নী। মোর কুণ্ড তীর্থ জল সখীসঙ্গে আনি।। নিজ কৃত

কুণ্ডসভে পরিপূর্ণ কর। রাই কহে তাহা নহে অবধান কর ॥ গোবধ পাতক যুত তুয়া কুণ্ড জল। তস্মাৎ আনিলে কুণ্ড হইবে নিষ্ফল ॥ সখ্যার্ব্বুদ দ্বারে শতকোটি কুম্ভে ভরি। মানস গঙ্গারজল আনিব আহরি ॥ সুপুণ্য সলিল সেই তাতে সরোবর। সংপূর্ণ করিব দুইদণ্ডের ভিতর ॥ তাহাতে অতুল্য কীর্ত্তি বিস্তারিব লোকে। দর্শনাবগাহে যেন যায় দুঃখ শোকে ॥ কুণ্ডতট সন্নিকটে রহিব যে জন। তৎক্ষণে সুস্নিগ্ধ হৈবে সুনির্ম্মল মন ॥ রাইবাক্য শুনি কৃষ্ণ বিচারিয়া মনে সকৌতুকী ইঙ্গীত করিল তীর্থগণে ॥ ইঙ্গিত জানিয়া সভে কৃষ্ণকুণ্ড হৈতে। ইঙ্গিত জানিয়া তটে উঠিলা ত্বরিতে ॥ ভক্তে পুটাঞ্জলি করি অশ্রু ধারা বহে। রাধিকারে প্রণমিয়া স্তবকরি কহে ॥ অয়ে দেবী গান্ধবিকে তোমার মহিমা। সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ বুঝি দিতে নারে সীমা ॥ ব্রহ্মা শিব তোমার মহিমা নাহি জানে। লক্ষ্মীর গোচর নহে তুয়া গুণ গণে ॥ কিন্তু এক মাত্র জানে আপনে শ্রীকৃষ্ণ। পুরুষার্থ শিরোমণি হইয়া সতৃষ্ণ ॥ তোমার প্রস্বেদ জল মার্জ্জন তৎপর। মাধুর্য্য মহিমা মাত্র তাঁহার গোচর ॥ যে তোমার পাদপদ্ম যাবকের রসে। আরক্ত করিয়া অতি মনের উল্লাসে ॥ পরম আনন্দে নিত্য নূপুর পরয়ে। সে অতি আশ্চর্য্য কথা কহিল না হয়ে ॥ তোমার চরণপদ্ম প্রসাদ লভিয়া। আপনাকে অতি ধন্য মানে হর্ষ পাঞা ॥ তাঁর আজ্ঞা পাঞা মোরা সভসাত আসি। তাঁর পার্ষ্ণি ঘাত কুণ্ডে কুণ্ডবরে বসি ॥ যদ্যপি প্রসন্ন হৈয়া কৃপাদৃষ্টি কর। তবে তৃষ্ণা তরু সফলিত মো সভার ॥ তীর্থগণ স্তুতি শুনি রাই তুষ্ট হৈলা। তৃষ্ণাতরু কিবা তা সভারে জিজ্ঞাসিলা ॥ ত্বদীয় সরসী মাঝে গমন করিয়া। পরিপূর্ণ রূপে সভে বিলাসিব গিয়া ॥ মো সভার মনোরথ এই বর দেহ। কৃপাদৃষ্টে তৃষ্ণাতরু সফল করহ ॥ এত শুনি বৃষভানুসুতা হাস্য করি। কান্ত বদনাব্জে নিজ নেত্রাঞ্চল ধরি অতি যে আনন্দ রসে হৈলা নিমগন। তীর্থগণে আজ্ঞা দিল কর আগমন ॥ সখী সব সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা। তীর্থ আগমন কুণ্ডে সম্মতি করিলা ॥ সেই খানে স্থাবর জঙ্গম যত ছিল। সুখের সমুদ্রে সভে নিমগ্ন হইল ॥ কৃষ্ণকুণ্ড গত তীর্থে বর যত হয়ে। রাধিকার কৃপা পাঞা আনন্দ হৃদয়ে ॥ অতি বেগবান হৈয়া ভিত্তিভেদ কৈল। সর্ব্ব তীর্থ জলে রাধাকুণ্ড পূর্ণ হৈল ॥ তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল রাধিকারে। শুন প্রিয়তমে আমি কহিয়ে তোমারে ॥ এই কুণ্ডে মোর নিত্য জল কেলি স্থান। কুণ্ড অতি প্রিয়তম তোমার সমান ॥ এই যে তোমার কুণ্ড মহিমা অধিকে। মোর কুণ্ড হৈতে হউ ত্রিভুবন লোকে ॥ এতেক কহিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। প্রিয়াকুণ্ড প্রতি সুখে করে নিরীক্ষণে ॥ রাই কহে আমি নিজ সখীগণ সনে। তুয়া রিষ্ট কুণ্ডতটে করিয়া গমনে ॥ পরম আনন্দে স্নান করিব যে নিত্য। এইত নিশ্চয় আবশ্যক মোর কৃত্য ॥ যেই জন অরিষ্ট মর্দ্দন কুণ্ডতীরে। অতি-প্রেম-ভক্তে স্নান আদি করে ॥ শত শত অরিষ্ট মর্দ্দন হউ তার। সে জন

আমার প্রিয় কহিল নির্দ্ধার ॥ কুণ্ডের মৃত্তিকা যেই করিব সেবন। নিশ্চয় আমার প্রিয় হইব সে জন ॥ এত কহি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত মনে। পরম আনন্দে মগ্ন রাধিকার সনে ॥ সেই রাত্রে রাসোৎসব করে কুণ্ডোপরি। অতি সুমাধুর্য্য শোভা কহিতে না পারি ॥ কৃষ্ণাম্বুদ মহা রস হর্ষ বষ কারী। রাই বিদ্যুল্লতা শ্রেষ্ঠা শোভা মনোহারী ॥ ত্রৈলোক্যের মধ্যে দিব্য কীর্ত্তি বিস্তারিল। ভকত চাতকগণে রসে পূর্ণ কৈল ॥ বৃষাসুর বধ কথা প্রসাঙ্গানুক্রমে। কুণ্ডযুগ প্রকট হইল বৃন্দাবনে ॥

তথাহি। বৃষভদনুজ নাশান্নর্ম্ম ধর্ম্মোক্তি রঙ্গৈর্নিখিল নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণং। প্রকটিত মপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োমে ॥ ইতি ॥

এইমতে কুণ্ডযুগ প্রকট হইলা। প্রসঙ্গানুক্রমে পৌর্ণমাসী যে শুনিলা ॥ প্রেমে গর গর অতি আনন্দিত মনে। অতি শীঘ্রগতি করি বৃন্দার আহ্বানে ॥ তাহারে কহিল কুণ্ড প্রকটন কথা। দরশনে গেলা দুহেঁ কুণ্ডযুগ যথা ॥ অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে কুণ্ডযুগ শোভা। দেখিয়া আনন্দ চিত্তে অতিশয় লোভা ॥ যোগ মায়া হয়ে ভগবতী পৌর্ণমাসী। বৃন্দা প্রতি কহিতে লাগিলা কিছু হাসি ॥ অতি সুমধুর কুণ্ড শোভা বিলক্ষণ। চতুর্দ্দিগে করহ কদলী আরোপণ ॥ গুবাক নারিকেল বৃক্ষ তাহার বাহিরে। সারি করি রোপণ করহ থরে থরে ॥ নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ লতাগণ যত। রোপণ করহ কৃষ্ণ সুখ অভিমত ॥ বৃন্দা কহে তুয়া আজ্ঞা করিব পালন। কিন্তু মোর মনঃকথা করি নিবেদন। কুণ্ড চারিদিগে নানা মণি বিরচনে। ঘাট সব হয়ে যবে অতি সুবন্ধানে ॥ স্থানে স্থানে নানাবিধ কুঞ্জগণ হয়। সখীগণ রাধাকৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ তুয়া সঙ্গে আসি যবে পাই দরশন। তবে মোর বাঞ্ছাতরু সফলিত হন ॥ তবে পৌর্ণমাসী কহে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। তুয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈবে অচিরাতে ॥ তবে দুহেঁ যথা স্থানে করিল গমন। দুহাঁর উদ্যোগে কুণ্ড হৈল সুশোভন ॥ এইত কহিল কুণ্ড প্রকট কারণ। এবে কহি কুণ্ড শোভা কুঞ্জাদি বর্ণন ॥ ঘাটে সব নানা রত্ন হয়েত খচিত। দুই দিগে ছত্রী নানা মণি বিরচিত ॥ তাহার নিকটে কল্পবৃক্ষ মনোহর। শুক সারি পক্ষ শব্দ করে তদুপর ॥ কপোত ময়ূর কোকিলাদি পক্ষগণ। নিজ অনুরূপ শব্দ করে অনুক্ষণ ॥ বানর বানরী কৃষ্ণ রসে মত্ত হৈয়া। নানা ভঙ্গি করি ফিরে লম্ফ ঝম্প দিয়া ॥ শ্যামবর্ণ মৃগ স্বর্ণকান্তি মৃগীগণ। কুণ্ড তটোপরে সুখে করে বিলসন ॥ নানান প্রকার মণি বিশেষ প্রস্তরে। কুণ্ড চারিদিগে সিড়ি বদ্ধ শোভা করে ॥ সূর্য্যকান্তে্য সলিল লহরীগণ তাতে। অতিশয় ঝলমল দীপ্ত চারিভিতে ॥ চতুর্বিধ পদ্ম কুণ্ডে আছে থরে থরে। শ্বেত রক্ত নীল পীত বর্ণ শোভা করে ॥ মধুলোভে মত্ত হৈয়া মধুকরগণ। পদ্ম মধ্যে পড়ি করে রস আস্বাদন ॥ স্বর্ণহংস হংসীগণ

কুণ্ডেতে রহিয়া। মৃণাল ভক্ষণ করে আনন্দে রহিয়া।। ডাহুক ডাহুকী কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া। সুমধুর শব্দকরে কুণ্ডেতে বহিয়া।। শ্রীকুণ্ডের জলে কুঞ্জ উত্তর দিশাতে অনঙ্গ মণ্ডপ নাম অত্যন্ত শোভিতে।। চন্দ্রকান্ত মণিতে রচিত স্থল তার। শোল দল পদ্ম তুল্য আকৃতি যাহার।। মণ্ডপ উত্তর দিগে সেতুবন্ধ করি। চলিবার পথ হয়ে জলের উপরি।। সলিল লহরী সম জ্যোতি হয়ে তার। নীর বিনু কুঞ্জ জ্ঞান না হয় সভার।। মণ্ডপ ভিতর ভিত্তে অতি সুনির্ম্মল। নানাবিধ চিত্র তাতে করে ঝলমল।। স্বর্ণ মণি মুক্তাগণ চারিভিতে বদ্ধ। যাহা দেখি মদনের চিত্তে হয়ে ক্ষুব্ধ।। রতন পালঙ্ক তাতে বিচিত্র বন্ধান। তদুপরি চন্দ্রাতপ অতি শোভাবান অগৌর কুঙ্কুম গন্ধ সদা সর্ব্বক্ষণ। উদ্দীপন হয়ে বহু সুমন্দ পবন।। মদনমোহন কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। পরম রহস্য লীলা করে অতি রঙ্গে।। নিজগণ সঙ্গে তাঁহা অনঙ্গ মঞ্জুরী। নানা সেবা করে প্রেমে হইয়া আগরি।। কুঞ্জ অষ্টদিগে শোভে অষ্ট সখীকুঞ্জ। অতি মনোহর শোভা সর্ব্ব চিত্ত রঞ্জ।। ললিতা নন্দদা কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তর। অনঙ্গ রঙ্গ অম্বুজ নাম সে চতুর।। অষ্টদল পদ্ম প্রায় কুঞ্জ বিরাজিত। হেমরত্নাবলি যাতে কেশর অন্বিত।। সুবর্ণের কুট্টিমে কর্ণিকা মনোরম। কার সংকুচিত হয়ে লীলা অনুক্রম।। সর্ব্ব ঋতু সুখ পূর্ণ যাতে অতিশয়। মানা রস লীলারসে স্থান সমাশ্রয়।। মাণিক কেশর শ্রেণী বেষ্টিত কর্ণিকা। পঞ্চেন্দ্রিয় আহ্লাদক স্নিগ্ধ গুণাধিকা।। তাহার বাহিরে পঞ্চ মণ্ডলি বিধানে। পঞ্চ মণি বিনির্ম্মিত অতি সুগঠনে।। প্রথম মণ্ডলী স্বর্ণ মণিতে বেষ্টিত। দ্বিতীয়ে প্রবাল মণি হয়েত খচিত।। পদ্মরাগ মণি বদ্ধ তৃতীয় মণ্ডলী। চতুর্থে স্ফটিক মণি করে ঝল মলি।। পঞ্চম মণ্ডলী বদ্ধ ইন্দ্র নীলমণি। মণ্ডলীর মধ্যে নানা রতন খেচনি।। চতুর্দ্দিগে প্রবেশিতে কুঞ্জের ভিতর। নানা রত্ন বিনির্ম্মিত দ্বার মনোহর।। কুঞ্জ মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিলাস কারণ। শয্যা চন্দ্রাতপ আদি হয়ে সুশোভন।। কুঞ্জ অষ্ট দিগে আর অষ্ট কুঞ্জ হয়। সখীসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ যাহাঁ বিলাসয়।। অষ্টদল পদ্ম তুল্য কুঞ্জ বায়ুকোণে। বসন্ত সুখদা কহি তাহার আখ্যানে।। তাহাতে অশোকবৃক্ষ লতা যে বেষ্টিত। আমূল পর্য্যন্ত সেই হয়েত পুষ্পিত।। শ্বেতারুণ হরিৎ পীত শ্যাববর্ণধরে পঞ্চবর্ণ ভ্রমরে সে মধুপান করে।। নানা মণি বদ্ধ বৃক্ষমূল মনোহর। রাধাকৃষ্ণ বিলাসয়ে সে কুঞ্জ ভিতর।। কুঞ্জের পশ্চমে হেমাম্বুজ কুঞ্জ হয়। অষ্টদলে বেষ্টিত সে শোভা অতিশয়।। সুবর্ণ মণিতে কুঞ্জ মধ্য বিরচিত। স্বর্ণবৃক্ষ লতা পুষ্প হয়ে প্রস্ফুটিত।। সুবর্ণ কুট্টিম সুকোমল শয্যা তাতে। সখীসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে যাতে।। শ্রীপদ্ম মন্দির নাম কুঞ্জের নৈঋতে। ষোলদল পদ্ম তুল্য কুঞ্জ সুশোভিতে।। অনেক প্রকার বৃক্ষলতা সুপুষ্পিতে। পূর্ব্বরাগ রাসকুঞ্জ লীলা চিত্রভিতে তিনতলা অট্টালিকা তাহার উপর। তাতে চড়ি রাধাকৃষ্ণ দুর নিরীক্ষয়।। কুঞ্জের দক্ষিণে যে অরুণাম্বুজ কুঞ্জ। অষ্টদল পদ্মতুল্য অতি মনোরঞ্জ।। পদ্মরাগ

মণিতে রচিত সেই স্থল। স্বর্ণপুষ্প বৃক্ষলতা হয়েত উজ্জ্বল ॥ ষোলদল পদ্মতুল্য কুঞ্জ অগ্নিকোণে। মদনান্দোলন হয় তাহার আখ্যানে ॥ বকুলেরবৃক্ষ হয়ে কুঞ্জ দুই পাশে। বসন্ত হিন্দোলিকা মধ্যে অতি সুপ্রকাশে ॥ রাধাকৃষ্ণ দুইজন নিজ গণ সঙ্গে। হিন্দোলিকোপরি বিলসয়ে রস রঙ্গে ॥ কুঞ্জ পূর্ব্বদিগেতে অসিতাম্বুজ নাম। অষ্টদল পদ্মতুল্য শোভা অনুপাম ॥ সুপুষ্পিত হেমলতা তমালে বেষ্টিত। ইন্দ্র নীলমণি হয়ে সে কুঞ্জ রচিত ॥ পরম আনন্দে কৃষ্ণ রাধিকা লইয়া। তার মধ্যে ক্রীড়াকরে অতি মগ্ন হৈয়া ॥ মাধবানন্দদা নাম কুঞ্জের ঈশানে। অষ্টদল পদ্ম প্রায় পরম শোভনে ॥ নানা লীলা উপহারে যুক্ত সেই কুঞ্জ। অতি যে সৌষ্টব হয়ে সর্ব্ব মনোরঞ্জ ॥ কুঞ্জের উত্তরে কুঞ্জ সিতাম্বুজ নাম। অষ্ট দল পদ্মতুল্য শোভা অনুপাম ॥ প্রফুল্ল মল্লিকালতা পুন্নাগ বেষ্টিত। চন্দ্রকান্ত মণিতে সে কুঞ্জ বিরচিত ॥ রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে তাহার মাঝারে। বিলাস করেন অতি আনন্দ অন্তরে ॥ ললিতানন্দদা কুঞ্জ রাজপট্ট নাম। যত শোভা আছে তার সেই মূলস্থান ॥ ললিতারশিষ্য কলাবতী তার নাম। সংস্কার করেন নিত্য সেই কুঞ্জধাম ॥ কুণ্ডের ঈশানে কুঞ্জ বিশাখা নন্দদা। অতি যে রহস্য নাম মদন সুখদা ॥ ষোলদল পদ্মতুল্য সেই কুঞ্জ হয়। নানা মণি বদ্ধবেদী কুট্টিম আছয়। কুঞ্জ বেড়ি নানাবিধ বৃক্ষ সুশোভন। মাধবি লতায় যুক্ত অতি মনোরম ॥ চম্পক অরুণ পীত শ্যাম পুষ্প তায়। সেই সেই বর্ণ শুক পিক তাতে গায় ॥ অরুণ হরিৎ পীত শ্যাম পদ্মোৎপলে। অনেক চিত্রিত দিগ বিদিগ সকলে ॥ বহুবিধ মণি যুক্ত মন্দির সুন্দর। দিব্য সুকোমল শয্যা কুঞ্জের ভিতর ॥ রসিক শেখর কৃষ্ণ রাধিকা লইয়া। বিলাস করেন নিত্য অতি হর্ষ পাঞা ॥ বিশাখা সুন্দরী নিজ সখীগণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখে অতি রস রঙ্গে ॥ বিশাখার সখী মঞ্জুমুখি যে আখ্যান। সংস্কার করেন নিত্য সেই কুঞ্জস্থান ॥ কুণ্ড পূর্ব্ব দিগে কুঞ্জ পরম সুঠাম। সুচিত্রা নন্দদা হয় চিত্রার বিশ্রাম ॥ চিত্র পক্ষগণ চিত্ত হর শব্দ করে। চিত্র পুষ্পোপরি চিত্র ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ বৃক্ষলতা পত্রবেদী কুটির প্রাঙ্গন। পরম বিচিত্র শোভা হরে সর্ব্ব মন ॥ বিচিত্র মণ্ডপে চিত্র শয্যা সুকোমল। তাতে রাধাকৃষ্ণ চিত্ত ক্রিয়াতে বিহ্বল ॥ চিত্রা ঠাকুরাণী তাহে আত্মবর্গ লৈয়া। রাধাকৃষ্ণ সেবাকরে অতি হর্ষ পাঞা ॥ অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা সুখদাখ্য কুঞ্জ। চন্দ্রকান্ত সম শোভা অতি মনোরঞ্জ ॥ শ্বেত পুষ্পোপরি শ্বেত ভ্রমর গুঞ্জরে। শ্বেতপক্ষ কোকিলাদি ডাকে নিজ স্বরে ॥ শ্বেত হিন্দোলিকা শ্বেত বৃক্ষডালে বদ্ধ। যাহার দর্শনে সর্ব্ব চিত্ত হয়ে লুব্ধ ॥ শ্বেতমণি কুটির মণ্ডপ শোভা করে। দুগ্ধফেণ সম শয্যা তাহার উপরে ॥ রাধাকৃষ্ণ দোঁহে প্রেমরসে মগ্ন হৈয়া। বিলাস করয়ে তথি অতি সুখ পাঞা ॥ ইন্দুলেখাজিউ নিজ সখী-

গণ সঙ্গে। যুগল কিশোর লীলা হেরে অতি রঙ্গে।। কুণ্ডের দক্ষিণে চম্পকানন্দ দাকুঞ্জ। সুবর্ণ সমান জ্যোতি অতি মনোরঞ্জ।। বৃক্ষলতা পুষ্পপত্র স্বর্ণ প্রায় হয় স্বর্ণবৃক্ষে স্বর্ণবর্ণ পুষ্প ফুটি রয়।। স্বর্ণবর্ণ মধুকর অতি মত্ত হৈয়া। পুষ্পরসে লোভে তাহে বুলয়ে ঘুরিয়া।। সুবর্ণ সদৃশ শুকসারি পক্ষগণ। রাধাকৃষ্ণ লীলা গানে মত্ত অনুক্ষণ।। সুবর্ণ কুটীর স্বর্ণ মণ্ডপ সাজয়। সুবর্ণ সমান শয্যা শোভে অতিশয়।। পরম আনন্দে রাধাকৃষ্ণ দুইজন। রতি রসে মত্ত হৈয়া করে বিলসন চম্পকলতিকা নিজ সখীগণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন রঙ্গে।। কুণ্ডের নৈঋতে শ্যামকুঞ্জ নাম হয়। রঙ্গদেবী সুখপ্রদ শোভা অতিশয়।। বৃক্ষলতা পক্ষ ভৃঙ্গ জলধর জিনি। বৃক্ষোপরি পুষ্প শোভে যেন নীলমণি।। শ্যামবর্ণ পক্ষ তাহে সুমধুর স্বরে। রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় আনন্দ অন্তরে।। তমালের কুঞ্জ শোভা হয়ে স্থানে স্থানে। নীলমণি সম জ্যোতি কুটীর প্রাঙ্গনে।। ইন্দ্র নীলমণি জিনি মণ্ডপের শোভা। সুকোমল শয্যা চন্দ্রাতপ মনোলোভা।। রসে অতি মগ্ন হৈয়া যুগল কিশোর। রতি রঙ্গে বিলসয়ে হৈয়া মতি ভোর।। রঙ্গদেবী তাহাঁ নিজ সখীগণ সঙ্গে। দুহুঁ রূপ লীলা হেরি ভাসে প্রেম রঙ্গে।। কুণ্ডের পশ্চিমে কুঞ্জ অরুণ বরণে। তুঙ্গবিদ্যা সুখদাখ্য তাহার আখ্যানে।। অরুণ বরণে বৃক্ষগণ শোভে তায়। লতা পুষ্পোদ্যান সব অরুণের প্রায়।। পক্ষভৃঙ্গ আর কুঞ্জ কুটীর প্রাঙ্গন। মন্দির বেদিকা শয্যা একই বরণ।। সুখে রাধাকৃষ্ণ আসি সে কুঞ্জ ভিতরে। বিলাস করয়ে অতি আনন্দ অন্তরে।। তুঙ্গবিদ্যা নিজগণ সংহতি করিয়া দুহুঁ রস লীলা দেখে প্রেমে মগ্ন হৈয়া।। কুণ্ড বায়ুকোণে কুঞ্জ অতি মনোরম। হরিদ্বর্ণ জিনি জ্যোতি পরম মোহন।। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতা পত্র পক্ষিগণ। কুঞ্জ কুটীর বেদী উদ্যান প্রাঙ্গন।। হরিদ্বর্ণ পুষ্পে হরিদ্বর্ণ মধু ঝরে। হরিদ্বর্ণ ভ্রমরে সে মধুপান করে।। হরিণ্মণি বদ্ধ হয়ে সে কুঞ্জ ভবন। দেখিতে আশ্চর্য্য শোভা হরে সর্ব্ব মন।। চিত্তহর শয্যা হয়ে তাহার ভিতরে। রাধা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র নানা ক্রীড়া করে।। সুদেবীকা সর্ব্বক্ষণ আত্মবর্গ সনে। যুগল কিশোর লীলা দেখে হর্ষ মনে।। সুদেবী সুখদা নাম এই কুঞ্জ স্থান। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ যাতে পাশক খেলান।। এইমত অষ্ট কুঞ্জে ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাধা সঙ্গে প্রত্যাবধি করে বিল-সন।। যখন যে কুঞ্জে গিয়া হয়ে উপস্থিতে। কুঞ্জসম বর্ণ প্রাপ্ত হয়েন ত্বরিতে।। কিবা কৃষ্ণ কিবা রাধা কিবা সখীগণ। সকলেই একরূপ এক বেশ হন।। নিঃশঙ্ক মনেতে সুখে যুগল কিশোর। রতি রসে মগ্ন হয়ে আনন্দে বিভোর।। অন্য কোন জন যদি যায় সেই স্থানে। চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ কোনক্রমে।। এই রূপ রাধাকুণ্ড কুঞ্জের মহত্ব। যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ হয়ে চিত্ত। শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্বদিগে শ্যামকুণ্ড হয়। ব্রজেন্দ্র নন্দন তহিঁ সদা বিলাসয়।। প্রিয়নর্ম্ম সখাগণের কুঞ্জ কুণ্ডোপরে। পরম মোহন জ্যোতি সর্ব্ব চিত্ত হরে।। অল্পাক্ষরে কহি কিছু

সে রস মহত্ত্ব। শ্রদ্ধা করি শুন সভে হৈয়া এক চিত্ত ।। শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে হয় এক ঘাট। নানা মণি বদ্ধ সেই দেখিতে সুঠাট ।। দুই দিগে কল্পবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর। সুস্নিগ্ধ শীতল বায়ু বহে নিরন্তর ।। সেই ঘাটে প্রত্যাবধি বৃষভানু সুতা। আনন্দে করয়ে স্নান সখীর সহিতা ।। শ্যামবর্ণ নীর কুণ্ডের সুস্নিগ্ধ সুন্দর। তাহে ক্রীড়া করে রাই হইয়া বিহ্বল ।। কৃষ্ণঅঙ্গ সঙ্গ সম সুখ নীরস্পর্শে সে কারণে সেই ঘাটে স্নান করে হষে ।। তাহার উত্তর দিগে হয় এক কুঞ্জ। সুবলানন্দদা নাম অতি মনোরঞ্জ ।। স্বর্ণ কান্তি জিনি অতি জ্যোতি হয় তার। বৃক্ষ পক্ষি লতাপত্র সব স্বর্ণাকার ।। স্বর্ণপুষ্পোদ্যানে স্বর্ণপুষ্প ফুটিয়াছে। মধুলোভি স্বর্ণভৃঙ্গ শোভে তার কাছে ।। স্বর্ণমণি মন্দির শোভয়ে সেই স্থানে। তছু মধ্যে চিত্র শয্যা অতি মনোরমে ।। সুগন্ধি শীতল মন্দ বায়ু বহে তথা। তাহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ রাধিকা সহিতা ।। অতি রসে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ দুই জন। নিগূঢ় মধুর রস করে আস্বাদন ।। রতি বসাবেশে দুহেঁ অতি শ্রান্ত হয়। সে সময়ে সুবল আসি বীজন করয় ।। অতি যে বহস্য সেবা কবয়ে সুবল। ইহারে সুলভ অন্যে অতি সুবিরল ।।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ।

প্রত্যাবর্ত্তয়তিপ্রসাদ্য ললনাক্রীড়াকাল প্রস্থিতাং, শয্যাকুঞ্জগৃহে করোত্য ঘভিদ কন্দর্প নেত্রোচিতাং। স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদিপরিস্রস্তাঙ্গ মুশৈচরঘং, ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌবিন্দতি ।। ইতি ।।

আর এক শুন সুবল চন্দ্রের মহিমা। অতি চমৎকাব সেই মাধুর্য্যের সীমা ।। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাই প্রাপ্তিলাগি। মধুমঙ্গলের সহ কহে অনুরাগী ।। হেনকালে সুবলচন্দ্র রাধাবেশ ধরি। মন্দ মন্দ হাসি নীলা পদ্ম হস্তে করি ।। বৃন্দা ললিতার বেশ ধরি তার সঙ্গে। কৃষ্ণ আগে উপস্থিত হৈলা অতি রঙ্গে ।। দোহাঁ দেখি সে মধুমঙ্গল হর্ষ পাঞা। কৃষ্ণ প্রতি কহে কথা হাসিয়া হাসিয়া ।। হের দেখ সখা তুয়া বাঞ্ছা পূর্ণ হৈলা। ললিতার সঙ্গে রাই আসি দেখা দিলা ।। রাধানাম শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। অতিরাগে দুহুঁ রূপ করে নিরীক্ষণে ।। পুলকিত অঙ্গে কৃষ্ণ গদ২ স্বরে। আইস২ প্রাণপ্রিয়ে বলে বাবে২ ।। তোমার মিলন লাগি রহি এই বনে। সফল হইল দিন পাইনু দর্শনে ।। এইমত কথা কৃষ্ণ কহে রাধাভ্রমে। হেনকালে জটিলা আইলা সেই স্থানে ।। তারে দেখি কৃষ্ণ চিত্তে শঙ্কা উপজিলা বধূভ্রমে সুবলের অঞ্চলে ধরিলা। তর্জ্জন গর্জ্জন করি কহিতে লাগিল। তোমা লাগি মোর পুত্রের কলঙ্ক হইল ।। জটিলার বধূ বাধা কুলটা হইল। দেশে দেশে মোর এই কুৎসা উপজিল ।। আজি সমুচিত শাস্তি করিব তোমার। কভু নাহি কর যেন হেন ব্যবহার ।। এতবলি বিদ্ধা তার হস্তেতে ধরিয়া। ব্রজের ভিতরে গেলা অতি দত হৈয়া ।।বৃন্দাগোপী সব আগে প্রেগসভ্যবচনে।রাধিকার

দোষোদ্গার কহে সর্ব্বজনে ।। নিন্দাবাক্য শুনি সুবল হইয়া তুরিতে। নিজ অঙ্গ ভূষা খোলে সভার সাক্ষাতে ।। তাহা দেখি সভে নিজ নাসাগ্রে হস্ত ধরি। মন্দ মন্দ হাঁসে সভে সভা মুখ হেরি ।। দেখিয়া জটিলা অতি লজ্জিত হইলা। হেটমুণ্ড করি শীঘ্র নিজ ঘরে গেলা ।। এইমত রসলীলা করে সুবলচন্দ্র। অন্য জনে ধন্ধ লাগে স্বগণে আনন্দ ।। সংক্ষেপে কহিল সুবলচন্দ্রের যে গুণ। এবে আর স্থান কুঞ্জ শুন শ্রোতাগণ ।। কৃষ্ণকুণ্ড উত্তরে যে এক কুঞ্জ ধাম। মধুমঙ্গল নন্দদাখ্য তার হয়ে নাম ।। চন্দ্রকান্তি সম জ্যোতি অতি শোভা করে। বৃক্ষ পক্ষি লতাপত্র শ্বেত দ্যুতি ধরে ।। শ্বেত পুষ্পোদ্যানে শ্বেতবর্ণ মধু হয়। শ্বেত ভ্রমর লুব্ধ হৈয়া তাহাতে ফিরয় ।। কুটীর প্রাঙ্গন বেদী মণ্ডপ সুঠান। শয্যাচন্দ্রাতপ চন্দ্র কিরণ সমান ।। সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে সেইখানে। তাহে নন্দসুত বিলসয়ে হর্ষমনে ।। সে মধুমঙ্গল সখা রস কথা কয়। শুনিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাড়য় ।। কুণ্ডের ঈশানে কুঞ্জ অতি শোভাময়। উজ্বলা নন্দদা বলি তার নাম হয়। সে কুঞ্জ কুটীর বৃক্ষ লতা পক্ষিগণ। পুষ্প ভৃঙ্গ প্রাঙ্গনাদি অরুণ বরণ ।। সূর্য্যমণি বদ্ধ যে মণ্ডপ শোভা করে। দিব্য শয্যা চন্দ্রাতপ তাহার ভিতরে ।। সুমন্দ পবন বহে সুগন্ধি সহিতে। অতি সুখে নন্দসুত বিলসয়ে তাতে ।। আনন্দে উজ্বল সখা সে স্থানে রহিয়া। সেবা করে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ জানিয়া ।। কুণ্ড পূর্ব্বদিগে এক কুঞ্জ সর্ব্বোত্তম। অর্জ্জুনানন্দদা নাম নীলমণি সম ।। সুপুষ্প কুটীর বৃক্ষ উদ্যান প্রাঙ্গন পক্ষি ভৃঙ্গ কুট্টিমাদি নীলমণি সম ।। দিব্য কুসুমিত শয্যা হয় তার মাঝে। রসে মগ্ন হৈয়া কৃষ্ণ সে স্থানে বিরাজে ।। অর্জ্জুনাখ্য সখা কৃষ্ণসুখে সুখী হৈয়া। নানা সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া ।। কুণ্ড অগ্নিকোণে কুঞ্জ পরমসুন্দর। গন্ধর্ব্ব নন্দদা নাম সর্ব্ব চিত্ত হর ।। পরম বিচিত্র স্থল চিত্র বৃক্ষলতা। চিত্র পুষ্পোদ্যানে চিত্র ভৃঙ্গাদি সহিতা ।। কুটীর প্রাঙ্গন চিত্র পরম উজ্বল। চিত্র শয্যা চন্দ্রাতপ করে ঝলমল ।। মদনমোহন কৃষ্ণরসে মগ্ন হৈয়া। বিলাস করয়ে সুখে তহিঁ প্রবেশিয়া ।। গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণেরসখা তহিঁ হর্ষমনে। প্রিয় অভিপ্রায় কার্য্য করে সুবন্ধানে কুণ্ডের দক্ষিণদিগে হয় এক কুঞ্জ। বিদগ্ধ নন্দদা নাম সর্ব্ব মনোরঞ্জ ।। সবুজ বরণ স্থান বৃক্ষ লতাগণ। পক্ষ ভৃঙ্গ পুষ্পোদ্যান কুটীর প্রাঙ্গন ।। সবুজবরণ মণি মণ্ডপ সুন্দর। দিব্য শয্যা চন্দ্রাতপ তাহার ভিতর ।। সুগন্ধি মলয় মন্দ মারুত সহিতে সদা সর্ব্বক্ষণ রহে সেইত স্থানেতে ।। বিদগ্ধ নায়ক কৃষ্ণ তথায় আসিয়া। বিলাস করয়ে অতি লুব্ধ চিত্ত হৈয়া ।। কুণ্ডের নৈঋতে কুঞ্জ অতি মনোহরে। ভৃঙ্গ কোকিলানন্দদা নাম সেই ধরে ।। নানা মণি বদ্ধ স্থল পরম উজ্বল। বৃক্ষলতা পুষ্পোদ্যান করে ঝলমল ।। শুকসারি ময়ূর কোকিল আদি যত। রাধাকৃষ্ণ লীলা গান করে অবিরত ।। মত্ত মধুকর সব পুষ্পের উপরে। পরম আনন্দে বসি মধুপান করে ।। কুঞ্জ মধ্যে হয় মণি মণ্ডপ সুঠান। তাহে শয্যা চন্দ্রাতপ বিবিধ

বন্ধান। রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ সেই স্থানেতে আসিয়া। বিলাস করয়ে অতি হর্ষ চিত্ত হঞা॥ ভৃঙ্গ কোকিল সখা আনন্দিত মনে। নানাবিধ সেবা করে পরম যতনে॥ কুণ্ডের পশ্চিমে কুঞ্জ পরম সুঠান। দক্ষসনন্দন আনন্দদা তার নাম॥ বিবিধ বিচিত্র তাহে আছে বৃক্ষলতা। নানান্ প্রকার পুষ্প বর্ণ সুশোভিতা॥ অনেক প্রকার সেই মণিগণে বদ্ধ। ভৃঙ্গপিকু কপোতাদি অনেক সমৃদ্ধ॥ গান আলাপয়ে সভে সুমধুর স্বরে। শুনিতে আনন্দ হয় কর্ণ মন হরে॥ দক্ষসনন্দ সেই কুঞ্জে শ্রীগোবিন্দ। রাধিকা সহিতে সবে পাইয়া আনন্দ॥ কর্পূর তাম্বূল মাল্য মলয় চন্দনে। সেবন করিয়া সুখ পায় দুই জনে॥ সংক্ষেপে কহিল দুই কুণ্ড বিবরণ যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ কর্ণ মন॥ তারপরে কুণ্ডেশ্বর মহাদেবের স্থান। পরম শোভিত স্থল অতি অনুপাম॥ শ্রদ্ধা করি তাহার দর্শন যে করয়। সর্ব্ব পাপে মুক্তি শীঘ্র ভক্তি সে লভয়॥ এই যে কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন। অত্যন্ত আশ্চর্য্য নানা মণি বিরচন॥ লীলা অনুকুল চিত্ত সাধক যে জন। প্রেম নেত্রে মানসে করেন দরশন॥ লীলা অনুকুল চিত্ত সাধক যে নয়। সেই জন প্রাকৃতের সমান দেখয়॥

তথাহি। লীলানুকূলেষুজনেষু চিত্তে ধৃত্ত্যুৎপন্নভাবেষুচ সাধকানাং। এবং বিধং সর্ব্বমিদং চ কান্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু॥ ইতি॥

কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠা রাধা যৈছে হয়। তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়তম অতিশয়॥

তথাহি পাদ্মে।

যথা রাধা প্রিয়াবিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভাঃ॥ ইতি॥

যেই কুণ্ডে কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকার সঙ্গে। বিলসয়ে কুঞ্জে জলে জলকেলি রঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ প্রেমলীলার যে সীমা। কে কহিতে পারে সেই কুণ্ডের মহিমা॥

তথাহি। শ্রীরাধেবহরে স্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভু তৈস্তৈগু ণৈ র্যস্যাংশ্রীযুত মাধবেন্দ্বরানশং প্রেম্নাতয়া ক্রীড়তি। প্রেমাস্মিন্‌বত রাধিকেব লভতে তেযস্যাং সকৃৎ স্নান কৃত্তস্যা মহিমা তথা মধুরিমাকেনাস্তুবর্ণ্যা ক্ষিতৌ॥ ইতি॥

শ্রদ্ধা করি সেই কুণ্ডে স্নান যেই করে। রাধার সমান প্রেম কৃষ্ণ দেই তারে

তথাহি। গোবর্দ্ধন গিরৌরম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ। কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্রস্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ইতি॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবনলীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে কুণ্ডযুগ বর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ নবমোঽধ্যারম্ভঃ।

তথাহি। ক্রয় বিক্রয় লীলাব্ধৌ মুক্তানাং মর্জ্জিতাত্মনোঃ। মিথো জয়ার্থিনোর্বন্দে রাধামাধবয়োর্যুগং।। ইতি।।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ।। জয় জয় গুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে।। তুয়া শ্রীচরণ কৃপালেশ যদি পাই। আনন্দিতমনে রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই।। এইত কহিল কুণ্ড যুগ বিবরণ। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ।। কুণ্ডের পশ্চিমে মাল্যহার কুণ্ড নাম। অতি সুনির্জ্জন সেই দেখিতে সুঠান।। পুষ্পের উদ্যান তাতে অতি মনোহর। রত্নের কেয়ারি বান্ধা পরম সুন্দর।। মাধবীর কুঞ্জ এক আছে সেই স্থানে। স্বর্ণমণি বদ্ধ মুল বিবিধ বন্ধানে।। সেই কুঞ্জে বসি রাই সখীগণ সঙ্গে। মুকুতার হার গাঁথে অতিশয় রঙ্গে।। সে রস আখ্যান হয় অতি সর্ব্বোত্তম। শ্রদ্ধা মনে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ।। একদা কার্ত্তিক মাসে গিরি গোবর্দ্ধনে। দীপমালা মহোৎসব তাতে সর্ব্বজনে।। বিচিত্র বেশ সামগ্রী সংস্কারাহরণে। পরম আসক্ত সব ব্রজবাসী গণে।। গোপী সব নিজ নিজ করি বিভূষণে। বিশেষে চেষ্টিত হয় গবাদি কারণে।। গোপী সব গৃহে হৈতে ভূষা দ্রব্য লৈয়া। নিজ নিজ অলঙ্কার রচে হর্ষ পাঞা।। রাধিকাহো নিজ সখীগণের সহিতে। মাল্যহারণাখ্য সরোবর তীরো প্রান্তে।। মাধবীর চতুঃশালা হয় মনোহরা। সেখানে গমন কৈলা হৈঞা অতি ত্বরা।। পরম উত্তম মুক্তা সংহতি আনিল। নানাবিধ ভূষণ রচনা আরম্ভিলা।। বিচক্ষণ কীরমুখে সে বৃত্তান্ত শুনি। কৃষ্ণ সকৌতুকী তথা গেলেন আপনি।। অতি প্রেমাস্পদ ধেনু ভূষণ কারণে। তা সভার স্থানে মুক্তা করিল প্রার্থনে।। তবে সুবিদগ্ধ বৈদগ্ধতা অতিশয়। সর্ব্বত্র উদ্দীপ্ত অতি মনোহর হয়।। অর্দ্ধনেত্র নীলোৎপল দলাঞ্চলে করি। সবে হেলা প্রায় সভে রহে কৃষ্ণে হেরি।। মণিব্রত জন্যে ঢাকা হাস্যহিরা ছিলা। সে অনর্ঘ্য মহারত্ন প্রকাশ করিলা।। নির্ভয় আবেশে হার গুচ্ছাদিগুম্ফন। করিতে লাগিলা সভে বিলাস কারণ।। তা সভার আগে কৃষ্ণ দাণ্ডাইয়া রহে। উত্তর না দেয় কেহ ফিরিয়া না চাহে।। তবে তা সভার প্রতি স্মিতযুক্ত হৈয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুরভাষিয়া।। তোমা সভার দোষ নাহি শুন মন দিয়া। এ নব যৌবন মুল্য চিন্তামণি পাঞা।। বাঢ়িল উত্তুঙ্গ গর্ব্ব মহান পর্ব্বতে। অবরুদ্ধ কর্ণ তাতে না পাও শুনিতে।। ব্রজজন প্রিয় আমি করিয়ে প্রার্থনে। ক্ষণ এক কর সভে কর্ণ উদঘাটনে।। হেটমুণ্ড করি সভে গাঁথি মুক্তাহার। দিবে কি না দিবে মুক্তা কহত নির্দ্ধার।। একথা শুনিয়া সভে ঈষত হাসয়ে। না হেরে কৃষ্ণেরে অন্যোহন্যে আলোকয়ে।। তার মধ্যে প্রগলভা ললিতা শ্রেষ্ঠা হয়। রোষ প্রায় হাসিয়া কৃষ্ণেরে কিছু কয়।। শুনহ নাগর এই মুক্তা সুনিশ্চয়। রাজমহিষীর যোগ্য বহু মুল্য হয়।। তব মহিষীর অলঙ্কারের নিমিত্ত। এক মুক্তা না দেখিলাম কহিলাম সত্য। একথা

শুনিয়া কৃষ্ণ কৌতুকী হৃদয়। অত্যাবিষ্টা হয়ে স্তব করিয়া কহয় ॥ ললিতা প্রভৃতি শুন সব সখীগণ। যদি নাহি দিবে প্রিয় ধেনুর ভূষণ ॥ তবে অতি প্রিয় মোর ধেনু যুগ্ম হয়। মুক্তা দেহ ভূষা যোগ্য শৃঙ্গ চতুষ্টয় ॥ হংসিনী হরিণী বলি নাম দোঁহাকার। তার শৃঙ্গবেশ লাগি মাগি মুক্তাহার ॥ এতেক প্রকার বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া। ললিতা মস্তক তুলি কহেন হাসিয়া ॥ শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র তোমারে কহিয়ে। ধেনুশৃঙ্গ যোগ্য মুক্তা এথা না দেখিয়ে ॥ তুমি পুনঃ পুনঃ মুক্তা চাহ মোসভারে। লজ্জাতে নামাই মাথা না দেই উত্তরে ॥ কৃষ্ণ কহে ললিতে কৌটিল্য তেয়াগিয়া। মুক্তা কিছু দেহ মোরে প্রসন্না হইয়া ॥ অতি আর্ত্তি ক্রমে মুঞি করিয়ে প্রার্থনা। তুমি তাহে নানা ছলে করহ বঞ্চনা ॥ তবেত ললিতা সভাকার মুক্তা দেখে। পুনঃ পুনঃ চালন করয়ে মনসুখে ॥ পুনঃ কহে অয়ে কৃষ্ণ শুন কহি কথা। তুয়া ধেনু যোগ্য মুক্তা না দেখি সর্ব্বথা। তুয়া অতি আর্ত্তি হয় ধেনু সাজাইতে। ইথে কেবা অন্যমত করিবেক চিত্তে ॥ প্রত্যয় না কর যদি করি নিরীক্ষণ। এত কহি মুক্তাস্তূপ করয়ে চালন ॥ বহুক্ষণ অন্বেষিয়া এক মুক্তা তোলে। অতি ক্ষুদ্র মুক্তা সেই ভগ্ন এককোণে ॥ তাহা হাতে করি দেবী কৃষ্ণপ্রতি কয়। বহু অন্বেষিয়া এক পাইল নিশ্চয় ॥ এহো তুয়া ধেনু যোগ্য হয়ে কি না হয়ে। ইহাতে সন্দিগ্ধ চিত্ত দিতে না পারিয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ কহে অতি পরম চতুরে। থাকহ ললিতা থাক কহিল তোমারে ॥ কৃপণ করিয়া তুমি পশ্চাত্ত আমাকে। কহিতে নারিবে এই কহিল তোমাকে ॥ এত কহি শীঘ্র গেলা ব্রজেশ্বরী স্থানে। মাতা মোরে মুক্তা দেহ করিয়ে প্রার্থনে ॥ কৃষ্ণ বাণী শুনি রাণী কহেন বচন। মুক্তা লৈয়া এখানে বা কিবা প্রয়োজন ॥ বেলা অতিরিক্ত হৈল ঘামিয়াছে মুখ। ক্ষুধায়ে অরুণ আঁখি দেখি ফাটে বুক ॥ এ ক্ষীর নবনী আগে করহ ভক্ষণ। পাছে আনি দিব মুক্তা কহিল বচন ॥ কৃষ্ণ কহে যতক্ষণ মুক্তা না পাইব। ততক্ষণ অন্ন জল কিছু না খাইব ॥ কৃষ্ণের অত্যন্ত আর্ত্তি দেখি মুক্তাপ্রতি। মন্দ মন্দ হাসি কিছু কহে যশোমতি ॥ শুন বাপু মুক্তা প্রতি এত আর্ত্তি কেনে। কিবা প্রয়োজন আছে কহত কারণে ॥ কৃষ্ণকহে মুক্তা মুঞি করিব রোপণ। বৃক্ষ হৈতে হৈবে বহু মুক্তার ফলন ॥ কৃষ্ণেরবচন শুনি হাসে নন্দ রাণী। এমত আশ্চর্য্য কথা কোথাহ না শুনি ॥ মুক্তার হইবে গাছ ধরিবেক ফলে এ মোর বালক বুদ্ধি শুনহ সকলে ॥ অষ্টবিধ মুক্তা হয় শুনিয়ে শাস্ত্রেতে। বৃষ বংশ গজকুম্ভ আর মুক্তাদিতে ॥ গাছে মুক্তাফল ধরে এমত বচন। কাহোঁ কার মুখে কভু না করি শ্রবণ ॥ কৃষ্ণ কহে মাতা তুমি বিস্ময় না ভাবিহ। মুক্তা লতা ফুল ফল সাক্ষাতে দেখিহ ॥ পুত্র হঠে পড়ি রাণী গৃহ মধ্যে গিয়া। মুক্তা আনি দিল কৃষ্ণে হাসিয়া হাসিয়া ॥ মুক্তা সব পাঞা কৃষ্ণ অঞ্চলে বান্ধিয়া। খেতি করিবারে গেলা সখাগণ লৈয়া ॥ যমুনার তীরে গিয়া উপস্থিত হৈলা। কৃষক

কথোক জন তাঁহা বোলাইলা ॥ গোকুলের জলাহরণ ঘাটের নিকটে। আরম্ভ করিল ক্ষেত্র যমুনোপকণ্ঠে॥ চতুঃশত রজ্জু করি চতুর্দ্দিগে দিয়া। চতুঃসীমা রুদ্ধ কৈল পগার বান্ধিয়া ॥ সার্দ্ধ দশহাত ভূমি পগার খুদিয়া। সুপিন মৃত্তিকা করি দিল পুরাইয়া॥ দ্বাদশ হাথের রজ্জু তার মধ্যে ধরি। পৃথক পৃথক করি করিল কেয়ারি॥ কলসে কলসে দুগ্ধ ঢালাইল তাতে। পুনরপি কেয়ারি খুদিল ভাল মতে॥ সে খেতি দেখিয়া কত গোপী হাস্য করে। কৃষ্ণ আরোপয়ে মুক্তা দেখায় সভারে॥ একৈক গর্ত্তমধ্যে একেক মুক্তা ধরি। সুপিন মৃত্তিকা লৈয়া দেন তদুপরি॥ ভূমি চতুঃপার্শ্বে অতি যতন করিয়া। শালকাষ্ঠে আড় বান্ধে নিবিড় আঁটিয়া॥ গোপীগণ মুক্তা প্রার্থনা করিবেন জানি। তা সভা দণ্ডিতে কৃষ্ণ কহে কিছু বাণী॥ শুন প্রিয় সখাগণ আমার বচন। গোপীগণ স্থানে শীঘ্র যাও একজন॥ মুক্তা খেতি লাগি দুগ্ধ প্রার্থহ সভারে। দেন কি না দেন জানি আই সহ সত্বরে॥ কৃষ্ণবাক্য শুনি সখা করিল গমন। প্রিয় বার্ত্তা গোপী আগে কৈল নিবেদন॥ শুনি তারা হাস সৌল্লুণ্ঠনে কহে কথা। যে কিছু কহিয়ে কৃষ্ণে কহিবে সর্ব্বথা॥ সেই ক্ষেত্রে মোসভার গাভি দুগ্ধে করি। সেচন উচিত নহে গোপাল বিচারি॥ যে গাবীর ভূষণ লাগিয়া কৈল খতি। তার দুগ্ধে সেচহ দোষায় সংপ্রতি॥ তাঁর কেয়ারি কোঁড় পুন লতা মুক্তা ফলে। না করিব মোরা অভিলাষ কোনকালে॥ সে কথা শুনিয়া সভে কৃষ্ণস্থানে আসি। কহিলেন সব কথা মন্দ মন্দ হাসি॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র নিজ গৃহ হৈতে। দুগ্ধ আনে মুগ্ধ লোক দেখিয়া বিস্মিতে॥ প্রত্যাবধি সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ আনাইয়া। সেচন করয়ে তাসভারে দেখাইয়া॥ এইমতে দুই তিন দিন বহি গেল। আর দিনে দেখে মুক্তা অঙ্কুর হইল সখাগণ সহ কৃষ্ণ আনন্দ পাইলা। মাতার অঞ্চল ধরি আনি দেখাইলা॥ সে অঙ্কুর দেখি রাণী আশ্চর্য্য মানিলা। বিচারে সন্দিগ্ধা হৈয়া ব্রজকে আইলা॥ গোপী সব পরস্পর সে কথা শুনিয়া। হিংসা লতাঙ্কুর হৈল কহেন হাসিয়া॥ অল্পদিনে অপূর্ব্ব মুক্তা লতা পাতা হৈল। অতি বিস্তারিণী কৃষ্ণ লতারে দেখিল পল্লবাদ্যের আরোহণ ছত্র বান্ধি দিল। বিস্তারিণী হৈয়া লতা তাহারে ঝাঁপিল॥ কেদারিকা নিকটে কদম্ব বৃক্ষ দেখি। তাতে আরোহণ করাইল লতা শাখি॥ বিস্তারিণী হৈয়া লতা বৃক্ষোপরি উঠে। কতোদিনে লতাপুষ্প হইল প্রস্ফুটে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইল। পুষ্পের সৌরভ্য চতুর্দ্দিগে বেয়াপিল॥ সে সৌরভে উন্মাদিত মধুকরগণ। কুসুম নিচয়ে মধু পিয়ে অনুক্ষণ॥ গোপ গোপী নিত্য স্নানে যায় সেই পথে। কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা দেখি হর্ষ চিত্তে॥ পুষ্পের সৌরভ্য পায় বৃষভানু সুতা। ললিতাদি প্রতি কহে সুমধুর কথা॥ শুন প্রিয় সখী পাই কি আশ্চর্য্য গন্ধ। নাসাদ্বারে পশি মোর চিত্ত করে অন্ধ॥ আশ্চর্য্য মধুর গন্ধ কোথা হৈতে আইসে। নির্দ্ধারিয়া কহ মোরে ইহার বশেষে

রাধিকার বাক্য শুনি বিশাখা সুন্দরী। কহিতে লাগিলা কথা বিস্তারিত করি॥ শুন বৃষভানুসুতা পদ্ধ বিবরণ। ব্রজেন্দ্র নন্দন হয়ে ইহার কারণ॥ তোমা সভা স্থানে মুক্তা প্রার্থনা করিলা। নানা কথা কহি তাঁরে মুক্তা নাহি দিলা॥ সেইত আক্রোশে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী স্থানে। মুক্তা মাগি লঞা করে ভূমিতে রোপণে॥ সে ভূমি সেচিতে দুগ্ধ মাগে পুনর্ব্বারে। তাহাতেও পরিহাস করিলা তাহারে॥ সেই মুক্তালতা বাড়ি ফুল ফুটে অতি। তাহার সৌরভ্যে লুব্ধ কৈল তব মতি॥ এইমত কথা এথা রাধিকা শুনিল। তবে কথোদিন পরে মুক্তাফল হৈল॥ অষ্ট বিধমতে জানি জন্মে মুক্তাগণ। তাহা হৈতে হৈল মুক্তা অতি বিলক্ষণ॥ লতাতে জন্মিল মুক্তা অতি সুমাধুর্য্য। দেখি ব্রজবাসীগণের হইল আশ্চর্য্য॥ বিশেষত যত ব্রজ সুন্দরীর মনে। অতি সুবিস্মতা দেখি মুক্তার ফলনে॥ মুক্তা শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। মাতার নিকটে শীঘ্র করিল গমনে॥ অত্যন্ত আনন্দে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া। মুক্তা ফলিয়াছে মাতা চল দেখসিয়া॥ কৃষ্ণবাণী শুনি রাণী রোহিণী সহিতে। আসিয়া দেখয়ে মুক্তা ফলিয়াছে খেতে॥ বিস্ময় পাইয়া মনে পুত্রমুখ হেরি। চুম্বন করয়ে রাণী মহানন্দে ভরি॥ তবে কৃষ্ণসখাসঙ্গে মুক্তা কত তুলি। মাতার অঞ্চলে বান্ধে হৈয়া কুতূহলী॥ পুত্র উপার্জ্জিত ধন পাঞা ব্রজেশ্বরী। নিজালয়ে আইলা রোহিণী সঙ্গে করি॥ গোপী সব প্রতিদিন সে মুক্তা দেখিয়া। মন্ত্রণা করয়ে সভে যত লোভাইয়া॥ বিশাখাদি রাধিকা সহিতে কহে কথা। কৃষ্ণ মুক্তা না দিবেন জানিল সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণ কৃত মুক্তা খেতি ক্রিয়া যত হয় সকলেই দেখিয়াছি নাহিক সংশয়॥ তাতে চিন্তা ছাড়ি তার দুই গুণ করি। কেদারিকারম্ভ কেনে আমরা না করি॥ ইহা শুনি ললিতা চতুরা কিছু কয়। বায়ু ব্যাধি মুক্তা সভে হইলা নিশ্চয়॥ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি কৃষ্ণের করণ। অতি লোকোত্তর ভূমে মুক্তা উৎপাদন॥ অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম কৃষ্ণ শীঘ্র করে। তাহার কারণ শুন কহি সভাকারে॥ কোন মহা সিদ্ধাসহ মিলন হইল। তার স্থানে সিদ্ধ বিদ্যা যতনে লভিল॥ সেই সিদ্ধৌষধী মন্ত্র প্রভাব হইতে। কৃষ্ণ করে ব্রজজন করি নিশ্চিন্তে॥ অন্যথা ব্রজেন্দ্র নারী গর্ভ সরোবর। তাতে জন্ম কুল সুকোমল নীলোৎপল॥ গোপজাতি সৎক্রিয়া কলাপ মাত্র যার। গোপালক সাহজিক স্বভাব আচার॥ তার তত্তৎকরণে কিরূপে এত শক্তি। সহজে সম্ভবে ইহা জানি যাহ তথি॥ সিদ্ধৌষধির মন্ত্রাদির না জানি বিধানে। সে কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হৈতে অভিলাষ মনে॥ অত্যন্ত অগাধ লজ্জা হাস্যাব্ধির মাঝে। সকলে পড়িবে যদি কর হেন কাজে॥ এই সত্য হৈবে ইথে কর অবধানে। তবে তুঙ্গবিদ্যা কিছু কহয়ে বচনে॥ সর্ব্ব সিদ্ধি বিধায়িনী হয়ে ভগবতী। তাঁর পাদপদ্ম শিষ্যা নান্দিমুখী খ্যাতি॥ তাঁরস্থানে সেইসিদ্ধমন্ত্র একলৈয়া। মুক্তাখেতি উদ্যম না করিলেন

গিয়া॥ সভে কহে তুঙ্গবিদ্যা ভালই কহিলা। নির্ণয় করিয়া নান্দিমুখী স্থানে গেলা॥ সবিনয়ে কহে সভে নিজ অভিলাষ। শুনি নান্দিমুখী চিত্তে হৈল সুখোল্লাস॥ তবে নান্দিমুখী নিজ মনের সহিতে। পরামর্শ করি কহে অতি সুনিশ্চিতে॥ নিজ নেত্র দুই সৃষ্টি সাফল্য কারণে। চিরদিন মো সভার অভিলাষ মনে ক্রয় বিক্রয় যে লীলা অতি কুতূহলে। যবে হৈবে তবে দেখি নেত্রে সফলে॥ মো সবার অতিশয় ভাগ্যবশ হৈতে। অকস্মাৎ আসি সেপ্রসঙ্গ উপস্থিতে॥ বিদগ্ধার শিরোমণি হয়ে এইসব। প্রবর্ত্ত নহিবে বিনা যুক্তির সৌষ্টব॥ তৈছে যুক্তি অতিশয় সুন্দর করিয়া। প্রবর্ত্ত করাব সভাকারে আশ্বাসিয়া॥ যেন কল্পতরু শীঘ্র বিস্তারিত হৈয়া। ফলবান হ। এত মনেতে চিন্তিয়া॥ নিজানন্দে নান্দীমুখী কহে সবা প্রতি। সখী সব শুনহ তোমরা সুস্থ মতি॥ সত্য কহি মুকুন্দের মন্ত্রকৃত নয়। এই ভূমি মধ্যে মুক্তা জন্মে অতিশয়॥ নান্দিমুখী প্রতি সভে কহয়ে প্রত্যেকে। নিজ জন্ম কারণ মুক্তাদি ব্যতিরেকে॥ মৃত্তিকাতে মুক্তোৎপত্তি এইত কথন। কি রূপে সম্ভব হয় কহ সে কারণ॥ নান্দী কহে এই ব্রজভূমি স্বভাবিক। ঈদৃক্ প্রভাব যাতে জন্মে মুক্তাদিক॥ এ নিশ্চয় নানাবিধ রত্নের জননী। ভগবতী পাদপদ্ম নিকটেত শুনি॥ সেইমত এ ভূমির অনুভব হয় সাক্ষাতে দেখিয়া তাহা মানিয়েঁ নিশ্চয়॥ হিরণ্ময় মহীরুহ যাঁহা অতিশয়। জাত জায়মান দুই প্রকার যে হয়॥ ব্রজমৌক্তিক প্রকার কোরক যে হয়। পদ্মরাগ আদি নানা ফলাদিকময়॥ যাহাতে প্রবাল মণি নূতন পল্লব। মরকত মণি পত্র অত্যন্ত সৌষ্টব॥

তথাহি। প্রবাল ঘনপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্র মৌক্তিক প্রকর কোরকং কমল রাগ নানা ফলমিত্যাদি॥ ইতি॥

অতএব এ ভূমি রোপিত মুক্তাফল। চিত্র নহে জন্মিবেক ফলিবে সকল॥ অবশ্য তোমরা অতি যতন করিয়া। মুক্তাখেতি আরম্ভ সকলে কর গিয়া॥ কৃষ্ণ মুক্তাখেতি হৈতে উৎকর্ষ করিবা। সুরভীর নবনীতে প্রত্যহ সেঁচিবা॥ ইথে ততোধিক মুক্তা ফলোত্তম গণ। সকলে অনেক লভ্য কৈল বিজ্ঞাপন॥ এইমত নান্দিমুখী বচন মাধুরি। সসন্তোষ শ্লাঘাযুক্ত সভে পান করি॥ প্রত্যয় করিয়া সব ব্রজাঙ্গনা গণ। তাঁরে আলিঙ্গিয়া কৈল স্বস্থানে গমন॥ স্পর্দ্ধাযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ জয়ের কারণ। সমুচিত বেতন যে দেন দুই গুণ॥ কর্ম্মকর গণে আনি গোরস প্রদানে। যূথে ২ কেদারিকা করি স্থানে ২॥ গৃহ মধ্যে মুক্তা অগ্রথিত যত পাইল। গ্রন্থিতাঙ্গ ভূষা রূপে যতেক আছিল॥ যথা যোগ্য অলঙ্কারে অল্প রাখিয়া। অঙ্গের যতেক মুক্তা সব উতারিয়া॥ গৃহ মধ্যে অবশিষ্ট মুক্তা না রাখিলা। কেদারিকা মধ্যে সব রোপণ করিলা॥ প্রত্যাবধি তিন সন্ধ্যা দুগ্ধ নবনীতে। সেচিতে আরম্ভ কৈলা সুরভির ঘৃতে॥ তা সভার মুক্তাকৃষিকরণ

দেখিয়া। আশ্চর্য্য চিত্তেতে অতি মুক্ত লোভাইয়া ।। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যতেক গোপনারী। ততোধিক কেদারিকা স্থানে ২ করি ।। দেহ গৃহ মধ্যে এক মুক্তা না রাখিলা। সমস্ত মুকুতা সভে রোপণ করিলা ।। সুরভির নবনীত দুগ্ধাদিক দিয়া। প্রত্যহ সেচন করে দ্বিগুণ করিয়া ।। তবে কতো দিনে নিজ কেদারিকা যত। হিংসা লতাঙ্কুর দেখি অন্তরে লজ্জিত ।। তার ছল করি কৃষ্ণ প্রিয় সখা গণে। পরিহাস করিতে লাগিলা হর্ষমনে ।। এক দিন নিজ ২ গৃহে গোপ সব। সর্ব্বত্তি লঘুতা মনে করি অনুভব ।। গোরসের অতি ব্যয় না রহে খাইতে। দেহ গেহ মধ্যে মুক্ত না পায় দেখিতে ।। বিস্ময় হইয়া সভে কারণ পুছয়। সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধ গোপ গোপী কয় ।। বধু সব কৃষক দ্বারায় কৃষি কৈল। গৃহ মুক্তা লৈয়া সব তাহাতে রোপিল ।। মুক্তা কেদারিকার নিমিত্তে বহু হয়। অচিরে অনেক লাভ হইব নিশ্চয় ।। যেন কৃষ্ণ কেদারিকা মাঝে মুক্তা সব। সাক্ষাতে দেখিলে রাজ মহিষি দুর্লভ ।। গোপ সব এ বচন বৃদ্ধা মুখে শুনি। না কহিলা কিছু মনে ভাবি কৈলা মৌনি ।। শ্রীরাধিকা বিশাখাদি সহিতে আসিয়া। নিজ কেদারিকা জাতাঙ্কুর নিরখিয়া ।। নিজ ২ মনে কিছু চিন্তিতা সর্ব্বদা। অন্যোন্যে নিভৃতে কহিলেন এই কথা ।। কৃষ্ণ কেদারিকা মাঝে অঙ্কুর যেমন। দেখিয়াছি এ অঙ্কুর না দেখিতে তেমন ।। তস্মাৎ না জানি কিবা হইবে পশ্চাতে। চিন্তে কৃষ্ণ বয়স্যের দৃষ্টি নিবারিতে ।। ছল করি সুন্দর বন্ধানে বান্ধ আড়ে। এত বিচারিয়া সভে চারিদিগ বেড়ে ।। তবে আর কতো দিনে রাধিকাদি করি। সম্বাদ পাইল চন্দ্রাবলীর কেয়ারি ।। তার মধ্যে কণ্টকাদি চিহ্ন যে অঙ্কুর। নিজ রূপে প্রকাশিত হইলা প্রচুর। গোপিকার কেয়ারিতে হিংসুলতা জাতা। সকল গোকুলে এই কথা হৈলা খ্যাতা ।। এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বয়স্যের দ্বারে। গান্ধর্ব্ব গোষ্ঠিতে কহে সৌলুণ্ঠ প্রকারে ।। শুনিলাম তো সভার কেদারিতে অতি। নানাবিধ মুক্তা ফল হইল উৎপত্তি ।। আমি সকলের অতি সুস্নিগ্ধ বয়স্য। আমারে প্রথম ফল দিবা যে অবশ্য ।। তবে তারা কহে কৃষি করিতাম যবে। সব গোষ্ঠ স্থান মুক্তা ময় হৈত তবে ।। এত শুনি কৃষ্ণ অতি সকৌতুক মনে। মুক্তা মালা পরাইলা সব পশু গণে ।। বৎস সহ গাভী গণ মহীষাদি আর। অজা মেষ মর্কটাদি যতেক প্রকার ।। মুক্তা বিভূষিত হৈয়া ভ্রমে বৃন্দাবনে। দেখি সব গোপীগণ লজ্জা পাইল মনে ।। স্বভূষণ বিনা আর বহু ধন নাশে। কি যুক্তি করিব গোপী গণে হৈল ত্রাসে ।। এ কথা কহিয়া সভে রোষযুক্তা হৈয়া। নান্দীমুখী স্থানে শীঘ্র গমন করিয়া ।। সুবিধান কথন পূর্ব্বক বহু মতে। ভৎর্সন করিয়া নান্দী লাগিলা কহিতে ।। গোপী গণ শুন সব তব দিব্য করি। আমি তো সভায় সর্ব্বথায় না প্রতারি ।। কিন্তু আপনারা নাশ করিলা নির্দ্ধারে। সভে কহে কপটিনী কেমন প্রকারে ।। নান্দী কহে তোমরা অত্যন্ত গর্ব্বা যাতে। চক্কার বাদ্যবৎ কোলাহল

প্রপঞ্চিতে ॥ বয়স্য সহিত কৃষ্ণ শ্রবণ কুহরে। সুগোচর করি মুক্তা রোপিলা কেদারে ॥ কোন কেদারিকা মধ্যে জনেক প্রহরি। কেহো না রাখিলা অতিশয় গর্ব্ব করি ॥ সভে কহে যদ্যপি প্রহরি না রাখিল। ইহাতেই মুক্তা ভূমে হিংস্‌লতা হৈল ॥ সরোষ হইয়া নান্দী কহয়ে বচন। যে হইল শুন সুচতুরা রমণী গণ ॥ তোমা সভাকারে কৃষ্ণ জয়ের লাগিয়া। অভীষ্ট মিষ্টান্ন দানে সুষ্ঠু লোভাইয়া ॥ ধূর্ত্ত গুরু কৃষ্ণ তোমা সভার নাগর। তাহার প্রেরিত লোভি সে মধুমঙ্গল ॥ ভণ্ড অতি নিবন্ধতে চিনিয়া২। কিঞ্চিৎ২ যাত অঙ্কুর দেখিয়া ॥ সব মুক্তাঙ্কুর লৈয়া নিঃশেষ করিয়া। তথা তথা হিংসালতা কড়গ্ন রোপিয়া ॥ কথোক পৃথক এক নিজ কেদারিতে। প্রযত্ন হইয়া কৈল অঙ্কুর রোপিতে ॥ কতোক অঙ্কুর লৈয়া অন্যত্র ফেলিল। সুকুমার মুক্তাঙ্কুর শুকাইয়া গেল ॥ তৈছে চন্দ্রাবল্যাদির মুক্তাঙ্কুর নিল। কালিন্দী গভীর জলে নিক্ষেপ করিল ॥ এই কথা আমিহ জানিয়ে ভাল রূপে। এত শুনি সব গোপী কহে করি কোপে ॥ অয়িকুট নুনাটক নটন প্রকটন। এই কার্য্য নিন্দা মহা নান্দির গমন ॥ অতি ভণ্ড মধু মঙ্গলের গুরু প্রায়ে। মহা যে সতীর্থে তুমি এমনি নিশ্চয়ে ॥ অয়ি ব্রজ খ্যাত শঠ নটের সহিতে। নাট্য যোগ্য তার প্রিয়তম নটীরীতে ॥ অয়ি কলি যুগ তপস্বিনী থাক থাক। এইত অক্ষেপ করি ধূলায় ভ্রুচাপ ॥ নিজ গৃহে আসি পুনঃ পুন সেই কথা। বিচার করেন তাতে শ্রেষ্ঠা যে সর্ব্বথা ॥ রাধিকা কহেন কথা শুন সব সখি। মো সভারে প্রতারণা কৈল নান্দি মুখী ॥ কিবা সেই ধূর্ত্ত তৈছে করিল নিশ্চয়। এক্ষণে বিচারে আর কিবা লভ্য হয় ॥ তা সভা হইতে ভয় তার দূর যায়। চাহিবার উদ্যমে যদ্যপি মুক্তা পায় ॥ যৈছে মুক্তা কৃষি মধ্যে রোপণ করিল। তৈছে মুক্তা বৃন্দাবনে দুর্ল্লভ হইল ॥ কিন্তু কৃষ্ণ স্থানে মুক্তা মূল্য প্রকরণে। যে মতে মিলয়ে তাহা করহ চিন্তনে ॥ তবে সব গোপী গণে ভাবিয়া কহয়। চন্দ্রমুখি অত্যন্ত চতুরা সুনিশ্চয় ॥ প্রচুর সুবর্ণ লঞা মূল্য প্রকরণে। মুক্তা আন কৃষ্ণ স্থানে মূল্য বিধারণে ॥ তবে চন্দ্রমুখী কহে তা সভার প্রতি। মো সভারে কৃষ্ণ অতি রুষ্ট যে সংপ্রতি ॥ তাহার নিকটে আমি একাকী যাইতে। সমর্থা না হই ইহা কহিল নিশ্চিতে ॥ কাঞ্চন লতারে দেহ আমার সংহতি। এ কথা শুনিয়া হৈল সভার সম্মতি ॥ অনেক সুবর্ণ তবে করিয়া গ্রহণ। মুক্তা বাটী সমীপে করিল আগমন ॥ সেই স্থানে অধিকারী হয়েন সুবল। কৃষ্ণ সহ নিষ্ঠ কার্য্য অতি সুকৌশল ॥ তারে দেখি চন্দ্রমুখি মধুর বচনে কহিতে লাগিলা কথা মুক্তার কারণে ॥ শুনহ সুবল চন্দ্র মো সভার বোল। অন্যত্রে তোমরা বেচিতেছ মুক্তা ফল ॥ তস্মাৎ এ সব শুদ্ধ সুবর্ণ লইয়া। মুক্তা দেহ সমোচিত মূল্য যে করিয়া ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র কহে হাস্য প্রকাশিয়া। সেই পূর্ব্বে নানাবিধ প্রার্থিতা হইয়া ॥ মোরে নাহি দিলে কেহো মুক্তা যে একটি।

সেচিতে না দিলে তুষ্ণ মোর মুক্ত বাটী ।। আমরা বরঞ্চ মুক্তা কালিন্দীর মাঝে । প্রক্ষেপ করিব সেহো হৈবে ভাল কাজে ।। যদ্যপি স্বগৃহের সর্ব্বস্ব পণ করি । মাগহ মৌক্তিক বৃন্দ অপকৃষ্ট হেরি ।। তথাপিহ এক মুক্তা না দিব সর্ব্বথা । তৎপর কাঞ্চনলতা কহিলেন কথা ।। গুর্ব্বাদি গঞ্জনা হৈতে যদি ভয় নহে । তবে কদর্থনা বাক্য এমত সে সহে ।। মথুরাতে হউ প্রসারিত মুক্তাগণ ।। দূর হয়ে তেঞি এথা করিয়ে প্রার্থন ।। তস্মাৎ সুবল ইথে মধ্যস্থ হইয়া । আপনে সমাধা কর দুই দিগ চাঞা ।। অন্যত্রিক মূল্য হৈতে আমরা বিশেষ । মূল্য দিব এই কথা কহিলাম বিশেষ ।। তবে সে বচন শুনি কৃষ্ণ হাসি কয় । যে হৌক স্বভাব মোর সুকোমল হয় ।। তোমা সভার মত কঠিন্যতা করিবার । না পারিয়ে না দিয়ে বা কি করিব আর ।। কিন্তু মুক্তাথিনী যত তাহা সভাকার । তোমা দুহাঁ হৈতে মূল্য না হবে নির্দ্ধার ।। তবে দোহেঁ কহে মূল্য কেনে না হইবে । কৃষ্ণ কহে কহ যে বিশেষ মূল্য তবে ।। শুনি চন্দ্রমুখী তবে ঈষৎ হাসিয়া । কাঞ্চন লতারে অবলোকন করিয়া ।। সলজ্জায় কাঞ্চন লতা সুবলেরে কয় । কহ সখে সুবল আপনে সুনিশ্চয় ।। মধ্যস্থ হইয়া আপনে সুপ্রকারে । যশোভাগ্য তবেত করহ অঙ্গীকারে ।। এতশুনি কৃষ্ণ প্রতি সুবল কহয়ে । বহু মূল্য কহ তুমি রহস্য সে হয়ে ।। তাতে কার্য্য নাহি নিজাভীষ্ট মূল্য কহ । আপনেই কেনে বা আগ্রহ না করহ ।। তবে কৃষ্ণ কহে সখে শুনহ সুবল । চন্দ্রমুখীর অভিপ্রায় বুঝিল সকল মুক্তা ফল হৈতে কাঞ্চন লতা লৈয়া । বিচারি অলঙ্ঘ্য মূল্য কম্পনা করিয়া ।। রাধিকাদি সখী সব নিশ্চয় করিয়া । চন্দ্র মুখি সঙ্গে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ।। কিন্তু শুন কহি স্বর্ণ সঞ্চয় হইতে । মুক্তার অধিক মূল্য প্রসিদ্ধ লোকেতে ।। তস্মাৎ কহিয়ে একা কাঞ্চন লতায়ে । সকলের মুক্তা মূল্য প্রাপ্তি নাহি হয়ে ।। ইহার হৃদয়ে পূর্ণ সংপুটে যে ফল । দুই মাঝে চিন্তামণি থাকয়ে সকল ।। চন্দ্র মুখি ইহা যদি কহে নেত্রদ্বারে । তথাপিহ মুক্তা আমি না পারি দিবারে ।। বৈকুণ্ঠ নাথের কৌস্তুভ পরাদ্ধ হইতে । মোর এক ফল পরম পরার্দ্ধ যাহাতে ।। এতশুনি ভ্রূভঙ্গে কৃষ্ণেরে হেরয় । রোষযুক্তা হইয়া কাঞ্চনলতা কয় ।। বুঝাইল চন্দ্র মুখি কহিল তখনে । সে ধূর্ত্ত নিকটে না করিব আগমনে ।। তথাপিহ তুমি অতি আগ্রহ করিয়া । কদর্থিলে মোরে কৃষ্ণ নিকটে লইয়া ।। মুক্তা ফল গ্রহণ করিয়া আইস তুমি । অতঃপর এথা হৈতে চলিতেছি আমি ।। চন্দ্র মুখী কহে সখী কাঞ্চন লতিকে । সত্য কহ গমন করিব পরতেকে ।। আমি একাকিনী মুক্তা মূল্যের নির্ণয় । কি রূপে হইবে এথা স্থিতি যুক্ত নয় ।। এক যোগ নির্দ্দিষ্ট যতেক জন হয় । একেতে প্রবৃত্তি কিবা নিবৃত্তি যে হয় ।। এতেক বিচারি দোহেঁ গমন উন্মুখি । সুবলের প্রতি কৃষ্ণ কহে তাহা দেখি ।। তখনে কহিল আমি এ দোহাঁ হইতে । সকলের মুক্তা মূল্য না হবে নিস্কৃতে ।। শুনিয়া সুবল দুহাঁর

নিকটে আসিবা। কৃষ্ণ অভিমত কথা কহে আশ্বাসিয়া ॥ সখি চন্দ্র মুখি মুক্তা মূল্যের বিষয়। বয়স্যের আগ্রহ দেখি যে অতিশয় ॥ প্রিয়সখি রাধা, ললিতাদি সঙ্গে লৈয়া। সকলেই এই স্থানে গমন করিয়া ॥ সাক্ষাতেই সমোচিত মূল্য কৃষ্ণে দিয়া। নিজেপিসত মুক্তা ফল লবেন দেখিয়া ॥ তাতে আমি সকলের মধ্যস্থ হইয়া। সাচিবা করিব মূল্য নিশ্চয় করিয়া ॥ শুনি চন্দ্র মুখি সে কাঞ্চন লতা সনে। রাধিকা নিকটে শীঘ্র করিল গমনে ॥ বোষ প্রায় হৈয়া সব বৃত্তান্ত কথন। আরম্ভ করিল দোহেঁ শুন সর্ব্বজন ॥ তার পরে রাধা সঙ্গে ললিতাদি গণ। মুক্তা বাটী প্রান্তে সভে করিলা গমন ॥ চন্দ্র মুখি দ্বারে সুবলেরে বোলাইলা। শুনিয়া সুবল তথা আগমন কৈলা ॥ তারে কহে বয়স্য সুবল প্রিয় অতি। নিরঙ্কুশ স্নেহ তোমার মো সভার প্রতি ॥ অতএব আপনে বিধান কর হেন। সমোচিত মূল্যে মোরা মুক্তা লভি যেন ॥ রাধিকা কহেন মোর আগমন এথা। কৃষ্ণ যেন শুনিবারে না পান সর্ব্বথা ॥ এত কহি রাই অতি সত্বর হইয়া। নীপ কুঞ্জ ভিতরে রহিলা লুকাইয়া ॥ নিগূঢ়ে রহিলা অন্য কেহো না জানয়। নিকটেই রহি সব বৃত্তান্ত শুনয় ॥ তবে সুবল আসি কৃষ্ণে সংবাদ কহিলা। ললিতাদি সখী কৃষ্ণ নিকটে আইলা ॥ তা সভার প্রতি কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণে। কহেন রাইরে কেন না দেখি এখানে ॥ কৃষ্ণের এ কথা শুনি সখী সুপ্রসিদ্ধা। তাহার উত্তর কিছু কহে তুঙ্গবিদ্যা ॥ ব্রজ নব যুবরাজ শুন রাইর কথা। সপ্রণয় হইয়া আর্য্যা জটিলা সর্ব্বথা ॥ কার গৃহে কোন কার্য বিশেষ কারণে। রাইরে রাখিলা তিহোঁ আছেন সেখানে ॥ শ্রীমধু মঙ্গল আইলা এই অবসরে। ইঙ্গিতেই জানাইল রাই সমাচারে ॥ নিজ সন্নিকটে রাই আছেন জানিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া ॥ তুঙ্গবিদ্যা শুন কহি মুক্ত লইবারে। রাই ইচ্ছা নাহি ইহা বুঝিলা বিচারে ॥ তবে তুঙ্গ বিদ্যা কহে কৃষ্ণের অগ্রেতে। তার মুক্ত মূল্য কি আমরা নারি দিতে ॥ তবে কৃষ্ণ কহে তারে জানিল কারণে। রাইর সদৃশা কেহো আছয়ে এখানে ॥ বিশাখার রাধা আর রাধার বিশাখা। অতএব তাহার মূল্য দিবেন বিশাখা ॥ জানিলাম তাঁর প্রতি কি আগ্রহ আর। কিন্তু শুন এক কথা কহি যেই সার ॥ আপনেই আসিয় লইবে যেই জন। শত গুণ মূল্যে মুক্তা দিব সাধারণ ॥ এইকথা মোর অতি সুদৃঢ় যে হয়। তার পর সুবলের প্রতি কিছু কয় ॥ শুন সখে অতি যে অপূর্ব্ব মুক্তা গণ। সম্পূর্ণ সম্পুট আনি কর প্রসারণ ॥ সব ছোট মুক্তা ফল সকল বিলাঞা। পূর্ব্ব কৃত তৎকার্পণ্য গণনা করিয়া ॥ প্রথমে রাইর লাগি বিশাখারে দেহ। তার স্থানে সেই মুক্তা মূল্য বুঝি লহ ॥ যদ্যপি প্রস্তুত মূল্য না পারেণ দিতে। তবে তাহিন্না এহো জানিয়া তুরিতে ॥ পুষ্প চোরি গোপ কন্যা গণ যাহাঁ আছে। সে মাধুরী কুঞ্জকারায় রাখ তাঁর কাছে ॥ এ কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল কহয়। শুন প্রাণ প্রিয় সখা কহিয়ে

নিশ্চয় ।। নিরোধেহ স্ফুট সত্তে পলায়ন বিদ্যা । অধ্যাপনা করিয়াছে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ।। তবে কৃষ্ণ কহে সখে আমিহো এ কথা । নির্দ্ধার জানিয়ে তাতে অতি সুচিন্তিতা ।। যদ্যপিহ পররামা স্পর্শন কারণে । লজ্জা ত্যাগ মো সত্তার অযোগ্য স্বপণে ।। তথাপি করিতে শাস্ত্র বচন আছয় । স্বকার্য্য উদ্ধারে সেই পণ্ডিত যে হয় ।। সর্ব্ব প্রসিদ্ধ গরীযান্ বাক্য হয় । আহারে ব্যবহারে লজ্জা তেজিবে নিশ্চয় ।।

তথাই ।। স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ কার্য্য ধ্বংসে চ মূর্খতা । আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্ত লজ্জা সদা ভবেদিতি ।। ইতি ।।

বৃর্ব্বন্নপিবিগর্হিত মিতিচ ।। সংহিতা বচন বল হৈতে ইহা করি । কুঞ্জ কারা মধ্যে বিশাখিকার প্রহরি ।। হইয়া সমস্ত রাত্রি করে জাগরণে । নিরন্তর বসি রহি একথা শ্রবণে ।। সুবল সোদ্বিগ্ন প্রায় হঞা কহে কথা । পুরুষ উত্তম প্রিয় বয়স্য সর্ব্বথা ।। প্রিয় সখী বিশাখিকা এমত শঙ্কটে । কতো কাল থাকিবেন শুনি প্রাণ ফাটে ।। তবে কৃষ্ণ কহে অতি রহস্য বচনে । বিশাখারে রাখি আমি এইত কারণে ।। রাধিকা সকল দ্রব্য পাঠান এখানে । কিম্বা কতো দ্রব্য লৈয়া করি আগমনে ।। স্নেহের কারণে বিশাখারে ছাড়াইয়া । এ রূপে আপনে এথা নিরুদ্ধ থাকিয়া ।। অবশিষ্ট মূল্য দ্রব্য আনিবার তরে । যাবৎ পাঠাঞা নাহি দেন বিশাখারে ।। তাবৎ ইহার এথা হৈবে অবস্থিতি । এতশুনি কহে মধুমঙ্গল সে কৃতি ।। শুন সখে এ গোষ্ঠী প্রধানা যত জনা । সর্ব্ব গোপী হৈতে সর্ব্ব মতে বিচক্ষণা ।। বিশেষত গোবা ঘাটি স্নানাদিক স্থানে । অত্যন্ত নিপুণা করিবারে পলায়নে ।। আমরা সকলে পুনঃ পুন যে প্রত্যক্ষে । করিয়াছি তাহে জানি পলাইতে দক্ষে ।। তোমাকে সতত দেখি উদঘূর্ণার প্রায় । তাহাতে আমার অতি শঙ্কা উপজায় ।। তবে হাস্য নিবারিয়া কৃষ্ণ কহে কথা । শুন সখে এ চিন্তা করণ মাত্র বৃথা ।। তা সভা নিকটে মোর ঘূর্ণা না জন্ময়ে । নিশ্চয় যদি বা ঘূর্ণা আসি মোর হয়ে ।। তবে যে করিব তার শুন বিবরণ । ঘূর্ণাতে অধৈর্য্য হঞা করিব শয়ন ।। প্রথমেই মস্তকের ধারণ কারণে । বিশাখার বাম ভুজ করিব সিথানে ।। তার বক্ষে বিরাজিত পীত পট্টাম্বর । তাহার উপরি ধরি নিজ বাম কর ।। এত মত মুক্ত ফল নিমিত্ত বিশেষে । বাক বাক্য বিলাস করিব সমুল্লাসে ।। যেন সুখে জাগরণে সমস্ত রজনী । এ চারি প্রহর শীঘ্র যায়েন আপনি ।। অথবা আমার উরু ঘন অন্ধকারে । প্রবেশ করাঞা বিষম কারাগারে ।। তার পার্শ্ব দ্বয়ে দুই ভুজার্গল দিয়া । অত্যন্ত সুদৃঢ় করি রোধন করিয়া ।। নিঃশঙ্কে করিব সুখে শয়ন বিলাস । শুনি লজ্জায় নম্র মানা মনে পাঞা ত্রাস ।। রাধিকা সে কুঞ্জ হৈতে উচ্চ গ্রীবা করি । নিজ সখী সব আর বিশাখারে হেরি ।। মনে২ কহে কথা অতি সঙ্গোপনে । চন্দ্রাবলী কেলি মৃগী থাকহ এখনে ।। অথবা সুবলে কহে

শুন প্রিয় সখা। সভাকারে দেহ মুক্তা মূল্য করি লেখা।। ঘরে গিয়া মুক্তা মূল্য দিব পাঠাইয়া। না দিলে কহিব সভার পতি আগে গিয়া।। শুনি ক্রোধ করি কহে সে মধু মঙ্গল। শুনরে সুবল তুঞি নামেতে সুবল।। পুরুষ হইয়া যেন অবলা প্রকৃতি। শুনিতেছি পুনঃ পুন কহিছ সম্প্রতি।। এ সকল অবলার বচন ফুৎকারে। কহিতে করিছ ইচ্ছা সভার ভর্ত্তারে।। সহজেই হয় ভীত স্বভাব তোমার। অতএব কহ কথা উচিত তাহার।। তস্মাৎ এখনে তুমি করহ বিশ্রামে। বিজয়াদি সেনা লঞা করিয়া সংগ্রামে।। বলে সভার পতি গরু মহিষাদি যত। বেচিয়া আনিব এ আমার অভিমত।। বান্ধিয়া রাখিব সব নন্দীশ্বর পুরে। কাহার যোগ্যতা কেবা কি বলিতে পারে।। তবে তাঁহ সব গোপী আপনি আসিয়া। আপন ২ মুক্তা মূল্য দ্রব্য দিয়া।। নিজ ২ পতি গরু মহিষাদি গণ। মুক্ত করি নিজ গৃহে করিবে গমন।। একথা শ্রবণে কৃষ্ণ অতি দুঃখ পাঞা মধুমঙ্গলেরে কহে মধুর ভাবিয়া।। শুন প্রিয়সখা মোর নিশ্চয় বচন। এমত মন্ত্রণা তুমি কর কি কারণ।। ব্রজবাসী মাত্র পুলিন্দ্যাদি যত হয়। প্রিয় হৈতে প্রিয় মোর জানিহ নিশ্চয়।। এ সকল গোপ গোপী গোত্র ভিন্ন নয়। যৈছে আমি তৈছে সভে অতি সুনিশ্চয়।। তস্মাৎ এমত কথা না হয় উচিত। আমারে সুন্দর লাগে সুবল ভাষিত।। তথাপি কহিয়ে কিছু কর অবধান। না করিব মিত্র সহ আদান প্রদান।। আদান প্রদানে রস রক্ষা নাহি হয়। তে কারণে স্মৃতি বাক্য নিষেধ আছয়।।

তথাহি।। নৈবাদানং প্রদানং হি মিত্রৈঃ সহ বিতন্বতে কৃতে প্রীত্যা ভবেল্লোপঃ কলহস্তদনন্তরং।। ইতি।।

অতঃপর যার যে প্রস্তুত মূল্য হয়। তাহা দিয়ে মুক্তা লয়েন কহিল নিশ্চয়।। এতশুনি সভে ক্রোধে সুবলেরে দেখি। কহিতে লাগিলা ঘূর্ণা নেত্রে শুষ্ক মুখি।। শুনহ সুবল কুটিলের পরাৎপর। মো সভার বিড়ম্বন করণ তৎপর।। মো সভা আনিলে মাত্র বিড়ম্বনে কার্য্যে। মুক্তা ব্যবসায়ে মিলি সবে কর রাজ্যে।। অতঃপর সভে মোরা যাই এথা হৈতে। কহিয়া লাগিলা সভে গমন করিতে।। তা সভা নিকটে সুবল গমন করিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু সৌহার্দ্দ ব্যঞ্জিয়া।। ধীরে ২ কহে সুবল শুনহ ললিতে। আদান প্রদান ব্যবহার সুনিশ্চিতে।। স্নেহ ভঙ্গকারি এই ভয়ের কারণে। প্রিয় সখা কৃষ্ণ মুক্তা না দেয় এমনে।। নির্ণয় করণ প্রস্তুত বিত্ত লাভ বিনে। না দিবেন বুঝিলাম সকল বিধানে।। অতএব কৃষ্ণ স্থানে করিয়ে গমনে। মুক্তার যথার্থ মূল্য কর নিরূপণে।। পশ্চাতে চিন্তিহ মূল্য দানের উপায়। এত কহি কৃষ্ণের নিকটে লৈয়া যায়।। সুবল যাইয়া কৃষ্ণ প্রতি কহে কথা। কৌতুক ছাড়িয়া কহ মূল্য হয়ে যথা।। সুবলের প্রতি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বচন। কহ কার মুক্তা মূল্য করিব প্রথম।। তিহোঁ কহে সকলের

প্রধান ললিতা। যে মুক্তা লয়েন তার বহু মূল্য কথা।। হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মূল্য নিরূপণ। রসিক শেখর যাতে রস উদ্দীপন।। মুক্তা মূল্য যে যে কথা পণ ব্যবহার। শুনিতে আশ্চর্য্য কথা অনন্ত অপার।। প্রিয় নর্ম্ম বিদূষক সখা সঙ্গে করি। আপনে আছেন মুক্তা প্রসারণ করি।। তার পরে নানা হাস পরিহাস কথা। মুক্তাকেনা বেচা ছলে রহস্য সর্ব্বথা।। তার পরে কত কথা কতেক বিচার। মিশ্র পণ্ডিতাদি শব্দে অর্থ পরচার।। তার পরে সভে মেলি মন্ত্রণা করিয়া। রাধিকার বৃন্দাবন নির্দ্ধার মানিয়া।। কৃষ্ণ স্থানে মুক্তা বাটীর মাগে রাজকর। যাহাতে হইল কথা বিচার বিস্তর।। বৃন্দাবন লাগিয়া দুহাঁর হৈল ন্যায়। সখা কৃষ্ণ দিগে সখী রাধার সহায়।। তবে বৃন্দা নান্দিমুখি তার অনুগত। সকলে একত্র হৈলা সভাসদ মত।। রাধার এ বৃন্দাবন কহে সখীগণে। প্রসিদ্ধ যে স্মৃতি বাক্য কেবা নাহি জানে।। কৃষ্ণ সখাগণ কহে কৃষ্ণ বন হয়। শ্রুতি সব এ বচন করিলা নির্ণয়।। এ কথা বিচারে কত হাস পরিহাস। কতেক প্রমাণ শাস্ত্র বচন প্রকাশ।। অত্যন্ত বিরোধ কেহো পরাভব নহে। বৃন্দা নান্দিমুখি হো মধ্যস্থ হৈয়া কহে।। তথাপি নহিল কারো জয় পরাজয়। পুনঃ পুনঃ বিচার উঠিল অতিশয়।। তবে বৃন্দা বিচার চিন্তিয়া কিছু কয়। রাধার সমান দেহ এই বন হয়।। তাতে কত কত কথা কৌতুক বিলাস। রাধিকা স্বরূপ বন হইল প্রকাশ।। যত রস পরিহাস যত কথা হৈল। সে অতি আশ্চর্য্য তাহা বর্ণন নহিল।। তবে রাই ছলে মিলিলেন কৃষ্ণ সনে। নানা ভাবোদ্গম কৃষ্ণের হইল তখনে।। তাঁর সঙ্গে রস কথা অতি সুবন্ধানে। যত হৈল তার নহে সংখ্যানু করণে।। মুক্তা কেনা বেচা খেলা সমুদ্রের মাঝে। অতি নিমগন আত্মা যে দুহুঁ বিরাজে।। পরস্পর দোহেঁ দোহাঁ জয়াকাংক্ষী হয়ে। সে রাধা মাধব পদ বন্দনা করিয়ে।।

তথাহি।। ক্রয়বিক্রয় খেলাব্ধৌ মুক্তানাং মজ্জিতাত্মনোঃ। মিথোজয়ার্থিনোবন্দে রাধা মাধবয়োর্যুগং।। ইতি।।

এরস আনন্দ বর্ণে শ্রীদাস গোসাঞিও। শ্রীরূপ গোসাঞির দ্বিতীয় যারে গাই।। মুঞি ক্ষুদ্র জীব ইহা মনের হুতাসে। প্রসঙ্গে কহিয়ে মুক্তা চরিত্র প্রকাশে।। সংক্ষেপে কহিল নহে সম্যক লিখন। এই অপরাধ ক্ষম বৈষ্ণবের গণ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।। ইতি।। শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মাল্য হার কুণ্ড প্রসঙ্গ মুক্তা চরিত্র বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ।। শ্রীগুরু গোসাঞিজয় করুণা সাগর। মোরে কৃপা কর প্রভু মো অতি পামর।।

মাল্যহার কুণ্ডের করিল বিবরণ। আগে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ॥ শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে হয় মুখরার গ্রাম। মুখরাই বলিয়া তাহার হয় নাম॥ তাহার মধ্যেতে হয় মুখরার বাড়ী। বৃষভানু রাজার যে হয়েন শাশুড়ী॥ রাধিকার মাতামহী কীর্ত্তিদা জননী। পরম প্রসিদ্ধা তেহোঁ সর্ব্ব লোকে জানি॥ রাধিকার যূথে সখী যতেক আছয়। বড়াই বলিয়া তারে সকলেই কয়॥ রাই প্রতি স্নেহ তাঁর হয় অতিশয়। নিজ প্রাণাধিকা করি রাইরে জানয়॥ কীর্ত্তি চন্দ্র আদি করি তাহার তনয়। রাই প্রতি সকলের স্নেহ অতিশয়॥ অত্যন্ত যতন করি সখীগণ সনে। রাধিকারে মুখরা আপন গৃহে আনে॥ সখীবর্গ সহ রাই তাঁহা বিলসয়। তাহা দেখি মুখরার আনন্দ হৃদয়॥ রাইরে মিলিতে কৃষ্ণ তার ঘরে আইসে। দুহুঁ শোভা দেখি তার আনন্দ বিশেষে॥ প্রথম মিলনে দোহাঁর লোকের কারণ। ভঙ্গী ক্রমে রোষ প্রায় করে আচরণ॥ রাধা কৃষ্ণ সুখে সুখী হয় তাঁর হিয়া। বাহ্যে বক্র ব্যবহার লোক দেখাইয়া॥ দধ্যাদি বিক্রয় ছলে রাই লৈয়া যায়। দান ঘাটী পথে কৃষ্ণ সহিতে মিলায়॥

তথাহি॥ প্রথমরসবিলাসে হস্তরোগেণ ভঙ্গ্যা, প্রকটমিববিরোধং সংদধানাপিভঙ্গ্যা। প্রবলয়তিসুখং যানব্যযুনোঃ, স্বনপ্ত্র্যোঃ পরমিহমুখরা তাংমূর্দ্ধিবৃদ্ধাং বগামি ইতি॥

মুখরাই গ্রাম কথা কহিতে কথন। মুখরার গুণ কিছু করিল বর্ণন॥ শ্রীকুণ্ড নৈঋতে দক্ষিণাংশে গোবর্দ্ধন। হরিদাস শ্রেষ্ঠ করি যাহার গণন॥ ময়ূর আকৃতি তেহোঁ শ্যাম বর্ণ ধরে। সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল অতি পরম সুন্দরে॥ যেহো রাম কৃষ্ণ চরণ স্পর্শন পাইয়া। সর্ব্ব মতে অন্তর্বাহ্যে আনন্দিত হৈয়া॥ রাম কৃষ্ণ দোহাঁকার গো গণের সঙ্গে। সমান করয়ে সেবা নানা রস রঙ্গে॥ পানের কারণে পানিয়াদি সুনির্ঝরে। গোগণ কারণে অতি সুযব সাঙ্কুরে॥ বিহার কারণে অতি সুন্দর কন্দরে। ভক্ষণ কারণে কন্দ মূল ফল ধরে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে। হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস বর্য্যো, যদ্রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ প্রমোদঃ। মানংতনোতিসহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ; পানীয়সুযবশ কন্দর কন্দমূলৈঃ॥ ইতি॥

গোবর্দ্ধন বেড়ি আছে যে যে তীর্থ গণ। যে যে লীলাস্থলী ক্রমে করিব বর্ণন॥ গোবর্দ্ধনের ঈশানে শ্রীরত্ন সিংহাসন। তাঁহা বিলসয়ে রাধাকৃষ্ণ দুই জন॥ শিব চতুর্দ্দশী পর পূর্ণিমার দিনে। হুলির সময়ে কৃষ্ণ বিলসে সেখানে॥ যেই রত্ন সিংহাসন মস্তকে করিয়া। শঙ্খচূড় পলাইল রাইরে লইয়া॥ কৃষ্ণ তারে মারিয়া আনিল রাধিকারে। সে রস আখ্যান কিছু কহি অল্পাক্ষরে॥ পৌর্ণমাসী ভগবতী বৃন্দারে মিলিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু চিন্তাযুতা হৈয়া॥ মথুরা নগর হৈতে মন্ত্রী চূড়ামণি। পূর্ব্ব মোরে কহি পাঠাইল এক বাণী॥ ভোজপতি

কংস ভোজ কুলের কালিমা। অতিশয় দুষ্ট যেই হয়ে কালমিমা।। অরিষ্ট অসুর আর কেশিকে আনিয়া। কহিল যে কথা অতি আদর করিয়া।। আমার বান্ধব অতি তুমি দুই জন। অতএব শুন কিছু করিয়ে কথন।। কুমারি হারিকা পূতনাকে যে গোকুলে। বালকে মারিল ইহা বোলয়ে সকলে।। যাহা হৈতে মোর পরম আপদ সম্পদ। তাহারে মারিয়া দোহেঁ কর নিরাপদ।। আর যত কুমারিকা পূতনা আনিল। সেইখানে আছে সব বিধানে জানিল।। সে গোকুল সম্প্রতি হৈয়াছে বৃন্দাবনে। তত্বোদ্ধার করহ তোমরা দুইজনে।। সেই কালে কেশী তত্বে উদ্ধার করিয়া। ব্রজ হৈতে সমাচার কহিলেক গিয়া।। তাহাতে রাইর বার্ত্তা কংস যে শুনিল। গোকুল ঘেরিতে সে উদ্যত হৈয়াছিল।। এ কথা শুনিয়া বৃন্দা চিন্তাযুতা হৈয়া। ভগবতী স্থানে জিজ্ঞাসয়ে বিশেষিয়া।। তবে তবে তার পর কি কথা হইলা। শুনি দেবী বৃন্দা প্রতি কহিতে লাগিলা।। অভি মন্যু সহ যে বিবাহ রাধিকার। হইল অরিষ্ট গিয়া দিল সমাচার।। তাহাতে সম্প্রতি কংস নিবৃত্তি হইল। সংবাদ শুনিয়া সে আশঙ্কা মোর গেল।। এখনে সে শঙ্খচূড় নাম আপনার। সুহৃত্তম বন্ধুকে কহিল আর বার।। নন্দের গোকু- লে ভাল কুমারি যে আছে। তাহা আহরণ করি আন মোর কাছে।। পৌর্ণ মাসীস্থানে যবে এ কথা শুনিল। যথার্থ কহিছ চিন্তা বৃন্দা নিবেদিল।। ত্রিলো কিকে সন্তাপ দিতেছে সেই কংস। ঈশ্বর করণে তবে হইবেক ধ্বংস।। হেন কালে সম্ভ্রান্তা কুন্দলতা আইলা। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভগবতিরে কহিলা।। ভগ বতী কহে সে আশ্চর্য্য কিবা কহ। কুন্দলতা কহে দেবী আশ্চর্য্য শুনহ।। গোবর্দ্ধন মল্লের মন্দির সন্নিকটে। উদ্দীপ্ত কিরণাবলি দেখিল উদ্ভটে।। শুনি বৃন্দা ভগবতী প্রতি নিবেদয়। চিন্তা না করিহ দেবি নাহি কিছু ভয়।। বুঝিলাম সূর্য্য রাধিকার আরাধনে। বৃষভানু সহসৌহৃদ্যতা অনুক্রমে।। অনুরাগি হৈয়া রক্ষা করিতে রাইরে। ব্রজপুরে আগমন করিলা সত্বরে।। শুনি পৌর্ণমাসী বৃন্দা দেবীরে কহয়। বুঝিলাম সেই সূর্য্য নহেত নিশ্চয়।। কিন্তু কংস পক্ষ কোন যক্ষ সেই হয়। তবে কুন্দলতা ভগবতিরে কহয়।। পরম আশ্চর্য্য শোভা সেই যক্ষ নহে। শুনি ভগবতি কুন্দলতা প্রতি কহে।। বুঝিলাম কৃত্রিম করিল সেই বেশ। স্বভাবিক নহে সেই অসুর বিশেষ।। তবে কুন্দলতা তাঁরে পুছিতে লাগিলা। কাহা হৈতে তোমার এ শঙ্কা উপজিলা।। পৌর্ণমাসী কহে শঙ্কা চূড়ামণি হৈতে। বৃন্দা কহে যক্ষ মণি পাইল কেমতে।। পৌর্ণমাসী কহে সেই কুবের ভাণ্ডারি। সকলের শ্রেষ্ঠ হয় মণি প্রাণ ধারি।। এ কথা শুনিয়া বৃন্দা লাগিলা কহিতে। আজি রবিবার সূর্য্য পূজন করিতে।। সখিগণ সঙ্গে পূজা সামগ্রী সহিতে। তাঁহার মন্দিরে রাই যাইব নিশ্চিতে।। অতএব তুমি তাঁরে করহ নিষেধ। শঙ্খচূড় কথা শুনি মনে উঠে খেদ।। কুন্দলতা কহে বৃন্দে করি নিবে-

মন। সূর্য্যপূজিবারে রাই গেলা এতক্ষণ ॥ তবে পৌর্ণমাসী কুন্দলতারে কহয়। তুমি শীঘ্র যাহ কৃষ্ণ যেখানে আছয় ॥ উপায় করিয়া রাধিকার সন্নিধানে। তাহারে আনিবে যেন কেহো নাহি জানে ॥ বৃন্দার সহিতে আমি করিয়ে গমন। তাঁর সন্নিকর্ষকে আনিতে সঙ্কর্ষণ ॥ এত কহি ভগবতী বৃন্দা সহ গেলা। তাঁর আজ্ঞা ক্রমে কুন্দলতা হো চলিলা ॥ জটিলা ললীতা বিশাখিকা সখী সাথে। বেষ্টিত হইয়া রাই আসিতেছেন পথে ॥ আপন হৃদয়ে রাই প্রবোধ করয়ে। প্রিয় সন্দর্শন ইথে সুদুর্লভ হয়ে ॥ কুন্দলতা কহে রাই ভালই হইল। পূর্ব্বাহ্ন সময়ে তোমার দেখা পাইল ॥ রোষিয়া জটিলা কহে শুনহে চঞ্চলে। রাই রাই করি কেনে কর কলে কলে ॥ রাধা নাম শুনি কৃষ্ণ আসিবে তৎকাল। ললিতা কহয়ে আর্য্যে কহিয়াছেন ভাল ॥ শুনিয়া জটিলা প্রীতে কহে ললিতারে। সখীগণ সঙ্গে লৈয়া আইসহ রাইরে ॥ আমি আগে যাই সূর্য্য মণ্ডপ লেপিতে। কহিয়া জটিলা চলি গেলেন ত্বরিতে ॥ রাই কহে কুন্দলতা শুনহে বচন। তোমাদের কৃষ্ণ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কোন স্থানে আছে কিবা কোথায়ে বিহরে। জানহত কহত কহ কৈছে দেখিব তাহারে ॥ শুনি কুন্দলতা কহে শুন হে লোলুপে। রাত্রি দিনে বিল সহ তাঁহার সমীপে ॥ তথাপি উৎকণ্ঠা তাঁর দর্শন আশে। রাই কহে সখি দূর কর পরিহাসে ॥ তোমরা সকল নেত্র যুগল ভরিয়া। পান কর সে আশ্চর্য্য রূপ যে আনিয়া ॥ অতিশয় ভাগ্য করিয়াছ জন্মান্তরে। অতএব কেহো তাতে নিষেধ না করে ॥ মোরা জন্মান্তরে ভাগ্য লেশ না করিল। তেকারণে শুনি তেঁহো দুর্লভ হইল ॥ শুনি কুন্দলতা কহে অমৃত সায়রে। নিমগ্নয়ে তার এই তৃষ্ণা ব্যবহারে ॥ রাই কহে তুমি পর দুঃখ না জানহ। সত্য এককথা মোরে বিচারিয়া কহ ॥ সেই ধন্য মুহূর্ত্ত কি আমারে ঘটিব। যাতে একক্ষণ আমি সে রূপ হেরিব ॥ অথবা না ঘটে যদি সে মুহূর্ত্ত ক্ষণ। তবে সে দুর্লভ অথে আশা অকরণ ॥ প্রসীদ প্রসীদ অয়ি সখি বুন্দলতে। কৃপা কর তুমি কৃপা কর সুনিশ্চিতে ॥ শ্যামল সুন্দর কান্তি যেই যে নেত্র দ্বারে। পান করে সেই ভাগ্যবন্ত সুনির্দ্ধারে ॥ অতি মন্দ ভাগিনী দুঃখিনী এই জনে। কৃপা দৃষ্টি কর বামনয়নের কোণে ॥ শুনি বুন্দলতা মনে চিন্তিতা হইলা। বাহ্য অসূয়ার প্রায় কহিতে লাগিলা ॥ পরপুরুষেতে চিত্ত হরিল যাহার। তার সহ বাস যুক্ত না হয়ে আমার ॥ এত কহি কুন্দলতা ধাইয়া চলিলা। জটিলার স্থানে গিয়া কহিতে লাগিলা ॥ শুন আর্য্যে প্রথমেতে বিপ্র এক জন। পূজা লাগি কেনে না করিলে অন্বেষণ ॥ বৃদ্ধা কহে বাছা সত্য কহিলে বচন। আপনেই বিপ্র এক আন বিলক্ষণ ॥ তোমার যে আজ্ঞা বলি কুন্দলতা গেলা। তবে রাই সখী সঙ্গে সেখানে আইলা ॥ ললিতা কহয়ে রাই দেখ বিলক্ষণ। সূর্য্যের মণ্ডপ আর্য্যে করিল লেপন ॥ তস্মাৎ প্রণাম কর সূর্য্যের চরণে। প্রণমিয়া রাই

বর মাগে তাঁর স্থানে ॥ শুন দেব তোমারে করিয়ে নিবেদন। মোর যে অভীষ্ট শীঘ্র করহ পূরণ॥ তার পর কুন্দলতা বটুর সহিতে। বিপ্র বেশ ধরি কৃষ্ণ আইসেন পশ্চাতে॥ কত দূর হৈতে কৃষ্ণ রাইরে দেখিয়া। কহিতে লাগিলা মনে আনন্দ পাইয়া॥

তথাহি ॥ বিহারসুরদীর্ঘিকা মমমনঃ করীন্দ্রস্য যা, বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা। উরেংম্বরতটস্য চাভরণ চারুতারাবলী, ময়োন্নত মনোরথৈরিয়মলম্ভি সারাধিকা ॥ ইতি

রাধিকা যে দূরে হৈতে কৃষ্ণেরে দেখিয়া। বিশাখারে কহে মনে বিস্ময় পাইয়া॥

তথাহি ॥ সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোহয়ংযুবা মুদিরদ্যুতি, ব্রজভুবি কুত প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ। অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল তস্করৈর্মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাৎবিলুণ্ঠয়তীহয় ॥ ইতি॥

পুনঃ নিরক্ষিয়া কহে হা ধিক্ হা ধিক্। দেখহে ললিতে হৈল প্রমাদ অধিক॥ ব্রহ্মচারী দেখি মোর হত যে হৃদয়। বিক্ষোভিত হৈল কথা কহিল নিশ্চয়॥ তস্মাৎ যে এই মহা পাপ প্রায়শ্চিত্তে। প্রবেশ করিতে যুক্ত হয়েত অগ্নিতে॥ ললিতা কহয়ে সখি সত্য এই কথা। সুবর্ণ দর্শনে ভ্রম হয়েত সর্ব্বথা॥ পুনঃ নিরখিয়া রাই ললিতারে কহে। ব্রহ্ম বেশ কৃষ্ণ এই ব্রহ্মচারী নহে॥ নহিলে কি অন্য রূপ দর্শন করিয়া। মোর অন্তরাত্মা শীঘ্র যায় দ্রব হৈয়া॥ যেমত কুমুদ বন্ধু কৌমুদী বিহনে। শশধর মণি দ্রব না হয়ে কখনে॥

তথাহি॥ সহচরি হরিরেষ ব্রহ্মবেশ প্রপন্ন। কিময়মিত রথামে বিদ্রব ত্যন্তরাত্মা। শশধর মণি বেদিস্বেদধারাং প্রসূতেনকিলকুমুদবন্ধোঃ কৌমুদিমন্তরেণ॥ ইতি॥

বিশাখা কহয়ে সখি ভালই কহিলে। ব্রহ্মবেশ মাধব যে নিশ্চয় জানিলে॥ কুন্দলতা কহে আর্য্যে বিপ্র দুই জন। এই দেখ সর্ব্ব শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ॥ বটু কহে জটিলে শুনহ মোর কথা। সূর্য্য পূজারিতে আমি বিদগ্ধ সর্ব্বথা॥ তস্মাৎ সকল খণ্ড লড্ডুক প্রথমে। মোর আগে আনি ধর পূজার বিধানে॥ জটিলা কহয়ে অরে চঞ্চল ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ সহচর তুঞি বুঝিল লক্ষণ॥ তস্মাৎ যদ্যপি আপনার ভাল চাহ। তৎকাল এথায় হৈতে তুমি চলি যাহ॥ এই যে শ্যামলাকৃতি সুন্দর ব্রাহ্মণ। বহুড়িকে সূর্য্য পূজাইবে বিলক্ষণ॥ তবে ব্রহ্মচারী বেশধারী সেই হরি। জটিলরে কহে কথা সম্বোধন করি॥ গোপ রাজ পুত্র যে দুশ্শীল অতিশয়। যার কথা মথুরা নগরে সভে কয়॥ এই বটু যদ্যপি তাহার সখা হয়। তারে যে করিলে দূর অযুক্ত সে নয়॥ জটিলা কহয়ে আর্য্য

করি নিবেদনে। এইক্ষণে অর্ঘ্য দেহ মিহির পূজনে॥ তবে কৃষ্ণ রাধিকারে অপা ঙ্গ ঈক্ষণে। আলিঙ্গন করিলাম করে জিজ্ঞাসনে॥ লজ্জাযুতা হৈয়া রাই নাম না কহিলা। জটিলা কৃষ্ণের কর্ণে নাম শুনাইলা॥ শুনি কৃষ্ণ অতিশয় আশ্চর্য্য মানিল। হরি হরি সেই পুণ্যবতী কি দেখিল॥ তার যে ইহার পাতিব্রত্যে নিজ গুণ। মথুরা নগরে সভে করয়ে কীর্ত্তন॥ জটিলা কহয়ে একা বহুড়ি আমার। গোকুলের কীর্ত্তি রাখিযাছে সর্ব্বসার॥ কৃষ্ণ কহে পতিব্রতে তাম্রকুণ্ড ধর। সূর্য্য পূজা মন্ত্র কহি অবধান কর॥ শুনি রাই তাম্র কুণ্ড গ্রহণ করিলা। তবে কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্র কহিতে লাগিলা॥

তথাহি॥ নিভৃত মবতিপুঞ্জ ভাজি রাধেত্বদধ ববর্দ্ধিতচাপলেচপলাক্ষি। চটুলয়ফুটুলা দূ।নুলকাংমধি কুপণেক্ষণমোনমঃ সমিত্রে॥ ইতি॥

শুনিয়া জটিলা বৃন্দলতা প্রতি কহে। কি বেদ পড়িল পটু শ্রুত সর্ব্ব নহে॥ এ কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল সে বটু। অট্ট অট্ট হাসি কহে পরিহাস পটু॥ আভীর বন্ধিয়া বড়চী শুনহ বচন। রী রী গান তোমরা বুঝহ বিলক্ষণ॥ আমার ফুক্কন অর্থ বেদের কে তুমি। অতএব শুনহ যে কথা কহি আমি॥ কুসুমে সুশা খার তৃতীয বর্ণ যেই। তাহাতে ললনা সুখকরী ধাচা এই॥ এ কথা শুনিয়া সভে হাসিতে লাগিলা॥ তবে লজ্জা পাঞা পুনঃ কহয়ে জটিলা॥ সে কথা রহুক পূজা করাহ সুন্দর। পুত্র মোর হয যেন গোকোটি ঈশ্বর॥ কৃষ্ণ কহে ধন্যে যেই করিলা অর্চ্চন। এবে শুদ্ধ ভাবে কার্য্য করহ অর্পণ॥

তথাহি॥ অর্চ্চিতাচাধুনাধন্যেত্বমর্ঘংবুরুভারতঃ। অম্বরোস্তাষিণে গাঢ়মুদা রাজীব বান্ধবে॥ ইতি॥

শুনিয়া সংভ্রম যুতা রাধিকা হইলা॥ তবে কুন্দলতা তার সন্দর্ভ কহিলা॥

তথাহি॥ সংপ্রতি কন্যা রাসেরূপভোগংকুর্ব্বপুরস্থায়। চিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যংকুরু সুস্মিতপুণ্ডরীকেনেতি॥

কুন্দলতা বাণীরাই অন্তরে বুঝিয়া। কৃষ্ণ মুখ নেহারয়ে দৃগন্তে করিয়া॥ তবে কৃষ্ণ কহে এই মিত্রপূজা বিধি। সমাপ্তি হইল যাতে সর্ব্ব অর্থ সিদ্ধি। সরাগ সুমনোবর অঞ্জলি করিযা। আনন্দিত কর ইষ্ট দেবে সমর্পিয়া॥ শুনি রাই বন্ধূক কুসুমাঞ্জলি লৈয়া। অনুরাগে কৃষ্ণ আগে দিলা পেল ইয়া॥ তবে বটু কহিতে লাগিলা জটিলারে। সুমিষ্ট পক্কান্ন যে দক্ষিণা দেহ মেরে॥ তবে পূজা বিধির অছিদ্র করি আমি। কৃষ্ণ কহে থাকহ বাচাল বটু তুমি॥ গোকুল নিবাসি মাত্র হয় যত জনা। তার মৈত্রী লাভ মোর হয়েত দক্ষিণা॥ তব হাসি বটু জটিলার প্রতি কয়। সপ্ত পুত্র প্রসূ তুমি হইহ নিশ্চয়। তস্মাৎ মিষ্টান্ন তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি। দিবারে কামনা মনে করি না সংপ্রতি। কৃষ্ণ কহে বৃদ্ধে শুন আমার বচন। বটু লঞা গৃহে গিয়া

করাহ ভোজন ।। আমি পুন পৌর্ণমাসী নিকটে গমন । করিয়া কহিব গুরু বর্গের বচন ।। কুন্দলতা পুছিল কেমত সমাচার । কৃষ্ণ কহে শুনহ যে বচন তাহার ।। পৌর্ণমাসী মাতার অত্যন্ত প্রেমপাত্রী । ব্রজপুরে হয়েন যে বৃষভানু পুত্রী ।। আজি তাঁর সংশয়হইবে অতিশয় । অতএব তিহোঁ যেন সাবধানহয় ।। কল্পতরু মূলে আজি আনিয়া তাঁহরে । রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে করি যেন রক্ষা করে ।। শুনি কুন্দলতা অতিব্যথা যে পাইলা । জটিলার প্রতি তবে কহিতে লাগিলা ।। ভাগ্যে দৃষ্টি গোচরেতে কল্পবৃক্ষ আছে । গর্গ শিষ্য বটুকে আমরা রাখি কাছে ।। তুমি গিয়া শীঘ্র ভগবতীরে পাঠাও । বটুকে লইয়া ঘরে মিষ্টান্ন খাওয়াও ।। শুনিয়া জটিলা বটু সঙ্গে লৈয়া গেলা । হাসি কুন্দলতা তবে রাইকে কহিলা ।। তোমার যে সুদুর্লভ প্রার্থিত আছিল । তাহা দেখ এই আমি সুলভ করিল ।। তৎকাল পারিতোষিক দেহত আমারে । শুনি রাই বক্র দৃষ্টে হেরিয়া তাহারে ।। সম্বোধন করি কহে সখি কুন্দলতে । আমার প্রার্থিত কিবা কহত নিশ্চিতে ।। কুন্দলতা কহে বক্র দৃষ্টি কেনে মোরে । সূর্য্য আরাধন কথা কহিল তোমরে ।। কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা যজ্ঞের বিধানে । দক্ষিণে দেয়াহ মোরে রাধিকার স্থানে ।। পদ্মিনীদয়িত যাগ হউক সংপূর্ণ । শুনি কুন্দলতা রাধিকারে কহে তূর্ণ ।। রবি কর্ম্মাভিজ্ঞ যে আচার্য্য কৃষ্ণহন । দক্ষিণাতে আপনেই করহ রঞ্জন ।। শুনিয়া বিশাখা তবে কুন্দলতা প্রতি । কহিতে লাগিলা দেবী শুনহ সম্প্রতি ।। দক্ষিণা প্রদানে তুমি অতি বিচক্ষণা । অতএব আপনেই দেহ যে দক্ষিণা ।। যেন তুমি বিনিপুণ আপন দেবরে । পুরোহিত আহরিলা বনের ভিতরে ।। এত শুনি ললিতা কহেন বিশাখারে । তুমি কি দক্ষিণা দিতে কহিছ ইহাঁরে ।। পূজাভিজ্ঞা কুন্দলতা আচার্য্য বিধানে । অভীষ্ট দক্ষিণা দিয়া আনিলা আপনে ।। শুনি কৃষ্ণ চন্দ্র কহে শুনহে ললিতে । ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা পূজ্যা সুনিশ্চিতে ।। তস্মাৎ ইহার স্থানে দক্ষিণা গ্রহণ । উপযুক্ত নহে সত্য কহিল বচন ।। তবে রাই কহে সখি শুনহে ললিতে । সাধু পূজা হইল যে তোমার অগ্রেতে ।। তস্মাৎ সে কথা আজি পরীক্ষা করিয়া । কিবা প্রয়োজন তুমি রহ মৌন হঞা ।। তবে কৃষ্ণ নিজ মনে বিচার করিয়া । কহিতে লাগিলা সকলেরে শুনাইয়া ।।

তথাহি ।। স্বরবোধনাম্নবন্ধীক্রমবিস্তারিতকলাবিলাসভরঃ । ক্ষণদা পতিরিব দৃষ্টৈঃক্ষণদায়ীরাধিকা সঙ্গঃ ।। ইতি ।।

হেনকালে অকস্মাৎধ্বনি যে উঠিল । তুয়া মনোভীষ্ট কৃষ্ণ দুর্ল্লভ হইল ।। শুনি কৃষ্ণ ব্যথা পাঞা কহে উচ্চৈঃস্বরে । কিবা সে দুর্লভ কথা কহত আমারে ।। পুনরপি ঐছে শব্দ হইল গগণে । গোপ সব পশু অন্বেষিয়া ফিরে বনে ।। তবে কৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিয়া । ললিতারে কহে কথা প্রকাশ করিয়া ।। পশুগণ অন্বেষিয়ে রাখি যথা স্থানে । যাবৎ পর্য্যন্ত আমি না আসি এখানে ।। তাবৎ

রাইরে লঞা রত্ন সিংহাসনে। তুমি যাহ বলি শীঘ্র করিল গমনে॥ ললিতা কহেন সখি করহ গমন। ভয়ে শঙ্কা কুলা রাই কহেন বচন॥

তথাহি॥ গতঃ প্রায়ংসায়ং চরিতপরিপন্থী গুরুজন, পরিবাদস্তম্ভো জগতিসালহংকুলবতী। বয়স্যস্তেলোলঃ সকলপশুপালীসুহৃদসৌ; তদা নমুংযাচে সখি রহসিসঞ্চার যনমা॥ ইতি॥

শুনি কুন্দলতা রাই প্রতি কহে বাণী। তোমার যে সতীব্রত অখণ্ডিত জানি॥ তবে যে আপনে অতিশয় ব্যাখ্যাপন। করিতেছ তাতে কিছু নাহি প্রয়োজন॥ শুনিয়া বিশাখা প্রণয় অসূয়াতে। কুন্দলতা প্রতি কিছু লাগিলা কহিতে॥ তোমারেই বংশী তিন সন্ধ্যা আকর্ষণ। করয়ে যাহাতে তাতে অন্য কোন জন॥ শুনি কুন্দলতা নর্ম্মস্মিতযুক্তা হৈয়া। সকলেরে কহে বিশাখারে সম্বোধিয়া॥

তথাহি॥ দদামি সদয়ং সদা বিষদবুদ্ধিরাশীঃশত, ভবাদৃশীপতি ব্রতা ব্রতমখণ্ডিতংতিষ্ঠতুঃ। শ্রুতেনিখিলমাধুরীপরিণতেপি বেণুধ্বনৌ, মনঃ সখী মনাগপিত্যজতিবোলধৈর্য্যং॥ ইতি॥

এইমত অন্যোহন্যে কথোপ কথনে। কল্পতরু তলে সভে করিল গমনে॥ অথা যথা স্থানে কৃষ্ণ পশু গণ রাখি। আসিয়া মিলিলা কথা কহে অতি সুখি॥

তথাহি॥ সাচিলোচনতরঙ্গিত ভঙ্গিবাগডবামিহবিততামৃগাক্ষী। রাধিকেয়মধিকস্মরসঙ্গংদ্রাগবন্ধমমচিত্তকুরঙ্গমিতি॥ এ কথা না শুনে রাই কুন্দলতা সনে। গুঞ্জাবলি সৌভাগ্য করয়ে প্রসংশনে॥

তথাহি॥ কঠোরাঙ্গীকামংজপতি বিদিতা নীরসতয়া, নিগূঢ়ান্তশ্ছিদ্রাত্ব মতি মলিনাচাসিবদনে। তথাপ্যুচ্চগুঞ্জাবলিবিহরসেবক্ষসিহরের্জনানাং, দোষংবানহিকমনুরাগঃ স্থপয়তীতি॥ এইমত গুঞ্জাবলীর প্রশংসা শুনিয়া। কুন্দলতা রাধিকারে কহে ধীরা হৈয়া॥ তোমার কঠোরস্তনে মণিযেছে রহে। তার সমস্থৈর্য্য এই বরাকীর নহে॥ হেনকালে বৃন্দাদেবী রাধিকার গুণ। কহিতে কহিতে পথে করে আগমন॥

তথাহি॥ দনুজদমনবক্ষঃ পুষ্করেচারুতারা; জয়তিজগদপূর্ব্বাকাপি রাধাভিধানা। যদিয়মপহরন্তি তত্র নক্ষত্রমালা, পিতিমিরয়তিধানুস্মাসা; [illegible]নৌপুষ্পেবন্তৌ॥ ইতি॥

শুনি কুন্দলতা সেই দিশাবলোকিয়া। কহিতে লাগিলা বৃন্দাদেবীরে হেরিয়া॥ শুন দেবী বৃন্দে সূর্য্য চন্দ্র এ দোহাঁরে। তিরোধান কর তুমি কহিছ যাহারে॥ তাহার যে সব গুণ তুমিনা জানহ। নিবেদন করি কিছু শ্রবণ করহ॥ যাতে পরাভূত সূর লক্ষ লক্ষ হয়। চন্দ্রাবলী নাথ যে প্রসিদ্ধ সুনিশ্চয়॥ তদুপরি নিতি যে পৌরুষ গুণ যার। অনুভব করি স্ফুট কহিল যে সার॥ এতশুনি

ললিতা বিশাখা দুইজনে। কুন্দলতা প্রতি কহে সরোষ বচনে ॥ শুনহে কুটিলে মিথ্যা পরিহাস করি। রাইরে দিতেছ লজ্জা সভার ভিতরি ॥ শুনি কুন্দলতা রাধিকারে সম্বোধিয়া। কহিতে লাগিলা সকলেরে শুনাইয়া ॥

তথাহি। ত্রপাংত্যজ কুড়ঙ্গকং প্রবিশসত্বতে লঙ্গলান্যনঙ্গ সমরাঙ্গনে পরম সাংযুগীনাভব। বিবস্মত্বুদয়েভব দ্বিজয় কীর্ত্তি গাথাবলিং পুরঃ সখিমুরদ্বিষঃ সহচরী ভিরুদ্গীয়তাং ॥ ইতি

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু স্মিতযুক্ত হঞা ॥

তথাহি। অন্তস্তর্ষং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্যমানঃ শৈত্যাধারঃ সুমধুর রসোবিচ্ছিনত্যেব সর্ব্বঃ। কেয়ং রাধাবদন শশিনঃ কান্তিপীযূষ ধারা যাভূয়িষ্ঠং প্রথয়িত্বমুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্ণামিতি ॥

কৃষ্ণের বচন রাই শুনিয়া শ্রবণে। কুন্দলতা প্রতি কহে মধুর বচনে ॥

তথাহি। চপলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদস্তর্ভয়ং কুলস্থিতি বলঞ্চ মে মনসিতাব দুন্মীলতি। চলন্মকর কুণ্ডল স্ফুরিত ফুল্ল গণ্ডস্থলং নযাবদ পরোক্ষতামিদ মুপেতিবভ্রাম্বুজমিতি ॥

তবে কুন্দলতা কহে শুনহে সুন্দর। রাই লঞা উঠ রত্নসিংহাসনোপর ॥ কুন্দলতা বাক্য শুনি রত্নসিংহাসনে। রাইরে লইতে কৃষ্ণ করয়ে যতনে ॥ দেখিয়া ললিতা কহে নিষেধ বচনে। না উঠহ সখিতুমি রত্নসিংহাসনে ॥ উপরে উঠিলে তর্কিবেক অন্যজন। বিশেষত শঙ্খচূড় কৈল আগমন ॥ হেনকালে শঙ্খ চূড় সেখানে আইলা। লতান্তরে থাকি মনে করিতে লাগিলা ॥ গোবর্দ্ধন মল্ল যে কহিল রাজাস্থানে। সেইত কুমারি এই রত্নসিংহাসনে। তস্মাৎ যে অবসর জানিয়া ইহাবে। লৈয়া যাব এরে রহি কুঞ্জের ভিতরে ॥ অথা পৌর্ণমাসী যুক্তি করি বৃন্দাসনে। পূর্ব্বাহ্ণ সময় গেলা বলরাম স্থানে ॥ তিহোঁ ভগবতীর দেখিয়া আগমন। সম্ভ্রমে করিল আসি চরণ বন্দন ॥ রত্নসিংহাসনে কৃষ্ণ রাইরে লইয়া কহিতে লাগিলা প্রেমরস প্রকাশিয়া ॥ প্রিয়ে মোর উরুইন্দ্র নীলমণি পীঠে। ক্ষণএক অলঙ্কার করুকৃপা দিঠে ॥ শুনি রাই কহে শুন ব্রজ যুবরাজ। তোমা হেন পুরুষের নহে যে অকাজ ॥ কুলবালা গণের যে ধর্ম্ম বিধ্বংসন। হেনকালে মুখরার হৈল আগমন ॥ হা প্রাণ সদৃশী মোর নাতিনী যে রাই। চিরকাল কাঁহা গেলা দেখিতে নাপাই ॥ কৃষ্ণ কহে অবধান কর কুন্দলতে। বিলাপ করিয়া কি মুখরা আইসে পথে ॥ হাঁসি কুন্দলতা কহে শুন হে মোহন। তোমা হেন নিকুঞ্জ নাগর বিলক্ষণ ॥ লীলাপাঙ্গ তরঙ্গ করয়ে যেই খানে। দেখিল যে রাধাকৃষ্ণ রত্নসিংহাসনে ॥ দোহাঁর মাধুর্য্য অতি আশ্চর্য্য মানিয়া। আক্ষেপ করয়ে মনে মনে বিচারিয়া ॥ হাহা কল্পলতা হরি চন্দন তেজিয়া। এরণ্ডে

লম্ভিল তুমি কিসের লাগিয়া ॥ প্রকাশ করিয়া তবে কহে যে বচন। অন্তরে আনন্দ বহে রোষ বিলক্ষণ ॥ এই যে লম্পট চূড়ামণির গোকুলে। হাহা বাছা তুমি ক্রীড়া কুরঙ্গি হইলে।' শুনিয়া ললিতা মিথ্যা রোষযুতা হৈয়া। মুখরাকে কহে ভাব গোপন করিয়া ॥ হেন দেখ আর্য্যে কৃষ্ণ মূঢ়তা প্রধানে। এথা যে আইলা মোসভার বিড়ম্বনে ॥ শুনিয়া তর্জ্জন করি কহয়ে মুখরা। পরনারীর তথা কথা কয় ননীচোরা ॥ কৃষ্ণ বিচারয়ে মনে কঠোর জরতি। তস্মাৎ অন্যত্র গিয়া করি অবস্থিতি ॥ এতমনে করি কৃষ্ণ যায় স্থানান্তরে। ধর ধর ক্রোধে ধূর্ত্তে কহে ললিতারে ॥ ললীতা হুঙ্কার করি কহয়ে কৃষ্ণেরে। পলাইছ কেনে বিড়ম্বহ মোসভারে ॥ মুখরা তর্জ্জন করি কৃষ্ণ পাশে ধায়। কুঞ্জে প্রবেশিলা কৃষ্ণে দেখিতে না পায় ॥ শুনরে কুড়ঙ্গা বলি ভুজঙ্গ তোমারে। দেখিলা যে প্রবেশিলা কুঞ্জের ভিতরে ॥ সভয় অন্তরে কৃষ্ণ করয়ে বিচারে। কেমতে দেখিল বৃদ্ধা ঘন অন্ধকারে ॥ তবেত মুখরা শির চালন করিয়া। পুনঃ পুনঃ নেহালয়ে এক দৃষ্টি হৈয়া ॥ মনে বিচারিয়া কৃষ্ণ করিল নিশ্চয়। আকশি কুসুম দৃষ্টি জরতির হয় ॥ মুখরাহো কৃষ্ণে অন্বেষিয়া হেরে কুঞ্জ। মাতা কে স্মরয়ে হেরি অন্ধকার পুঞ্জ ॥ তাহা দেখি শুনি কৃষ্ণ লাগিলা হাসিতে। স্থানান্তরে গিয়া বৃদ্ধা লাগিলা কহিতে ॥ এখনি দেখিনু বলি হুহুঙ্কার করে। পুনঃ দেখি কহে শঙ্কা পাইয়া অন্তরে ॥ আরে ধূর্ত্ত বরাহ নৃসিংহ আদি রূপ। ধরিবারে পার তুমি অনেক স্বরূপ ॥ পৌর্ণমাসী স্থানে যেই বচন শুনিল। সাক্ষাতে সে রূপ আজি তোমারে দেখিল ॥ তস্মাৎ এভানুমন্ত ভীষণ রূপেতে। কুঞ্জে হৈতে নিকসিছ মোরে ভয় দিতে ॥ তবে শঙ্খচূড় সেই অবসর পাঞা। কুঞ্জে হৈতে আইসে নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া ॥ মূর্ত্তিম দ্বজ্রন্দ চক্রবাল যে বালক। বঞ্চিলাম তার যেই দৃষ্টির পালক ॥ এতমনে করি আইসে রাই লইবারে। তারে দেখি সভে ভয় পাইয়া অন্তরে ॥ মুখরাকে কহে আর্য্যে ত্রাহি মোসভারে। শুনিয়া মুখরা কহে সরোষ অন্তরে ॥ আরেরে শ্যামলা তোরে হেন যুক্ত নহে। শুনিয়া ললিতা অতি খেদকরি কহে ॥ হতবুদ্ধে এতাদৃশ দারুণ দেখিয়া। কৃষ্ণের আশঙ্কা করি তেহু না বুঝিয়া ॥ শঙ্খচূড় মনেকরে কংস যে ভূপতি। সুহৃত্তম তারকাম পূরিতে সম্প্রতি ॥ এইত পদ্মিনী সিংহাসনের সহিতে। শিরেকরি লঞাযাই করিয়া নিশ্চিতে ॥ তৎকাল সে সিংহাসন মস্তকে করিয়া। দেখিতেং দূরে যায় পলাইয়া ॥ বৃন্দা কুন্দলতা আদি ব্যামহ পাইয়া। হাহা কৃষ্ণ কোথা গেলা কহে ডাকদিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণ কুঞ্জহৈতে শীঘ্র নিকসিয়া। কহিতে লাগিলা মনে বিষাদ করিয়া ॥

তথাহি। আনিতাসি ময়ামনোরথ শত রুগ্রেণ নির্ব্বন্ধত পূর্ণং শারদ পূর্ণিমা পরিমলৈর্ব্বৃন্দাটবীকন্দরং। সদ্যঃ সুন্দরী শঙ্খচূড়কপট প্রাপ্তো দয়েন স্ফুটং দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিতস্ত্বাহন্ত দূরীকৃতা। ইতি।

এতমনে করি কৃষ্ণ রাই আনিবারে। গমন করিতে ত্বরা উপক্রম করে ॥ মুখরাকে কহে আর্য্যেনা করিহ ভয়। রাইরে আনিল এই জানিহ নিশ্চয় ॥ শুনিয়া মুখরা সাশ্রুবদনে কহয়। চন্দ্রমুখ সর্ব্বদা তোমার হউ জয় ॥ শঙ্খচূড় প্রতি কৃষ্ণ আটোপ করিয়া। কহেন আরেরে দুষ্ট শুন দাণ্ডাইয়া ॥

তথাহি। রাধা পরাধিনী মুহুস্ত্বয়ি যানু শাস্তিং শক্ষ্যামি কর্ত্তু মখিলাং গুরুরেষখেদঃ। সর্ব্বংগিলেয় মভিধাবতি লুপ্তধর্ম্মাত্মাং মুক্তি কাল রজনীং বত কিং করিষ্যে ॥ ইতি

এতবলি গেলা শঙ্খচূড়ের নিকটে। পলাইতে নারে যক্ষ পড়িল শঙ্কটে ॥ সিংহাসন সহ ত্যাগ করি রাধিকারে। ফিরিল সে কৃষ্ণসহ যুদ্ধ করিবারে ॥ কুন্দলতা কহিতে লাগিলা ললিতারে। দেখ দেখ শঙ্খচূড় রাখিয়া রাইরে ॥ কৃষ্ণের সহিতে যে তুমুল যুদ্ধ করে। দেখিয়া সকলে ভয় পাইল অন্তরে ॥ হেন কালে অকস্মাৎ ধ্বনি যে হইল। এমত দারুণ যক্ষ কোথায়ে আছিল ॥ হস্ত দুই উন্নতি যে বড় তাল বৃক্ষ। গিরিতটি সমান বিস্তার অতি বক্ষ ॥ তরুণ তমাল কৃষ্ণ কোমল অত্যন্ত। নহে যে কিশোর শিশু কমনীয় কান্ত ॥ সহকারী পটু প্রাণী মাত্র নাহি আর। না জানিয়ে আজি কি তপস্য যশোদার ॥

তথাহি। স্থূলস্তাল ভুজোন্নতির্গিরিতটী বক্ষাঃ ক্কযক্ষাধমঃ ক্কায়ং বালতমালকন্দল মৃদুঃ কন্দর্প কান্তঃ শিশু। নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণী নজানা মতে হাগোষ্ঠেশ্বরী কীদৃগদ্যতপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ ইতি

শুনি সভে অতিশয় মোহিত হইলা। ত্বরা আসি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিলা শুনহে ললিতে বাছা মোহ না পাইহ। খল স্ফুলিঙ্গের সর্ব্ব নির্ব্বাণ জানিহ ॥ পৌর্ণমাসী দেবীর দেখিয়া আগমন। সভে স্থির হৈলা শুনি তাহার বচন ॥ শঙ্খচূড় সহিতে তাহার যেই রণ। সকলেই একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥ হেন কালে অকস্মাৎ শব্দ সেইখানে। শঙ্খচূড় পরাভব হইল শ্রবণে ॥

তথাহি। দোর্দণ্ডাটোপ ভঙ্গী বিকট রিপুবপুর্খণ্ড নাত্তূর্দ্ধবঢ়ঃ ক্রীড়ন্মন্দণ্ডদংষ্ট্রাঙ্কুর কুটিল তটোচ্চণ্ডতুণ্ডান্তরস্য। দীব্যচ্চণ্ডাংশুবিম্ব প্রতিভটমটবী মণ্ডলে দণ্ড কোট্যা, ব্যাকর্ষনপিঞ্চ চূড়োহরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়স্য রত্নমিতি ॥

শঙ্খচূড়ের শির রত্ন প্রাণের সহিতে। আকর্ষিয়া পিঞ্ছচূড়া লইল তুরিতে ॥ দেখি পৌর্ণমাসী দেবী কহিতে লাগিলা। মণিছলে কৃষ্ণ শঙ্খচূড় প্রাণ নিলা ॥ অতএব বৃন্দাটবী জায়ুক যে সব। বুঝিলাম করিবে পারণ মহোৎসব ॥ পুনরপি ভালমতে করি নিরীক্ষণ। হাসিয়া কহয়ে দেখ দেখ সখিগণ ॥ মস্তকের

রক্ষা মণি বিচ্যুত হইল। কৃষ্ণ বলে যক্ষবলে রণে ভঙ্গদিল ॥ পুনরপি অন্তরীক্ষে ধ্বনি যে হইল। মুটকি ঘাতেতে কৃষ্ণ যক্ষেরে মারিল ॥

তথাহি। মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোঽয়ংহন্ত পাপ বিনিবেশিত চেতাঃ। পুণ্ডরীকনয়নেন সখেলং দণ্ডিতঃ সকল জীব সুখার্থ মিতি ॥

বিকট সমাধাটি ধৃষ্ট শঙ্খচূড়। নিজ পরাক্রমে ধ্বংসকৈল পিঞ্ছচূড় ॥ দেখি শ্লাঘা করিসব স্বর্গবাসি গণে। কৃষ্ণের উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ দেখি পৌর্ণমাসী অতি আনন্দিতা হৈয়া। কহিতে লাগিল কথা প্রকাশ করিয়া ॥

তথাহি। বিকট সমর ধাটী ধৃষ্টতা ধ্বংসিতারি বিলুঠ দমল চূড়শ্চণ্ডিমাড়ম্বরেণ। কৃত কুসুম বিসর্গৈঃ স্বর্গিভিঃ শ্লাঘ্যমানো মধুরিপুরয়মক্ষ্মোদনা বিস্ফুরোতীতি ॥

তাহাদেখি সকলেই আনন্দ পাইয়া। কৃষ্ণরূপ নেহারয়ে একদৃষ্টে চাঞা অথা বলরামচন্দ্র প্রিয়াগণসনে। বিহার করিতে ছিলা আনন্দিত মনে ॥ গোবর্দ্ধনোত্তরে কুণ্ডের উত্তর ঈশানে। বলরামের কুণ্ড আছে রামতাল নামে ॥ শঙ্খচূড় সনে কৃষ্ণের যুদ্ধ পরাক্রম। শুনিতেই তৎকাল হইলা সসম্ভ্রম ॥ বিজয় আদি সখাগণে আহ্বান করিয়া। অদ্ভুত বিক্রম রাম মিলিলা আসিয়া ॥ দেখিয়া বিশাখা কহে পৌর্ণমাসী স্থানে। সভে সুখি হৈলা দেখি দোহাঁর মিলনে ॥ পৌর্ণমাসী কহে সভে দেখহ সাক্ষাতে। রমণীয় মণি কৃষ্ণ দিল রাম হাথে ॥ ললিতা কহয়ে দেখ বলরামসনে। বিদায় করিয়া কৃষ্ণ বয়স্যের গণে ॥ একলে রাধিকা পাশে করেন গমন। পৌর্ণমাসী কহে দেখ দেখ সর্ব্বজন ॥

ভয়ভাবিত রাধিকোপ গূঢ়ঃ প্রচলাগ্র প্রচলাক চারুচূড়ঃ। বদনোল্লসিত শ্রমাম্বুবৃন্দবিন্দুঃ সবিধং সুন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ ॥ ইতি

সিংহাসনে বসি রাই আছিলা সঙ্কটে। দেখিলা যে প্রাণনাথ আইলা নিকটে ॥ আর্ত্তনাদ করি কাঁন্দি কহয়ে তাহারে। গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র রক্ষা কর মোরে ॥

তথাহি। হানেত্র নিন্দিত কলিন্দসুতার বিন্দ গোবিন্দ গোকুল পুরন্দর নন্দনাদ্য। মাংরক্ষ রক্ষতরসেতি কৃতার্ত্তনাদং রাধামধীর নয়নাং নহি বিস্মরামি ॥ ইতি

কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শঙ্খচূড়ের নিধন। করিলাম শঙ্কাতেজি স্থির কর মন ॥ এইমতে দুইজনে একত্র হইলা। তবে পৌর্ণমাসী আদি আসিয়া মিলিলা ॥ ভগবতী কহে কৃষ্ণ যশোদা মাতার। চিন্তাশলী হৈতে মোর হইল উদ্ধার ॥ এতবলি রাধিকা মাধব এক সঙ্গে। আলিঙ্গন করিলেন অতি প্রেমরঙ্গে ॥ মুখরাহো আসি নিজ ভুজদ্বয়ে করি। অতিশয় প্রীতে নির্ম্মঞ্ছিয়া সেই হরি ॥ কহিতে লাগিলা বীর তুয়া আরাধিকা। ভাগ্যে আজি তুমি রক্ষা করিলে রাধিকা ॥

বলরামচন্দ্র সেই মণি রাধিকারে। দিয়া পাঠাইলা মধুমঙ্গলের দ্বারে॥ তিহোঁ মণি আনি রাধাকৃষ্ণ আগে দিলা। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দিত হৈলা॥ কৌস্তুভ কুটুম্ব সর্ব্ব মণির প্রধান। রাধিকার কণ্ঠযোগ্য হয় দ্যুতিমান॥ শুনিয়া ললিতা রাই কণ্ঠে পরাইলা। দেখিয়া সকলে অতি আনন্দ পাইলা॥ রত্নসিংহাসনে যেই রাধাকৃষ্ণ লীলা। শঙ্খচূড় বধকথা প্রসঙ্গে হইলা॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে রত্নসিংহাসন বিবরণ কথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ॥

একাদশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ জয় শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপাকর মোরে। মোসম পতিত নাহি জগত ভিতরে॥ রত্ন সিংহাসন কথা করিল বর্ণন। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ॥ তাহার দক্ষিণে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে। সুমন সরোবর নাম পরম নির্জ্জনে॥ চারিদিগে নানা মত বৃক্ষলতা গণ। তাহাতে আশ্চর্য্য পুষ্প হয়ে সুশোভন॥ সখীগণ সঙ্গে পুষ্প আহরণ ছলে। বৃষভানুসুতা তাঁহা কৃষ্ণসহ মিলে॥ কৃষ্ণচন্দ্র যবে তাঁহা যায় গোচারণে। তবে রাই করে তাঁহা পুষ্প আহরণে॥ কৃষ্ণচন্দ্র আসি তাতে নিষেধ করয়। বাকবাক্য কৌতুক কলহ তাতে হয়॥ এইমত দোহেঁ নানা রস-লীলা করে। দেখি সখিগণ মগ্ন আনন্দ সায়রে॥ শ্রদ্ধাকরি সেই স্থানে বাস যে করয়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস তাহারে মিলয়॥ তারপর নারদকুণ্ড স্থান মনোহর। নানা বিধ রত্নে বদ্ধ করে ঝলমল॥ সুগন্ধি শীতলজল সুনির্ম্মল হয়। যার তীরে সাধন কৈলা নারদ মহাশয়॥ সে রহস্য কথা কিছু করিয়ে বর্ণন। শ্রদ্ধাযুত হৈয়া শুন সর্ব্ব শ্রোতা গণ॥ একদিন মহামুনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে। মহানন্দ চিত্তে গেলা শিবের সাক্ষাতে॥ মুনিরে দেখিয়া সদাশিব মহাশয়। সম্মান করিয়া তাঁরে আইস আইস কয়॥ নারদ গোসাঞি অতি শীঘ্রগতি গিয়া। শিবের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ আলিঙ্গন করি দেব বসাইল তাঁরে। জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর উত্তরে॥ কহ মুনিবর নিজ গমন কারণ। প্রসন্ন হৃদয়ে কহ করিয়ে শ্রবণ॥ শিবের চরণ ধরি মুনি মহাশয়। কহিতে লাগিলা কথা প্রসন্ন হৃদয়॥ দেব দেব মহাদেব জগত ঈশ্বর। ভগবদ্ধর্ম্ম কৃষ্ণ মন্ত্র বিদাম্বর॥ কৃষ্ণ মন্ত্র যত লভিয়াছি তুয়া স্থানে। যে কিছু শুনিল চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে॥ সকল সাধিনু মুঞি মন্ত্ররাজ আদি। অনেক নিয়মে বর্ষ সহস্র অবধি॥ বিষয় তেজিয়া শাক মুল ফল খাঞা। শুষ্কপত্র জল বায়ু ভোজন করিয়া॥ স্ত্রী সভের দর্শনালাপ বিবর্জ্জনে। বৈরাগ্য মনেতে করি ভূমিতে শয়নে॥ কাম ক্রোধ আদি ছয়

গুণেরে জিনিয়া। বাহেন্দ্রিয় গণ সব নিয়ম করিয়া।। অন্যোন্য মমতা নিত্য করি কৃষ্ণ ধ্যানে। তিন সন্ধ্যা স্নান শৌচাচার পরায়ণে।। ত্রিকাল অর্চ্চন করি সাঙ্গ-ন্যাস বিধি। তাঁর নামে সংকীর্ত্তন করি নিরবধি।। তাঁর কথা শ্রবণে উৎসুক চিত্ত হৈয়া। দিবা নিশি জপি তাঁর গুণাদি ভাবিয়া।। মন্ত্রার্থ ভাবনা করি যত সবিশেষে। প্রেমাশ্রু পুলক আদি ভাবের প্রকাশে।। এসকল গুণযুত বহু বর্ষ শত। মন্ত্র সব সাধন করিল কত কত।। প্রত্যেকে সাধিল মন্ত্র ফলদ নহিল। তেকারণে মোর চিত্তে নির্ব্বেদ হইল।। এই মত চিন্তাতে আকুল চিত্ত হৈয়া। তোমার শরণাগত হৈলাম আসিয়া।।

দেব দেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর। ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণ মন্ত্র বিদা-
ম্বর। কৃষ্ণ মন্ত্রাময়ালব্ধা স্বত্তোয়ে চ পিতুঃপরে। তেসর্ব্বে সাধিতা যত্না-
ন্মন্ত্র রাজাদয়স্তথেত্যাদি।।

সর্ব্বমন্ত্র সার কহ হেন এক মন্ত্র। পুরশ্চরণ ন্যাসাদি বর্জ্জিত বিধি তন্ত্র।। সংস্কার অপেক্ষা নাহি কৈলে উচ্চারণে। সুদুর্ল্লভ ফল দেই কৃষ্ণের চরণে।। সে মন্ত্র কহিবে মোরে করুণা করিয়া। যেন সুখে যায় লোক এভব তরিয়া।। একথা শুনিয়া সদাশিব তুষ্ট হৈলা। সাধু প্রশ্ন কৈলে বলি নারদে কহিলা।। সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা তুমি দয়াবান। সুগোপ্য কহিব মন্ত্র চিন্তামণি নাম।।

তথাহি। সাধু প্রশ্নং মহাভাগ সর্ব্বলোক হিতৈষিণী। সুগোপ্য মপি
বক্ষ্যামি মন্ত্র চিন্তামণিং তব।। ইতি

রহস্যের মধ্যে যে রহস্য অতিশয়। গুহ্য হৈতে গুহ্য যে উত্তম মন্ত্র হয়।। দেবীপ্রতি এই মন্ত্র আমি না বলিল। তোমার অগ্রজ সনকাদ্যে না কহিল।। কৃষ্ণমন্ত্র মনুত্তম যুগল আখ্যান। কহিয়ে যে শুন মন্ত্র চিন্তামনি নাম।। সর্ব্বমন্ত্র হৈতে এই মন্ত্র হয় সার। অশ্রদ্ধায় কিবা শ্রদ্ধায় জপি একবার।। কৃষ্ণ প্রিয়া বৃন্দমধ্যে গমন করয়। কহিল যে সত্য ইথে নাহিক সংশয়।। পুরশ্চরণ অপেক্ষা না করে এই মন্ত্র। ইহাতে নাহিক ন্যাস বিধিক্রম তন্ত্র।। কিছুই নাহিক দেশ কালাদি নিয়ম। নাহিক অপেক্ষা মিত্র তারাদি শোধন।। মুনীশ্বর আদিকরি যতেক মহান্ত। এইমতে অধিকারী হয় চণ্ডালান্ত।। প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণ সেবার যে কার্য্য। সর্ব্বপরাৎপর সে উত্তমা ভক্তি আর্য্য।। বীজের সহিতে মন্ত্র করি উচ্চারণ। সবিন্দু প্রথম বর্ণ বীজ নিরূপণ।। গন্ধ পুষ্পাদিকে নিজাভীষ্টের পূজন। সে সব অভাবে জলে সাধিব পূজন।।

তথাহি। গন্ধ পুষ্পাদির্ভিস্তচ্চ জলৈঃ কার্য্যমভাষত ইত্যাদি।।

একবার উচ্চারণে কৃতকৃত্য হয়। তথাপি দশধা নিত্য জপিবে নিশ্চয়।। মন্ত্র অর্থ ভাবনা করিবে মনে মনে। এখনে কহিয়ে শুন ধ্যান প্রকরণে।।

অথ ধ্যানং। অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রস্যাস্য দ্বিজোত্তম। পীতাম্বরং

ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনং। বর্হিবর্হ কৃতাপীড়ং শশি কোটি নিভাননং।। ঘূর্ণায়মান নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনং। অভিতশ্চন্দনে নাথ মধ্যে কুঙ্কুম বিন্দুনা।। রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিং। তরুণাদিত্য সঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতং।। ঘর্ম্মাম্বু কণিকা রাজ দ্দর্পণাভ কপোলকং। প্রিয়া মুখাম্বুজ ন্যস্তা পাঙ্গলীলোন্নত ভ্রুবং।। অগ্র ভাগন্যস্ত মুক্তাস্ফুর দুচ্চসুনাসিকাং। দশনজ্যোৎস্নয়া রাজৎ পক্কবিম্ব ফলাধরং।। কেয়ূরাঙ্গদ সদ্রত্ন মুদ্রিকাভিল সদ্ভুজং। বিভ্রতং মুরলী বামে পানৌ পদ্মং তথেতরে।। কাঞ্চীদাম স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎ পদং। রতিকেলি রসাবেশ চপলং চঞ্চলেক্ষণ।। হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তাঞ্চ তাং মুহুঃ। ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনোস্থিতং।। বৃন্দারণ্যে স্মরৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ। বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেত্ততঃ। নিচীন নীল বসনাং দ্রুত হেম সম প্রভাং।। পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ সুস্মেরানন পঙ্কজাং। কান্ত বক্ত্রে ন্যস্ত নেত্র চকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং।। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয় মুখাম্বুজে অর্পয়ন্তীং পূগফালীং পূর্ণ চূর্ণ সমন্বিতাং।। মুক্তাহার স্ফুরচ্চারু পীনোন্নত পয়োধরা। ক্ষীণমধ্যাং পৃথু শ্রেণীং কিঙ্কিণী জাল শোভনং।। রত্ন তাড়ক কেয়ূর মুদ্রাবলয় ধারিণীং। রণৎকটক মঞ্জীর রত্ন পাদাঙ্গুরীয়কাং।। লাবণ্যং সার মুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীং। আনন্দ রসসংমগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাং।। সখ্যাশ্চ তস্য বিপ্রেন্দ্র তৎ সমান বয়োগুণাঃ। তৎ সেবনপরা ভাব্যাশ্চামর ব্যজনাদিভিঃ।। ইতি

রাধাকৃষ্ণ সখি গণের কহিলাম ধ্যান। মন্ত্রার্থ কহিয়ে মুনি কর অবধান।।
গোপন কারণে গোপী কহি শ্রীরাধিকা। কৃষ্ণের বল্লভা রাধা হয়েন সর্ব্বাধিকা।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মী ময়ী সর্ব্বকান্তি সংমোহিনী পরা।। ইতি

সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা মুনিসব যারে কয়। যার কোটি কোটি কলা দুর্গাদিকা হয়।।

তথাহি। অথ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রার্থং শৃণুনারদ। গোপনা মুচ্যতে গোপী রাধিকা প্রাণবল্লভা। দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।। সর্ব্বলক্ষ্মী স্বরূপাচ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী। ততঃ সাপ্রোচ্যতেবিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। যৎকলা কোটি কোট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকা।। ইতি

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠা। ভারত বর্ষেতে শ্রীমথুরাপুরী শ্রেষ্ঠা।। বৃন্দাবনে শ্রেষ্ঠ তারমধ্যে গোপীগণ। তাতে শ্রেষ্ঠ রাধিকার সখী যত জন।।তাহার মধ্যেতে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা কহি। যাহার সদৃশী কৃষ্ণপ্রিয়া আরনাহি

তথাহি। ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপ মতোবরং। তত্রাপি ভারতংবর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী। তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপী কদম্বকং। তত্র রাধা সখীবর্গ তত্রাপি রাধিকাপরা॥

সেবাধিকা গোপী তাঁর জন সখীগণ। সর্ব্বপ্রিয় রাধা রাধা কৃষ্ণপ্রিয় হন॥ সখীবর্গ প্রাণপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ হয়ে। অবশ্য কর্ত্তব্য দোহাঁর চরণ আশ্রয়ে॥

তথাহি। নৈষাহি রাধিকা গোপী জনস্তস্যাঃ সখী জনঃ। তস্য সখী সমূহস্য বল্লভৌ প্রাণ নায়কৌ। রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ পাদান্ শরণং স্যাদিহাশ্রয়ঃ॥ ইতি

এইত কহিল বিপ্র মন্ত্রার্থ তোমারে। আর দীক্ষা বিধি আছে কতেক প্রকারে॥ এখনে কহিব সাধনের প্রকরণ। সাবধানে হৈয়া শুন সাধক লক্ষণ॥ রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পদ প্রাপ্তি অনুরাগে। যতন করিয়া অন্য করি পরিত্যাগে তৈছে পরবাসে গত পতি পরায়ণা॥ কান্ত সঙ্গার্থিনী প্রিয়ানুরাগী দীনা॥ অনুক্ষণ কান্তগুণ ভাবয়ে অন্তরে। শ্রবণ করয়ে কি আপনে গানকরে॥ তৈছে কৃষ্ণ গুণ লীলা স্মরণ কীর্ত্তন। সাধক করিব এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

তথাহি। অতোহিতৎ কৃতে ত্যাজ্য প্রযত্ন সর্ব্বদা নরৈঃ। সর্ব্বোপায় পরিত্যাজ্য কৃষ্ণোপায় ত্বয়ার্চ্চনং। সুচিরং প্রোষিতে কান্তে যথা পতি পরায়ণাঃ। প্রিয়ানুরাগিনী দীনা তস্য সঙ্গৈক কাঙ্ক্ষিণী। তদ্গুণান্ ভাবয়েন্নিত্যং গায়ত্যপি শৃণোতিচ। শ্রীকৃষ্ণগুণ লীলাদেঃ স্মরণাতি তথা চরেৎ। নপুনঃ সাধনত্বেন কার্য্যং তর্ত্তু কথঞ্চনেতি॥

প্রবাসাদি গতকান্ত পায়্যাকান্তা যেন। নেত্রান্তে করয়ে পান চুম্বনালিঙ্গন॥ পতি সেবাকরি ব্রহ্মানন্দ সুখ মানে। পুনঃ পুন শ্রদ্ধা তার করিতে সেবনে॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ আশ্রয় করিয়া। সাধক করিব সেবা অনুরাগি হৈয়া॥

তথাহি। চিরং প্রোষ্য গতং কান্তং প্রাপ্যকান্তাধিয়া যথা। চুম্বন্তীবালিঙ্গতীব নেত্রান্তেন পিবন্ত্যপি। ব্রহ্মানন্দং গতে বাদ্যং সেবতে পরয়া মুদা। শ্রীমদার্চ্চারতা চৈব তথা পরিচরেদ্ধরি মিতি॥

অনন্য শরণ নিত্য অনন্য সাধন। অনন্য সাধনার্থী অনন্য প্রয়োজন॥

তথাহ। অনন্য শরণো নিত্যং তথৈবানন্য সাধনঃ। অনন্য সাধনার্থী চ স্যাদনন্য প্রয়োজনং॥ ইতি

চাতক্কের বৃত্তি চিত্তে আশ্রয় করিয়া। এদেহ পতনাবধি অভীষ্ট ভজিয়া॥ মন্ত্রদ্বয় অর্থভাবি থাকিব সদায়। অত্যন্ত সুদৃঢ় চিত্ত কোথাহ না যায়॥ সরোবর সিন্ধু নদী যৈছে ত্যাগকরে। চাতক না পিয়ে জল যদি প্রাণে মরে॥ জলধর বিন্দু আর অন্য নাহি গতি। পিউ পিউ শব্দে ডাকে ঐকান্তিক মতি॥ তৈছে অন্য সাধনাদি করি পরিত্যাগ। নিজাভীষ্ট চরণে করয়ে অনুরাগ॥

তথাহি। আশ্রিত্য চাতকিং বৃত্তিং দেহ পাতাবধি দ্বিজ। দ্বয়স্যার্থং ভাব নয়া স্বেয়মিত্যেব মেমতি। সরঃ সমুদ্র নদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা। তৃষিতে ম্রিয়তে বাপি যাচতেন পয়োধরং। এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজন। স্বেষ্ট দেবৌ সদামেঘৌ গতিস্তৌমে ভবেদিতি ।।

আনুকূল্যে সদাই থাকিব ভক্তজন। প্রতিকূল্য যত ইতি করিববর্জ্জন ।।

তথাহি। আনুকূল্যে সদাস্বেয়ং প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং ।। ইতি

পঞ্চ শ্লোক পড়ি সদা করিব প্রার্থন। রাধাকৃষ্ণ সেবানন্দ প্রাপ্ত্যের কারণ ।।

তথাহি। তবাস্মি রাধিকা কান্ত কর্ম্মণা মনসা গিরা। কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম ।। ইতি

সাধকের বাহ্যধর্ম্ম করিল বর্ণন। অন্তর পরম ধর্ম্ম শুন দিয়া মন ।।

তথাহি। বাহ্যধর্ম্মা সদাপ্যে তে সঙ্ক্ষেপেনোপবর্ণিতাঃ। অন্তরঃ পরমো ধর্ম্মঃ প্রপন্নানা মথোচ্যতে ।। ইতি

কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাব যত্নে সমাশ্রিয়া। রাধাকৃষ্ণ সেবি নিত্য অতন্দ্রিত হৈয়া ।।

তথাহি। কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাবং সমাশ্রিত প্রযত্নতঃ। তয়োঃ সেবাং প্রকুর্ব্বীত দেবানক্ত মতন্দ্রিতঃ ।। ইতি

এই যে তোমারধর্ম্ম কহিল অন্তর। গুহ্যাদ্গুহ্যতর গোপনীয় সর্ব্বপর ।।

তথাহি। এষতে কথিতো ধর্ম্ম আন্তরো মুনিসত্তমঃ। গুহ্যাদ্গুহ্যতরো-হেষ গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।। ইতি

কহিল যে মন্ত্র আর অর্থ অধিকারী। অন্তর্বাহ্য ধর্ম্ম মন্ত্র ফলাদি বিচারি ।।

তথাহি। উক্তোমন্ত্র স্তদঙ্গানি তথা তস্যাধিকারিণঃ। তদ্ধর্ম্মাশ্চ তথাতে-ঽস্য ফলং মন্ত্রস্য নারদ ।। ইতি

এইমত বৃন্দাবনে রহি ভজ যবে। রাধাকৃষ্ণ সেবা অচিরাতে পাবে তবে ।।
শুন নারদ এদেহের অধিকার ক্ষয়ে। সন্দেহ নাহিক রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে ।।

তথাহি। অন্নতিষ্ঠন্নমপ্যেতত্তয়োর্দাস্য মবাপ্স্যতি। স্বাধিকার ক্ষয়ে বিপ্র সন্দেহো নাত্র কশ্চনেতি ।।

এক রাধাকৃষ্ণেতে প্রপন্ন যেই হয়। আমি তোমা এই কথামাত্র নিবেদয় ।।
তারে নিজ পদসেবা কৃষ্ণকরে দানে। অতএব ভজ মুনি আমার বচনে ।।

তথাহি। সকৃন্মাত্র প্রপন্নায় তবাস্মীতিচ যাচতে। নিজ দাস্যং হরির্দ-দ্যান্নমেত্রাস্তি বিচারণেতি ।।

আর যে কহিয়ে শুন পরম অদ্ভুত। অত্যন্ত রহস্য মোর কৃষ্ণ স্থানে শ্রুত ।।
মন্ত্ররত্ন জপি আমি কৈলাশশিখরে। ধ্যানকরি নারায়ণ মিলিবার তরে ।। তুষ্ট হৈয়া ভগবান প্রাদুর্ভূত হৈলা। বরমাগ মোরে প্রভু হাঁসিয়া কহিলা ।। শুনিয়া

মেলিনু চক্ষু দেখি নারায়ণে। লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু গরুড় বাহনে॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তার আগে। নিবেদন মনে যে আছিল অনুরাগে॥ পরম আনন্দ দায়ী কৃপাসিন্ধু রূপ। সর্ব্বানন্দাশ্রয় নিত্য মূর্ত্তি যে স্বরূপ॥ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত ব্রহ্ম কহি যারে। সেরূপ দেখিতে ইচ্ছা দেখাহ আমারে॥ সুপ্রসন্ন লক্ষ্মী পতি পরম ঈশ্বর। আমা প্রতি ভগবান্ কহিল উত্তর॥ সেরূপ যদ্যপি তুমি দেখিবারে চাহ। যমুনা পশ্চিম কূলে বৃন্দাবনে যাহ॥ এইকথা কহি প্রভু কৈল অন্তর্ধানে। লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু গেলা নিজস্থানে॥ তবে আমি শীঘ্র আইলাম বৃন্দাবনে। গোপবেশধারী কৃষ্ণ করিল দর্শনে॥ কমনীয় সুমাধুর্য্য বয়সে কিশোর প্রিয়াস্কন্ধে ন্যস্তবাম ভুজ মনোহর॥ গোপীগণ মধ্যে রহি পরম কৌতুকে। আপনে হাসয়ে হাস্য করায়ে প্রিয়াকে। স্নিগ্ধমেঘ ঘনাভাস সুশ্যাম শরীর। যতেক কল্যাণ গুণগণের মন্দির॥

তথাহি। তত্র কৃষ্ণ মপশ্যঞ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরং। গোপবেশধরং কান্তং কিশোর বয়সান্বিত মিত্যাদি॥

অতি সুমধুর হাস্য করি আমাপানে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ অমৃত ভাষণে॥ তোমারে দর্শন দিল তুয়া ইচ্ছাজানি। অলৌকিক রূপ এই দেখিলে যে তুমি॥

তথাহি। প্রহস্যচ ততঃ কৃষ্ণো মামাহামৃতভাষণঃ। অহংতে দর্শনং যাত জ্ঞাত্বারুদ্র তবেপ্সিতং॥ যদদ্যমে ত্বয়াদৃষ্ট মিদংরূপ মলৌকিকং। ঘনী ভূতামলপ্রেম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং॥ নিরূপং নির্গুণং বাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরং। বদন্তি বেদ শিরস মিদমেব মমালয় ইতি॥

আর যে কহি যে তাহা মন দিয়া শুন। নানা রূপ দার্শনিক মত নিরূপণ॥ নাহি যে প্রাকৃত গুণ অন্ত নাহি মোর। তেকারণে কেহ মোরে কহয়ে ঈশ্বর॥ নাপারে বুঝিতে যে আমার গুণগণ। তেকারণে কেহ মোরে কহয়ে নির্গুণ॥ চর্ম্মচক্ষে অদৃশ্য আমার এই রূপ। সর্ব্বদেবগণে মোরে কহয়ে অরূপ॥ চিদংশে ব্যাপক আমি দেখি এই গুণে। পণ্ডিত সকলে মোরে ব্রহ্মকরি মানে॥ না করি প্রপঞ্চ কার্য্য এইত কারণে। নিষ্ক্রিয় করিয়া মোরে করয়ে ব্যখ্যানে॥ মায়াগুণে সৃষ্টি মোর অংশ গণ করে। কিছু নাহি জানি রুদ্র কহিল তোমারে॥

তথাহি। প্রাকৃতৈক গুণাভাবাদনন্তত্বাত্তথেশ্বরঃ। অপ্রসিদ্ধা মদ্গুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তিহি। অদৃশ্যত্বন্মমৈতস্য রূপস্যচর্ম্ম চক্ষুষা। অরূপং মাংবদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বর। ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন মাং ব্রহ্মেতি বিদুর্ব্বুধাঃ॥ অকৃতত্বাৎ প্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ং মাংবদন্ত্যপি। ময়গুণৈ- র্র্মতোমেংশাঃ কুর্ব্বন্তি সৃজনাদিকং। ন করোমি স্বয়ং কিঞ্চিৎ সৃষ্ট্যাদিক মহংশিব॥ ইতি

সবেমাত্র গোপীগণের প্রেমায়ে বিহ্বল। আপনা জানি কি জানি বক্রিয়ান্তর

রাধিকা সহিতে নিত্য করিয়ে বিহার। রাধাপ্রেম বশীভূত হৃদয় আমার ॥
আমার প্রেয়সী রাধা পরমদেবতা। জানিবে নাহিক কেহ ইহার সমতা ॥
ইহার চৌদিগে সখি শত শত জন। যৈছে আমি নিত্য তৈছে নিত্য সর্ব্ব জন ॥

তথাহি। অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ। ক্রিয়ান্তরং নজা নামি নাত্মান মপিমানদ। বিহবাম্যনয়ানিত্য মস্যাঃ প্রেমবশীকৃত ॥ ইমান্তু তৎ প্রিয়াং বিদ্ধি রাধিকাং পরদেবতাং। আস্যাশ্চপরিতঃ পশ্য সখ্যঃ শতসহস্রশঃ ॥ নিত্যাঃ সর্ব্বাইমারুদ্র যথাহং নিত্য বিগ্রহঃ। ইতি

সখাগণ পিতা মাতা গোপগণ আর। গোপনাদি বৃন্দাবন ধামে যে আমার ॥
চিদানন্দ নিত্য সব রসাত্মক গণ। আনন্দের মূল মোর এইবৃন্দাবন ॥যে বনে প্রবেশ মাত্র কৈলে একবার। কদাচিত নহে আর পুনশ্চ সংসার ॥

তথাহি। সখায়ঃ পিতরো গোপাঃগাবো বৃন্দাবনংমম। নিত্যমেব সর্ব্ব মেতচ্চিদানন্দ রসাত্মকং। ইদমানন্দ কন্দাখ্যং বৃদ্ধি বৃন্দাবনং মম। যস্মিন্ প্রবেশ মাত্রেণ নপুনঃ সংসৃতিং বিশেৎ ॥ ইতি

পাইয়া আমার বন নাম বৃন্দাবন। যেই মূর্খ জন করে অন্যত্র গমন ॥
শুন মহাদেব সেই আত্মঘাতি হয়। সর্ব্বথা কদাচ ইথে নাহিক সংশয় ॥

তথাহি। মদ্বনং প্রাপ্যযোমূঢ় পুনরণ্যত্র গচ্ছতি। স আত্মহা মহাদেব সর্ব্বথা নাত্রসংশয় ॥ ইতি

বৃন্দাবন ছাড়ি কভো না করি গমনে। বিহার করিয়ে সদা রাধিকার সনে ॥
এই কথ সদাশিব কহিল তোমারে। কি শুনিতে চাহ পুনঃ কহ সে আমারে ॥

তথাহি। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং ক্বচিৎ। নিবাসাম্যনয়া-সার্দ্ধং মহমত্রৈব সর্ব্বদা ॥ ইত্যেবং সর্ব্বমাখ্যাতং যত্তেরুদ্রহৃদিস্থিতং। কথয়স্ব মমেদানীং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ইতি

শুনহ নারদ তবে কহিল প্রভুরে। এরূপ তোমারে কৈছে পায় কহ মোরে
তবে মোরে কহিলেন প্রভু ভগবান্। সাধু প্রশ্ন কৈলে তুমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
অতি গুহ্যতম কথা কহিব তোমারে। যতনে রাখিবে না কহিবে সকলেরে ॥

তথাহি। ততস্তমব্রুবং দেব মহঞ্চ মুনিসত্তম। ঈদৃশস্তং কথংলভ্যস্তু মুপায়ং বদস্বমে ॥ ততোমমাহভগবান সাধুরুদ্র ত্বয়োদিতং। অতিগুহ্যতমংহ্যেতদ্গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ইতি

আমাদোহাঁয় প্রপন্ন হইয়া যেইজনা। সর্ব্বোপায় ত্যাগকরি করে উপাসনা ॥
গোপিকার ভাবে যেই ভাবয়ে আমারে। সে জন এরূপে পায় না পায় ইতরে ॥

তথাহি। সকৃদাবাং প্রপন্নোযস্ত্যক্তোপায় পরায়ণঃ। গোপীভাবেন দেবেশ সমামেতি নচেতরঃ ॥ ইতি ॥

দোহাঁতে প্রপন্ন কিবা একা মোর প্রিয়া। গোপীভাবে সেবয়ে যে একচিত্ত

হৈয়া ।। সেজন আমারে পায় নাহিক সংশয়। মোর প্রিয়া ভজিলে আমার প্রিয় হয় ।।

তথাহি। সকৃদাবাং প্রপন্নোবা মৎ প্রিয়ামে কিকামুত। সেবতে তেন ভাবেন সমামেতি ন সংশয়ঃ ।। ইতি

আমাতে প্রপন্ন মোর নাভজে প্রিয়ারে। কদাচিত সেইজন নাপায় আমারে

তথাহি। যোমামেব প্রপন্নশ্চ মৎপ্রিয়াংন মহেশ্বর। ন কদাপি সপ্রাপ্নোতি মামেবং তে ময়োদিতং ।। ইতি ।।

আমি তোমার হও যদি বোলয়ে প্রিয়ারে। নাকরে সাধন তভু সে পায় আমারে। তস্মাৎ যে লয় মোর প্রিয়ার শরণ। সে আমার প্রিয় আমি তাহার অধীন ।।

তথাহি। সকৃদেব প্রপন্নোয তবাস্মীতিবদেদপি। সাধনেনবিনাপ্যেষ মামাপ্নোতি নসংশয়ঃ ।। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনারুদ্রমৎপ্রিয়াংশরণং ব্রজেৎ স আশু মৎপ্রিয়োভূত্বা মাং বশীকর্ত্তুমিচ্ছতি ।। ইতি

তোমারে কহিল এই পরম রহস্য। মহাদেব সংগোপনে রাখিবা অবশ্য ।। রাধিকাবল্লভা মোর তাহার চরণ। আশ্রয় করহ শিব শুনহ বচন ।। মন্ত্র যুগল জপ করহ যতনে। সতত করহ বাস এই বৃন্দাবনে ।।

তথাহি। ইদং রহস্যং পরমং ময়াতে পরিকীর্ত্তিতং। ত্বয়াপ্যেতন্মহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।। ত্বমপ্যেতাং সমাশ্রিত্য রাধিকাং মমবল্লভাং। জপন্মে যুগলং মন্ত্রং সদাতিষ্ঠ মদালয়ে ।। ইতি ।।

এতেক কহিয়া মোর কর্ণে কৃপানিধি। উপদেশ কৈল মন্ত্র সংস্কারাদি বিধি এইরূপে কৃষ্ণ নিজগণের সহিতে। অন্তর্দ্ধান কৈলপুন না পাইল দেখিতে ।।

তথাহি। ইত্যুক্তা দক্ষিণে কর্ণে মম কৃষ্ণঃ কৃপানিধিঃ। উপাদিশদ্দ্বয়ং হ্যেতৎ স স্কারাশ্চবিধায়হি। সগণোহন্তর্দ্দধে কৃষ্ণ স্তত্রৈবমে বিপশ্যতঃ।

তদবধি আমি রহি বৃন্দাবন ধামে। নাম বিপর্য্যয় স্থান রক্ষণ বিধানে ।। বৃন্দাবনে রহি আমি গোপেশ্বর নামে। রাধাকুণ্ডে রহি সদা কুণ্ডেশ্বরাখ্যানে ।। কাম্যবনে কামেশ্বর মোরনাম হয়। সর্ব্বত্র রহিয়া দেখি লীলা রসময় ।। সেই মন্ত্রদ্বয় তোরে উপদেশ দিল। আদ্যোপান্ত যত কথা সকল কহিল ।। শুনহ নারদ আর কি শুনিতে চাহ। যে তোমার হৃদয়ে রহে বিবরিয়া কহ ।।

তথাহি। অহমত্রৈব তিষ্ঠামি তদারভ্য নিরন্তরং। সত্যমে তন্ময়াতুভ্যং সঙ্গমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং। অধুনাবদবিপ্রেন্দ্র কিংভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি। ইতি

নারদ কহেন প্রভু করি নিবেদনে। যে যে প্রশ্ন কৈনু আমি তোমার চরণে ।। সে সকল কথা গুরু কহিলে আপনি। ভাবমার্গ কথা মোরে শুনাবে এখনি ।। যে যে ভাবে ভজিল কৃষ্ণের পদপায়। বিশেষিয়া সূত্ররূপে কহিবে আমায় ।।

তথাহি। ভগবান্ সর্ব্ব মুখ্যাতং যদ্যৎ পৃষ্টং ময়াগুরো। অধুনা শ্রোতু মিচ্ছামি ভাবমার্গ মনুত্তমং ॥

নারদ বচন শিব করিলা শ্রবণ। কহিতে লাগিলা ভাবমার্গ বিবরণ॥ দাস সখা পিত্রাদি যে প্রেয়সীর গণ। চতুর্বিধ ভাব ব্রজে অতি সর্ব্বোত্তম॥ সভেনিত্য কৃষ্ণের সমান গুণ গণ। সূত্ররূপে কহিল ভাবের বিবরণ॥

তথাহি। দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ॥ ইতি

প্রকট লীলাতে যৈছে পুরাণে কহয়। অপ্রকটে লীলা তৈছে বৃন্দাবনে হয় বনে গোষ্ঠে গমনাগমন নিত্য হন। বিনা দুষ্ট বধ সখা সঙ্গে গোচারণ॥

তথাহি। যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথা তে নিত্য লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ গমনাগমনে নিত্যং তথৈব বন গোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং॥ ইতি

পরকীয়াভিমানিনী তাঁর প্রিয়াগণ। প্রচ্ছন্ন ভাবেতে কৃষ্ণে করান রমণ॥

তথাহি। পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ। প্রচ্ছন্নে নৈবভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং॥ ইতি

এবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া একমন। তারমধ্যে আপনাকে করিবে চিন্তন॥

তথাহি। আত্মানাং চিন্তয়েত্তত্র তাসাংমধ্যে মনোরমাং। রূপ যৌবন সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং॥ নানা শিল্প কলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণ ভোগ্যানুরূপিণীং। প্রার্থিতা মপি কৃষ্ণেন তত্রভোগ পরাঙমুখীং। রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎ সেবন পরায়ণাং॥ কৃষ্ণাদপ্যধিকং স্নেহ রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং। প্রত্যানুদিবসংযত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং। তৎ সেবন সুখাস্বাদভরে নাতিসুনির্বৃতাং। ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্ত মারভ্য যাবৎস্যাত্তে মহানিশা॥

শুনি নারদের মনে লোভ উপজিল। রাগমার্গ ভজিবারে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল আনন্দ হৃদয়ে নারদ শিবের চরণে। নিবেদন করে অতি বিনয় বচনে॥ দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের কহি দেব যারে। নিশান্ত হইতে যৈছে কৃষ্ণের বিহারে॥ কোনকালে কৃষ্ণচন্দ্র কোন লীলাকরে। লীলানা জানিলে মনে কৈছে সেবা করে॥

তথাহি। হরেদৈ নন্দিনীং লীলাং শ্রোত্তুমিচ্ছামিতত্ত্বতঃ। লীলামজানতাং সেব্যো মনসাত্ত কথংহরিঃ॥ ইতি

এতশুনি মহাদেব কহে নারদেরে। সে লীলা নাজানি আমি কহিল তোমারে দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের বৃন্দাদেবী জানে। কহিব তোমারে তিহোঁ যাহ তাঁর স্থানে॥ অতিদূর নহে কেশিতীর্থের সমীপে। সখীবৃন্দ সঙ্গে আছে কৃষ্ণ দাসী রূপে॥

তথাহি। নাহং জানামিতাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ। বৃন্দাদেবীং সমাগচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি ॥ অবিদূরইতঃ স্থানাৎ কেশিতীর্থ সমীপতঃ। সখীসঙ্গবৃতাসাস্তে গোবিন্দ পরিচারিকা ॥ ইতি

শুনি নারদের লোভ বাড়িল অন্তরে। পরিক্রমা করি তাঁরে দণ্ডবৎ করে ॥ পুন প্রণমিয়া গেলা বৃন্দার আশ্রমে। মুনিরে দেখিয়া বৃন্দা করয়ে প্রণামে ॥ বসিতে আসন দিয়া কৈল জিজ্ঞাসন। কি কারণে তোমার হইল আগমন ॥ নারদ কহেন আপনার বিবরণ। নিত্যলীলা তোমাস্থানে করিব শ্রবণ ॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। বৃন্দাবন ধামে নিত্য করে বিলসন। গোপীগণ সহ রাস রাধিকার সঙ্গে। বিলাস করয়ে অতি রসের তরঙ্গে ॥ সে লীলা শুনিতে মোর লুব্ধ হয়ে মন। কৃপাকরি সেই লীলা করহ কথন ॥ যদি যোগ্য হৈয়া দেবি পরম শোভনে। আদি অন্ত কহিবে সকল প্রকরণে ॥

তথাহি। তবারণ্যেদেবি ধ্রুবমিহ মুরারি র্বিহরতে, সদাপ্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি। ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দাচরণ মভিবন্দে তবকৃপাং; কুরুষ্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষবিটপী ॥ ইতি

শুনি বৃন্দা কহেন রহস্য এই কথা। কৃষ্ণভক্ত হও তুমি কহিব সর্ব্বথা ॥ অতএব তুমি না কহিবে সর্ব্বস্থানে। গুহ্যাদ্গুহ্যতম লীলা করি নিবেদনে ॥

তথাহি শ্রীবৃন্দোবাচ ॥ কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং, প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্‌গাঃ। মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে, গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদোয়ঃ সকৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥ ইতি

সনৎকুমার তন্ত্রে আছে বিশেষ বর্ণন। সূত্র জানিবারে কৈল এক শ্লোক লিখন ॥ বৃন্দাকহে মুনি এই সকল আখ্যানে। সূত্ররূপে নিত্যলীলা কৈল নিবেদনে ॥ যাহার শ্রবণে পাপী পাপে মুক্ত হয়। ভক্তজন কৃষ্ণ পাদপদ্মকে লভয় ॥

তথাহি। ইতি তে সর্ব্ব মাখ্যাতং নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ। পাপিনোপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদস্য নারদ ॥ ইতি

নারদ কহয়ে দেবী অনুগ্রহ কৈলে। দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের মোরে শুনাইলে ॥

তথাহি। ধন্যোস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ত্বয়াদেবি নসংশয়ঃ। হরের্দৈনন্দিনী লীলা যতোমেঽদ্য প্রকাশিতেতি ॥

পুনরপি কহে বৃন্দে করি নিবেদন। কহ কি প্রকারে পাইব এলীলা দর্শন ॥ একথা শুনিয়া বৃন্দা কহে নারদেরে। পরম নিগূঢ়কথা সুধাইলে মোরে ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা হয়ে অতি গুহ্যতম। স্বপ্নেও দর্শন যাহা নাপায় দেবগণ ॥ ব্রহ্মা শিব অনন্ত গোচর যাহা নয়। লক্ষ্মীর অগম্য যেই কৃষ্ণলীলা হয় ॥ তুমি সে রহস্য লীলা দেখিবে কেমনে। বেদ অগোচর লীলা অতি সঙ্গোপনে ॥

কোনভাগ্যবান রাগমার্গে দাণ্ডাইয়া। যদ্যপি সাধন করে কামানুগা হৈয়া ॥ স্বসুখ ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছে মনে। অতিগাঢ় লোভে পায় সে লীলা দর্শনে ॥

তথাহি। শ্রীরাধাপ্রাণ বন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা; যাসাধ্যা প্রেম সেবা ব্রজচরিত পরৈর্গাঢ় লৌল্যৈকলভ্যা। সাক্ষাৎ প্রাপ্তায় যাতাং প্রথয়িতু মধুনা মানসী মস্যসেবাং, ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজ মনুচরিতং নৈষ্ঠিকং তস্মনৌমি ॥ ইতি

অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া করয়ে প্রার্থন। কিরূপে পাইবে রাধাকৃষ্ণের সেবন ॥ সাধ্যবস্তু প্রেমসেবা ভাবিতে ভাবিতে। দর্শনের যোগ্য দেহ লভে অচিরাতে ॥ একথা শুনিয়া মুনি আনন্দিত মনে। নির্দ্ধারিল সাধন করিব বৃন্দাবনে ॥ বৃন্দা সম্মান পূজা করে নারদেরে। তিহোঁ সমাদরে বৃন্দার পরিক্রমা করে ॥ দেখিতে দেখিতে মুনি কৈল অন্তর্দ্ধানে। নিত্যলীলা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মনে ॥ বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া ভ্রময়। দেখয়ে সর্ব্বত্র লীলাস্থান রসময় ॥ বাজায় মধুর বীণা সুমধুরস্বরে। পরিপূর্ণ প্রেমে গান আলাপন করে ॥ রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ সতত করে গান। তান মান মনোযন্ত্র হৈল একতান ॥ জয় ব্রজভূমি জয় জয় বৃন্দাবন জয় লীলাস্থলী জয় গিরিগোবর্দ্ধন ॥ জয় ব্রজবাসী বৃন্দ জয় গোপীগণ। জয় রাধা সখীবর্গ আমার জীবন ॥ জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সুমধুরা অতি। কৃপাকরি দরশন দেহ মোরপ্রতি ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা গিরিগোবর্দ্ধনে। লীলাস্থলী কুণ্ড দেখি আনন্দিত মনে ॥ গোবর্দ্ধন বাস আমি সতত করিব। সুনির্জ্জন কুণ্ডতটে অভীষ্ট সাধিব ॥ হরিদাস পাদপদ্ম আশ্রয় না কৈলে। সাধন করিলে শীঘ্র অভীষ্ট নামিলে ॥ বৃন্দাবন মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিরিগোবর্দ্ধন। হরিদাস বর্য্য যারে কহে গোপীগণ ॥ যারমধ্যে কৃষ্ণ নিত্য গোপ গোপী সঙ্গে। নানাবিধ রসকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ অয়ে গোবর্দ্ধন শুন এই নিবেদন। কৃপাকরি কর মোর অভীষ্ট পূরণ ॥

তথাহি। গিরি নৃপ হরিদাস শ্রেণী বর্য্যেতি নামামৃত মিদমুদিত শ্রীরাধিকাবক্তুচন্দ্রাৎ। ব্রজনবতিলকত্বেক্লৃপ্তবেদৈঃ স্ফুটংমে, নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধনত্বং ॥ ইতি

গোবর্দ্ধন নিকটে যে কুণ্ড মনোহর। তাঁহা বসি সাধন করেন মুনিবর ॥ সদাশিব আজ্ঞাদিল যেমতে সাধিতে। সেইমত কার্য্য মুনি করে একচিত্তে ॥ রাগমার্গ কথা বৃন্দাদেবী যে কহিল। অতিশয় লোভে সেইমত আচরিল ॥

তথাহি। সেবাসাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ইতি

অল্পকালে নারদের সাধন সিদ্ধ হৈল। সখীরূপ হৈয়া রাধাকৃষ্ণেরে পাইল ॥ পরম আনন্দ পাঞা করয়ে সেবন। এই রূপ হয় মহামুনির ভজন ॥ নারদ

কুণ্ডের কথা করিতে লিখন। প্রসঙ্গ ক্রমেতে হৈল এসব বর্ণন ।। শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীনারদ কুণ্ড বিবরণ কথনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ।।

দ্বাদশ অধ্যায়ারম্ভঃ।

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ সপাত্তবঃ। ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনোগিরিঃ।। ইতি

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিন্ধু। জয় রাম নিত্যানন্দ পতিতের বন্ধু ।। জয় জয় কৃপাময় অদ্বৈত আচার্য্য। জয় গৌর ভক্তগণ সর্ব্ব শিরোধার্য্য ।। জয় শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপাকর মোরে। নিস্তার করহ প্রভু মুঞি পাতকীরে ।। এইত কহিল নারদকুণ্ড বিবরণ। এবে আরস্থান কথা করহ শ্রবণ ।। গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে উচ্চবেদী মনোরম। ইন্দ্র পূজাস্থান হয় পরম উত্তম।। নন্দ আদি করি গোপগণ সেইস্থানে। ইন্দ্রপূজা কৈল তৃণ শস্যাদি কারণে ।। ভাদ্রমাসে নন্দ ইন্দ্র দ্বাদশী দিবসে। ইন্দ্রপূজা করিবারে মনের হরিষে।। নানা উপহার দ্রব্য সংযোগ করিয়া। পূজাকরে গোপসব ব্রাহ্মণ লইয়া ।। এইমতে প্রতি বর্ষান্তরে ব্রজরাজ। মনের আনন্দে করে ইন্দ্রপূজা কাজ ।। সেই মত ভাদ্রে ইন্দ্র দ্বাদশীর দিনে। অনেক সামগ্রী রাজা করে আয়োজনে ।। তাহাদেখি কৃষ্ণ কহে শুন ব্রজরাজ। এত দ্রব্য দিয়া আজি কি করিবে কাজ ।। নিশ্চয় করিয়া পিতা কহত আমারে। শুনি ব্রজরাজ হাঁসি কহেন কৃষ্ণেরে ।। শুন বাপু মোসভার গোপ কুলে জন্ম। গবাদি পালন ক্রিয়া হয় নিজধর্ম্ম।। তৃণাদি নহিলে নহে গব্যাদি পালন। তেকারণে করি দেবরাজের পূজন ।। সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ইষৎ হাঁসিলা উপানন্দ আদি প্রতি কহিতে লাগিলা ।। সতত চিদংশ যুক্ত সবতত্ত্ব জানে। মীমাংসক মতে কিছু কহে তত্ত্বজ্ঞানে ।। শুনহ তোমরা সবে আমার বচন। ইন্দ্র কি করিবে তোমা সভার রক্ষণ ।। জন্ম জন্মান্তরে যেই জন করে যাহা। ভাল মন্দ অবশ্য ভুঞ্জয়ে সেই তাহা ।। দেবতা ভজিলে তাহা নাহয় অন্যথা। মনদিয়া শুন সভে কহি যে যে কথা ।। পরম কারণ এক আছে নারায়ণ। ইন্দ্র আদি দেব তাঁর ভৃত্যের গণন।। যারে যেইমত আজ্ঞা ঈশ্বর করয়। সেইমত বিনে অতি-রিক্ত না পারয় ।। অতএব শক্র যজ্ঞে নাহি প্রয়োজনে। মোরা ব্রজবাসী বুহি শৈল সন্নিধানে।। গোব্রাহ্মণ গিরিগোবর্দ্ধনের পূজন। মোর অভিমত এই যজ্ঞ সর্ব্বোত্তম ।। অতএব কর গোবর্দ্ধনের পূজন। ঈশ্বর স্বরূপা তিহোঁ পরম কারণ ব্রজবাসীর হিত কর্ত্তা প্রত্যক্ষ যে হয়। তাহা ছাড়ি কেনে কঁর অন্য দেবাশ্রয় ।। কৃষ্ণ বাক্য শুনি সভে আনন্দ অন্তরে। নানা দ্রব্য আয়োজন করয়ে সত্বরে ।।

দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি নানা উপহারে। শকট ভরিয়া লয় গোবর্দ্ধনোপরে॥ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গোপ গোপী ধেনুগণে। সকল লইয়া নন্দ গেল গোবর্দ্ধনে॥ তথায়ে আসিয়া রাজা কহে বিপ্রগণে। ত্বরায়ে করহ সভে রন্ধন বিধানে॥ আগেত পায়স কর স্নিগ্ধের কারণ। বিবিধ প্রকার তবে করহ ব্যঞ্জন॥ নানা পীঠা রোটী সভে কর যথোচিত। সর্ব্ব শেষে সূপ রান্ধ যে হয় উচিত॥ এইমতে আদেশ পাইয়া সর্ব্বজনে। পাক করে গোবর্দ্ধন পূজার কারণে॥ বহু অন্ন ব্যঞ্জন রুটী পীঠা সজ্জা করি। ক্রমবন্ধে রাখে সব সুসৌষ্ঠবে ধরি॥ ক্ষীর শিখরিণী মাঠা সর নবনীত। ঘৃত দধি দুগ্ধ রম্ভা শর্করাদি যত॥ বেদগর্ব্ভ মহা যজ্ঞা আদি বিপ্রসনে। পূজার সামগ্রী কৈল বিবিধ বন্ধানে॥ ধূপদীপ নৈবে- দ্যাদি নানা উপহারে। গোবর্দ্ধনের পূজাকরে আনন্দ অন্তরে॥

তথাহি। মহাহেতুবাদৈর্ব্বিদীর্ণেন্দ্রযাগং, গিরি ব্রাহ্মণোপাস্তি বিস্তীর্ণ রাগং। সপদ্যোক যুক্তি কৃতাভিরবর্গং, পরোদতু গোবর্দ্ধনক্ষ্মাভূদর্গ্যং॥

এইমত ব্রজরাজ পূজি গিরিবরে। নাম্বিলেন সবে অতি হইয়া সত্বরে॥ তাঁহা রহি গোপসব যোড়হস্ত করি। স্তুতিকরে গোবর্দ্ধনের সাফ্যুণ্য প্রচারি॥ অনেক প্রকার বাদ্য বাজে সুললিত। স্ত্রীগণে আনন্দে মধুস্বরে গায় গীত॥ প্রিয় অংসংসিনী বহু কুমারির ঘটা। পুষ্পদল হাথে বিরাজিত চীনপটা॥ আনন্দ অন্তরে সব গোপীর কুমার। আকর্ণ পর্য্যন্ত সব তারার বিস্তার॥ একত্র হইয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোপরে। কুমার কুমারি সহ পুষ্পবৃষ্টি করে॥

তথাহি। প্রিয়াংসংসিনীভির্দলোত্তংসিনীভিঃ, বিরাজত পটাভিঃ কুমারি ঘটাভিঃ। স্তরাভৈঃ কুমারৈরপিস্ফারতারৈঃ, সহব্যাকিরন্তং প্রসূনৈ- র্ধরন্তং॥ ইতি

রূপান্তর ধরি কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোপরে। পূজার সামগ্রী ভুঞ্জে আনন্দ অন্তরে কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহনে না যায়। এক মূর্ত্ত্যে কথা কহে আর মূর্ত্ত্যে খায়॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র কহে শুন গোপ গণ। বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল সভে কর দরশন॥ ঈশ্ব- রাংশ গোবর্দ্ধন স্বমূর্ত্তি ধরিয়া। সব উপহার দ্রব্য খায়েন বসিয়া॥ তাহা দেখি নন্দ আদি গোপ গোপীগণ। অত্যন্ত আনন্দ হৈলা প্রফুল্ল বদন॥ মূর্ত্তিমন্ত যজ্ঞ ভোক্তা দেখিয়া সে গিরি। পরিক্রমা করে গো ব্রাহ্মণ আগে করি॥ উচ্চ- শৃঙ্গ গণে কৃষ্ণ বান্ধায়ে পতাকা। শ্বেত রক্ত নীল পীত যার নাহি লেখা॥

তথাহি। গিরিস্থূলদেহেন ভুক্তোপহারং বরশ্রোণি সন্তোষিতাভীরু- দারং। সমুতুঙ্গ শৃঙ্গাবলীবদ্ধচেলং, ক্রমাৎ প্রীয়মানং পরিক্রম্যশৈলং॥

এইমত করি গোবর্দ্ধনের পূজন। নন্দ আদি যথা স্থানে করিল গমন॥ তার পরে শুন আর অপূর্ব্ব কথন। যৈছে কৃষ্ণ কৈল গোবর্দ্ধনের ধারণ॥ অথা দেব

রাজ নিজ পূজা না পাইয়া। মেঘগণে বোলাইল মহারুষ্ট হৈয়া॥ আইলেন মেঘগণ ইন্দ্রের সাক্ষাতে। তাহা সভাপ্রতি দেব লাগিলা কহিতে॥ শুনহ জলদ গণ কহিয়ে বচন। ব্রজে গোপগণ কৈল আমার হেলন॥ বর্ষান্তরে তারা এই দ্বাদশীর দিনে। আমারে করিবে পূজা বিবিধ বন্ধানে॥ এক্ষণে আমারে তারা অবজ্ঞা করিয়া। গোবর্দ্ধন পূজা করে আনন্দ পাইয়া॥ নন্দগোপ পুত্র কৃষ্ণ তাহার বচনে। গোপ সব মোরে লঙ্ঘি করে হেন কামে॥

তথাহি। বাচালং বালিশং মূর্খ মজ্ঞং পণ্ডিত মাননং। কৃষ্ণং মর্ত্য মুপ শ্রিত্য যে চক্রুর্মমহেলন মিতি॥

ব্রজভূমি নষ্ট আজি করিমু সত্বরে। দেখিব কেমনে কৃষ্ণ রাখে তা সভারে॥ এত কহি ইন্দ্র ঐরাবতেতে চড়িযা। মহাক্রোধে যায মেঘগণেরে লইযা॥শীঘ্র গতি ব্রজে আসি উপস্থিত হৈলা। প্রথমে পবন লৈযা ঝড় আরম্ভিলা॥ তবে ইন্দ্র মেঘগণে কহেন বচন। মহাতীব্র ধারে কর জল বরিষণ॥ তারা সব দেব আজ্ঞা পাইযা সত্বরে। জল বরিষণ করে মহা তীব্রধারে॥ বার বার অ ত বৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাতে সকল দিশা অন্ধকার হৈল॥ তাহাতেই ব- ঘ ত হয় বার বার। শুনি অতিশয় ত্রাস হয় সভাকার॥

তথাহি। মখধ্বংস সংরম্ভতঃ স্বর্গনাথে, সমন্তাৎ কিনাবদ্ধ গোষ্ঠ প্রমাথে। মুহুর্বর্ষতিচ্ছন্ন দিক চক্রবালে, সদাস্মে লি নির্ঘোষমন্দ্রে জ জালে॥ ইতি

তাহাদেখি গোপ গোপী একত্র হইলা। মহাভয় পাঞা সভে কহিতে লাগিলা। কৃষ্ণ বাক্য শুনি সভে দেবরাজেরে লঙ্ঘিযা। গোবর্দ্ধন পূজা কৈনু সকলে আসিযা॥ নিজপূজা নাপাইযা ইন্দ্রদেবরাজ। নানা ঝড় বৃষ্টি আরম্ভিলা ব্রজ মাঝ॥ এখনে কেমনে প্রাণ হইবে রক্ষণ। এতবলি সভে মেন ররণ চিন্তন॥ কৃষ্ণ দেখি ব্রজেন্দ্রাদি যত গোপ গণে। অতি ত্রাসে ভাতে সবে ঝ বৃষ্টি শীতে ব্রজবালাগণ দেখি শীতে আর্দ্র ভীতে। কৃপাপূর্ণ সুকৃত প্রেম উপজিল চিত্তে॥

তথাহি। মুহুর্বৃষ্টিখিন্নাং পরিত্রাসভিন্নাং, ব্রজেশ প্রব নাং তত বিল্লমানাং। বিলোক্যাত্ত শীত ঙ্গ বাল গুভীত ং, কৃপাভিঃ সমুন্নং সুহৃৎ প্রেমনুন্নং॥ ইতি

তাহাদেখি কৃষ্ণ কহে শুন গোপগণ। চিন্তানাহি রক্ষা করিবেন গোবর্দ্ধন॥ এতবলি মত্তসিংহ প্রায় পরাক্রমে। বামহস্তে হেলাযে উঠাল গোবর্দ্ধনে॥ নানা জন্তু পূর্ণ মেঘ সম গিরিবরে। বামহস্তে কনিষ্ঠ অঙ্গুলোপরি ধরে॥

তথাহি। ততঃ সব্যহস্তেনহস্তীন্দ্রখেলং, সমুদ্ধৃত্যগোবর্দ্ধনং সাবহেলং। তদভ্রং ভমভ্রং লিহং শৈলরাজং, মুদাবিভ্রতংবিভ্রমজ্জন্তুভাজং। ইতি

গিরীন্দ্র ধরিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। কে আইসে কতদূরে করে নিরীক্ষণে॥

বাৎসল্য প্রেমেতে মগ্ন যশোদার চিত্তে। কৃষ্ণ পাছে পাছে রাণী আইলা ত্বরিতে ।। ব্রজেশ্বরী দেখি কৃষ্ণ তাঁরে কহে কথা। লোকবত ব্যবহারে পুত্র মাতা যথা ।। শোকভাবে প্রবিষ্ট হৈতেছ মাতা কেনে। চিন্তা তোমার নাহি আমি সুত বর্ত্তমানে ।। হেনকালে গোপ গোপী সেখানে আইলা। সভারে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ।। তোমা সভাকার নষ্ট হৈল উপসর্গ। কেহ চিত্তে ভ্রম না করিহ বন্ধুবর্গ ।।

তথাহি। প্রবিষ্ট্যাসি মাতঃ কথং শোকভাবে, পরিভ্রাজমানে সুতে মত্যু দারে। অভূবন্ভবন্তো বিনোষ্টোপসর্গা, নধত্তেহংচিত্তে ভ্রমং বন্ধুবর্গা ।।

এখনে বিপ্লব গেল তোমা সভাকার। অতঃপর চিত্তে ভয় না করিহ আর ।। এই দেখ গোবর্দ্ধন তলে মনোহর। শৈলশালা কৈল আমি অতি পরিসর ।। তুমা সকলে হাস্য করিয়া দেবেশে। না জানিবে বৃষ্টি হর্য করহ প্রবেশে ।।

তথাহি। হতাতাবদীতিবিধেয়ানভীতিঃ, কৃতেয়ং বিশালা ময়া শৈল শালা। তদাস্যাং প্রহর্ষাদবিজ্ঞাত বর্ষা, বিহাস্যা মমেশং কুরুধ্বং প্রবেশং ।।

গোপ গোপীগণে কৃষ্ণ ডাকয়ে সত্বরে। শীঘ্র আইস সভে গোবর্দ্ধনের ভিতরে এইমত কৃষ্ণ আশ্বাসিতে গোপবৃন্দ। আনন্দে প্রফুল্ল সর্ব্ব বদনার বিন্দ ।। স্থান দেখি আনন্দিত গোপ গোপীগণে ধেনুবৎস লঞা গিয়া রহে সেইস্থানে ।। ঝড় বৃষ্টি বজ্র তাহাঁ প্রবেশিতে নারে। পরমসুন্দর স্থান অতি মনোহরে ।। গিরি গর্ত্ত পাঞা সভে মন্দির সমান। আনন্দিত হৈয়া করে কৃষ্ণগুণ গান ।।

তথাহি। ইতি স্বৈরমাশ্বাসিতৈর্গোপবৃন্দৈঃ, পরানন্দ সন্দীপিতাঃ সার বিন্দৈঃ। গিরির্গর্ত্ত মাসাদ্যহর্ম্ম্যোপমানাং, চিরেনাতিহৃষ্টৈঃ পরিষ্টূয় মানং ।। ইতি

ব্রজাঙ্গনা গণ কৃষ্ণগুণ গান করে। কৃষ্ণরূপ হেরি অতি আনন্দ অন্তরে ।। রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ। বিশাখার প্রতি কহে বিষাদ বচন ।। গিরি রাজ ভারি সুকোমল পঞ্চশাখে। কি রূপে তোমার সখা ধরেন বিশাখে ।। দেখি মোর চিত্তে খেদ জন্মে বার বার। উপায় কি করি সখি কহত নির্দ্ধার ।। দেখিয়া আমার হিয়া হয়ে দুইখান। সহিতে না পারি দুঃখে আকুল পরাণ ।।

তথাহি। গিরীন্দ্রং গুরুং কোমলে পঞ্চশাখে, কথংহস্তধত্তে সখাতে বিশাখে। পুরস্তাদঘং প্রেক্ষ্যহৃদি চিন্তযেদং, মুহুর্ম্মামকীনং মনযাম্রির ।। ভেদং ।। ইতি

।। গোবর্দ্ধনে

মেঘে বজ্র শব্দকরে অত্যন্ত কঠোরে। ঘন অন্ধকারে অতিশ চক্রেশ্বর মহা সর্ব্বত্র হইল ব্যাপ্ত ভ্রমত্বাতমালে। এসকলে দশদিগ ব্যাপ্ত গৌ তাহার দক্ষিণে উচ্চ শৃঙ্গ মেঘস্পর্শে যেন। বামহস্তোপরি ধরে শৈলরাজ ে তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মোরে অবশ্য কহিবে। কমনীয় কৃষ্ণ কিবা শ্রম না পাইবে রহস্য লীলা কিছু

পর্য্যন্ত ইন্দ্র নানোৎপাতকরে। ঝড় বজ্রাঘাত শীলাবৃষ্টি তীব্র ধারে।। অনেক প্রকার চেষ্টা কৈল দেবরাজ। তথাপি নহিল কিছু নষ্ট ব্রজমাঝ।। তড়িত জড়িত মেঘ বিস্তীর্ণ সমীরে। অতি জলধারা তাহে ইন্দ্রধনু হারে।। সূর্য্যেরে করিল লুপ্ত হেন মেঘগণ। অতি যে দুরন্ত শব্দ করে অনুক্ষণ।। তৃণতুল্য অজ্ঞান করিল সভাকারে। কৃষ্ণের গম্ভীর লীলা কে বুঝিতে পারে।।

তথাহি। তড়িদ্দামকীর্ণান্ সমীরৈ রুদীর্ণান; বিসৃষ্টাম্বুধারান্ ধনুর্যষ্টি হারা । তৃণীকৃত্য ঘোরান্ সহস্রাংশুচোরান, দুরন্তোরুশব্দান্ ধৃতা- বজ্রমন্ত্রান্।।

আনন্দে পুছয়ে গোপ গোপী ধেনুগণে। দেখিয়া বিস্ময় অতি পাইল ইন্দ্র মনে।। অহঙ্কার পঙ্কেতে বিলুপ্ত দৃষ্টি ছিলা। লীলামৃত ধারে কৃষ্ণ তাহারে শোধিলা।। দুষ্টগণ দণ্ডিতে দুরন্ত সম হয়। ইন্দ্রের দুর্ম্মতি কৃষ্ণ কৈল নিরাশয় অভিমান গেল ইন্দ্র অমানী হইলা। তবে আপনাকে দণ্ডি করিয়া মানিলা।।

তথাহি। অহঙ্কার বঙ্কাবলি লুপ্ত দৃষ্টে, ব্রজে যাবদিষ্টং প্রণীতোরু বৃষ্টে। বলারেশ্চ দুর্ম্মানিতাং বিস্ফুরন্তং নিরাকৃত্য দুষ্টানিদণ্ডে দুরন্তং। ইতি

ইন্দ্র কহে ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। না বুঝিয়া আমি এত কৈনু অপমান।। এই অপরাধে মোর না হয়ে নিস্তারে। এত চিন্তি সকল উৎপাত কৈল দূরে।। দেখি কৃষ্ণ কহে সব ব্রজবাসী গণে। অতঃপর চল সভে নিজ নিজ স্থানে।। নিবৃত্তি হইলা দেখ অতি বৃষ্টি নীর। তার পাছে গেল সব সঝঞ্ঝা সমীর।। তড়িত সহিতে সে করাল শব্দ গেলা। তারপাছে গেল যত ঘোর মেঘমালা।। অম্বর উপরে সূর্য্য দেখি সুপ্রকাশে। দিবস হইল দীপ্তি শান্তরূপে ভাসে।। অতএব করি মনে আনন্দ প্রচুর। বাহিরে গমন কর সব জ্ঞাতি সুর।।

তথাহি। বিসৃষ্টোরুনীরাঃ সঝঞ্ঝাঃ সমীরা, স্তড়িদ্ভিঃ করালাযযুর্মেঘ মালাঃ। রবিশ্চাম্বরান্তর্বিভাত্যেষনান্তঃ, কৃতানন্দ পুরাবহির্যাতসুরা।।

এতবলি গোপগণে করিয়া বাহিরে। পূর্ব্ববৎ ধরিয়া রাখিয়া গিরিবরে।। দধি ক্ষীর খাই পুষ্পাদিক গোপীগণে। আনন্দে করিয়া বৃষ্টি করে যশ গানে।।

তথাহি। ইতি প্রোচ্যনিঃসারিত জ্ঞাতিবারং; যথাপূর্ব্ব বিন্যস্ত শৈলেন্দ্র সারং। দধি ক্ষীর লাজাঙ্কুরৈর্ভাবিনীভি, মুদা কীর্য্যমানং যশস্তাবিনীভিঃ।।

ব্রজবাসী গণ গেলা নিজ নিজ ঘরে। সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ গোচারণ করে।। হেন এতবলি মণ্ডল আসিয়া সত্বরে। গলে বস্ত্রবান্ধি পড়ে কৃষ্ণ পদতলে।। ব্রজেন্দ্র নানা জন্তু পূর্ণ মেঘাম শরণে। আমার সমান অজ্ঞ নাহি ত্রিভুবনে।। তুমি স্বয়ং

তথাহি। ততঃ স্নিগ্ধ। এতেক করিনু নিজ গর্ব্বে মত্ত হৈয়া।। হেন অপরাধ তদভ্রং তমভ্রং নি এইমত স্তুতি ইন্দ্র বার বার করে।। ব্রজেন্দ্র নন্দন ইন্দ্রে গিরীন্দ্র ধরিয়া নন্দ হৃদয়ে তারে আলিঙ্গন কৈলা।। এইমতে ইন্দ্র কৃষ্ণে

অভিষেক কৈলা। গোবিন্দ কুণ্ডেতে আগে কহিব সে লীলা॥ এতেক উৎপাত ইন্দ্রকৈল ব্রজমাঝ। তাহা না গণিল কৃষ্ণ পাঞা নিজ কাজ॥ যা সভা দেখিতে অতি ব্যগ্রচিত্ত ছিলা। ইন্দ্রোৎপাত ক্রমে সব একত্র দেখিলা॥ শৈলশালা মধ্যে তা সভার মুখচন্দ্র। উদয় হইল দেখি পাইল আনন্দ॥ সেই মুখচন্দ্র সুধা নেত্রে পান কৈল। গিরীন্দ্র ধারণ শ্রম কিছু না জানিল॥ এইত কারণে ইন্দ্র প্রসন্ন হইলা। আশ্বাস করিয়া তারে বিদায় করিলা॥ গোবর্দ্ধন গুণ কেবা পারয়ে বর্ণিতে। ব্রজ রক্ষা কৈল কৃষ্ণ যারে ধরি হাতে॥

তথাহি। সপ্তাহ মুরজিৎ করাম্বুজ পরিভ্রাজৎ কনিষ্ঠাঙ্গলিপ্রোদ্যদ্ভৃঙ্গব-রাটকো পরিমল সম্মুগ্ধান্দ্বরে ক্ষোপিয়ঃ। পাথঃ ক্ষেপকশক্রনক্রমুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ; কস্তং গোকুল বান্ধবং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥ ইতি

ইন্দ্রধ্বজ দেবী কথা প্রসঙ্গানুক্রমে। গোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলা করিল বর্ণনে॥ কলিন্দ তনয়া কালিন্দিতে ত্যাগকরি। না পূজিল ব্রজে যত উচ্চশৃঙ্গ গিরি॥ না করিল পূজা বৃন্দাবন নন্দীশ্বর। যাতে নিজবাস যেই নিজেপ্সিত ধর॥ সর্ব্ব ত্যাগ করি কৃষ্ণ যার পূজাকরি। সম্মানিয়া যারে ধরি রাখে ব্রজপুরী॥ হেন গোবর্দ্ধন পদ কেবা না আশ্রয়। পাদপদ্ম তটে বাস দেহ মহাশয়॥

কালিন্দীং তটনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্ন মচ্ছেখরান্। শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরংচাশ্রয়ং। হিত্বায়ং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দোদদৌ; কস্তং শৃঙ্গকিরীটিনাং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং না শ্রয়েৎ॥ ইতি

গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে ইন্দ্রধ্বজ বিবরণে। গোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলা করিল বর্ণনে॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মেকরি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহেন নন্দকিশোরদাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে ইন্দ্রধ্বজ বেদী বিবরণ কথনে শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলাবর্ণনং নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

ত্রয়োদশাধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ শ্রীগুরু গোসাঞি জয় করুণাসাগর। মোরে কৃপাদৃষ্টি কর মো অতি পামর॥ ইন্দ্রধ্বজ বেদী কথা করিল বর্ণন। আগে আর স্থানকথা করহ শ্রবণ॥ গোবর্দ্ধনে চক্রতীর্থ হয় সর্ব্বোত্তম। যাহার দর্শনে কৃষ্ণভক্তি রসোদ্গম॥ চক্রেশ্বর মহাদেব সেখানে আছয়ে। তাঁহার কৃপাতে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়ে॥ তাহার দক্ষিণে হয় মানসগঙ্গা নাম। দর্শনে স্পর্শনে শীঘ্র পূরে মনস্কাম॥ তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ লৈয়া। পারাবার লীলাকরে আনন্দিত হৈয়া॥ সে রহস্য লীলা কিছু

করিয়ে বর্ণনে। যে রূপে করিল কৃষ্ণ পার গোপীগণে। গোবিন্দ কুণ্ডেতে যজ্ঞ মহোৎসব হয়ে। মথুরা নিবাসী বিপ্রগণেতে করয়ে॥ নব বধূগণ হব্যাদিক যত আনে। সে দ্রব্য কিনিয়া লয় যজ্ঞের বিধানে॥ সেই যজ্ঞে গব্যাদিক যেই লঞা যায়। পতি চিরজীবি হয়ে গোধন বাঢ়য়॥ পৌর্ণমাসী আদেশে যতেক বৃদ্ধা গণে। নিজ বধূ গণেরে পাঠায় তেকারণে॥ তাতে ঘৃত লঞা রাই সখীসঙ্গে যায়। কৃষ্ণ দরশন আশে আনন্দ হিয়ায়॥ সেকথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে স্থান বুঝি রহে নৌকা লঞা গঙ্গাতীরে॥ গোপীগণ সঙ্গোপন পথেতে চলিয়া। উপস্থিত হৈলা সেই ঘাটেতে আসিয়া॥ আর কত গোপী আগে পথ না জানিয়া ইন্দ্রধ্বজ তীর্থ পথে উত্তরিলা গিয়া॥ রাইরে দেখিয়া কৃষ্ণ আইস আইস বোলে তোমা সভা লাগি নৌকা রাখিয়াছি কূলে॥ শুনি সখীগণ মন্দ মন্দ হাস্য করি। উঠিলেন গিয়া সেই নৌকার উপরি॥ অতি জীর্ণপ্রায় নৌকা দেখিয়া সকলে। হাঁসিয়া হাঁসিয়া কিছু কৃষ্ণ প্রতি বলে॥ পরম সুন্দর যুবা দেখিয়ে তোমারে। তুমি কেন রহ হেন তরণী উপরে॥ যোগ্যে যোগ্য হয় যদি দেখিতে সুন্দর। অযোগ্য দেখিলে দুঃখ উপজে অন্তর॥ যদি কহ তোর দুঃখে মোর কিবা করে। সেহ সত্য শীঘ্র পার কর মোসভারে॥ হাঁসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ শুন গোপীগণ। যতেক কহিলে মোরেসত্য সে বচন॥ কিন্তু যোগ্য কারণে অযোগ্য পরিরহি। একান্ত করিয়া তোসভার মুখচাহি॥ মোর যোগ্য বস্তু রহে তোস-ভার সাথে। তাহা প্রাপ্তি হৈলে ইহা ছাড়িব তুরিতে॥ সদয় হইয়া সে তরুণী দেহ মোরে। তবে তরী ছাড়ি রহি তরুণী উপরে॥ এত শুনি গোপীগণ কৃষ্ণ প্রতি কহে। এমত আশ্চর্য্য কথা কাঁহা না শুনিয়ে॥ তরণী করয়ে লোক পারের নিমিত্তে। তরুণীতে চাহ তুমি সে কার্য্য করিতে॥ কেমতে সম্ভব হয় কহ দেখি শুনি। হাঁসি কৃষ্ণচন্দ্র তবে কহে কিছু বাণী॥ শুন সবে যে কহিলে অসম্ভব নয়। পার করিবার শক্তি দোহাঁকার হয়॥ কার নদী পার শক্তি কার অব্ধি পার। পূর্ব্বাপর এইমত আছে ব্যবহার॥ তরণী সামর্থ মাত্র হয়ে নদী পারে। তরু-ণীর শক্তিকার অব্ধিপার করে॥ তেকারণে তরুণীর শক্তি সর্ব্বোপরি। অতএব মোর যোগ্য দেখহ বিচারি॥ হাসিয়া ললিতা কহে শুনহ গোবিন্দ। কথা ছাড়ি পারকরি দেহ গোপীবৃন্দ॥ অনেক জানহ বাক্য প্রবন্ধ চাতুরী। তাহা কিছু না বুঝিয়ে মোরা গোপনারী॥ এইমত নানা রস কৌতুক বিধানে। নৌকা বাহি যায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে॥ কেলিপাত অতিশয় করয়ে চালনে। টলমল করে নৌকা সবে ত্রাস মনে॥ দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ ছাড়িল কাণ্ডার। ঘুরিয়া বুলয়ে নৌকা নাহি যায় পার॥ পবন সহিতে অতি তরঙ্গ বাড়িল। ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল॥ তাহা দেখি গোপীগণ কম্পিত অন্তরে। অঙ্গের বসন খুচে সম্বরিতে নারে॥ কবরী গলিত কার বক্ষোদাস হয়। ব্যগ্রহৈয়া গোপীসব

কৃষ্ণ প্রতি কয় ॥ মোসভার গব্যরস যাউক সর্ব্বথা। প্রাণ যদি যায় তথাপিহ নাহি ব্যথা ॥ কিন্তু তুয়া অখ্যাতি রহিবে ব্রজপুরে। কৃষ্ণ কর্ণধারে নৌকা ডুবিল পাথারে ॥ এই দুঃখ শেল পশিরহিল অন্তরে। এতকহি সভে কৃষ্ণ বদন নেহারে ॥

তথাহি। অস্মাকং যাস্তু গব্যানি প্রাণায়াশু ন শোচনং। অখ্যাতি রিতি তে কৃষ্ণ মগ্নানৌর্নাবিকেত্বয়ি ॥ ইতি

তাসভার বাক্য শুনি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ মন্দ মন্দ হাঁসি কহে মধুর বচন ॥ তোমরা সকলে চিন্তা না করিহ মনে। গব্যচয় না হইবে না যাবে পরাণে ॥ বহুদিন হৈতে বাঞ্ছা আছিল আমার। একত্রে বসিয়া দেখি সর্ব্বাঙ্গ সভার ॥ বায়ুরূপে বিধি আজি অনুকূল হৈল। তোসভার অঙ্গাম্বর সত্বরে খুলিল ॥ কৃষ্ণর একথা শুনি কহে গোপীগণ। শুনি কৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত মন ॥

তথাহি। জীর্ণাতরি সরিত তীর গভীরনীরা; বালাবয়ং সকলমর্থমনর্থ-হেতুঃ। নিস্তারবীজমিদমেব কৃষোদরীণাং, যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতিকর্ণ ধার ॥ ইতি

একথা শুনিতে কৃষ্ণের বাড়িল উল্লাস। চিত্তলুব্ধ হৈল তথি করিতে বিলাস ॥ হেনকালে যোগমায়া গঙ্গার মাঝারে। পরম শোভন স্থান করিল সত্বরে ॥ আচম্বিতে নৌকা গিয়া তথায় লাগিল। দেখিয়া সভার অতি আনন্দ হইল ॥ শীঘ্রগতি গোপীগণ তথায়ে নাম্বিলা। সভে সভার মুখ হেরি হাঁসিতে লাগিলা ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজবাঞ্ছা পূরিবারে। সখীমধ্যে রাই স্থানে গেলেন সত্বরে ॥ অধৈর্য্য হইয়া ধরে রাইর বসনে। সর্ব্বাঙ্গে পুলক অতি কাঁপয়ে সঘনে ॥ তাহা দেখি সখীগণ রহে সঙ্গোপনে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ রাধিকার সনে ॥ পরম কৌতুক রসে বিবিধ বন্ধানে। করিলেন রাই সঙ্গে যে আছিল মনে ॥ তবে সখীগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা। নানা হাস পরিহাসে নৌকাতে চড়িলা ॥ আনন্দ হৃদয়ে সভে হইলেন পার। এইত কহিল কৃষ্ণের নৌকার বিহার ॥ জাতো মন জাহ্নবীতে হেন লীলা করে। হেন গোবর্দ্ধন কেবা আশ্রয় না করে ॥

তথাহি। যস্যাং মাধব নাবিকো রসবতী মাধায় রাধাস্তরৌ• মধ্যে চঞ্চল কেলিপাত বলনাত্রাসৈস্তবধ্যাস্ততঃ। স্বাভীষ্টং পনমাদদে বহুতিসা যস্মি ন্মনো জাহ্নবী, কস্তং তন্নবদম্পতী প্রাতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ ইতি

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ। রাধাকৃষ্ণ পায়ে তার দৃঢ় হয় মন ॥ তার পর কহি মানস গঙ্গার দক্ষিণে। অতি উচ্চ শ্রীমন্দির গিরিগোবর্দ্ধনে ॥ তারমধ্যে হরিদেব বিগ্রহ বিরাজে। তাহার দর্শনে পূরে সর্ব্ব নিজকাজে ॥ মন্দির উত্তরে হয়ে ব্রহ্মকুণ্ড নামে। তাঁহা বসি ব্রহ্মাধ্যান কৈল নারায়ণে ॥ গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে ইন্দ্র ধ্বজ বেদী হয়। যাঁহা ইন্দ্র পূজা কৈল নন্দ মহাশয় ॥ তাহার দক্ষিণে কুণ্ড পাপ

বিমোচন। স্নান করি পাপে মুক্ত হয়ে সর্ব্বজন ।। তারপর আর এক কুণ্ড সুশোভন। তহিঁ স্নানকৈলে সর্ব্ব ঋণে বিমোচন ।। কথদূর অগ্নিকোণে নাম পরাসলী। বসন্ত সময়ে তাঁহা হয়ে রাস কেলি।। তাঁহা অতি মনোহর বট সুশীতল। নানা মণিবদ্ধ বেদী করে ঝলমল।। তাঁহা কৃষ্ণ রাস লীলা করে রাধাসনে। পরম আশ্চর্য্য লীলা রহস্য বিধানে ।।

রাসে শ্রীশতবন্দ্য সুন্দর সখী বৃন্দাঙ্কিতাসৌরভ, ভ্রাজৎ কৃষ্ণ রসাল বাহু বিলসৎ কণ্ঠীমধ্যৌ মাধবী। রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সাপরা, যস্মিনকঃ সুকৃতী তমুন্নতমহো গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ।। ইতি

সেইস্থানে যেই বসি করয়ে সাধন। সে সুকৃতি পায় রাধাকৃষ্ণ দরশন ।। পৈঠ নামে গ্রাম পরাসলীর দক্ষিণে। সে রহস্য কথা কিছু শুন সর্ব্বজনে ।। বসন্ত সময়ে রাসলীলা গোবর্দ্ধনে। আরম্ভ করিল কৃষ্ণ গোপিকার সনে ।। রাধাসহ কুঞ্জ ক্রীড়া অভিলাষ মনে। অন্তর্দ্ধান কৈল কৃষ্ণ যুক্তিকরি মনে ।। ব্রজবধূ গণ তার অন্বেষিতে আইলা। লুকাইতে নারি কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হৈলা ।। নিকটে আসিয়া সভে তাহারে দেখিলা। নারায়ণ জ্ঞানে স্তুতি নতি করি গেলা ।। তারপর রাধা যবে আইলা সেখানে। দ্বিভুজ হইলা কৃষ্ণ তাঁর দরশনে।।

তথাহি। ভুজশ্চতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি। বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ।। ইতি

কৃষ্ণের সে দুই হাথ হৃদয়ে পসিল। তেকারণে পৈঠ নাম বজ্রনাভ কৈল ।। পরাসলী নৈঋতে শ্রীবলদেব স্থান। তার অগ্নিকোণে সঙ্কষণ কুণ্ড নাম ।। তাহার নিকটে হয়ে চন্দ্র সরোবর। পরম সুন্দর জল স্থল মনোহর ।। তৎপরে গন্ধর্ব্ব কুণ্ড হয়ে সুশোভন। যেখানে করিল স্তুতি গন্ধর্ব্বের গণ ।। তার পূর্ব্ব গোরা তীর্থ নামে একস্থান। পরম নির্জ্জন অতিশয় শোভাবান ।। সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সম্মীলন। সেইখানে বিদগ্ধ মাধব প্রকরণ ।। চন্দ্রাবলী গৌরী পূজা ছলে সেই খানে। সখীগণ সঙ্গে গিয়া মিলে কৃষ্ণ সনে ।। সেখানে কদম্বরাজ নাম নীপ হয়। তাঁহা নীপকুণ্ড নাম অতি শোভাময় ।। সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বিহার। আশ্চর্য্য কদম্ব হার গলে সভাকার ।। তারপর শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড সুশোভন। রাধা কৃষ্ণ লীলা যাঁহা সঙ্গে সখীগণ ।। অতিমনোহর সেই স্থান সুশীতল। চন্দ্রকান্ত মণিপ্রায় করে ঝলমল ।। কুণ্ডের চৌদিগে কল্পবৃক্ষ লতাগণ। অতি সুনিবিড় কুঞ্জ পুষ্প সুশোভন ।। ময়ূর কোকিল শারি শুক পক্ষিগণ। কৃষ্ণ লীলা গুণগানে মগ্ন অনুক্ষণ ।। আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথন। প্রকট হইলা কুণ্ড যাহার কারণ বাত বৃষ্টি করি ইন্দ্র পরাভব মনে। কৃষ্ণের চরণে আসি লইল শরণে ।। বহু দৈন্যস্তবে অপরাধ ক্ষমাইল। ইন্দ্র প্রতি কৃষ্ণ যবে প্রসাদ করিল ।। তবে ইন্দ্র সর্ব্বৌষধি সর্ব্বতীর্থ জল। দেবগণ দ্বারে শীঘ্র আনিল সকল ।। আপনে সুরভি

আনিলেন সেই স্থানে। অভিষেক করিবারে আনন্দিত মনে ॥ দেবগণ দ্বারে এই কুণ্ড খোদাইল। সুরনদী তোয় কুণ্ড মধ্যে উঠাইল॥ শত ঘট জলছানি আনি কুণ্ড তীরে। আনন্দ হৃদয়ে ইন্দ্র অভিষেক করে॥ গোবিন্দ বলিয়া নাম কৃষ্ণের ধরিয়া। দেবগণ সঙ্গে গেলা প্রণতি করিয়া॥

তথাহি। অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ। গোবিন্দ ইতি কৃষ্ণত্বাং স্তোষ্যন্তি দেবিদেবতা॥ ইতি

এইমত গোবিন্দ কুণ্ডের বিবরণে। বিশেষত কহি গোবর্দ্ধনের স্তবনে ॥

তথাহি। ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী তোয়ে নদীনাত্মনা; শক্রেনানুগতাচকার সুরভির্যেনাভিষেকং হরেঃ। যৎকচ্ছেজনিতেন নন্দিত জলং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী, কস্তং গোনিকরেন্দ্র পট্টশিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥ ইতি

কুণ্ডতটে গোবিন্দের অভিষেক কৈল। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডনাম সেই হৈতে হৈল॥ সেই স্থানে বসি যেই করয়ে সাধন। গোবিন্দ চরণপদ্ম পায় সেইজন॥ কুণ্ডের উত্তরে যে নিবিড় কুঞ্জস্থানে। গোপাল আছিলা তৃণ মাটী আচ্ছাদনে॥ দান নিবর্ত্তন কুণ্ড আছে সেইখানে। পরম নিগূঢ়স্থান কেহ নাহিজানে॥ কুণ্ডের দক্ষিণে পুরীগোসাঞিও আছিলা। দুগ্ধদান ছলে গোপাল দরশন দিলা॥ সেই খানে অন্নকূট স্থান সুশোভন। যাহা অন্নকূটী গোপাল করিল ভোজন॥ কুণ্ডের পশ্চিমে গোবর্দ্ধনের উত্তর। গোপালের সেবাস্থান অতি মনোহর॥ গোবর্দ্ধন দক্ষিণে পুছড়ি নাম হয়। সেখানে অপ্সরাকুণ্ড শোভা অতিশয়॥ এইমত গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করি। শ্রীরাঘব গোস্বামির ভজন কোঠরি॥ উপরে সুরভি কুণ্ড গিরি পূজা স্থান। ঐরাবত পদচিহ্ন আছে বিদ্যমান॥ আগে রুদ্র কুণ্ড অতিশয় শোভাবান। যেখানে বসিয়া মহাদেব কৈল ধ্যান॥ তারপর এক স্থান পরমশোভন। যাহা রাধাকৃষ্ণ হেরি প্রফুল্ল বদন॥ বিলাস বদন নাম সেবা সেইখানে। পরম সুন্দর রূপ দেখে সর্ব্বজনে॥ হরিদেব মন্দির নৈঋতে গোবর্দ্ধনে দানঘাটী পথ তাহে ছত্রী সুবন্ধনে॥ তাঁহা বসি কৃষ্ণপ্রিয় নর্ম্ম সখাসনে। দান লীলা কৌতুক শ্রীরাধিকাদি সনে॥

তথাহি। যত্র স্বীয়গণস্থ বিক্রম ভৃতাবাচা মুহুঃ ফুল্লতো, স্মেরক্রূরদৃগন্ত বিভ্রমশরৈঃ শশ্বন্মিথোবিদ্ধয়োঃ। তযুনোর্ন্নবদানসৃষ্টি জকলির্ভঙ্গ্যাহসন জৃম্ভতে; কস্তং তন্নদম্পতী প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥ ইতি

তারপর নৌকাঘাট মানস গঙ্গাতে। পারাবার লীলা কৃষ্ণ করয়ে যাহাতে॥ তাহার নিকটে হয় সোকরাই নাম। যাহা ইন্দ্র সুরভি করিল কৃষ্ণে দান॥ তার পর কতোদূরে সখীথরা নাম। শ্রীরাধার পিতৃব্যজা চন্দ্রাবলীর গ্রাম॥ ইহার নিকটে কৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছন স্থান। নিমগাঁও বলি হয়ে তাহার আখ্যান॥ গোবর্দ্ধনে

লীলাস্থলী কুণ্ড যে যে হয়। সংক্ষেপ আখ্যানে কিছু করিল নির্ণয়।। এইমত কুণ্ডগণ হয়ে চারিপাশে। পরম নির্জ্জনস্থান লীলা রসরাসে।। গোবর্দ্ধন পাদ-পদ্ম যে করে আশ্রয়। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁপদ প্রাপ্তি তার হয়।। মুনীন্দ্র বর্ণিত গুণ অত্যাশ্চর্য্যময়। হেন গোবর্দ্ধন কেবা নাকরে আশ্রয়।।

তথাহি। স্বর্ধুন্যাদিবরেণ্য তীর্থগণতোঽহ্বদ্যান্যজস্রং হরেঃ, সীবি ব্রহ্মহরাপ্সরঃ প্রিয়কতৎ শ্রীদান কুণ্ডান্যপি। প্রেমক্ষেমরুচি প্রদানিপ রিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী, কস্তং মান্য মুনীন্দ্র বণিত গুণ গোবর্দ্ধনং না শ্রযেৎ।। তথা। জ্যোৎস্না মোক্ষ মমাল্যহার সুমনো গৌরীবলারিধ্বজা; গন্ধর্ব্বাদিসরাংসি নির্জরগিরিঃ শৃঙ্গার সিংহাসনং। গোপালোঽপি হরি স্থলংহরিরপি স্ফূর্জ্জন্তিযৎ সর্ব্বতঃ, কস্তং গোমৃগ পক্ষি বৃক্ষ ললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ।। ইতি

গোবর্দ্ধন কুণ্ড লীলাস্থলী বিবরণ। সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিল বর্ণন।। শ্রীগুরু গোসাই পাদপদ্ম করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীগোবর্দ্ধন লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীমানসগঙ্গাদি লীলাবর্ণনং নামত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

চতুর্দ্দশাধ্যায়ারম্ভঃ।

গোবর্দ্ধন পশ্চিমে যে কৃষ্ণ লীলাস্থান। ক্রমে ক্রমে কহি শুন করি অবধান।। একক্রোশ অনন্তর গাঠুলী আখ্যান। আশ্চর্য্য লীলার সেই হয় একস্থান।। এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র আসি গোচারণে। গোবর্দ্ধনে ফিরে কুঞ্জশোভা দরশনে।। পরম সুন্দর পুষ্প গন্ধ মনোরমে। ক্রমে ক্রমে আইলা গোবর্দ্ধনের পশ্চিমে।। প্রফুল্লিত হইয়াছে নানা পুষ্পগণ। সে সৌরভ্য পাইয়া বিহ্বল হৈল মন।। রাধা রাধা মুরলীতে করয়ে ফুৎকার। পুলকিত অঙ্গ নেত্রে বহে অশ্রুধার।। বৃক্ষগণ সম্মুখে দেখিয়া তারে বলে। কহ দেখি মোর প্রাণপ্রিয়া কোনস্থলে।। তার অন্বেষণে ফিরি ব্যাকুল হইয়া। সুস্থির করহ মোরে সংবাদ কহিয়া।। এতেক বচন কৃষ্ণ কহে বৃক্ষগণে। প্রিয়া বার্ত্তা নাপাইয়া রহে সেই স্থানে।। হেনকালে আইসে রাই সখীগণ সনে। কৃষ্ণকথা রসে অতি আনন্দিত মনে।। সম্মুখে যাইয়া সারী কহিতে লাগিলা। তোমালাগি কৃষ্ণ অতি ব্যাকুল হইলা।। সদা রাধা রাধা বলি বিলাপ করয়ে। অঙ্গ পুলকিতে চিত্তে স্থির নাহি হয়ে।। সারী মুখে এত কথা শুনিয়া রাধিকা। উল্লাস হৃদয়ে রাগ বাড়িল অধিকা।। পুলকে ভরিল দেহ নেত্রে অশ্রুধার। কাঁহা কৃষ্ণ কাঁহা কৃষ্ণ বোলে বার বার।। নিজকান্ত লাগি রাই বিহ্বল হইলা। সখীগণ সঙ্গে অতি ত্বরায়ে চলিলা।। কৃষ্ণের নিকটে আসি উপ-

স্থিত হৈলা। অন্যোন্যে দরশনে আনন্দ পাইলা॥ দোহেঁ দোহাঁ আলিঙ্গয়ে বাহু প্রসারণে। বদনে বদন দেই উলসিত মনে॥ দোহাঁর অধর রস পানে দোহেঁ মত্ত। বিভ্বল হইয়া রহে বাহ্যে নাহি চিত্ত॥ দোহাঁর অঙ্গের বাস উড়ায়ে পবনে। প্রেমে নিমগন দোহেঁ কিছুই না জানে॥ তাহা দেখি ললিতা আসিয়া ধীরে ধীরে। দোহাঁর অঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিল সত্বরে॥ পুনরপি সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা। দুহুঁ প্রেম দেখি সভে আনন্দিত হৈলা॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ বিভ্বল হইয়া কতোক্ষণ ছিল দোহেঁ দোহাঁ আলিঙ্গিয়া॥ তারপরে রত্নবেদী উপরে বসিলা। সখীগণ আসি চারি পাশেতে মিলিলা॥ নানা হাস পরিহাস তাসভার সনে। করিতে লাগিলা কৃষ্ণ আনন্দিত মনে॥ হেনকালে নিজবস্ত্র গ্রন্থি নিরখিয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ আনন্দিত হৈয়া॥ হের দেখ সখিসব অতি বিলক্ষণ। দোহাঁর বসনে গ্রন্থি দিল কোনজন॥ অন্তরে যে গ্রন্থি তাহা স্পষ্টকরি দিল। এমত আশ্চর্য্যকর্ম্ম কেজানি করিল॥ ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন। প্রেমের স্বভাব এই হয় বিলক্ষণ॥ যাহার অন্তরে প্রেম করয়ে উদয়। তৎকাল তাহার বাহ্যবৃত্তি দূর হয়॥ বিভ্বল হইয়া হয় আনন্দে মগন। অতএব গুহ্যকথা হয়ে প্রকটন॥ আপনে ভুলিয়া সে ভুলায় অন্যজনে। তেকারণে গ্রন্থি তোমা দোহাঁর বসনে॥ এত শুনি রাধাকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলা। বিবিধ বন্ধনে রসক্রীড়া আরম্ভিলা॥ রাইর ইঙ্গিতে কৃষ্ণ সব সখীগণে। চুম্বনালিঙ্গন করে বিবিধ বন্ধানে॥ এইত কহিল গাঠলির বিবরণ। যাহার শ্রবণে কর্ণ মন রসায়ন॥ তার পর দেবশীর্ষ নাম সুনির্জ্জন। পরম সুন্দর স্থান কুণ্ড বিলক্ষণ॥ সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করে গোচারণ। তাঁহা রহি স্তুতিনতি কৈল দেবগণ॥ তাহার পশ্চিমে হয়ে মুনিশীর্ষ নাম। তাঁহা এক কুণ্ডস্থান শোভা অনুপাম॥ সেইখানে তপস্যা করিয়া মুনিগণ আনন্দিত হৈলা পাঞা কৃষ্ণদরশন॥ তারপর প্রমোদলা নাম মনোরম। কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম॥ তথা ব্রজ সুন্দরী সকল কৃষ্ণ সনে। প্রমোদ পাইলা অন্যোন্য দরশনে॥ তাহার পশ্চিমে সেউকন্দরা আখ্যান। আদি বদ্রিনারায়ণ জিউর সে স্থান॥ যেমত অলকনন্দা আদি বদ্রি স্থানে। তেমতি আছয়ে নিম্ন স্থান সেইখানে॥ তারমধ্যে সেবারস্থান মন্দির সুসাজে। যোগাসনে নারায়ণ তেমতি বিরাজে॥ তাহার নিকটে সুশোভন গন্ধশীলা। সাঙরা শিখর আগে পর্ব্বত ধবলা॥ তাহার নিকটে রাধাকৃষ্ণ দুইজনে। ঝুলনা বিহার করে আনন্দিত মনে॥ সে রহস্য কথা কিছু করিব বর্ণন। যেমত ঝুলনাপরি ঝুলে দুইজন গগণে গর্জ্জন ঘন ঘটা শোভা সার। মন্দ মন্দ জলফুহী হয়ে বার বার॥ ময়ূর সকল নৃত্য করে বনে বনে। গানকরে পীক কীর চাতকের গণে॥ প্রথম শ্রাবণ ঋতু পাযুষ প্রারম্ভ। দেখি বৃষভানুরায় আনাইল খম্ভ॥ কল্পতরু তলে বহে ত্রিবিধ পবন। পুষ্পভরে লটকিয়া আছে লতাগণ॥ তার মধ্যে হিন্দোলার

স্থান মনোহর। দুইদিগে দুইস্তম্ভ গাড়িল সুন্দর ।। তদুপরি মধ্যে দিল দিব্য এক থাম। কি কহিব তার শোভা অতি অনুপাম।। ভাণ্ডার হইতে আনি অমূল্য রতন। মনোহর হিন্দোলিকা করয়ে রচন ।। নানা মণিস্তম্ভে রত্ন করিল জড়িত। চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে শোভা প্রকাশিত ।। মধ্যে রত্নসিংহাসন পরম সুন্দর। তার চারিকোণে চারি ডাণ্ডি মনোহর ।। শুক্ল রক্ত নীল পীত বর্ণ মণিগণ। দণ্ড বেড়ি ক্রমবন্ধে করয়ে রচন।। স্বর্ণ রত্ন শলাকাতে জড়িত চৌচাল। চিত্র নেত তদুপরে শোভে অতিভাল।। চালের চৌদিগে শোভে মুকুতার ঝুরি। সিংহাসনে বদ্ধ অতি চিত্র পট্টডোরী।। এইমতে নানা ভাঁতি করিল রচনে। দেখিয়া সে শোভা কাম লজ্জা পায় মনে ।। শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল তৃতীয়ার দিনে। বৃষভানু সুতা রাই সখীগণ সনে ।। একেতে সুভগা সুকুমারী একজনা। পরম সুন্দরী নব কুঙ্কুম বসনা ।। জগমগ করে নবযৌবনের দ্যুতি। দেখিয়া কন্দর্প মনে হয় চমৎকৃতি ।। পহিরণ নানা বর্ণ বসন সুরঙ্গ। মণি অভরণে বিরাজিত সর্ব্ব অঙ্গ ।। বিচিত্র বন্ধন বেণী হয়েত রচনা। তাতে কত চিত্রমণি মুকুতা যোজনা ।। উরজে কাঁচলি কটি কিঙ্কিণী বিরাজে। মঞ্জীর কঙ্কণ সব না চলিতে বাজে ।। কুরঙ্গ নয়নী মন্দ কুঞ্জর গামিনী। তাল মান তান গান রসের স্বামিনী ।। মল্লার সুস্বর সপ্তস্বর আলাপনে। সে মধুর গানকরি যায়েন সেখানে ।। বৃষভানু সুতারাই হিন্দোলা উপরে। কৃষ্ণ প্রেমভরে অতি আনন্দে বিহরে ।। মন্দ মন্দ গরজন করে মেঘগণ ময়ূর নাচয়ে পিঞ্ছ করি প্রসারণ ।। জল ফুহি বার বার হয়ে বরিষণ। শুক পিক গানকরে অতি বিলক্ষণ ।। হংস চাতক অলি যেখানে সেখানে। নিজ নিজ স্বরে গান করে আলাপনে ।। শুনি আনন্দিত রাই হিন্দোলা উপরি ।।কোন সখী ঝুলাইয়া দেয় ডুরিধরি ।। নানা তাল মান সপ্তস্বর আলাপনে। মূর্ত্তিমন্ত করিয়া মল্লার করে গানে ।। হেনকালে কৃষ্ণ তাঁহা আগমন কৈল। দেখি সখীগণ মনে আনন্দ বাড়িল ।। রাই দেখি কৃষ্ণ হৈলা আনন্দিত মন। কৃষ্ণ দরশনে রাই আনন্দে মগন ।। তবে কৃষ্ণচন্দ্র মেলি সব সখীগণে। হিন্দোলিকা উপর করিল আরোহণে ।। অন্যোহন্যো মিলনে প্রেম প্রবাহ বাড়িল। সখীগণ মনোমীন মগন হইল।। নূতন কিশোরী নবরঙ্গ গিরিধর। নব নব লেহ নব হিন্দোলা উপর ।। ললীতা বিশাখা অতি আনন্দে মাতিয়া। হিন্দোলিকা ডুরি ধরি দেয় ঝুলাইয়া ।। অতি সুকুমারি রাই ডরয়ে অন্তরে। শ্যামল সুন্দর উরে লপটিয়া ধরে ।। গৌর শ্যাম অঙ্গ দুই একত্র মিলনে। নীল পীত বাস মেঘ বিদ্যুত সমানে ।। চৌদিগে রঙ্গিনী গণ অরুণ বসন। দুহুঁ রূপ লীলা হেরি আনন্দে মগন ।। কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝনকরে সভাকার। উচ কুচ উপরি ঝলকে মণিহার ।। চঞ্চল অঞ্চল সব করয়ে পবনে। যত্নকরি সম্ভালিতে নারে সর্ব্বজনে।। মৃগমদ অগুরু যে অঙ্গে সভাকার কর্পূর কুঙ্কুম বাস হয়ে উদগার ।। দুহুঁ মুখ শোভা যে তাম্বূল রস সার। শ্যা মা

শ্যাম রসভরে পরম উদার ।। শুক বিরচিত রস রীত গীত সার। গ্রাম সুর ঘট তান তাল যে অপার ।। রিঝে ভিজি আলাপই রাগ যে মল্লার। ময়ূর চাতককীর গায় রসসার ।। মন্দ মন্দ মেঘ গরজয়ে অনিবার। রসভরে জলফুহী করে বার বার ।। লজ্জা তেজি রাই কৃষ্ণে লপটিয়া ধরে। লোকাচার তেজি কৃষ্ণ আলিঙ্গই তাঁরে ।। এইমতে চারিদিগে সবসখী গণে। মন্দ মন্দ ঝুলায়ে ঝুলয়ে দুইজনে রসের তরঙ্গে দুহুঁ নয়নে নয়ন। শোভাসিন্ধু মধ্যে সভে হয়ে নিমগন ।। আপন আপন ম্যালো স্বর আলাপিয়া। নানা তাল তান গায় দুহুঁ রিঝাইয়া ।। এইমত হাস্যরসে দোহাঁরে ঝুলায়। প্রফুল্ল বদন হেরি কাম ভুলি যায় ।। নানা মত পুষ্প তুলি আনে সখীগণ। বিবিধ বিচিত্র মালা করিয়া রচন ।। দোহাকার অঙ্গে দেই যেখানে যে সাজে। হিন্দোলা উপরে দুহেঁ আনন্দে বিরাজে ।। পুন কোন সখী আসি আনন্দে মাতিয়া। হিন্দোলা ধরিয়া দোহেঁ দেই ঝুলাইয়া ।। দুহুঁ রূপলতা যেন প্রফুল্লিত হৈয়া। হিন্দোলা উপরি দোলে শোভা প্রকাশিয়া ।। শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড উপরি ঝলকে। দোলয়ে চূড়ার ফুল ঝলয়ে অলকে ।। সকলের দোহাঁর দর্শন অনুরাগে। অনিমিষ নয়ন পলক নাহি লাগে ।। সুন্দর সিন্দূর রাই ললাট উপর। রচনা করয়ে কৃষ্ণ শোভা মনোহর ।। চূড়াফুল কানে দোলে তিলক উপরে। মুখশোভা দেখি ইন্দু লজ্জিত অন্তরে ।। অঞ্জন সহিতে যেই খঞ্জন নয়ন। বিষাদ বিশাল মুখে সুসমা সদন ।। রসের ধাধসে রাই যে দিগে নেহারে। সেদিগে বরিষে কত সুধারসধারে ।। দেখিতে কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাঢ়য়। অনিমিষে পিয়ে তৃষ্ণা শান্তি নাহি হয় ।। অঙ্গে অঙ্গে উঠে কত ছবির তরঙ্গ। রতিপতি মোহন রভস রসরঙ্গ ।। প্রেমরস লম্পট সুন্দর শ্যামলাল মরকত দ্যুতি জিনি তরুণ তমাল ।। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হাস্য রসের নিধান। রসভরে করে কত মনোহর গান ।। রাই আলিঙ্গন করি প্রেমের তরঙ্গে। শোভা নিরখয়ে অতি সুখের তরঙ্গে ।। দোহাঁর যে নীল পীত বসন অঞ্চল। পবন পরশে হয়ে অতি যে চঞ্চল ।। রাই সুনাগরী নাগর নন্দলাল। দুহেঁ ঝুলে সভে গান করয়ে রসাল ।। কৃষ্ণ শিরোমুকুট যে দোলায় পবনে। ময়ূর নাচয়ে যেন পিঞ্ছ প্রসারণে ।। রাইশিরে লটকিয়ে পৃষ্ঠে দোলে বেণী। ময়ূর হেরিয়া যেন বেহাল সর্পিণী ।। কৃষ্ণ গলে দোলয়ে তুলসীদল মালা। রাই উরে মল্লিদাম অতি যে বিশালা ।। যেন সুর সরিৎ কালিন্দী সংমিলনে। তেমতি আশ্চর্য্য শোভা হয়ে প্রকটনে ।। এইমত পরস্পর গৌরশ্যাম শোভা। অতি যে রসাল সখীগণ চিত্ত লোভা ।। নানা রাগ রাগিনী যে অতি সুবন্ধন। মন্দ মন্দ মধুর সকলে করে গান শুনি খগ মৃগ অলি তেজি অভিমান। স্থকিত হইল শব্দ নাবোলয়ে আন ।। অন্ত রীক্ষ চড়ি যত দেব দেবীগণ। পরম বিচিত্র লীলা করি দরশন ।। রাধাকৃষ্ণ দোহাঁকার যশ গানকরে। যতেক আনন্দ তাহা কে কহিতে পারে ।। যে চরণ

রজ অভিষেকের কারণে । সুর মুনিগণ অতি আনন্দিত মনে ।। সে দোহাঁর গুণ লীলা চরিত্র বর্ণন। করিতে শকতি ধরে হেন কোনজন ।। ললিতা বিশাখা দোহেঁ দোহাঁকে দোলায় । তাম্বূল যোগায় কেহ চামর ঢুলায় ।। এইমত ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত । ঝুলেন রাধিকা কৃষ্ণ সুখে নাহি অন্ত ।। এইত ঝুলনা লীলা করিল বর্ণন । শ্রবণে আনন্দ কর্ণ মন রসায়ন ।। শ্রীগুরু পাদপদ্ম হৃদয়ে করি আশ ।। কৃষ্ণলীলা কহে শ্রীনন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে গাঠুল্যাদি লীলাস্থলী বিবরণে ঝুলনা লীলা বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং ।

পঞ্চদশাধ্যায়ারম্ভঃ ।

যত্র কামসরঃ শ্রীমদ্গোপিকারমণং সরঃ । রাধা মাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে ।।

এইত ঝুলনা লীলা করিল বর্ণন । এবে কহি আর লীলাস্থলী বিবরণ ।। ইন্দ্রলি গ্রামহয় ইন্দু সুখস্থান । কোন আর কন্বমুনি তপস্যা বিধান ।। তাহার পশ্চিমে শ্রেষ্ঠ নাম কাম্যবন । কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম ।। গোপ গোপী সঙ্গে কৃষ্ণ করয়ে বিহার । নানা যে রহস্য লীলা সমুদ্র অপার ।। অনেক প্রকার কুণ্ড হয়ে কাম্যবনে । লীলাস্থলী আছে কত বিবিধ বন্ধানে ।। সে সকল কুণ্ড নাম স্থান বিবরণ । সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিব কথন ।। পূর্ব্বদিগে হয় ধর্ম্মকুণ্ড মনোহর । ধর্ম্ম রূপে নারায়ণ তাহে অধীশ্বর ।। তৎপরে পাণ্ডবকুণ্ড পাণ্ডব নির্ম্মাণ । পঞ্চ পাণ্ডব তাহে রহে মুর্ত্তিমান ।। যুধিষ্ঠির ভীমসেন আর যে অর্জ্জুন । নকুল সহদেব সহ ভাই পঞ্চজন ।। দুর্য্যোধন সহন্যায় রাজ্যের কারণে । হারিয়া অজ্ঞাতবাস ছিলা কাম্যবনে ।। দ্রৌপদী কুন্তির সহ রহে সেই স্থানে । যা সভার প্রেমে বশ শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।। এবে কহি বিমলাকুণ্ড পরম সুন্দর । যাহাতে বিমলা দেবী রহে নিরন্তর ।। তৎপরে যশোদাকুণ্ড হয়ে সর্ব্বোত্তম । সুগন্ধি সুন্দর স্থান পরম নির্জ্জন ।। সেইখানে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত মনে । গোচারণ লীলা করে সখাগণ সনে তারপরে হয়ে সেতুবন্ধ সরোবর । পরম নির্জ্জন সেই স্থান মনোহর ।। সেরস আখ্যান কিছু শুন শ্রোতাগণ । সংক্ষেপে কহিয়ে সব না যায় বর্ণন ।। একদিন রাধা কৃষ্ণ কাম্যবনে আসি । বিলাস করয়ে নানা কৌতুক প্রকাশি ।। সখীগণ সঙ্গে দুহেঁ ভ্রমিতে ভ্রমিতে । অদ্ভুত রসস্য রঙ্গে সুখ বাঢ়ে চিত্তে ।।হেনকালে সম্মুখে দেখয়ে সরোবর । পরম সুন্দর জল স্থল মনোহর ।। চতুর্দ্দিগে শোভে অতিশয় বৃক্ষগণ নানা পক্ষ শব্দকরে কর্ণ রসায়ন ।। সুখে মগ্ন হৈয়া দোহেঁ বৈসে সেইস্থানে । চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি রহে সব সখী গণে ।। কোনসখী পুষ্প তুলি আনন্দ তরঙ্গে । অঞ্জলি ভরিয়া দেই দোহাঁকার অঙ্গে ।। তাম্বূল যোগায় কেহ চামর ঢুলায় ।

কেহ রসকথা কহে দোহে সুখ পায় ।। তাহা দেখি ককংটী সকল বৃক্ষ ডালে । নানা রস শব্দকরে হৈয়া কুতুহলে ।। কেহ লম্ফদিয়া ফিরে বৃক্ষের উপরে । কেহ সরোবর লঙ্ঘি আইসয়ে সত্বরে ।। কেহ আসি প্রণাম করয়ে কৃষ্ণ পদে । কেহ দূরে রহিয়া দর্শন করে সাধে ।। তাসভার রঙ্গ দেখি ললিতা সুন্দরী । কহিতে লাগিলা কিছু কৌতুক প্রচারি ।। শুনহে বিশাখা দেখ বানরের ভঙ্গী । লম্ফদিয়া আইসে শীঘ্র সরোবর লঙ্ঘি ।। পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাম সীতা হারাইয়া । বানর সংহতি করি ফিরে অন্বেষিয়া ।। পক্ষিমুখে শুনি সীতা বার্ত্তা রঘুনাথ । যুদ্ধ করি বারে যায় রাবণের সাথ ।। সেইত রাবণ রাজা রহে লঙ্কাপুরে । সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কা কেহ যাইতে নারে ।। রঘুনাথ সঙ্গে এক হনুমান ছিল । মহাবলবান সেই সাগর লঙ্ঘিল ।। এইকথা শুনিয়াছি প্রাচীন মুখেতে । সরোবর লঙ্ঘন যে দেখিল সাক্ষাতে ।। একথা ললিতা কহে বিশাখার সনে । শুনি কৃষ্ণ কহে কিছু কৌতুক বিধানে ।। শুনহ ললিতা তুমি কহিলে যে কথা । সেই রঘুনাথ আমি জানিহ সর্ব্বথা ।।দেখহ বানর গণ আমারে দেখিয়া ।আনন্দে আইলা সরোবর যে লঙ্ঘিয়া চরণ পরশি মোরে করয়ে প্রণাম । নিশ্চয় কহিনু কথা আমি সেই রাম ।। কৃষ্ণের এতেক কথা শুনি সখীগণে । রাই মুখ হেরি সভে হাসয়ে সঘনে ।। ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন । অসম্ভব কথা কহ কিসের কারণ ।। তিহোঁ মহারাজ পুত্র নাম রঘুনাথ । মহা পরাক্রমময় ধনুর্ব্বাণ হাথ ।। অনুকূল গুণ সীতাবিনে নাহি জানে । ত্রিভুবন কম্পবান হয়ে যার বাণে ।। হেন রঘুনাথ তুমি কহ আপনারে । নাবুঝি কি ভাব হয় তোমার অন্তরে ।। তবে কৃষ্ণচন্দ্র ললিতার বাক্য শুনি । কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর বাণী ।। শুনহে ললিতে যত কহিলে বচন । নাম মাত্র ভিন্ন সব একই কারণ ।। তখনে আছিনু দশরথের নন্দন । ধনুর্ব্বাণ লঞা যুদ্ধে বধিনু রাবণ ।। সীতাবিনে অন্য কেহ না জানিয়ে আর । তাহা লাগি ক্লেশ মুঞি পাইনু অপার ।। এবে ব্রজরাজ পুত্র কৃষ্ণ মোর নাম । রাধারে লইয়া সদা বনেতে বিশ্রাম ।। পূর্ব্বে রাজধর্ম্মে বাণ রাখিলাম সাথে । এবে গোপালন গোপধর্ম্ম বাঁশী হাতে ।। পূর্ব্বে মোর শরাঘাতে কম্পিত ভুবন । এবে বংশী স্বরে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম ।। পূর্ব্বে আছিলাম নবদূর্ব্বাদলশ্যাম । এবে মহামরকত সম মোর ধাম ।। তাহার আমার ক্রিয়া কিছু ভিন্ন নহে । নাজানিয়া তুমি হেন কেনে কহ মোহে ।। ললিতা কহেন কৃষ্ণ যে কহিলে তুমি । কথায় কি করে সত্য দেখিলে সে মানি ।। রঘুনাথ সিন্ধু বান্ধি গেলা লঙ্কাপুরে । তুমি দেখি সরোবর বান্ধহ পাথরে ।। কৃষ্ণ কহে অবশ্য বান্ধিব সরোবর । সভে মেলি যড়করি আনহ পাথর ।। সভে কহে তুমি যদি হও রঘুনাথ । এই যে বানরগণ আছে তুয়াসাথ ।। বানরেরে আজ্ঞাকর পাথর আনিতে । তুমি সরোবর বান্ধ দেখিয়ে সাক্ষাতে ।। শুনি কৃষ্ণ সকৌতুকী কহেন বানরে । সকলে পাথর বহি আনহ সত্বরে ।। কৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা সেই বান

রের গণ। বহিয়া আনয়ে শিলা করি বহুশ্রম।। সরোবর তীরে সব শিলা রাশি কৈল। সেতুবান্ধিবারে কৃষ্ণ গমন করিল।। রাই মুখ হেরি কৃষ্ণ কহে মিষ্টবাণী। যদ্যপি আমার প্রাণপ্রিয়া হও তুমি।। তবে সরোবর আমি বান্ধিব পাথরে। এই মোর বাক্য সত্য কহিল তোমারে।। এতেক কহিয়া কৃষ্ণ বান্ধে সরোবর। পাথর লইয়া রাখে জলের উপর।। কৃষ্ণহস্ত স্পর্শে শিলা জলেতে ভাসয়। ক্রম অনুক্রম বন্ধে সেতুবন্ধ হয়।। সরোবর বান্ধি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। শীঘ্রগতি আসিয়া মিলিলা রাই স্থানে।। তাঁহারে দেখিয়া কহে বিশাখা সুন্দরী। বুঝিলাম কৃষ্ণ মুঞি তোমার চাতুরী।। কৃষ্ণকহে কিসে আমি চাতুরী করিনু। পাথর লইয়া সরোবর যে বান্ধিনু।। আমিত ঈশ্বর মোর কোন অসম্ভব। তুমি সব গোপ কন্যা না জান বৈভব।। হাসিয়া ললিতা কহে তুমি নন্দসুত। একথা কহিয়ে শুন বড়ই অদ্ভুত।। শক্তি উপাসক যে কুহক বাজী করে। সেই বলে নানা কার্য্য করয়ে সত্বরে।। দড়ির উপরে চলে ঘট শিরে ধরি। বংশ আগে চড়ি ভূমে পড়ে ত্বরা করি।। অন্যলোক সব তাহা মানে সত্যকরি। কিন্তু সেই সব মিথ্যা প্রপঞ্চ চাতুরী সেইমত কার্য্য তুমি করিছ এখন। শক্তি আরাধিয়া সেতু করিলে বন্ধন।। শক্তি সিদ্ধ বিদ্যা বল আছয়ে তোমাতে। তেঞি নানা কার্য্য করি দেখাহ সাক্ষাতে।। ললিতার কথা শুনি সব সখীগণে। সত্য সত্য করি উঠে সহাস্য বদনে।। কেমন মাধুর্য্য ভাব ঐশ্বর্য্য গন্ধহীন। দেখিয়া না দেখে সভে ঐশ্বর্য্য যে চিহ্ন।। এইমত রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। নানা রস বিথারয়ে কৌতুক প্রসঙ্গে।। সংক্ষেপে কহিল সেতুবন্ধ বিবরণ। লুকলুকানি স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ।। সেতুবন্ধ নিকটে ইটিক মিচনী স্থান। সেইখানে লুক্‌লুকানি খেলার আখ্যান।। একদিন রাধা কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। লুকলুকানি খেলা আরম্ভিলা রসরঙ্গে।। সখীমধ্যে প্রধানিকা হয়ে দুইজন। ললিতা বিশাখা লীলা পুষ্টির কারণ।। রাধাকৃষ্ণ যত ইতি লীলাদি করয়। এদোঁহার ঘটনাতে রসপুষ্টি হয়।। লুকলুকি খেলা মুখ্যা ললিতা সুন্দরী। লীলা অনুক্রমে বাঢ়ে রসের মাধুরী।। কৃষ্ণ কহে সখি তুমি প্রধানা রূপেতে। বসি আদেশহ খেলা যেহয় বিদিতে।।ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন। সখীগণ সঙ্গে লৈয়া করহ গমন।। ফুকারি ডাকিলে মাত্র সকলে আসিবা আগে মোরে যে ছুইঁবে সেইত জিনিবা।। সকল পশ্চাতে মোরে যে ছুইবে আসি। সেজন হারিবে কথা কহিল প্রকাশি।। এত শুনি রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে স্থানান্তরে গেলা সভে খেলার তরঙ্গে।। হেনকালে ললিতা যে আইস আইস বোলে। শব্দ শুনি শীঘ্রগতি আইলা সকলে।। সকলে বলিষ্ঠ কৃষ্ণ আগে আসি ছুইলা। মন্থর গামিনী রাই পশ্চাতে রহিলা।। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হাসিতে লাগিলা। ললিতার আগে রাই আসিয়া বসিলা।। খেলার নিয়ম মুখ্য চক্ষু আবরণ। ললিতা রাইর নেত্র কৈল আবরণ।। হস্তসন্ধি রাখি নেত্র ঢাকিলা

ললিতা। দেখিল লুকায় সভে হইয়া ত্বরিতা॥ তবেত ললিতা রাই নেত্রহাত তুলি কহিতে লাগিলা অতি হয়ে কুতূহলী॥ শুন বৃষভানুসুতে আমার বচন। আগে গিয়া তুমি যারে করিবে স্পর্শন॥ সেজন হারিবে তুমি জিনিবে সর্ব্বথা। ইথে অন্যমত নহে কহিল যে কথা॥ শুনিয়া রাধিকা তবে সত্বরে চলিলা। এক কুঞ্জ মধ্যে তবে প্রবেশ করিলা॥ সে কুঞ্জেত মাল মেলি রহে কৃষ্ণচন্দ্র। রাই অন্বেষণ করে কৃষ্ণ হাসে মন্দ॥ তমালের বর্ণে কৃষ্ণে কিছু ভেদ নহে। চিনিতে না পারি রাই একদৃষ্টে রহে॥ হেনকালে কৃষ্ণ তমালের কোলে হৈতে। মুখতুলি রাইপানে লাগিলা চাহিতে॥ তাহা দেখি রাই অতি বিস্ময় পাইল। তমালের কোলে অরুণ কোথা হৈতে আইল॥ এতভাবি রাই তমালের কোলে যায়। অরুণের ভ্রমে হাত পড়ে কৃষ্ণগায়॥ হাসিয়া উঠয়ে কৃষ্ণ হরষিত মনে। চুম্বন করয়ে ধরি রাইর বদনে॥ হৃদয়ে হৃদয় ধরি নয়নে নয়ন। নিভৃত নিকুঞ্জে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ তবে কৃষ্ণ হাতে ধরি রাধিকা সুন্দরী। ললিতার আগে লৈয়া আইলা ত্বরাকরি॥ আর সখীগণ ক্রমে আসিয়া মিলিলা। কৃষ্ণ মুখ দেখি সভে হাসিতে লাগিলা॥ নিজ আগে ললিতা কৃষ্ণেরে বসাইল। দুই হস্ত দিয়া তাঁর চক্ষু আচ্ছাদিল॥ তাহা দেখি শীঘ্র সভে কুঞ্জে লুকাইলা। তবে সে কৃষ্ণের নেত্র হস্ত ঘুচাইলা॥ গমন করিল কৃষ্ণ সভার উদ্দেশে। শীঘ্রগতি প্রিয়াকুঞ্জে করিলা প্রবেশে॥ সেই কুঞ্জে এক পুষ্পোদ্যান মনোহর। সুন্দর সৌরভ্য পাঞা ঘুরে মধুকর॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে আনন্দ হইল। রাধাঙ্গ স্পর্শন লোভে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে কৃষ্ণ রাধা অন্বেষিয়া। ব্যাকুল হইলা অতি দেখা না পাইয়া॥ যে কুঞ্জে আছেন রাই সখীগণ সঙ্গে। সে কুঞ্জ বেড়িয়া ফিরে মদন তরঙ্গে॥ কাতর হইয়া কৃষ্ণ কহে ডাকদিয়া। কোন কুঞ্জে আছ রাই কহ কুকদিয়া॥ তুয়া অদর্শনে প্রাণ বিকল আমার। দেখা দেহ নিজ দয়া করিয়া প্রচার॥ কৃষ্ণের বৈ[illegible]ল্য শুনি রাই সুনাগরী। সখী সঙ্গে কুকদেই নিজানন্দে তরি॥ শব্দ শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত হৈলা। শীঘ্র আসি সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিলা॥ কিবা সে স্থানের শোভা জিনি হেমপুঞ্জ। হেমবর্ণ পক্ষ তাতে শব্দ মনোরঞ্জ॥ বৃক্ষ পুষ্প লতা পাতা সব হেমময়। সখীগণ সঙ্গে রাই তহিঁ মধ্যে রয়॥ তাসভার অঙ্গ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া। তথি স্বর্ণভূষা অঙ্গে রহে লুকাইয়া॥ একই বরণ প্রাপ্ত হয়ে সভাকার। কেবা কোথা আছে কৃষ্ণ নারে চিনিবার॥ এক দৃষ্টি করি হেরি রহে চারি পাশে। তাহা দেখি সখীসব মন্দ মন্দ হাসে॥ ঈষৎ হাস্তের শব্দ শুনিতে পাইল। স্থিরনেত্র করি সেই দিগ নেহারিল॥ সেইখানে রহে রাই সখীগণ সঙ্গে। চিনিতে না পারে কৃষ্ণ মদন তরঙ্গে॥ সবে এক আশ্চর্য্য যে শোভা তঁহি হয়ে। স্থির নেত্র করি কৃষ্ণ তাহা নিরীখয়ে॥ সখীগণ মুখ স্বর্ণপদ্ম প্রায় হয়। অধর বান্ধুলি নেত্রে কজ্জল সাজয়॥ ললাটে সিন্দূর যে চন্দন নাসামূলে। দেখিয়া

সে শোভা কৃষ্ণ কহে কুতূহলে ।। হেন অদ্ভুত কভু না দেখিয়ে আর। হেম বৃক্ষে নানা মত ফুল ফুটিবার ।। শ্বেত রক্ত নীল পীত চারিবর্ণ ফুল। দেখিয়া বিস্ময় কৃষ্ণ হইলা আকুল।। গমন করিলা সেই পুষ্প দেখিবারে। তাহা দেখি রাই সখী সঙ্গে চলে দূরে।। সে সব চলন দেখি কৃষ্ণ চিন্তে মনে। এমত আশ্চর্য্য কভু না দেখি নয়নে ।। ভূষণগণ শব্দকরি চলে ধীরে ধীরে। কিঙ্কিণী নূপুর বলয়াদি শব্দকরে ।। এত দেখি শুনি কৃষ্ণ অন্তরে চিন্তিল। ক্ষণেক রহিয়া কহে জানিল জানিল ।। সখীগণ সঙ্গে রাই এইখানে ছিলা। আমারে দেখিয়া শীঘ্র গমন করিলা।। এত মনে করি চলি যান ধীরে ধীরে। ত্বরিতে লুকায় সভে কুটীর ভিতরে ।। মন্থর গামিনী রাই চলে ধীরে ধীরে। ত্বরায়ে যাইয়া কৃষ্ণ ধরিলা তাহারে।। হারাইলে রত্ন যেন বহু ক্লেশে পায়। আনন্দ বাঢ়য়ে রত্ন ছাড়ি নাহি যায়।। সেইমত কৃষ্ণচন্দ্র রাইরে পাইয়া। ছাড়িয়া না দেয় প্রেমে রহে আলিঙ্গিয়া।। নিজ মনো অভিলাষ যতেক আছিল। রাইরে লইয়া সেই বাঞ্ছাপূর্ণ কৈল ।। তবে সভা লৈয়া গেল ললিতার স্থানে। নানা লীলা করিতে লাগিলা সবা সনে ।। সংক্ষেপে কহিল লুক্কায়ন বিবরণ। এবে আন স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ।। পর্ব্বত উপরে পদ চিহ্ন স্থান হয়ে। চরণ পাহাড়ি বলি সকলে কহয়ে।। কাম সরোবর হয়ে তাহার উত্তরে। অতি সুবিস্তার সর্ব্ব মনোরথ পূরে।। প্রয়াগকুণ্ড গয়াকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড হয়। সূর্য্যকুণ্ড সুবভিকুণ্ড শোভা অতিশয়। এসব পরশে ভক্তি হয়েত সত্বরে। ভক্তি মুক্তি আদি ফল দিতে শক্তিধরে।। তারপর ঘিষিলনী স্থান শোভাকরে। সখাগণ লৈয়া কৃষ্ণ সেখানে বিহরে।। ছোট একখানি গিরি আছে সেইখানে। তদুপরি চড়ি কৃষ্ণ সখাগণ সনে।। দুইপদ মিলি বৈসে পর্ব্বত উপরে। পিছলি নামযে সভে হইয় সত্বরে।। আরবার চঢ়ি পুনঃ নামে এইমতে শীঘ্রগতি উঠে পড়ে খেলানুবন্ধেতে।। কৃষ্ণ বাক্যে এইমত লীলা সেই স্থানে। ঘিষিল্‌নী নাম তেঞি কহে সর্ব্বজনে।। তৎপরে ভোজন থালি পাষাণ উপরে। সখাগণ সঙ্গে যাহা ভোজন বিহারে।। অপূর্ব্ব বাজন শিলা সেইখানে হয়। সভে মেলি সুখে নানা বাদ্য আচরয় ।। তারপরে হয়েন যে চৌর্য্য খেলা স্থান। ব্যোমাসুরের গোফা তহিঁ হয়ে বিদ্যমান।। সে রহস্যকথা কিছু করিব বর্ণনে। ইথে অন্য মত কেহ না ভাবিহ মনে।। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখাগণ। গোচারণ করিতে আইলা কাম্যবন।। তৃণাদি অশোচ্য দেখি বেনু ছাড়ি দিলা। স্বচ্ছন্দে সকল পাল চরিতে লাগিলা ।। সখাগণ লৈয়া কৃষ্ণ অদ্রি সন্নিধানে। খেলিতে লাগিলা অতি আনন্দিত মনে।। প্রথমেই সভে চৌর্য্য খেলা আরম্ভিলা। মনদিয়া শুন সে আশ্চর্য্য অতি লীলা।।

তথাহি শ্রীভাগবতে। একদা তে পশূন্‌পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু। চক্রুর্‌লীলায়ন ক্রীড়াং চোরপালাপদেশতঃ ।। ইতি

শ্বেত রক্ত নীল পীত ভোট অঙ্গে দিয়া। কত সখা মেষরূপে আইলা সাজিয়া॥ কোন কোন সখা মেষ রক্ষাকর্ত্তা হয়। কোন সখা চোররূপে সাজিয়া আইসয়॥ ছোট ছোট কুঞ্জ সব আছয়ে সেখানে। কাহোঁ যে চারণ স্থান কাহোঁ যে রক্ষণে॥ রক্ষকের গণ যায় মেষ চরাইতে। বনে মেষ রাখি তারা খেলার নিভৃতে॥ হেনকালে চোর সব আসি সঙ্গোপনে। মেষ চুরিকরে লৈয়া যায় অন্যস্থানে॥ রক্ষকের গণ তবে কতোক্ষণ পরে। মেষ অন্বেষণে যায় হইয়া সত্বরে॥ স্থানে গিয়া দেখে মেষ নাহিক সকল। কে নিল কে নিল বলি হইল বিকল॥ চারিদিগে সভে মেলি যায় অন্বেষণে। দেখে মেষ চালাইয়া যায় চোরগণে॥ ত্বরিতে রক্ষক সব চোরেরে ধরিলা। মেষ রাখি চোর লৈয়া কৃষ্ণস্থানে আইলা॥ তাসভা দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বচন। শ্রান্তযুক্ত দেখি সভে কিসের কারণ॥ তবে সভে কহে শুন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তুয়া রাজ্যে মোরা মেষ করিয়ে চারণ॥ স্বচ্ছন্দে চরাই কভু শঙ্কা নাহি মনে। আচম্বিতে মেষ লৈয়া যায় চোরগণে॥ অনেক যতনে সভে চোরেরে ধরিনু। তুমি রাজপুত্র তুয়া নিকটে আনিনু॥ বিহিত যে হয় তাহা করহ আপনে। শুনি কৃষ্ণ ডাকাইল মেষ চোরগণে আজ্ঞাপাঞা তারা সব আইল সাক্ষাতে। কৃষ্ণ কহে মেষ চুরি কর কি নিমিত্তে শুনি তারা কহে যোড়হাতে দাণ্ডাইয়া। মেষগণে নিত্য মোর খন্দখায় গিয়া॥ দুই চারি দিন দেখাই রক্ষকের গণে। খন্দ অপচয় দেখি করয়ে প্রার্থনে॥ একে একে বিনয় করয়ে হস্তে ধরি। আরকভু মেষ নাহি আসিবে খন্দোপরি॥ এই কথা শুনি মাত্র মোরা যাই ঘরে। আর দিনে দেখি মেষ চরে খন্দোপরে॥ শস্য অপচয় দুঃখ না যায় সহনে। অতএব অদ্য মেষ করিল হরণে॥ এত শুনি কহে কৃষ্ণ মধুমঙ্গলেরে। এদোহাঁর ন্যায় বুঝি কহত সত্বরে॥ বটু কহে উভয়তো দোহাঁর অন্যায়। কি কহিব ইথে দণ্ড দিবেন দোহাঁয়॥ কিবা মোরে একপেট মিষ্টান্ন খাওয়াকু। মোরে তুষ্ট করিয়া সকলে ঘরে যাকু॥ এই রসে মগ্ন সভে বিহরয়ে বনে। চৌর্য্য খেলাছলে ভয় নাহি কোন জনে॥

তথাহি। তত্রাসন্ কতিচিচ্চৌরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ। মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রূ কুতোভয়া॥ ইতি

হেনকালে ময়পুত্র ব্যোমাসুর নামে। মায়াতে বালক বেশ ধরিয়া সুঠামে॥ মেষরূপি বালক গণেরে নিরখিয়া। মায়াকরি প্রায় সব নিল চোরাইয়া॥

তথাহি। ময়োপুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্। মেষায়িতা নপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িত বহূন॥ ইতি

বারে বারে লঞা রাখে পর্ব্বতগুহাতে। খেলা অনুবন্ধে তারা নাপারে বুঝিতে চারি পাঁচ মাত্র অবশেষ যে রহিল। শিলা দিয়া তবে গুহাদ্বার রুদ্ধ কৈল॥ বালক রূপেতে আসি রহে সখাসনে। অনেক বালক যূথ কেবা কারে চিনে॥

তথাহি। গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতাম্মহাসুরঃ। শিলয়াপি দধে দ্বারং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ ।। ইতি

কৃষ্ণচন্দ্র কহে শুন পশুপালগণ। যাহ সবে নিজ নিজ কার্য্যে দেহ মন ।। শুনিয়া বালক সব গমন করিল। রক্ষক সকল কহে মেষ কোথা গেল ।। এত শুনি সভাপানে চাহেন গোবিন্দ। অসুরে বালক মূর্ত্তি দেখি হাসে মন্দ ।। সাধু সকলের যে শরণ দাতা হয়ে। ইহারি এসব কার্য্য বুঝিয়া নিশ্চয়ে ।। সিংহ যেন শার্দ্দূলেরে ধরয়ে ত্বরায়। তেমতি ধরিল কৃষ্ণ তাহার গলায় ।।

তথাহি। তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাং। গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসেতি ।। ইতি

তবে সেই ব্যোমাসুর অতি বলবান। ধরিল যে নিজরূপ পর্ব্বত সমান ।। কৃষ্ণ হাত ছাড়াইতে বহুযত্ন করে। গ্রহণে আতুর হৈয়া ছাড়াইতে নারে ।।

তথাহি। স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্র সদৃশোবলী। ইচ্ছন্ বিমুক্তমাত্মান মশকোদ্ গ্রহণাতুরং ।। ইতি

তবেত অচ্যুত তারে দুইহাতে ধরি। আছাড়িয়া পেলাইল পৃথিবী উপরি ।। তাহাদেখি সখাগণ সবিস্মিত মনে। কৌতুক দেখয়ে স্বর্গে সর্ব্ব দেবগণে ।। ব্যোমাসুর নিশ্বাস ছাড়িতে নাপাইল। পশু মার রূপে কৃষ্ণ তাহারে মারিল ।। হস্ত পদ মস্তক সে শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট করায়া পেলাইল কূর্ম্মাকারে ।।

তথাহি। তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে। পশ্যতাং দেবী দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ।। ইতি

তবে কৃষ্ণ মেষরূপি বালকের গণে। গুহাহৈতে উদ্ধারিয়া আনিল যতনে ।। তাহা দেখি সখাগণ আনন্দ পাইলা। সাধু সাধু বলি কৃষ্ণে প্রশংসা করিল ।। দেখি স্বর্গে স্তুতিকরে সব দেবগণ। সখাগণ সঙ্গে ব্রজে করিলা গমন ।।

তথাহি। গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্নিঃসার্য কৃচ্ছ্রতঃ। স্তূয়মানোঽমরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলং ।। ইতি

কাম্যবনে চৌর্য্য খেলা লীলা বিবরণে। ব্যোমাসুর বধ কথা করিল বর্ননে ।। তারপরে হয় গ্রাম আটোর আখ্যান। বলদেবের যেইকুণ্ড অতিশোভাবান ।। সোনবার কদম্বখণ্ডী অতিমনোলোভা। রত্নকুণ্ড চতুর্ম্মুখ স্থান অতি শোভা ।। যেই কাম্যবনে হয় কামসরোবর। গোপিকারমণ সরকুণ্ড বহুতর ।। রাধাকৃষ্ণ দোঁহার যে অতি প্রিয়বান। সখীসঙ্গে লীলানিত্য করিয়ে ভজন ।।

তথাহি। যত্রকামসর ইত্যাদি ।।

সংক্ষেপে কহিল কাম্যবন বিবরণ। যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ কর্ন মন ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ।।

[বৃ]ন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে কাম্যবনতীর্থবর্ননং নাম পঞ্চদশাধ্যায়

ষোড়শোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় শ্রীগুরু গোসাঞিঃ জয় দীনবন্ধু। যাহা হৈতে পার হই এই ভবসিন্ধু॥ এবে কহি বৃষভানু রায়ের ভবন। বৃষভানু পুর নাম অতি সুশোভন॥ গ্রাম চতুর্দ্দিগে দিব্য প্রাচীর শোভয়। তদ্মধ্যে লোক সব দোসারি বৈসয়॥ সুন্দর মন্দির তহিঁ শোভে থরে থর। পথ সব বান্ধাই পরম সুন্দর॥ ভাগ্যবান্ সকলের তাঁহা অবস্থিতি। এইরূপ শোভা করে নগর বসতি॥ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত উপরে রাজস্থান। সুবর্ণ মন্দির অতি দেখিতে সুঠান॥ অতি উচ্চ অট্টালিকা হয়ে পুরীমাঝে। নানা রত্ন মণি তাহে ক্রমবন্ধে সাজে॥ সূর্য্যের কিরণে সেই নানা বর্ণ ধরে। পরম সুন্দর সর্ব্বজন চিত্ত হরে॥ সেই অট্টালিকাপরি বৃষভানু সুতা। সতত বিহরে প্রিয় সখীর সহিতা॥ নানা রস পরিহাস সখীবর্গ সনে। কৃষ্ণসঙ্গ সুখকথা অনুরাগ মনে॥ তাঁহা হৈতে নন্দালয় করে দরশন। কৃষ্ণের অট্টালি দেখি আনন্দে মগন॥ কখন কৃষ্ণের সঙ্গ হয় সেইখানে। অলক্ষিত রঙ্গ সেই কেহ নাহি জানে॥ সম্ভোগের চিহ্ন মাত্র অঙ্গে নিরখিয়া। সখীগণ কহে নানা রস সঞ্চারিয়া॥ চতুরা ললিতা কহে মধুর বচন। শুন বৃষভানু সুতে করি নিবেদন॥ অর্দ্ধ চন্দ্র প্রায় চিহ্ন তুয়া বক্ষোপরে। দেখিয়া উল্লাস মোর হইল অন্তরে॥ আর এক শোভা দেখি কুচগিরি মাঝে। সুমেরু শিখরে যেন পানী ধারা সাজে॥ কেশ বিগলিত হয়ে মুখ শশধরে। যেন মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে॥ তুয়াধরে চিহ্ন দেখি হেন লয় মনে। ভ্রমর পড়িয়াছিল পদ্মদল ভ্রমে॥ এইমত নানা বাক্য কহয়ে ললিতা। শুনি রাধা হর্ষসহ হয়েত লজ্জিতা॥ প্রসঙ্গে কহিল অট্টালিকা বিবরণ। এবে আর স্থান সব করিয়ে বর্ণন॥ ইহার দক্ষিণে বন আছয়ে গহ্বর। পর্ব্বত উপরে স্থানে অতি মনোহর॥ রাধিকা সহিত কৃষ্ণ সঙ্কেত ানুক্রমে। বিলাস করয়ে অন্য কেহ নাহি জানে॥ ইহার দক্ষিণে দানগড় মনোহর। যাহা রাই সঙ্গে কৃষ্ণ দানলীলা করে॥ এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ সনে। গোচারণ করিয়া ভ্রময়ে বনে বনে॥ শ্রমযুক্ত হৈয়া বৈসে কদম্ব তলাতে। নানা রস আরম্ভিল সখার সহিতে॥ সেইখানে আছে এক দিব্য সরোবর। তহিঁ স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়াছে থরে থর॥ তহিঁ মনোহর গন্ধ পাইয়া ভ্রমর। মত্ত হৈয়া উড়ি পড়ে পদ্মের উপর॥ মধুপান করে অতি লুব্ধচিত্ত হৈয়া। উৎকণ্ঠা বাঢ়িল কৃষ্ণের সে রস দেখিয়া॥ স্বর্ণপদ্ম দেখি প্রিয়া মুখ পড়ে মনে। অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে॥ তোমরা খেলাহ এই সরোবর তীরে। সুবল সহিতে আমি যাব স্থানান্তরে॥ এতকহি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা গমনে। দানগড়ি গিয়া কহে সুবলের স্থানে॥ শুনহে সুবল প্রাণপ্রিয় নর্ম্মসখা। কেমতে পাইব আমি রাধিকার দেখা॥ তিঁহো কহে শুন কৃষ্ণ মোর নিবেদন। অদ্য প্রাতে পিতৃগৃহে রাইর গমন॥ স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে সঙ্গে লৈয়া সখীগণে। সূর্য্য-পূজাছলে আজি করিব গমনে

এইমত কথা শুনিয়াছি বৃন্দাস্থানে। ক্ষণেক বিলম্ব কর পাইবে দর্শনে ॥ হেন কালে আসে রাই সখীগণ সনে। নানা দ্রব্য দাসী শিরে করিয়া সাজনে ॥ মন্থর গমনে চলে রসের তরঙ্গে। আচম্বিতে দেখে কৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে ॥ বসিয়া আছেন কৃষ্ণ কদম্বের তলে। কহিতে লাগিলা রাই সরস অন্তরে ॥ শুনহে ললিতা সখী আমার বচন। এপথে কেমতে সভে করিব গমন ॥ পথরুদ্ধ করি হরি আছেন বসিয়া। আমরা সকলে চল অন্যপথ দিয়া ॥ শুনিয়া ললিতা কহে প্রাগলভ্য বচনে। কি করিতে পারে কৃষ্ণ আইস মোর সনে ॥ এতকহি আগুসরে ললিতা সুন্দরী। পাছে সব সখী যায় রাই মধ্যে করি ॥ কৃষ্ণ আগে দিয়া সভে করয়ে গমন। অস্থির হইয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥ কে তোমরা কোথা যাহ কিদ্রব্য লইয়া। মুঞি রাজদানী এথা নাচাহ ফিরিয়া ॥ এতেক গৌরব কর কিসের লাগিয়া। পিরিতে কহিয়ে ফিরি যাহ দান দিয়া ॥ কৃষ্ণের এতেক কথা শুনিএগ সকলে। উত্তর না দেই কেহ হাঁসি হাঁসি চলে ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি চপল হইলা। ত্বরিতে যাইয়া আগে পথ আগলিলা ॥ যাইতে নাপায় সভে দাণ্ডাইয়া রহে। ললিতা প্রগলভ্য বাক্যে কৃষ্ণপ্রতি কহে ॥ কে তুমি কিসের দান চাহ মোসভারে। পথবা আগল কেনে আসিয়া সত্বরে ॥ নানা মত বাক্য কহ নিজগর্ব্বে ভরি। বুঝিলাম তুয়ারীত ছাড়হ চাতুরী ॥ যদি পুনঃ আর কিছু কহ মোসভারে। তুয়া গুণ কীর্ত্তি সব হইব প্রচারে ॥ এইমত ললিতার বাক্য কৃষ্ণশুনি কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর বাণী ॥ শুনহে ললিতে তুমি না জান আমারে। কন্দর্প আজ্ঞায় দান মাগি তোসভারে ॥ রাজ অধিকারে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ। আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে শীঘ্র পাইযে তাড়ন ॥ অতএব আজ্ঞারূপ করি ব্যবহার। তোমরা না দেহ দান কথা কহ আর ॥ তোমাসহ বাক্যোদ্যমে নাহি প্রয়োজন রাজকর দিয়া সভে করহ গমন ॥ তবে সে ললিতা কহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র মোরা কিছু নাবুঝিয়ে তুয়া বাক্যছন্দ ॥ তুমি নানা মতে কথা জান কহিবারে। আমরা অবলা কথা কিকব তোমারে॥ কিন্তু এক কথা কহি শুনহ কানাই। রাজ অধিকারে তুমি থাকহ সদাই ॥ সে আজ্ঞা লঙ্ঘিতে যদি ভয়কর মনে। বুঝিয়া করহ কার্য্য যেহয় বিধানে ॥ তাহাশুনি বিশাখিকা হইয়া সত্বরে। ললিতারে কহে কিছু আস্পর্দ্ধা উত্তরে ॥ শুন সখী এথা কি উহার অধিকার। তথা যাউ যথা রাজ্য কন্দর্প রাজার ॥ বৃষভানু নন্দিনীর এথা অধিকার। আমরাত সহ চরি ইহো কে তাহার ॥ কৃষ্ণ কহে বিশাখিকা গর্ব্ব কেন কর। কন্দর্পের অধি কার সভার উপর ॥ যুবক যুবতী যত ভুবনে আছয়ে। সকলের স্থানে রাজ অধি কার হয়ে ॥ বিশেষ যুবতী যুবা দেখি এক স্থানে। অধিকার রূপে অতি করয়ে তাড়নে ॥ তুমি সব যুবতী না দেহ রাজকর। স্বগর্ব্বে মাতিয়া ফির বনের ভিতর ॥ ক্রোধকরি কামদেব মোরে পাঠাইল। তেকারণে আমি তোমা সভা আগলিল ॥

যেহয় উচিত কর দেহ মোরস্থানে। তাই লৈয়া রাজা আগে করি সমর্পণে।। যদি বা না দেহ দান কহ আন কথা। মোর দোষ নাহি ধরি লৈয়া যাব তথা।। এত শুনি বিশাখিকা কহে পুনর্ব্বার। কিকরিতে পারে রাজা আমা সভাকার।। মোর রাজা বিদ্যমান বৃন্দাবনেশ্বরী।। তাঁর সঙ্গে রহি কারে ভয় নাহি করি।। তোমার কন্দর্প রাজার জানিয়ে বিলাস। রাই নেত্রাঞ্চল বাণে যার গর্ব্ব নাশ।। পলাইয়া যায় তিহোঁ রাধানাম শুনি। তুমি যার অনুচর কি বলিব বাণী।। বুঝিয়া করহ কার্য্য যেহয়ে উচিত। নহে রাই নেত্রবাণে পড়িবে ত্বরিত।। এত কহি বিশাখিকা সখীর সহিতে। রাইরে লইয়া যায় হইয়া ত্বরিতে।। তাহাদেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতিদ্রুত গিয়া। কহিতে লাগিলা সখী আগে দাণ্ডাইয়া।। বুঝিলাম এই হয় তোমা সভা চিত্তে। মোরে দণ্ড করাইবে রাজার সাক্ষাতে।। ছাড়িয়া [illegible]তে আমি নারি তো সভারে। কিবা কর দেহ নহে আইস রাজদ্বারে।। [illegible]নে এড়াইতে নারিবে সর্ব্বথা। নিশ্চয় কহিনু ইথে নহিবে অন্যথা।। শুনি [illegible]পে কহে ললিতা সুন্দরী। কিসের মাগহ দান কহত মুরারি।। কৃষ্ণ কহে [illegible] রূপ পসরা ভরিয়া। নানা রত্ন লৈয়া যাহ অম্বরে ঝাঁপিয়া।। প্রত্যেকে এ [illegible] দান মাগি তোরে। বুঝি মুল্য করি দান দেহত আমারে।। শুনিয়া এ[illegible] কথা হাসে সখীগণ। এমত আশ্চর্য্য কাঁহা না শুনি বচন।। দানি হৈয়া মাগ [illegible]সের দানে। কেহ কাঁহা নাহি কহে এমত বিধানে।। বুঝিল যে ইহোঁ এই [illegible]ত্তের কারণে। কন্দর্প রাজার আজ্ঞা পালি ফিরে বনে।। ইহাঁ সঙ্গে বাক্যো-[illegible] নহে মোসভারে। শীঘ্রগতি চল যাই সূর্য্যপূজি বারে।। এতবলি যেই সভে [illegible] গমনে। হেনকালে কৃষ্ণ কহে শুন সখীগণে।। আমার মানস রূপ রতন [illegible]। তোমার রাধিকা তাহা চুরিকরি নিল।। রত্নাভাবে অথির হইল দেহ [illegible]। বুঝিলাম প্রীত রত্ন দেহত সত্বর।। ললিতা কহেন কৃষ্ণ মিথ্যা কেন বল। [illegible] তুমি মনোরত্ন হরি নিল।। সুধীরা গভীরা মোর রাধিকা সুন্দরী। তাঁরে [illegible] কহ করিয়া চাতুরী।। কি কহিব ব্রজরাজ নন্দন যে তুমি। নহিলে সুন্দর রূপে কহিতাম আমি।। গোকুল নগরে হয়ে যত কুলবালা। সকলের চিত্ত হেরি কর খেলা লীলা।। তারা সভে চিত্তাভাবে ব্যাকুল হইয়া। বনে বনে ফিরে সদা তোমা অন্বেষিয়া।। হেন চোর হও তুমি নাজান আপনা। মোসভারে দোষ দেহ করি প্রতারণা।। সখীগণ মধ্যে রাই রহে সর্ব্বক্ষণ। কেমতে তোমার চিত্ত করিল হরণ।। কৃষ্ণ কহে সখী মিথ্যা না কহিয়ে আমি। পুছ রাইস্থানে তিহোঁ কি কহেন বাণী।। যদি রাই কিছু নাহি কহেন বচন। তবে আমি কহি শুন তার বিবরণ।। বিশাখা সহিতে যবে কলহ হইল। তবে রাই মোর মনোরত্ন হরি নিল।। নেত্রদ্বারে মনোরত্ন হরণ করিয়া। কুচকুম্ভে ভরি রাখে যতন করিয়া।

প্রত্যয় না যাহ যদি দেখাই তোমারে। এত কহি রাধিকার কুচকুম্ভে ধরে ॥ তাহা দেখি সখীসব যায় কুঞ্জান্তরে। রাইর সহিত কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে॥ ক্রমে রাধাকৃষ্ণ সখী সহিতে মিলিলা। সময়ানুরূপ নিজ নিজ স্থানে গেলা ॥ সংক্ষেপে কহিলা দানগড় বিবরণ। আশ্চর্য্য কৃষ্ণের লীলা নাযায় বর্ণন ॥ তাহার নিকটে হয় মানগড় নাম। পরম নিভৃত কুঞ্জ অতি অনুপাম॥ মানিনী হইয়া রাই রহে যে কারণে। উটঙ্কে কহিব কিছু সেরস আখ্যানে ॥ এক দিন রাই সঙ্গে সঙ্কেত করিয়া। গমন করিতেছিলা আনন্দিত হৈয়া ॥ হেনকালে চন্দ্রাবলীর গণ পদ্মাসখী। আনন্দ পাইল কৃষ্ণ আগমন দেখি॥ সত্বরে আসিয়া কৃষ্ণ আগে দাণ্ডাইয়া। চন্দ্রাবলীর কথাসব কহে বিশেষিয়া ॥ শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র করি নিবেদন। মোসবারে নির্দ্দয়তা কিসের কারণ॥ অন্বেষিয়া ফিরি তোমালাগি নাপাইয়ে চন্দ্রাবলীর বৈকুল্যতা সহিতে নারিয়ে॥ বিদগ্ধ নাগর তুমি পরম করুণ। শীঘ্র চন্দ্রাবলী আগে দেহ দরশন॥ যদি কহ না যাইব আছে প্রয়োজন। ছাড়িয়া না যাব তোমা কহিল বচন॥ তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তরে চিন্তিতে। বাহ্যে হাস্য প্রকাশিয়া কহয়ে তুরিতে॥ শুন শুন পদ্মা তুমি আমার বচন। চন্দ্রাবলী সখী তুমি প্রধানে গণন॥ তুয়া গুণগ্রাম আমি জানি ভালে ভালে। নাযাইব কহি যদি ধরিবে অঞ্চলে॥ অদ্য সন্ধ্যাবধি আমি যাব তাঁর স্থানে। ইতে অন্য মত নাহি কহিল বচনে॥ চন্দ্রাবলী নামে প্রাণ করিছে যেমন। কহা নাহি যায় সেই অকথ্য কথন॥ দরশন পাব যবে সেই চন্দ্রমুখী। সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি হবে জুড়াইবে আঁখি॥ তুমি তাঁর সখী অতি প্রিয়া যে আমার। অবশ্য মিলাবে প্রিয় সখী আপনার॥ কিন্তু এক উপরোধে ঠেকিয়াছি আমি। বৃষভানু রায় ঘরে আমন্ত্রণ মানী॥ প্রাতে হৈতে ভৃত্য তাঁর গতায়াত করে। আসিতে নারিল নিজ কার্য্যের ব্যাপারে॥ ধেনু হারাইয়াছিল গোষ্ঠের ভিতর। তাহা অন্বেষিতে দুঃখ পাইল বিস্তর॥ মন মোর বদ্ধ হয়ে রায়ের ঘরেতে। ত্বরায়ে যাইব তাঁহা সুবলের সাথে॥ রাজ উপরোধ সারি প্রসন্ন চিত্তেতে। অবশ্য যাইব চন্দ্রাবলীরে মিলিতে॥ তুমি এই অনুকূল্য করহ আমার। চন্দ্রাবলী আশ্বাসহ কহি সমাচার নানা মতে আর্ত্তি মোর জানাইবে তাঁরে। মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কহিল নির্দ্ধারে ইথে যেন অন্যমত না ভাবেন মনে। অপরাহ্ণ কালেতে মিলিব তাঁরসনে॥ এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র পদ্মা কোলে করি। চুম্বন করয়ে কুচযুগে হস্ত ধরি॥ আশ্বাস পাইয়া পদ্মা প্রসন্না হইলা। হেনকালে চন্দ্রাবলী সেখানে আইলা॥ চন্দ্রাবলী সখীসহ আনন্দ পাইলা। কৃষ্ণসহ তবে সেই কুঞ্জেতে বসিলা॥ নানা হাস্য পরিহাস কথা কৃষ্ণসঙ্গে। পূর্ণানন্দ নহে কৃষ্ণ হাসে বাহ্য রঙ্গে॥ চন্দ্রাবলী কহে শুন ব্রজেন্দ্র নন্দন। তুয়া লাগি সর্ব্বকার্য্য তেজি অনুক্ষণ॥ তোমার কারণে ফিরি এইত গহনে। কভু মিলন হয় কভু নহে দরশনে॥ যেদিনে মিলন হয়ে আন

ন্দিত মনে। সে চারিপ্রহর মোর যায় একক্ষণে।। অদর্শন দিনেক্ষণ যুগসম জ্ঞান তুয়া প্রীতিবশে মাত্র রহয়ে পরাণ।। চন্দ্রাবলী বাক্যশুনি কৃষ্ণ গুণমণি। কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর বাণী।। শুন প্রিয়ে তুয়ালাগি প্রাণ যৈছে করে। তাহা কি কহিব আমি শুনহ পদ্মারে।' ব্যাকুল হইয়া ঘরে রহিতেনাপারি। সদা তুয়া গুণে মন বনে ফিরি ফিরি।। অকস্মাৎ চন্দ্রা বাক্য কেহযদি কয়। তাহাশুনি প্রাণ মোর বৈকুল্য করয়।। চন্দ্র চন্দ্রাবলীনামে কিছু মাত্র ভেদ। নামাভাস শব্দে চিত্তে উপজয়ে খেদ।। তুয়া অঙ্গ সঙ্গলাগি লালসা বাঢ়য়। নিজ মনোবৃত্তি এই কহিলানিশ্চয়।। এইমতে দুইজনে কথা যত হৈল। রাই গণ সারী তাহা দেখিল শুনিল।। তুরিতে উড়িয়া গেল রাধিকার স্থানে। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে।। শুনিয়া ললিতা তবে ঈর্ষাযুতা হৈলা। সখীগণ লৈয়া তবে যুক্তি আরম্ভিলা।। শুন সব সখীগণ আমার বচন। গোবর্দ্ধন মল্লগৃহে যাহ একজন।। চন্দ্রা বলী বার্ত্তা তারে কহ বিশেষিয়া। শুনি মল্ল যায় যেন ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।। চন্দ্রাবলী লৈয়া যেন রাখে নিজঘরে। পুনরপি নহে যেন ঘরের বাহিরে।। এত কহি ললিতা যে সখী পাঠাইলা। গোবর্দ্ধন মল্ল গৃহে তিহোঁ শীঘ্র গেলা।। তাঁরে দেখি কহে গোবর্দ্ধনের জননী। কোথা হৈতে আইলা কিবা কহিবারে বাণী।। তবে সেই সখী কহে শুন ঠাকুরাণী। কহিতে আইনু তুয়া স্থানে এক বাণী।। তুয়া বধূ চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের সহিতে। বিলাস করয়ে কুঞ্জে আনন্দিত চিত্তে।। মল্লের কলঙ্কহয় নাপারি সহিতে। তেকারণে শীঘ্র আইনু তোমার সাক্ষাতে।। শুনিঞা করালা অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা। অতিশীঘ্র গিয়া সেই স্থানে উত্তরিলা।। দূরে হৈতে পদ্মাসখী তাহারে দেখিলা। অতি শঙ্কাযুতা হৈয়া কহিতে লাগিলা।। শুন চন্দ্রাবলী তোমার শাশুড়ী আইলা। শুনি চন্দ্রাবলী ত্রাসে মূর্চ্ছিতা হইলা নেত্রভুলি দেখে কৃষ্ণ আইলা বৃদ্ধানী। শীঘ্রগতি আপনেই হৈলা কাত্যায়নী।। সেরূপ দেখিয়া পদ্মা আনন্দ পাইলা। হেনকালে মল্লের জননী তাঁহা আইলা মহাক্রোধ করি কহে সব সখীগণে। পরপতি লোভে সভে আইস বধূসনে।। এতদিনে ব্যক্ত হৈল তোসভা চরিত। উপযুক্ত শাস্তি আজি করিব ত্বরিত।। এত শুনি পদ্মা কহে প্রগল্‌ভা বচনে। এমত নিষ্ঠুর বাণী কহ কিকারণে।। তুয়া বধূ লৈয়া আইনু পূজিতে দেবতা। তাহাবিনু অন্যকিছু নাজানি সর্ব্বথা।। দেখহ যে তুয়া বধূ কাত্যায়নী স্থানে। স্বামীর কুশল বর করয়ে প্রার্থনে।। সাক্ষাত হইয়া দেবী বর দিতেছিলা। তোমা দেখি অন্তর্দ্ধান প্রতিমা হইলা।। এত শুনি বৃদ্ধা সেই স্থানেতে আইলা। বচন প্রত্যক্ষ দেখি আনন্দ পাইলা।। নানা আশীর্ব্বাদ বৃদ্ধা করিতে লাগিলা। তাহাশুনি চন্দ্রাবলী উঠি দাণ্ডাইল।। শাশুড়ী দেখিয়া আগে করিলা প্রণাম। আশীর্ব্বাদ কৈল বৃদ্ধা করিয়া সম্মান।। পদ্মা আদি সখী গণে আশীর্ব্বাদ কৈল। মহানন্দে সভা লৈয়া গমন করিল।। তবে কৃষ্ণ নিজরূপ

করিল প্রকাশ। দেখিয়া সুবলচন্দ্রের উপজিল হাস॥ কহিতে লাগিলা সুবল শুন কৃষ্ণচন্দ্র। বিদ্যাবলে কর তুমি নানা ছন্দবন্দ॥ সার্থক তোমার বিদ্যা আজি কার্য্য কৈল। প্রমাদ হইতে তোমা আমা উদ্ধারিল॥ এইমতে নানা কথা কহে সুবলচন্দ্র। শুনি আনন্দিত কৃষ্ণ হাসে মন্দ মন্দ॥ রাইরে মিলিতে অতি উৎ-কণ্ঠিত হৈলা। সুবলেরে সঙ্গে করি গমন করিলা॥ যেখানে রাধিকা রহে সখী গণ সঙ্গে। সেই কুঞ্জে উপস্থিত হৈলা বহুরঙ্গে॥ দূরে হৈতে দেখে রাই কৃষ্ণ আগমন। ফিরিয়া বসিলা অতি বিরস বদন॥ ললিতা প্রগল্‌ভা বাক্য লাগিলা কহিতে। এথায় না আইস কৃষ্ণ কহিল তোমাতে॥ শঠ নায়ক তুমি ধৃষ্টতা করিয়া। কুঞ্জে ফের পর নারীগণ আলিঙ্গিয়া॥ সে সকল চিহ্ন তুয়া অঙ্গে ব্যক্ত হয়। অতএব তুয়া সঙ্গ উপযুক্ত নয়॥ যার সঙ্গে এতক্ষণ করিলা বিলাস। তারে ছাড়ি কেনে আইলা রাধিকার পাশ॥ এথাকার আশা ত্যাগ কর তুমি মনে। ত্বরাকরি গমন করহ সেই স্থানে॥ নাজানি তোমার সঙ্গে করেছিনু প্রীত। এবে সবে জ্ঞাত হইনু তোমার চরিত॥ এত শুনি কৃষ্ণ কহে গদ গদ স্বরে। কি দোষ করিনু কেনে ক্রোধকর মোরে॥ রাইসঙ্গ বিনু মোর কিছু নাহি মনে। রাধা লাগি সদা আমি ফিরি বনে বনে॥ রাধা মোর নেত্রাঞ্জন প্রাণের ঈশ্বরী। রাধা নাম রূপ গুণ সদা ধ্যান করি॥ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা দেখিয়ে রাধিকা। রাধা বিনু আরকিছু নাজানি অধিকা॥ তুমি অনুরাধা মোর আনুকূল্য কর্ত্তা। বিপত্তি পড়িলে সবে তুমি সে রক্ষিতা॥ মোর প্রতি তুয়া ক্রোধ নহে উপযুক্ত। সদা সর্ব্বক্ষণ আমি রাধা অনুরক্ত॥ দোষ দেখ দণ্ডকর যে হয় উচিতে। এত কহি রাই আগে পড়িলা ভূমিতে॥ নানা মত স্তুতি কৃষ্ণ করেন রাইরে। বাহু ধরি সাধে অতি কাতর অন্তরে॥ নেত্রে অশ্রুধারা বহে গদ্গদ বচনে। এইমত কৃষ্ণ অতি করিল সাধন॥ তথাপি রাধিকা মনে প্রসন্ন নহিলা। বিমর্ষ হইয়া কৃষ্ণ গমন করিলা॥ এইত কহিল রাইর মান বিবরণ। মানভঞ্জন কথা ইবে শুন শ্রোতাগণ॥ কৃষ্ণাবস্থা দেখি সখি গেলা রাই স্থানে। কহিতে লাগিলা তাঁরে বিবিধ বন্ধানে॥ শুনহ রাধিকা তুমি আমার বচন। কৃষ্ণপ্রতি এত ক্রোধ কর কি কারণ॥ কৃষ্ণের স্বভাব হয়ে ধার্ষ্ট্যতা কারণ। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয় সে সব লক্ষণ॥ যদ্যপি না জানি পূর্ব্ব করিয়াছ প্রীত। এখনে কি রূপে তারে ছাড়িতে উচিত॥ মানে পূর্ণ মন কিছু না জানিছ এবে। মান গেলে কৃষ্ণ বিনু রহিতে নারিবে॥ কৃষ্ণের অত্যন্ত রাগ তোমাপ্রতি হয়। তুয়া সঙ্গ বিনু অতি অস্থির ফিরয়॥ বিদগ্ধ নাগর কৃষ্ণ রসিক শেখর। মোর বাক্যে তারপ্রতি ছাড় ক্রোধান্তর॥ বিশাখা বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী। কহিতে লাগিলা কিছু ক্রোধ চিত্তে ভরি॥ শুনহে বিশাখে তুমি কহিলে যতেক। সব সত্য হয়ে মিথ্যা নাহি হয়ে এক॥ কিন্তু কৃষ্ণ রীতি দেখি আমার মানস। মন্মথ সহিতে জ্বলি হইল বিরস॥ যত কিছু কহ

তুমি না সান্ত্বায় কানে। কেবল উদ্বেগ মাত্র হয়ে সে আখ্যানে ॥ তুমি মোর অতিপ্রিয় সখীর প্রধান। কেনে বা শুনাহ পুনঃ তার গুণাখ্যান ॥ রাধিকার এত কথা শুনিয়া বিশাখা। কৃষ্ণের নিকটে শীঘ্র আসিদিল দেখা ॥ তারে দেখি কৃষ্ণ কহে মধুর উত্তরে। কহ বিশাখিকা রাই কি কহিল মোরে ॥ তাহা বিনা মোর প্রাণ বৈকুল্য করয়ে। কহদেখি কিরূপে প্রসন্ন তিহোঁ হয়ে ॥ যদ্যপি তাহার সঙ্গে নাহয়ে মিলন। শরীর তেজিব সত্য কহিল বচন ॥ তাহাশুনি বিশাখিকা গদ গদ স্বরে। কৃষ্ণের বদন হেরি কহয়ে সত্বরে ॥ শুন কৃষ্ণচন্দ্র আজি তোমার কারণে। অনেক প্রকারে সাধিলাম রাইস্থানে ॥ কদাচিত চিত্ত তার প্রসন্ন নহিল। তুয়া নামে মান পুনঃ দ্বিগুণবাড়িল ॥ তাহাদেখি সখীসব কহিল বচন। কানুরে রাইর মান নহিবে ভঞ্জন ॥ সন্ধান করিয়া যদি রাইরে মিলয়। তবেসে ঘুচিবেমান কহিল নিশ্চয় ॥ এতশুনি আইনু আমি হইয়া চিন্তিতে। মিলন সন্ধান কথা তোমারে কহিতে ॥ কৃষ্ণকহে কিসন্ধান কহত বিশাখা। কিরূপে রাইর সঙ্গে হৈবে মোর দেখা ॥ তুমি যেই কহ সেই করিব সর্ব্বথা। ইথে অন্যমত নাহি কহিলাম কথা ॥ বিশাখা কহেন তুমি শ্যামাসখী হৈয়া। রাইস্থানে যাবে বীণা হাতেতে করিয়া ॥ আমরা সকলে সেই স্থানেতে রহিব। তুয়াগুণ প্রশংসিয়া তাহারে কহিব ॥ আজ্ঞাপাইয়া তুমি বীণা বাজাবে সত্বরে। তাহাশুনি রাই সুখি হইবে অন্তরে ॥ একথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ পাইলা। বিশাখা রাইর স্থানে গমন করিলা ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র শ্যামাবেশ ধরি। রক্তবস্ত্র নানা রত্ন অলঙ্কার পরি ॥ অপূর্ব্ব সাজিল কেহ নাপারে লখিতে। সত্বরে চলিলা কৃষ্ণ বীণা করি হাতে ॥ সখীগণ সঙ্গে রাই আছেন বসিয়া। হেনকালে কৃষ্ণ তথা উত্তরিলা গিয়া ॥ তারে দেখি সখী সব আইস আইস বলে। আদর করিয়া তারে বসায় সেস্থলে ॥ তাহারে দেখিয়া রাই পুছে সখীগণে। কোথাহৈতে এই শ্যামা আইল এখানে ॥ সখীগণ কহে ইঁহো এই দেশে রহে। বীণা বাদ্যকর সর্ব্বস্থানেতে ফিরয়ে ॥ অতিবড গুণিহয়ে শ্যামা সখী নাম। এথায় আইলা শুনি তুয়া গুণগ্রাম ॥ তবে রাই শ্যামাপ্রতি কহয়ে বচন। বীণাবাদ্য করদেখি করিয়ে শ্রবণ ॥ তবে তিহোঁ রাধিকার আদেশ পাইয়া। বীণাবাদ্য করে নানা তান সঞ্চারিয়া ॥ তাল মানে গানকরে অতি সুমধুর। শুনি রাই মনে হৈল আনন্দ প্রচুর প্রশংসা করিয়া তারে কোলেতে করিলা। সে অঙ্গ পরশে রাই বড়সুখ পাইলা ভবে কৃষ্ণ রাধিকার চিবুক ধরিয়া। চুম্বন করয়ে গাঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া ॥ হাসিয়া কহয়ে রাই বিশাখার তরে। এতেক চাতুরী বন্ধ আইসে তোসভারে ॥ তবে কৃষ্ণ রাই সঙ্গে নানা রস কৈল। এই রূপে মানভঙ্গ সঙ্ক্ষেপে কহিল ॥ এইত কহিল মানভঙ্গ বিবরণ। এবে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥ এখনে কহিব রাই ধূলীখেলা স্থান। বিলাস বনের কাছে অতি অনুপাম ॥ নিজ সখী গণ সঙ্গে

সেখানে আসিয়া। ধূলাখেল করে অতি কৌতুক করিয়া ।। হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র আইসে সেই পথে। দেখে রাই খেলাকরে সখীর সহিতে ।। ভূষণে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল। পরিধান সূক্ষ্মবস্ত্র পরম উজ্বল ।। চতুর্দ্দিগে চাহে আঁখি করিয়া চঞ্চল। তাহা নিরখিয়া কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল ।। শীঘ্রগতি সেই পথে গমন করিলা। তাঁরে দেখি সখীগণ কহিতে লাগিলা ।। কেমন সাহসে তুমি আইস এই পথে। বৃষভানু সুতা এথা সখীর সহিতে ।। শুনি কৃষ্ণ কহে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন কাহার যোগ্যতা মোরে করয়ে বারণ ।। একথা শুনিয়া তবে কহে সখীগণ। বারণ করিতে এথা আছে বহুজন ।। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বৃষভানু যার পিতা। রত্নগর্ব্বা কীর্ত্তিদা যাহার হয়ে মাতা ।। যার পিতামহ ব্রজে মহীভানু নাম। পিতামহী সুবিখ্যাতা সুখদা আখ্যান ।। মাতামহ ইন্দু নাম যে রাইর হয়। মাতামহী মুখ রাখ্যা কেবা না জানয় ।। চন্দ্রভানু রত্নভানু স্বভানু ভান্বাখ্যান। যাহার পিতৃব্য গণ গুণ অনুপাম ।। ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র নাম। যাহার মাতুল সৎকীর্ত্তি গুণধাম ।। যার মাতৃস্বসা হয়ে কীর্ত্তিমতি নামে। পিতৃস্বসা ভানুমুদ্রা হয়ে যে আখ্যানে ।। পিতৃস্বসা সাপতি যার কাশ নাম হয়। মাতার ভগিনীপতি হয়ে কুশাম্বুয় ।। যাহার অগ্রজ ভাই হয়েন শ্রীদাম। অনঙ্গমঞ্জরী ছোট ভগিনীর নাম ।। হেন বৃষভানুসুতা এখানে খেলায়। কাহার যোগ্যতা যে এপথে চলি যায় ।। কৃষ্ণ কহে এই পথে যাইব অবশ্য। এতকহি চলে দ্রুত করি মন্দ হাস্য ।। সখী কহে নাগরালী আজি সে জানিব। এই ধূলা লঞা তোমার সব অঙ্গে দিব হেনকালে বাত সহ রেণু ব্যাপ্ত হয়ে। কেবা কোথা রহে কেহ দেখিতে নাপায়ে এই অবসরে কৃষ্ণ রাই অঙ্গ স্পর্শে। আলিঙ্গন করি মুখে চুম্ব দেই হয়ে ।। কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনে রাই আনন্দিত মনে। বাহ্যে ক্রোধ করি তাঁরে করে নিবারণে বয়ঃ সন্ধি কালে এইসব লীলা হয়। স্থান অনুক্রমে লীলা ক্রম বন্ধে নয় ।। এই রূপে লীলা কৃষ্ণ করি সেই স্থানে।। গমন করিলা অন্য কেহ নাহি জানে ।। এবে কহি সরাণ সাকরিখোরী নাম। পর্ব্বতের মধ্যে সেই শোভা অনুপাম ।। গোপ গোপী ধেনুবৎস করে যাতায়াতে। গোদোহন করি দুগ্ধ লয় সেই পথে ইহার দক্ষিণে চিকশালি পুষ্পবন। যাঁহা বেশ করে রাই লৈয়া সখীগণ ।। তৎ পরে দোহনী কুণ্ড পরম শোভন। নানা মণি বদ্ধ কুণ্ড স্থান বিলক্ষণ ।। গোধন সহিতে কৃষ্ণ তথায়ে আসিয়া। গোদোহন করে অতি আনন্দিত হৈয়া ।। কলসে কলসে দুগ্ধ পরিপূর্ণ হয়ে। ভার বহি গোপগণ গৃহে লৈয়া যায়ে ।। রাইর দর্শনে কৃষ্ণ আসি প্রতিদিনে। গবাদি দোহন করে আসিয়া সেখানে ।। গ্রাম পূর্ব্বদিগে কুণ্ড হয়ে ভানুখোর। অতি সুনির্ম্মল জল স্থান মনোহর ।। বৃষভানু রায়ের যতেক ধেনু হয়ে। কুণ্ড চতুর্দ্দিগে বোঢ় সুখে নিবাসয়ে ।। পিয়লসরোবর নাম গ্রামের উত্তরে। যাহাঁ কৃষ্ণ সখাসঙ্গে জলপান করে ।। পিলুসর নামে এক কুণ্ড হয়ে আর

সখীসঙ্গে রাই যঁহা করয়ে বিহার॥ কুণ্ড চারিপাশে পিলু বৃক্ষ বহুতরু। তাহাতে সুপক্ক ফল অতি মনোহর॥ সে ফল কারণে ছলে সুবলাদি সঙ্গে। কুণ্ড তটে আসি রাই সঙ্গে মিলি রঙ্গে॥ এইত কহিল বর্ষাণ বিবরণ। আগে আর লীলাস্থলী করিব বর্ণন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। রাধাকৃষ্ণ লীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীবৃষভানু লীলাস্থলী কথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং॥

———o———

সপ্তদশাধ্যায়ারম্ভঃ।

এইত কহিল বরষাণ বিবরণ। আগে নন্দীশ্বর কথা করিব বর্ণন॥ এখানে সঙ্কেত কথা শুন শ্রোতাগণ। যাহাঁ রাইসঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম মিলন॥ সখীগণ কৃষ্ণ সঙ্গ সন্ধান করিয়া। যেই কুঞ্জে মিলাইল রাইরে লইয়া॥ অতিশয় লীলা সেই রসের মাধুরী। অল্পাক্ষরে তাহা কিছু কহিব বিবরি॥ এক দিন কৃষ্ণ কালি দমনের স্থানে। রাই দরশন পাইলা সখীগণ সনে॥ সেরূপ মাধুরী দেখি আনন্দ পাইল। মনের সহিতে অতি রাগোৎপত্তি কৈল॥ তাহাঁর মিলন লাগি চিন্তিত হইলা। নিভৃতে বসিয়া মনে চিন্তিতে লাগিলা॥ তাহা দেখি সুবল করয়ে জিজ্ঞাসন। চিন্তিত দেখিয়ে তোমা কিসের কারণ॥ নিশ্চয় করিয়া তাহা কহত আমারে। সেইকার্য্য করি আমি হইয়া সত্বরে॥ সুবলের কথাশুনি অতি মর্ম্মি জানি। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ সুমধুর বাণী॥ শুনহ সুবল তুমি পুছিলে যে কথা। মোর মন কালীয় দমন কৈনু যথা॥ সেখানে দেখিনু এক পরমসুন্দরী। কি কহিব তার রূপ গুণ সর্ব্বোপরি॥ অনেক সুন্দরী গণ আছিলা সেখানে। তার রূপ গুণের তুলনা নাহি আনে॥ মন্দ মন্দ হাসি বঙ্ক নয়নের কোণে। মরমে বিন্ধিল মোর সেভুরু কামানে॥ হৃদয়মাঝারে কাম নিদ্রিত আছিল। তাহার নেত্রান্ত বাণে জাগিয়া উঠিল॥ অতিশয় পীড়া মোরে দেয় সে অনঙ্গ। কেমনে পাইব সেই সুন্দরীর সঙ্গ॥ তাহা বিনে প্রাণ মোর স্থির নাহি হয়। হৃদয়ের কথা এই কহিল নিশ্চয়॥ শুনিয়া সুবলচন্দ্র জানিলেন মনে। হেন দশা কৈল কৃষ্ণের রাইর কারণে॥ তাহাবিনে কৃষ্ণেরে বিহ্বল কেবা করে। এইত নিশ্চয় কথা জানিল অন্তরে॥ এত ভাবি তিহোঁ কিছু কহে কৃষ্ণ প্রতি। চিন্তা না করিহ সখে স্থিরকর মতি॥ যে সুন্দরী তুয়া চিত্তরতন হরিল। তাহাকে মিলাব তোমায় নিশ্চয় কহিল॥ একথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে। তুরিতে উঠিয়া

সুবলেরে কোলেকরে । এইমতে এথা কৃষ্ণ রাগোৎপত্তি হয়। অথা রাধিকার দশা এইমত হয়।। কৃষ্ণ দুইবর্ণ শুনি পৌর্ণমাসী মুখে । কর্ণ মন জিহ্বা লুব্ধ হৈল সেই সুখে ।। তারপর শুনিল যে মুরলীর ধ্বনি । তাতে উপজিল রতি বিকল পরাণী।। যমুনার কুলে যাইতে কদম্ব কাননে। শ্যামল সুন্দর তনু হেরিয়া স্বপনে।। দুর্নীল চরিত্র তাঁর ভাবয়ে অন্তরে। তিনে রতি হৈল মতি নির্দ্ধারিতে নারে ।। তবে উপজিল অনির্বচনীয় দশা । কেমতে মিলিব মনে সতত লালসা ।। উদ্বেগ হইল মনে কম্প ঘন হয়। নিশ্বাস ছাড়য়ে একস্থানে নাহি রয়।। স্তব্ধ হৈয়া রহে মুখশুষ্ক অতিশয়। শয়ন করিলে নিদ্রা নয়নে না হয় ।। পুলকিত অঙ্গ সব স্থির নহে মন। চমকি উঠয়ে বসি করে জাগরণ ।। অতি যে দুর্গম ভ্রম উপ জয়ে দেহে। ক্ষণে২ ক্ষীণ তনু মৌনকরি রহে ।। সখীগণ জিজ্ঞাসিলে না কহে উত্তর। দর্শন শ্রবণাভাবে জড়িমা অন্তর ।। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখ সহিতে না পারে ।তথাপি গাম্ভীর্য্যে রহে স্পষ্ট নাহি করে ।। ক্ষণেক বিবেকি হৈয়া আপনাকে নিন্দে। ক্ষণে হায় হায় করি ফুকরিয়া কাঁন্দে ।। শিরঃপীড়া করে কিছু বচন না কহে । নিশ্বাস ছাড়িয়ে কভু পড়িয়া যে রহে।। অভীষ্ট লালসা চিত্তে উত্তাপ লক্ষণ। ব্যাধি যেন বুঝিতে নাপারে সখীগণ ।। উঠিতে বসিতে কিবা খাইতে শুইতে । নিরন্তর সোয়াস্থি না পায় কিছু চিত্তে ।। ক্ষণে ভ্রমহয় যে আইলা মহা শয়। উন্মাদ স্বভাবে নানা প্রলাপ করয়।। কৃষ্ণ না দেখিয়ে হয় মোহিত অন্তর। মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে কাতর অন্তর।। রাধিকার হেনদশা দেখে সখীগণে । জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু মধুর বচনে ।। শুন রাই তুয়া হেনদশা কেনে হয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যউক সংশয়।। আমরা তোমার সখী তুয়া দশা দেখি। অতি যে ব্যাকুল হৈয়া বারে সর্ব্ব আঁখি ।। সখীর বচন শুনি রাই সুনাগরী। কহিতে লাগিলা প্রেমে হইয়া আগরী ।। শুন প্রিয় সখী মোর হৃদয় বচন ।। কি কহিব মোর দুঃখদশা বিবরণ ।। সহজে অবলা মুঞি হইকুলবতী। পুরুষ ত্রয়েতে মোর লুব্ধ হৈল মতি ।। একমন তিনদিগে ধাইতে লাগিলা। অতএব মোর হেন দশা উপজিলা।। মরণ উচিত ইথে জীবনে কি কাজ। ধিক্ রহুঁ দেহে মোর মাথে পড়ু বাজ।। রাইর বচনশুনি ললিতা সুন্দরী। কহিতে লাগিলা কথা রাইরে নেহারি ।। শুন বৃষভানু সুতে কোন তিনজনে। হরিল তোমার মনী কেমন বন্ধানে একথা শুনিয়া রাই কহে ললিতারে। শুন সখী কহি মোর চিত্ত যে যে হরে ।। কৃষ্ণ বলি নাম হয় কোন যে পুরুষে। সেকথা শ্রবণ মাত্রে হৃদয়ে প্রবেশে ।। দৃঢ় রূপে পৈসে রহে বাহে নাহি যায়। পরাণ বৈকুল্য করে মন রহে তায় ।। আর যে পুরুষ তার বংশীধ্বনি শুনি। আনন্দ উন্মাদ জন্মে বিকল পরাণী ।। চঞ্চল স্বভাব মন তার স্থির গতি। একান্ত হইয়া রহে সেই ধ্বনিপ্রতি ।। আর একজন কথা করহ শ্রবণ। স্বপ্নেতে সাক্ষাৎ দেখি পুরুষরতন ।। নবঘন জিনি তনু

পরম উজ্বল। অরুণ অধর নেত্র হস্ত পদতল ॥ পীতাম্বর পরিধান রত্নভূষা অঙ্গে। মৃদুহাসি রসকথা কহে নানা রঙ্গে ॥ এই রূপে সে পুরুষ আসিয়া সত্বরে। বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন করে ॥ নহি নহি নহি মুঞি কহি পুনঃ পুনঃ। তবু সে আমার মুখে করয়ে চুম্বন ॥ না জানি কি রস তার অধরে আছিল। তাহা পান করাইয়া চিত্ত হরি নিল ॥ রাই মুখে এতকথা শুনি সখীগণ। সভে সভার মুখপানে করে নিরীক্ষণ ॥ হেন কে পুরুষ এই ব্রজপুরে হয়। রাধিকার ধৈর্য্যগিরি চালন করয় ॥ ভাবিয়া ললিতা কহে জানিল নিশ্চয়। কৃষ্ণবিনু হেন কার্য্য অন্যের না হয় ॥ নন্দের নন্দন তিহঁ মুরলীবদন। যার রূপ হেরি হরে কন্দর্পের মন ॥ চিত্তচোর নাম তার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব রাই মন তাহে হয় লুব্ধ ॥ এতেক ভাবিয়া দেবী কহয়ে বচন। শুন সখী তিন পুরুষ নহে এক জন পহেলা শুনিলে যার কৃষ্ণবর্ণ হয়। তাহারি যে বংশীধ্বনি মোহ মন্ত্রময় ॥ স্বপনে দেখিলে সেই নবঘনশ্যাম। পীতাম্বর ধারী যেন অভিনব কাম ॥ ভিন্ন নহে তাঁর এই আকৃতি প্রকৃতি। চিন্তানা করিহ সখী স্থিরকর মতি ॥ তাহা শুনি চিত্তোৎকণ্ঠা বাঢ়ে রাধিকার। কহ সখী কৈছে হৈবে মিলন তাহার ॥ সে নাগর রত্ন যবে দেখিব নয়নে। তবে সে হইবে মোর সফল জীবনে ॥ এত শুনি সখীগণ ভাবে মনে মনে। কেমনে ইহার দেখা হবে কৃষ্ণসনে ॥ ইহঁ বৃষভানুসুতা কুলেররমণী তিহঁ ব্রজরাজপুত্র সর্ব্ব শিরোমণি ॥ দুর্ল্লভ দুর্ঘট হয় দোহাঁর সংযোগ। মিলন নহিলে রাইর বাঢ়য়ে বিয়োগ ॥ এইমতে সভে চিন্তা করে মনে মনে। হেন কালে সুবল আইলা সেইখানে ॥ দেখিয়া ললিতা অতি প্রসন্নবদনে। রাইর সংবাদ তারে কহে সঙ্গোপনে ॥ শুনিঞা সুবলচন্দ্র আনন্দ অন্তরে। বাহ্যে বা কছল করি কহেন তাহারে ॥ শুনহে ললিতে তুমি আমার বচন। তুমি যে কহিলে অতি প্রমাদ লক্ষণ ॥ কিরূপে সম্ভব হয় দোহাঁর মিলন। ইহঁ রাজকন্যা তিহঁ রাজার নন্দন ॥ ঘরের বাহির হৈতে রাধিকা নারিবে। তাঁহার গমন এথা কি রূপে হইবে ॥ অন্তঃপুর মধ্যে রাধিকার হয়ে স্থিতি। কেমতে হইবে ইথে মিলন সঙ্গতি ॥ আর এক স্বভাব কৃষ্ণের হয়েত নিশ্চয়। সখা সঙ্গ বিনা এক পদ না চলয় ॥ সখাগণ মধ্যে রাধিকার জ্যেষ্ঠ ভাই। শ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে থাকয়ে সদাই ॥ কৃষ্ণের চাঞ্চল্য যদি তিহঁ নিরীক্ষয়। নিজসম ভাই বুদ্ধ্যে নিষেধ করয়। স্বতন্ত্র না হয়ে কৃষ্ণ হয়ে পরতন্ত্র। যথা সখা চলে তথা যায় কৃষ্ণচন্দ্র ॥ এরূপে কেমতে হইবে দোঁহার মিলন। অসম্ভব হয়ে তাঁহা রাইর গমন ॥ সুবলের এত বাক্য শুনিঞা ললিতা। কহিতে লাগিলা অতি সুমধুর কথা ॥ শুনহ সুবলচন্দ্র যে কহিয়ে আমি। মিলন সঙ্গতি হয়ে যদিকর তুমি ॥ ভানুপুরোত্তরে নন্দীশ্বরের দক্ষিণে। একস্থান আছে অতি পরম নির্জ্জনে ॥ সঙ্কেতের যোগ্যস্থান দেখিতে

সুন্দর। দোহাঁর নিকট হয় নির্জ্জন গহ্বর ॥ কোনছলে তাঁরে রায়ের উৎকণ্ঠা জানাঞা। সেই স্থানে আন যদি সঙ্গতি করিয়া ॥ আমি রাধিকারে লৈয়া যাই সেই স্থানে। একত্রে মিলয়ে দোহেঁ দেখিয়ে নয়নে ॥ এতশুনি সুবলের অন্তরে উল্লাস। ললিতারে কহে কথা করিয়া প্রকাশ ॥ শুনহে ললিতে দেবী তোমারে কহিয়ে। ইহাবহি সুখ কিবা মোসভার হয়ে ॥ রাধাকৃষ্ণ একত্রে মিলিব কুঞ্জবনে সেবন করিব সুখে হেরিব নয়নে ॥ তুয়াবার্ত্তা শিরেধরি যাই কৃষ্ণ স্থানে। রাধিকার রাগোৎকণ্ঠা করি নিবেদনে ॥ তুয়া বাক্যে রাই দশা করিয়া শ্রবণ। অবশ্য প্রসন্ন হইবে ব্রজেন্দ্রনন্দন। মুঞি তাঁর প্রিয়নর্ম্ম সখা একজন। মোরবাক্য তিহঁ নাহি করয়ে লঙ্ঘন ॥ অবশ্য আনিব কৃষ্ণে সেই কুঞ্জবনে। এতবলি সুবলচন্দ্র করিল গমনে ॥ শীঘ্রগতি আসি উত্তরিলা নন্দীশ্বরে। কৃষ্ণসহ কহে কথা আনন্দ অন্তরে ॥ যাহারে দেখিয়া তোমার চিত্ত ভুলিগেল। তাহার সন্ধান আজি আমিত করিল ॥ বৃষভানু রায়ের কন্যা রাধা তাঁর নাম। ভুবন বিজয়ী রূপ গুণ অনুপাম ॥ তাঁর সখীগণে মুখ্যা হয়ে একজনা। ললিতা তাহার নাম অতি বিচক্ষণা ॥ তাহারে অনেক কথা প্রকারে কহিল। তিহঁত অনেক রূপে প্রত্যুত্তর দিল ॥ এইরূপে দোঁহে অতি বাকছল গেল। পশ্চাতে প্রসন্না হৈয়া সম্বাদ কহিল ॥ সঙ্গোপন রূপে কৃষ্ণে সঙ্গেতে আনিবে। প্রদোষে আসিবে অতি ব্যাজ না করিবে ॥ বৃষভানু পুরোত্তরে আছয়ে কানন। পরম সুন্দর স্থান অতি সুনির্জ্জন ॥ এত শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইলা। সুবলের সঙ্গে তথা গমন করিলা ॥ সঙ্কেত স্থানেতে শীঘ্র আসি উত্তরিলা। বনশোভা দেখি অতি আনন্দিত হৈলা ॥ এথায়ে ললিতাদেবী আনন্দিত মনে। রাই প্রতি কহে কিছু মধুর বচনে ॥ শুন বৃষভানুসুতে যে কহিয়ে আমি। যাহার লাগিয়া ব্যাকুল তোমার পরাণী ॥ সেই যে নাগর এই সন্নিধ্য কুঞ্জেতে। মনো অভিলাষে মিল তাহার সহিতে ॥ পরম বিদগ্ধ তেহঁ ব্রজেন্দ্র নন্দন। কৃষ্ণ দ্বি অক্ষর নাম মুরলী বদন ॥ এত শুনি রাই কিছু ঈষত হাসিলা। মুগ্ধার স্বভাবে মনে শঙ্কাযুক্তা হৈলা ॥ ললিতারে কহি কিছু মধুর বচনে। কেমতে মিলিব আমি সেই কৃষ্ণ সনে ॥ কদাচ নারিব আমি সেখানে যাইতে। হৃদয়ের কথা এই কহিল নিশ্চিতে ॥ শুনিয়া ললিতা কহে রাইমুখ চাই। স্বচ্ছন্দে মিলহ তুমি কোন শঙ্কা নাই ॥ আমরা রহিব সভে তুয়া সন্নিধানে। ইতে অন্যমত কিছু না ভাবিহ মনে ॥ তাঁহার দর্শন অঙ্গস্পর্শ যবে পাবে। আনন্দ হইবে অতি দুঃখ সব যাবে ॥ মোসভার বাক্যে তুমি করহ গমন। শুনিয়া রাধিকা কিছু কহেন বচন ॥ তোমার যে বাক্য আমি কতেক লঙ্ঘিব। তুমি যাহা কহ সেইমত আচরিব ॥ তবেত ললিতা অতি আনন্দিত মনে। নানা বেশ ভূষা করি চলে সর্ব্ব জনে ॥

তথাহি। মুগ্ধা নববয়ঃ কামারতৌ বামাসখীবশা ॥ ইতি ॥

সখীগণ সঙ্গে চলে রাধিকা সুন্দরী। কভু হর্ষ কভু বিষাদ হয়ে চিত্তোপরি ক্ষণে শীঘ্রগতি ক্ষণে চলে মন্দগতি। গাম্ভীর্য্য সহিত মিলন ভাব ব্যক্ত তথি॥ চতুরা ললিতা নানা রসকথা ছলে। কুঞ্জমধ্যে শীঘ্রগতি চলেন সকলে॥ সে কুঞ্জ ভিতরে স্থান পরম উজ্জ্বল। তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ সংহতি সুবল॥ রাই আগমন দেখি অতি হর্ষচিত্তে। চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ লাগিলা চাহিতে॥ তবেত ললিতা অতিশয় যত্নকরি। কৃষ্ণ আগে রাই নিল করিয়া চাতুরী॥ বাহির হইলা সভে হইয়া সত্বরে। রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ রহে কুঞ্জের ভিতরে॥ কৃষ্ণেরে দেখিয়া রাই পটাঞ্চল দিয়া। নিজ মুখ মুড়ি রহে অঙ্গমোড়া দিয়া॥ রসিক নাগর কৃষ্ণ হইয়া সত্বরে। রাইর অঞ্চল ধরি বহু যত্ন করে॥ অম্বর সম্বরে রাই হস্ত প্রসারিয়া। বঙ্কিম নয়ন করি রহে দাণ্ডাইয়া॥ বাহু পসারিয়া কৃষ্ণ রাই কোলে করি। বহু যত্ন পাঞা বসাইল উরুপরি॥ সে অঙ্গস্পর্শন পাঞা রাধিকার চিত্তে। নানা ভাবগণ দেহে হৈল উপস্থিতে॥ অশ্রু পুলক কম্প চঞ্চল নিশ্বাস। অঙ্গদৃঢ় হয় কভু মন্দ মন্দ হাস॥ কৃষ্ণ অতিযত্ন করে চুম্বন লাগিয়া। হেঁট মুণ্ডে রহে রাই বদন ঝাঁপিয়া॥ নানা রস কথা কৃষ্ণ কহেন রাইরে। রাই মৌনকরি রহে না দেই উত্তরে॥ কাম কঠোর অতি কামিনী কঠিন। এইমত হয় প্রথম মিলনের চিহ্ন॥ তারপর দোহাঁকার হইল মিলন। রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ রতিরসে নিমগন॥ সঙ্গোপনে রহি ললিতাদি সখীগণে। রাধাকৃষ্ণ রসলীলা করে দরশনে॥ সঙ্কেত কুঞ্জেতে যেই সঙ্ক্ষিপ্ত লক্ষণ। সঙ্ক্ষেপে কহিল দোহাঁর প্রথম মিলন॥ এইত সঙ্কেত কথা করিল বর্ণন। যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ হয় মন॥ এবে কহি বিহ্বল কুণ্ড সঙ্কেত সন্নিধানে। রাধা নাম শুনি কৃষ্ণ বিহ্বল যেখানে॥ এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র সুবলের সনে। সেই স্থানে উপস্থিত হৈলা হর্ষমনে॥ পরম নির্জ্জন স্থান অতি শোভাধরে। নানা বৃক্ষগণ তহিঁ আছে থরে থরে॥ ময়ুর কোকিল শুক শারি পক্ষগণে। নানা শব্দ করে অতি আনন্দিত মনে॥ সে স্থান দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ পাইলা। সুবলের সঙ্গে কুণ্ডতটেতে বসিলা॥ হেনকালে শারী এক বৃক্ষডালে বৈসে। রাধাগুণ গানকরে মনের হরিষে॥ রাধানাম শুনি কৃষ্ণের আনন্দ বাড়িল। নানা ভাব আসি দেহে উদয় করিল॥ কম্পঅশ্রু পুলক গদ্গদ স্বরভঙ্গ। গাঢ় অনুরাগে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ অনুরাগে যাহাঁ কৃষ্ণের পড়ে নেত্রদ্বয়। তাঁহা রাই মূর্ত্তি দেখি ধাইয়া চলয়॥ আইস মোর প্রাণপ্রিয়া বলে বারে বারে। এথা কেনে আছতুমি ছাড়িয়া আমারে॥ কৃষ্ণের সে প্রেম দশা দেখিয়া সুবল। রাইর মিলন লাগি হইলা বিকল॥ রাই সঙ্গে কৈছে হৈবে কৃষ্ণের মিলন। তাহা বিনা দেখি বড় প্রমাদ লক্ষণ॥ তবে সে শারিকা প্রতি কহিতে লাগিলা। রাধানাম লৈয়া তুমি অনর্থ করিলা॥ এখানে যেরূপে হয় তাহার মিলন। সেই কার্য্য কর তুমি পাইয়া যতন॥ শারী কহে তুমি স্থিরক হ

কৃষ্ণেরে। সখীসঙ্গে আসি রাই মিলিব সত্বরে ।। এইমত শারীবাক্য সুবলের সঙ্গে। হেনকালে রাই সখীসনে আইসে রঙ্গে ।। নূপুর কিঙ্কিণী বলয়ার ধ্বনি শুনি। আনন্দিত হঞা তিঁহ কৃষ্ণে কহে বাণী ।। স্থিরহও মোর প্রাণসখা কৃষ্ণ চন্দ্র। রাধিকা আইলা দেখ সঙ্গে সখীবৃন্দ ।। এত শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দ অন্তরে কেথো রাই কোথা রাই কহয়ে সত্বরে ।। হেনকালে রাই আসি মিলিলা সেখানে আনন্দ পাইল দোহেঁ দোহাঁর দর্শনে ।। রাধাঙ্গ স্পর্শনে কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা। বুকে বুকে মুখে মুখে লাগিয়া রহিলা ।। তাহা দেখি সুবলের স্থির হৈল মন। সখীগণে কহে কৃষ্ণদশা বিবরণ ।। এইত কহিল বিহ্বলকুণ্ড বিবরণ। রাধানাম শুনি যাঁহা প্রেমে অচেতন ।। সেই কুণ্ডতটে যেইজন বাসকরে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমে হয় বিহ্বল অন্তরে ।। এবেত কহিব প্রেমসরোবর কথা। রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে প্রেমে পূর্ণ যথা ।। বৃষভানুপুর হৈতে নন্দীশ্বরে যাইতে। সরোবর হয় সেই পথ বামভিতে ।। অতি সুনির্জ্জন স্থান পরম সুন্দর। চারিদিগে পুষ্পোদ্যান শোভে মনোহর ।। একদিন সখীসঙ্গে আসি দুইজন। তথা যে বিহরে অতি আনন্দিতমন রত্নবেদি মাঝে বসিয়াছে রাধাকৃষ্ণ। চারিদিগে সখীগণ দর্শনে সতৃষ্ণ ।। সেখানে ভ্রমর এক আইল হেনকালে। উড়িয়া পড়িতে চাহে রাই কর্ণোৎপলে ।। তাহা দেখি রাই অতি অস্তব্যস্ত হয়ে। শঙ্কা কেনে পাও রাই কৃষ্ণচন্দ্র কহে ।। মধুকর করুপান ও মধুমঙ্গল। তুমি কেনে তা লাগি হৈতেছ চঞ্চল ।। এত শুনি মধুমঙ্গলের শঙ্কা হৈল। সত্বরে আসিয়া সে ভ্রমর দূর কৈল ।। মধুসূদন গমন করিল এথা হৈতে। রাই চিত্তে খেদ হৈল একথা শুনিতে ।। প্রেমেতে বৈচিত্ত দশা হইল উদ্গাম। বিরহে ব্যাকুলা বাহ্যধর্ম্ম সঙ্গোপন ।। কৃষ্ণ কোলে থাকি কৃষ্ণে নাপায় দেখিতে। গাঢ় রাগোৎকণ্ঠা মনে লাগিল কহিতে ।। কহ সখীগণ প্রাণ নাথ কোথা গেলা। কিবা দোষ পাঞা তিঁহ আমারে ছাড়িলা ।। কমল লোচন শ্যাম বিদগ্ধ শেখর। মোরে এথা রাখি কেনে গেলা স্থানান্তর ।। সহজে অবলা জাতি মুঞি কুলবতি। কিছুই নাজানি রহি তোমার সঙ্গতি ।। তুমিত রসিক বর আমার জীবন। তোমা বিনু প্রাণ নাহি রহে একক্ষণ ।। কোথা আছ প্রাণনাথ মোরে নেহ তথা। তোমাবিনু রহিবারে নাপারি সর্বথা ।।এতেক কহিয়া রাই কাঁন্দে উচ্চরায়। দেখিয়া কৃষ্ণের অতি বিস্মিত হিয়ায় ।। রাধাপ্রেমে কৃষ্ণ প্রেম উথিলল অতি। দোহাঁ নাহি হেরে দোহেঁ ডাকে দোহাঁ প্রতি ।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাই ডাকয়ে যখন। রাধা রাধা শব্দ কৃষ্ণ করে উচ্চারণ ।। দোহাঁর নয়নে প্রেম রূপ নীর ঝরে। অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম পড়ে দুহুঁ কলেবরে ।। নেত্রনীর ঘর্ম্ম জল একত্র হইয়া। সরোবর মধ্যে পূর্ণ হইল আসিয়া ।। প্রেমেতে দোহাঁর বাহ্য নাহিক স্মরণ। মুর্চ্ছিত হইল অঙ্গ নাহয় স্পন্দন ।। সখীগণ দোহাঁদশা করি নিরীক্ষণ। স্তব্ধ প্রায় রহে সভে হরিল চেতন ।। সভারে মুর্চ্ছিত দেখি প্রমাদ গণিয়া।

শারি শুক শব্দকরে বৃক্ষেডালে রয়্যা।। রাধানামোচ্চার শারী করে ঘনে ঘন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি শুক ডাকয়ে সঘন।। দুহুঁ নাম দুহুঁ কর্ণে প্রবেশ করিল। আনন্দ অন্তরে দোহাঁর চেতন হইল।। নিজ নিজ আগে দোহেঁ দেখি দুহুঁ মুখ। চুম্বনালিঙ্গন করে পাঞা অতিসুখ।। রাধাকৃষ্ণ শব্দ কর্ণে শুনি সখীগণ। চেতন পাইয়া দেখে দোহাঁর বদন।। আনন্দ হইল সব দুঃখ গেল দূরে। স্বচ্ছন্দে বিহরে সভে কুণ্ডতটোপরে।। সেই কুণ্ডে একবার স্নান যে করয়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ সেই হয়।। প্রেমসরোবর তাহা করিতে লিখন। প্রসঙ্গে হইল প্রেম বৈচিত্ত বর্ণন।। সঙ্কেত নিকটে কৃষ্ণকুণ্ড বিলক্ষণ। কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম।। কুণ্ড চারিপাশে হয় পুষ্পের কেয়ারি। ঝলমল করে স্থল শোভা মনোহারী।। সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ মনের হরিষে। রাধিকার সঙ্গে আসি সেখানে বিলাসে।। নানা যে রহস্য লীলা সখীগণ সনে। এইমত কহিল সঙ্কেত বিবরণে।। শ্রীগুরুগোসাই পাদপদ্মকরি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণকথনে শ্রীরাধাকৃষ্ণযোঃ পূর্ব্বরাগ মিলনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।।
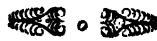
অষ্টাদশাধ্যায়ারম্ভঃ।

এবে কহি নন্দীশ্বর ব্রজেন্দ্র আলয়। যাঁহা কৃষ্ণ বলরাম সদা বিলাসয়।। রত্নময় স্থল অতিশয় শোভাবান। তাহাতে বিচিত্র ঘর দেখিতে সুঠান।। নানা রত্ন মণি গণে হয়েত জড়িত। কৃষ্ণের অট্টালি সর্ব্বোৎকর্ষ সুশোভিত।। সুবলের সঙ্গে কৃষ্ণ অট্টালিতে বসি। নানা রসকথা কহে মন্দ মন্দ হাসি।। রাই অট্টালিকা তাঁহা হৈতে দৃষ্টি হয়। আনন্দে মগন কৃষ্ণ সুবলেরে কয়।। শুন শুন সখা মোর হৃদয়ের বাণী। রাই অদর্শনে মোর ব্যাকুল পরাণী।। কি ক্ষণে তাহারে আমি দেখিনু নয়নে। পাসরিতে নারি সদা পড়ে মোর মনে।। কিবা সে মোহন রূপ গুণ তার হয়। সদাই নিকটে রহি হেন চিত্তে লয়।। কিবা ঘর কিবা বনে যবে যাহাঁ রহি। কিছুই না ভায় মোরে তারসঙ্গ বহি।। শুনিয়া সুবল কহে আনন্দ হৃদয়। যে কহিলে সখা এই সব সত্যহয়।। মোর মনোল্লাস কথা কর অবধানে। সদা রাই সঙ্গ তোমা দেখিয়ে নয়নে।। নানা রস কৌতুক করহ দুইজনে। তা-হাই দেখিয়ে সদা লয়ে মোর মনে।। বিচিত্র রচিত শয্যা করি কুঞ্জালয়ে। রাই সঙ্গে তোমা রাখি বীজন করিয়ে।। অঙ্গহেলা হেলি রহ রসের আবেশে। দেখিয়া আমার চিত্তে বাঢ়য়ে উল্লাসে।। এইমত কথা সুবল কহয়ে কৃষ্ণেরে। শুনি কৃষ্ণ

চন্দ্র অতি আনন্দ অন্তরে ॥ বিশেষ কহিব নন্দীশ্বর নিত্যধামে। সদা কৃষ্ণ রহি বিহরয়ে বৃন্দাবনে ॥ নন্দ ব্রজরাজ যশোমতী ব্রজেশ্বরী। যত গোপ গোপী এ দোঁহার আজ্ঞাকারী ॥ মহারাজোচিত ধাম হয়ে সর্ব্বসার। কৃষ্ণ সুখ লাগিয়া হয়েন অতিস্ফার ॥ সহজে দেখিতে সেই স্থান সঙ্কোচিত। বিস্তার লাঘবতার কৃষ্ণ লীলোচিত ॥ তাবমধ্যে রাজসভা আছে মনোহর। ব্রজবাসীগণ সভা যাহার ভিতর ॥ সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ দরশন তরে। গোপ গোপী ব্রজাঙ্গনা যাহার উপরে প্রদোষ সময়ে করি কৃষ্ণ দরশন। ব্রজবাসীগণ যায় আপন ভবন ॥ পিতা মাতা সখা আর ব্রজাঙ্গনা সনে। বিহার কারণে স্থান হয়ে মনোরমে ॥ ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর মন্দির সুন্দর। নন্দানুজ নন্দের স্থান মনোহর ॥ অতুলা তাহার জায়া অতি সুচরিতা। কৃষ্ণেতে বাৎসল্য তাঁর অতি অদভুতা ॥ নন্দমন্দিরের পাশে রোহিণীর ঘর। অতি সুশোভন স্থান হয়ে মনোহর ॥ বলরামচন্দ্রের মন্দির মণি ময়। মধুমঙ্গলের গৃহ তার কাছে হয় ॥ যশোদার প্রিয়া ধনিষ্ঠাদি যত হয়। তাসভার স্থান গৃহ সব মণিময় ॥ রক্তকপত্রক আদি কৃষ্ণ দাস যত। সকলের স্থান আছে মণি বিরচিত ॥ যশোদা রোহিণী নন্দ বাৎসল্যেতে পূর্ণ। কৃষ্ণ বল রাম সেবাকরে সর্ব্বক্ষণ ॥ প্রাতঃকালে কৃষ্ণ লাগি পাক করিবারে। কুন্দলতা দ্বারে রাণী আনয়ে রাইরে ॥ শ্রীরাধিকা আপনার সখীগণ সঙ্গে। নন্দীশ্বর গমন করিয়া রসরঙ্গে ॥ পাককরে রসবতী রোহিণীর সাথে। কৃষ্ণ লাগি নানা যে বন্ধান মনোরথে ॥ রাইসঙ্গে ললিতাদি সখীগণ যত। পাঠাপানা করে কত শত শত মত ॥ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃকালে সখাগণ সঙ্গে। গোসালা গমন করি গোদোহন রঙ্গে পুনরপি সখাগণ সঙ্গে নন্দ ঘরে। গমন করয়ে অতি আনন্দ অন্তরে ॥ স্নান বেশ চিত্র করি মিত্রগণ সঙ্গে। ভোজন করিতে বৈসে রসেরতরঙ্গে ॥ রোহিণী পায়স করে ভোজন মন্দিরে। ভোজ্য পেয় রস রাই দেন তাঁর করে ॥ রন্ধন মন্দিরে থাকি কৃষ্ণ মুখ দেখে। অপাঙ্গ ঈক্ষণে কৃষ্ণ রাইরে নিরখে ॥ তারমধ্যে কত রস তরঙ্গ উথলে। ভোজন করয়ে সভে অতি কুতূহলে ॥ ভোজন সময়ে যত কৌতুক আনন্দ। পরম সুখেতে তাহা হেরে সখীবৃন্দ ॥ বিদূষক শ্রীমধুমঙ্গল হাস্যকরে। বিকৃতাঙ্গ বেশে বাক্যে কৃষ্ণে সুখী করে ॥ কৃষ্ণসখাগণের না হয়ে পরিমাণ। রাধিকার সখী যত কে করে ব্যাখ্যান ॥ সখা সখী সঙ্গে কৃষ্ণ নন্দীশ্বর পুরে। ভোজন কৌতুকে তথা আনন্দে বিহরে ॥ আঁচমন করি সভে মুখশুদ্ধি কার। ক্ষণেক বিশ্রাম করে পালঙ্ক উপরি ॥ দাসগণ করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন। তবে সভে গোচারণে করেন গমন ॥ তাবৎ রাধিকা নিজ সখীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ রূপ [illegible] সয়ে রসরঙ্গে ॥ ব্রজেশ্বরী উপরোধে রাইরে ভোজন। করান ধানিষ্ঠা র[illegible] সখীগণ ॥ কৃষ্ণাধরামৃত সঙ্গোপনেতে আনিয়া। রাধিকারে দেন অতি [illegible] হৈয়া ॥ কৃষ্ণাধরামৃত রাই করি আস্বাদন। আনন্দ সাগরে ভাসে

গদ্গাদ বচন ।। কষ্টেসৃষ্টে ভোজন করিয়া সমাপন। সঙ্গোপনে সকলে করয়ে আঁচমন ।। কখন রাধিকা ধনিষ্ঠিকার সহায়ে। নন্দীশ্বর কুঞ্জে কৃষ্ণ সঙ্গেতে মিলয়ে ।। সকলে নাজানে সেই লীলা সঙ্গোপনে। ললিতাদি শ্রীরূপ রতিমঞ্জরী জানে ।। তবে ব্রজেশ্বরী স্থানে হয়েন বিদায়। তাঁহার বাৎসল্য প্রেম কহনে না যায় ।। নানা রত্ন অভরণ রাধিকারে দিয়া। বিদায় করয়ে রাণী সম্মান করিয়া ।। পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে কৃষ্ণ যায় গোচারণে। সঙ্ক্ষেপে কহিল নন্দীশ্বর বিবরণে ।। নন্দীশ্বর বেড়িয়া যতেক কুণ্ডগণ। চতুরশী সংখ্যা হয় তাহার গণন ।। নন্দীশ্বর উত্তরে পাবনসরো নাম। পরম সুস্নিগ্ধ জল স্থল শোভাবান ।। কদম্বের বৃক্ষগণে সে কুণ্ড বেষ্টিত। মত্ত মধুকরগণ ঝঙ্কারে ললিত ।। মণি বিনির্ম্মিত কুঞ্জ কুটীর সেখানে। তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ সনে ।। ব্রজাঙ্গনা গণ কৃষ্ণ দর্শন ইচ্ছায়। জল আনিবার ছলে সেই কুণ্ডে যায় ।। অতিশয় প্রীতে তাঁরা হেরয়ে কৃষ্ণেরে। তাসভা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ।।

তথাহি ব্রজবিলাসে।

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপ কুল ঝঙ্কার ললিতৈঃ, পরীতে যত্রৈব প্রিয় সলিল লীলাকৃতি মিষৈঃ। মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজ মভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো, বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ।। ইতি

সঙ্ক্ষেপে কহিল পাবন কুণ্ড বিবরণ। এখনে তড়াগ কথা শুন শ্রোতাগণ ।। দেবমিত নামে এক মুনি মহাশয়। তার দুই ভার্য্যা সাধু শাস্ত্রেতে লিখয় ।। প্রথমা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা হয়েত দ্বিতীয়া। যদুবংশোদ্ভব মুনি শুন মন দিয়া ।। প্রথম ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে শূরের জনম। তার পুত্র বসুদেব হয়ে সর্ব্বোত্তম ।। দ্বিতীয়া বৈশ্যাতে জন্মিলেন পুত্র ত্রয়। পর্জ্জন্য উজ্জন্য রাজন্যাদি নাম হয় ।। ইহারা হইলা বৈশ্য জাতি সুনিশ্চয়। কৃষি গোরক্ষাদি যার ক্রিয়া চতুষ্টয় ।। এখনে কহিব কিছু পর্জ্জন্যের কথা। যারপত্নী বরীয়সী নাম সুবিখ্যাতা ।। মাতামহ কুল তাঁর ব্রজভূমে হয়। নন্দীশ্বরোপরি তিহোঁ করিলা আলয় ।। যদৃচ্ছা ক্রমেতে শ্রীনারদ তাঁহা আইলা। পরম দয়ালু পর্জ্জন্যেরে দীক্ষা দিলা ।। লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্র করায়ে শ্রবণে। নারদ গোসাঞি তবে গেলা যথা স্থানে ।। সন্তান নাহিক ধর্ম্ম কর্ম্মেতে তৎপর। করিল পবিত্র স্থল তড়াগ উপর ।। অত্যন্ত গভীর নীর তাহার মধ্যেতে। পদ্মের রক্ষক সেই হয়ত শোভিতে ।। প্রত্যহ গমন করি সে তড়াগোপরে। গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনাদি তাহা করে ।। ত্রিসন্ধ্যা স্নানকরি ত্রিকাল অর্চন। শ্রেষ্ঠপুত্র হউ মোর এই তার মন ।। ক্রমেতে বিষয়ভোগ সব ছাড়ি দিল ইষ্টের চরণে মন ধারণ করিল ।। সে তড়াগে নিত্য ধ্যান করে নারায়ণে। আকাশে অপূর্ব্ব বাণী হইল তখনে ।। শুনহ পর্জ্জন্য তুমি কৃতার্থ হইলা। অত্যন্ত নিবিষ্ট হৈয়া তপস্যা করিলা ।। তোমার হইবে পঞ্চ পুত্র গুণধাম। পঞ্চতে মধ্যম

শ্রেষ্ঠ হৈবে নন্দ নাম ।। সর্ব্বত্র বিজয়ী তাঁর নন্দন হইবে। ব্রজলোক মাঝে সদা আনন্দ যে দিবে।। সুরাসুর গণ শিখা রত্নেতে পূজিত। যাহার চরণ পদ্ম নিত্য বিরাজিত ।।

তথাহি। যঃ স্বুরর্ষে র্নিদেশেন লক্ষ্মীং ভর্ত্তু রুপাসনাং। পুরানন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাঙ্ক্ষয়া। বাগমূর্ত্তা ততোব্যোম্নি প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী। তপসানেন ধন্যানং ভাবিনঃ পঞ্চমেসুতাঃ। বরীয়াস্মধ্যমস্তেষাং নন্দ নামা ভবিষ্যতি। নন্দনস্তস্ত বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনঃ। সুরাসুর শিখারত্ন নীরাজিত পদাম্বুজ ।। ইত্যাদি ।।

এইমতে ছিলা নন্দীশ্বরের উপরে। অভীষ্ট সাধনকরে সেখানে সত্বরে ।

তথাহি। পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিত রামারাধ্য নারায়ণং, ত্যক্তাহার মভূত পুত্রক ইহস্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে। যত্রাবাপি সুরারিহা গিরিবর পৌত্রোগুণৈর্ধারকঃ; ক্ষুণ্ণাহার তয়া প্রসিদ্ধ মবনৌ তস্মে তড়াগং গতি রিতি ।।

হেনকালে ব্রজে হৈল কেশির গমন। তার উপদ্রবে সভে গেলা মহাবন ।।

তথাহি । তুষ্টস্ততো বসন্নত্র প্রেক্ষ্য কেশিন মাগতং। পরিবারৈঃ সমং সর্ব্বে যযৌ ভীতো বৃহদ্বনং ।। ইতি

তবে তাঁহা ক্রমে তাঁর পঞ্চপুত্র হৈল। আকাশ বাণীতে পূর্ব্বে যেমত শুনিল ।। ক্রমে নন্দগৃহে কৃষ্ণ হৈলা অবতীর্ণ। তখনে হইল পর্জ্জন্যের বাঞ্ছাপূর্ণ ।।

তথাহি। উপনন্দোঽভিনন্দৌতু পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌস্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ ।। ইত্যাদি

তথাহি। পিতামহো মহোৎসাহঃ পর্জ্জন্যো নাম বল্লভঃ। বরীয়সীতু বিখ্যাতা মহীমাল্য পিতামহীতিচ ।।

মহাবনে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট হইলা। নানা বিধোৎপাত দেখি সেস্থান ছাড়িলা ।। পুনশ্চ যমুনা পারে আইলা বৃন্দাবনে। সত্রীকর মধ্যে সভে ছিলা কতদিনে ।। সকটে ঘেরিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় করি। সকলে একত্রে ছিলা তাহার ভিতরি ।। নন্দের অগ্রজ উপনন্দ অভিনন্দ । স্বনন্দ নন্দন ছোট মধ্যম শ্রীনন্দ ।। পর্জ্জন্য স্থাপিলা নন্দে ব্রজরাজ করি। তাঁর অনুগত তাঁর আর ভাই চারি ।। উপনন্দ আদি কৈল নিবাস সাহারে। সনন্দ রহিলা গিয়া গ্রামন্নতিছারে ।। নন্দীশ্বরে ব্রজেন্দ্র আপনে বাসকৈল। নন্দন অনুজ ভাই সংহতি রাখিল ।। নন্দীশ্বর তড়াগ প্রসঙ্গ অনুক্রমে। প্রাসঙ্গিক কথা এই করিল বর্ণ্যনে ।। তাহার নিকটে কর্ণ্নহার সরোবর। কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম সুন্দর ।। নন্দীশ্বর ঈশানে ধোয়নীকুণ্ড হয় দধিহাঁড়ি ধৌতজল তাহাঁ গিয়া রয়। তারপর কৃষ্ণকুণ্ড অতিশয় শোভা। জল কেলি [illegible] নীপ খণ্ড মনোলোভা ।। তবেত ললিতাকুণ্ড পরম মোহন। যাহাতে

ললিতাদেবী করে বিলসন ।। রাধাকৃষ্ণ মিলন উৎকণ্ঠা সেই স্থানে । সন্ধানপূর্ব্বক আনি মিলয়ে দুইজনে ।। সূর্য্যকুণ্ড হয়ে সেই স্থান সন্নিধানে। পরম নির্ম্মল জল স্থল সুশোভনে ।। ললিতাকুণ্ডের কত দূর অগ্নিকোণে। বিশাখার কুণ্ড হয় অতি সুনির্জ্জনে ।। সন্ধানপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণ দুইজনে। আনন্দে বিশাখাদেবী করায় মিলনে ।। বিশাখাকুণ্ডের কত দূরেতে নৈঋর্তে । পৌর্ণমাসীর পর্ণশালা পরম নিভৃতে ।। নন্দীশ্বরের অগ্নিকোণে হয়ে সেই স্থান। ব্রজবাসী মাত্র তাঁর করয়ে সম্মান ।। সান্দীপনি মুনিমাতা শিরে শ্বেতকেশ । রক্তবস্ত্র ধরে যেন তপস্বীরবেশ ।। নারদের শিষ্যা ছিলা উজানি নগরে। নিজ প্রয়োজন লাগি আইলা ব্রজপুরে ।। সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িনী ভগবতী নাম। যেহোঁ যোগমায়া রূপে করে সর্ব্বকাম ।। পৌর্ণমাসী যখনে যে আজ্ঞাকরে যারে। সকলে সে কার্য্যকরে [illegible] অন্তরে ।।

তথাহি। কাসায় বসনা গৌরী কাশ কেশী দুরাসদা। মান্যা ব্রজেশ্বরীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং। দেবর্ষেঃ প্রিয় শিষ্যেয় মুপদেশেন তস্থুষা। সান্দীপনীং সুতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তী পুরীমপি। স্বাভীষ্ট দৈবতাং প্রেম্না ব্যাকুলং গোকুলং তথা। পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িনী ।।

প্রাতঃকালে নন্দীশ্বরে ব্রজেশ্বরী সঙ্গে। শয্যোত্থান লীলা দেখি নানা রঙ্গে ।। ব্রজেশ্বরী প্রতি দেবী আশীর্ব্বাদ করি। স্বস্থানে গমন করে কৃষ্ণমুখ হেরি ।। কৃষ্ণসহ রাধিকার হয় যদি মানে। সুবিদগ্ধার্চ্চিতা সখী দ্বারে দোহাঁ আনে ।। গূঢ়রূপে করে দোহাঁর অভিসারোৎসব। কিরূপে করান কারে নহে অনুভব ।। সুবিদগ্ধ শ্রীরাধামাধব দোহাঁকার । প্রেমে আস্বাদয়ে সুখামৃত রস সার ।। প্রতিদিনমান অভিসারোৎসব কাজে। ভগবতী পৌর্ণমাসী গোষ্ঠেতে বিরাজে।

তথাহি। গূঢ়ংতৎ সুবিদগ্ধতার্চ্চিত সখী দ্বারোন্নয়ন্তীতয়োঃ, প্রেম্নাসুষ্ঠু বিদগ্ধয়ো রনুদিনং মানাভিসারোৎসবং। রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং বাপদ্ভুঙ্ক্তে মুহু, র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ।।

সেইখানে আছে নান্দিমুখীর সদন। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা শুন শ্রোতাগণ ।। অতি সুপ্রবীণা মুনিকন্যা নান্দিমুখী। কৃষ্ণ গুণোৎকীর্ত্তন শ্রবণে হৈয়া সুখি ।। মনে উপজিল লোভ বিমুগ্ধা হইলা। কিরূপে দেখিব মঞি সেই কৃষ্ণলীলা ।। অবন্তি নগর হৈতে উৎকণ্ঠিত মনে। আনন্দে করিল ব্রজভূমি আগমনে ।। রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরস সুখাব্ধি বাড়ায়। পৌর্ণমাসী সন্নিকটে রহয়ে সদায় ।।

তথাহি। অবন্তীতঃ কীর্ত্তে শ্রবণ ভবতো মুগ্ধহৃদয়া, প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভিৰ্ব্রজভুব মুরীকৃত্য কিলয়া। মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরস সুখং বর্দ্ধয়তিতাং; সখীং নান্দিপূর্ব্বাং সতত মভিবন্দে প্রণমতঃ ।। ইতি

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ। সে অবশ্য পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ তৎ পরে যশোদাকুণ্ড শোভা অতিশয়। সখাগণ সঙ্গে তাঁহা কৃষ্ণ বিলসয়॥ সে কুণ্ড নিকটে হয় নৃসিংহেব মূর্ত্তি। পরম মোহন তিহোঁ পূরে সর্ব্ব আর্ত্তি॥ তাহার পশ্চিমে যে করেলকুণ্ড হয়। তারপর চরণপাহাড়ি শোভাময়॥ মধুসূদন কুণ্ড হয়ে আর এক স্থান। তাহার দর্শনে পূরে সর্ব্ব মনস্কাম॥ তারপর পানিহারী কুণ্ড মনোরম। নির্ম্মল শীতল জল স্থল সর্ব্বোত্তম॥ প্রতিদিন যশোমতি যতন করিয়া। সেই কুণ্ডে জল আনে কৃষ্ণের লাগিয়া॥ অতি সুখে বসি কৃষ্ণ ভোজনের কালে। সেই জল পান করে হঞা কুতূহলে॥ তাহার পশ্চিমে কত দূরে এক স্থান। বৃন্দাদেবী সর্ব্বক্ষণ তাহে বিদ্যমান॥ পরম মোহন রূপ হয়েন তাহার চিত্রবস্ত্র ধারী অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥ কৃষ্ণ লীলা সহায় কারিণী তিহোঁ হয়। সেই কার্য্য করে যাতে কৃষ্ণ সুখোদয়॥ সন্ধান রূপেতে সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জেতে কৃষ্ণেরে মিলায় আনি রাইর সহিতে॥ সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দুইজন। অতিশয় আনন্দে করয়ে বিলসন॥ তাসভার মুখ দেখি বৃন্দার হৃদয়ে। আনন্দ বাঢ়য়ে অঙ্গে পুলকিত হয়ে॥

তথাহি। প্রতি নব নব কুঞ্জ প্রেম পূরেণ পূর্ণা, প্রচুর সুরভি পুষ্পে ভূষ-
যিত্বা ক্রমেণ। প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা, প্রিয়গণ ব্রত রাধা
কৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥ ইতি॥

হেন বৃন্দা মূর্ত্তি যেই করে দরশন। সে অবশ্য পায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন॥ তার পরে হয়ে যে সাহসিকুণ্ড নাম। পরম নির্জ্জন স্থান শোভা অনুপাম॥ তাহার নিকটে এক বটবৃক্ষ হয়। পরম সুস্নিগ্ধ স্থান শোভা অতিশয়॥ বিচিত্র দোলনা বান্ধা হয়ে বৃক্ষডালে। সখীগণ সঙ্গে রাই ঝুলে কুতূহলে॥ কোন দিন কৃষ্ণ তাহা সঙ্কেতানুক্রমে। তথা আসি বিলসয়ে রাধিকার সনে॥ নন্দীশ্বর বায়ুকোণে গেণ্ডোখোর নাম। গেণ্ডু খেলা করে তাঁহা কৃষ্ণ বলরাম॥ পরম রহস্য কথা শুন এক মনে। খেডুবাঁটি যৈছে গেণ্ডু খেলে দুইজনে॥ এক দিন সেই খানে কৃষ্ণ বলরাম। গোচারণ করে সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম॥ বসুদাম আদি সভে ধেনু চরাইয়া উপস্থিত হৈলা সভে সেখানে আসিয়া॥ তৃণাদি সংপূর্ণ দেখি ধেনু ছাড়ি দিলা সখাগণ লৈয়া তাঁহা খেলা আরম্ভিলা॥ রঙ্গধূলী অঙ্গেতে মাখিয়া দুই ভাই। খেডুবাঁটি গেণ্ডু খেলে পাতিয়া সাতাই॥ দোহেঁ অতি মত্ত গেণ্ডু লুম্ফয়ে সত্বরে কেহ কারে পরাজয় করিতে নাপারে॥ একবার কৃষ্ণচন্দ্র সাতাই মারিল। লম্ফ দিয়া বলরাম সে গেঁড়ু ধরিল॥ অতি মত্ত হৈয়া পুন রোহিণী নন্দন। সাতাই মারিয়া গেণ্ডু করয়ে গ্রহণ॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাগে নিজগণ সঙ্গে। পাছে পাছে ধায় রাম অতিবড় রঙ্গে॥ ডাক দিয়া কৃষ্ণযূথ কহে বলরামে। মোসভার প্রতিক্রোধ ছাড়হ আপনে॥ পুণরূপে মধুপান করাব তোমারে। স্থির হৈয়া রহ আর

না ধাও সত্বরে ॥ শুনি বলরাম চন্দ্র হাঁসিতে লাগিলা । গণসহ স্থির হঞা দাণ্ডাঞা রহিলা ॥ ডাক দিয়া কহে রাম কৃষ্ণ সঙ্গিগণে । চিন্তা নাহি মধু আনি করাহ ভক্ষণে ॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ সহ সব সখাগণে । মধু আনি রাম আগে করিলা গমনে ॥ মধুঘট দেখি সুখে রোহিণী নন্দন । ত্বরিতে আসিয়া কৃষ্ণে কৈল আলিঙ্গন॥ স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে মধু করিয়া ভক্ষণ । পুনঃ২ঘট প্রতি করে নিরীক্ষণ আপনার ছায়া মধুঘটে নিরখিয়া । কহিতে লাগিলা রাম অতি মত্ত হৈয়া ॥ কেরে মোর ঘট মধ্যে করে মধুপান । এমত সাহসি কেবা হয়ে বলবান ॥ আমারে নাজান আমি রোহিণী নন্দন । মুটকির ঘাতে তোমার লইব জীবন ॥ এত কহি মত্ত হৈয়া মধুঘটোপরে । মারিল মুটকি রাম সক্রোধ অন্তরে ॥ ঘট ভাঙ্গি মধু সব পড়িল ভূমিতে । ছায়া না দেখিয়া পুনঃ লাগিল হাসিতে ॥ সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ । মন্দ মন্দ হাসি কহে মধুর বচন ॥ কাহার যোগ্যতা তুয়া মধুপান করে । হেন কে বলিষ্ঠ আছে এই ব্রজপুরে ॥ আইসহ সকলে খেলা কারি কুতূহলে । এত কহি সভে গেলা যমুনার কূলে ॥ তাহার পশ্চিমে গুপ্তকুণ্ড সুশোভন । গেণ্ডুকুণ্ড নাম হয় গ্রামের ঈশান ॥ এইমত হয় গেণ্ডুখেলার বিবরণ ।মুক্তাকুণ্ড নামহয় যেখানে পাবন ॥নন্দীশ্বর পূর্ব্বে কৃষ্ণ পদ চিহ্ন স্থান । যাহাতে অক্রূর প্রেমে করয়ে প্রণাম ॥ কৃষ্ণ বলরামে মধুপুর লই বারে । কংসাদেশ পাঞা তিহঁ আইসে ব্রজপুরে ॥ সে কথা কহিব শুন সব শ্রোতাগণ । যে রূপে হইল অক্রূরের আগমন ॥ মথুরাতে কংস নিজ পাত্রমিত্র সনে । দিবা নিশি রহে অতিশয় চিন্তামনে ॥ পূতনাদি করিয়া সকলে নষ্ট হৈল অঘ বক কেশি আদি কৃষ্ণ বধ কৈল ॥ নারদের মুখে শুনি নিশ্চয় জানিল । উপায় চিন্তহ সভে প্রমাদ হইল ॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই রহে নন্দঘরে । উপায় করিয়া দোহেঁ আন মধুপুরে ॥ সভে বিচারিয়া ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভিল । অক্রূরে ডাকিয়া কংস কহিতে লাগিল ॥ নন্দ আদি গোপে যজ্ঞ সমাচার দিয়া । কৃষ্ণ বল রাম সহ শীঘ্র আইস লঞা ॥ কংসের আদেশ পাঞা বিদায় হইলা । সেই রাত্রি মধুপুরে স্বগৃহে রহিলা ॥ প্রভাতে উঠিয়া সে অক্রূর চড়ে রথে । নন্দের গোকুলে ত্বরা চলিলেন পথে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ॥

অক্রূরোঽপিচ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ । উষিত্বারথমাস্থায প্রযযৌ নন্দ গোকুলং॥ ইতি

পথে পথে যায় সে অক্রূর মহাশয় । কৃষ্ণের চরণপদ্মে ভক্তি অতিশয ॥ আপনার ভাগ্য অতি প্রশংসা করিয়া । কৃষ্ণ দরশনে যায মনে বিচারিয়া ॥

তথাহি । গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে । ভক্তিং পরামুপ গত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥ ইতি

কিজানি মঙ্গল কর্ম্ম আমি আচারিল। কিবা যে পরম তপ বিধানে করিল॥ অথবা কি দান আমি করিয়াছি সার। তাহাতে সে কৃষ্ণেরে দেখিব সাক্ষাৎ কার॥ ইতি

তথাহি। কংময়া চরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তমঃ। কিংবাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্যকেশবং॥ ইতি

অন্যথা যে উত্তম শ্লোকের দরশন। আমারে দুর্ল্লভ কৈছে হয় সংঘটন॥ শূদ্র জন্ম বিষয়াত্মা হয় যেইজন। তার অসম্ভব যেন ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন॥

তথাহি। মমৈতদ্দুর্লভং মন্যে উত্তম শ্লোক দর্শনং। বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ॥ ইতি

তেমতি মো অধমের অচ্যুত দশন। সম্ভব নাহয় অতিশয় দুর্ঘটন॥ অথবাহো সংঘটন হইতে বা পারে। নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ তৈছে কাল নদীতে যেভ্রিয় মন হয়ে॥ কোন ভাগ্যক্রমে সেহো কিনারে লাগয়ে॥

তথাহি। মৈবং মমাধমস্যাপিস্যাদেবাচ্যুত দশনং। ভ্রিয়মানঃ কালনদ্যাং ক্বচিত্তরতিকশ্চন॥ ইতি

আজি নষ্ট হৈল আমার সব অমঙ্গল। আজি মোর এই জন্ম হইল সফল॥ কৃষ্ণের যে পদ যোগীগণে করে ধ্যান। সে চরণপদ্মে মুঞি করি সুপ্রণাম॥

তথাহি। মমাদ্যা মঙ্গলং নষ্টং কলবাংশ্চৈব মেভবঃ। যন্নমস্যে ভগবতো যোগী ধ্যেয়াঙ্ঘ্রি পঙ্কজং॥ ইতি

আজি মোরে কংস অতি অনুগ্রহ কৈল। কৃষ্ণেরে আনিতে ব্রজে পাঠাইয়া দিল॥ দুরিত্যয়তম প্রশমনের কারণ। যেই হরি যদুকুলে হৈলা প্রকটন॥ যার নখ মণ্ডলের ছটাতে করিয়া। উজ্জ্বল করিব সব দেখিব যাইয়া॥

তথাহি। কংসোবতাদ্যা কৃতমেহত্যনুগ্রহং, দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতো হমনাহরেঃ। কৃতাবতারস্য দুরিত্যয়ং তমঃ, পূর্ব্বে তরণয়ন্নখ পঙ্কজত্বিষা॥

ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যত দেবগণে। কৃষ্ণের যে পাদপদ্ম করিল অর্চ্চনে॥ আপনে সে লক্ষ্মী ভক্ত মুনিগণ সঙ্গে। যে চরণ সেবনে উৎকণ্ঠা প্রেম রঙ্গে॥ গোচারণ কারণে যে অনুচর সনে। যে চরণযুগ বনে করেন ভ্রমণে॥ গোপিকার কুচ কুঙ্কুমাক্ত যে চরণ। সে চরণপদ্ম আজি করিব দর্শন॥

তথাহি। যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ, শ্রিয়া চ দেব্যামুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে, যদ্গোপিকানাং কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিতং॥ ইতি

সুন্দর কপাল নাসা অতি সুশোভন। অরুণ কঞ্জলোচন স্মিতাবলোকন॥ কুঞ্চিত অলকাবৃত মুকুন্দ বদন। আজি আমি নিশ্চয় পাইব দরশন॥ মোর চারি পাশেতে এসব মৃগগণ। প্রদক্ষিণ করিয়া যে করয়ে ভ্রমণ॥

তথাহি। দ্রাক্ষামি নূনং সুকপোল নাসিকং, স্মিতাবলোকারুণ কঞ্জ লোচনং।মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং, প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তিবৈমৃগাঃ।।

দিব্যরথে চড়ি আইসে এত মনে করি। অকস্মাৎ পদচিহ্ন দেখি পথোপরি।। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সহ রেণুর উপরে। দেখিয়া অক্রূর অতি আনন্দ অন্তরে।। পুলকে পূর্ণিত দেহ নামে রথে হৈতে। পদচিহ্ন ধূলী লৈয়া মাখে সর্ব্বাঙ্গেতে।। ভকতি প্রণতি স্তুতি নেত্রে অশ্রুধার। এইমত অক্রূরের তাঁহা ব্যবহার।। ভক্তিযুক্ত সেই স্থান যে করে দর্শন। অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন।। শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীনন্দীশ্বর কুণ্ডাদি বর্ণনং নামাষ্টাদশাধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

ঊনবিংশতিতমাধ্যায়ারম্ভঃ।

এইত কহিল নন্দীশ্বর বিবরণ। আগে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ।। নন্দীশ্বর পূর্ব্বে স্থান যোগিয়া আখ্যান। পরম নির্জ্জন সেই অতি অনুপাম।। যে খানে উদ্ধব কৃষ্ণ সন্দেশ বচনে। যোগকথা কহিলেন ব্রজবধূ গণে।। পরম আশ্চর্য্য রসকথা যাহাঁকহে। অল্পাক্ষরে কহি কিছু মনদেহ তাহে।। কংস ধ্বংস করি কৃষ্ণ বৈসে মথুরাতে। অত্যন্ত আনন্দে যদুগণের সহিতে।। একদিন ক্রীড়া ভবন বড়ভী উপরি। সোপান ক্রমেতে কৃষ্ণ আরোহণ করি।। উদ্ধব সংহতি মাত্র কৌতুক লাগিয়া। বিরাজয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হিয়া।। অত্যন্ত নিবিড় বৃক্ষগণ সুশোভিত। সকল উদ্যানময় হঞাছে পুষ্পিত।। শোভা লক্ষ্মী সর্ব্বত্রেই সে কালে ধরিলা। মথুরা পত্তনে কৃষ্ণ দত্ত নেত্র হৈলা।। দরশন মাত্র অতি চঞ্চল হৃদয়। গোকুল অরণ্য মৈত্রী স্মরিয়া তন্ময়।।

তথাহি। সান্দ্রীভূতেলববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানে, লক্ষ্মীবত্তা দধতি মথুরা পত্তনে দত্তনেত্রঃ। কৃষ্ণক্রীড়া ভবন বড়ভী মূর্দ্ধ্নি বিদ্যোতমালো, দধ্যৌসদ্যস্তরল হৃদয়ো গোকুলারণ্য মৈত্রীং।। ইতি

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিলা। অত্যন্ত চঞ্চল যাতে হৈল পদ্মমালা।। জলযন্ত্রবৎ নেত্র জল বৃষ্টিকারি। তদুপরি সকল প্রণালী পূর্ণ করি।। গোপীগণ সহিতে শোভন যেই ক্রীড়া। পুনঃ পুন স্মরিয়া সে প্রণয় নিবিড়া।। দীর্ঘোৎকণ্ঠা জটিল হৃদয় কৃষ্ণ হৈলা। চিত্রবৎ হৈয়া তাহা ক্ষণেক রহিলা।।

তথাহি। শ্বাসোল্লাসৈরথ তরলিতস্থূল নালীকমালঃ,কুর্ব্বন্ পূর্ণান্নয়ন পয়সাং চক্রবাণৈঃ প্রণালীঃ। স্মারং স্মারং প্রণয় নিবিড়াং বল্লবী কেলি লক্ষ্মী; দীর্ঘোৎকণ্ঠাজটিল হৃদয়স্তত্রচিত্রায়িতোঽভূৎ।। ইতি

উদ্ধব সতত রহে কৃষ্ণ সন্নিধানে। নানা বিধ সেবা করে অতি দৃঢ় মনে।। কৃষ্ণ

তার প্রতি অতিশয় কৃপাকরে। আনন্দে উদ্ধব নিজ মনে গর্ব্ব ধরে ॥ মোর সম কৃষ্ণভক্ত কেহ নহে অন্য। ভক্ত[illegible] মধ্যে মুঞি অতিবড় ধন্য ॥ এইমত উদ্ধবের চিত্তে অহঙ্কারে। সে সকল কথা কৃষ্ণ জানয়ে অন্তরে ॥ উদ্ধবের অহঙ্কার করিবারে দূর। মনে ছিল পাঠাইয়া দিলা ব্রজপুর ॥ তারপর অন্তরে ক্ষণেক পরামর্শী। কৃষ্ণ কষ্ট সমুদ্রের পরে অভিলাষী ॥ সে ভবন শিখরে কুট্টিম সুশোভন তাতে প্রবেশিলা প্রেমে গর গর মন ॥ নিজ অভিমত কথা কহিবারে কৃষ্ণ। উৎকণ্ঠা সহিতে হৈলা হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ কহিবার তরে সেই প্রণয় লহরী। রুদ্ধ বাক্য হৈলা পুন উদ্ধবেরে হেরি ॥

তথাহি। অন্তঃ স্বান্তেক্ষণ মথপরা মৃষ্যপরাভিলাসী, কণ্ঠাম্ভোধের্ভবন শিখরে কুট্টিমান্তর্নিবিষ্টঃ। সোৎকণ্ঠোঽভূদভিমত কথা সংশিত্তুং কংসভেদী, নির্দিষ্টায় প্রণয় লহরী রুদ্ধবাগুদ্ধবায় ॥ ইতি

কৃষ্ণ কহে শুন সভে আমার বচন। তুমি সর্ব্ব বান্ধব প্রধান অনুপম ॥ তোমা সহ যদুগণ মন্ত্রণা করিয়া। অশেষ সম্পত্তিময় সভে সুখী হৈয়া ॥ গুণের সমুদ্র তুমি তোমার সহিতে। মন্ত্রণা করিলে কার্য্য সাধন ভুরিতে ॥ অতএব নিজ অভিমত বিধানেতে। কামনা করিয়ে তোমা নিযুক্ত করিতে ॥ মোতে ন্যস্ত হঞা প্রাপ্ত ভাব হও যবে। মোর বাঞ্ছা সফলতা হইবেক তবে ॥

তথাহি। ত্বংসর্ব্বেষাং মমগুণনিধে বান্ধবানাং প্রধান; স্বত্তোমন্ত্রৈঃ শ্রিয়ম বিরলাং যাদবাঃ সাধয়ন্তি। ইত্যাশ্বাসা দভিমত বিধৌকাময়ে ত্বাং নিযুক্ত, ন্যস্তঃ সাধীয়সি সফলতা মর্ত্তিভারোহি ধত্তে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে চ।

বৃষ্ণীনাং সম্মতং মন্ত্রী কৃষ্ণস্যদয়িতঃ সখা। শিষ্যোবৃহস্পতেঃ সাক্ষা দুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ তমাহ ভাগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্ত মেকান্তিনং ক্বচিৎ। গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তি হরো হরিঃ ॥ ইতি

ব্রজপুরে ভাই তুমি করহ গমন। সেখানে আছয়ে মোর প্রিয়তমগণ ॥ নন্দীশ্বরে পিতা মাতা নন্দ যশোমতি। মোর নামে দোহাঁকারে করিবে প্রণতি ॥ দোহেঁ যৈছে সুখে রহে তাহা সে করিবে। আমার গমন বার্ত্তা কহি আশ্বাসিবে ॥ শ্রীদামাদি সখাগণে কোলেতে করিবা। মোর যত আর্ত্তি তা সভারে জানাইবা তৎ পরে মিলিবে তুমি গোপীগণ সনে। সন্দেশ কহিয়া দুঃখ করিবে মোচনে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ। গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়েতি ॥ ইতি

বিশেষিয়া কহে কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি। প্রেম রসময় সেই অতি চমৎকৃতি ॥ কংসাদেশে বৃন্দাবন হৈতে মধুপুরী। অক্রূর আনিল মোরে বলাৎকার করি ॥

গোপীগণ বিরহাগ্নি মণ্ডলি ভিতরে। না জানি কেমনে তারা সভে প্রাণ ধরে॥

তথাহি। সংরম্ভেন ক্ষিতিপতি গিরাং লম্ভিতে গর্ব্বিতানাং, বৃন্দারণ্যাস্ময়ি মধুপুরীং গান্ধিনী নন্দনেন। বল্লবস্তা বিরহ দহন জ্বালিকা মণ্ডলীনা, মন্তলীলাঃ কথমপি সখে জীবিতং ধারয়ন্তি॥ ইতি

তারা আপনার কুলধর্ম্মাদিক ত্যাগী। মোর পথ নিরীক্ষয়ে হৈয়া অনুরাগী॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

তামন্মনস্কামৎ প্রাণা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসাগতাঃ। যেত্যক্তলোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহং। ময়িতাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুল স্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্য বিহ্বলাঃ। ধারয়ন্ত্যতি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন। প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লব্যোমে মদাত্মিকা। ইত্যাদি

শুনহ উদ্ধব আর যে কহি বচনে। অতি-গুহ্য কথা যে নহিবে বিস্মরণে॥ মোর প্রাণ হৈতে অতি প্রণয় বশতি। ব্রজাঙ্গনা মধ্যে রাধা আশ্চর্য্য প্রকৃতি॥ বিধাতার সৃষ্টে যত সুমধুরা কহি। তাহাহৈতে রাধা অতি সুমাধুর্য্যময়ী॥ অতি সুকুমারী অতিশয় প্রেম তাঁর। আমার বিচ্ছেদে প্রাণ না রহে যাহার॥ এখনে তাহারে সখীগণ সবিশেষে। বাক্যযুক্তি স্তবকিত পদে গাঢ়াশ্বাসে॥ বিধুর বিধুরা সে ধরয়ে প্রাণ ভার। কহিতে নাপারি সেই অতি চমৎকার॥

তথাহি। প্রাণেভ্যো মে প্রণয় বসতীর্ম্মিত্র তত্রাপি রাধা, ধাতুসৃষ্টৌ মাধুরি মধুরাধারণাদদ্বিতীয়া। বাচো যুক্তি স্তবকিত পদৈরদ্য সেয়ং সখীনাং, গাঢ়াশ্বাসৈ বিধুর বিধুরা প্রাণ ভারং বিভর্ত্তি॥ ইতি

কহিতে কহিতে কৃষ্ণের প্রেম উথলিল। ব্রজের রহস্য লীলা উদ্দীপন হৈল॥ কোথা নন্দপিতা ব্রজেশ্বরী সখাগণ। কোথা ধেনু বৎস সব কোথা ব্রজ জন॥ কোথা প্রিয় কান্তাগণ দেখিতে নাপাই। কোথায় রহিলা মোর প্রাণেশ্বরী রাই॥ এতেক কহিতে কৃষ্ণ মূর্চ্ছাপন্ন হৈলা। উদ্ধব উঠাঞা শীঘ্র কোলেতে করিলা॥ স্তম্ভ স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য। নানা মত ভাবে কৃষ্ণ অঙ্গ হৈল পূর্ণ॥ দেখি উদ্ধবের মনে বিস্ময় হইল। নানা যত্ন করি কৃষ্ণে ধৈর্য্য করাইল॥ পুন কৃষ্ণ উদ্ধবেরে কহেন বচন। ব্রজপুরে ভাই তুমি করহ গমন॥ নন্দীশ্বর পর্ব্বতের সন্নিধানে গিয়া। রত্নভূতা তাঁহার মেখলা নিরখিয়া॥ দেখিবা আশ্চর্য্য শোভা ব্রজেশ্বরী পল্লী। বৃক্ষগণে বেষ্টিত বিবিধ বহু বল্লী॥ সেইখানে কুঞ্জান্তরে সখীগণ সনে। দিবা নিশি রহে রাই আমার ধেয়ানে॥ আমার বিরহ সর্পে দংশিত হইয়া। জর্জ্জর সর্ব্বাঙ্গ আছে অচেতনা হৈয়া॥ মন্ত্রি চূড়ামণি রাজ আপনে যাইয়া। আমার বৃত্তান্ত মন্ত্র ধ্বনিতে করিয়া॥ হরি হরি সেই যে পরম আর্ত্তা রাধা। তারে প্রীতিযুতা কর দূর করি বাধা॥

তথাহি। ভ্রাতর্নন্দীশ্বর শিখরিণো মেখলা রত্নভূতাং, ত্বংবল্লীভির্বলয়িতনগাং বল্লবাধীশ পল্লীং। তাং দংষ্ট্রাঙ্গী বিরহ কলিনা প্রাণয়ন্ প্রীণয়ার্ত্তাং, বার্ত্তা মন্ত্র ধ্বনিভিরথমে মন্ত্রচূড়ামণীন্দ্র ॥ইতি

শুনহে উদ্ধব আমি কহিয়ে তোমারে। মথুরাদি করি এই জগত ভিতরে ॥ মোর মূর্ত্তি সনাথ অনেক স্থান হয়। তোসভার চিত্তবৃত্তি পূর্ত্তির বিষয় ॥ তুমি জান আমি যে অসত্যবাদী নহি। বার বার তোমারে শপথপূর্ব্ব কহি ॥ ব্রজভূমি বিনা আর অন্য স্থানান্তরে। আমারে হৃদয় সুখি করিতে না পারে ॥

তথাহি। তিষ্ঠন্ত্যে তেজগতিবহবস্তুদ্বিধানাংবিধস্তে, চেতঃ পূর্ত্তিং লম্বজল পদামূর্ত্তিভির্মে স নাথাঃ। ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়সখ সপে তুভ্য মব্যাজতোহহং, ভূরন্যামে হৃদি সুখকরী গোষ্ঠতঃ ক্বাপিনাস্তি ॥ ইতি

আমার বিচ্ছেদ যেই জ্বলন পটলী। তাহাতে জর্জ্জর অঙ্গ সব ব্রজস্থলী ॥ নিধন পদবী প্রায় লভিল সর্ব্বথা। বৃক্ষলতা বাঢয়ে যে শুন তার কথা ॥ গোপীগণের বিগলিত নেত্রবাষ্প ধারা। প্রবাহে সিঞ্চিত তেঞি বাঁচিয়াছে তারা ॥

তথাহি। মদ্বিশ্লেষ জ্বলন পটলী জ্বালয়া জর্জরাঙ্গঃ, সর্ব্বৈতস্মিন্নিধন পদবীং শাখিনোপ্যাশ্রয়িষ্যন্। গোপীনেত্রাবলি বিগলিতৈর্ভূরিভিবাষ্পধারা, স্বরৈস্তেষাং যদি নিরবধিম্নাবসেকো ভবিষ্যৎ ॥ ইতি

শুনহ উদ্ধব পুন আমার বচন। ব্রজপুর মধ্যে যত ব্রজবধূগণ ॥ আপনার ক্লেশ যেই সর্ব্বত সমান। আমার বিষয়ে তাহা করে তৃণজ্ঞান ॥ মোর ব্যথা লেশে পায় যে জাতীয় ব্যথা। মোর বুদ্ধি সাধ্য নহে কহিতে সেকথা ॥ আমার বিরহ জন্য পীড়া যে দুর্ব্বার। সম্প্রতি হৃদয়ে যে হৈয়াছে তা সভার ॥ তা সভাতে মোর প্রেমগ্রন্থি অতিশয়। জানাইয়া তুমি সেই ব্যথা কর ক্ষয়।

তথাহি। আত্মক্লেশৈরপি নহি তথামেরু ভঙ্গৈর্ব্যথন্তে; বল্লব্যস্তাঃ প্রিয় সখ যথা মদ্ব্যথালে শতোহপি। দুর্ব্বারাংমে বিরহ বিহিতাং নিহ্নুবান স্তদার্ত্তিং, প্রেমগ্রন্থিং ত্বমতি প্রথুলং তাসুবিখ্যাপয়েথা ॥ ইতি

শুনভাই তুমি নন্দীশ্বর গিরি যাবে। বক্রপথে গমন করিতে দুঃখ পাবে ॥ অতএব অতিদূর পথ শোভাবান। পথ্যপি কহিব যে করিতে প্রয়াণ ॥ সে পথে গোকুলাং নন্দ সমুদ্র মাঝারে। তুমি গেলে আমি সুখি হইব অন্তরে ॥ বন্ধুগণ সুখী হৈলে যৈছে সাধুগণ। আপনার সুখ করি করয়ে মানন ॥

তথাহি। ভ্রাতর্নন্দীশ্বর গিরিমিতো যাস্যতস্তেবিদূরং, পন্থা শ্রীমানয় মুকুটীলঃ কথ্যতে পথ্যপি। প্রীয়েসদ্যস্ত্বয়িনিপতিতে গোকুলানন্দসিন্ধৌ সন্তস্ত ৺ সুহৃদিহিনিজাং তুষ্টিমেবানমন্তি ॥ ইতি

এতবলি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবের প্রতি। ত্বরিতে গমন পথ কহয়ে সম্প্রতি ॥

তথাহি। অগ্রে গৌর পতি মনুসরৈঃ পাতনান্ত র্বসন্তং, গোকর্ণাখ্যাং

ব্যসন জলধৌ কর্ণধারো নরাণাং। যস্যাভার্গে সহ রবিজয়াসঙ্গ মোর্জ্জ্মানা, মাবিষ্কুর্ব্বন্নভিমতভুরাং ধীরসারা স্বতোস্তীত্যাদি বহুশঃ। ইতি ॥

এইমত পথ তারে আদেশ করিয়া। যেহোঁ যৈছে আছে যাহাঁ তাহা জানাইয়া ॥ সন্দেশ বিশেষ যে কহিতে গোপীকারে। গূঢ়রূপে কৃষ্ণ কহিলেন উদ্ধবেরে ॥ তবেত উদ্ধব কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি। সেইক্ষণে যাত্রা করিলেন ব্রজপুরী ॥ প্রভুর সন্দেশ বার্ত্তা করিয়া গ্রহণ। ব্রজপ্রতি গমনে অত্যন্ত ত্বরা মন ॥ কৃষ্ণের প্রসাদী বস্ত্র অলঙ্কার পরি। স্বর্ণরথে আরোহিলা প্রণাম আচরি ॥ কৃষ্ণ রস লীলাগুণ ভাবিতে ভাবিতে। নন্দ ব্রজে আগমন করিলা ত্বরিতে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইত্যুক্ত উদ্ধবোরাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ। আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দ গোকুলং ॥ ইতি ॥

সায়াহ্ন সময়ে গোপগণ ধেনু লৈয়া। ব্রজে প্রবেশয়ে রাম কৃষ্ণগুণ গায়া ॥ নন্দব্রজ দেখি উদ্ধবের চমৎকার। নানাবিধ শোভা নানা বিবিধ বিহার ॥

তথাহি। প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্নিম্লোচতি বিভাবসৌ। ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খররেণুভিঃ। বাসিতার্থেভিযুদ্ধদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ। ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধো ভারৈঃ স্ববৎসকান্। ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভি র্গোবৎসৈর্ম্মণ্ডিতং সিতৈঃ। গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিস্বনেনচ। গায়ন্তিভিশ্চকর্ম্মাণি শুভানি বল কৃষ্ণয়োঃ। স্বলঙ্কৃতাভি র্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতং। অগ্ন্যর্কাতিথি গোবিপ্র পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপবাসৈ র্মনোরমাং। সর্ব্বতঃপুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতং। হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতং ॥ ইত্যাদি ॥

সন্ধ্যাকালে উদ্ধব গোকুলে প্রবেশিলা। নন্দব্রজ দেখি অতি আনন্দ পাইলা ॥ স্বর্ণরথে চড়িয়া কে জানি ব্রজে আইলা। শুনিয়া ত্বরিতে নন্দ বাহিরে আইলা কৃষ্ণপ্রিয় অনুচর উদ্ধব জানিয়া। আনন্দ হৃদয়ে নন্দ মিলিলা আসিয়া ॥ নেত্রে অশ্রু গদ গদ আইস আইস বোলে। পুলকে পূর্ণিত উদ্ধবেরে করি কোলে ॥ হাতেধরি শীঘ্র লৈয়া আইলা অন্তঃপুরে। দিব্যাসনোপরি বসাইলা উদ্ধবেরে ॥ জল আনাইয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন। বাসুদেব জ্ঞানে প্রীতে করয়ে সেবন ॥

তথাহি। তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ং। নন্দপ্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়দিতি ॥

শীঘ্র উদ্ধবের স্থানে যশোদা আসিয়া। কৃষ্ণের সংবাদ পুছে কান্দিয়া কান্দিয়া কহ বাপু কতোদুরে আইসে প্রাণকানু। শুনিতে না পাই কেনে চাঁদমুখের

বেণু ॥ মা মা বলি এতক্ষণ কোলে না আইলা। আমারে নির্দ্দয় হৈয়া কোথায় রহিলা ॥ কহিতে কহিতে রাণী অতি আর্ত্তা হৈয়া। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে ভুমিতে পড়িয়া ॥ দেখিয়া উদ্ধব অতি বিস্ময় পাইয়া। কহেন মধুর কথা রাণিকে উঠাঞা ॥ শুন ব্রজেশ্বরী মাতা মোর নিবেদন। কৃষ্ণ মোরে পাঠাইলা করিয়া যতন ॥ তুয়া স্নেহ বশ কৃষ্ণ পাসরিতে নারে। সদা তুয়া নাম লয় কাতর অন্তরে ॥ ব্রজেশ্বরী মাতা বলি করয়ে রোদন। ব্রজেশ্বর পিতা বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ধবলি সাঙলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে। ক্ষণে কহে মোর সখাগণ কোন খানে ॥ কহিতে২ কৃষ্ণ হয়েন মূর্চ্ছিত। মোরা নানামতে তাঁর ধৈর্য্য করি চিত ॥ অতএব ত্বরা করি পাঠাইল মোরে। আপন বিনয় বাক্য কহিবার তরে ॥ কহি-য়াছেন কৃষ্ণ মোর মাতার চরণে। প্রণতি করিয়া যে করিবে নিবেদনে ॥ তাঁহার পালিত দেহ জন্ম তাঁহা হৈতে। তাঁর স্নেহ বশ সদা নারি পাসরিতে ॥ এইমত কহে উদ্ধব যশোদা সহিতে। পরমান্ন আনি নন্দ কৈল উপস্থিতে ॥ নানা উপ-হার যত্নে তারে খাওয়াইলা। আচমন পরে মুখশুদ্ধি আনি দিলা ॥ দিব্যাসন উপরি তাহারে বসাইলা। তাহার নিকটে নন্দ আপনি বসিলা ॥ শুশ্রুষা করিতে তবে কহে ভৃত্যগণে। কেহ পাদ সম্বাহয়ে কেহত বীজনে ॥ এইমত শ্রম দূর করিয়া বিশেষে। মিত্র পুত্র গৃহাদির কুশল জিজ্ঞাসে ॥

তথাহি। ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌসুখং। গতশ্রমং পর্য্য পৃচ্ছৎ পাদ সম্বাহনাদিভিঃ ॥ ইতি ॥

শুনহ উদ্ধব মহাভাগ প্রিয়তম। যদুকুলে কৃষ্ণপ্রিয় নাহি তোমা সম ॥ মোর সখা বসুদেব সুরের নন্দন। কারাগার হৈতে মুক্ত হইয়া এখন ॥ বন্ধুগণে যুক্ত হৈয়া দারাপত্য সহ। আনন্দে আছেন সে সম্বাদ আগে কহ ॥

তথাহি। কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখানঃ সুরনন্দনঃ। আস্তে কুশল্য পত্য দ্যৈযু ক্তোমুক্তঃ সুহৃদ্বৃত ॥ ইতি ॥

ভাগ্যে পাপমতি কংস অনুগ সহিতে। তৎকাল মরিয়া গেল আপন পাপেতে যদুগণ ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বজন। তা সভারে দ্বেষ যে করিত সর্ব্বক্ষণ ॥

তথাহি। দিষ্ট্যাকংসোহতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেনপাপ্মনা। সাধুনাং ধর্ম্মশীলানাং যদুনাং দ্বেষ্টিয়ঃ সদা ॥ ইতি ॥

সকল আনন্দে নন্দে উদ্ধব কহিল। শুনি ব্রজরাজ মনে আনন্দ পাইল ॥ পুন-রপি পুলকাশ্রু গদ গদ হইয়া। প্রশ্ন করে যশোদার দশা দেখাইয়া ॥ কৃষ্ণ কিবা মো সভার করয়ে স্মরণ। নিজ মাতা সব বন্ধু যত সখাগণ ॥ গোপগণ অতি প্রিয় ব্রজবাসীগণ। বৃন্দাবন প্রিয় তাতে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

তথাহি। অপিস্মরতিনঃ কৃষ্ণোমাতরঃ সুহৃদঃ সখীন্। গোপান্ ব্রজ চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিং ॥ ইতি ॥

যে সভার আয়না বচন দূরে রহু। একত্রে নির্ভর বাস না হয় সে নহু ॥ তাঁহার দর্শন মাত্র চাহোঁ একবার। নানা রত্ন গবাদি কি প্রয়োজনে আর ॥ যো সভারে একবার দরশন দিয়া। যাহাঁ ইচ্ছা তাঁহা রহু এসব লইয়া ॥ স্বজন সকল দেখিবারে একবার। ব্রজকে আসিব কৃষ্ণ কহ সুনির্দ্ধার ॥ সে সুন্দর নাসা বক্র সুস্মিত ইক্ষণ। পুনঃ কিবা আমরা পাইব দরশন ॥ মৃততুল্য অনেক বিপত্তো বহুবারে। ব্রজবাসী সকলের করিল উদ্ধারে ॥

তথাহি। অপ্যা যাস্তুতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সুহৃদীক্ষিতং। কর্হিদ্রক্ষামি তদ্বক্তুং সুনসং সুস্মিতেক্ষণং। দাবাগ্নের্বাতবর্ষাশ্চ বৃষ সর্পাচ্চরক্ষিতাঃ। দুরিতায়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ইতি ॥

মহা স্নেহময় নিজ স্বভাবেতে করি। অনেক দুঃখেতে রক্ষা কৈল সেই হরি ॥ এখন বিরহ অগ্নি পোড়ায় সভারে। রক্ষা না করেন কেনে না বুঝি বিচারে। কৃষ্ণবীর্য্য সব লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষণ। হসিত ভাষিত সদা করিয়া স্মরণ ॥ যে সভার ক্রিয়া যত হৈল শিথিলতা। দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করিয়ে সর্ব্বথা ॥ নদী অদ্রি প্রদেশাদি তৎপাদ ভূষিতা। ক্রীড়াস্থলী দেখে মন হয়ে তদাত্মতা ॥ রাম কৃষ্ণ দোহাঁকারে পাইলাম যেন। এইমত জ্ঞান হয়ে কখন কখন ॥

তথাহি। স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যানি লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষিতাং। হসিতং ভাষিত ঞ্চৈব সর্ব্বানঃ শিথিলাঃ ক্রিয়া ॥ সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশান্ মুকুন্দপাদ ভূষিতান্। আক্রীড়ানিক্ষ্যমানানাং মনোযাতি তদাত্মতাং। মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ ইত্যাদি ॥

এইমত স্মরিয়া স্মরিয়া সে আনন্দ। কৃষ্ণ অনুরক্ত বুদ্ধি হয়েন যে নন্দ ॥ নেত্রে অশ্রু ধারা মুখে বচন না কহে। প্রেমায় বিভুল হৈয়া নিশবদে রহে ॥

তথাহি। ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ। অশ্রু কণ্ঠোভদ-ত্তূষ্ণীং প্রেম প্রসব বিভুল ॥ ইতি ॥

যশোদাহো পুত্রের সে চরিত্র বর্ণন। করিয়া উদ্ধব মুখে করিয়া শ্রবণ ॥ নেত্র দ্বয়ে অবিরত গলে জলধারা। অত্যন্ত বাৎসল্য স্নেহে স্নুত পয়োধরা ॥

তথাহি। যশোদাবর্ণ্যমানাপি পুত্রস্য চরিতানিচ। শৃণ্বত্যশ্রূণ্যবাস্রা-ক্ষীৎ স্নেহস্নুত পয়োধরা ॥ ইতি ॥

নন্দ যশোদার পর প্রেম অনুরাগ। কৃষ্ণেতে দেখিয়া সে উদ্ধব মহাভাগ ॥ দোহাঁ প্রশংসিয়া কহে করিয়া স্তবন। কেহে অতি শ্লাঘ্য যাতে কৃষ্ণে হেন মন ॥

তথাহি। যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনা মিহমানদ। নারায়ণেঽখিল গুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥ ইতি ॥

যশোদার প্রতি আগে কহিতে লাগিলা। সে কৃষ্ণ তোমার স্থানে আমা পাঠা-ইলা ॥ সতত উৎকণ্ঠা কৃষ্ণের এথায় আসিতে। কার্য্য অনুরোধে নহে গমন

ত্বরিতে।। দিনকথো রহি আমি যাব সেই স্থানে। এই কথা কহিও আমার মাতার চরণে।। তবে নন্দপ্রতি পুনঃ কহয়ে বচন। যেমন তত্ত্বজ্ঞ তিহোঁ যৈছে তার মন।।

তথাহি। এতৌহি বিশ্বস্যচ বীজযোনি, রামোমুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানঃ। অন্বীয়ভূতেষু বিলক্ষণস্য, জ্ঞানস্যচেশাইমৌ পুরাণৌ ।। যস্মিন্মনঃ প্রাণ বিয়োগ কালে, ক্ষণং সমাবিশ্য মনোবিশুদ্ধং। নির্হিত্য কর্ম্মাশয় মাশু যাতি, পরাংগতিং ব্রহ্মময়োংক বর্ণঃ।। তস্মিন্ ভবন্তা বখিলাত্মহেতৌ, নারায়ণে কারণ মর্ত্ত্য মুর্ত্তৌ। ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্; বিন্নাব শিষ্টং যুবয়োস্তু কৃত্যং।। ইতি।।

এইমত দোহাঁকারে করি প্রশংসন। দুইজনা প্রতি কহে সন্দেশ বচন।। ধৈর্য্য চিত্ত হৈয়া শুন মোর নিবেদন।। দুঃখ না ভাবিহ পাইবে কৃষ্ণ দরশন।।

তথাহি। আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজম চ্যুতঃ। প্রিয়ংবিধাস্যতেপিত্রো র্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। হিত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং। যদাহর সমাগম্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ।। ইতি।।

একথা শুনিয়া দোহেঁ উৎকণ্ঠিত হৈলা। কবে আসিবেন বলি পুছিতে লাগিলা তবে সে উদ্ধব বিচারিয়া নিজ মনে। নানাবিধ তর্কে আগে কহে যোগাখ্যানে।। খেদ না করিহ সবে শুনহ বচন। নিকটেই কৃষ্ণের পাইবে দরশন।। সর্ব্বভূত হৃদয়ে তাহার স্থিতি হয়। সর্ব্ব কাষ্ঠ ব্যাপি অগ্নি যেমত আছয়।।

তথাহি। মাখিদ্যত মহাভাগৌদ্রক্ষ্যথং কৃষ্ণমন্তিকে। অন্তর্হৃদি সভূতা নামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি।। ইতি।।

এতেকে প্রবোধ যবে নহিল দোহার। তবে পুন জ্ঞানতত্ত্ব কহে আরবার।।

তথাহি। নহ্যস্যাতি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়বাস্ত্য মানিলঃ। নতুমানাধমো বাপি সমানশ্চা সমোঽপিবা। ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা নস্মুতা- দয়ঃ।। নাত্মীয়ো নাপরশ্চাপি ন দেহ জন্ম এবচ। ন চাস্যকর্ম্ম বালোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু। ক্রীড়ার্থঃ সোপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে।। ইতি।।

যদি কহ প্রিয় অপ্রিয়াদি নাহি তাঁর। কেহ সুখী কেহু দুঃখী কি হেতু ইহার।। এতেক ভাবিয়া পুন কহে সৃষ্টি কথা। সভে নিজ কর্ম্মভোগ করয়ে সর্ব্বথা।।

তথাহি। সত্বং রজস্তমইতি ভজতো নির্গুণোমহান্। ক্রীড়ন্নতী তোঽত্রগুণৈঃ সৃজত্যবতিহন্ত্যয়ঃ।। ইতি।।

জগৎ সৃষ্ট্যাদিত্ব নাহি সে পরমেশ্বরে। তাঁর গুণ কৃত ইহা বুঝহ নির্দ্ধারে।।

তথাহি। যথা ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা ভ্রামতীব মহীয়তে। চিত্তেকর্ত্তরিতত্রাত্মা কর্ত্তে বাহং ধিয়াস্মৃতঃ।। ইতি।।

অতএব জগৎস্রষ্টা সে পরমেশ্বরে। পুত্র ভাবাদিক ভাল না বুঝি বিচারে॥

তথাহি। যুবয়োরেব নৈবায়মাত্ময়ো ভগবান্ হরিঃ। সর্ব্বেষামাত্ময়োহ্যা ত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ইতি॥

দৃষ্টশ্রুত ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান আর। স্থিরচর বড় ছোট যতেক প্রকার॥ বস্তুত জানিবে তুমি আমি আদি করি। সব তাঁর শক্তিকৃত সর্ব্বময় হরি॥

তথাহি। দৃষ্টং শ্রুতং ভূত ভবদ্ভবিষ্যত স্থাস্নুশ্চরিষ্ণু মহদল্পকংবা। বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরা নবাচ্যং সএব সর্ব্ব পরমার্থ ভূতঃ॥ ইতি॥

যোগজ্ঞানতত্ত্ব যত উদ্ধব কহিল। পুত্রভাব বিনু নন্দ কিছু না জানিল॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণে প্রথম নন্দোদ্ধবয়োঃ সংবাদ কথনং নাম ঊনবিংশতিতমোঽধ্যায় সম্পূর্ণ।

বিংশতিঽধ্যারম্ভঃ।

নন্দোদ্ধব দুইজনে কহিতে শুনিতে। সমাধা নহিল সে নিশার হৈল অন্তে॥ ব্যাসেরনন্দন শুক দশম মধ্যেতে। সম্বোধন করি কহে রাজা পরীক্ষিতে॥ ব্রাহ্মমূর্ত্তে ব্রজে যত গোপ গোপীগণে। নিজ নিজ গৃহে করিলেন শয্যোত্থানে প্রদীপ জ্বালিয়া করি গৃহাদি মার্জ্জন। আরম্ভ করিলা দধি করিতে মন্থন॥

তথাহি। এবং নিশাসাত্রুবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্। গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্যদীপান বাস্তূন সমভ্যশ্চ দধীন্যমন্থন্॥ ইতি॥

তাঁসভার শোভা কিছু কহিল না হয়। কঙ্কণাকিঙ্কিণী মাঝে অত্যাশ্চর্য্যময়॥ নানাবিধ মণি অলঙ্কার বিরাজিতা। অত্যন্ত সুদীপ্তা মণিদামের সহিতা॥ চঞ্চল নিতম্বা সভে রজ্জু বিকর্ষণে। স্তন হারাদিক সভার কাপয়ে সঘনে॥ চঞ্চল কুণ্ডলস্ফূর্ত্তি কপোল মধ্যেতে। অরুণ কুঙ্কুম আনন সভে সুশোভিতে॥

তথাহি। তাদীপদীপ্তৈ র্মণিভির্বিরেজু রজ্জুং বিকর্ষদ্ভুজ কঙ্কণস্রজঃ চলনিতম্ব স্তনহার কুণ্ডলত্বিষ্যৎ কপোলারুণ কুঙ্কুমাননা॥ ইতি॥

ব্রজাঙ্গনাগণ অতি আনন্দের ভরে। অতি সুমধুর কৃষ্ণগুণ গান করে॥ দধি মন্থনের শব্দ তাহে মিশাইল। অতি ঘোর সুমধুর আকাশ স্পর্শিল॥ যে ধ্বনি শুনিতে দশদিগ অমঙ্গল হরে। শুনি উদ্ধবের মনে হৈল চমৎকারে॥

তথাহি। উদ্গায়তী নামরবিন্দলোচনাং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশধ্বনিঃ। দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং॥ ইতি॥

আনন্দ দ্যোতক বস্ত্রালঙ্কার কুঙ্কুম। আলেপ মধুর গান বিরহে না হন॥

অতএব কৃষ্ণযুক্ত প্রকাশ সে হয়। যে প্রকাশে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য বিলসয়॥ এই যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। লিখিয়াছি তাতে জানি প্রকাশ বিধানে॥

তথাহি। সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ সদীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। লীলাদ্যোঽপি প্রকাশোঽস্য কদাচিৎ কিলকৈশ্চন শূন্য এবেক্ষতে দৃষ্টি যোগৈরপ্য পরৈরপি। কৈরপি প্রেম বৈবশ্যাদ্ভাগিভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥ ইতি॥

সামান্যত উদ্ধব দেখিল রাত্রি অন্তে। যে রূপে প্রথমে আসি দেখিল দিনান্তে॥ উদ্ধব গমন কৈল প্রাতকৃত্য লাগি। কৃষ্ণ প্রিয়াগণেরে দেখিতে অনুরাগি॥ ত্বরিতে গমন কৈল যমুনার তীরে। স্নানাদি করিয়া মনে কৃষ্ণ ধ্যান করে॥ নিত্য কৃত্য সমাধিয়া বস্ত্র ভূষা পরি। গমন করয়ে নিজ মনেতে বিচারি॥ কৃষ্ণ কহে মোরে গোপীগণেরে মিলিতে। কেমতে হইবে দেখা তাঁসভা সহিতে॥ কুঞ্জপথে আইসে উদ্ধব এতেক ভাবিয়া। কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ দর্শন লাগিয়া॥ অথ প্রাতঃকালে নন্দ ব্রজের দুয়ারে। সুবর্ণের রথ দেখি বিস্ময় সভারে॥ ব্রজবাসী লোক মনে করেন চিন্তনে। কার রথ এই সভে কহেন বচনে॥

তথাহি। ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে ব্রজদ্বারি ব্রজৌকসঃ। দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্॥ ইতি॥

অক্রূরের পুন কিবা হৈল আগমন। যে লইল মধুপুরী কমললোচন॥

তথাহি। অক্রূর আগতঃ কিম্বা যঃ কংসস্যার্থ সাধকঃ। যেননীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচন॥ ইতি॥

ব্রজাঙ্গনাগণ অন্যোন্যেতে কহে কথা। বুঝি কংসের প্রেতকার্য্য কারণে সর্ব্বথা পুন সেই ক্রুর আইল মোসভারে নীতে। গোপীকার মাংসে তার চাহে পিণ্ড দিতে॥

তথাহি। কিং সাধয়িষ্যতে হস্মাভির্ভর্ত্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতি॥ ইতি॥

প্রসঙ্গে শুনিল কৃষ্ণদূত আগমনে। তাহারে দেখিতে সভে রহিল নির্জ্জনে॥ সেই কুঞ্জে রাই নিজ সখী সঙ্গে করি। ভাবয়ে কৃষ্ণের লীলা হিয়া দুঃখে জরি॥ অন্যোঽন্য কহয়ে কথা ব্রজবধূগণ। হেনকালে সে পথে উদ্ধব আগমন॥ কিছু দূর হৈতে দেখে ব্রজবধূগণ। শ্যামবর্ণ পীতাম্বর ধারী একজন॥ তারে দেখি সভে মেলি অনুমান করে। বুঝি ইহোঁ হইবেন কৃষ্ণ অনুচরে॥ ইহারে পাঠাইল কৃষ্ণ মোসভার লাগি। কহিতে কহিতে সভে হৈলা অনুরাগী॥ উদ্ধব আসিয়া তাঁহা উপস্থিত হৈলা। গোপীগণ দেখি মনে ভাবিতে লাগিলা॥ বুঝি এই সব গোপী কৃষ্ণপ্রিয়া হয়। নহে কি দর্শন মাত্র সুখ উপজয়॥ এত ভাবি তিহোঁ আইলা তাঁসভা সাক্ষাতে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামস্ফুট কহিতে কহিতে॥

তথাহি। ইতিস্ত্রীণাং বদন্তীনা মুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ।। ইতি
সন্নিকট হৈতে দেখে ব্রজবধূগণ। কৃষ্ণ অনুচর রূপ অপূর্ব্ব শোভন ।। আজানু লম্বিত ভুজ কমল নয়ন। পীতাম্বর ধারী পদ্মমালা বিভূষণ ।। সুস্মের মুখাব্জ গণ্ডে কুণ্ডল নর্ত্তনে। দেখিশুচিস্মিতা সুবিস্মিতা সভে মনে।। কৃষ্ণ সংস্মারক বেশ আগেতে দেখিয়া। ব্রজাঙ্গনা গণ শুদ্ধস্মিত যুক্তহৈয়া ।। তৎক্ষণে সকলে পুনঃ বিস্মিত হইলা। কৃষ্ণ পীতাম্বর বনমালা কোথা পাইলা ।। অত্যন্ত সুন্দর বেশ ভূষণ ইহার। কোথাহৈতে আইলা ইহোঁ মনুষ্য কাহার ।। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত প্রাপ্তি সংভাবনা করি। অতি সমুৎসুকা সভে উদ্ধবেরে হেরি ।। কৃষ্ণ পাদাম্বুজাশ্রয় এঅবশ্য হয়। অনুমানে সকলেই করিল নিশ্চয় ।।

তথাহি। তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ব বাহুং নবকঞ্জ লোচনং। পীতাম্বরং পুষ্কর মালিনং লসন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্ট কুণ্ডলং। শুচি স্মিতাঃ কোঽয়মপি দিব্য দর্শনং কুতশ্চ কস্যাচ্যুত বেশ ভূষণঃ। ইতিস্ম সর্ব্বাঃ পরিবব্রুরুৎ সুকাস্ত মুত্তম শ্লোক পদাম্বুজাশ্রয়ং ।। ইতি

প্রেষ্ঠের সন্দেশহারি উদ্ধব জানিয়া। প্রথমত সকলে আনম্রশিরা হৈয়া ।। মস্তকাদির ঈশত বস্ত্রাদি আবরণ। স্ত্রী সবে রহয় সেই লজ্জার লক্ষণ ।। আদৃত জনের সামান্যত দরশনে। সহসা হয়েন তাহা কৈল গোপীগণে ।। নিজ প্রিয় দাস ইহোঁ এইত বুদ্ধিতে। সভার ঈষত হাস্য হৈল উপস্থিতে ।। লজ্জা হাস্যযুত সভে করেন ঈক্ষণে। সুনৃত কুশল প্রিয় বাক্য আলাপনে ।। যেমত সময় যৈছে উপস্থিত হৈলা। পাদ্যাদক দিয়া তার সম্মান করিলা ।। বিজাতীয় লোক অগোচর স্থলে লৈয়া। বসাইল কালোচিত আসনাদি দিয়া ।।

তথাহি। তং প্রশ্রয়েনাবনতাঃ সুসৎকৃতং সব্রীড় হাসেক্ষণ সূনৃতা-দিভিঃ। রহস্য পৃচ্ছন্নুপবিষ্ট মাসনেবিজ্ঞায়সন্দেশ হরং রমাপতেঃ ।।

শুন পীতাম্বর ধারী কোথা তোমার ঘর। কি নাম তোমার কেন এ কুঞ্জ ভিতর কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কহ কিসের কারণে। বিবরিয়া কহ দেখি করিয়ে শ্রবণে ।। পুনঃ কহে জানিলাম প্রশ্নে কিবা কাজ। শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি মথুরাতে যদুরাজ ।। বৃহৎ পদ হইয়াছে একারণে। ব্রজ আগমন তাঁর সম্ভব কেমনে ।। তাঁহার পার্ষদ তুমি হও আজ্ঞাকারী। নিজ ভর্ত্তা নিদেশে আইলা ব্রজপুরী ।। প্রীয়তমার প্রিয় চেষ্টা করি তোমা এথা। পাঠাইলা একার্য্য করণ তাঁর বৃথা ।। পিতা মাতা মরে তাঁর কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে। তিহোঁত স্বচ্ছন্দে রাজ্য করে মথুরাতে ।। গোপজাতি পিতা মাতায় নাহি প্রয়োজন। বুঝি পাঠাইলা লোক নিন্দার কারণ ।। কিম্বা কহি তুমি হও সুচতুর বর্য্য। সুবুদ্ধিশেখর কৃষ্ণ সুবদক্ষ আর্য্য ।। পিতা মাতার প্রিয় চেষ্টা করি তোমা এথা। তুমি তাঁর আজ্ঞা পাঞা আইলা সর্ব্বথা ।। অতএব যাহ তাঁর পিতা মাতা স্থানে। পাসরিব কৃষ্ণে তাঁরা তোমার বচনে ।। কেনে নহে ধন্যা।

তার বিবেক তীক্ষ্ণতা। এইমত বহুব্যাজ স্তুতিময় কথা।। কহি তিরস্কার করে ব্রজবধূগণে। চিত্রবৎ হৈয়া তিহোঁ করয়েন শ্রবণে।।

তথাহি। জানীমস্থাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগর্তং। পত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রো র্ভবান্ প্রিয় চিকীর্ষয়া।। ইতি

অন্যথা না দেখি তাঁর স্মরণীয় কেহ। যাহার কারণে তোমা পাঠাইল তিহঁ।। যদি মুনি হয়ে ত্যাগ করিয়ে সংসার। বন্ধু স্নেহ অনুবন্ধ নারে ছাড়িবার।। পিতা মাতার যাহাতে করিলা অনাদরে। অন্যজন কেবা তাহা না বুঝি বিচারে কৃষ্ণে সে সুত্যজ্য নহে সুতেজ্য সর্ব্বথা। পরাঙ্গনা সহিতে বিহার যথাতথা।। এক জনা তেজিয়া বিহার অন্যা সনে। বৈরাগী তীব্রতা কৃষ্ণের আশ্চর্য্য কানে।।

তথাহি। অন্যথা গো ব্রজে তস্য স্মরণীয়ং নচেক্ষহে। স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ।। ইতি

যদি কহ পিতা মাতা ভ্রাতাদি সহিতে। মাথাকে মমতা প্রয়োজনাভাব হৈতে।। স্ত্রীগণে লম্পট কৃষ্ণ তোমরা সুন্দরী। প্রয়োজন আছে কি না দেখহ বিচারি।। কৃষ্ণের স্মরণ যোগ্যা তোমরা সর্ব্বথা। অবধান কর তবে কহিয়ে যে কথা।। অন্যের সহিতে যেই প্রয়োজন বৃত্তি। নিশ্চয় জানিহ নিন্দ্যা হয় সেই মৈত্রী।। প্রয়োজন যাবৎ তাবৎ সে সকলি। সে সকল অর্থ বিড়ম্বন রূপ বলি।। সে মৈত্রীর কর্ত্তা প্রতিজোগী প্রয়োজক। যে উপকরণ সর্ব্ব অর্থ সুনির্থক।। পুরুষ সকল করে স্ত্রীগণে যে প্রেমা। ষট্পদ পুষ্পেতে তার দিয়েত উপমা।। সৌন্দর্য্য সৌরভ্য সৌকুমার্য্য মাধুর্য্যেতে। পুষ্পের সদৃশ নারীগণ হয়ে যাতে।। শোভন মনস্কা অচঞ্চল চিত্তা তথা। প্রয়োজন লোভে মৈত্রী করিয়ে সর্ব্বথা।। ষট্পদ সদৃশ করে সভাকারে ত্যাগ। স্বচাঞ্চল্য দোষে স্থানান্তরে অনুরাগ।। যৈছে সৌরভ্যাদি গুণযুক্তা পুষ্পবনে। সকৃৎ করিয়া পান ত্যেজে ভৃঙ্গগণে।। পুষ্পের নাহিক দোষ চঞ্চল ভ্রমর। মধুময় পুষ্প তেজি যায় স্থানান্তর।। পুষ্প স্বদাক্ষিণ্য গুণে নিষেধ না করে। যে সে ভৃঙ্গ আসিয়া যে মধুপান করে।। আমরা যদ্যপি সভে হৈয়ে পররামা। কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা মাত্র অতিশয় বামা।। মাধুর্য্যাদি গুণযুক্তা আমরা সদায়ে। সর্ব্বমতে তাঁহার সম্ভোগ যোগ্যা হয়ে।। প্রয়োজন সদ্ভাবো মৈত্রীর অভাব। ষট্পদ সদৃশ না বুঝেন লাভালাভ।।

তথাহি। অন্যেষ্বর্থ কৃতামৈত্রী যাবদর্থ বিড়ম্বনং। পুংভি স্ত্রী সুকৃতা যদ্বৎ সুমনঃ স্বিবষট্পাদৈঃ।। ইতি

তারমধ্যে নিজ প্রয়োজন অসদ্ভাবে। নিশ্চয় মৈত্রীর যৈছে হয়েত অভাবে।। দীপক ন্যায়েতে কহে সে সব দৃষ্টান্ত। উদ্ধব বসিয়া মাত্র শুনয়ে একান্ত।। ধন প্রাপ্ত্যাবধি বেশ্যাগণ যারে ভজে। ধনহীন হৈলে তারে তৎক্ষণে সে ত্যজে।। পালন করিতে অসমর্থ হৈলে রাজা। তাতে অনুরাগ ছাড়ি ত্যাগ করে প্রজা।।

বিদ্যা অধ্যয়ন হৈলে বিদ্যার্থী যে জন। অধ্যাপক আচার্য্য সে করয়ে ত্যজন ॥ পুরোহিত তাবৎ থাকয়ে তার ঘরে। দক্ষিণে পাইলে যজমানে ত্যাগ করে ॥ পক্ষিগণ রহে ফলবন্ত বৃক্ষোপরে। ফলহীন হৈলে সে বৃক্ষেরে ত্যাগ করে ॥ নানাবিধ মৃগ থাকে অরণ্য ভিতরে। বন দগ্ধ হৈলে ছাড়ি যায় স্থানান্তরে ॥ ব্যভিচারবতীকে যে উপপতি ভজে। ভোগকরি তারাহ রমণবতী ত্যজে ॥ তাবৎ সম্ভোগ করে যাবৎ যৌবন। যৌবন অভাবে করে অবশ্য তেজন ॥

তথাহি। নিঃসংত্যজন্তিগণিকাহ্যরণ্যং নৃপতিং প্রজাঃ। অবীতবিদ্যা আচার্য্য মৃত্বিজো দত্তদক্ষিণং। খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহং। দগ্ধং মৃগা স্তথারণ্যং জারাভুক্ত রতাংস্ত্রিয়ং ॥ ইতি ॥

নিজ প্রয়োজন কৃত প্রেম যেই হয়। সে সকল কথা এই কহিল নিশ্চয় ॥ এতেকে কহিয়ে প্রয়োজনের সদ্ভাবে। মৈত্রীর অভাব কৃষ্ণ করে কেনে তবে ॥ অতএব বুঝি পুরনাগরীর সনে। প্রয়োজন সিদ্ধি কৃষ্ণ করয়ে এখনে ॥ তাঁর স্মরণীয়া মোরা কিরূপে বা হৈয়ে। মোসভার প্রতি প্রেম অভাব দেখিয়ে ॥ ইথি মধ্যে কহিয়ে বচন শুন আর। বহু পতিপরাকাম উপাধিক যার ॥ উপপতি প্রতি করে প্রেম অনুরাগ। বহু নিষ্ঠা জানিলে করিতে পারে ত্যাগ ॥ আমরা অনেক সর্ব্বে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা। তাঁর সুখ লাগি তাঁতে প্রেম যে সর্ব্বথা ॥ কৈশোর আরম্ভে কত নহে কামোপাধি। বাল্যাবধি তাঁতে প্রেম করি নিরুপাধি ॥ তথাপিহ মোরা ত্যাজ্যা হইলাম যবে। তস্মাৎ দৃষ্টান্ত দিতে স্থান নাহি তবে ॥ নিরুপম নিন্দ্য কর্ম্ম কৃষ্ণের কহয়। যে বলে যে করে সব কৃষ্ণ প্রেমময় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দগতবাক্‌কামমানসাঃ কৃষ্ণদূতে ব্রজায়াতে উদ্ধবে ত্যক্ত লৌকিকাঃ। গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গত হ্রীয়ন্তঃ। তস্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোর বাল্যয়োঃ অনয়োহর্থঃ ॥ যথা রাগঃ ॥

এইমত গোপীগণে, বাহ্যবৃত্তি বিস্মরণে, কৃষ্ণগত বাক্য কায়মনে। কৃষ্ণদুতোদ্ধব যবে, ব্রজকে আইলা তবে, ত্যাগকৈল লৌকিকাচরণে ॥ কহে শুক ব্যাসের নন্দন। অত্যন্ত রহস্য কথা, রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা, প্রেমানন্দ রসে নিমগন ॥ ধ্রু যে নাগরী প্রেমরঙ্গে, করে উপপতি সঙ্গে, কদাচিত না কহে বচনে। সে অতি অকথ্য কথা, প্রেম রসময় গাঁথা, নিজ মুখে কহে গোপীগণে ॥ লজ্জা ধর্ম্ম গেল দূরে, ধৈরজ ধরিতে নারে, রোদন করয়ে উচ্চস্বরে। গান করে প্রিয়কর্ম্ম, কে বুঝে তাহার মর্ম্ম, পুনঃ পুনঃ স্মরিয়ে অন্তরে ॥ কৈশোরে যতেক লীলা, পৌগণ্ডে যে কৈল খেলা, যত ইতি করিল কৌমারে। নিরুপাধি প্রেম হৈতে, সকল উঠয়ে চিত্তে, শুনি উদ্ধবের চমৎকারে ॥ এইখানে কহিব কথা, মন দেহ সব শ্রোতা,

অতিশয় অপূর্ব্ব বচনে। ব্রজাঙ্গনাগণ যত, কৃষ্ণসুখ অভিমত, বাল্যাবধি কৈল আচরণে॥ ত্রিবিধ প্রকার রতি; মধুপুর দ্বারাবতী, সাধারণী সমঞ্জসা হয়ে। ব্রজে ব্রজবধূগণে, কৃষ্ণসুখের কারণে; কেবল সমর্থা রতিময়ে॥ রতিক্রমে প্রেম হয়, স্নেহ মান পরিণয়; ক্রমে রাগ অনুরাগ সীমা। তবে যে উপজে ভাব, তারে কহি মহিভাব, কে কহিবে তাহার মহিমা॥ মুকুন্দ মহিষী বৃন্দে; সেই ভাব প্রেমানন্দে, সদাই দুর্ল্লভ অতিশয়ে। ব্রজদেবীগণ বেদ্য, সতত সে ভাব হৃদ্য, যারা কৃষ্ণসুখে সুখী হয়ে॥ সেই ভাব পুনর্ব্বার, রূঢ় অধিরূঢ় আর, দুই রূপে কহে মহাজনে। সকল সাত্বিকোদ্দীপ্ত, এক কালে যবে ক্লৃপ্ত, তবে রূঢ় করিয়া বাখানে রূঢ় উক্ত পরকার, হৈতে বিশিষ্টতা আর; কোন দশা যবে প্রাপ্ত দেখি। সেই অনুভাব গণ, অপরূপ নিরুপম, অধিরূঢ় করি তবে লিখি। সেই অধিরূঢ় সারে, মোদন মাদন যারে, দুই রূপে মণ্ডিতে কহয়ে। তাহাতে প্রথম হয়; মোদন আশ্চর্য্যময়, ত্রিজগতে কভু না জন্ময়ে॥ উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠব যার; হেন যে সাত্বিক সার, শ্রীরাধামাধব দোহাঁকার। যবে হয় এককালে, পণ্ডিত সকল বলে, মোদন মাধুর্য্য সর্ব্বসার॥ কান্তাগণ সঙ্গে করি, যদ্যপি বিহরে হরি, রাধাভাব মোদন দর্শনে। সভাকার মনে ক্ষোভ, সে ভাব আস্বাদ লোভ, কোন রূপে নহে আস্বাদনে॥ প্রেমেরু সম্পত্তি খ্যাতা, হয়ে যে যে কৃষ্ণকান্তা, তাসভার অতিক্রয়কারি অতিশয়িতাদি গুণ, প্রেমাধিক্য নিরূপণ, মোদন সকল ভাবোপরি॥ রাধিকার যুথমাঝে, সর্ব্বদা মোদন রাজে, কখন না হয় স্থানান্তর। যেহোঁ অতি শোভাময়, হ্লাদিনী শক্তির হয়, সুবিলাস অতি প্রিয়বর॥ বিচ্ছেদ দশাতে পুনঃ, মোদন সেবি মোহন, যে বিরহ বিবশ হইতে। সাত্বিক সুদীপ্তময়, কত অনুভাব হয়, বিশেষিয়ে না পারি বর্ণিতে॥ শেষে দিব্যোন্মাদ হয়, সুবিদ্বানগণ কয়, সে রসে রসিক যার হিয়া। বৃন্দাবনেশ্বরীতে সে, মোহন প্রকট ভাসে, অন্যজনে না দেখি চাহিয়া॥ পুনঃ সে মোহনে যবে; কোন দশান্তর লভে, ভ্রমাভাকাপি বৈচিত্র্যময়ী তবে যত ভাব প্রেমা, ক্রিয়া মুদ্রা অনুপমা, দিব্যোন্মাদ করি তারে কহি॥ যাহাতে উদঘূর্ণাময়, চিত্র জল্প আদি হয়, তার ভেদ অনেক প্রকার। প্রথমে কহিব শুন, উদঘূর্ণা সে বিলক্ষণ, নানা বিবশতা চেষ্টা যার॥ যেইকালে মধুপুরী, গমন করিলা হরি, রাধিকার উদঘূর্ণা সে দশা। ললিতমাধব গ্রন্থে, নাটক প্রবন্ধ ছন্দে, তৃতীয়াঙ্কে স্ফুট সব ভাষা॥ অত্যন্ত বিরহ শোকে, প্রিয়ের সুহৃদা লোকে, গূঢ় রোষোংভিজৃম্ভিত হৈয়া। বহু ভাবময় জল্প, তারে কহি চিত্রজল্প; তীব্রোৎকণ্ঠা অন্তিম পাইয়া॥

তথাহি। কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তি কৃষ্ণসঙ্গমং। প্রিয় প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ॥ ইতি॥

কাচিৎ হ্লাদিনী সার, বৃত্তিরূপ প্রেম যার, সপ্তম ভূমিকা মহাভাব। তন্ময়ী

রাধিকা নামা, যার চেষ্টা অনুপমা; অনন্ত অপার প্রেমভাব।। মথুরা অঙ্গনা সনে, কৃষ্ণের বিহার মনে, ভাবিয়া উদ্ভূত মানা হৈলা। মধুকর দেখি মনে, কৃষ্ণ দুত করি মানে, মোর প্রসাধনে পাঠাইলা।। এতেক কল্পনা করি, ভ্রমরে নেত্রান্ত ধরি, করিতে লাগিলা প্রজল্পনে। মধুকর উপদেশে, উদ্ধবের প্রতি ভাষে, ব্যাজ স্তুতি নিন্দা সুবন্দনে।। অসংখ্য ভাব বৈচিত্রী, দুস্তর সে চমৎকৃতি, চিত্র জল্প দশা সুনিশ্চয়ে। যদ্যপি নাহিক পার, অতিশয় সুবিস্তার, সঙ্ক্ষেপার্থ করি নিবেদয়ে।। দশ অঙ্গ চিত্রজল্প, প্রথমতঃ প্রজল্প, দ্বিতীয়ে পরিজল্পিত নামে। তৃতীয়ে যে আজল্প, চতুর্থে সে উজ্জল্প, সংজল্পে পঞ্চম অঙ্গাখ্যানে।। অবজল্প ষষ্ঠে মত, সপ্তমে অভিজল্পিত; অষ্টমে আজল্পে কহি যারে। নবমে যে প্রতিজল্প, দশমাঙ্গ সে সুজল্প, দশমে ভ্রমর গীতাসারে।।

তথাহি। চিত্রজল্পদশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্প পরিজল্পিতং। আজল্পোজ্জল্প সংজল্প। অবজল্পোঽভিজল্পিতং। আজল্পাঃ প্রতি জল্পাশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতঃ। এষ ভ্রমর গীতায়াং দশমে প্রকটীকৃত।। ইতি।।
তথা। অসংখ্যা ভাব বৈচিত্রী চমৎকৃতি সুদুস্তরঃ। অপিচেচ্চিত্রজল্পোঽয়ং মনাক্ তদপি কথ্যতে।। ইতি চ।।

তত্র প্রজল্প। তল্লক্ষণং।

অসূয়ের্ষামদ যুজাযোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গার প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে।।

অস্যার্থঃ। অসূয়া প্রযুক্ত ঈর্ষা ভাবগত চিত্তে। অহঙ্কারোদ্গমে অবধীরণ মুদ্রতে।। শেষে যে করয়ে প্রিয় অকৌশলোদ্গার। চিত্রজল্পে প্রজল্প আখ্যান হয়ে তার।

তথাহি। মধুপকিতববন্ধো মাস্পৃশাঙ্ঘ্রিং স্বপত্ন্যাঃ, কুচবিলুলিত মালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতি স্তন্মানিনাং সংপ্রসাদং, যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূত স্ত্বমীদৃক্।। ইতি।।

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ। স্বপদ কমল, সৌরভ চঞ্চল; ভ্রমত ভ্রমরা হেরি। তহি প্রতি জল্পতি, দিব্যোন্মাদবতী, শ্রীবৃষভানু কিশোরি।। তুমিত মধুপ, মধুপুরাধিপ, তোমারে সে দূত কৈলা। পীতাম্বর সখ, প্রেমাসুমুরুখ, ব্রজপুরে কেনে আইলা।। ধ্রু।। শুন হে মধুপ, ধূর্ত্তজন বন্ধু, তোরে নিষেধিয়ে আমি। কি তব বচনে, মোসভা চরণে, পরশ না কর তুমি।। যদি কর মনে, হেন কহে কেনে; কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা কিবা। সেইত বচন, কহিব এখন, সাবধানে মন দিয়া।। বৃন্দাবন বাসে, আপনি সে ভাষে, মুঞিতো সভার ঋণী। গমনের কালে, দূতদ্বারে বলে, ত্বরিতে আসিব আমি।। এতেক কহিয়া; রহে পাসরিয়া, প্রপঞ্চক অতিশয়। অতএব তারে; ধূর্ত্ত কহি তোরে, বৃথা দুঃখ উপজয়।। এত সব শুনি, বন্ধু দোষ

মানি, পুনরপি যদি কহ। তোমার চরণে, করিতে প্রণামে; কি কারণে নিষেধহ ॥ তবে যেবচন, কহি তাহা শুন; পুষ্পরসে মাতোয়াল। মদ্যপ সদৃশ, তোমারপরশ কখন না হয়ে ভাল ॥ পরশিলে মাত্র, হৈব অপবিত্র; এ লাগি কহিয়ে তোরে। যদি নমস্কারে, থাকে প্রয়োজন, তবে কর যাই দূরে ॥ যদি কহ অয়ি; কৃষ্ণপ্রিয়ে মরি; মিথ্যা অপবাদ দেহ। পুষ্পরস খাই, কভো দুষ্ট নহি, মাতাল কেমনে কহ তাহার কারণ; কহিব এখন, শুনি বিচারহ মনে। পরিবাদ নহে, সহজ কহিয়ে; মাতাল সমান গুণে ॥ স্বপত্নি কুচেত, কৃষ্ণবক্ষকৃত, বিলোলিতা যেই মালা। কুচ যুগে করি; কৃষ্ণবক্ষে ধরি, কিবা নিমর্দ্দিত ভেলা ॥ তাতে সব কুচ; কুঙ্কুমসংযুত, মালার সৌরভ পাঞা। তার মধুপানে, হৈয়া মাতোয়াল, এথা আইলা দূত হৈয়া সেইত কুঙ্কুম, চিহ্ন পীত সম, দেখিয়ে তোমার মুখে। ওমুখে চরণে, ছুইবে কেমনে; তেঞি নিষেধিয়ে তোকে ॥ আমরা মানিনী; এই তত্ত্ব জানি, প্রসাদন লাগি আইলা। সে কুচ কুঙ্কুম, বিনা প্রক্ষালন, না বুঝিয়া দূত হৈলা ॥ বিবেক অভাবে, হেন কৈলে যবে; সে মদ্যপান লক্ষণে। তোর দরশনে, বাঢ়ে আরমানে বিচারি দেখহ মনে ॥ যদি কহ শুন, হও পরসন্ন, যৈছে তৈছে হই আমি। শুন হে মধুপ; মদোর পালক, মধুপুরে যাও তুমি ॥ নিজ প্রভু পেয়, সে মদ্যপালয়, পিব তাহা নিরবধি। সে কর্ম্ম করণে, দূত্য প্রকরণে, তোমারে সে হয়ে বিধি ॥ যদি কহ মোরে, কৈলে তিরস্কারে; চলিযাব মধুপুরে। আপনে আসিয়া, গোপেন্দ্রনন্দন, প্রসাধন করু তোরে ॥ তাহার কারণ, শুনহ এখন, সে কেন সাধিব মোরে। নানা সুবন্ধানে; করিয়া সাধনে, যবে ছিলা ব্রজপুরে ॥ ব্রজে ব্রজেশ্বরী গর্ব্ভজাত হরি, ব্রজেন্দ্রনন্দন সেহোঁ। ভাগ্যবশ হৈতে, ক্ষত্রিয় কুলেতে, মধুপতি হৈলা তিহোঁ ॥ অতএ মানিনী, ক্ষত্রিয় রমণী, গণের প্রসাদ বহু। সদা সভাকার সহিতে বিহার, করি সভা প্রসাদউ ॥ মধু স্ত্রী অগণ্যা, রূপ গুণ ধন্যা, সদাই সম্ভোগ করে। একের সহিতে, বিহার করিতে, অন্যামনে মান ধরে ॥ তার প্রসাদনে, মানবতি আনে, তরে প্রসাদন করু। প্রবাহ রূপেতে; সভার সহিতে, সে মধুপতি বিহরু ॥ তাহাতে এখানে, করিতে গমনে, অপসর নহে তাঁর। অথবা এখনে, গোপাঙ্গনা গণে, কিবা প্রয়োজন আর ॥ যদি কহ পুনঃ, করি নিবেদন, কৃষ্ণপ্রিয়ে দেবী রাধে। তুমি সেই হরি, প্রিয়া সর্ব্বোপরি, সব সৌভাগ্যের নিধে যদি বা তোমাতে; নহে তার চিত্তে; তবে কেনে তেহোঁ মোরে। এই ব্রজপুরী, পাঠাইলা হরি, সাধন করিতে তোরে ॥ তবে কহি শুন, অতি বিলক্ষণ; যার দূত তোমা হেন। যাবদ নাগরী; রতিচিহ্নধারী, যদু সভা বিড়ম্বন ॥ তাহা সভাকার, পতিব্রত সার, সে কৃষ্ণ করই নাশে। ব্যক্ত হয়ে যবে, যদুগণে তবে, বিড়ম্বন সু বিশেষে ॥ তুমি যার দূত; তুমি এ অদ্ভুত, যদুষ দশেষ দোষে। যাদব রমণী, কৃষ্ণভোগ্যা জানি, নিন্দা হৈবে সর্ব্বদেশে ॥ শ্লেষেত কহত, তুমি যার দূত,

ঈদৃশ সে মধুপতি। মধুনামিতি; মদ্যানাং পতি, মদ্যপ নিশ্চয় অতি॥ যে মদ্য বিক্ষেপে, তোমা হেন রূপে, ভ্রমরেত দূত কৈল। সে হরি যেখানে, যাহ সেই খানে, তোরে এবচন বৈল॥ কিতবের বন্ধু, মধুপ কহিতে, প্রথমে অসূয়া হৈল সপত্নীর কুচ, কুঙ্কুম বোলিতে, ঈর্ষা ভাব উপাজিল॥ আমার চরণ, না কর স্পর্শন, এই অহঙ্কার হয়। মথুরা নাগরী, গণ প্রসাদউ, মুদ্রাবধীরণে কয়॥ যদু যদসীতি, বচনে বদণী; প্রিয় অকৌশলোক্তার। চিত্রজল্প হেন, শুন শ্রোতা গণ; প্রজল্প আখ্যান যার॥ শ্রীনন্দনন্দন, সদা নিমগন, রাধাভাব গুণ মতি। এনন্দকিশোর, দাস,তহিঁ ভোর, সেই ভাব অনুগতি॥

পয়ার। এইমত চিত্রজল্প আর নব অঙ্গে। নবশ্লোকে কহে নানা ভাব রস রঙ্গে॥ অন্য কি কহিব যাহা উদ্ধব আপনে। কৃষ্ণ যারে আপন সমান করি মানে॥ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা বাখানয়ে যেহোঁ। ব্রজাঙ্গনার ভাব প্রেম না বুঝয়ে তেহোঁ॥ যদবধি দশ অঙ্গ কৈল প্রজল্পন। অতি চিত্র চমৎকার করিয়া শ্রবণ শ্রীরাধার প্রেম ভাব তরঙ্গ লহরী। সর্ব্বভাবামৃত শ্রেষ্ঠা অতি চমৎকারী॥ সে তরঙ্গ হিল্লোলে উদ্ধব নিমগনে। আপনার রক্ষা করে অনেক যতনে॥ যোগ জ্ঞান সংপুটে সঙ্কেতে যে আনিল। মহাভাব তরঙ্গে বহিয়া কাঁহা গেল॥ কৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবের যাতে চমৎকার। সে ভাব তরঙ্গ বর্ণে যোগ্যতা কাহার॥ রাধিকার চিত্রজল্প করিতে শ্রবণে। কৃষ্ণ মধুকর রূপে কহে মহাজনে॥ কৃষ্ণপ্রতি করে যেই তাড়ন ভৎর্সন। তার ভাব বর্ণিবে এমত কোনজন॥ সেই প্রেম ভাব গণে করি নমস্কার। সংক্ষেপে কহিল কিছু না কহিল আর॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণে শ্রীউদ্ধব সংবাদে চিত্রজল্প দশা কথনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

একবিংশতি অধ্যায়ারম্ভঃ।

বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরি কথোদ্গীতঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥ ইতি॥

তবে নিশবদে রহে করি প্রজল্পনে। কৃষ্ণ দরশনে সভে উৎকণ্ঠিত মনে॥ দেখিয়া উদ্ধব সভা শান্তনা করিয়া। প্রিয় কথা কহে পুন. সভা সম্বোধিয়া॥ তোমরা নিশ্চয়ে পূর্ণ অর্থাস্মকৃতার্থা। কৃষ্ণেতে অর্পিত মন হেনমতে যথা॥ অন্য ভক্তগণ মন অর্পিত কৃষ্ণেতে। সর্ব্ব ভাবে ঐছে কাঁহা না পাই দেখিতে।

তথাহি শ্রীউদ্ধব উবাচ।

অহোযূয়ং স্বপূর্ণার্থা ভবত্যা লোক পূজিতাঃ। বাসুদেবে ভগবতি যা সামিতার্পিতং মনঃ॥ ইতি॥

দানাদি সাধনে কৃষ্ণভক্তি সভে সাধে। যে সব ক্রিয়াতে ভক্তি কভু নাহি বাধে বিষ্ণু বৈষ্ণবে সংপ্রদান করে সেই দানে। একাদশী আদি কহি ব্রতের বিধানে কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগ তারে কহি তপ। হোম যে বৈষ্ণবমত বিষ্ণুমন্ত্র জপ॥ স্বাধ্যায় সে বেদ পাঠ গোপাল তাপনী। নানাবিধ শ্রেয় কহি বহু ভক্তজ্ঞানি॥ এতেক প্রকারে যবে কৃষ্ণে ভক্তি করে। তথাপি এপ্রেম সম না কহি তাহারে॥

যথা। দান ব্রত তপ হোম জপঃ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ। শ্রেয়ভির্বিবিধৈ-
শ্চান্যৈ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥ ইতি॥

তোমা সভার ভক্তি সভাহৈতে বিলক্ষণা। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা প্রবর্ত্তন করিলা যে প্রেমা॥ পূর্ব্বেতে প্রকট নাহি ছিল এ ভজন। রাগাত্মিকা ভক্তি এবে হৈল প্রকটন॥ রাগানুগা ভক্তি লোকে এখন করিবে। ভক্তভাগ্যে সর্ব্ব দেশ প্রচার হইবে॥ যথা॥

ভগবত্যুত্তম শ্লোকে ভবতিভিরনুত্তমা। ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতাদিষ্ট্যা মুনিনা
মপি দুর্ল্লভা॥ ইতি॥

স্বজন ভবন পতি আদি ত্যাগ করি। কৃষ্ণেরে ভজিলে তাতে মানি ভাগ্য করি॥ যথা॥

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতিন্ দেহান্ গেহাংশ্চ ভবনানি চ। হিত্বা বৃণীতযূয়ং
যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং॥ ইতি॥

যদিকহ মোরা নিজ ধর্ম্ম ত্যাগকরি। যস্মাৎ সে পরপুরুষ ভজিলাম হরি॥ তাতে তোমার ভাগ্য কিবা মোসভারে কহ। নিবেদন করি তবে শ্রবণ করহ॥ অধোক্ষজ অন্যের প্রত্যক্ষ যেহো নয়। সে কৃষ্ণ দুর্ল্লভ প্রেম যদি কারো হয়॥ সকল স্বরূপ সহ পূর্ণ যেই ভাব। কৃষ্ণেত সভার হয়ে সেই মহাভাব॥ প্রেমের সপ্তম কক্ষা সেই ভাব হয়ে। তোসভাতে সদা লক্ষ্ম্যাদিকে কভু নহে॥ সেই প্রেমার অধিকারী তোমা সভাকারে। কবিলেন কৃষ্ণ নাহি করিলা অন্যেরে॥ অতএব অনুগ্রহ বিরহ করণে। মোরে অতিশয় কৈলা পাইল দর্শনে॥ চিত্রজল্প আদি মহাভাব ভেদগণ। যে বিরহে আমারে করাইল দর্শন॥ তোমা সভার কৃষ্ণেতে বিরহ নহে যবে। ব্রজপুরে কৃষ্ণ তবে না পাঠাইতা তবে॥ এমত আশ্চর্য্য না পাইতাম দর্শন। এতাবতা ভাগ্যাবধি কৈল নিবেদন॥ যথা॥

সর্ব্বাত্ম ভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে। বিরহেণ মহাভাগা
মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ইতি॥

যদি কহ এই শ্লাঘা করি মোসভারে। শান্তনা করিতে কি আইলা ব্রজপুরে॥ কিবা কিছু কৃষ্ণ সন্দেশাদি আছে সঙ্গে। দুঃখোপসমক হয় কহয়ে প্রসঙ্গে॥ তবে শুন কৃষ্ণের সন্দেশ যেই কথা। তোমা সভার সুখাবহ হয়ে যে সর্ব্বথা॥ কৃষ্ণের রহস্য কার্য্য কর্ত্তা সে বচন। যাহা লৈয়া আমার এখানে আগমন॥ যথা।

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ। যমাদায়া গতোভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ॥ ইতি

তারপর উদ্ধব ভাবিয়া নিজমনে। কৃষ্ণের সন্দেশ বার্ত্তা করিয়া স্মরণে॥ মোর প্রভুর এতাদৃশ বাক্য প্রয়োজন। আমার দুর্গম এত করিয়া ভাবন॥ পরক্ষে কহেন কৃষ্ণ সন্দেশ যে কহে। নিবেদন করি সভে মন দেহ তাহে॥

তথাহি শ্রীভাগবানুবাচ।

ভবতীনাং বিয়োগে মে নহি সর্ব্বাত্মনাক্বচিৎ। যথা।

ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নিজলং মহী। তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয় গুণাশ্রয়ঃ। আত্মনাবাত্মনাত্মানাং সৃজেহংম্যনুপালয়ে। আত্মমায়ানু ভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মন। আত্মাজ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো গুণান্বয়ঃ। সুষুপ্তস্বপ্নজাগ্রদ্ভিমনো বৃত্তিভিরীয়তে। যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষাস্বপ্নবদুত্থিতঃ॥ তন্নিরুধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যতঃ। এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মিনিষীণাং। ত্যাগস্তপোদমঃ সত্যং সমুদ্রান্তাইবাপগাঃ। যত্বহং ভবতীনাং বৈদূরে বর্ত্তে প্রিয়োদৃশাং। মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান কাম্যয়া। যথাদূরচরে প্রেষ্ঠে মনআবেশ্য বর্ত্ততে। স্ত্রীণাঞ্চন তথাচেতঃ সন্নিকৃষ্টেক্ষি গোচরে। ময্যাবেশ্য মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাশেষ বৃত্তিযৎ। অনুস্মরন্ত্যোমাং নিত্য মচিরান্মামুপৈষ্যথঃ। যাময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেংস্মিন্ ব্রজ আস্থিতঃ। অলব্ধ বাসাঃ কন্যাথো মাপুর্মদ্বীর্য্য চিন্তয়েতি॥

অস্যার্থঃ। এই মত প্রিয়তম আদেশ শুনিয়া। তৎ সন্দেশ গত স্মৃতি সকলে হইয়া॥ ব্রজবধূগণ সভে উদ্ধবের প্রতি। প্রীতযুতা হৈয়া কহে কৃষ্ণগতি মতি॥

তথাহি গোপ্যাউচুঃ।

দিষ্ট্যাহিতঃ হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঘকৃৎ। দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধ সর্ব্বার্থে কুশল্যাস্তেংচ্যুতোহধুনা। কচ্চিদ্গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি প্রিয়যোষিতাং। প্রীতিংনঃ স্নিগ্ধসব্রীড় হাসো দারেক্ষণার্চ্চিতঃ। কথং রতি বিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাং। নানুবধ্যেত তদ্বাক্য বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ। ইতি

পরামর্শ করি সভে কহে অনুরাগে। ত্যাগযোগ্য দেখিয়া সে কৃষ্ণ কৈল ত্যাগে কেহ যদি করে প্রেম নিকৃষ্টার সনে। ত্যাগকরি স্মরণ করয়ে দোষগুণে॥ এতেক বিচারি সভে প্রেমের আবেশে। নিশ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসয়ে হরিদাসে॥ মোরা গ্রাম্যা অবিদগ্ধা স্বৈর কথান্তরে। গান নর্ম্ম প্রহেল্যাদি রচনা ভিতরে॥ পুরস্ত্রী সভাতে কৃষ্ণ করিয়া স্মরণে। কথন কহয়ে গোপীগণ ইহা জানে॥ কিবা হেন নর্ম্মগান গোপীকা না জানে। হেন রূপে কথন বা করয়ে স্মরণে॥

তথাহি। অপিস্মরতিনঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ। গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাস্মেব কথান্তরে ॥ ইতি

সভে সভা প্রতি কহে বক্রোক্তি কারণে। বৃথা কৃষ্ণের পুরস্ত্রীগণের বিনিন্দনে স্পষ্টকরি কেনে নাহি কহ হরিদাসে। বৈদগ্ধ্যাদি অন্য নর্ম্মাদিক পরিহাসে ॥ মোসভা অভাগ্যবশে হৈলা বিস্মরণে। সে রাস প্রসঙ্গ কি বিস্মৃতি কৃষ্ণ মনে ॥ এতেক কহিয়া সভে রোদন করিয়া। সে রাস প্রসঙ্গ কথা কহে বিশেষিয়া ॥ সে সকল নিশা কভু করেন স্মরণে। যে নিশাতে কৃষ্ণ তবে মোসভার সনে ॥ কুন্দ কুমুদেন্দু ফুল্ল উজ্জ্বল কিরণে। সুশোভন বৃন্দাবন যমুনাপুলিনে ॥ রাস মধ্যেসভাসহ কারলা রমণে। যাতে সুমধুর ধ্বনি নূপুর চরণে ॥ বিমানচারিণী বহু স্বর্গাঙ্গনা গণ। যে লীলা কৌতুককথা করিলা স্তবন ॥ অতএব পুরাঙ্গনা বরাকির গণে। নৃত্যগীত বাদ্যরস কথা কিবা জানে ॥ মথুরাতে কোথাবা পুলীন এতাদৃশ কৃষ্ণ অভিমত নৃত্য গীতাদি বিশেষ ॥ সে চূড়া মুকুট বনমালা সে চন্দন। কে জানয়ে সে তাম্বূল বাটিকারচন ॥ মথুরা নিবাসে কৃষ্ণ সুখ গেল সব। সে আনন্দ অভাব করিয়া অনুভব ॥ আমরা দুঃখেতে মরি তাঁর দুঃখ জানি। মোসভা সদৃশী যদি থাকে বিলাসিনী ॥ তাসভা সহিতে সুখে রাসলাস্য করে। বেণুবাদ্য বিনোদেতে সে কৃষ্ণ বিহরে ॥ তাঁর সুখ যদ্যপি শুনিয়ে কার মুখে। এবিরহে আমরা বর্ত্তিয়ে সেই সুখে ॥ এই মত কহে সভে প্রেমের আবেশে। যাহা শুনি বিস্ময় হইল হরিদাসে ॥

তথাহি। তাঃকিং নিশাঃ স্মরতি যা সুতদাপ্রিয়াভি,বৃন্দাবনে কুমুদ কুন্দ শশঙ্ক রম্যে। রেমেক্বণচ্চরণ নূপুর রাস গোষ্ঠ্যা,মস্মাভিরীড়িত মনোজ্ঞ কথঃ কদাচিদিতি ॥

পরামর্শ করি কহে সব সখীগণ। মধুপুরে নাহি কৃষ্ণ সুখের কারণ ॥ তস্মাৎ সে স্থান হৈতে সসোদ্বিগ্ন মনে। বৃন্দাবন মাঝে পুনঃ করিব গমনে ॥ এত বিচারিয়া কহে সমভাবা গণ। উদ্ধব বাসয়া তাহা করেন শ্রবণ ॥

তথাহি। অপোষ্যতীহ দাসার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা। সংজীবয়ন্নু নগাত্রৈর্যথেন্দ্রোবনমম্বুদৈরিতি ॥

এত শুনি অন্যা বাম্যময় স্বভাবেতে। সখীগণ প্রতি কহে তারা শুনে সবে ॥ রাসাদি লীলাতে কৃষ্ণের কিবা প্রয়োজন। তোমরা সকলে মুগ্ধা না বুঝ কারণ কৃষ্ণ অভিমত সুখ মোর মুখে শুন। বক্রোক্তিতে সভা প্রতি কহেন বচন ॥

তথাহি। কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহা যাতি প্রাপ্ত রাজ্যোহতাহিতঃ। নরেন্দ্র কন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্ব সুহৃদ্বৃত ॥ ইতি

পুনঃ কথো সখী কহে সহচরী গণে। ঈর্ষাদিক ভাব তেজ কৃষ্ণে প্রেম শূন্যে ॥ এতবলি তাঁর সর্ব্বত্রেতে উদাসীন। কহিতে লাগিলা তত্ত্বকথা যে প্রবীণ ॥

তথাহি। কিমস্মাভির্বনৌকোভিরণ্যাভির্বা মহাত্মনঃ। শ্রীপতে রাপ্ত কামস্য ক্রীয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ।। ইতি।।

এতেক শুনিয়া সব সহচরীগণ। তাসভার প্রতি কহে পরীক্ষা বচন।। তার প্রাপ্ত আশা সভে তবে কর ত্যাগে। সর্ব্বথা দুস্ত্যজা সভে কহে অনুরাগে।।

তথাহি। পরং সৌখ্যংহি নৈরাশ্যং স্বৈরণ্যপ্যাহি পিঙ্গলা। তজ্জানতী নাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া।। ইতি।।

আর কিছু কহি সখীগণ শুন কথা। লোভিজন লভ্যবস্তু কারণে সর্ব্বথা।। পায় কিবা নাহি পায় উৎসুক অন্তরে। কদাচিত লোভ সেই ছাড়িতে না পারে।।

তথাহি। ক উৎসহেত্তু সংত্যক্তু মুত্তম শ্লোকসংবিদং। অনিচ্ছতোহপি যস্য শ্রীরঙ্গান্নচ্যবতে ক্বচিৎ।। ইতি।।

আর শুন যদি কৃষ্ণ বিস্মরণ হয়। দূরে হয় আশা সেহ দুর্ঘটাতিশয়।। যতেক বিচার করি বিস্মরণ তরে। অন্তরে স্মরণ হয়ে অতি মনোহরে।।

তথাহি। সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশাগাব বেণুরবাইমে। সঙ্কর্ষণ সহায়েন কৃষ্ণে না তরিতাঃ প্রভো। পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত। শ্রীনিকে তৈস্তৎ পদ কৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈবশক্নুমঃ।।গত্যা ললিতয়োদারঃ হাসলীলাব লোকনৈঃ। মাধ্ব্যাগিরাহৃত ধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে।। ইতি।।

এইমত গোপীগণ যত কথা কয়। উদ্ধব সকল চেষ্টা দেখিয়া বিস্ময়।। যতেক সন্দেশ কথা উদ্ধব কহিল। সে সব বচনে কারো হৃদ্বোধ নহিল।। ব্রজলোক অভিমত সন্দেশ না কহি। প্রেমের তরঙ্গ দেখি উদ্ধব সে রহি।। তবে সভে উদ্ধবের অনাদর করি। মথুরাভিমুখে সভে নিজ নেত্র ধরি।। পরমার্ত্তি ভরে তবে সদৈন্য রোদনে। উদ্দেশে কৃষ্ণেরে সভে করে সম্বোধনে।। অয়ে কৃষ্ণ অযোগ্যা আমরা সভাকার। চিত্ত আকর্ষক নাথ চরিত্র তোমার।। অহে রমানাথ সে রময়া নাথ্য মালা। অদ্ভুত মাধুর্য্য রাস সম্পত্তির সীমা।। ব্রজনাথ তোমার নাথতি ব্রজ পুরী। হে আর্ত্তি নাশন গিরি গোবর্দ্ধন ধারী।। সংপ্রতি তোমার যে বিচ্ছেদ দুঃখার্ণবে। আজি কালি গোকুল নাগরী নাশ হবে।। হে গোবিন্দ স্বপালিত চরী বাণী গণ। স্মরিয়া বুঝহ শীঘ্র করি নিবেদন।। ব্রজের উদ্ধার কর করি আগমনে। বৃথা প্রয়োজন কিবা দূত প্রস্থাপনে।।

তথাহি। হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তি নাশন। মগ্ন মুদ্ধর গোবিন্দ গোকুল ব্রজিণার্ণবে।। ইতি।।

এতেক কহিয়া পুনঃ সব গোপীগণে। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদনে।। কোথা গেলা প্রাণনাথ মুরলী বদন। একবার মোসভারে দেহ দরশন।। মোসভা সহিতে সদা এই বৃন্দাবনে। বিলাস করিতে অতি আনন্দিত মনে।। এখনে মো

সভা ছাড়ি কোথা কার সনে। কেমনে আছহ নাথ না পাও দর্শনে॥ এইমত প্রলাপ সভে করি পুনঃ পুনঃ। মত্তুকামা হৈলা সব ব্রজবধূগণ॥ বিচ্ছেদ দুঃখেতে আশা শৈথিল্য দর্শনে। আগে রহি উদ্ধব করয়ে নিবেদনে॥ শুন কৃষ্ণ প্রিয়া সব আমার বচন। নিজ কান্তা বার্ত্তা কহি করহ শ্রবণ॥ এত কহি পুনঃ আর সন্দেশ বিশেষে। শুকদেব সে কথা না কহে সবিশেষে॥ সন্দেশ শুনিতে সভে আনন্দ পাইল। তৎক্ষণে বিরহ জ্বর সব দূরে গেল॥ আপন সমান সে কৃষ্ণেরে সভে জানে। উদ্ধবের পূজা করে বচন স্তবনে॥

তথাহি। ততস্তাঃ কৃষ্ণ সন্দেশৈর্ব্যপেত বিরহজ্বরাঃ। উদ্ধবং পূজয়াম্মা

সুর্জ্ঞাত্বাত্মান মধোক্ষজং॥ ইতি॥

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণ কহিয়াছে সেই সন্দেশ বচনে। উদ্ধব কহেন ব্রজবধূ সন্নিধানে॥ শুন প্রিয়তমা গণ সব মহাভাগে। মৎ প্রেষিত প্রিয়তম উদ্ধবের আগে॥ নিজ নিজ নেত্র যুগ্ম মুদ্রিত করিবে। তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বকথা শুন এবে॥ সখাগণ পূর্ব্বে নেত্র মুদ্রিত করিলা। মুঞ্জাটবী দাবানলে তারা রক্ষা পাইলা॥ তৈছে বিরহাগ্নি হৈতে তোমা সভাকারে। উদ্ধারিব যোগবল দেখ সাক্ষাৎকারে॥ এত শুনি সভে নেত্র মুদ্রিত করিলা। শতকোটি বর্ষ সম সেইক্ষণ হৈলা॥ এইমত কার্য্য যোগমায়ার কারণে। সভা সহ তাহা কৃষ্ণ করেন রমণে॥ বৃন্দাবন বিহার যূথ ক্রীড়া মধুপান। জলকেলি হিন্দোলাদি বিবিধ বন্ধান॥ অন্য নাজানয়ে যেন রূপে কৃষ্ণ করে। তবে তাসভার চিত্তে আনন্দ না ধরে॥ দেখিয়া উদ্ধব সেই মুহূর্ত্ত অন্তরে। পুনরপি সম্বোধিয়া কহে সভাকারে॥ অয়ে কৃষ্ণপ্রিয়া গণ শুন নিবেদন। সংপ্রতি করহ সভে চক্ষু উন্মীলন॥ উদ্ধব বচন শুনি ব্রজাঙ্গনা গণ। আনন্দ হৃদয়ে কৈল চক্ষু উন্মীলন॥ অধঃকৃত অক্ষ সব নিমীলিত হৈল। গোপীগণ অতিশয় আনন্দ পাইল॥ পুনর্জাত প্রায় আত্মা আপনাকে মানে। সভে মেলি উদ্ধবের করয়ে পূজনে॥ এই কিবা শুন হে শ্লোকার্থ কহি আর। যে সন্দেশ শুনি সভার আনন্দ অপার॥ কৃষ্ণ কহে শুন সব প্রেমবতী গণে। যদি সভে প্রাণত্যাগ ইচ্ছা কর মনে॥ তবেত সভার দশা শুনি অনুরাগে। আমিহ নিশ্চয় প্রাণ করিব সে ত্যাগে॥ শপথ সহস্র করি কহিছি বচন। তোমরা সকলে হও আমার জীবন॥ ব্রজ আগমনে যত্ন করি প্রতিক্ষণ। তবে যে না পারি শুন তাহার কারণ॥ কাল কর্ম্ম কিবা প্রেমা প্রতিবন্ধ হয়। তোসভা স্মরিতে মনে চিন্তা উপজয়॥ এতেক প্রকার যবে সন্দেশ শুনিল। ব্রজবধূগণের বিরহ জ্বর গেল॥ আপনাতে তাঁর প্রেমাভাব সুনিশ্চয়। লক্ষণ সন্তাপ যাহা সভার হৃদয়॥ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে আপন তুল্য মানি। নিজ প্রাণ অধোক্ষজ কৃষ্ণে সভে জানি॥ সাধুবাদ নানাবিধ বচন স্তবনে। উদ্ধবের পূজা করে ব্রজবধূগণে॥ শুনহ উদ্ধব যে কহিলে অতঃপর। কৃষ্ণের সন্দেশে প্রাণ রাখিব তৎপর॥ যদি এই সন্দেশ না

করিতে আখ্যানে। তবে মোসভার অদ্য হইত মরণে।। সর্ব্বনাশ হৈত তবে কহিল নিশ্চয়। ভাগ্যে সকলের রক্ষা কৈলে মহাশয়।। এতেক বচনে উদ্ধবেরে সম্মানিল। পূজন শব্দের এই বিশেষ কহিল।। দশমাস ছিলা ঐছে নন্দের ভবনে। গোপীকা সভের শোক কৈল বিমোচনে।। কৃষ্ণলীলা কথা সে উদ্ধব গান করি। আনন্দিত করিলেন গোকুল নগরী।। কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সে উদ্ধবের সনে। ব্রজবাসীগণ একক্ষণ করি মানে।। যমুনা সে গিরি গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন। কুসুমিত বৃক্ষ সব করিয়া দর্শন।। ব্রজবাসীগণে কৃষ্ণ স্মরণ করাঞা। হরিদাস ব্রজে বিহরয়ে সুখী হৈয়া।।

তথাহি। উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদনশুচঃ। কৃষ্ণলীলা কথা গায়নুময়ামাস গোকুলং।। যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেবাসীৎ স উদ্ধবঃ। ব্রজৌকসাংক্ষণপ্রায় ন্যাসন কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া।। সরিদ্গিরিবন দ্রোণী বীক্ষণ কুসুমিতান দ্রুমান্। কৃষ্ণং সংস্মারয়া মাস হরিদাসো ব্রজৌকসাং।। ইতি

এই মত নিরবধি দেখি গোপী প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবান হেম।। কৃষ্ণা বেশে মনের বিক্লব অতিশয়। দিব্যোন্মাদ দশা তাতে চিত্রজল্পময়।। উদ্ধব পরম প্রীত হৈয়া নিজ মনে। সভা নমস্করি এই কথা করে গানে।।

তথাহি। এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব মখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্ত কথারহস্য।। ইতি

তবে সে উদ্ধব নিজ মনে পরামর্শে। ভক্তি সে কারণ সর্ব্বজন মহোৎকর্ষে। তপ জ্ঞানাদিকে যৈছে কভু নাহি দেখি। ভক্তজনে সকলের শ্রেষ্ঠ করি লিখি। আপনে সে ভক্তি সর্ব্ব উৎকণ্ঠা হইয়া। সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত রূপেতে করিয়া। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থলে সে কখন নাহি রয়। সর্ব্বলোক বিগীতত্বে নিকৃষ্ট যে হয়। সেখানে থাকিয়া তারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করে। সর্ব্ব পূজ্য সুদুর্ল্লভ পদবী সে ধরে। এতেক ভাবিয়া সরোমাঞ্চ সুবিস্ময়ে। গোপীকারে স্তবন করয়ে শ্লোকদ্বয়ে।।

তথাহি। ক্বেমাঃ স্ত্রিয়োবনচরী ব্যভিচার দুষ্টাঃ কৃষ্ণেক্বচৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ। নন্বীশ্বরোঽনু ভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজইবোপযুক্তঃ।। নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্যভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং যউদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং।। ইতি

মনোরথ অনুচিত পরম দুর্লভে। মুনীন্দ্রাদি যে ভাব বাঞ্ছয়ে অতি লোভে। পূর্ব্বে যে কহিল আমি সেহ অবিচারে। সে ভাবে সংপ্রতি লোভি করিল আমারে শ্রুতিসব যে চরণ করে অন্বেষণ। তথাপিহ সুদুর্লভ সাক্ষাৎ দর্শন।। দুস্ত্যা

স্বজন যত আর্য্যপথ আর। তেজিয়া মুকুন্দ পদ ভজিল যে সার ॥ এসব গোপীকা যার উপরে চরণ। ধারণ করয়ে সেই গুল্মলতাগণ ॥ ভাগ্যবান বৃন্দাবনে তার মাঝে যবে। জন্ম হয়ে গোপী পাদরেণু পাই তবে ॥

তথাহি। আশামহোচরণরেণু যুষামহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং। যাদুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথঞ্চহিত্বা ভেজুর্মুকুন্দ পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥

পুনরপি তাসভার লক্ষ্যাদি দুর্লভ। বস্তুলাভ মাহাত্ম্য করিয়া অনুভব ॥ সভাঁর প্রশংসা করে অতিশয় প্রেমে। কৃষ্ণের চরণপদ্ম গোপী ধরে স্তনে ॥

তথাহি। যাবৈশ্রিয়ার্চ্চিত মজাদিভিরাপ্তকামৈ, র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাং। কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং, ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্যতাপং ॥ ইতি

এইমত মহত্ত্বতা করি প্রতিপাদ্যে। উদ্ধব প্রণাম করে সুমধুর পদ্যে ॥

তথাহি। বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণু মভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ইতি

উদ্ধব বুঝিলা যে আপন অধিকার। কৃষ্ণের ভকতি নহে গোচর আমার ॥ করুণাসাগর কৃষ্ণ মোরে কৃপা কৈল। ব্রজে পাঠাইয়া ভক্তি সার দেখাইলা ॥ তাঁহার চরণে মো করিমু নিবেদন। এত চিন্তি মথুরা যাইতে হইল মন ॥ শুক দেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। উদ্ধব বিদায় হৈলা গোপীকার স্থানে ॥ নন্দ যশোদার স্থানে কৈল নিবেদন। আজ্ঞা হয়ে মধুপুরে করিয়ে গমন ॥ গোপগণে মিলিয়া উদ্ধব চড়ে রথে। অত্যন্ত ত্বরাতে রাহি হইলেন পথে ॥

তথাহি। অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেবচ। গোপানামন্ত্র্য দাসার্হোযাস্যন্নারুরুহেরথং ॥ ইতি

উদ্ধব গমন করে তার সন্নিধানে। নানা উপায়ন হাতে করি গোপগণে ॥ উপনন্দাদিক সনে নন্দ অনুরাগে। নেত্রে অশ্রু কৃষ্ণপ্রতি রতি মতি মাগে ॥

তথাহি। তংনির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়ন পানয়ঃ। নন্দাদয়োঽনুরাগেন প্রারোচন্নশ্রুলোচনাঃ। মনসো বৃত্তয়োনঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ। বাচোভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বনাদিষু ॥ কর্ম্মভিভ্রাম্যমানানাং যত্রকাপীশ্বরেচ্ছয়া। মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥

বিদায় হইয়া তিঁহো মথুরা আইলা। ব্রজলোকের ভক্ত্যুৎকর্ষ কৃষ্ণে নিবেদিলা ॥ নন্দদত্ত উপায়ন রাম কৃষ্ণে দিলা। যতেক বিশেষ কথা ক্রমে নিবেদিলা ॥ ইতি

তথাহি। কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাং। বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞেচোপায়নান্যদাৎ ॥ ইতি

নন্দীশ্বর পূর্ব্বে যে যোগিয়া নামে স্থান। প্রসঙ্গানুক্রমে হৈল এসব আখ্যান॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণ কথনে শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশ কথনং নামৈকবিংশতিতমোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

দ্বাবিংশতিতমোধ্যায়ারম্ভঃ।

কৃষ্ণ ধাম পরিকর লীলাবিবরণ। সংক্ষেপে করিল নন্দীশ্বরের বর্ণন॥ এবে কহি যাওগ্রাম যাবট আখ্যান। অত্যন্ত রহস্য স্থান প্রেমানন্দ ধাম॥ তাহার মাঝারে হয় জটিলার বাড়ী। বৃষভানুসুতার তিঁহো হয়েন শাশুড়ী॥ অভি মন্যু রাধিকার পতি মান্য হয়। অতি অহঙ্কারী গোপ গোপের তনয়॥ ননন্দা কুটিলা নাম প্রসিদ্ধ যাহার। দেবর দুর্ম্মদাভিধ ব্রজে পরচার॥

তথাহি। শ্বশ্রূস্তু জটিলাখ্যাতা পতিম্মন্যোঽভিমন্যুকঃ। ননন্দা কুটিলা নাম্নি দেবরোদুর্ম্মদাভিধ॥ ইতি

দুর্ঘটো ঘটনাকারী ব্রজে পৌর্ণমাসী। যোগমায়া ভগবতী যেঁহ কৃষ্ণদাসী॥ ব্রজভূমে নন্দাদিক যত গোপগণ। সকলের পূজ্য তিঁহো নন্দীশ্বরেরণ॥ বৃষভানু রায় তাঁর আজ্ঞা অনুক্রমে। জটিলার পুত্রে কন্যা করিলেন দানে॥ গোপকুলে শ্রেষ্ঠ হয়ে অতি কুলবান। অভিমন্যু নাম তার কহিযে আখ্যান॥ বৃষভানুসুতা রাই সদা সেই স্থানে। সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করে বিলসনে॥ গ্রামের দক্ষিণ দিগে কৃষ্ণকুণ্ড হয়। রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে সেখানে মিলয়॥ পূর্ব্বদিগে বট এক হয় সুশীতল। তারতলে রাসস্থলী পরম উজ্জ্বল॥ কিশোর কিশোরী তাঁহা করিয়া মিলনে। বিলাস করয়ে সুখে অতি সঙ্গোপনে॥ তাহার পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড সুশোভন। তাঁহা বিলসয়ে রাই সঙ্গে সখীগণ॥ পিয়ল আখ্যান কুণ্ডগ্রাম বায়ু কোণে। আছয়ে লাড়েলি কুণ্ড তাহার পশ্চিমে॥ তাহার নিকটে শ্রীনারদকুণ্ড হয়। যাবট মাঝারে রাই নিত্য বিরাজয়॥ সাবধান হৈয়া শ্রোতা করহ শ্রবণ। শুনিলে হইবে কর্ণ মন রসায়ন॥ আভীর নাগরী শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী। যার সখী ললিতা বিশাখা আদিকরি॥ পঞ্চবিধ সখী আর পরিবার সঙ্গে। সতত নিমগ্ন প্রেম রসের তরঙ্গে॥ পশ্চাৎ কহিব সে মাধুর্য্য প্রেমরঙ্গে। আগে যূথেশ্বরী গণ কহিয়ে প্রসঙ্গে॥ কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ পরম অদ্ভুতা। রমাদি হইতে প্রেম সৌন্দর্য্য ভূষিতা॥ ব্রজাঙ্গনা গণেতে প্রধানা শ্রীরাধিকা। চন্দ্রাবলী পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রিকা॥ তারা চিত্রা গোপালী পালিকা চন্দ্রশালী। মঙ্গলা বিমলা নীলা কন্দর্প মঞ্জরী॥ তরঙ্গাক্ষী মনোরমা আর খঞ্জনাক্ষী। কুমুদা কৈরবী বিশারদা শারদাক্ষী শঙ্করী কুঙ্কুমা কৃষ্ণা ইন্দ্রাবলী শারী। তারাবলী গুণবতী শ্রীকেলি মঞ্জরী॥

সারঙ্গী সুমুখি শিবা আর হারাবলী। চকোরাক্ষী ভারতী কামিলা আদি করি॥
এসব গোপিকা খ্যাত যূথ শত শতে। লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনা হয়ে যূথে যূথে॥

তথাহি। তাসাং যূথানি শতসঃ খ্যাতান্যাভীরসুভ্রুবাং। লক্ষ সংখ্যশ্চ কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ॥ ইতি

সর্ব্ব যূথ হৈতে কান্তা সর্ব্ব গুণোত্তমা। তাসভার নাম কহি যে যে মুখ্যতমা॥
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকা। এই আদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয়ে গোপালিকা॥

তথাহি। মুখ্যাস্থ্যন্তেষু যূথেষু কান্তাঃ সর্ব্বগুণোত্তমাঃ। রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ॥ ইতি

রাধা চন্দ্রাবলী এসভাতে শ্রেষ্ঠা হয়ে। যে দোহাঁর যূথে সখী কোটিসংখ্যা হয়ে॥

তথাহি। তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধা চন্দ্রাবলীত্যুভে। যূথযোস্তযয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥ ইতি

এদোহাঁর মধ্যে সর্ব্ব মাধুর্য্যে অধিকা। গান্ধর্ব্বাখ্যা হয়ে বেদে বিখ্যাতা রাধিকা॥

তথাহি। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে সর্ব্ব মাধুর্য্যতোঽধিকা। রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদ্গান্ধর্ব্বাখ্যয়া শ্রুতৌ॥ ইতি

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য গোপেন্দ্র কুমার। পরার্দ্ধ প্রাণ হৈতে প্রিয়তম যার॥

তথাহি। অসমনোর্দ্ধ মাধুর্য্য ধূর্য্যো গোপেন্দ্রনন্দনঃ। যস্যাঃ প্রাণ পরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদতি বল্লভঃ॥ ইতি

স্তবমালায়াঞ্চ। নিজপ্রাণার্ব্বুদ প্রেষ্ঠ কৃষ্ণপাদ নখাঞ্চলা॥ ইতি

মাতৃকোটি হৈতে স্নিগ্ধা গোষ্ঠেন্দ্র গৃহিণী। যাতপ্রতি অতি স্নিগ্ধা কৃষ্ণ মাতা জানি॥

তথাহি। মাতৃকোটিরপি স্নিগ্ধা যত্র গোষ্ঠেন্দ্রগেহিনী॥ ইতি

এবে কহি রাধিকার সখীগণ নাম। মনদিয়া শুন শ্রোতা ক্রমে সেই আখ্যান॥
সখী নিত্যসখী আর প্রাণসখী নাম। প্রিয়সখী পরম প্রেষ্ঠসখী পঞ্চাখ্যান॥

তথাহি। অথতস্যাম্ কীর্ত্যন্তে সখ্যঃ পঞ্চবিধাসতাঃ। সখ্যশ্চ নিত্য সখ্যশ্চ প্রাণসখ্যস্তথৈবচ। প্রিয়সখ্যশ্চ পরম প্রেষ্ঠইত্যপি বিশ্রুতঃ। ইতি

প্রথমে কহিব পরম প্রেষ্ঠ সখীগণ। রাধিকার প্রিয়তমা সর্ব্বোৎকৃষ্টা হন॥
সেইত পরম প্রেষ্ঠা সখীর সমাজে। বরিষ্ঠ বরাখ্য সমন্বয় যুগ্মভজে॥ বরিষ্ঠ সর্ব্ব খ্যাত সর্ব্বোৎকর্ষা হয়। রাধাকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের আশ্রয়॥ সখীগণের পরমাদরণীয়তাগত। অপার গুণ রূপাদি মাধুর্য্য ভূষিত॥ ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পক লতিকা। তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তথাহি। ললিতাচ বিশাখাচ চিত্রা চম্পক বল্লিকা। তুঙ্গবিদেন্দুলেখাচ রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥ ইতি॥

দ্বিতীয়ে কহিব বর অতি সুবিধানে। সভাকার আট আট স... দ্বাদশ বর্ষীয়া চলদ্বাল্যা সভে হয়। তাসভার নাম কহি কা... কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গি আর। রত্নলেখা শিখাবতী নাম প্রে... কন্দর্পসুন্দরী ফুল্লকলিকা আখ্যান। অনঙ্গমঞ্জরী এই অষ্টজন নাম॥

তথাহি। এতাদ্বাদশবর্ষীয়া চলদ্বাল্যা কলাবতী। শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গি রত্নলেখা শিখাবতী। কন্দর্পসুন্দরী কুন্দবল্লিকানঙ্গমঞ্জরী॥ ইতি॥

বৃষভানুকন্যা এহোঁ অনুজ রাধার। শ্রীদাম অগ্রজ ভাই ব্রজে পরচার॥

তথাহি। শ্রীদামা পূর্ব্বজোভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী॥ ইতি॥

এবে আর সখীগণের কহিব আখ্যান। প্রেম অনুরূপবোধে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥ কুরঙ্গাক্ষী বরাঙ্গদা মধুরী চন্দ্রিকা। মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা শ্রীচন্দ্রলতিকা॥ মাধবী মালতী মঞ্জু মেধা শশিকলা। মধুর ইক্ষণা কমলতিকা কমলা॥ মঞ্জু-কেশী গুণচূড়া কন্দর্পসুন্দরী। কমলা মদনালসা শ্রীপ্রেমমঞ্জরী॥ অনুমধ্যা আদি প্রিয় সখীর গণন। এবে প্রাণসখী নাম করিব কথন॥ কাদম্বরী শশিমুখী আর প্রিয়ম্বদা। লাসিকা কেলিকন্দলী নাম মদোন্মদা॥ চন্দ্ররেখা রত্নাবলী আর মধুমতী। বাসন্তী কলভাসিনী নাম মণিমতি॥ কর্পূরলতিকা আদি হয়ে প্রাণসখী। এবে নিত্য সখীগণের নাম কিছু লিখি॥ কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী সিন্দুরা। কৌমদী চন্দনবতী আর যে মদিরা॥ এই সব নাম নিত্য সখী প্রকরণ। কুসুমিব। ধনিষ্ঠাদি সখীতে গণন॥ বৃন্দা কুন্দলতা আদি গণি সখী মাঝে। ধাত্রীকন্যা কামদাখ্যা সখীভাবে ভজে॥ রাধিকার দাসীগণ কহিব এখন। প্রিয় নর্ম্ম সখী বলি যাহার গণন॥ লবঙ্গ মঞ্জরী আর শ্রীরতি মঞ্জরী। গুণ মঞ্জরিকা আর শ্রীরূপমঞ্জরী॥ রাগলেখা কলা কেলি মঞ্জরী আখ্যান। মঞ্জুনালী আদি হয় দাসীগণ নাম॥ এসকল সখী সঙ্গে যাবট মাঝারে। বৃষভানু সুতা রাই করয়ে বিহারে॥ এখনে কহিব আর পরিবার গণ। সুহৃৎপক্ষ প্রতিপক্ষ বিভেদ গণন॥ সুহৃৎপক্ষ শ্যামলা মঙ্গলা আদি খ্যাতা। চন্দ্রাবলী পদ্মা শৈব্যা প্রতিপক্ষ মতা॥

তথাহি। সুহৃৎপক্ষতয়া খ্যাতা শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ। প্রতিপক্ষ তয়া খ্যাতিং গতাশ্চন্দ্রাবলী মুখাঃ॥ ইতি॥

নান্দিমুখী বিন্দুমতী আদি কথোজনে। কৃষ্ণ সঙ্গে করে রাইর মিলন সন্ধানে॥ গান বাদ্য করি রাধিকারে করে সুখী। তাসভার নাম পরিবার মধ্যে লিখি॥ কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠ্যাদি আর। সুমধুর গান করে অগ্রেতে রাধার॥ রসোল্লাস স্মরোদ্ধুরা আর গুণ তুঙ্গী। নানামত নৃত্য কলা প্রকাশিতে রঙ্গী॥ বিশাখার কৃত গীত যারা করে গান। বীণা মুরজাদি বংশী কাংস্যাদি বাজান॥ নর্ম্মদা মালীর কন্যা আর প্রেমবতী। নানা পুষ্প মালা রাধিকারে দেন নিতি॥

সান্ধ্যা নলিনী দুই নাপিতের কন্যা। রাধিকার সেবা করে অতিশয় ধন্যা।। মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবত্যাখ্যা রজকের কন্যা। রাধিকার বস্ত্র ধৌত করিতে প্রবীণা।। পালিন্ধ্রী নাম সৈরিন্ধ্রী বেশ সংস্কারিণী। বিচিত্রিণী কহিয়ে নাম বৈচিত্র কারিণী মান্ত্রিণী তান্ত্রিণী নাম দৈবজ্ঞ নন্দিনী। মন্ত্রণা তন্ত্রণা করে দৈবাদিতারিণী।। কাত্যায়নী আদি দূতী বয়স অধিকা। ভাগ্যবতী মঞ্জপুণ্যা হড়ডিপকন্যকা।। গার্গী মুখী মুখ্যা হয়ে যাহার ব্রাহ্মণী। ভৃঙ্গারিকা আদি রাধার চেটিকা বাখানি এবে কহি রাধিকার সুহৃৎ যে হয়। গোষ্ঠে বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে যে যে রয়।। সুবল উজ্জ্বল গন্ধর্ব্বাদি নর্ম্মসখা। শ্রীমধুমঙ্গল বিদূষক মধ্যে লেখা।। রক্তাদি করি কৃষ্ণদাস কত কত। বিজয়াদি রসালাদি পয়োদাদি যত।। বিটাদি করিয়া নাম গণনা যাহার। সকল সহিতে প্রীতি আছে রাধিকার।। মঞ্জুলা বিন্দুলা শঙ্খা মৃদুলাদি করি। বালিকা সকল হয় রাই অনুচরী।। সুনন্দ যমুনা বহুলাদি গাবীগণ। পীনাবৎসতরী তুঙ্গী প্রিয়া অতি হন।। রাধিকার অতিপ্রিয় হয়েত মকটী। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ তার নাম যে কক্খটী।। কুরঙ্গ রঙ্গিনী নাম বৃন্দাবনে খ্যাতা। রাধিকার সঙ্গে সদা ভ্রমে যথা তথা।। সুচারু চন্দ্রিকা নাম হয়েত চকোরী। সুন্দরী নামেতে খ্যাতা রাইর ময়ূরী।। সারিকা সুক্ষ্মধী শুভা আখ্যান দোঁহার। গুণ গায় বৃন্দাবননাথ দোঁহাকার।। ললিতা প্রবন্ধ সুললিত পাঠ করে। চিত্রবাক্য শুনি সখীগণ চিত্ত হরে।। মরালিকা তুণ্ডকেরি নামে কুঞ্জে চরে। সে মধুর শব্দে সুখী করেন রাইরে।। স্বর্ণ যূথী তড়িল্লতা কুঞ্জ অনুপামে। প্রিয় স্থান প্রসিদ্ধ সে রাধিকার নামে।। যে কুঞ্জ উপর স্থান নীপ বেদীতপে। রহস্য কথন স্থলী যাহার নিকটে।। এসকল গণ লৈয়া যাবটে বৈসয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সহ প্রেমে বিলসয়।। সময়ানুক্রমে যবে সঙ্কেত যেখানে। সখীসঙ্গে কৃষ্ণসহ বিলসে সেখানে।। কৃষ্ণসহ রাধিকার যাবটে মিলন। যে রূপে বা হয়ে শুন কহিব এখন চাতকাদি সম শব্দ সঙ্কেত করিয়া। সখীদ্বারে রাধিকারে দেন পাঠাইয়া।। সেইমত শব্দ রাত্রে করেন সেখানে। সঙ্কেতানুরূপ মিলে যেখানে সেখানে।। বিলাস করয়ে দোহেঁ সভয় অন্তরে। অনুরাগ মনে যায় নিজ নিজ ঘরে।। জটিলা সমস্ত রাত্রি রহেন জাগিয়া। পুত্র গোশালাতে বধূ রক্ষার লাগিয়া।। এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সঙ্গে। সঙ্কেতানুরূপ মিলিবারে অতি রঙ্গে।। রাইর প্রাঙ্গনে কৃষ্ণ গমন করিল। সে প্রাঙ্গন প্রান্তে এক কুলি বৃক্ষ ছিল।। তাঁহা রহি শব্দ করে কোকিল সমানে। শুনিয়া রাধিকা দ্বার করে উদঘাটনে।। লোল শঙ্খ বলয়া রাইর শব্দ কৈল। সে ধ্বনি শুনিবামাত্রে জটিলা জাগিল।। কে ও কেও পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল। জরতির বাক্যে দোহার ভয় কম্প হৈল।। সমস্ত রজনী কৃষ্ণ প্রাঙ্গনের কোণে। কোলিবৃক্ষ কোলে ছিলা মিলন কারণে।।

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

সঙ্কেতীকৃত কোকিলাদি নিনদং কংসদ্বিষং কুর্ব্বতো, দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খ বলয়াক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ্য জরতী বাক্যেন দুনাত্মনো; রাধা প্রাঙ্গণ কোণ কোলিবিটপী ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥ ইতি ॥

কৃষ্ণ সঙ্গে রাধিকার মিলন নহিল। দিনান্তরে সখীসঙ্গে সঙ্কেত করিল॥ সে গ্রাম নিকটবর্ত্তি হয়ে এক স্থান। কহিয়ে কোকিলাবন তাহার আখ্যান॥ সে রস মহিমা হয় অতি সর্ব্বোত্তম। শ্রদ্ধা মনে তাহা কিছু করহ শ্রবণ॥ ললিতা সহিতে আর দিন কৃষ্ণসনে। পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে দেখা হইল নির্জ্জনে॥ তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে। মিলন সন্ধান কথা পুছয়ে সত্বরে॥ ললিতা কহেন কৃষ্ণ শুনহ বচন। যাবট পশ্চিমে স্থান অতি সুনির্জ্জন॥ সে বনে কোকিল শব্দ করে অনুক্ষণ। শুনিয়া মধুরধ্বনি চিত্ত লুব্ধহন॥ অপরাহ্ণ কালে তুমি সে স্থানে যাইবে। রাধানাম লৈয়া বংশীধ্বনি যে করিবে॥ সে ধ্বনি শুনিয়া মোরা রাইরে লইয়া। তোমা সহ কুঞ্জ মধ্যে মিলিব আসিয়া॥ ললিতার বাক্য শুনি আনন্দিত মনে। অপরাহ্ণ কালে কৃষ্ণ আইলা সেখানে॥ পরম নির্জ্জন বন দেখিতে সুঠান। পুষ্পোদ্যানে মধুকর করে মধুপান॥ রাই লাগি কৃষ্ণ অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা। কোকিলের প্রায় শব্দ করিতে লাগিলা॥ মিলন আবেশে কৃষ্ণ করে বংশীধ্বনি। আনন্দিনী নাম যেই ভুবন মোহিনী॥ সে ধ্বনি ললিতা শুনি কহেন রাইরে। শুন বৃষভানু সুতে কহিয়ে তোমারে॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ তোমার লাগিয়া। সুমোহন শব্দ করে বনেতে আসিয়া॥ ললিতার বাক্যে রাই আনন্দ অন্তরে। কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি শুনি প্রেমভরে॥ ব্যাকুল হইলা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা। সু-মধুর স্বরে ললিতারে কহে কথা॥ শুনহ ললিতা সখী আমার বচন। কেমতে কৃষ্ণের সঙ্গে হইবে মিলন॥ রসিক শেখর কৃষ্ণ আমার লাগিয়া। সঘনে করেন ধ্বনি অতি আর্ত্ত হৈয়া॥ মুগ্রিত অবলা মোর কণ্টকাতিশয়। গৃহ মাঝে ননদী কুটিলা সদা হয়॥ পতি মোর হয়ে অতি দুরন্ত আশয়। কি রূপে এসব বঞ্চি অভিসার হয়॥ ললিতা কহয়ে সখী স্থির কর মতি। কৃষ্ণ অনুরাগ রূপ আছয়ে সারথি॥ তুয়া মনোরথ কৃষ্ণ রথ তদুপরে। অনুরাগ সারথি তথি করয়ে বিহারে॥ রথির আদেশ জানি সারথি সত্বরে। তোমারে লইয়া যাবে কুঞ্জের ভিতরে॥ শুনিয়া রাধিকা অতি আনন্দ পাইলা। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সভে গমন করিলা॥ সঙ্কেত নিকুঞ্জে সখীগণ করি সঙ্গে। কৃষ্ণ সহ মিলিলেন রসের তরঙ্গে॥ নানা রস লীলা দোহেঁ করে সেইখানে। তৃষ্ণা শান্তি নহে নব অনুরাগি মনে॥ তবে নিজ নিজ স্থানে করিল গমনে। এইত কোকিলা বন লীলা বিবরণে॥ নন্দীশ্বর

পূর্ব্বদিগে আঁজনথ নাম। পরম নির্জ্জন স্থান শোভা অনুপাম ।। রাই নেত্রে কৃষ্ণ তথা পরায়ে অঞ্জন। সে রহস্য কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। সখীগণ আদি নাম কহিল যাহার। সেবা করে যার যেই হয়ে অধিকার ।। কন্দর্প কুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা। পুষ্পেতে ভূষিত তাঁহা বিলসে রাধিকা ।। একদিন রাই নিজ সখীগণ মেলি। নানা বেশ ভূষা অঙ্গে করে কুতূহলী ।। সেবাপরা সখী লৈয়া সুবর্ণ কঙ্কতী। সংস্কার করয়ে কেশ অতি হর্ষ মতি ।। যেখানে যে শোভে বেশ সব সখীগণ। ক্রমে ক্রমে সভে করে বিচিত্র রচন ।। স্মর যন্ত্রাখ্যান তিলক ললাট উপর। হৃদয় উপর হার হরি মনোহর ।। রত্ন বিভূষণ কর্ণে রোচন আখ্যান। নাসিকা উপরে মুক্তা প্রভাকরী নাম ।। কৃষ্ণ ছায়াচ্ছন্ন করি পদক ধরয়। অতিবি মোহন যে মদন নাম হয় ।। শঙ্খচূড়মণি রাই শিরোপরি ধরে। অপর পর্য্যায় শ্যমন্তক বলি যারে ।। সৌভাগ্য নামেতে মণি রাধিকা যে ধরে। নিজকান্ত্যে চন্দ্র সূর্য্যে আক্ষেপ সে করে ।। ভুজযুগে কঙ্কণ চটক শব্দ করে। মণিকর্ব্বুরাখ্য দুই ধরয়ে কেয়ূরে ।। বিপক্ষ মদমর্দ্দিনী মুদ্রানামাঙ্কিতা। কাঞ্চন চিত্রাঙ্গি কাঞ্চী শোভে অদভুতা ।। চরণযুগলে শোভে রতন মঞ্জীরে। যে দোহাঁর ধ্বনিতে কৃষ্ণের মন হরে ।। পরিধান নীলবস্ত্র নাম মেঘাম্বর। রক্তবস্ত্র ধরে রাই তাহার ভিতর ।। নীলাম্বর আপনার প্রিয় অতিশয়। রক্তবস্ত্র কৃষ্ণ সুখ লাগি পহিরয় ।। চন্দ্র দর্প হরণ দর্পণ সুশোভন। মণিবন্ধু নাম নানা মণিতে রচন ।। সে দর্পণ রাই আগে সখী ধরি থাকে। বেশ হৈলে রাই আগে মাধুরী নিরখে ।। এইমতে নানা বেশ করি হর্ষ চিত্তে। অঞ্জন আলয়ে রাই নেত্রে পরাইতে ।। হেনকালে কুঞ্জে থাকি ব্রজেন্দ্র নন্দন। রাধানাম ধরি বংশী করিল পূরণ ।। সে ধ্বনি শুনিতে রাই প্রেমাবিষ্ট হৈলা। অতি শীঘ্রগতি সভে উঠিয়া চলিলা ।। প্রেমের আবেশে তাঁহা আসিয়া মিলিলা। তাঁরে দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইলা ।। রাই হাতে ধরি নিজ বামে বসাইল। পীতাম্বর দিয়া প্রিয়ার মুখ মোছাইল ।। প্রত্যেকে সকল অঙ্গ করে নিরীক্ষণ। অঞ্জন না দেখি নেত্রে কহেন বচন ।। হায় হায় হেন বেশে অঞ্জন বিহীনে। কহিয়া অঞ্জন পাত্র লয় সখী স্থানে ।। সম্মদাখ্যা শলাকা সুবর্ণ বিরচিতা। তার আগে অঞ্জনের তুলি সুশোভিতা ।। তাহা হাতে লৈয়া কৃষ্ণ রাইর নয়নে। পরম কৌতুকে করে অঞ্জন রঞ্জনে ।। ঈষত মিলিত দেখি সে নেত্র যুগল আনন্দে অনঙ্গ রসে হইলা চঞ্চল ।। নেত্রাঞ্জন রচন করিয়া সমাপন। একদৃষ্টে নেহারয়ে প্রিয়ার বদন ।। রাই নেত্রাঞ্চলে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী। পান করে যেন তৃষ্ণা ব্যাকুল ভ্রমরি ।। এইমতে দোহেঁ দোহাঁ করি নিরীক্ষণ। আনন্দ সাগরে মগ্ন করয়ে ক্রীড়ন ।। সখীগণ নানাবিধ গান বাদ্য করে। দোহেঁ নৃত্য করি সুমধুর তান ধরে ।। মল্লার ধানশী রাগ হৃদয়ামোদন। আলাপ করয়ে রাই আনন্দে মগন ।। ছালিক্য দয়িত নৃত্য প্রিয় অতিশয়। সে নৃত্য করেন রাই কৃষ্ণ নিরীক্ষয়

রুদ্রবীণা রাধিকার প্রিয় সখীগণ। আনন্দে মগন বাদ্য করে মনোরম।। এইমত কথোক্ষণ করি নৃত্য গান। সময়ানুরূপে কৈল বিলাস বিধান।। হেন যে অপূর্ব্ব লীলা হয়ে যেইখানে। আঁজনখ করি কহি তাহার আখ্যানে।। এইমতে সখী সঙ্গে যাবটে বৈসয়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসহ বিলাস করয়।। সময়ানুরূপে যবে সঙ্কেত যেখানে। সখী সঙ্গে কৃষ্ণ সহ বিলসে সেখানে।। কহিব রাইর লীলা পরিকর স্থান। আনন্দ হৃদয়ে ইহা যেই করে গান।। রাধাকৃষ্ণ কৃপা তারে হয় অচিরাতে। এইমত লীলা দেখি সখীগণ সাথে।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যাবটাদি লীলা বিবরণ কথনে শ্রীরাধা পরিবার বর্ণনং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।
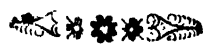
ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এইত কহিল যাবটের বিবরণ। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ।। নন্দীশ্বর অগ্নিকোণে করালাখ্যা গ্রাম। চন্দ্রাবলী পদ্মাদির তাহাতে বিশ্রাম।। চন্দ্রাবলী দেবীর শ্রীচন্দ্রভানু পিতা। ব্রজপুরে খ্যাতা ইন্দুমতি যার মাতা।। বৃষভানুর জ্যেষ্ঠ চন্দ্রভানু রত্নভানু। কনিষ্ঠ হয়েন দুই সুভানু যে ভানু।। সেই চন্দ্রভানু ভগবতী আজ্ঞা পাইলা। করালার পুত্রে গোবর্দ্ধনে কন্যা দিলা।। সেই হৈতে চন্দ্রাবলী সখীগণ সনে। সেখানে রহিয়া ছলে মিলে কৃষ্ণ সনে।। চন্দ্রাবলী হয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাধার। রাধিকা সহিতে প্রতিকূল ভাব যার।। পদ্মা শৈব্যা-তারাদি যাহার নিজ সখী। সাধুশাস্ত্র অনুসারে নাম সব লিখি।।

তথাহি। চন্দ্রাবলেঃ পিতা চন্দ্রভানু বিন্দুমতী প্রসূ। পদ্মা শৈব্যা সুবেলাদ্যাঃ সখ্যোগোবর্দ্ধনঃ পতি।। ইতি

ভারুণ্ডাদি করি সভার শাশুড়ীর নাম। করালাখ্যা গ্রামেতেঞি চন্দ্রাবলীর গাম।।

তথাহি। ভারুণ্ডা ভর্ত্তৃজনকী করালাখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। ইত্যাদি

শ্রীমতীর গণে সখী দাসী যৈছে হয়। চন্দ্রাবলীর দাসী সখী তেমতি আছয়।। সে সব সহিতে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ সনে। সময়ানুরূপে মিলে সঙ্কেত ভবনে।। সংক্ষেপে কহিল যে করালা বিবরণ। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ।। করেলার নিকটে সাহার নামে গ্রাম। নন্দাগ্রজ উপানন্দের যাহাতে বিশ্রাম।। যার জায়া সুপ্রবীণা নাম হয় তুঙ্গী। সুভদ্র নামেতে যার পুত্র বড় রঙ্গী।। তার ভার্য্যা কুন্দলতা অতি সুচরিতা। এ সভার গুণ কহি মন দেহ শ্রোতা।। সেইত সাহার নাম প্রসিদ্ধ ব্রজেতে। উপানন্দ অধিকারী তাহার মধ্যেতে।। গোপ গোপী অনেক তাহার আজ্ঞাকারী। তাহার বৈভব যত কহিতে নাপারি।। কভু নন্দীশ্বরে

ব্র হ কখন স'হারে। নানা মত কার্য্যে যেহোঁ কৃষ্ণে সুখী করে।। শ্যামবর্ণাকৃতি অতি মন্ত্রী বিজ্ঞবর। শুক্লবর্ণ দাড়ি মুখে শোভে মনোহর।। ব্রজেশ্বর নন্দে যেহোঁ হইয়া পূজিতে। সতত করয়ে স্থিতি তাহার সভাতে।। আপনার প্রাণার্ব্বুদ খণ্ডন কারণে। ভ্রাতৃসুত কৃষ্ণে সদা করয়ে তোষণে।।

তথাহি। শ্বেতশ্মশ্রুভরেণ সুন্দর মুখঃ শ্যামঃকৃতির্মন্ত্রণা ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিংয়োঽর্চ্চিতঃ। সপ্রাণার্ব্বুদ খণ্ডনৈর্মুর ভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ সাহারে নিবসন্ সগোষ্ঠমবতান্নাম্নো পনন্দ সদা।। ইতি

তার ভ.র্য্যা তুঙ্গীনাম নন্দীশ্বরপুরে। সতত গমন করে আনন্দ অন্তরে।। কৃষ্ণের জেঠাই তিহোঁ ব্রজেশ্বরী পূজ্যা। নানা নীত কার্য্য উপদেশ অতি আর্য্যা।। সায়াহ্ন সময়ে পুনঃ ভোজনের কালে। নিজগণ সহ নন্দ বৈসে কুতূহলে।। ডাহিনে বৈসেন উপনন্দ অভিনন্দ। সনন্দনন্দন বামে মধ্যে বৈসে নন্দ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ বৈসে নন্দ আগে। ডাহিনে সে বটু সুভদ্রাদি বামভাগে।। ক্রমে ক্রমে দুই দিগে সখাগণ বৈসে। দেখিয়া আনন্দ যার হৃদয়ে উল্লাসে।। পারস কারণে তারে বিজ্ঞাপন করি। একপাশে রহিয়া দেখেন ব্রজেশ্বরী।। রোহিণী পারস করে পাঞা তাঁর আজ্ঞা। আদেশ করয়ে তুঙ্গী জননীত বিজ্ঞা।। কৃষ্ণ বল রামে দেওয়াইয়া হর্ষমতি। তবে আদেশয়ে দিতে নিজ ভর্ত্তা প্রতি।। তবেত ব্রজেন্দ্র আদি তাঁর ভ্রাতাগণে। কৃষ্ণ সখাগণে তবে দেয়ান সঘনে।। দেখিয়া আনন্দে তার সুখ হয় যত। কহিতে নাপারি যদি মুখ হয়ে শত।।

তথাহি। তুঙ্গী সুভদ্রজননী জননীতি বিজ্ঞা বিজ্ঞাপিতা ব্রজপরা পরিবেশনায়। ভোজ্যং ক্রমাৎ পরিবিবেশ স রোহিণীকা বিপ্রাগ্রজ স্বধব দেবর পুত্রকেভ্যঃ।। ইতি

এবে কহি তার পুত্র সুভদ্র আখ্যান। শ্যামবর্ণ সূক্ষ্মমতি যুবা গুণবান।। অত্যন্ত মধুর ক্রিয়া সকলে যে ধন্য। জ্যোতির্বিৎ সকলে যে হয়ে অগ্রগণ্য।। পাণ্ডিত্য করণে যেহোঁ জিনি বৃহস্পতি। সতত ব্রজেন্দ্র বামে করে অবস্থিতি।। মন্ত্রণা করিয়া প্রাণ অর্ব্বুদ সমানে। অতিপ্রিয় রূপে কৃষ্ণের করয়ে পালনে।।

তথাহি। শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্য্যুবাতি মধুরোজ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ পণ্ডিত্যো র্জিত গীষ্পতিঃ ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ। কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহতং প্রীত্যা সুভদ্রন্নমঃ।। ইতি।।

তার জায়া কুন্দলতা অতি সুচরিতা। রাধাকৃষ্ণ সুখকারী হয়ে যে সর্ব্বথা।। অতি সুশোভনা ভব্যাশীল মনোহারী। ব্রজেশ্বরী স্নেহপাত্রী পরম সুন্দরী। তার আজ্ঞাপাঞা যেই নন্দীশ্বর পুরে। পাকের কারণে নিত্য আনে রাধিকারে

পথে পথে তাহারে যে অতি প্রেমভরে। কৃষ্ণরস সম্বাদ কহিয়া তৃপ্তি করে॥ জটিলা আদেশে মিত্র পূজায় রাইরে। পুন সমর্পয়ে লৈয়া আনি তাঁরঘরে॥ সেই ছলে কৃষ্ণসহ মিলন করায়। যতসুখ পায় তাহা কহনে না যায়॥

তথাহি। সখ্যেনালং পরমরুচিরানর্ম্ম ভব্যেন রাধাং পাকার্থং যা ব্রজপতি মহিষ্যাজ্ঞয়া যন্নয়ন্তী। প্রেমাশ্রুশশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়াতর্প য়ন্তী তুবাত্যেতাং পরমিহভজে কুন্দপূর্ব্বং লতাং তাং॥ ইতি

এইমত কহিল সাহারগ্রাম কথা। নন্দ প্রিয়তম উপনন্দ আদি যথা॥ ব্রজমধ্যে আর কত কত স্থান হয়। সর্ব্বত্র জানিবে কৃষ্ণ রসলীলা ময়॥ সর্ব্বত্র আছয়ে কৃষ্ণ লীলা পরিকর। সঙ্ক্ষেপে কহিব কথা নাযায় বিস্তার॥ এখনে কহিব শুন সূর্য্যপূজা স্থান। সাহার দক্ষিণে হয়ে মোরনা আখ্যান॥ তাঁহা সূর্য্যকুণ্ড সূর্য্য মণ্ডপ সুঠান। সূর্য্যের প্রতিমা তাঁহা হয়ে মূর্ত্তিমান॥ কৃষ্ণসঙ্গ সুখলাগি রাই অতি রঙ্গে। তাঁর পূজা ছলে নিত্য যান সখী সঙ্গে॥ সে অতি রহস্য কথা শুন শ্রোতা গণ। সূর্য্যপূজা ছলে যৈছে দোঁহার মিলন॥ পৌর্ণমাসী ভগবতী বৈসে ব্রজমাঝ। কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ঘটনা যার কাজ॥ জটিলা আলয়ে তাঁর হৈল আগমন। সম্ভ্রমে উঠিয়া তিহোঁ কৈল সম্ভাষণ॥ তবে পৌর্ণমাসী তাঁরে আশীর্ব্বাদ কৈল। জটিলা আসন দিয়া তাঁরে বসাইল। আপনার ভাগ্য বৃদ্ধা করয়ে প্রশংসা তবে পৌর্ণমাসী করে কুশল জিজ্ঞাসা॥ পুত্রবধূ আনন্দ গোধন সুখীহয়। সকল আনন্দ হয় তেহোঁ নিবেদয়॥ কিন্তু একমাত্র দুঃখ হয়ে মোর মনে। কৈছে দূর হয়ে দেবী কহসে বিধানে॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসিল তারে। কিতোমার মনঃকথা কহত আমারে॥ তিহোঁ কহে অভিমন্যু আমার তনয়। সতত গোশালে রহে সুন্দর আশয়॥ যদি কদাচিত পুত্র গৃহেতে থাকয়। তবে রাই নিজবাস মন্দির ছাড়য়॥ গৃহমাঝে পুত্রবধূ দেখিতে না পাই। নিজ মনঃকথা নিবেদিল তুয়া ঠাঞি॥ না জানি কি গ্রহদোষে হেন রীতি হয়। আপনে করহ আজ্ঞা যেন হেন নয়॥ শুনি পৌর্ণমাসী তবে তাহারেকহয়। আছয়ে বিধান যদি তুয়া মনে লয়॥ গ্রহগণ মধ্যে সূর্য্য সকলের রাজা। রবিবার দিবসে যে তাঁর করে পূজা॥ তার সর্ব্ব মনোরথ শীঘ্র প্রাপ্তি হয়। বধূগণে পূজিলে সম্পত্তি অতিশয়॥ পতি চিরজীবি হয়ে গ্রহদোষ নাশে। স্বামিসহ প্রেম বাঢ়ে দিবসে দিবসে॥ শুনিয়া জটিলা অতি আনন্দ পাইলা। ভগবতী প্রতি তবে কহিতে লাগিলা॥ অতিশয় প্রেম তুয়া রাইর উপরে। অতএব আপনেই আজ্ঞাকর তারে॥ তুয়া আজ্ঞা রাই কভু নাকরে লঙ্ঘন। আনন্দে করিবে নিত্য মিত্রের পূজন॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী ডাকিয়া রাইরে। মিত্রপূজা প্রকরণ কহিলেন তাঁরে॥ আমার বচনে মিত্র পূজা কর নিতি। গো সম্পদ সমৃদ্ধি হইবে বাঞ্ছাসিদ্ধি॥ এতশুনি রাই তাঁরে প্রণাম করিলা। অবশ্য কর্ত্তব্য যে তোমার আজ্ঞা হৈলা॥ তবে পুনঃ ভগবতী কহে জটি

লারে। সূর্য্য পূজা আরম্ভ করাবে রবিবারে ।। পূজার সামগ্রী দিয়া সঙ্গে সখী গণ। কুন্দলতা হাতে রাই করিহ সমর্পণ।। অত্যন্ত প্রগলভা ব্রজে সভে জানে তারে। ব্রজেন্দ্র কুমার যারে অতি শঙ্কা করে ।। তিহোঁ রাধিকারে সূর্য্য করায়্যা পূজন। তুয়া স্থানে পুনশ্চ করিবে সমর্পণ।। এত কহি গমন করিলা ভগবতী। জটিলা করিল তাঁর চরণে প্রণতি ।। প্রাতঃকালে ব্রজেশ্বরী কুন্দলতা দ্বারে। প্রীতে করি প্রণাম কহিলা জটিলারে ।। দুর্ব্বাসার বরে রাধা মিষ্টহস্তা হয়। তাঁর পাক কৃতদ্রব্য অমৃত নিন্দয় ।। অতিরুচি উপজয় করিতে ভোজন। পরমায়ু বৃদ্ধি হয় করিলে ভোজন।। অতি অজ্ঞ বধূ কুন্দলতার সহিতে। পাঠাইহ শঙ্কা কিছু নাকরিহ চিত্তে ।। কুন্দলতা জটিলারে কৈল বিজ্ঞাপন। রাইরে পাঠাইল তেহোঁ করিতে রন্ধন ।। নন্দ গৃহে রাধিকার রন্ধন প্রসঙ্গ। কৃষ্ণের ভোজন লীলা আদি যত রঙ্গ ।। নন্দীশ্বর প্রসঙ্গে কহিল সেই কথা। অতএব বর্ণন না কৈল পুনঃ এথা ।। রাধিকারে কুন্দলতা জটিলার স্থানে। সখীগণ সঙ্গে আনি কৈল সমর্পণে দেখিয়া জটিলা অতি আনন্দ পাইলা। কুন্দলতা প্রতি প্রীতে কহিতে লাগিলা ব্রজমধ্যে পাতিব্রত্য বিখ্যাত তোমার। তুয়াপ্রতি অতি স্নেহ হয়েত আমার ।। অতএব আমি রাধিকারে তুয়াস্থানে। সমর্পণ কৈলকিছু শঙ্কানাহি মনে।। ভগবতী আজ্ঞা তুমি করহ পালনে। রাইরে করাহ লৈয়া সূর্য্যের পূজনে ।। তবে কুন্দলতা কহে যে আজ্ঞা তোমার। রাধিকারে সূর্য্যপূজা কর্ত্তব্য আমার ।। তবেত জটিলা রাই কুন্দলতা স্থানে। সমর্পণ করিলেন সখীগণ সনে ।। তবে রাই চলিলেন কুন্দলতা সঙ্গে ।। সূর্য্যপূজা ছলে প্রেমরস পরসঙ্গে ।। পূজার সামগ্রী লৈয়া সব দাসীগণ। নানা রসকথা রঙ্গে করিলা গমন ।। কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণে গেলা গোবর্দ্ধনে। রসের আবেশে প্রিয় নর্ম্ম সখাসনে ।। কুন্দলতা তুলসীরে তাঁহ পঠাইলা। বীড়ার সামগ্রী মালা কৃষ্ণ লাগি দিলা ।। কৃষ্ণের নিকটে তেহোঁ কৈল আগমন। সঙ্কেত করিল রাধিকার বিবরণ ।। সূর্য্যপূজা ছলে রাই সখীগণ সাথে তুয়াসঙ্গ লাগি আগমন করে পথে ।। কুণ্ডের নিকটে নাম কন্দর্প কুহলি। পুষ্পবাটী আছে তাঁহা সভে কুতূহলী ।। পুষ্প ত্রোটনের ছলে করিব গমন। শুনি তেই কৃষ্ণ হৈলা আনন্দিত মন ।। মধুমঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকুণ্ডে গমন। করিয়া দেখয়ে কুঞ্জ শোভা বিলক্ষণ ।। দরশন করি মধুমঙ্গলের সনে। প্রিয়ার মিলন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে ।। তাবৎ রাধিকা সূর্য্য কুণ্ডকে আইলা। সূর্য্যমণি বদ্ধ মণ্ডপেতে প্রবেশিলা ।। সূর্য্যেরে প্রণামকৈল আনন্দিতা হৈয়া। অতি উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ।। পূজন সামগ্রী তাঁহা ধরিয়া রাখিলা। পুষ্পাহৃতি ছলে পুষ্পবাটীরে চলিলা ।। পুষ্পবাটী গিয়া রাই সখীগণ সঙ্গে। পুষ্প অপচয় করে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে হেনকালে কৃষ্ণ তাঁহা করিল গমন। রাইরে দেখিল সঙ্গে সব সখীগণ ।। রাধিকাহো পাইয়া কৃষ্ণের দরশনে। অতিশয় আনন্দ বাড়িল তাঁর মনে ।। অন্যোন্য

দর্শনে প্রেমসিন্ধু উথলিল। নানা ভাব উদয় দোহাঁর অঙ্গে হৈল ॥ দোহাঁ দেখি দোহেঁ মনে বিস্ময় পাইয়া। কহিতে লাগিলা কিছু বিতর্ক করিয়া ॥ প্রিয়ার মাধুরী মধুমঙ্গলের সনে। আস্বাদন করে প্রেমে মত্ত তনু মনে ॥

তথাহি। কিংকান্তেঃ কুলদেবতা কিমুতবা লাবণ্য লক্ষ্মীরিয়ং, সম্পন্মাকি সুমাধুরী তন্নমতী লাবণ্য বন্যানু কিং। কিম্বা নন্দ তরঙ্গিনী কিমথবা পীযূষ ধারাশ্রুতিঃ, কান্তাসাবুতরামমেন্দ্রিয়গণা নাহ্লাদয়ন্ত্যাগতা ॥ ১
যামন্নেত্র চকোর চন্দ্রবদনা নাসালিনী পদ্মিনী; জিহ্বা কোকিলিকা রসালদধরা কর্নেন হৃচ্ছিঞ্জিতা। দেহানঙ্গদ বার্ত্তবারণ সুধা শ্রোত স্বতী মূর্ত্তিকা, সৈবেয়ং দয়িতোদিতা ফলিতবান মন্তাগ্য কল্পদ্রুমঃ ॥ ইতি

কৃষ্ণের মাধুরী হেরি বিশাখার আগে। বিতর্ক করিয়া রাই কহে অনুরাগে ॥

তথা[illegible] কিং কিমুজলধরঃ কন্দলো বেন্দ্রনীলঃ, সানুঃ কিম্বা-[illegible] ভৃঙ্গ ব্রজোন্নু ভৃষ্ণা পূরঃ কিমুত নিচয়ঃ কিংস্বিনি[illegible] পুঞ্জীভূতো ব্রজ মৃগদৃশাং কিন্নপাঙ্গাবলীনাং ॥ ১
অয়ং কিং কন্দর্পঃ সখলুবিতনুঃ কিং নুরসরাট্, সলোধর্ম্মী কিম্বা মৃতরস নিধিঃ সোহতি বিততঃ। কিন্নুৎফুল্ল প্রেমামৃত তরুবরঃ সোংপিনচরঃ, সবাসৌমৎ প্রাণান্ জয়তি মমভাগ্যং যন্নুতথা ॥ ইতি

নেত্রভৃঙ্গ অরবিন্দ সেই কান্ত হয়ে। কিবা আমি ভ্রান্তা সখী কহত নিশ্চয়ে ॥ এইমত রাই বিশাখারে জিজ্ঞাসিলা। শুনি সব সখীগণ হাসিতে লাগিলা ॥ পুল[illegible] গদ্গদাক্ত কণ্ঠী হয়ে। চঞ্চল নয়না হেরি বিশাখা কহয়ে ॥

[illegible] স্ফুরতি পুরতোনেত্র ভৃঙ্গার বিন্দঃ, কিম্বা [illegible] সখে ব্রূহিসত্যং বিশাখে। ইত্থং পৃষ্টাপুলকিত তনুং [illegible]কণ্ঠী, লালাহাসৈশ্চপল নয়নাং তামবাদীন্মদাসৌ ॥ ইতি

কস্তুরী [illegible] যেহোঁ তোমার ললাটে। স্তনযুগে চিত্র নিরমিল কত ঠাটে ॥ চিবুকে যে দিলা বিন্দু অঞ্জন নয়নে। ইন্দীবর রচনা যে করিল শ্রবণে ॥ তোমার কুন্তলে যেহোঁ অবতংস দিলা। শুন সখী সেই কান্ত আগমন কৈলা ॥ তোমার যে ভাগ্যরাশি করিল কথন। আগে গিয়া কর নিজ কান্ত দরশন ॥

তথাহি। কস্তুর্য্যাসত্তিল কমলিকে যস্তবো বোজযুগ্মে চিত্রং বিন্দুঃ সুমুখি চিবুকে নেত্রযুগ্মেহঞ্জন শ্রীঃ। শ্রুত্যোরিন্দীবর বিরচিতঃ কুন্তলে চাবতংসঃ সোহয়ংকান্তঃ স্ফুরতি সখিতে ভাগ্যরাশি র্ব্রজামং ॥ ইতি

এই মতদোহেঁ ভাব বিমুগ্ধ হইয়া। অন্যোহন্যে দোহেঁ দোহাঁ মিলিলা আসিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে দোহাঁর হইল মিলন। অতি যে আনন্দ প্রেম সিন্ধু নিমগন ॥ প্রথমে কন্দর্প যজ্ঞ আরম্ভ করিলা। কুন্দলতা পূজনের আচার্য্য হইলা ॥ রাধিকার অঙ্গেতে কন্দর্প যজ্ঞস্থান। ক্রমে দেখাইয়া কহে পূজন বিধান ॥ ললিতাদি

সখী তাতে বাদার্থ করিলা। পঞ্চদেবার্চ্চন আগে কেনে না করিল।। কুন্দলতা কহে দিক্‌পালের পূজা বিনে। পঞ্চদেবার্চ্চন কভু না হয় বিধানে।। তাতে কত কত কথা রসের তরঙ্গে। কৃষ্ণ কুন্দলতাদি ললিতাদি সখীসঙ্গে।। তবে কুন্দলতা দিকপালের বিবরণ। কহিতে লাগিলা অতি রসে নিমগন।। অষ্টসখী অষ্টদিগে দিক্‌পালিকা হয়। রূপমঞ্জরীক ঊর্দ্ধ দেবী সুনিশ্চয়।। অনঙ্গ মঞ্জরী রসাতলের দেবতা। এইত কহিল দশদিক্‌পালের কথা।। পূজিবারে যায় কৃষ্ণ রসের তরঙ্গে ক্রমে নানা রসকথা হয়ে সভা সঙ্গে।। তবে রাই অঙ্গে কৃষ্ণ যজ্ঞ সমর্পিল। অতি রসরঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল।। ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সভে প্রবেশিলা। তাঁহা কুঞ্জগণ মধ্যে কৈল নানা লীলা।। মদনান্দোলন মাঝে তাঁহা দোলাখেলা। নানা রসকথা সখীগণ আস্বাদিলা।। তবে কুণ্ড উপবনে করিলা গমনে। ছয়ঋতু শোভা তাঁহা দেখে স্থানে স্থানে।। নানা পক্ষগণ ধ্বনি ভ্রমরা ঝঙ্কারে। শুনিতে সভার অঙ্গে আনন্দ না ধরে।। নানা বিধ বৃক্ষলতা সুশোভন বন। দেখি আনন্দিত রাধাকৃষ্ণ সখীগণ।। বহুবিধ কথা রস কথা আস্বাদিলা। সখীগণ নেত্র যাহা দেখি সুখী হৈলা।।। তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জ দাসীগণ সঙ্গে। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ সেবা কৈল নানা রঙ্গে।। অতি সুমধুর মধু চষকে ভরিয়া। রাধাকৃষ্ণ আগে দিল আনন্দিত হৈয়া।। প্রিয়া সহ কৃষ্ণ সেই মধুপান কৈলা। সখীগণ পানকরি সভে মত্ত হৈলা।। মধুপানে মত্ত কৃষ্ণ হৈলা অতিশয়। রসাবেশে রাই সহ কুঞ্জে বিলসয়।। সখীগণ কুঞ্জে কুঞ্জে শয়ন করিলা। কৃষ্ণচন্দ্র সুখে রাধা সহ বিলসিলা।। তবে রাই কৃষ্ণচন্দ্রে করিল প্রেরণ। প্রতি কুঞ্জে সভা সহ করিল রমণ।। তবে পুনঃ সভে মিলি একত্র হইলা। নানা যে কৌতুক কথা আনন্দ বাড়িলা।। রাই অঙ্গ শোভা সভে করয়ে বর্ণন। আনন্দ সায়র মাঝে সভে নিমগন।। তবে কৃষ্ণ জলকেলি করিবারে রঙ্গে। কুণ্ডজলে নাম্বিলেন প্রিয়াগণ সঙ্গে।। নানাবিধ জলকেলি রাধিকাদি সনে সখীসঙ্গে নানা লীলা দেখে দাসীগণে।। কতক্ষণ কুণ্ডজলে জলক্রীড়া করি। প্রিয়াগণ সঙ্গে তটে উঠিলেন হরি।। শুষ্কবস্ত্র পরিধান বেশ বিরচন। আনন্দ আবেশে সভে কৈল সমাপন।। তবে বৃন্দা লৈয়া আইলা নিকুঞ্জ ভিতরে। নানা ভক্ষদ্রব্য আনি আনন্দ অন্তরে।। রাধাকৃষ্ণ সখীগণে করাইল ভোজন। নানা রস পরসঙ্গে কৈল আঁচমন।। মুখশুদ্ধি করি তবে সকলে বসিলা। বৃন্দাদেবী শুক শারী সেখানে আনিলা।। কৃষ্ণগুণ প্রশংসিয়া শুক পাঠ করে। রাধা গুণ বর্ণে শারী আনন্দ অন্তরে।। দোহাঁ হাস্য করি দোহেঁ করয়ে বর্ণন। শুনি বৃন্দা সখীগণ আনন্দে মগন।। তবে দুহুঁ মেলি দোহাঁর গুণের বর্ণনা। করিল অষ্টক দুই দাস্যাদি প্রার্থনা।। এইমত প্রতি কুঞ্জে রাধিকার সঙ্গে। কৃষ্ণচন্দ্র বিলসই নানা রস রঙ্গে।। সুদেবী সুখদা হরিৎ কুঞ্জেতে আইলা। দ্যুতক্রীড়া করিবারে আরম্ভ

করিলা।। রাধাকৃষ্ণ দুইজন অতি কুতূহলে। পাশক খেলায় প্রেম আনন্দে বিভুলে ।। শ্রীমধুমঙ্গল হৈলা কৃষ্ণের সহায়। সখীসহ রাই কৃষ্ণ সহিতে খেলায় ।। দানের নিয়ম করি দোহেঁ পাশা পেলে। দুহুঁ পরাজয় লাগি দোহাঁর কন্দলে ।। তবে বৃন্দা নান্দীমুখী মধ্যস্থ হইলা। পুনরপি দোহেঁ পাশা খেলা আরম্ভিলা ।। নিজ নিজ প্রিয় দ্রব্য করিলেন পণ। দুহুঁ পাশা খেলে সভে আনন্দে মগন ।। হেনকালে শারী কথা কহিতে লাগিলা। ব্রজমাঝে জটিলার আগমন হৈলা ।। সূর্য্য মন্দিরের পথে আইসে ত্বরায়। অতএব কার্য্য কিছু নাহিক খেলায় ।। শুনিয়া সভার চিত্তে শঙ্কা উপজিল। তারপর খেলা দোহেঁ সমাধা করিল ।। সূর্য্যকুণ্ডে আইলা রাই সখীগণ সঙ্গে। কুণ্ডে রহে কৃষ্ণ বটু সহ প্রেম রঙ্গে ।। সূর্য্যের মন্দিরে রাই হৈলা উপস্থিতে। জটিলা আইলা তাহাঁ অত্যন্ত তুরিতে ।। আসি অতি ক্রোধে তিহোঁ কহিতে লাগিলা। সূর্য্যপূজা নাহি কর কোথা গিয়াছিলা ।। পূর্ব্বাহ্নে আইলা হৈল তৃতীয় প্রহর। বনে বনে ফির তোসভার নাহি ডর ।। কুন্দলতা কহিতে লাগিলা জটিলারে। বিপ্র না মিলয়ে ইহাঁ সূর্য্য পূজিবারে ।। বনে বনে ফিরি সভে ব্রাহ্মণ কারণে। সভেমাত্র দেখা হৈল একজন সনে গর্গশিষ্য হয় বিশ্বশর্ম্মা নাম তার। তিহোঁ নাহি আইসে নাম শুনিয়া তোমার ।। অতি যে সুন্দর রূপ গুণ মনোহর। শ্যামল সুন্দর পূজা বিধিতে তৎপর ।। মধুমঙ্গলের সঙ্গে রহে কুণ্ডবনে। তিহোঁ তুয়া দোষ গুণ করাইল শ্রবণে ।। জটিলা কহয়ে তাঁরে আগ্রহ করিয়া। আন গিয়া অতিশয় দক্ষিণা সহিয়া ।। তথাপি একলা যদি না করে গমনে। যত্নকরি আন মধুমঙ্গলের সনে ।। এত শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণ স্থানে গেলা। শ্যামবর্ণ বিপ্র বেশে তাঁহারে আনিলা ।। দেখিয়া জটিলা তাঁরে প্রণাম করিলা। বিপ্রবেশ দেখি সভে আনন্দ পাইলা ।। জটিলা কহয়ে সূর্য্য করাহ পূজন। যে রূপে পূজিলে শীঘ্র অভীষ্ট লম্ভণ ।। তবে কৃষ্ণ পুছিতে লাগিলা জটিলারে। তুয়াবধ নাম কিবা কহত আমারে ।। জটিলা কহয়ে নাম হয়েত রাধিকা। শুনিতেই কৃষ্ণ প্রেম বাঢ়িল অধিকা ।। সেই গুণবতী এহোঁ যার গুণাগুণ। মথুরানগরে সভে করে প্রশংসন ।। অতিশয় সাধ্বী যশ সমুদ্র যাহার। মথুরানগরে শুনি লোকে চমৎকার ।। বৃদ্ধা কহে মিত্রপূজা করাহ ইহারে। যেন অমঙ্গল যায় সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরে ।। তবে রাই সখীসঙ্গে সূর্য্যের মন্দিরে। প্রবেশ করিলা অতি আনন্দ অন্তরে ।। কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাই নয়ন চকোরী। সুতৃপ্তি হইয়া পান করি ইচ্ছাভরি ।। রাই মুখপদ্ম কৃষ্ণ মত্ত মধুকর আনমিখ নেত্রে পান করে নিরন্তর ।। তাতে যত যত ভাব হয়েত উদয়। অতি সাবধান হৈয়া গোপন করয় ।। কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার বদন নেহারি। কহিতে লাগিলা অতি আনন্দ বিথারি ।। আঁচমন করিয়া বৈসহ মোর কাছে। তবে সে কহিব পূজা বিধান যে আছে ।। কৃষ্ণ বাণী শুনি রাই ঈষত হাসিয়া। পূজন

বিধানে বৈসে আচান্ত হইয়া ।। কৃষ্ণচন্দ্র নৈবেদ্যাদি করি সুবন্ধানে। নান্দী পঠ আদি করে পূজার বিধানে ।। তবে রাধিকারে কহে অবধান কর। দূর্ব্বাঙ্কুর তুলসী পুষ্পাদি হস্তে ধর ।। পদ্মিনী বন্ধবে নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ। করিয়া মিত্রের পদে কর সমর্পণ ।। তবে রাই তুলস্যাদি পুষ্প হস্তে ধরি। অর্পণ করয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করি তবে কৃষ্ণ কহে রাই শুনহ বচনে। আর যে কহিয়ে মন্ত্র করহ শ্রবণে ।। পুনশ্চ মিত্রায় নমঃ কর উচ্চারণ। রাই উচ্চারণ করে আনন্দিত মন ।। এইমত ছলে কৃষ্ণ পূজন করায়। দেখি কুন্দলতা ললিতাদি সুখ পায় ।। কৃষ্ণ কহে রাই নিজ করে পুটাঞ্জলি। করি বর মাগ বাঞ্ছা পূর্ণ কর বলি ।। তবে রাই পুটাঞ্জলি করি বর মাগে। বাঞ্ছা পূর্ত্তি কর মিত্র কহে অনুরাগে ।। এইমতে রাই সূর্য্য পূজন করিল দেখি জটিলার চিত্তে আনন্দ হইল ।। পূজার সংপূর্ণ কালে সে মধুমঙ্গল। স্বস্ত্যাদি বাচন করি অত্যন্ত তরল ।। জটিলারে কহে স্বস্তি বচন দক্ষিণা। মোরে দেহ তবে যজ্ঞ হইবেক পূর্ণা ।। নিজ করাঙ্গুলি মধুমঙ্গলেরে দিল। আনন্দিত হৈয়া বটু আশীর্ব্বাদ কৈল ।। বৃদ্ধা কহে বধূ হস্ত লক্ষণ দেখহ। কিবা দোষ গুণ মোরে বিশেষিয়া কহ ।। তবে কৃষ্ণ কহে বৃদ্ধে শুনহ বচন। স্বপ্নেহ না করি পর রামার স্পশন ।। তবে কুন্দলতা কৈল হস্ত প্রসারণ। দেখি কৃষ্ণ চিত্তে নানা ভাব উদ্দীপন ।। অতি যত্ন করি তাহা সম্বরণ কৈলা। তবে জটিলার প্রতি কহিতে লাগিলা তুয়া বধূ হস্তে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ। অতি সুমঙ্গলকারী হয়ে অনুক্ষণ ।। তোমার পুত্রের যত অরিষ্ট আছয়। এই সাধ্বী প্রভাবে সকল নষ্ট হয় ।। শুনিয়া জটিলা কহে আনন্দিত মনে। বধূ মোর অতিশয় চরিত শোভনে ।। অতএব প্রতিদিনে আসি এইখানে। রাধিকারে করাইবে মিত্রের পূজনে ।। আপনার দাসী বলি জানিবে রাইরে। করিবে বিধান যেছে রাই বাঞ্ছা পূরে ।। এতবলি নৈবেদ্যাদি স্বর্ণের অঙ্গুরী। দক্ষিণা দিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আগে ধরি ।। কৃষ্ণ কহে আমি ব্রহ্মচারী যে নূতন। নৈবেদ্য দক্ষিণা মোর কিবা প্রয়োজন ।। হেনকালে সে মধুমঙ্গল হাস্য করি। নৈবেদ্য বান্ধিয়া নিল স্বর্ণের অঙ্গুরী ।। তবে কৃষ্ণ জটিলারে কহিতে লাগিলা। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ মোরে নিমন্ত্রিলা ।। অতএব তুয়া স্থানে বিদায় এখনে। কহিয়া চলিলা মধুমঙ্গলের সনে ।। তবে সে জটিলা গেলা আপন ভবনে কুন্দলতা সনে রাই করিল গমনে ।। কৃষ্ণকথা রস রঙ্গে পথে চলি যায়। আগে পাছে পাশে সখী আনন্দ হিয়ায় ।। এইমত প্রতি দিন সূর্য্যপূজা লীলা। নানা যে কৌতুক রস করে নানা খেলা ।। মধ্যাহ্ন সময়ে রাধাকৃষ্ণের বিহার। সঙ্ক্ষেপে কহিল কথা না যায় বিস্তার ।। মোরাণতে সূর্য্যকুণ্ড সূর্য্যপূজা স্থান। সঙ্ক্ষেপে কহিল এই লীলা রস গান ।। শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ। সখী সঙ্গে পায় রাধাকৃষ্ণের সেবন ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে সূর্য্যকুণ্ড বিবরণ কথনে মধ্যাহ্ন লীলা সূত্র কথনং নাম ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদঃ সম্পূর্ণং ।

চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ ।

সূর্য্যপূজা স্থানের কহিল বিবরণ । এবে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ।। সাহারের পূর্ব্ব সূর্য্যকুণ্ডের ঈশান । শাঁখি নাম হয় শঙ্খচূড় বধ স্থান ।। হোলির সময়ে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে । কহিয়াছি রত্ন সিংহাসন প্রকরণে ।। শাঁখির ঈশানে পূর্ব্ব উমরাই নাম । বৃন্দাবনেশ্বরীর সে রাজপট্ট ধাম ।। সখাগণ মেলি যবে কৃষ্ণের উপরে । ছত্র ধরি রাজা কৈল ব্রজের ভি[illegible] ।। সখীগণ সঙ্গে রাই সে কথা শুনিলা । বৃন্দা নান্দীমুখী তাহি কহিতে লাগিলা ।। ষোলক্রোশ বৃন্দাবন মোর অধিকার । শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে একথার প্রচার ।। বৃক্ষলতা পশু পক্ষ সব মোর প্রজা । হেন বৃন্দাবনে অন্য কেবা হয়ে রাজা ।। শুনি বৃন্দা নান্দীমুখী কহেন রাইরে । তুয়া রাজ্যে কেবা অন্য রাজা হৈতে পারে ।। বৃন্দা নান্দীমুখী বাক্য করিয়া শ্রবণ । তবে রাই বোলাইল সব নিজগণ ।। উমরা সাজিয়া কৃষ্ণ জিতিবার কাজে । ত্বরিতে আইলা সেই ব্রজবন মাঝে ।। একথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী তাঁহা আইলা । রাইর সে সাজ দেখি আনন্দ পাইলা ।। তাঁরে দেখি রাই আসি প্রণাম করিল । সখীসব আসি তাঁর চরণ বন্দিল ।। বৃন্দা নান্দীমুখী দুহেঁ বন্দিলা চরণ । আশীর্ব্বাদ করি কৈল রাই আলিঙ্গন ।। তবে দেবী জিজ্ঞাসিতে লাগিলা কারণ । বৃন্দা নান্দীমুখী দোহেঁ কৈল নিবেদন ।। তাহা শুনি ভগবতী কহেন রাইরে । তুয়া রাজ্যে অদ্য কেবা রাজা হৈতে পারে ।। বৈকুণ্ঠে কমলা দ্বারাবতীতে রুক্মিণী । দণ্ডকারণ্যে যৈছে জানকী বাখানি ।। রাধা বৃন্দাবনে তৈছে কহয়ে পুরাণে । সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা কথা কেবা নাহি জানে ।।

তথাহি মাৎস্যে ।

বৈকুণ্ঠে কমলাদেবী দ্বারাবত্যাঞ্চ রুক্মিণী । জানকী দণ্ডকারণ্যে রাধা বৃন্দাবনে বনে ।। ইতি ।।

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন তুয়া ধাম হয় । ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল নিশ্চয় ।। অত এব বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা নামে । অভিষেক করি আজি বৃন্দাবন ধামে ।। তবে বৃন্দাদেবী প্রতি কহিল বচন । অভিষেক সামগ্রী করহ আয়োজন ।। শুনি বৃন্দা দেবী অতি আনন্দিতা হৈয়া । যে আজ্ঞা তোমার বলি গেলা প্রণমিয়া ।। তবে ভগবতী আজ্ঞা দিল সখীগণে । সে আজ্ঞা পাইয়া সভে আনন্দিত মনে ।। কেহ যে মঙ্গল গায় সুমধুর স্বরে । কেহ কেহ আনন্দে মাতিয়া নৃত্য করে ।। কেহ কেহ বীণা আদি যন্ত্র যে বাজায় । রাইরে দেখিয়া কেহ মহা সুখ পায় ।। নান্দীমুখী

সখীসঙ্গে শতঘট জল। আনিলেন সুবাসিত করি সুশীতল ।। বৃন্দাদেবী নিজ গণ সংহতি করিয়া। সামগ্রী আনিল অভিষেকের লাগিয়া ।। তবে দিব্যাসনোপরি বসায়ে রাইরে। পৌর্ণমাসী ভগবতী অভিষেক করে ।। তাঁর আজ্ঞা অনুগত বৃন্দা নান্দীমুখী। যথোচিত ক্রিয়াকরে হৈয়া অতি সুখি ।। বৃন্দাবনেশ্বরী নাম রাধিকার ধরি। অভিষেক কৈল সভে জয় জয় করি ।। তবে সখীগণ অতি আনন্দ অন্তরে। বৃন্দা নান্দীমুখী সহ মহোৎসব করে ।। তবে রাই ভগবতীর চরণ বন্দিলা। তিহোঁ আশীর্ব্বাদ করি নিজস্থানে গেলা ।। পৌর্ণমাসী রাইর যে অভিষেক কৈল। অতি বিস্তারিত কথা সঙ্ক্ষেপে কহিল ।। এসকল কথা ব্রজে হৈল পরচার। সকলে জানিল বৃন্দাবন রাধিকার ।। যেই স্থানে রাধিকা উত্তরা সাজি আইলা। উমরা[illegible]ম সভে কহিতে লাগিলা ।। বজ্রনাভ পুনঃ যবে বসাইল গ্রাম। উমরাই বলিয়া ধরিল তার নাম ।। সেখানে কিশোরীকুণ্ড শোভা অতিশয়। বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় স্থান হয় ।। কিশোর শেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। রাধিকার সঙ্গে যাহাঁ করেন বিহার ।। ভক্তিকরি তাঁহা যেই বাসাদি করয়। রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা তাহারে মিলয় ।। তার পূর্ব্বদিগে নরিনাম একস্থান। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে কিছু সেইত আখ্যান ।। কংসের আদেশে যবে অক্রূর আইলা। কৃষ্ণ বলরামে লৈয়া মথুরা চলিলা ।। বিচ্ছেদে দুঃখিতা সব ব্রজবধূগণ। মথুরাভিমুখী হৈয়া করে নিরীক্ষণ ।। নন্দ আদি সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম রথে। ত্বরাকরি অক্রূর লইয়া চলে পথে ।। যাবৎ চলয়ে রথ দেখিতে পাইলা। তাবৎ সেখানে সভে দাণ্ডাইয়া ছিলা ।। তারপর যবে রথ দেখিতে না পায়। নরি নরি বলি সভে পড়িল ধূলায় ।। সেইখানে বজ্রনাভ বসাইল গ্রাম। নরীবলি ব্রজেতে প্রসিদ্ধ হৈল নাম ।। সেইখানে বলরামজিউ সেবা স্থান। অতি মনোহর সভে দেখি বিদ্যমান ।। নরীর উত্তরে এক স্থান ছত্রবন। অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্রজে জানে সর্ব্বজন ।। সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ যায় গোচারণে। নানা বিধ খেলাকরে আনন্দিত মনে ।। একদিন সখাগণ কৃষ্ণের সহিতে। গমন করিলা সভে ধেনু চরাইতে ।। শ্রীদাম কহয়ে শুন ব্রজেন্দ্র নন্দন। মোসভার প্রাণ ব্রজলোকের জীবন ।। রাজার তনয় তুমি রাজার সমানে। তোমারে করিব রাজা এইত কারণে ।। আমরা হইব তোমার পাত্র মিত্র গণ। কেহ পদাতিক হৈব কেহ প্রজা সম ।। এইমত বাঞ্ছা মোর চিত্তে উপজয়। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তারে হাসিয়া কহয় ।। তুমি যাহা কহ ভাই তাহাই করিব। তুয়া বাঞ্ছাপূর্ণ হৈলে আমি সুখ পাইব ।। শুনিয়া শ্রীদাম অতি আনন্দ অন্তরে ।। কৃষ্ণে বসাইল দিব্য আসন উপরে ।। তার বামভাগে বৈসে রোহিণী নন্দন। রাজমন্ত্রী রূপে করে কার্য্য প্রয়োজন ।। শ্রীদাম বিচিত্র ছত্র ধরে শিরোপরে। অর্জ্জুন চামর করে আনন্দ অন্তরে ।। আগে রহি শ্রীমধুমঙ্গল হর্ষমনে। নানা হাস পরিহাস করে কৃষ্ণ সনে ।। প্রিয়

নর্ম্মসখা সুবল নিকটে বসিয়া। তাম্বূল যোগায় অতি কৌতুক করিয়া ॥ সুবাহু বিশাল চতুরাদি কতজন। প্রজারূপে সভামধ্যে করে বিলোকন ॥ নিকুঞ্জ কুটীর তাঁহা হয়ে স্থানে স্থানে। এইমত লীলা কৃষ্ণ করে সেইখানে ॥ সখাগণ ছত্র ধরি কৃষ্ণ রাজা কৈল। তদবধি তার নাম ছত্রবন হৈল ॥ তাহার পরেতে হয়ে খদির কানন। কৃষ্ণবিহারের স্থান পরমমোহন ॥ অতি সুনির্জ্জন বৃক্ষ লতাতে বেষ্টিত নানা পুষ্পযুক্ত হয়ে অতি সুশোভিত ॥ সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ সেইত কাননে। পরম বিচিত্র বেশ করিয়া রচনে। নানা বিধ খেলা লীলা করে গোচারণে। নিতি নিতি বিহার করয়ে সেই খানে ॥ উত্তর দিগেতে যে সঙ্গমকুণ্ড হয়। গোপীগণ সহ কৃষ্ণ সেখানে মিলয় ॥ তাহার নিকটে যে কদম্বখণ্ডী নাম। কি কহিব তার শোভা অতি অনুপাম ॥ নানা মণি বদ্ধমূল লতাতে বেষ্টিত। মত্ত মধুকরগণ ঝঙ্কারে ললিত ॥ ময়ূর কোকিল শারী শুক পক্ষগণ। সুমধুর শব্দ করে কর্ণ রসায়ন ॥ সুগন্ধি শীতল মন্দ বায়ু বহে তাতে। সেখানে বিহরে কৃষ্ণ সখাগণ সাথে ॥ যাবট নিকটে হয় বকথরা নাম। যাহাঁ বকাসুর বধ কৈল ভগবান ॥ নেতুচ্ছাক বলি হয়ে আর এক স্থানে। যাহাঁ কৃষ্ণলাগি মাতা ক্ষীরসর আনে ॥ তৎপরে বৈঠান হয় যাবট উত্তরে। সখীগণ সঙ্গে কৃষ্ণ সেখানে বিহরে তার অগ্নিকোণে হয় কৃষ্ণকুণ্ড নাম। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় আনন্দের ধাম ॥ বৈঠান উত্তরে ছোট বৈঠান যে হয়। সেখানে কুন্তলকুণ্ড শোভা অতিশয় ॥ তৎ পশ্চিমে বেড়োঁখোর কুণ্ড মনোহর। তাহাঁ সখাসঙ্গে কৃষ্ণ ক্রীড়ে নিরন্তর ॥ তাহার ঈশানে হয়ে চরণ পাহাড়ি। তাহাতে কৃষ্ণের লীলা হয়ে সর্ব্বোপরি ॥ স্বল্পাক্ষরে কহি কিছু সে স্থানের লীলা। যাহাঁ বংশীধ্বনি শুনি গলি গেল শিলা গোবালক সঙ্গে তাঁহা নন্দের নন্দন। গমন করিলা অতি আনন্দে মগন ॥ বৈঠানে আসিয়া বৈঠে পাহাড় উপরে। সখাগণ প্রতি কহে মধুর উত্তরে ॥ শুন সব সখাগণ আমার বচন। পুষ্পতুলি আন সভে করিয়া যতন ॥ বিচিত্র করিয়া মালা গাঁথিব এথায়। সকলে পরিবগলে আনন্দে হিয়ায় ॥ কৃষ্ণবাক্য শুনি তবে সব সখাগণ। তুরিতে চলিলা পুষ্প করিতে ত্রোটন ॥ ক্ষণমাত্র নানা পুষ্প তুলিয়া সকলে। কৃষ্ণের সাক্ষাতে আনে অতি কুতূহলে ॥ মধ্যে পুষ্পরাখি সভে চারিদিগে বসি। গাঁথয়ে বিচিত্রহার মন্দ মন্দ হাসি ॥ কেহ চূড়া হারগাঁথে কেহ কণ্ঠহার। কেহ বনমালা গাঁথে কেহ চন্দ্রহার ॥ বৈজয়ন্তী মালা কেহ গাঁথে হর্ষ মনে। কেহত মুকুট সজ্জ করে সুবন্ধানে ॥ এইমত পুষ্পহার মুকুট করিয়া। কৃষ্ণেরে পরায় অতি আনন্দ পাইয়া ॥ মনোহর বেশকরি নন্দের নন্দন। ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে কদম্ব হেলন ॥ আনন্দ হৃদয়ে বংশী লৈয়া নিজকরে। পূরিতে লাগিলা অতি সুমধুর স্বরে ॥ সে ধ্বনি ব্যাপক হৈয়া পৈশে ত্রিভুবনে। স্থাবর জঙ্গম আদি করে আকর্ষণে ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যেখানে প্রবেশিল। তাঁহা তাঁহা

সর্ব্ব চিত্ত ঘূর্ণিত করিল ।। সে শব্দ শুনিয়া হয়ে যমুনা স্থগিত। যে শব্দ শুনিয়া শিলা হইল গলিত ।। সেকালে পাহাড়পর যেই যাহাঁছিলা। তাসভার পদচিহ্ন তথা যে রহিলা।। গোবালক গণ আর কৃষ্ণপদচিহ্ন। পর্ব্বত উপরে শোভে হৈয়া ভিন্ন ভিন্ন।। এইমত লীলা কৃষ্ণ কৈলা সেই থানে। চরণ পাহাড়ি নাম হয়ে তেকারণে।। শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া তাহা যেকরে দর্শন। অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণের চরণ।। তারপরে কৃষ্ণকুণ্ড হারোযান গ্রাম। সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ পাশক খেলান।। সেরস মহিমা হয়ে অতি সর্ব্বোত্তম। শ্রদ্ধামনে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে। নানা রস লীলা করি বসিলা সেখানে।। আনন্দে মগন কৃষ্ণ কহেন রাইরে। শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর হৃদয় উত্তরে।। বহু দিন তুয়া সঙ্গে নাহি খেলিঁ পাশা। আজি খেলিবার তরে মনে হৈল আশা।। শুনিয়া ললিতা কহে মধুর বচন। এক কথা কহি শুন ব্রজেন্দ্র নন্দন।। পাশা খেলাইতে তুমি চাহ রাই সনে। কি খেলিবে নাজানহ চালন সন্ধানে।। কত বার খেলাতে হারিলে রাই স্থানে। তথাপি খেলিতে চাহ রাধিকার সনে।। এবারে এমত রূপে খেলানাহি হয়। হারিলে করিবে তুমি কলহ উদয়।। দ্রব্যরাখি নিয় মিত খেলহ তোমরা। হারি জিতি জানি তবে কহিব আমরা।। শুনি রাধাকৃষ্ণ তবে মন্দ মন্দ হাসি। ললিতার প্রতিকহে বচন প্রকাশি।। কি দ্রব্য রাখিব মোরা কহত ললিতা। তুয়া স্থানে রাখি দুহেঁ খেলিব সর্ব্বথা।। ললিতা কহয়ে তোমার বংশী সবেধন। তাহা মোর স্থানে রাখ হৈয়া শুদ্ধমন।। রাই কণ্ঠমণি হার দেন মোর হাতে। তবে সে প্রত্যয় হয় মোসভার চিত্তে।। শুনি কৃষ্ণ চন্দ্র কহে হরষিত মনে। এই লও বংশী রাখ আপনার স্থানে।। আজিত অবশ্য আমি খেলাতে জিতিব। পাশাতে হারিবে রাই আমি বংশী পাব।। তবেত ললিতা কৃষ্ণ বংশী হাতে কৈল। রাধিকারে মণিহার চাহিতে লাগিল।। রাই কহে সখী মণিহার কেনে দিব। কৃষ্ণ কি আমার সঙ্গে খেলাতে জিতিব।। দুই এক চালনে কৃষ্ণে জিতিব সত্বরে। এইত নির্দ্ধার কথা কহিল তোমারে।। তিহোঁ কহে তুয়া কথা নহে অসম্ভবে। নেত্রবাণে পড়ি কৃষ্ণ খেলায়ে হারিবে।। তুমি যে জিতিবে তাহা মোর মনে লয়। তথাপিহ পণ রাখা উপযুক্ত হয়।। শুনি মন্দ মন্দ হাসি রাই সুনাগরী। ললিতার করে হার দিল ভঙ্গী করি।। পাশা খেলিবারে দোহেঁ আরম্ভ করিল। তুয়া চারি বলি কৃষ্ণ পাশা পেলাইল।। কৃষ্ণমুখ চাহি রাই অঙ্গ মোড়া দিয়া। পেলাইল পাশা বিছু বামঙ্গ বলিয়া।। অতি রসে মত্ত দোহেঁ জিতিবার মন। সুখে মগ্ন হৈয়া খেলা দেখে সখী গণ।। রাধিকার অঙ্গভঙ্গি নেত্রের চালন। মন্দ মন্দ হাসি অতি মধুর বচন।। দেখিয়া বিহ্বল হয় ব্রজেন্দ্র নন্দন। কি পেলয়ে কি চালয়ে স্থির নহে মন।। ব্যস্ত হৈয়া কৃষ্ণ কহে ললিতার প্রতি।। দেখ তুয়া রাধিকার অবিচার অতি।। অঙ্গভঙ্গি

ক্র নেত্র চাহে আমা পানে। অস্থির করয়ে মন খেলিব কেমনে॥ রাধিকার হেন যদি কটাক্ষ সম্বরি। তবে সে স্বচ্ছন্দ চিত্তে খেলিবারে পারি॥ ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন। আপন চাঞ্চল্যে হও আপনি মগন॥ একে সে নাগর আর নাগরীর সঙ্গ। প্রতি কথা ছলে বাঢ়ে রসের তরঙ্গ॥ সে তরঙ্গে তোমারে চালয়ে অনুক্ষণ কথা থাকু কিবা কর না হয়ে স্মরণ॥ স্থির চিত্ত করি যদি খেল রাই সনে। তবে সে জিনিতে এই কহিল বচনে॥ কৃষ্ণকহে মুঞি সে অস্থির না হইয়ে। রাইনেত্র বাণে মোরে চঞ্চল করয়ে॥ আপন সম্বরি কৃষ্ণ আস্পর্দ্ধা রূপেতে। দোয়া চারি বলি পাশা পেলেন তুরিতে॥ বাক্য অনুরূপ সেই পাশা না পড়িল। বিদুবাম-প্তাদি পেলি রাধিকা জিতিল॥ তাহা দেখি সখী সব কহয়ে কৃষ্ণেরে। হারিবে যে তুমি ইহা জানিয়ে অন্তরে॥ এই কথা পূর্ব্বে আমি কহিল তোমারে। রাই সঙ্গে না পারিবে পাশা খেলিবারে॥ বিদগ্ধার শিরোমণি রাধিকা সুন্দরী। সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদা হয়েত কিশোরি॥ রসবতী রমণী রসিক চিত্ত হরে। অতএব পাশা খেলি জিনিল তোমারে॥ কৃষ্ণ কহে সখী তুমি কহিলে যে কথা। সব সত্য হয়ে ইহা নাহিক অন্যথা॥ গোপজাতি গোপক্রীয়া করণ তৎপর। কিছুই না জানি অতিশয় শুদ্ধান্তর॥ এমত সন্ধানে রাই জিতিব আমারে। ইহা নাহি জানি আমি কহিল তোমারে॥ যে হৌক এসব কার্য্য তোমরা জানিলা। কটাক্ষ করিয়া রাই পাশাতে জিতিলা॥ হেন অবিচার যথা উপস্থিত হয়। তথা যে আমার স্থিতি উপযুক্ত নয়॥ গমন করিয়ে ধেনুগণ হয়ে যথা। বংশী আনি দেহ মোরে শুনহ ললিতা॥ ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ এমত বচনে। কদাচিত বংশী না পাইবা মোর স্থানে॥ কহ আগে কিবা ভেট দিবে মোসভারে। তবে আনি দিব বংশী কহিল তোমারে॥ একথা শুনিয়া কহে ব্রজেন্দ্র নন্দন। দুই বস্তু বিনা আর নাহি মোর ধন॥ এক ধন বংশী আর ধন নিজ মন। দুই বস্তু দুইজনে করিলে হরণ॥ রাইনেত্র দ্বারে মোর মন কৈলে চুরি। তুমি ভেট চাহ স্বাপ্যধন বংশী হরি॥ বড়ই আশ্চর্য্য রীতি হয়ে তোসভার। বুঝিলাম রীতি বংশী দেহ যে আমার॥ যদি ভেট বিনু বংশী নাহি পাই আমি। রাই স্থানে মোর মন আনি দেহ তুমি॥ সদয় হইয়া রাই দেন যদি মন। তবে সেই মন করি তোমারে অর্পণ তাহা বিনু আর কিছু ভেটদ্রব্য নাই। নিশ্চয় কহিল ইথে যে করেন রাই॥ ললিতা কহয়ে পুনঃ শুন কৃষ্ণচন্দ্র। নানামত জান তুমি বচন প্রবন্ধ॥ কেমতে তোমার মন রাই হরি নিল। আমরা তাঁহার সখী ইহা না জানিল॥ দেখিতে সুধীর অতি গভীর আশয়ে। কেমত বন্ধানে তুয়া চিত্ত হরি লয়ে॥ কৃষ্ণ কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি তোরে। মোর মন রত্ন রাখে কুচযুগ্ম দ্বারে॥ বড়ই কঠিন স্থান অতি সুনির্জ্জন। কদাচিত তাহা হৈতে নহে নিঃসরণ॥ প্রত্যয় না কর যদি আমার বচনে। সাক্ষাতে দেখাই সভে দেখহ নয়নে॥ এতেক কহিয়া কৃষ্ণ রাই

সন্নিধানে। গমন করিলা অতিশয় হর্ষ মনে।। তাহা দেখি সখীগণ লুকায়ে কুঞ্জেতে। বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা সহিতে।। নিজ মনোবাঞ্ছা পূরি ব্রজেন্দ্র-নন্দন। সখী মধ্যে উপস্থিত হৈলা দুইজন।। নানা হাস পরিহাস করি কতোক্ষণ। ললিতার স্থানে বংশী করিল গ্রহণ।। সখীগণ সঙ্গে রাই গেলা স্বভবনে। বংশী হাথে করি কৃষ্ণ গেলা গোচারণে।। পাশা খেলা রস কথা করিল বর্ণন। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ।। হারোয়ান্ পরেতে সাতণ্ডা নামে গ্রাম। যাহাতে কৃষ্ণের লীলা অতি অনুপাম।। সূর্য্যকুণ্ড বাদ্য শীলা নন্দকূপ হয়। অজানক গড় লৌহ পর্ব্বত শোভয়।। পাইগ্রাম চলন শিলা কাণ্ডরি বিছোর। সেখানে কৃষ্ণের লীলা হয়ে সর্ব্বোপর।। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সনে। সঙ্কেত করিয়া তথা করিলা গমনে।। সেখানে আছয়ে কুঞ্জ অতি মনোহর। তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ অন্তর।। প্রিয়া নাম লৈয়া কৃষ্ণ ডাকে বংশীদ্বারে। শুনিয়া রাইর সুখ বাড়িল অন্তরে।। সখীপ্রতি কহে রাই মধুর বচনে। বেশ করি সভে চল যাই কৃষ্ণ স্থানে।। রাধিকার বাক্যামৃত সভে পান করি। সসন্তোষ শ্লাঘাযুতা শীঘ্র বেশ করি।। নানা যে কৌতুক রসে প্রেমের তরঙ্গে। গমন করয়ে কুঞ্জে রাধিকার সঙ্গে।। উপস্থিত হৈলা গিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে। দেখি নন্দসুত অতি আনন্দিত চিত্তে।। রত্নবেদীপরে লইয়া বসাইল রাইরে। পথশ্রম দূর করে বাক্যামৃত ধারে।। চারিদিগে সখীগণ রহে হর্ষমনে। রাধাকৃষ্ণ দোহাঁকার রূপ দরশনে।। অত্যাবিষ্ট হৈয়া দোহেঁ দোহাঁর বদন। নিরীক্ষণ করে প্রেমে হৈয়া নিমগন।। আঁখির নিমিখ নাহি একদৃষ্টে রহে। পুলকিত অঙ্গ হৈয়া রস কথা কহে।। অনঙ্গ আনন্দ রঙ্গ সব পাসরিল। দর্শন আনন্দ প্রেমে নিশি বহি গেল।। প্রাতঃকাল হৈল দেখি সব সখীগণ। সশঙ্কিত হৈয়া কিছু না কহে বচন।। জাগিল সকল লোক গোকুল নগরে। কেমতে যাইব সভে আপন মন্দিরে।। সখীগণের এবচন শুনি দুইজনে। রস ভঙ্গ হৈল চাহে সশঙ্কিত মনে।। প্রাতঃকাল দেখি অত্যুৎ-কণ্ঠা চিত্ত হৈল। বিমষ বদনে শীঘ্র গমন করিল।। রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ রস সমুদ্র গম্ভীর। অন্য না জানয়ে ইহা জানে ভক্ত ধীর।। বিছোরে কহিল এই রাধাকৃষ্ণ লীলা। প্রেমে মগ্ন হৈয়া যাহাঁ সব বিছুরিলা।। তৎপরে কদম্বখণ্ডী তিলোয়ার গ্রাম। তাহার উত্তর হয়ে সিঙ্গারবট নাম।। সুবল সহিতে কৃষ্ণ সেখানে আসিয়া নিজ অঙ্গ ভূষা করে হরষিত হৈয়া।। অতি সুমধুর স্বরে মুরলী বাজায়। উৎক-ণ্ঠাতে গোপীগণ দেখিবারে ধায়।। মদনমোহন বেশ কৃষ্ণের দেখিয়া। অন্যো-হন্যে কহয়ে কথা প্রেমে মগ্ন হৈয়া।। যথা রাগ।।

ইন্দ্রনীলমণি জিতি, কৃষ্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা অতি; দলিত অঞ্জন সুচিক্কণে। ইন্দীবর পর শিস্তে, যত সুখ হয়ে চিত্তে, ততোধিক কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনে।। সখী হে অপরূপ রূপের মাধুরী। জিনি নব জলধর; অতি স্নিগ্ধ কলেবর; নাগরীগণের চিত্ত হারী।। ধ্রু।।

অগুরু কস্তুরী আর, কুঙ্কুম কর্পূর সার; এসকল একত্র ঘষিয়া। অতি সুচিত্রিত করি; লইয়াছে অঙ্গোপরি, হেরিয়া অধৈর্য্য হয়ে হিয়া॥ কোটি কোটি চন্দ্র জিনি, যাহার শ্রীমুখখানি, বাক্যামৃত তাহাতে প্রচার। মার্জ্জিত দর্পণ সম, ললাট উজ্বল পুন, অলকা তিলক তদুপর॥ সুকুঞ্চিত কেশ চূড়া, তাতে গুঞ্জাহার বেড়া, শিখণ্ড শোভয়ে তদুপরে। মল্লিকা রঙ্গণ ফুল, শোভে চূড়া দুইকূল, মত্ত মধুকর তাহে ঘুরে॥ নীলোন্নত ভ্রূবিলাসে; কন্দর্পের দর্প নাশে, নেত্রারক্ত আকর্ণ পর্য্যন্ত। তার ভঙ্গী চমৎকৃত, দেখি কুলাঙ্গনা চিত্ত, কৃষ্ণ সঙ্গ রঙ্গেতে একান্ত॥ নাসিকার শোভা অতি; লোলিত মুকুতা তথি; অধর বান্ধুলি বন্ধু জিনি। তাহে মন্দ মন্দ হাসি; বাজায় মোহন বাঁশী, আকর্ষয়ে ত্রিজগত প্রাণি॥ কি কহিব গণ্ড শোভা, অতিশয় মনোলোভা, মকর কুণ্ডল তাহে দোলে। কুল-বতী চিত্ত মীনে, গ্রাসিবেক হেন মনে, রহিয়াছে কৃষ্ণ কর্ণমুলে॥ সুনির্ম্মল ভুজ দণ্ড, জিনি করিবর শুণ্ড, রত্ন বলয়াদি বিভূষিত। সুবিস্তার বক্ষ অতি, শ্রীবৎস কৌস্তুভ তথি, কণ্ঠহার মাঝে করে দীপ্তি॥ মুকুতা প্রবাল জাল; চন্দ্রহার মণি মাল, ক্রম বন্ধে হৃদয় উপরে॥ পদক মণি সংযুত, পুষ্পমালা হয়ে যত, শোভা নাভি অধো উর্দ্ধোপরে॥ পীতাম্বর শোভে কটি, তাহে বেড়া স্বর্ণধটী, ঘাঘর ঘুঙ্গুর তদুপরে। যুগল চরণোপরে, বঙ্করাজ নূপুরে; অতি মনোহর শোভা করে॥ বাম চরণোপরি, দক্ষিণ চরণ ধরি; বাম হস্ত নিতম্বে হেলায়্যা। দক্ষিণ হাতেতে করি, অধরে মুরলী ধরি, বাজাইছে ঈষত হাসিয়া॥ এইমত কৃষ্ণ ভঙ্গী; দেখি ব্রজাঙ্গনা রঙ্গী, লজ্জা ধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া। পুলকিত সব গায়, কৃষ্ণের নিকটে যায়; দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত হিয়া॥ কেহ অমৃত কেলি করে, যায় কৃষ্ণ বরাবরে, কেহ বা তাম্বুল লৈয়া যায়। কেহ করে বীজন, আনন্দে মগন মন, কোন সখী চামর ঢুলায়॥ আনন্দে তাসভা সঙ্গে, কৃষ্ণ বিলসই রঙ্গে, পরম নিভৃত স্থলে লৈয়া। রসে মত্ত হৈয়া তথি, বিবিধ বন্ধনে রতি, কেলি করে অতি মত্ত হৈয়া॥ এইমত কৃষ্ণ সঙ্গে, ব্রজবধূগণ রঙ্গে; বিহার করয়া কতক্ষণ। নিজ নিজ গৃহে সভে, গমন করিলা তবে, অতিশয় বিরস বদন॥ সিঙ্গারবট কথন, এই লীলা বর্ণন, হইলেন প্রসঙ্গ ক্রমেতে। রসিক ভকত মন, অনুক্ষণ নিম গন, অন্য কেহ না পারে বুঝিতে॥ লীলা স্থলী বিবরণ, ছত্র বনাদি বর্ণন; হারো য়ানে পাশক খেলান। সিঙ্গারবটের কথা; সুমাধুর্য্য রস মতা; এনন্দ কিশোর দাস গান॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে ছত্র বনাদি লীলাস্থলী বর্ণনে দ্যূতক্রীড়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ বর্ণনং চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

তারপর হয়ে সে দহকামল গ্রাম। ললাপুর বাসোলী যাহাঁ হোলি খেলা স্থান ।। পরম অদ্ভুত লীলাস্থলী সেই হয়। অল্পাক্ষরে তাহা কিছু করিব নির্ণয় মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চমী হৈতে। বসন্ত আরম্ভ হয়ে অতি সুশোভিতে।।বৃক্ষ লতাগণ সব মুকুলিত হয়। দিনে দিনে প্রফুল্লিত সৌরভ বাঢ়য় ।। রসাল মুকুলরস করি আস্বাদন। কোকিল পঞ্চম গান করে অনুক্ষণ।। মধুকরগণ সব ঝঙ্কার করিয়া। পুষ্পরস পানে মত্ত বুলয়ে ভ্রমিয়া ।। এইমত নানা পক্ষগণ বৃন্দাবনে। পরম মধুর গান করে স্থানে স্থানে ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ সখাগণ সনে। গোচারণ করি বিহরয়ে বৃন্দাবনে ।। প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী শোভা নিরখিয়া। সখাগণ সঙ্গে বুলে আনন্দে মাতিয়া ।। অপরাহ্ণ কালে দোহেঁ সখাগণ সঙ্গে। গোধন চালায়্যা ব্রজে প্রবেশয়ে রঙ্গে ।। যথা স্থানে নিযুক্ত করিয়া ধেনুগণ। তুরিতে করেন সভে স্বগৃহে গমন ।। স্নান বেশ ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার। বসন্ত খেলিতে চিত্ত হয় সভাকার ।। বলরামচন্দ্র সখাগণ সঙ্গে লৈয়া। ভ্রমণ করয়ে ব্রজে বসন্ত খেলিয়া।। কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয় নর্ম্ম সখাগণ সনে। প্রফুল্ল বদনে সব ব্রজবধূগণে ।। নানা রস কথা কহে কৌতুক করিয়া। তারা প্রেমে গালি দেই হাসিয়া হাসিয়া ।। এইমত কতদিন বসন্ত খেলিল। হোলিখেলা সময়ে যে ফাল্গুণ আইল ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ ব্রজরাজ স্থানে। আজ্ঞা নিল একমাস হোলীর কারণে ।। নানা আর গজা রঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনে। সখা সভে করে নাহি যায় গোচারণে ।। পরম আনন্দে দোহেঁ গৃহেতে রহিয়া। স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া তুরিতে করিয়া ।। পরম আশ্চর্য্য চিত্র বেশ বনাইয়া। ঘরে হৈতে ডাকে সখাগণ নাম লৈয়া ।। সুবল হে স্তোক কৃষ্ণ দাম হে শ্রীদাম। ভদ্রসেন অংশু হে সুদাম বসুদাম ।। বিশাল হে মহাবল কিঙ্কিণীবিজয় দেবপ্রস্থ বরূথপ যত সখাচয় ।। সকলে তুরিতে আসি মিলহ এখানে। একত্রে যাইব হোলীখেলার বিধানে ।। একথা শ্রবণ মাত্র যেখানে যে ছিলা। খেলা অনুবন্ধে সভে ধাইয়া আইলা ।। তবে বলরাম চন্দ্র সঙ্গে বনমালী। গৃহে হৈতে বাহিরে চলিলা সভে মেলি ।। বিবিধ অদ্ভুত শোভা হয়ে ব্রজমাঝে। অনেক প্রকার বাদ্য করিয়া সুসাজে ।। করতাল দুন্দভি মুরজ ডম্ফ বাজে। মধ্যে মধ্যে ভেরী ও সাহানি সব গাজে ।। হোলির সময়ে লোক লজ্জা নাহি মানে। কৌতুক রহস্য রঙ্গ যেখানে সেখানে ।। প্রবীণ প্রবীণা যত গোপ গোপীগণ। সকলে খেলয়ে হোলি রসে নিমগন ।। একদিগে গোপ একদিগে গোপনারী। গান করে পরস্পর প্রেমে মাতোয়ারি ।। নবরঙ্গ আর গজা পিচকাই ভরি। গোপগণ সিঞ্চয়ে সকল গোপনারী ।। ব্রজ নারীগণ তৈছে নানা রস রঙ্গে। পিচকারী ভরি দেই গোপগণ অঙ্গে ।। ব্রজবাসী মাত্র গোপ গোপী যত জন। সভে হোলি খেলে অতি আনন্দে মগন ।। গিরিবর ধর অতিশয় রসভরে। মুরলীতে মধুর মধুর ধ্বনি করে

ব্রজবধূগণ সব সে ধ্বনি শুনিয়া। নিজ নিজ গৃহে হৈতে চলিলা ধাইয়া॥ আবির গুলাল রঙ্গ পরম শোভনে। একদিগে রহে ব্রজ যুবতীর গণে॥ আরদিগে সখা গণ সঙ্গে বলবীর। আগে কৃষ্ণচন্দ্র যে সভট বন ধীর॥ বামহাতে ধরিয়া কনক পিচকারী। পরম সুরঙ্গ আর গজা তাতে ভরি॥ নব রস রঙ্গে মাতি নওল কিশোর। নবরঙ্গছিরকয়ে প্রিয়াগণোপর॥ হাসিয়া হাসিয়া সভে নিকটে আইলা সঙ্কেত করিয়া সুবলেরে বোলাইলা॥ অতি যত্ন বিনয় করিয়া তাঁরে বোলে। গিরিধরে ধরিয়া রাখহ কোন ছলে॥ তবে সে সুবল কৃষ্ণ নিকটে আইলা। কথা ছলে কৃষ্ণহাতে ধরিয়া রহিলা॥ সেই অবসরে সভে চৌদিগে ঘেরিয়া। কৃষ্ণেরে ধরিল অতি আনন্দে মাতিয়া॥ অঞ্জন রঞ্জন করি অরুণ নয়নে। বদন হেরিয়া হাসি ব্রজবধূ গণে॥ শীঘ্রগতি আপন আপন স্থানে গিয়া। আনন্দে মধুর গান করে মত্ত হৈয়া॥ বাজয়ে মুরজ ডম্ফ দুন্দুভি বিশাল। মধ্যে মধ্যে বেণু বীণা শ্রবণে রসাল॥ কৃষ্ণচন্দ্র মত্তরঙ্গ পিচকাই ভরি। নিক্ষেপ করয়ে সুখে পিয়ার উপরি॥ তৈছে ব্রজবধূগণ পিচকাই ভরি। হাসিয়া নিক্ষেপ করে কৃষ্ণের উপরি অন্যোন্যেতে নানা রঙ্গ রস নিষিঞ্চনে। পরম আশ্চর্য্য সাজে সখা সখীগণে॥ রাধাকৃষ্ণ দোঁহার যে অঙ্গের সুষমা। নবরঙ্গ রসভরে হয়ে অনুপমা॥ সখীগণ আগে সাজে রসবতী রাই। সখা আগে বিরাজয়ে সুন্দর কানাই॥ দোঁহার যে মুখচন্দ্র সুধার সমান। অন্যোন্যে করয়ে অতি তৃষিত নয়ান॥ আর গজা কুঙ্কুম ভরিয়া পিচকারি। কোন কোন সখা আইলেন আগুসরি॥ তাহা দেখি সব ব্রজ সুন্দরী মিলিয়া। তাসভারে ধরি রঙ্গে দিল চুবাইয়া॥ তবে সব সখীগণ মন্ত্রণা করিয়া। কোনছল করি নিল কৃষ্ণেরে ঘেরিয়া॥ প্রথমে ললিতা গিয়া হাতেতে ধরিলা। সখীসব চারিদিগে বেড়িয়া রহিলা॥ নবরঙ্গে ভরি নবরঙ্গ যে গুলাল। কৃষ্ণ মুখে মণ্ডিত করিয়া অতি লাল॥ সখীসব ডাকিয়া বোলয়ে সখাগণে। সমাচার কহ গিয়া ব্রজরাজ স্থানে॥ কৃষ্ণচন্দ্র পলাইয়া গেলা সখামাঝে। সখীগণ আইলা পুনঃ আপন সমাজে॥ এইমত আবীর গুলাল পেলা পেলি। অন্যোহন্যে ধাওয়া ধাই সখা সব মেলি॥ রাধা মেলি ধাওয়া ধাই প্রেমরস রঙ্গে। আবীর গুলাল দোহেঁ দেই দোহাঁ অঙ্গে॥ বাঁসরি মুচঙ্গ চঙ্গ উপঙ্গ বাজয়। কত কত মত মান তাল উপজয়॥ ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ করতাল। আনন্দে বাজায় সভে শুনিতে রসাল॥ আবীর গুলাল উড়ি উড়য়ে গগণে। দিবসেই রক্ত সন্ধ্যা ভ্রম মুনিগণে॥ সে সকল রঙ্গ উড়ি পড়য়ে ভূমিতে। নবরঙ্গ শোভা হয়ে অতি সুশোভিতে॥ নানা আর গজারঙ্গ হয়ে সুশোভন। কুঙ্কুম কেশর তাতে সুগন্ধি চন্দন॥ অন্যোহন্যে মিলিয়া যত নিক্ষেপ করিল। তাতে ব্রজভূমি অতি কর্দ্দম হইল॥ পুনঃ পুনঃ আবীর গুলাল উড়া উড়ি। অন্যোন্যে ধাওয়া ধাই অতি হুড়াহুড়ি॥ দেখিয়া সুবল দেই ঘন করতালী। দেখহ রাইরে জিতিলেন

বনমালী ॥ শুনিয়া ললিতা ডাকি কহেন বচনে। দেখ রাই জিতিলেন মদন মোহনে ॥ হোলি খেলা হইল যে অত্যন্ত বিশাল। ছুটিল যে কেশ ছুটি গেল উরুমাল ॥ কিবা সে নয়নভঙ্গী পরম মাধুরী। দেখিয়া স্তম্ভিত মৃগী ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ চাঁচর চিকণ কেশ প্রসারণ হেরি। লজ্জিত হইয়া রহে চমরী ময়ূরী ॥ গোপিকার মুখচন্দ্র শোভা নিরখিয়া। চকোরিণী গণ রহে স্তম্ভিত হইয়া ॥ এই মত এক মাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। অন্যোঽন্যে হোলিখেলা সুখে নাহি অন্ত ॥ ঐছে কৃষ্ণ কতদিন সেখানে যাইয়া। হোলি খেলা কৈল নানা গন্ধবাস লৈয়া ॥ পরম সুগন্ধিবাস হইল উদ্গার। রাসোলী আখ্যান ব্রজে হৈল পরচার ॥ তৎপরে কোটর বন আর দধিগ্রাম। শেষশায়ী হয়ে অতি রহস্যের স্থান ॥ অনন্ত শয্যাতে তাঁহা কৃষ্ণের শয়ন। রাধিকা করিল যাঁহা চরণ সেবন ॥ পরম অদ্ভুত লীলাস্থলী সেই হয়। সঙ্ক্ষেপার্থে কহি কিছু তাহার নির্ণয় ॥ এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে। সেই স্থানে উপস্থিত হৈলা অতিরঙ্গে ॥ অত্যাশ্চর্য্য স্থান তাঁহা ক্ষীর সরোবর। তাহা বেড়ি পুষ্পোদ্যান শোভে থরে থর ॥ পরম মধুর গন্ধে মত্ত মধুকর। পুষ্পরস পানকরে হইয়া তৎপর ॥ তার চতুর্দ্দিগে নানা বৃক্ষ শোভাকরে। পক্ষগণ তদুপরে ডাকয়ে সুস্বরে ॥ মলয়জ গন্ধ মন্দ মন্দ মারুত সহিতে। সুশীতল রূপে বহে সেইত স্থানেতে ॥ আনন্দিত মনে রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে। সরোবর তটে বসিলেন অতিরঙ্গে ॥ সলিল সৌন্দর্য্য অতি দেখি কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার প্রতি হাসি কহে মন্দ মন্দ ॥ শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর এই সরোবর। ক্ষীরসিন্ধু প্রায় অতি শোভা মনোহর ॥ ইহারে দেখিতে নারায়ণের চরিত। অকস্মাৎ মোরচিত্তে হৈল উপস্থিত ॥ ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে তিহোঁ অনন্ত শয্যায়। সুতিয়া আছেন অতি আনন্দ হিয়ায় ॥ নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী রহিয়া সেখানে। পাদপদ্ম সেবাকরে অতি হর্ষমনে ॥ এত শুনি রাধিকার বাড়িল আনন্দ। কৃষ্ণ প্রতি হাসি কিছু কহে মন্দ মন্দ ॥ ক্ষীরোদ সায়র মাঝে কৈছে নারায়ণ। অনন্ত শয্যার মধ্যে করিলা শয়ন ॥ লক্ষ্মী বা কৈমতে রহি চরণ সেবয়। বিবরিয়া কহ মোরে শ্রবণে ইচ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণ কহে শুন প্রিয়ে সে সব বৃত্তান্ত। সাক্ষাতে দেখিবা কিবা শুনিবা একান্ত ॥ রাই কহে তাহা যদি দেখিয়ে সাক্ষাতে। শুনিতে উৎসাহ তবে নাহি হয়ে চিত্তে ॥ কৃষ্ণ কহে এই সরোবর মধ্যে আমি। শয়ন করিয়ে পদসেবা কর তুমি ॥ রাই কহে সলিল তরঙ্গ দৃঢ়ময়। ইতিমধ্যে তোমার শয়ন কৈছে হয় ॥ কেমতে বা আমি পাদ সেবিব ইহায়। বুঝিতে [illegible]রি তব বাক্য অভিপ্রায় ॥ কৃষ্ণ কহে সরোবরে অবশ্য সুতিব। অলৌকিক [illegible] এই তোমারে দেখাব ॥ এত কহি কৃষ্ণ অনন্তেরে স্মৃতি কৈলা। শীঘ্র [illegible]হেঁ সরোবরে উপস্থিত হৈলা ॥ অতি সুশোভন তাঁর ফণারমণ্ডল। তদুপরি মণিগণ করে ঝলমল ॥ দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ নারায়ণ বেশে। মলফণা মধ্যে

রহে শয়ন বিলাসে ।। রাধা প্রতি কৃষ্ণ কহে মধুর বচন। আসিয়া করহ প্রিয়ে চরণ সেবন ।। তাহা দেখি রাই অতি সহাস্য বদনে। নিজ সখীগণ প্রতি করে নিরীক্ষণে ।। মন্দ মন্দ হাসি কহে সব সখীগণ। যাইয়া করহ কান্ত চরণ সেবন ।। রাই কহে কৃষ্ণ কাঁহা ইহঁ নারায়ণ। কেমনে কহিছ ইহাঁর সেবিতে চরণ ।। সর্প ফণামধ্যে দেখি শয়ন ইহাঁর। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজাকার ।। ইহাঁর নিকটে গমন অসম্ভব মোর। কিরূপে কহিছ কিবা অভিপ্রায় তোর ।। সখী সব কহে কাঁহা দেখ নারায়ণ। ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহঁ মুরলী বদন ।। শয়ন করিয়া রহে দিব্য শয্যোপরে। সিদ্ধবিদ্যা বলে ঐছে দেখায় সভারে ।। যেহোঁ নারায়ণ তিহোঁ লক্ষ্মীর সহিতে। ক্ষীরাব্ধি শয়নে রহে অনন্ত শয্যাতে ।। সরোবর মধ্যে যে তাঁহার আগমন। হইবেন হেন কিসে লয় তুয়া মন ।। সখীবাক্য শুনি কৃষ্ণ লজ্জিত অন্তরে। নারায়ণ বেশ গুপ্ত করিলা সত্বরে ।। সাহজিক বেশে কৃষ্ণ রহে সেই খানে। দেখিয়া আনন্দ হৈল রাধিকার মনে ।। সরোবর তীরে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে। ভাসিতে ভাসিতে গেলা শয্যার সহিতে ।। তবেত ললিতাদেবী উল্লাসিত মনে। রাই লঞা গমন করিলা সেইখানে ।। বৃষভানুসুতা লজ্জা হাস্যযুতা হৈয়া। বসিলেন কান্তপদ নিকটে যাইয়া ।। সুকোমল হস্তে সুকোমল পদদ্বয় মন্দ মন্দ মর্দ্দে রাই কৃষ্ণসুখোদয় ।। ক্ষণে কান্ত পদ রাই বক্ষেতে ধরয়ে। ক্ষণে অল্পে অল্পে ভয়ে ধরে স্তনদ্বয়ে ।। ক্ষণে কান্ত মুখপদ্ম করে নিরীক্ষণ। ঈষত হাসিয়া দোহেঁ সুখে নিমগন। সরোবর তীরে রহি সব সখীগণ। অত্যাবিষ্ট হৈয়া তাহা করে নিরীক্ষণ ।। এইমত কতক্ষণ রসে মগ্ন হৈয়া। আছিলেন দুই জনে অতিহর্ষ পাঞা ।। তারপরে সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা। ললিতা কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিলা ।। শুনহ নাগর তুয়া লীলা অত্যাশ্চর্য্য। অতি চমৎকার কারো হয়ে সর্ব্ব আর্য্য ।। এমত আশ্চর্য্য বিদ্যা কোথায়ে শিখিলা। যার বলে সরোবর মধ্যেতে সুতিলা ।। রাধিকা করিল তাঁহা চরণ সেবন। হেন সিদ্ধ বিদ্যা মোরে করাহ শ্রবণ ।। কৃষ্ণ কহে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য। স্বতন্ত্র নহে যে কেহ সভে মোর বাধ্য ।। আমার ইচ্ছাতে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি করে। মোর ইচ্ছায় অনন্ত পৃথিবী ধরে শিরে ।। মহাদেব সতত বিহ্বল মোর গুণে। নারদ সর্ব্বত্র গামী আমার স্মরণে ।। আমার বৈভব তুয়া স্থানে বেদ্য নহে। অতএব কহ বিদ্যা বলেতে করয়ে ।। ললিতা বলয়ে কৃষ্ণ শুন ও বচন। ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি জানে সর্ব্বজন ।। গোপজাতি গোপক্রিয়া হয়েত তোমার। সখা সখী সঙ্গে বনে করহ বিহার ।। রসে মগ্ন থাক সদা না জান আপনা। অতএব কহ ঈশ্বর হয়ে কোন জনা ।। তুমি গোপপুত্র ইহা যে জন না জানে। সে জন তোমারে নারায়ণ করি মানে ।। বিদ্যাবলে যে যে কার্য্য কর তুমি এথা। সে কার্য্যে ঈশ্বর বুদ্ধি হয়েত সর্ব্বথা ।। মোরা বাল্যাবধি তোমা জানি ভালমতে। তেকারণে চিত্ত নাহি ভুলয়ে

ইহাতে ।। এইমত ললিতার বাক্য কৃষ্ণসনে। শুনিয়া হাসয়ে আর যত সখী গণে
হেন রস লীলা কৃষ্ণ যেখানে করয়। শেষশায়ী বলি নাম সকলে কহয় ।।

তথাহি। যস্য শ্রীমচ্চরণ কমলে কোমলে কোমলাপি শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজ
সুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে। ভীতাপ্যারাদথ নহিদধাত্যস্য কার্কশ্য
দোষাৎ সশ্রীগোষ্ঠে প্রথয়িতুসদা শেষশায়ী স্থিতং নঃ।। ইতি

সঙ্ক্ষেপে কহিল শেষশায়ী বিবরণ। এবে আর লীলাস্থলী শুন শ্রোতাগণ ।।
ক্ষীরসরোবর পরে হয়ে খামীগ্রাম। ব্রজের নির্ণীত সীমা তাঁহা পোঁতাখাম ।।
ব্রজের উত্তর পশ্চিমা খ সেই স্থান। তাঁহা গোচারণ করে কৃষ্ণ বলরাম ।।
তাহার পরেতে হয়ে খয়েরো আখ্যান। যমুনা নিকটে সেই গোচারণ স্থান।।
তারপর পূর্ব্বেতে উজানি নামে স্থান। বংশীধ্বনি শুনি যাঁহা যমুনা উজান ।।
তারপর খেলন বট মনোহর স্থান। যাহাঁ সখা সঙ্গে খেলে কৃষ্ণ বলরাম ।।
অংপাক্ষরে সেই লীলা করিব বর্ণন। শ্রদ্ধাযুত শ্রবণ করহ শ্রোতাগণ ।।এক দিন
কৃষ্ণ বলরাম দুই জন। সকলে বালক সঙ্গে করিলা গমন ।। বটতলে সভে আসি
উপস্থিত হৈলা। সখাগণ লৈয়া খেলা আরম্ভ করিলা ।। রঙ্গধূলী সভে মাখি নিজ
নিজ অঙ্গে। মত্ত হৈয়া দুই ভাই খেলে অতি রঙ্গে ।। মধ্যস্থলে অঙ্ক দুই দিগে
দুই ভাই। সখাবাঁটি খেলে সভে সুখে অন্ত নাই ।। খেলাতে অত্যন্ত মগ্ন ঘর্ম্ম
পড়ে অঙ্গে। তথাপিহ দোহেঁ খেলা নাহিকরে ভঙ্গে ।। গোপ নারীগণ স্নানে
যায় সেই পথে। দেখে কৃষ্ণ বলরাম খেলে সখাসাথে ।। রবির আতপে দুহুঁ
মুখ ম্লানি হয়। দেখি তাসভার চিত্তে দুঃখ উপজয় ।। কেহ কহে চল সখী বসন
অঞ্চলে। কৃষ্ণ অঙ্গে বীজন করিগিয়া সকলে ।। তাহা শুনি কেহ কহে যে কহ সে
হয়।কুলরূপ অগ্নিমাত্র সম্মুখে আছয় ।।তাহা লঙ্ঘিবারে যদি থাকে কারো শক্তি
তবে শীঘ্র গিয়া পূর নিজ মনোআর্ত্তি ।। কেহ বলে কুলগিরি লঙ্ঘিবারে পারি।
রাগরূপ বল যদি হয় চিত্তোপরি ।। রাগবিনে কুলগিরি নাযায় লঙ্ঘনে। রাগা
ত্মিকা জনেরে কে করিবে বারণে ।। তাহা শুনি আর এক গোপী কহে বাণী।
কৃষ্ণপ্রতি রাগশূন্য হয়ে কেনে প্রাণী ।। আর এক গোপী কহে কর অবধান।
তুমি যে কহিলে সেই বচন প্রমাণ।। কিন্তু কৃষ্ণ প্রতি স্থূলে রাগ সভাকার।
অত্যন্ত বিশেষ রাগ না হয়ে সভার ।। যদ্যপি বিশেষ রাগ সকলের হয়ে।
তবে আর কোন ভয় চিত্তে না জন্ময়ে ।। স্বচ্ছন্দ সভার আগে কৃষ্ণ সন্নিধানে।
গমন করিয়া করে বাঞ্ছিত পূরণে।। এইমতে সভে অতি কথা রসে ছিলা।
হেনকালে ব্রজেশ্বরী সেখানে আইলা ।। গোপীগণ প্রতি রাণী পুছে
মিষ্ট বাণী। তোমরা দেখেছ পথে মোর নীলমণি ।। প্রভাতে উঠিয়া
গেলা সখাগণ সনে। খেলিবারে না জানি আছয়ে কোনখানে ।। এতক্ষণা
বধি তার নাপাই দর্শন। ব্যাকুল হইয়া মুঞি করিনু গমন ।। এতক্ষণ কিছুই না

খায় দুই ভাই। ক্ষীর সর ননী হাতে চাহিয়া বেড়াই॥ এত শুনি গোপীগণ করে নিবেদনে। হোর দেখ দুই ভাই খেলে সখা সনে॥ সখাগণ সঙ্গে দোহেঁ অতি মত্ত হৈয়া। খেলাইছে ভাণ্ডিরের নিকটে রহিয়া॥ শুনি যশোমতী শীঘ্র গেলেন সেখানে। স্নেহে পরিপূর্ণ মন কহে দুইজনে॥ শুন বাপু বলরাম কহিয়ে তোমারে। এখনে রহুক খেলা সত্তে চল ঘরে॥ ক্ষুধায় অরুণ আঁখি হয়েত দোহাঁর। মুখ ম্লান দেখি দুঃখ বাঢ়য়ে অপার॥ আইস বাপু কোলে করি লৈয়া যাই ঘরে। তোমা না দেখিয়া নন্দ আকুল অন্তরে॥ শুনিয়া না শুনে দোহেঁ খেলে মত্ত হৈয়া। দেখি রাণী খেলা মধ্যে দাণ্ডাইলা গিয়া॥ শীঘ্রগতি দুইজনের হাতেতে ধরিয়া। বিনয় বচন বলি গেলা ঘরে লৈয়া॥ প্রেমে পূর্ণা নানা দ্রব্য খাওয়ায় দোহাঁরে। নিজাঞ্চলে অঙ্গ মুখ মোছায়ে সত্বরে॥ গদ গদ স্বরে রাণী কহে স্নেহভরে। ভোজন করিয়া নিত্য যাহ খেলিবারে॥ আজি কেনে না খাইয়া গেলা দুইভাই। ব্যাকুল হইয়া আমি চাহিয়া বেড়াই॥ গোঠে হৈতে ব্রজরাজ ঘরেতে আইলা। তোমা দোহাঁ না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা॥ মোরে ক্রোধ করি অতি অনুরাগী মনে। কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকয়ে সঘনে॥ তোমা দোহাঁ স্থানে মোর এইত সাধন। সকালে ভোজন করি করিহ গমন॥ নিকটে করিহ খেলা সখাগণ সনে। সিঙ্গা বেণু বাজাইহ শুনিয়ে শ্রবণে॥ ঘন ঘন আসি মামা বলিয়া ডাকিবে। ক্ষীর সর ননী লঞা পুন তথা যাইবে॥ তবে মোসভার স্থির হইবেক চিত্তে। এতবলি দুহুঁ মুখ চুম্বয়ে তুরিতে॥ খেলন বন লীলা এই করিল বর্ণন। খেলনবট স্থান খেলা তীর্থ বিশেষণ॥

তথাহি। যমুনায়া মহাতীর্থং খেলা তীর্থঃ স উচ্চতে॥ ইতি

এইত কহিল খেলা তীর্থ বিবরণ। আগে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শেষ শয্যাদ লীলা বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

ষড়বিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এবে হলধর লীলা করিব কথন। এক চিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥ খেলা তীর্থ পূর্ব্বদিগে যমুনার তীরে। রামঘাট শোভা হয়ে অতি মনোহরে॥ তাঁহা রাস লীলা করে রোহিণী নন্দন। অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা শুন শ্রোতাগণ॥ কৃষ্ণ বলরাম করে দ্বারকা বিহারে। ব্রজলোকের প্রেম ভাবি দুঃখিত অন্তরে। ব্রজবাসী মাতা পিতা নন্দ যশোমতা। ব্রজবধূগণ শ্রীদামাদি সখা ততি॥ আমা দোহাঁ বিচ্ছেদে সকলে দুঃখ পায়। বিচার করয়ে কৃষ্ণ শান্তনা উপায়॥ উদ্ধব দ্বারায়

পূর্ব্ব সন্দেশ কহিয়া। পাঠাইল তাসবারে শান্তনা করিয়া॥ তাহাতে বিশেষ দুঃখ কার নাহি গেল। তিহোঁ মধুপুরে আসি সে কথা কহিল॥ কার্য্য অনুরোধে হৈল দ্বারকা গমন। অদ্যাবধি অবসর নহে একক্ষণ॥ সর্ব্ব সমাধিয়া যবে করিব গমন ততদিন জীয়ে কি না জীয়ে ব্রজজন॥ কারে পাঠাইব পুনঃ কহিয়া সন্দেশে। যে কথা শুনিয়া সভার হইবে বিশ্বাসে॥ শুন ভাই ব্রজপুরে কর আগমনে। প্রবোধ নহিবে কেহ অন্যের বচনে॥ ব্রজবাসী মাতা পিতা আদি যত জন। দাস দাসী সখা বৃন্দ ব্রজবাসীগণ॥ সভার বিশ্বাস হৈবে তোমার বচনে। বলরামচন্দ্র ব্রজে কর আগমনে॥ এইমত কৃষ্ণবাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রজ যাইতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত মন॥ বলভদ্র ভগবান আরোহিয়া রথে। গমন করিলা শীঘ্র সুহৃদ দেখিতে॥

তথাহি। বলভদ্রো কুরু শ্রেষ্ঠ ভগবানুথমাস্থিতঃ। সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠ্যঃ প্রযযৌ নন্দ গোকুলং॥ ইতি

ব্রজেন্দ্র গোকুলে আসি উপস্থিত হৈলা। উৎকণ্ঠিত গোপ গোপী সহিতে মিলিলা॥ মাতা পিতা আগে আসি বন্দনা করিলা। দোহেঁ বহু আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলা॥ আনন্দিত হইলেন তাঁহার মিলনে। গাঢ় প্রেমভরে দুহেঁ করি আলিঙ্গনে॥ নেত্রজলে সিঞ্চিত করিয়া মাগে ভিক্ষা। কৃষ্ণ আনি ব্রজবাসীগণ কর রক্ষা॥ এইমত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে নিমগন। বলরামচন্দ্র দোহাঁয় করিয়া শান্তন॥ বিধিবৎ মিলিলেন গোপবৃন্দ সনে। কনিষ্ঠ সকল আসি বন্দিল চরণে॥ যৈছে বয়োসখ্য যৈছে সম্বন্ধ যেমন। যৈছে হস্ত ধরা ধরি সহাস্য ঈক্ষণ॥ সকল গোপাল তৈছে আসিয়া মিলিলা। তবে বলরাম সুখে আসনে বসিলা॥ কমল লোচন কৃষ্ণে দর্শন কারণে। সকল বিষয় তেজিয়াছে সর্ব্বজনে॥ তারপরে আগমন করি রামস্থানে। যথাযোগ্য সকলে করয়ে জিজ্ঞাসনে॥ অন্যোঽন্যে কুশল প্রশ্ন গদগদ বচন। প্রেমে পূর্ণ সকলে আনন্দে নিমগন॥ নন্দভ্রাতা গোপগণ করে জিজ্ঞাসন। সুখে আছে মোসভার বন্ধু যদুগণ॥ তোমরা সকল দার সুতান্বিত হৈয়া। কখনো স্মরিতে মোসভার নাম লৈয়া॥ ভাগ্যে পাপমতি কংসের হইল মরণ। ভাগ্যে মুক্ত হইল সকল বন্ধুগণ॥ রিপুগণে জিনিয়া মারিলা ভাগ্য হৈতে। ভাগ্যে দুর্গস্থানে বাস কৈলা দ্বারকাতে॥ এইমত কথা সভে কহিতে লাগিলা। কৃষ্ণ বার্ত্তা কহি তাসভারে শান্ত কৈলা॥ সময়ানুরূপে সভে যথাস্থানে গেলা। ব্রজবধূগণ তবে সেখানে আইলা॥ সকলেই রাম সন্দর্শনাদৃতা হৈয়া। করিতে লাগিল প্রশ্ন ঈষৎ হাসিয়া॥ পুর স্ত্রীগণের প্রিয় কৃষ্ণ কৈছে সুখে। কি রূপে আছেন কহ শুনি তুয়া মুখে॥ পিতা মাতার কখনো বা করেন স্মরণে। কখন বা স্মরণ করেন বন্ধুগণে॥ আমরা সকলে দাসী ব্রজবধূগণ। মহা ভুজ কৃষ্ণ কিবা করেন স্মরণ॥ মাতা পিতা ভ্রাতা পতি আদি বন্ধুগণে। দুস্ত্যজ

তেজিল সভে যাহার কারণে ॥ হেন মোসভারে শীঘ্র পরিত্যাগ করি। সংচ্ছিন্ন সৌহৃদ হৈয়া গেলা সেই হরি ॥ তাদৃশ অপূর্ব্ব বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া। স্ত্রীসকলে শ্রদ্ধা না করিব কৈছে হিয়া ॥

তথাহি। কথং ন গৃহ্নন্ত্য নব স্মিতাত্মনোবচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ। গৃহ্নন্তি বৈচিত্র কথস্য সুন্দর স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিত স্মরান্তরাঃ ॥ ইতি

এইমত অন্যোন্য সকল গোপীগণ। সে কথায় মোসভার কিবা প্রয়োজন ॥ সভে মেলি অন্য কথা কর আলাপনে। যেমতে সে কৃষ্ণকথা হয়ে বিস্মরণে ॥ আমা সভা বিনে কাল যাইতেছে তাঁর। সুখে দুঃখে তৈছে কাল যাইবে মোস-ভার ॥ এতেক কহিতে কৃষ্ণ মুখাব্জ হসিত। অতি সুশোভন তাতে মধুর জল্পিত সুচারু ঈক্ষণ গতি নৃত্য সুমোহন। প্রেম পরিষ্বঙ্গ যত হইল স্মরণ ॥ সকলে অস্থির হৈয়া বলরাম আগে। রোদন করয়ে অতি প্রেম অনুরাগে ॥

তথাহি। ইতি প্রহসিতং শৌরে র্জল্পিতঞ্চারু বীক্ষিতং। গতি প্রেম পরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যোরুরুদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ইতি

তবে বলরাম ভগবান সঙ্কর্ষণ। করিতে লাগিলা তাহা সভার শান্তন ॥ নানাবিধ অনুনয়ে অতি সুপণ্ডিত। কহিতে লাগিলা তাসভার মনোহিত ॥ কৃষ্ণের বচন যে হৃদয়ঙ্গম হয়। সে সব বচনে শান্ত কৈল মহাশয় ॥

তথাহি। সঙ্কর্ষণাস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈ র্হৃদয়ঙ্গমৈঃ। সান্ত্বয়ামাস ভগ-বান্নানানুনয় কোবিদঃ ॥ ইতি

মধু মাধব দুইমাস ব্রজেতে রহিয়া। রাস কৈলা গোপীগণ সংহতি লইয়া ॥ শঙ্খচূড় বধ পূর্ব্ব লীলা অনুসারে। নিজ প্রিয়া গোপীগণের সঙ্গতি বিহরে ॥ কৃষ্ণ লীলা কালে অনুৎপন্না যেই কন্যা। সে কালে নবীনা হয়ে যত গোপকন্যা ॥ বলরাম সন্দর্শনে অনুরক্তা হৈলা। তাসভা সহিতে আরম্ভিলা রাস লীলা ॥ বৃন্দা বন প্রদেশ বিশেষ সেই স্থান। রাম লীলাস্পদ অতিশয় শোভাবান ॥ প্রতি রাত্রে সঙ্গোপনে তাঁহা করে কেলি। বলরাম রমণ যোগ্যতা অতিবলী ॥ ভগবান সভার জানিয়া অভিলাষ। আকর্ষণ করিয়া আরম্ভ কৈল রাস ॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল সুশোভনে। কুমুদ্বতী গন্ধযুত যমুনোপবনে ॥ প্রবীণা নবীনা কান্তাগণা-বৃত হৈয়া। বিহার করিয়া বনে বুলেন ভ্রমিয়া ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

দ্বৌমাসৌ তত্রচাবাৎসীত মধু মাধবমেবচ। রামঃ ক্ষপা সুভগবান্ গো-পীনাং রতিমাবহন্। পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদী গন্ধ বায়ুনা। যমুনো পবনে রেমে সেবিতৈঃ স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ইতি

বরুণ প্রেষিতা দেবী বারুণী যে হয়। বৃক্ষের কোটর হৈতে সে বনে পড়য় ॥

তার গন্ধে সুবাসিত হয়ে সর্ব্ব বন। সেই মধু ধারা গন্ধ আনিয়ে পবন।। গন্ধা ক্রুষ্ট হলধর সেই স্থানে গেলা। প্রিয়াগণ সহিতে সে মধুপান কৈলা।।

তথাহি। বরুণপ্রেষিতাদেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। পতন্তি তদ্বনং সর্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ।। তংগন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ। আঘ্রায়োপগত স্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ।। ইতি

বনিতাগণের মধ্যে অতি শোভাবান। দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণে করে যশগান।। রমণ করয়ে সঙ্গে লৈয়া প্রিয়াগণ। করিণী যূথেন্দ্র যেন মহেন্দ্র বারণ।।

তথাহি। উপগীয়মান গন্ধর্ব্বৈ র্বনিতা শোভিমণ্ডলে। রেমে করেণু যূথেশো মাহেন্দ্রইব বারণঃ।। ইতি

দেখিয়া অপূর্ব্ব লীলা যত দেবগণ। আকাশ উপরি করে দুন্দুভি বাজন।। পুষ্প বৃষ্টি করে সভে আনন্দিত মনে। লীলা দেখি মুনিগণ করয়ে স্তবনে।।

তথাহি। নেদুর্দুন্দুভয়োর্ব্যোম্নি বরৃষুঃ কুসুমৈর্ম্মুদা। গন্ধর্ব্বামুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈ রীডিরে তদা।। ইতি

বনিতা সকলে গান করে লীলা গুণ। হলায়ুধ আদি রস আনন্দে মগন।।মধুপান মদে মত্ত বিহ্বল লোচন। বনে বনে সভা সহ করয়ে রমণ।।

তথাহি। উপগীয়মান চরিতো বনিতাভি র্হলায়ুধঃ। বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীরো মদবিহ্বল লোচন।। ইতি

মদ মত্ত এক কর্ণে কুণ্ডলৈক দোলে। বনমালা পদাবধি বৈজয়ন্তি গলে।। স্বেদ হিম ভূষিত শ্রীমুখ পদ্ম মাধুরী। কহিল না হয়ে শোভা অতি মনোহারি।।

তথাহি। স্রগ্ব্যেক কুণ্ডলোমত্তো বৈজয়ন্ত্যাচ মালয়া। বিভ্রৎ স্মিত মুখাম্ভোজং স্বেদ প্রালেয় ভূষিতং।। ইতি

প্রভু হলধর জলক্রীড়ার কারণে। যমুনাকে আহ্বান করিল সেইখানে।। মদমত্ত হলধর এতেক ভাবিয়া। না আইলা যমুনা সে বচন শুনিয়া।।

তথাহি। স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থ মীশ্বরঃ। নৈতি বাক্য মনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।। ইতি

তবে প্রভু বলরাম কোপিত হইলা। লাঙ্গলাগ্রে আকর্ষিয়া কহিতে লাগিলা।। শুন পাপাশয়ে মোর আজ্ঞা না শুনিয়া। নিকটে না আইলা যেন অবিজ্ঞ করিয়া।। আপন ইচ্ছাতে তুমি যাহ যাহাঁ তাহাঁ। লাঙ্গলাগ্রে শতধা করিয়া নিব ইহাঁ।।

তথাহি। অনাগ্রতাং হলাগ্রেণ কুপিতো নিশ্চকর্ষহ। পাপেত্বং মাম বজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহুতা। নেষ্যেত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীং।

এইমত কত কত ভর্ৎসনা শুনিয়া। প্রভুর চরণ দ্বয়ে পড়িলা আসিয়া। কম্পিত হইয়া দেবী করেন স্তবন। বলরামচন্দ্র জয় যাদব নন্দন।।

তথাহি। রাম রাম মহাবাহো নজানে তব পৌরুষং। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ। পরং ভাবং ভগবতো ভগবান্ মাম জানতীং। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ইতি

তবে ভগবান বলরাম যমুনার। প্রার্থনা করিয়া ত্যাগ করিল তৎকাল ॥ তবে সে হইলা অতি বিস্তার তরঙ্গে। জলক্রীড়া কৈল রাম প্রিয়াগণ সঙ্গে ॥ করিণী সকল সঙ্গে যেন করিরাজে। জলক্রীড়া করে তৈছে প্রিয়াগণ মাঝে ॥ যথেচ্ছা বিহার করি আনন্দ অন্তরে। উঠিতে লাগিলা যবে যমুনার তীরে ॥ বরুণ প্রহিত প্রফুল্লিত পদ্মমালা। নীলবস্ত্র কুণ্ডলাদি বলরাম পাইলা ॥

তথাহি। যতরূপ মলঞ্চৈক কুণ্ডলং রত্নভূষিতং। আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাখ্যং দিব্য শ্রবণ ভূষণং। দেবেমাংপ্রতিগৃহ্ণীষ্ব পৌরাণীং ভূষণ ক্রিয়া মিত্যাদি।

তীরে উঠি নীলবস্ত্র কৈল পরিধানে। পদ্মমালা স্বর্ণহার কুণ্ডল ভূষণে ॥ বলরামচন্দ্র শোভা লক্ষ্মীযুত হৈলা। চন্দনাদি লিপ্ত অঙ্গ অপূর্ব্ব সাজিলা ॥ মহেন্দ্র বারণ প্রায় শোভা বলরাম। বিহরিয়া পূর্ণ কৈল সর্ব্ব মনস্কাম ॥ ধরণী শেষ সম্বাদে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে। প্রসঙ্গানুরূপে কিছু কহিব এখানে ॥ রাসরস অধীপ যে বলরাম হয়। ধরণী শ্রবণ করে অনন্ত কহয় ॥

তথাহি। নমো রাসাধিপায় শ্রীবলরামায় স্বাহা ॥

শুন মহাদেবী মন্ত্রধারণ তৎপর। এই মন্ত্র হয়ে রম্য পঞ্চদশাক্ষর ॥ অতি গুহ্যতম কথা রাখিবে যতনে। যেরূপে করিবে ধ্যান শুন মোর স্থানে ॥

তথাহি। ইদংমন্ত্রং মহাদেবি রম্য পঞ্চদশাক্ষরং। অতি গুহ্যতমং তত্বং ধ্যানংমে গদিতং শৃণু ॥ ইতি

শুদ্ধ স্ফটিকের সম অঙ্গদীপ্তি করে। বনমালা বিভূষিত শোভা মনোহরে ॥ রতন কুণ্ডল কর্ণে অতি শোভা করে। অত্যন্ত সুচীন নীল পট্টযুগ ধরে ॥ রত্ন সিংহাসনোপরি করয়ে বিহার। গোপীযূথ সমাবৃত চারি দিগে যার ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া শৃঙ্গ হস্তে বিরাজয়। ভাবাবেশে কভু গৌর শরীর যে হয় ॥ রসোল্লাস মদে মত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ। বিভোর বারুণী পানে ঘূর্ণিত লোচন ॥ যন্ত্রবাদ্য গানাদি আনন্দে সদা রত। পরম আশ্চর্য্য হাস্য লাবণ্য পূরিত ॥

তথাহি। শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং বনমালা বিভূষিতং। রত্ন কুণ্ডল কর্ণাঢ্যং নীলপট্ট বিধারিণং। রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ গোপীযূথ সমাবৃতং। ত্রিভঙ্গ শৃঙ্গপাণিস্থং ক্বচিদ্গৌর শরীরিণং। রাসোল্লাস মদোন্মত্তং সদা ঘূর্ণিত লোচনং। যন্ত্রাদি গান নিরতং হাস্য লাবণ্য পূরিতং ॥ ইতি

মন্ত্রজপি হেনরূপ করিয়া স্মরণ। বলদেব পূজা ভক্তে করে যেই জন ॥ সেই জন প্রেমভক্তি লভয়ে ত্বরিতে। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম পায় অচিরাতে ॥

তথাহি। এবং ধ্যাত্বা পূজয়েদ্যোজপ মন্ত্রং সমাসতঃ। প্রেমভক্তি লভেৎ শীঘ্রং রাধাকৃষ্ণ মবাপ্নুয়াৎ ॥ ইত্যাদি

শুকদেব বক্তা রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা। বলরাম রাসলীলা অত্যাশ্চর্য্য কথা ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাং কৃষ্ণ বর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তিবহী ॥ ইতি

এইমত প্রতিদিন মাধুর্য্য বিলাসে। দুই মাস ছিলা নানা লীলা রস রাসে ॥যদবধি আকর্ষণ কৈল যমুনার। তদবধি তাঁহা রামঘাট নাম তার ॥ সেই রামঘাট ভক্তে করিব বন্দন। বলরাম লীলাস্থলী অদ্ভুত কথন ॥

তথাহি। আকৃষ্টায়া কুপিত হলিনা লাঙ্গলাগ্রেণকৃষ্টা; ধারাযান্তী লবন জনধৌ কৃষ্ণ সম্বন্ধ হীনা। অদ্যাপীত্থং সকল মনুজৈ র্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্; ভক্ত্যাবন্দেহদ্ভুত মিদমহো রামঘাটং প্রদেশং ॥ ইতি

রামঘাট নিকটে পশ্চিম বায়ুকোণে। কচ্ছবন যাহাঁরহে কচ্ছপের গণে ॥ তার পর পূর্ব্ববন হয়ে যে ভুখন। যেখানে ভূষণ পরিলেন গোপীগণ ॥ শ্রদ্ধাকরি তাঁহা যেই জন করে বাস। বলরাম পূর্ণকরে তার অভিলাষ ॥ এইত কহিল রাম ঘাট বিবরণ। আগে আন স্থানকথা করিব কীর্ত্তন ॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরামঘাট বিবরণ কথনে শ্রীবলরাম চন্দ্রস্য ব্রজাগমন রাসলীলা বর্ণনং নাম ষড়্বিংশতিতমো ঽধ্যায়ঃ পূর্ণং।

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এইত কহিল রামঘাট বিবরণ। ভাণ্ডীর বটের কথা শুন শ্রোতাগণ ॥ অতিশয় উচ্চবৃক্ষ অতি সুবিস্তারে। কহিল নাহয়ে শোভা সর্ব্ব মনোহরে ॥ বৃন্দাবন প্রদেশ বিশেষ সেই স্থান। এখনে অক্ষয়বট কহি তার নাম ॥ গ্রীষ্মকালে অতি স্নিগ্ধ শীতে উষ্ণ হয়। অতিবৃষ্টি হৈলে তাঁহা নহে অতিশয় ॥ পৌগণ্ড বয়সে রাম কৃষ্ণ সখাসনে। নানা খেলা করে যবে আইসে গোচারণে ॥ সে রহস্য কথা কিছু করিব বর্ণন। শুনিলে হইবে কর্ণ মনরসায়ন ॥ কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণে আবৃত হইয়া। গোকুল মণ্ডিত ব্রজ প্রবেশিলা গিয়া ॥ আনন্দ হৃদয়ে সভে কৃষ্ণগুণ গায়। গোচারণ ছলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায় ॥ গ্রীষ্মঋতু প্রায় কারো অতি প্রিয়নয়। বৃন্দাবন গুণে সে বসন্ত সম হয় ॥ কুসুমিত সেই বন হয় সুশোভন। বিচিত্র সুশব্দ করে মৃগ পক্ষগণ ॥ ময়ুর ভ্রমর বনে বনে গান করে। কোকিল সারস শব্দ করয়ে সুস্বরে ॥ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সঙ্গে। ক্রীড়াকরে বনে বনে

নানাবিধ রঙ্গে ।। গোধন করিয়া আগে সঙ্গে গোপ গণে। বেণু বাজাইয়া সভে প্রবেশিলা বনে ।। প্রবাল ময়ূরপুচ্ছ গিরিধাতু গণে। বনমালা পুষ্পের স্তবক বিভূষণে ।। রামকৃষ্ণ আদিকরি যত গোপগণ। গান নৃত্য যুদ্ধকরি করয়ে ভ্রমণ কৃষ্ণচন্দ্র যেই কালে করয়ে নর্ত্তনে। কেহ বাদ্য করে গান করে কত জনে ।। বেণু পানিদল শৃঙ্গে করিয়া অপরে। অদ্ভুত নর্ত্তন দেখি প্রশংসা আচরে ।। কৃষ্ণ রাম গোপাল রূপ সবিশেষে। দেবতা সকল তাঁহা আসি গোপবেশে ।। নৃত্যকারী প্রতি যেন সব নট গণে। প্রশংসয়ে তৈছে দোহাঁর করয়ে স্তবনে ।। দোহেঁ দোহা প্রতি কভু করায়ে ভ্রমণ। অন্যোন্যে করয়ে দোহেঁ দোহাঁরে লঙ্ঘন ।। দোহেঁ দোহাঁ প্রতি কভু আক্ষেপ বচনে। কভু আস্ফোটন করে কভু বিকর্ষণে ।। এই মতে যুদ্ধরসে দোহেঁ ক্রীড়া করে। কাকপক্ষ ধরা শোভা মস্তক উপরে ।। কভু কোন কোন সখা করয়ে নর্ত্তন। তবে গালবাদ্য দোঁহে করে বিলক্ষণ ।। তাল গান অনুরূপ নর্ত্তন দেখিয়া। প্রশংসয়ে সাধু সাধু বচন কহিয়া ।। কোন খানে বিল্বফল লইয়া সকলে। কোনখানে বুস্তফলফলে ফলে খেলে। কোনখানে আমলকী ফল অষ্টি করি। ক্রীড়াকরে অতিশয় দেখিতে মাধুরি ।। নেত্র বন্ধনাদি রূপে করয়ে স্পর্শনে। মৃগ খগ চেষ্টা অনুরূপ আচরণে ।। কোনখানে ভেকগণ যায় লম্ফদিয়া। তার পাছে পাছে তৈছে যায় ঝাঁপাইয়া ।। বিবিধ প্রকার যত উপহাস্য হয়। সে সকল ক্রীড়া সকলেই আচরয় ।। কদাচিত দোলাখেলা হিন্দোলিকোপরে। কোনখানে রাজোচিত ক্রিয়া সভে করে ।। এইমত লোক সিদ্ধা ক্রিয়া যত হয়। সে সকল ক্রিয়া দোহেঁ বনে আচরয় ।। নদী অদ্রি দ্রোণি কুঞ্জে বনে সরোবরে। স্থান সমুচিত মনোহর লীলাকরে ।। ঐছে রাম কৃষ্ণ দোহেঁ সখাগণ সনে। আনন্দে করয়ে সেই বনে গোচারণে ।। প্রলম্ব অসুর কৃষ্ণে মারিবার তরে। গোপরূপ হৈয়া আইল সখার ভিতরে ।। জানিয়াহ ভগবান কিছু না কহিলা। তার বধোপায় চিন্তি সখ্যতা করিলা ।। সেইখানে আহ্বান করিয়া গোপগণে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ সব খেলা জনে ।। গোপগণ শুন এবে দুই দুই জনে। যথাযোগ্য খেলাইব সমানে সমানে ।। শুনি গোপগণ রাম কৃষ্ণ দুইজনে নায়ক করিল খেলা বণ্টন বিধানে ।। কতো সখা রহিলেন কৃষ্ণের সহিতে। কত জন রহিলেন বলরাম ভিতে ।। দুই দিগে দুইগণ রহে দাণ্ডাইয়া। একে একে মধ্যে জোট হইলা আসিয়া ।। নানাবিধ ক্রীড়া বাহ্য বাহক লক্ষণা। দোহেঁ দোহেঁ মিলিয়া করেন সর্ব্বজনা ।। আগে আগে কত দূরে সঙ্কেত করিয়া। খেলিতে২ যায় কৌতুকী হইয়া ।। খেলাতে যে জিতে তার স্কন্ধে আরোহয়। পরাজিত গণ তবে কান্ধে করি বয় ।। এইমত বহু বহি লীলা অনুক্রমে। ভাণ্ডীর নিকটে আইলা গোধন চারণে ।। কতদূর হৈতে বট সঙ্কেত করিয়া। খেলা আরম্ভিল হারিবে যে সে লবে বহিয়া ।। শ্রীদাম বৃষভ আদি বলরাম ভাগে। ভদ্র

সেন প্রলম্বাদি কৃষ্ণের বিভাগে ।। শ্রীদাম কৃষ্ণের সহ একযোগে খেলে। বৃষভ ও ভদ্রসেন খেলে এক মেলে ।। বলরাম প্রলম্ব হইলা এক যোগে। ঐছে আর সখাগণ হৈয়া যুগ্ম যুগে ।। খেলাতে বিজয়ী বলরাম সঙ্গী যবে। কৃষ্ণ আদি সভে কান্ধে করি বহে তবে ।। কৃষ্ণ সঙ্গিগণ যবে খেলাতে জিতয়। বলরাম আদি তবে কান্ধে করি বয় ।। প্রলম্বের কান্ধে রহি যায় বলরাম। কৃষ্ণচন্দ্রে করি কান্ধে বহয়ে শ্রীদাম ।। ভদ্রসেনে কান্ধে করি বৃষভ চলয়। অপর সকলে রাম সঙ্গিগণ বয় ।।

তথাহি। রামসংঘট্টিনো যর্হি শ্রীদাম বৃষভাদয়ঃ। ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাং স্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়োঽর্ভকাঃ। উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতং। ইতি

দানব পুঙ্গব কৃষ্ণে অসহ্য মানিয়া। বিচারয়ে পলাইব বলরাম লৈয়া ।। কৃষ্ণ দৃষ্টি বঞ্চনার্থ অবরোহ স্থানে। না রাখিল আগে শীঘ্র করিল গমনে ।।

তথাহি। অবিসহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানব পুঙ্গবঃ। বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরং ।। ইতি

বলরামে বহি যায় প্রলম্ব অসুর। ধরণী ধরেন্দ্রপ্রায় গৌরব প্রচুর ।। বহিতে না পারে গতি মন্থর হইল। আপন অসুরী বপু ধারণ করিল ।। স্বর্ণ অলঙ্কার যাতে হয়ে বিভূষণে। বিদ্যুত সদৃশ দ্যুতি হয়ে দীপ্তমানে ।। তড়িত যুত মেঘ যেন উড়ুপতিরাজে। প্রলম্ব উপরি তৈছে বলরাম সাজে ।।

তথাহি। তমুদ্বহন্ ধরণি ধরেন্দ্র গৌরবং মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ। স আস্থিতঃ পুরট পরিচ্ছদোবভৌ তড়িদ্দ্যুমানুডুপতিরাতিম্বাম্বুদঃ ।। ইতি

ক্ষণেকে হইল বপু আকাশ সমানে। ভ্রুকুটি পর্য্যন্ত দীপ্তি করয়ে নয়নে ।। তেমতি দশন সব বিকট অত্যন্ত। শিখাজ্যোতি হয়ে তার অতি দীপ্তমন্ত ।। কটক কিরীট কুণ্ডলত্বিষা অদ্ভুতে। দেখি কিছু ভয় হৈল হলধর চিত্তে ।।

নিরীক্ষ্য তদ্বপু বলম্বরেচবৎ প্রদীপ্ত দৃক্ ভ্রুকুটি তটোগ্র দংষ্ট্রকং। জ্বলৎ শিখং কটক কিরীট কুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ।। ইতি

তবেত আগত স্মৃতি হৈয়া বলরাম। অভয় হইলা জানি প্রলম্ব বিধান ।। আপনার সাথ গোপগণ ছাড়াইয়া। অন্যত্রে লইছে মোরে মারিব বলিয়া ।। সুরাধিপ বলরাম দৃঢ় মুষ্টিকরি। রোষিয়া মারিল প্রলম্বের শিরোপরি ।। বজ্রপাতে গিরি যেন ভগ্ন হৈয়া যায়। তৈছে বেগে মুষ্টি বাজে প্রলম্ব মাথায় ।।

তথাহি। অথাগত স্মৃতিরভয়োরিপুং বলোবিহায় সার্থমিবহরন্তম স্থানঃ। রুষাহরচ্ছিরসি দৃঢ়েনমুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা।

প্রলম্ব তৎক্ষণে চূর্ণ মস্তক হইয়া। মুখে হৈতে রক্ত অতি বমন করিয়া ।। মহা

ঘোর শব্দ করি মূর্চ্ছিত হইল। প্রাণত্যাগ করি তবে ভূমেতে পড়িল ।। পূর্ব্বে যেন ইন্দ্র গিরি কম্পন করিয়া । ভাঙ্গিয়া পেলিল বজ্র হাতেতে লইয়া ।। তৈছে হলধর মুষ্টি আঘাত করিয়া । প্রলম্ব অসুরে ভূমে পেলিল মারিয়া ।।

তথাহি । স আহতঃ সপদিবিশীর্ণ মস্তকো মুখাদ্বমন রুধির মপস্মৃতো হ সুরঃ । মহারবং ব্যস্থরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথামঘবত আয়ুধা হতঃ।। ইতি ।।

মহাবলি বলরাম প্রলম্বে মারিলা । দেখি গোপগণ অতি বিস্মৃতি হইলা ।। সাধু সাধু করি তাঁরে সকলে কহয় । আশীষ করিয়া কেহ গ্রহণ করয় ।। কেহ বাক্যে প্রশংসয়ে সম বয়োগণ । কনিষ্ঠ সকলে তাঁর করয়ে পূজন ।। কেহ বয়োধিক প্রায় তাঁরে আলিঙ্গিলা । প্রেমায়ে বিহ্বল চিত্ত সকলে হইলা ।। যেইকালে পাপাশয় প্রলম্বে মারিল । দেবগণ পরম আনন্দ তবে পাইল ।। বলরাম প্রতি পুষ্পমাল্য বরিষণ । করি সাধু সাধু বলি করে প্রশংসন ।।

তথাহি । পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরম নিবৃর্তাঃ । অভ্য বর্ষদ্বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ।। ইতি

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে । পরম আশ্চর্য্য কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে ।। ভাণ্ডীর নিকট খেলা প্রসঙ্গানুক্রমে । প্রলম্ব বিনাশ লীলা করিল বর্ণনে ।। এইমত ভাণ্ডীর তলাতে সখাসনে । নানাবিধ খেলা লীলা করে বিহরণে ।। এইত কহিল বট ভাণ্ডীর বর্ণন । বিশেষ রহস্য কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিরে আসিয়া । বংশীধ্বনি কৈল প্রিয়াগণ নাম লৈয়া ।। রাধিকাদি সেই ধ্বনি করিয়া শ্রবণ । অভিসার করি তাঁহা করিল গমন ।। নানাবিধ অপরূপ লীলারস রাসে । ভাণ্ডীর তলাতে কৃষ্ণ সহিতে বিলাসে ।। কৃষ্ণ কহে এই স্থানে সখাগণ সনে । মল্লবেশ ধরি লীলা কৈল দিনে দিনে ।। শুনিয়া রাধিকা চিত্তে কৌতুক পাইল । মল্ল লীলা দেখিতে সভার ইচ্ছা হৈল ।। তবে কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি করে জিজ্ঞাসনে । মল্লবেশ লীলা এথা করিলা কেমনে ।। শুনি কৃষ্ণ কহিলেন সব প্রিয়াগণে মল্ললীলা খেলা নাহ হয়ে একজনে ।। তোমরা সকলে যদি ধর মল্লবেশে । তবে মল্ললীলা দেখাইব সবিশেষে ।। শুনি সব সখীগণ কহিতে লাগিলা । শুনিয়াছি শ্রীদামের স্থানে হার্যাছিলা ।। তবে হাসি কৃষ্ণচন্দ্র লাগিলা কহিতে । আমারে হারায় হেন নাহি ত্রিজগতে ।। সখীগণ কহে তুমি কত কত বার । হারিলা রাইর স্থানে নাহি লেখা তার ।। কৃষ্ণ কহে রাধিকার স্থানে হারি নাই । মিথ্যা করি তোমরা কহিছ মোর ঠাঞি ।। সখীগণ রাধিকার ইঙ্গিত জানিয়া । কহিতে লাগিলা কিছু হাসিয়া হাসিয়া ।। সভে কহে মিথ্যা নহে কহি সত্য কথা । মল্লবেশ সকলে করিব আজি এথা ।। রাধিকারে মল্লবেশে করাব সাজনে । দেখিব মদন যদ্ধে জিনিবে কেমনে ।। এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মল্লবেশ কৈলা । জিনিব কন্দর্প

যুদ্ধে সভারে কহিলা।। শুনিয়া রাধিকা গর্ব্ব সংভাবিতা হৈয়া। মল্লবেশ কৈল নিজ সখীগণ লৈয়া।। মল্ল লীলা করিবারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে। আরম্ভিলা যুদ্ধ কৃষ্ণ রাইর সহিতে।। মল্ললীলা অনুকার প্রকার যে হয়ে। কৃষ্ণের সহিতে রাই তেমতি খেলয়ে। অতি যে রহস্য হয়ে সেই সব কথা। অতএব বিশেষ বর্ণন নহে এথা।। রাধাকৃষ্ণ সখী মাঝে ভাণ্ডীর তলাতে। হইল কন্দর্প যুদ্ধ অতি বিপরীতে এইমত সভা সহ হইল যে রণ। বর্ণন না হয় অতি অকথ্য কথন।। যুদ্ধ করি কন্দর্পের পরিতোষ কৈল। জয় পরাজয় কিছু বিচার নহিল।।

তথাহি। মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখী প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সংভাবিতা; মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেযুষাবকভিদা রাধানি যোদ্ধুংমুদা, কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষ মতনোভাণ্ডীরকং তদ্ভজে।। ইতি

হেন যে রহস্য লীলা ভাণ্ডীর তলাতে। তাহার মহিমা কেবা পারয়ে বর্ণিতে।। তদ্গতমানসে যেই রহে সেই স্থানে। অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা পায় দরশনে।। এইত কহিল ভাণ্ডীরের বিবরণ। আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ।। ভাণ্ডীর নিকটে হয় আগিয়ারা নাম। যাহাঁ গোচারণ করেন কৃষ্ণ বলরাম।। মুঞ্জাটবী বলি সেই স্থানের আখ্যান। দাবাগ্নি মোক্ষণ যাহাঁ কৈল ভগবান।। সে অতি আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ। শুনিলে কৃষ্ণের লীলা কর্ণ রসায়ন।। সখাগণ মেলি কৃষ্ণ ভাণ্ডীর তলাতে। প্রলম্ব বধের লাগি আছিলা খেলাতে।। ধেনু সব চরি চরি গেলা বহু দূরে। স্বচ্ছন্দে চারণে প্রবেশিলেন গহ্বরে।। অজা গো মহীষ আদি সব বনে বনে। চরিযাই মুঞ্জাটবী কৈল প্রবেশনে।। সেইত বনের নাম মুঞ্জাটবী হয়। অকস্মাৎ হৈল তাঁহা দাবানল ভয়।। তাহিঁ প্রবেশিয়াছিলা যত পশুগণ। দাবানল ধূমে সভে করেন রোদন।। রাম কৃষ্ণ আদি করি যত গোপগণ। নিজ নিজ পশুগণ না পাঞা দর্শন।। অনুতাপ করি সভে অন্বেষণ করে। কোথা গেল পশুগণ বুঝিতে না পারে।। পশুগণের খুর চিহ্ন দেখিয়া২ বনে বনে সকলেই বুলে অন্বেষিয়া।। আগে কথোদুরে দেখে তৃণে আচ্ছাদিতে ভালমতে পদচিহ্ন না পায় দেখিতে।। তথাপিহ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। মনে ভাবে উপজিব্য নষ্ট হৈল প্রায়।। এইমত মুঞ্জাটবী নিকট গমন। করিয়া না দেখে পথ তৃণে আচ্ছাদন।। ভ্রষ্টমার্গ দেখিয়া গবাদি পশুগণ। আসিতে না পারি সভে করেন রোদন।। কষ্টে সৃষ্টে সেই বনে প্রবেশ করিলা। ক্রন্দমান নিজ নিজ গোধন পাইলা।। গোপগণ সকলে তৃষিত শ্রান্তা হৈয়া। তাঁহা হৈতে আইলেন গবাদি লইয়া।। কৃষ্ণচন্দ্র নিজ ধেনুগণ না দেখিয়া। অতি উচ্চ মেঘ তুল্য বৃক্ষে আরোহিয়া।। আপনারে দেখাইয়া গভীর সুস্বরে। নাম ধরি আহ্বান করয়ে বংশী[illegible]রে।।

তথাহি। পদ্মে হীহী হরিণী রঙ্গিণী কুঞ্জ গন্ধে রম্ভে হীহী চমরী খঞ্জনী

কজ্জলাক্ষী। শন্দে হীহী ভ্রমরিকে সুনন্দে সুনন্দে ধূম্রে হীহী শবলি কালি মরালি পালি ॥ গঙ্গে তুঙ্গি হীহী পিশঙ্গি ধবলে কালিন্দী বংশীপ্রিয়ে। শ্যামে হংসী হীহী কুরঙ্গি কপিলে গোদাবরীন্দু প্রভে। শোনেশ্যেনিহীহী ত্রিবেণী যমুনে চন্দ্রাবলীকেনর্ম্মদে। নাম গ্রাহ্ মন্নং সমাহ্বয়তিগাঃ প্রেম্নেত্থমীশে গবাং ॥ ইতি

মেঘতুল্য গভীর কৃষ্ণের যে বচন। গাবীগণ নিজনাম করিয়া শ্রবণ ॥ উচ্চ পুচ্ছে কর্ণে সভে ঊর্দ্ধে নিরখিয়া। হাম্বা হাম্বা ধ্বনি করে আনন্দ পাইয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তা আহুতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়াগিরা। স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃপ্রহর্ষিতা ॥ ইতি

বৃক্ষোপরি কৃষ্ণচন্দ্রের পাইয়া দরশন। নটৎখুর পুটাঞ্চলে করিল গমন ॥ অতিশীঘ্র গাভীগণ সেইখানে আইলা। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র বৃক্ষহইতে নাম্বিলা ॥ হেনকালে দাবানল অতিধূম্র হৈয়া। আচম্বিতে চারিদিগে উঠিল জলিয়া ॥ বনৌকস সকলের ক্ষয়কৃত হয়। পবন সারথি হৈয়া বাঢ়ে অতিশয় ॥ বনে যত স্থিরচর ছোট বড় ছিল। সভে দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল ॥ গোপসব ভয় পাইল সে অগ্নি দেখিয়া। কৃষ্ণের নিকটে আইলা গোধন লইয়া ॥ মৃত্যু ভয়ার্দ্দিতা হৈয়া যৈছে সবজনে। ঈশ্বরে প্রপন্ন হয়ে নিস্তার কারণে ॥ তৈছে কৃষ্ণ বলরাম নিকটে আসিয়া। কহিতে লাগিলা দোহাঁর শরণ লইয়া ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য কর নিবেদন। অমোঘ বিক্রম রাম শুনহে বচন ॥ দাবানলে দগ্ধ আমাসভারে দেখিয়া। ত্রাণকরিবারে যুক্ত প্রপন্ন জানিয়া ॥ নিশ্চয় কহিনু মোরা বান্ধব তোমার। তুমি কৃষ্ণ একবন্ধু আমাসভাকার ॥ মোসভারে বিনাশ করিতে না জুয়ায়। যেমতে বাঁচয়ে সভে করহ উপায় ॥ তুমি মোসভার নাথ সর্ব্বধর্ম্ম বিজ্ঞ তোমার শরণাগত আমি সব অজ্ঞ ॥

তথাহি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রাম মিতি বিক্রমঃ। দাবাগ্নিনা দহ্মানন্ প্রপন্নাং স্বার্ত্তমর্হথঃ ॥ নূনংত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ নচার্হন্ত্যবসাদিতুং বয়ংহি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাসৎ পরায়ণাঃ ॥ ইতি

বন্ধুগণের কাতর বচন শুনি হরি। সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা প্রভু তাসভারে হেরি ॥ গোপসব অত্যান্ত কাতর নেত্রে রহে। গো গণের নেত্রে অতি অশ্রু ধারাবহে ॥ নয়ন অঞ্চলে সভে করি নিরীক্ষণ। মুদিল নয়ন অশ্রু ধূম্রের কারণ ॥ সকলেই কৃষ্ণগত হইয়া মানসে। গো গোপাল চারি পাশে আছেন ধাধসে ॥ পরিমাণাতীত অতি করুণা বিস্তার। অবদাহমান হৈয়া দুঃখে তাসভার ॥ দ্বিগুণিত দুঃখ কৃষ্ণ মরমে হইল। দেখিলেন দাবানল আকাশ স্পর্শিল ॥ অতিশয় বৃষ্টি যদি করে মেঘগণ। হয়ে কি না হয়ে এই অগ্নি নির্ব্বাপণ ॥ অনিবার্য্য দেখে কৃষ্ণ

করেন চিন্তনে। তুরিতে ঐশ্বর্য্য শক্তি উপস্থিত মনে ॥ তবে সেই দাবানল বিনাশ কারণে। ইচ্ছা হৈল আপনেই মুখে করি পানে ॥ কহিতে লাগিলা শুন শুন বন্ধুগণ। মুদ্রিত করহ করে যুগলনয়ন ॥ অতঃপর সভে মোহ তেজন করহ। দাবানল বলি মনে ভয় না করিহ ॥

তথাহি। বচোনিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ। নিমীলয়ত মাভৈষ্টলোচনানীত্যভাষত ॥ ইতি

এতেক শুনিয়া তবে যত গোপগণ। আঁখিমুদি রহিলেন কৃষ্ণগত মন ॥ সুকোমল কমল কলিকা কারো করে। গণ্ডূষী করিয়া কৃষ্ণ সেইত বহ্নিরে ॥ কৃত্য বিশারদে শারদেন্দু শ্রীবদনে। সুধা সুধাধার প্রায় সে অনল পানে ॥ ব্রজরাজ তনয়ে যে কালে ইচ্ছাকৈলা। তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রকট হইলা ॥ আপনেই অলক্ষিতে করিলেন পানে। অবপেশলতা তার নহে কোনখানে ॥

তথাহি। তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণং। পীত্বামুখেনতান্ কৃচ্ছ্রাৎ যোগাধীশোব্যমোচয়ৎ ॥ ইতি

সেইক্ষণে কৃষ্ণ নিজ যোগমায়া দ্বারে। ভাণ্ডীর তলাকে আনিলেন তাসভারে ॥ সকলে ভাণ্ডীর তলা সুস্নিগ্ধ পাইয়া। পুনশ্চ মিলিল নেত্র দুঃখপাসরিয়া ॥ দাবানল হৈতে গাবী গণের মোচন। আপনার ত্রাণ দেখি সবিস্ময় মন ॥ কৃষ্ণের সে যোগবল সাক্ষাতে দেখিয়া। যোগমায়ানুভাবিত কর্ম্ম নিরখিয়া ॥ দাবাগ্নি হইতে যেই আত্ম বিমোচনে। পরমদেবতা কৃষ্ণে মানে সখাগণে ॥

তথাহি। ততশ্চতেঽক্ষীন্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীর মাপিতাঃ। নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাংশ্চ মোচিতাঃ। কৃষ্ণস্যযোগ বীর্য্যং তৎ যোগমায়ানুভাবিতং। দাবাগ্নে রাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্যতং মেনিরেঽমরং ॥ ইতি

সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ বলরাম সনে। ধেনুগণ লৈয়া ব্রজে করিল গমনে ॥ পরম আনন্দে সিঙ্গা বেণু বাজাইয়া। সঙ্গে চলে গোপগণ কৃষ্ণগুণ গায়া ॥ অথাকৃষ্ণ অদর্শনে ব্রজবধূগণ। ক্ষণে যুগ শত মানে উৎকণ্ঠিত মন ॥ হেনকালে পাইল গোবিন্দ দরশন। আনন্দ হৃদয়ে সভে প্রফুল্ল বদন ॥

তথাহি। গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে। ক্ষণং যুগশত মিব যাসাং যেন বিনা ভবেৎ ॥

মুঞ্জাটবী স্থান কথা প্রসঙ্গানুক্রমে। দাবাগ্নি মোক্ষণ লীলা করিল বর্ণনে ॥ অক্ষয়বটের পূর্ব্ব হয়ে তপোবন। যেখানে করিলা তপ গোপকন্যাগণ ॥ সেই স্থানে গোপীঘাট হয়ে যমুনাতে। গোপীগণ স্নানাবগাহন করে তাতে ॥ তারপর চীরঘাট হয়ে মনোরম। যমুনার তটে ঘাট অতি সুনির্জ্জন ॥ কদম্বের বৃক্ষ এক রহে তটোপর। নানা বিধ পুষ্পবন সেথানে সুন্দর ॥ অনূঢ়া কন্যকা ছিলা ব্রজে যত জনা। তারা সেই ঘাটে করে দেবী আরাধনা ॥ সে অতি রহস্যকথা শুন

শ্রোতাগণ। কন্যাগণ পাইল যৈচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ হেমন্তে প্রথমে মাস নাম অগ্রহায়ণ। তাতে নন্দ ব্রজকুমারিকা যত জন ॥ ভোগান্তর ত্যাগ করি হবিষ্য বিধানে। কাত্যায়নী পূজা ব্রত করেন সেখানে। অরুণ উদয় কালে সেখানে যাইয়া কালিন্দীর জলে সভে আপ্লুতা হইয়া ॥ মৃত্তিকা প্রতিমা করি করেন স্থাপন। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপে করয়ে অর্চ্চন ॥ আতপতণ্ডুল ধরি তাহার অগ্রেতে। অরুণ বরণ পক্ক ফল দিয়া তাতে ॥ নানা মিষ্ট উপহার করি সমর্পণ। পুটাঞ্জলি হৈয়া আগে করয়ে প্রার্থন ॥ অয়ে দেবি কাত্যায়নী করি নিবেদন। মোসভার নিজাভীষ্ট করহ পূরণ ॥ তুমি দেব দেবেশ্বরী জগতের কর্ত্তা। তোমা বিনা কেহ নাহি জগত রক্ষিতা ॥ মহাদেব দেব শ্রেষ্ঠতম পত্নী তাঁর। বৈষ্ণবী বলিয়ে নাম হয়েছ তোমার ॥ অতএব সভে করি তোমার পূজন। পতি করি দেহ মোরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ এইমত কন্যাগণ কাত্যায়নী স্থানে। নিজাভীষ্ট বর মাগি করয়ে প্রার্থনে ॥

তথাহি। কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বরি। নন্দ গোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥ ইতি

এই মন্ত্র জপ করি কুমারিকাগণ। একমাস কৈল কাত্যায়নীর পূজন ॥ দ্বিতীয় মাসেতে সভে কৃষ্ণগত চিত্তে। ভদ্রকালী পূজা ব্রত লাগিলা করিতে ॥ নন্দসুত কৃষ্ণ হউ মোসভার পতি। এত ভাবি ব্রত করে ঐকান্তিক মতি ॥

তথাহি। ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তামা সংনিন্যে কুমারিকা। ভদ্রকালীং সমানর্চ্চু ভূর্যান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ইতি

উষাকালে উঠি সভে একত্র হইয়া। বাহু ধরাধরি চলে কৃষ্ণগুণ গায়্যা ॥ যমুনার তীরে আসি উপস্থিত হয়। কাত্যায়নী পূজিবার ক্রীড়াদি করয় ॥ এক দিন সভে মেলি তথায়ে আসিয়া। বস্ত্র অলঙ্কার তীরে সকলে রাখিয়া ॥ আনন্দে বিহরে জলে সব কন্যাগণ। কৃষ্ণগত চিত্ত অন্য নাহিক স্মরণ ॥ ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র সে কথা শুনিয়া। প্রিয় নর্ম্ম বিদূষক সখা সঙ্গে লৈয়া ॥ তাসভার ব্রতকার্য্য সিদ্ধির কারণে। অলক্ষিতে সেই স্থানে করিল গমনে ॥ আসিয়া দেখয়ে যত কুমারিকাগণ। রসভরে জলক্রীড়া করে সর্ব্বজন ॥ কৌতুকী হইলা সে রহস্য দরশনে। বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া অতি সঙ্গোপনে ॥ ত্বরিতে উঠিলা গিয়া কদম্ব তরুতে। হাসয়ে বালকগণ কৃষ্ণের চরিতে ॥ তাসভার সঙ্গে কৃষ্ণ মধুর হাসিয়া। কন্যাগণে কহিতে লাগিলা ডাক দিয়া ॥ শুনহ অবলাগণ এথায় আসিয়া। নিজ নিজ বস্ত্র সভে লহত চিনিয়া ॥ সত্য কহি কদাচিত হাস্য করি নাই। ব্রতশ্রান্তা অতিশয় হইলা সভাই ॥ অসত্য না কহি আমি তোমা সভা স্থানে। না কহিল পূর্ব্বে কভু অনৃত বচনে ॥ মোর সঙ্গে আছে এক শিশু সখাগণ। সত্য কহি কিবা মিথ্যা কর জিজ্ঞাসন ॥ কিবা সভে জানহ আমার সত্য কথা। তবে —

বস্ত্র দিব যে সর্ব্বথা ।। সুমধ্যমাগণ শুন আমার বচন। আগ্রহ করিয়া মোর নাহি প্রয়োজন ।। একে একে আসিয়া সকলে বস্ত্র লেহ। কিবা এককালে সভে আইস গণ সহ ।। পরিহাস কৃষ্ণের দেখিয়া কন্যাগণ। অতিশয় প্রেমরসে হইলা মগন ।। অন্যোঽন্যে হেরিয়া সভে হাস্যমুখী হৈলা। লজ্জাযুতা হৈয়া কেহ তীরে না উঠিলা ।। এইমত গোবিন্দের বচন শুনিয়া। অতিশয় কৌতুক আক্ষিপ্ত চিত্তা হৈয়া ।। আকণ্ঠ সমান জলে শীতে মগ্ন হৈয়া। কহিতে লাগিলা সভে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ।। শুন কৃষ্ণচন্দ্র আমা সভার বচন। সকলের প্রিয় তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।। ব্রজ শ্লাঘ্য করিয়া তোমারে সভে জানে। অন্যায় না কর তুমি আমা সভারি স্থানে ।। দয়া করি বস্ত্র ভুষা দেহ যে তুরিতে। জলেতে রহিয়া অতি দুঃখ পাই শীতে ।। হে শ্যামসুন্দর শুন হৈব তুয়া দাসী। তবোচিত করিব সকলে অভিলাষি ।। তুমিত ধর্ম্মজ্ঞ বস্ত্র দেহ মোসভারে। না দিলে কহিব গিয়া আগেত রাজারে ।।

তথাহি। শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতং। দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ।। ইতি

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহে তাসভারে। সকলে অপূর্ব্ব কথা কহিলে আমারে ।। তোমরা সকলে যদি মোর দাসী হৈবে। আমি যে কহিব তাহা অবশ্য করিবে ।। তবে সভে অতিশয় হাস্যমুখী হৈয়া। নিজ নিজ বস্ত্র লেহ এখানে আসিয়া ।। যদি বা তোমরা এথা করিয়া গমনে। নিজ নিজ বস্ত্র না লইবে মোর স্থানে ।। তবেত না দিব বস্ত্র কহিল সভারে। কোপ করি রাজা মোর কি করিতে পারে ।। কৃষ্ণবাণী শুনি সভে অতি হৃষ্ট হৈলা। সকলে মিলিয়া তবে বিচার করিলা ।। যার প্রাপ্তি লাগি মোরা দেবি আরাধিল। অনুকূল হৈয়া বিধি তারে মিলাইল ।। নিজ বাঞ্ছাপূর্ণ যদি হৈল মোসভার। চলহ সকলে তবে কিবা লজ্জা আর ।। দেহ প্রাণ সমর্পণ যাহারে করিব। লজ্জা ত্যাগ বিনু তাঁরে কেমতে পাইব ।। এতেক ভাবিয়া সভে কাঁপিতে কাঁপিতে। উঠিতে লাগিলা তীরে জলাশয় হৈতে ।। চিকুর কদম্বে সভে উরোজ ঝাঁপিয়া। অধোদেশে হস্ত দুই আবরণ দিয়া ।। জলে হইতে নির্গতা হইলা সভে তীরে। শীতে আকর্ষিতা হৈয়া চলে ধীরে ধীরে ।। ভগবান শুদ্ধভাব প্রসাদিত হৈয়া। তাসভার আগমন ঈষৎ দেখিয়া ।। সকল বসন নিজ স্কন্ধোপরি লৈয়া। প্রীতিযুত কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ।। ধৃতব্রতা হৈয়া বস্ত্র তেজি কৈলে স্নানে। অতএব দোষ কৈলে দেবতা হেলনে ।। ব্রতছিদ্র হইবেক বিনা প্রায়শ্চিত্তে। তবে যে অভীষ্ট সিদ্ধি নহে অচিরাতে ।। ব্রতের বৈগুণ্য বলি ভয় থাকৈ যবে। প্রায়শ্চিত্ত বিধান কহিয়ে কর তবে ।। এই ব্রতছিদ্র পাপ নিবৃত্তি কারণে। মস্তক উপরি হস্ত অঞ্জলি বন্ধানে ।। শুদ্ধ ভাবে সকলে ।৫ জনা। তারা। তবে বস্ত্র লৈয়া পর দেখি আপনার ।। এইমত কন্যাগণ কৃষ্ণ

বাক্য শুনি। বিবস্ত্রা প্লাবন ব্রতচ্যুতি হেতু মানি।। সেই ব্রত আর যে অশেষ ধর্ম্ম যত। কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হয় সর্ব্বফলভূত।। অশেষ ব্রতের যত ছিদ্র উপজয়। সর্ব্ব পাপ মার্জ্জন কারক কৃষ্ণ হয়।। কন্যাগণ নিজাভীষ্ট প্রাপ্তির কারণ। কৃষ্ণ বাক্য অনুরূপ কৈল আচরণ।। তথাবিধ অবনতা তাসভারে দেখি। যশোদা নন্দন হৈলা অতিশয় সুখি।। সকলেরে বস্ত্র দিল করুণা করিয়া। নিজ নিজ বস্ত্র সভে লইল দেখিয়া।। গোপীকা গণের বস্ত্র করিল হরণ। নানা মতে তাসভার কৈল বিড়ম্বন।। এথা আসি বস্ত্র লেহ এসব বচনে। লজ্জাধর্ম্ম ত্যাগ করাইল সর্ব্ব জনে।। সত্য বিনা ধর্ম্ম নাহি কহি কোনকালে। এইমত উপহাস করিলা সকলে বস্ত্রহীন স্নান কৈলে ব্রতসিদ্ধি নহে। সভাপ্রতি অতি যে বঞ্চনা কথা কহে।। পুটাঞ্জলি নমস্কার প্রায়শ্চিত্ত ছলে। ক্রীড়াবত করিলেন গোপীকা সকলে।। তভো কৃষ্ণ প্রতি কেহ অসূয়া না কৈলা। প্রিয়সঙ্গক্রমে অতি সুখী সভে হৈলা।।

তথাহি। দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া বহাপিতাঃ প্রস্তে.ভিতাঃ ক্রীড়ন বচ্চকা রিতা। বস্ত্রাণি চেবাপকৃতান্যথাপ্যঘং তানাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গ নির্বৃতাঃ।।

বস্ত্রপরি সকলেই আনন্দিত মনে। বশীকৃতা হইলেন প্রেষ্ঠের সঙ্গমে।। অতএব কৃষ্ণেতে গৃহীত চিত্তা হৈয়া। রহিলা অবলাগণ সংকল্পিত হৈয়া।। তাসভার মনোরথ জানিয়া ভগবান। দামোদর ভকতবৎসল দয়াবান।। কৃষ্ণচন্দ্র সভা প্রতি কহিতে লাগিলা। সে কথা শুনিয়া সভে আনন্দিতা হৈলা।। তোসভার মনোরথ আমার অর্চ্চনে। লজ্জাকরি কেহ নাহি কহ মোর স্থানে।। তথাপিহ তাহা মোর বিদিত হইল। বিশেষত আমি অনুমোদন করিল। সাধ্বীগণ শুন সত্য বচন আমার। মনোরথ সিদ্ধি হইবেক তোসভার।।

তথাহ। সঙ্কল্পোবিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদাপনঃ। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি। ইতি

কিন্তু কামভোগ পূর্ণ নহিবে কাহার। প্রেম অনুক্রমে সঙ্গ হৈবে তোসভার।। আমা প্রতি চিত্তবেশ হয়েত যাহার। কাম কাম নিমিত্তে নাহয়ে মোসভার।। মোর রূপ গুণে যার হরিলেক মন। তার অন্য কামেতে নাহিক প্রয়োজন।। ভাজা সিঝা ধান্যে যেন বীজ নাহি হয়। তদ্গত মানসে কভু বাঞ্ছান্তর নয়।।

তথাহি। নমষ্যাবেশিত ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে। ভর্জ্জিতাঃ কথিতাধানাঃ প্রায়োবীজায়তে শতে।। ইতি

বৃক্ষ হৈতে নামি কৃষ্ণ কহেন বচনে। আজি সভে গমন করহ স্বভবনে।। যদর্থে তোমরা কাত্যায়নী ব্রত কৈলা। তাহা পূর্ণকরিব করিয়া রাসলীলা।। শরত রজনী সভে করিব বিহার। কদাচিত মিথ্যা নহে বচন আমার।।

তথাহি। যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধাময়ে মারংস্যথক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্যব্রত মিদং চেরুরার্য্যাঙ্গনাসতী।। ইতি

এইমত কন্যাগণ কৃষ্ণ বাক্য শুনি। হইবে অভীষ্ট সিদ্ধি মনে অনুমানি ॥ কৃষ্ণের চরণপদ্মে ধরিয়া যে মন। অতিশয় দুঃখে ব্রজে করিলা গমন ॥

তথাহি। ইত্যাদিষ্টাভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ। ধ্যায়ন্ত্যস্তৎ পদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজং ॥ ইতি

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। বর দিয়া বিদায় করিলা সেই দিনে ॥ কথোদূরে বলরামচন্দ্র সখাসনে। আনন্দে মগন করে গোধন চারণে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র সুবলাদি সখাসঙ্গে লৈয়া। আনন্দ কৌতুক রসে মিলিলেন গিয়া ॥ বয়স্য সকল সাথে একত্র হইয়া। গোচারণ করি বনে বুলে বিহরিয়া ॥

তথাহি। অথগোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ। বৃন্দাবনাদ্গতোদূরং চারয়ন্গাঃ সহাগ্রজঃ ॥

এইত কহিল চিরঘাট বিবরণ। আগে আর স্থানকথা শুন শ্রোতাগণ ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে ভাণ্ডীর বটাদি বিবরণ কথনে চীরঘাট বিবরণ কথনং নাম সপ্তবিংশতিতমোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

অষ্টাবিংশতিতমোধ্যায়ারম্ভঃ।

চিরঘাট পরে হয় নন্দঘাট নাম। নন্দ আদি ব্রজবাসী যাহাঁ করে স্নান ॥ সেখানে বিশেষ কিছু করিব বর্ণন। অতি যে আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ ॥ এক দিন ব্রজবাসী একাদশী করি। নিরাহারে জনার্দ্দন পূজন আচরি ॥ পরম ভকত অগ্রগণ্য মহাশয়। কৈল জাগরণ আদি যথাবিধ হয় ॥ কলামাত্র দ্বাদশীতে করিতে পারণ। নিশান্তে চলিলা শীঘ্র স্নানের কারণ ॥ অন্যকুণ্ড জলাদিকে নাকরিল স্নান। ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ রাজা মহামতিমান্ ॥ হরিভক্তি বিবর্দ্ধিনী শ্রীমতি যমুনা। অবগাহ লাগি সঙ্গে লৈয়া কতজনা ॥ অরুণোদয়ের পূর্ব্ব শাস্ত্র আজ্ঞাবলে। স্নান করিবারে লাগে কালিন্দীর জলে ॥

তথাহি শাস্ত্রং।

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেবহি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যা শম্ভুশাসনাদিতি ॥

বক্তা শ্রীবাদরায়ণি শ্রোতা পরীক্ষিত। ভাগবত মধ্যে কথা অপূর্ব্বগ্রন্থিত ॥

তথাহি। একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং। স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশদিতি ॥

আসুরি সময়ে যেই জলে স্নান করে। অসুর বরুণ দুতে লঞা যায় তারে ॥ অপরাধ অনুরূপ সেই দণ্ড পায়। এমতি নিয়ম আছে বরুণ সভায় ॥ তেমতি

বরুণ ভৃত্য অকালে পাইয়া। দেবের নিকটে গেলা ব্রজরাজে লৈয়া ।। দেখিয়া বরুণ তাঁরে কিছুনা কহিলা। দিব্যাসন দিয়া সেই সভাতে রাখিলা ।।

তথাহি। তংগৃহীত্বা নয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকং। অবিজ্ঞায়া সুরীং বেলাং প্রবিষ্ট মুদকং নিশীতি ।।

অথা যমুনার তীরে গোপভৃত্য গণ। মনে মনে অতিশয় করেন চিন্তন ।। যমুনার জলে স্নান করিতে নাম্বিলা। এতক্ষণ হৈল কেনে উঠি না আইলা ।। এত চিন্তি গোপগণ নির্দ্ধারিল চিত্তে। রাজারে লইয়া গেল বরুণের দুতে ।। সকলেই অতিশয় চিন্তিত হইলা। কৃষ্ণ রাম বলি উচ্চ ডাকিতে লাগিলা ।।

তথাহি। চক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতিদূতকাঃ ।। ইতি

কৃষ্ণস্থানে কতজন কহিবারে গেলা। কৃষ্ণচন্দ্র দূরে হৈতে সে কথা শুনিলা ।। বরুণের দূতে মোর পিতা নিল হরি। অতএব গমন করিব তার পুরী ।। এতেক চিন্তিতে গেলা বরুণ অন্তিকে। ভক্তাভয় দাতা প্রভু সর্ব্বত্র ব্যাপকে ।। শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। বরুণ সভাতে কৃষ্ণ দিল দরশনে ।।

তথাহি। ভগবাং স্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতং। তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বনাম ভয়দোবিভুরিতি ।।

সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক প্রভু হৃষীকেশ। নিকটে সাক্ষাৎ দেখি আনন্দ বিশেষ ।। মহৈশ্বর্য্য যুক্ত সে বরুণ লোকপাল। দেখিতেই অস্তব্যস্তে উঠিল তৎকাল ।। দিব্য রত্নসিংহাসনোপরি বসাইল। নানা মণি মুক্তা দিয়া মহাপূজা কৈল ।। তবে সে বরুণ অতি আনন্দিত হৈলা। যোড়হাতে স্তবকরি কহিতে লাগিলা ।।

তথাহি। প্রাপ্তংবীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া। মহত্যা পূজয়িত্বাহতদ্দ ন মহোৎসব ।। ইতি

বরুণ কহয়ে প্রভু করি নিবেদন। অধর্ম্ম বিনাশি কর ধর্ম্মসংস্থাপন ।। প্রকট বিহার ভক্তগণের কারণ। ভক্তইচ্ছা অনুরূপ তোমার করণ ।। যদবধি তোমার চরণ না দেখিল। বৃথাকার্য্য প্রয়োজন মিথ্যাকাল গেল ।। জগত ঈশ্বর প্রভু মোরেকৃপা কৈলে। পরম করুণাময় দরশন দিলে ।। মোর এই জন্ম আদি সফল হইল। পূর্ণ মনোরথ তুয়া দরশন পাইল ।। আজি হইলাম সর্ব্ব অর্থ অধিগত। স্বার্থ হৈল নানা মণি মুক্তাদিক যত ।। তোমর চরণ পদ্ম প্রাপ্তবন্ত হৈনু। পরম্পরা জন্ম ভব হৈতে পার হৈনু ।। শুন প্রভু তুয়া স্বয়ং ভগবত্তা হৈতে। বিচিত্র না হয়ে এই কহিল নিশ্চিতে ।।

তথাহি। অদ্যমে নিভৃতো দেহো অদ্যার্থোঽধিগতঃ প্রভো। তৎপাদ ভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ।। ইতি

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ প্রভু ভগবান্। স্বলোকাদি মধ্যে তুমি নিত্য বিরাজমান ।। সর্ব্ব অন্তর্যামী পরমাত্মা তুয়া রূপ। সত্যজ্ঞানানন্ত ব্রহ্ম তোমার স্বরূপ ।। মায়া

শক্তি হৈতে নহে তোমার প্রকাশে। আপন চিচ্ছক্ত্যে তুমি হও স্বপ্রকাশে॥ তার হেতু শুন মায়া ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। জীব সৃষ্টি বিবিধ কল্পনা শক্তিধরে॥ তুমিত ঈশ্বরমায়া তোমার উপরে। কোনকালে প্রভাব করিতে নাহি পারে॥ ঐশ্বর্য্য রূপ গুণাদি ভেদ বিকল্পিকা। তোমার স্বরূপ শক্তি হয়ে সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি। হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ॥ ইত্যাদি

এইমত কৃষ্ণগুণ বর্ণন করিয়া। ভক্তিকরি প্রণময়ে অতি হৃষ্ট হৈয়া॥

তথাহি। নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোক সৃষ্টি বিকল্পনা॥ ইতি

সেতোমার নিজ অভ্যন্তরে দরশন। পরম কৃতার্থ হৈনু করি নিবেদন॥ অত এব মহা অপরাধ যদি হয়। তথাপি ক্ষমিতে যুক্ত তোমার নিশ্চয়॥ না জানিয়া আমার অত্যন্ত মূঢ় দূতে। অকার্য্য করণে পটু আনে তুয়া তাতে॥ মূর্খ দূত ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ নাহি হয়। পরম দুর্ব্বুদ্ধি ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ যেইক্ষণে ব্রজ রাজে আনিল এখানে। আগে রাখিয়াছি করি পরম সম্মানে॥ দেখিতে জানিনু পিতা হয়েন তোমার। অপরাধ ক্ষমাকর ভৃত্যের আমার॥ যদি কহ অতি দোষ ক্ষমা নাহি হয়। তবে নিবেদন করি শুন কৃপাময়॥ অয়ে প্রভু তুমি হও পরম সমর্থ। মোসভার প্রভু মোরা দাস এযথার্থ॥ অতএব ভৃত্যকৃত অপ রাধ যে হয়। ক্ষন্তব্য অবশ্য ক্ষমা করহ নিশ্চয়॥

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা। আনীতোয়ং তব পিতাতৎ প্রভো ক্ষন্তুমর্হসি॥ ইতি

তথাপি অত্যন্ত ক্রোধযুত ভগবান। দেখিয়া বরুণ ভয়ে হৈল কম্পবান॥ ব্রজ রাজে আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে। ক্রোধ প্রশমন লাগি করে নিবেদনে॥ যেই কালে ইন্দ্র মহা অপরাধী হৈল। গোবিন্দ বলিয়া তুয়া অভিষেক কৈল॥ মহা-দোষ ক্ষমাকরি করিলা স্বীকার। পরম করুণা হর বিখ্যাতি তোমার॥ তুয়া পিতা এই দেখ সাক্ষাতে তোমার। বিরাজয়ে ব্যগ্রহৈয়া কহে পুনর্ব্বার॥ হে পিতৃ বৎ সল শুন করি নিবেদনে। তুয়া পিতা পাঠাইয়া দিতাম তৎক্ষণে॥ এতাদৃশ ভাগ ধেয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া। এতক্ষণ রাখিল না দিল পাঠাইয়া॥

তথাহি। গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতাতে পিতৃবৎসল॥ ইতি

এইমত ব্যবহার বচনে করিয়া। ব্যবসায়ে কার সন্তোষিল কৃষ্ণ হিয়া॥ ভগ বান কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতত্ত্ব জানে। বরুণের দোষ নাহি বুঝিল বিধানে॥ তাহারে করিয়া কৃপা প্রসন্ন হইয়া। ত্বরিতে আইল ব্রজে পিতারে লইয়া॥ দেখি ব্রজ বাসীগণের আনন্দ হইল। ব্রজরাজ দ্বাদশীতে পারণ করিল॥ এইত কহিল নন্দ ঘাট বিবরণে। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃপা করিল বরুণে॥ শুকদেব বক্তা রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা। পৌগণ্ড বয়স লীলা অত্যাশ্চর্য্য কথা॥

তথাহি। এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণোভগবানখিলেশ্বরঃ। আদায়াগাৎ স্বপি
তরং বন্ধূনাঞ্চ বহন্মুদং ॥ ইতি

গোবর্দ্ধনোদ্ধার করি ইন্দ্রে বশ কৈলা। নন্দেরে আনিতে বরুণেরে বশে নিলা ॥

তথাহি। গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশেকৃত্বামরেশ্বরং। নন্দানয়নতঃ
কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেহনয়ৎ ॥ ইতি

পারণ করিয়া নন্দ সভাতে বসিলা। নিজবার্ত্তা গোপগণে কহিতে লাগিলা ॥ উপনন্দ আদি সভে করেন শ্রবণ। ব্রজরাজ কহে সবিশেষ বিবরণ ॥ কলামাত্র দ্বাদশীতে করিব পারণ। এত চিন্তি সঙ্গেতে করিয়া কতজন ॥ নিশা অন্তে কালিন্দীতে স্নানের কারণে। প্রবেশ করিল অতিশয় ত্বরামনে ॥ হেনকালে বরুণের দূত আসি মোরে। ধরি লঞা গেল তাহা অলক্ষ্য প্রকারে ॥ নিজগণ সহ লোকপাল সে বরুণ। সভামাঝে বসি করে নিজ প্রয়োজন ॥ যেই কালে দুত মোরে ধরি লৈয়া গেল। তাহারে বরুণ তবে নিষেধ করিল ॥ অতঃপর তুমি কিছু না কহিবে আর। আসনে বসায়ে রাখ সাক্ষাতে আমার ॥ এত শুনি দূত মোরে আসনে বসায়া। রাখিল যে অতিশয় সম্মান করিয়া ॥ জলের দেবতা তিঁহো অতি বিলক্ষণ। না কহিল কিছু মোরে বুঝিয়া কারণ ॥ কি কহিব তার সভা বর্ণন না হয়। মহৈশ্বর্য্য যুত মণি মুক্তাদিকময় ॥ দেখিয়া আমার চিত্তে জন্মিলা বিস্ময়। কিমিতি কর্ত্তব্য কিছু না বুঝি নিশ্চয় ॥ হেনকালে কৃষ্ণ তথা করিলা প্রবেশ। দেখিয়া বরুণ পাইল আনন্দ বিশেষ ॥ ত্বরিতে উঠিয়া নিজ সিংহাসন হৈতে। গোবিন্দ চরণ তলে পড়িলা ভূমিতে ॥ দিব্য সিংহাসনোপরি লৈয়া বসাইল। নানা মণি মুক্তা দিয়া মহাপূজা কৈল ॥ তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র না কহে বচন। তবে যোড়হাতে কত করিল স্তবন ॥ আমারে করিল কৃষ্ণ আগে সমর্পণ। নানা মত কৈল কত মহিমা বর্ণন ॥ পরংব্রহ্ম পরমাত্মা আদি তুয়া রূপ। স্বয়ং ভগবান্ তুমি পরম স্বরূপ ॥ এইমত নানা বিধ বাক্যে স্তুতি কৈল। আপনার অপরাধ ক্ষমা করাইল ॥ বরুণ সভাতে যত আছে দেবগণ। সকলেই কৈল কৃষ্ণ চরণ বন্দন ॥ দেখিতে শুনিতে মোর বিস্ময় জন্মিল। গর্গ মুনি বাক্য মনে স্মরণ হইল ॥ তবে তাসভার প্রতি প্রসন্ন হইয়া। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে আইলা আমারে লইয়া ॥ কিরূপে আইনু তাহা কিছু না জানিনু। তোসভা দেখিয়া চিত্তে সোয়াস্থ পাইনু ॥ এইমত কহে নন্দ সব জ্ঞাতি গণে। বৃত্তান্ত শুনিয়া সভে সুবিস্মিত মনে ॥ কেবল মধুরতর লীলাবেশ হৈতে। বিস্মিত হইলা সভে দেখিতে শুনিতে ॥

তথাহি। নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বালোকপাল মহোদয়ং। কৃষ্ণেচসন্নতিং
তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোহব্রবীৎ ॥ ইতি

কৃষ্ণ প্রেম মাত্র সর্ব্বোৎকর্ষ হেতু হয়। এইত সিদ্ধান্ত সম্পদাদি কিছু নয়॥ সম্পদাদি অপেক্ষায় যদ্যপি কার হয়। তবে শুন শ্রোতাগণ কহিব আশয়॥ তাঁরা সভে কৃষ্ণ পরিকর নিত্য হয়। কৃষ্ণ সহ নিত্য শ্রীগোকুলে বিলসয়॥ কিন্তু প্রেম বিশেষ করণে গোপ সব। গোপত্বাভিমানী কৃষ্ণে মানয়ে বান্ধব॥ অতএব নন্দ আদি গোপ যত হয়। সকলে ঔৎসুক্য চিত্ত হৈলা অতিশয়॥ নিজ নিজ মনে সভে করিল বিচার। লোকপাল মাত্রের বৈভব হেন যার॥ সেই কৃষ্ণ অধীশ্বর রূপ মোসভার। নানা বিধ দৈবে ত্রাণ কৈল বার বার॥ ইহার কেমত লোক বৈভব কেমন। তাহা দেখিবারে হয় উৎকণ্ঠিত মন॥ না জানিয়ে মোসবার হৈবে কৈছে গতি। কৃষ্ণসঙ্গ নিত্য কিবা হৈবে অসঙ্গতি॥ অথবা স্বগতি সূক্ষ্মা দিবেন সভারে। নিশ্চয় করিয়া কিছু না বুঝি বিচারে॥ যথাযোগ্য ভাব প্রেম প্রগাঢ় যে হয়। তেকারণে সর্ব্ব মনে চিন্তা উপজয়॥ অধীশ্বর জ্ঞান যদি কৃষ্ণ প্রতি হৈল। স্বাভাবিক পুত্রতাদি ভাবনা তেজিল॥ ব্রজলোকের ভাব প্রেম আশ্চর্য্য বর্ণন। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ॥

তথাহি। তে চোৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বাগোপাস্তমীশ্বরং। অপিনঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপধাস্যদধীশ্বরঃ॥ ইতি

ব্রজলোকের ভাব প্রেম কৃষ্ণেতে যেমন। ব্রজবাসী প্রতি কৃষ্ণ প্রেমাদি তেমন সভে নিজ মনঃকথা লজ্জার কারণে। কদাচিত কহিতে নারিল কৃষ্ণ স্থানে॥ ঐছন সঙ্কল্প চিত্তে ব্রজবাসী গণ। রহিলা অদ্যাপি সভে বিভাবিত মন॥ ব্রজ জনাখিল মনোরথ পূর্ণলাগি। পরম দয়ালু কৃষ্ণ সদা অনুরাগি॥ ব্রজলোকের মর্ম্ম কথা সকলে সে জানে। চিন্তয়ে সঙ্কল্প সভার সিদ্ধির কারণে॥

তথাহি। ইতিস্বানাং স ভগবান বিজ্ঞায়াখিল দৃক্ স্বয়ং। সঙ্কল্প সিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়েতদচিন্তয়ৎ॥ ইতি

ব্রজবাসী জন মোর নিত্য পরিকর। এই বৃন্দাবনধাম সর্ব্ব পরাৎ পর॥ যত অবতার আর প্রকাশ স্বরূপ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে মোর এই গোপ রূপ॥ সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রপঞ্চিক লোকে। অবতার অঙ্গীকার আমার কৌতুকে॥ প্রকটাপ্রকট মোর লীলার একত্ব। গমনাগমন দুষ্ট নাশ ভেদ মাত্র॥ মোর লীলাবেশ হৈতে ব্রজবাসী গণে। সদা অতি মত্ত অন্য কিছু নাহি জানে॥ সুবিচিত্র মনোরথ আমার বিষয়ে। নানা বিধ কাম সদা সকলে করয়ে॥ মোর আনুকূল্যময় ক্রিয়া যেই হয়। সেই কার্য্য ব্রজলোক মাত্র আচরয়॥ সংসার বেদনা কদাচিত নাহি জানে। ধর্ম্ম অর্থ সুহৃদাদি আমার কারণে॥ যথা॥

নাবিন্দন্ ভববেদনা মিতি। যদ্ধামার্থ সুহৃদিত্যাদি দর্শনাচ্চ॥

সে সকল উচ্চাবচা নানা বিধাগতি। প্রেমময় মধ্যে সভে নিমগন মতি॥ স্বগতি অনাদি সিদ্ধা সকলের যেই। পরম গোলোকাদি বৈভব রূপা সেই॥

মদ্বিষয়া মায়াকাম কর্ম্মাদি হইতে। নিজ নিত্য সিদ্ধাগতি বিস্মরণ চিত্তে॥

তথাহি। জনৌবৈলোক এতস্মিন্নবিদ্যা কাম কর্ম্মভিঃ। উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদস্বাং গতি ভ্রমন্নিতি॥

এইখানে করিব কিছু সিদ্ধান্ত বিচার। এই বৃন্দাবন যৈছে সকলের সার॥ চিন্ময় স্বরূপ আর জড়ত্ব প্রকাশ। এই দুই রূপে বৃন্দাবনের বিলাস॥ চিন্ময় অদৃশ্য জড় দেখে সর্ব্বজনে। স্বরূপ না দেখে কৃষ্ণ মায়ার কারণে॥ প্রাকৃতা প্রাকৃত রূপে ধাম যৈছে হয়। ক্রিয়া শক্তি যোগমায়া সংপন্ন করয়॥ কৃষ্ণ ইচ্ছা শক্তি যোগমায়ার কারণে। পরিকর গণ হয় আত্ম বিস্মরণে॥ অতএব কহি কিছু শাস্ত্রের বিচার। বিশেষ কৃষ্ণের শক্তি ত্রিবিধ প্রকার॥ চিৎশক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর। অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাখ্য যার॥ তটস্থাখ্যা জীবশক্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাহার উপরে॥ অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি প্রকৃতির পরে। সৎ চিৎ আনন্দ এই তিন নাম ধরে॥ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবত্তা জ্ঞান চিৎ সার। আনন্দাংশ লৈয়া কৃষ্ণের হয়েত বিহার॥ সন্ধিনীর ক্রিয়া হয়ে বিহা-রানুকূল। ক্রিয়াশক্ত্যে সঙ্কর্ষণ সকলের মূল॥ পিতা মাতা স্থান গৃহ কুঞ্জাদি য আর। কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুরূপ অন্ত নাহি তার॥ তৈছে সঙ্কর্ষণ যোগমায়া রূপ হয়ে কৃষ্ণ ইচ্ছা অনুরূপ লীলা সমাধয়ে॥ যোগমায়া বশীভূত পরিকর গণ। আপনা বিস্মৃতি কৃষ্ণ লীলার কারণ॥ গোপগণ সম্বন্ধি স্বলোক যেই হয়। প্রাপঞ্চি লোকের সে দৃশ্য কভু নয়॥ এইতসিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। লিখিয়াছি তাকে জানি প্রকাশ বিধানে॥

তথাহি। নমস্তুভ্যং বৃন্দাবন লিখিল বৃন্দারক ধিয়ামগম্যত্বমিত্যাদি॥

কৃষ্ণের স্বধাম সেই হয় মায়াপর। ব্রহ্মাদি যে জীব হয় মায়ার ভিতর॥

তথাহি বৃহদস্তুতৌ।

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূঃ, সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্ত বিতস্তি কায়ঃ॥ ইত্যাদি॥

পরম করুণাময় প্রভু কৃষ্ণ হয়। সতত সর্ব্বত্র সে বৈভব সমাশ্রয়॥ অপ্রকট রূপ শ্রীগোকুল নিজধাম। দেখিয়া করিব পূর্ণ সর্ব্ব মনস্কাম॥ এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গোপগণে। আপন স্বধাম দেখাইল সর্ব্বজনে॥ শুকদেব কহেন রাজা করেন শ্রবণ। পরম রহস্য কথা শুন শ্রোতাগণ॥

তথাহি। ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ। দর্শয়মাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং॥ ইতি

যদি কহ তামসের পর কিবা নাম। বস্তু এই অপেক্ষ্যাতে শুন সে বিধান॥ আগে সামান্যত তার কহি বিবরণ। পশ্চাৎ বিশেষ রূপে করিব কথন॥ কৃষ্ণসম সত্য সে অবাধ্য সদা হয়। অপ্রাকৃত জ্ঞান রূপ জড় কভু নয়॥ অনন্ত অবিচ্ছিন্ন

রূপ তারে দেখি। প্রকাশ পরম দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় লেখি ॥ সনাতন নিত্য সিদ্ধ কহিয়ে তাহারে। গুণাপায়ে মুনিগণ দেখয়ে যাহারে ॥

তথাহি। সত্যং জ্ঞান মনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনং। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ইতি

সামান্য রূপেতে এই করিল কথন। এবে বিশেষত কিছু কহি বিবরণ ॥ ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ শ্রীগোলোক যেমন। যেমত বৈভব যৈছে পরিকর গণ ॥ শ্রীগোকুল ধাম যৈছে হয়ে সর্ব্বোপরে। ক্রমে সে সকল দেখাইল সভাকারে ॥ সে সকল কথা ক্রমে কহিব এখনে। ক্ষমিবা অবশ্য দোষ যে হয়ে লিখনে ॥ প্রকৃতি অনভিব্যক্ত প্রকাশ যে হয়। সে অতি দুরবগাহ ব্রহ্মহ্রদময় ॥ নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে তাঁহা সভারে লইলা। ব্রহ্মহ্রদে সুখে সভে নিমগ্ন হইলা ॥ তন্মাত্রানুভাবাবস্থা সকলে লভিল। পুনঃ কৃষ্ণ তাহা হৈতে সভা উদ্ধারিল ॥ প্রথম সামান্যাকার স্ফূর্ত্তি যেই হয়। সে সকল বিষয় করিয়া অতিক্রয় ॥ স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্ত যে বিশেষাকার। তাহা স্ফূর্ত্ত্যে উৎকর্ষিত জ্ঞান সভাকার ॥ করিল বৈকুণ্ঠধাম করায়া দর্শন। মহৈশ্বর্য্যময় যাহাঁ হয়ে নারায়ণ ॥ তাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পার্ষদাদি সব। সকলে বৈকুণ্ঠ সুখ কৈল অনুভব ॥ যে বৈকুণ্ঠে অক্রূর করিয়া দরশনে। বহু স্তুতি করিলেন কৃষ্ণের চরণে ॥ সে ধাম বর্ণন কথা দ্বিতীয় স্কন্ধেতে। প্রকৃতির পর যার কহে ভাগবতে ॥

তথাহি। তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং নয়ৎপরং। ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং স্বদৃষ্টিরদ্ভিঃ পুরুষৈরভীষ্টুতং। প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কাল বিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতঃ ॥ ইত্যাদি।

ইতিহাস সমুচ্চয়ে ভূগোলোপাখ্যানে। যে ধাম মহিমা কথা করিল বর্ণনে ॥

তথাহি। ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ ইত্যাদি ॥

তদুপরি আবৃত রহিত যেই দেশ। কর্ণিকার রূপ সেই বৈকুণ্ঠ বিশেষ ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে। জিতন্তে স্তোত্রে ॥

লোকং বৈকুণ্ঠনামানাং দিব্য ষড়্গুণ যন্ত্রিতং। অবৈষ্ণব নামপ্রাপ্যং পরানন্দ মতীন্দ্রিয়ং ॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেচ ॥

তমনন্তং গুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদং। অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ং ॥ ইতি

নরাকৃতি পরংব্রহ্ম কৃষ্ণের সে ধাম। পরম বৈভব যুক্ত গোলোক আখ্যান ॥ সর্ব্ব পরিকর সহ বিহার সেখানে। সবিশেষ দেখাইল সব গোপগণে ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণং। সহস্র পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥ ইতি

এইত কহিল ধাম তত্ব নিরূপণ। বিশেষ শুনহ ব্রহ্মা কৈল যে স্তবন॥

তথাহি তত্রৈব।

চিন্তামণিঃ প্রকর সদ্ম সুকল্প বৃক্ষ লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভি পালয়ন্তং। লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি তত্রৈব। গোলোক নাম্নি নিজ ধাম্নি তলেচ তস্য দেবী মহেশ হরিধাম সুতেষু তেষু। তেতে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দ মিত্যাদি॥

তথা। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো ইত্যাদি॥

তথাহি। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবোদ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতং। কথাগানং নাট্যং গমন মপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্য মপিচ॥

তথাহি। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্নিমিষার্দ্ধাখ্যো বাব্রজতি নহি যত্রাতি সময়ঃ। ভজেশ্বেতদ্বীপং তমহমিহ-গোলোক মিতিযং বিদন্তস্তে সদ্যঃ ক্ষিতি বিরলচরঃ কতিপয়ে ইত্যাদি॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নাম। বেদ সব স্তুতি করে আগে বিদ্যমান॥ গোকুল বৈভব সভে দর্শন করিয়া। পরম আনন্দ সুবৃত চিত্ত হৈয়া॥ পরিকরগণ সব তেমতি দেখিলা। অতএব মনে সভে বিস্মিতা হইলা॥ অথবা কহিয়ে শুন এই বৃন্দাবনে। যমুনাতে মহাহ্রদ ব্রহ্মহ্রদ নামে॥ যেখানে অক্রূর পাইল বৈকুণ্ঠ দর্শন। বিস্মিত হইয়া কৈল কৃষ্ণের স্তবন॥ কৃষ্ণচন্দ্র গোপগণে তাঁহা লৈয়া গেলা। সেই হ্রদ মধ্যে সভা গমন করিলা॥ পুনরপি তাঁহা হৈতে সভা উদ্ধারিলা মায়াতীত ধাম তাসভারে দেখাইলা॥ ব্রহ্মলোক শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীগো [illegible] ধাম। সর্ব্বোপরি সর্ব্বোৎকর্ষ বৃন্দাবন নাম॥ নরাকৃতি পরংব্রহ্ম কৃষ্ণের যে ধাম। সকলের মূল সেই অনূর্দ্ধ সমান॥ আপনেই শ্রীগোপাল রূপি যাঁহা হয়। গোপাল তাপনী শ্রুতি স্তবন করয়॥ সর্ব্বধাম পরিকর বৈভব যে হয়। শ্রীগোকুল বৃন্দাবন সভার আশ্রয়॥ কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিলেন কিশোর শেখর। চিন্তামণিময় ধাম শোভা মনোহর॥ আপনাকে হৈল নিত্য পরিকর জ্ঞান। দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি স্বভাবাভিমান॥

তথাহি। নন্দাদয় স্তুতং দৃষ্ট্বা পরমোৎসব নির্বৃতাঃ। কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা॥ ইতি॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে। নিজ নিত্য ধাম দেখাইল গোপগণে॥

ইহাতে সন্দেহ নাহি শুন শ্রোতাগণে। যদি কার কদাচ সংশয় থাকে মনে॥ তবে পুনঃ শুন বৃহদ্বামন পুরাণে। ভৃগু ব্রহ্মা সংবাদে বেদের বিবরণে॥ শ্রুতির ভজনে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলা। তবে নিত্য ধাম পরিকর দেখাইলা॥ শ্রুতি সব দেখি অতিশয় লোভি হৈলা। গোপী অনুগতি লৈয়া ভজন করিলা॥ মঙ্গলাচরণে তাহা করিল বর্ণন। তাতে জানি নিত্য ধাম লীলা প্রকরণ॥ সর্ব্বধামময় শ্রীগোকুল বৃন্দাবন। পূর্ণতম রূপ যাঁহা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ এইত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। প্রথম অধ্যায় মধ্যে করিল লিখনে॥ গোকুল প্রকৃতি কৃতি মধ্যে সদা থাকি মায়াকার্য্যে লিপ্ত নহে যৈছে আত্মা সাক্ষী॥ চিদচিৎ যতেক কৃষ্ণের ধাম হয়। সর্ব্বোপরি মধ্যে অন্তে সদা বিরাজয়॥

তথাহি। ত্বমত্রৈব স্থিত্বা প্রকৃতি কৃতি মধ্যে চিদ চিতাং বিরাজৎ সর্ব্বাসামুপরি পরিতোঽন্যেপি সততং। পরিচ্ছেদাচ্ছেদৌ যুগ পদিহতে প্রত্যাবিবতে যশোদাঙ্কে যদ্বৎ পরিমিত তনুত্বা পরিমিতি॥ ইতি

মায়াকার্য্যে হয় যত ব্রহ্মাণ্ডের গণ। যার একদেশে বিধি পাইল দর্শন॥ এই যে কহিল কিছু আশ্চর্য্য না হয়ে। ব্রজমধ্যে কৃষ্ণধাম নিবহ আছয়ে॥ শাস্ত্রে কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ যার একদেশে। হেন যে গোলোক বৃন্দাবন মধ্যে ভাষে। সকল ধামেতে বৃন্দাবন সর্ব্বময়। বৃন্দাবন ধামে সর্ব্ব ধাম বিরাজয়॥

তথাহি। বহির্মায়া কার্য্য সকল জগদণ্ডঞ্চ ভবতঃ প্রদেশেঽদর্শ্যুক্ত্যা কিমিহ ভগবদ্ধামনিবহাঃ। মহা বৈকুণ্ঠাদ্যাঃ সকল পরিবারৈরপি সদা স গোলোকোপ্রান্তে ত্বমপি সকলেষ্বেব সকলং॥ ইতি

ক্রীড়া পরিকর লীলাস্থান যত হয়। সবের নিত্যতা সব পুরাণে কহয়॥

তথাহি পাদ্মে।

নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্॥ ইত্যাদি॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কৃষ্ণের বচন। মোর নিত্য ধাম এই নাম বৃন্দাবন॥ পশু পক্ষ বৃক্ষ কীট নর অমরা যত। প্রকট প্রকাশে যে বৈসয়ে অবিরত॥ দেহান্তরে পায় অপ্রকট বৃন্দাবন। ইতিমধ্যে আছে গোপকন্যা যতজন॥ মোর সেবা পরায়ণা আমার সহিতে। সতত বিহরে নানা রাস নৃত্য গীতে॥ মোর সম বৃন্দাবন পঞ্চম যাজন। কালিন্দী পরমামৃত বাহিনী যে হন॥ যতেক দেবতা যত প্রাণী সব আর। সূক্ষ্মরূপে বৃন্দাবনে বাস সভাকার॥ সর্ব্ব দেবময় আমি এই বৃন্দাবন। ছাঁড়িয়া অন্যত্র কভু না করি গমন॥ আবির্ভাব তিরোভাব এই ব্রজজনে যুগে যুগে হয় মোর জন্ম লীলাক্রমে॥ তেজোময় রমণীয় ধাম বৃন্দাবন। চর্ম্ম চক্ষে কভু নহে ইহার দর্শন॥

তথাহি। ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলং। অত্র মে পশবঃ

পক্ষি বৃক্ষ কীট নরা মরা।। যে বসন্তি মমাধিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ং। অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে। যোগিন্যস্তাময়া নিত্যং মম সেবা পরায়ণাঃ। পঞ্চযোজন মে বাস্তি বনং মে দেহ রূপকং। কালিন্দীয়ং সু ষুমাখ্যা পরমামৃত বাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভুতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্ম রূপত্যঃ। সর্ব্বদেবময়াশ্চাহং নত্যজামি বনংক্কচিৎ। আবির্ভাব স্তিরো ভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে। তোজোময় মিদং রম্যং অদৃশং চর্ম্ম চক্ষুষ।। ইতি

এইমত হয় দশাক্ষরাদি মন্ত্রেতে। ভজনীয় কৃষ্ণ সর্ব্ব পরিকর সাথে।। পঞ্চরাত্র যামল সংহিতা আদি মাঝে। বর্ণন আছয়ে যাতে নিত্য পরিকর সাজে।। সেইত প্রকাশ এই বরাহ পুরাণে। বর্ণন আছয়ে যাতে ধাম নিত্য জানে।।

তথাহি। তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি মণ্ডিতা নরাঃ। কালীয়হ্রদ পূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতোদ্রুমঃ। শিত শাখা বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভি গন্ধি চ। সচ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞ শুভশীতলঃ। সভাসন্তে দিশোদশেতি।।

ব্রহ্মকুণ্ড প্রসঙ্গে চ।

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুত্বং বসুন্ধরে। লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্ম পরায়ণাঃ। তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ শিতপ্রভঃ। বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী। সপুষ্পাতিচ মধ্যাহ্নে মমভক্ত সুখাবহঃ। ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচি মিতি।। ইতি

ব্রহ্মকুণ্ড উত্তরে অশোকবৃক্ষ হয়। অনন্য ভকতজন মাত্র নিরীখয়।। অতএব অপ্রকট প্রকাশ যে হয়। পৃথিবীর বেদ্য নহে বুঝিল আশয়।। অপ্রকট প্রকাশেহো ব্রহ্মকুণ্ড দেখি। অপ্রাকৃত ব্রহ্মা আদি বৃন্দাবনে লেখি।।

তথাহি স্কান্দে।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দায়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিতং।। ইতি

অতএব নিত্যধাম কৃষ্ণের বচন। প্রকটাপ্রকট রূপে এই বৃন্দাবন।। কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রিয়া ধাম সময় যে হয়। সকলে হয়েন অবিচিন্ত্য শক্তিময়।। অপ্রকটরূপে নিত্য ইহাঁ বিলসয়। এইত সিদ্ধান্ত কিছু দুর্ঘট না হয়।।

তথাহি। অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্যচ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বা দত্রকিঞ্চিন্নদুর্ঘটং।। ইতি

এইত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। লিখিয়াছি তাতে জানি সব প্রকরণে।। বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ যে হয়। গোপগণে দেখাইল এইত নিশ্চয়।। নন্দ ঘাট লীলাকথা করিতে কথন। প্রসঙ্গে হইল এই সিদ্ধান্ত বর্ণন।। স্নান করি বারে নন্দ যে কালে নাম্বিলা। ভয় পাঞা ভৃত্যগণ যেখানে আছিলা।। বজ্রনাভ

সেইখানে বসাইল গ্রাম। সেই হৈতে ভয় গাঙ তার হৈল নাম॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে নন্দঘাট বিবরণ কথনে প্রকটাপ্রকট প্রকাশ বর্ণনং নামাষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায় সম্পূর্ণং।

ঊনত্রিংশ তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

নন্দঘাট নৈঋতে দুইক্রোশ বৎস বন। যাহাঁ শিশুসনে বৎস করেন চারণ চতুর্মুখ যাহাঁ বৎস হরিয়া লইল। বৎসবন নাম তার প্রসিদ্ধ হইল॥ সেই নামে গ্রাম হয়ে তাহার পশ্চিমে। শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা মোহিত যেখানে॥ সেইখানে জেঙ লই যাঁহা শিশু মেলি। ভোজন করিতেছিলা হৈয়া কুতূহলী॥ বলিহারা নাম আর এক স্থান হয়। পদ্মযোনি যেখানে বালক হরি লয়॥ পরিখম নাম বৎস বনের পশ্চিমে। যাহাঁ ব্রহ্মা ছিলা কৃষ্ণের পরীক্ষা কারণে॥ তাহার নিকটে চৌমহা নামে গ্রাম। যাহাঁ ব্রহ্মা স্তুতি কৈলা করিয়া প্রণাম॥ তাহার নিকটে গ্রাম জয়তি আখ্যান। অঘাসুর বধ যাহাঁ কৈল ভগবান॥ দেবগণ তাঁহা রহি জয় জয় কৈল। সেই হৈতে জয়তি তাহার নাম হৈল॥ তার বায়ুকোণে নাম সেহাল আখ্যান। শেষশায়ী লীলা যাহাঁ কৈল ভগবান॥ তরোলী বরোলী নামে আছে এক স্থান। লীলা অনুরূপ হয় স্থানের আখ্যান॥ এসব স্থানের লীলা করিব বর্ণন। সর্পস্থলী কহি এবে নাম অঘোবন॥ অঘাসুর বধ লীলা করিল যেখানে। সপৌলী তাহারে কহে ব্রজবাসীগণে॥ সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন। অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা শুন শ্রোতাগণ॥ একদিন কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া বেহানে। মনে হৈল ভোজন করিব আজি বনে। ব্রজেশ্বরী স্থানে কৃষ্ণ নিবেদন কৈল। শুনি যশোমতী শীঘ্র সাজাইয়া দিল॥ প্রাতকালোচিত ভক্ষ ভোজ্য উপহার। অন্ন ব্যঞ্জন রাণী সাজাইয়া ভার॥ দাসগণে বোলাইয়া কহিল বচনে। কৃষ্ণ সঙ্গে যাহ দিয়া আসিহ কাননে॥ কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর শৃঙ্গ রব দিয়া। সমাচার কহে সখাগণেরে ডাকিয়া॥ শ্রীদামাদি সখা শুন আমার বচন। আজি সভে মেলি বনে করিব ভোজন॥ ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার শিকাতে সাজায়া। ত্বরা করি সভে লহ সঙ্গতি করিয়া॥ ঘরের অধিক সুখ পুলিন ভোজনে। অতএব তোসভারে কৈল বিজ্ঞাপনে॥ তবে কৃষ্ণ বৎসগণ নিকটে যাইয়া। খোয়াড় ছাড়িয়া দিল বৎস চালাইয়া॥ আগে বৎসগণ চলে হাম্বারব করি। সিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে পাছে চলে হরি॥ গোপীগণ কেহ দূরে কেহ কোন ভিতে। রহিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে এক চিত্তে॥ কান্দিতে কান্দিতে রাণী পাছে পাছে ধায়। হাসি নন্দসুত ফিরি মাতাকে পাঠায়॥ বিনয় পূর্ব্বক কৃষ্ণ কহয়ে বচন। চিন্তা না করিহ মাতা যাহ

স্বভবন ।। গোঠে সখাসঙ্গে বন ভোজন করিয়া । সকালে আসিব বৎসগণ চালা-ইয়া ।। হেনকালে শ্রীদামাদি আইলা সেইখানে। তাসভার হাতে ধরি করয়ে প্রার্থনে ।। তোমারে বলিয়ে বাপু শুনহ শ্রীদাম । কৃষ্ণ সনে বনে আজি নাহি বল রাম ।। জন্মতিথি ক্রমে তাঁর নহিল গমন। স্নেহ করি সভে আজি করিহ পালন ক্ষুধায়ে আকুল হৈয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন । মামা বলি বনে যেন না করে ক্রন্দন ।। সময় বুঝিয়া তুমি দিহ ক্ষীর ননী । দুঃখ নাহি পায় যেন মোর নীলমণি ।। আর কেহ নাহি মোর একেলা কানাই । ধন প্রাণ সমর্পিল তোমা সভার ঠাঞি।। শুনিয়া শ্রীদাম কহে শুন ব্রজরাণী। তোমার নন্দন মোসভার নেত্রমণি ।। প্রাণাধিক প্রিয় তম ব্রজেন্দ্রনন্দন । ইহা বিনা রহিতে না পারি একক্ষণ ।। সকালে আনিব কৃষ্ণ তোমার আগেতে। গৃহে যাহ চিন্তা কিছু না করিহ চিত্তে ।। তবে রাণী নিজ গৃহে গমন করিলা । আগে বৎসগণ কৃষ্ণ বনেরে চলিলা ।। অথা শিশুগণ শীঘ্র বেশাদি করিয়া। সিঙ্গা বেণু বেত্র বংশী হাথেতে লইয়া।।সহস্র অযুত লক্ষকোটি বৎসগণ । আগে করি সভে সুখে করিল গমন ।। তাসভার মাতা নানা ভক্ষ উপ-হার । সঙ্গে পাঠাইয়া দিল সাজি শিকা ভার ।। কৃষ্ণ বৎসগণ যত সঙ্খ্যাতীত হয় যূথে যূথে গিয়া বনে প্রবেশ করয় ।। তৈছে সঙ্খ্যাতীত বৎস ব্রজ শিশুগণে। যূথে যূথে নিজ নিজ করিতে চারণে ।। প্রতিদিন চারণ করয়ে যেই বনে। বিহার করিয়া যায় সেখানে সেখানে ।। কাঁচ মুক্তা মণি স্বর্ণ আদি বিভূষণে। বিভূষিত হয়ে সব ব্রজ শিশুগণে ।। গুঞ্জাফল প্রবাল স্তবক পুষ্পগণ। গিরিধাতু শিখি পুচ্ছ আদি বিভূষণ ।। ভ্রমণ করিতে বনে যেই যাহাঁ পায় । অন্যোহন্যে দেয় মাথে আপনার গায় ।। কেহ কোন বস্তু আগে দেয় পেলাইয়া। কেহ শীঘ্র লয় তাহা হাঁসিয়া হাঁসিয়া ।। আগে কৃষ্ণ চলে বন দর্শন কারণে । সখাগণ ত্বরা চলে কৃষ্ণ সন্নিধানে ।। আমি আগে আইনু কহি কৃষ্ণেরে ছুইয়া । বনে বিহরয়ে সভে আনন্দিত হৈয়া ।। কেহ কেহ বীণা সব করিয়া বাদন। সিঙ্গারব করে কত কত সখাগণ ।। মত্ত ভৃঙ্গগণ গান করে বনে বনে । কোন শিশুগণ আলাপয়ে তার সনে কোকিল সকল বনে কুহু কুহু করে । কেহ কেহ শব্দ করে তৈছে সুমধুরে ।। আকাশ উপরি উড়ি যায় পক্ষগণ। ছায়া অবলম্বি কেহ করয়ে ধারণ ।। কেহ হংস পিছে পিছে তার গতি যায় । কেহ বকসঙ্গে বসি রহে বকপ্রায় ।। আনন্দে ময়ুর নৃত্য করে বনে বনে। কোন সখা তৈছে নৃত্য করে তার সনে ।। কেহ কেহ বান-রের শিশু পাছে ধায়্যা । পিছে পিছে গাছের উপরে উঠে গিয়া ।। তারা যেন ডালে ডালে লম্ফ দিয়া যায় । তৈছে তার পিছে পিছে লাফায়্যা বেড়ায় ।। বনের ঝরনা নানা লঙ্ঘি ভেক যেন । লম্ফ দিয়া যায় কেহ লাফায়্যা তেমন ।। আপনার প্রতিছায়া দেখে হাস্য করে। নিজ প্রতিধ্বনি শুনি শাপ দেই তারে ।। কেহ লম্ফ

দিয়া কদম্বের ডাল ধরে। পত্র সহ পুষ্প তুলি আনয়ে সত্বরে ।। কেহত কৌতুকে সেই পুষ্প হাতে লৈয়া। কৃষ্ণ কর্ণমূলে দেই আনন্দিত হৈয়া ।। কেহ শিকা হৈতে ননী আনি সঙ্গোপনে। ধর বলি তুলি দেই কৃষ্ণের বদনে ।। এইমত কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখাগণ। বিহার করিয়া বনে করেন ভ্রমণ ।।

তথাহি। ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যাদাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃত পুণ্য পুঞ্জাঃ ।। ইতি

যোগী সব ধৃতাত্মা হইয়া তপ কৈল। বহু জন্মে তাঁর পাদরেণু না পাইল।। ব্রজ বালকের ভাগ্য কে বর্ণিতে পারে। সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণসহ সর্ব্বদা বিহরে ।।

তথাহি। যৎ পাদ পাংশু র্বহুজন্ম কৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভি র্যোগীভি রপ্য লভ্যঃ। সএব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে ভাগ্য মহো ব্রজৌকসাং ।। ইতি

হেনমতে কৃষ্ণ বৎস বালকের সনে। গমন করয়ে তথা হৈতে অন্য স্থানে।। আগে বৎস চলে তার পিছে শিশুগণ। সকল পশ্চাতে কৃষ্ণ মুরলী বদন ।। তা সভার সুখ ক্রীড়া সহিতে না পারি। অঘ নামে মহাসুর সর্প বপুধারী।। যে দেবতা সব কৈল অমৃত ভক্ষণ। তারা সভে নিত্য যারে করে নিরীক্ষণ।। সেই অঘাসুর হয় কংস অনুচর। যাহার ভগিনী বকী বক সহোদর।। কৃষ্ণ আদি বালক দেখিয়া মনে করে। এই কৃষ্ণ নষ্ট কৈল মোর সহোদরে।। শিশু বল সহ আজি কৃষ্ণে বিনাশিব। সভা মারি সুহৃদের বিলাপ করিব।। ব্রজবাসীগণ তবে মরিবে আপনে। প্রাণ হীন দেহে কিছু নাহি প্রয়োজনে ।। এত চিন্তি বৃহদ্বপু ধরি অজোগর। যোজন বিস্তার হৈল অতি উচ্চতর ।। অতি বড় গুহা সম মেলিয়া আনন। সভা গরাসিতে বনে করিল শয়ন।। অধোওষ্ঠ পৃথিবীতে মিশাই রাখিল ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ আকাশেতে যেন পরশিল।। দরি সম মুখ গিরিশৃঙ্গ সম দন্ত। জিহ্বা লক লকী মুখ ভিতরেত ধ্বান্ত ।। বিকট অনিল যেন নাসাতে নিশ্বাসে। বর্ত্তুল আকার নেত্রে দাবানল ভাসে ।। দূরে হৈতে শিশুগণ দেখিয়া তাহারে। অন্যোন্যে কহে কথা সরস অন্তরে ।। কেহ কহে ভাই সব হোর কি দেখিয়ে। আজি বৃন্দাবনে অদভুত শোভা হয়ে ।। এতবলি সভে তাঁহা করিতে প্রবেশ। কহিতে লাগিলা পুনঃ না জানে বিশেষ ।। প্রতিদিন বৎসগণ লৈয়া ফিরি বনে। কভু কাঁহা না দেখিল এমত বিধানে।। কেহ কহে অজোগর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া। মুখ মেলি আছে আমা সভার লাগিয়া ।। কেহ কহে সর্প নহে অসুর বা হয়ে। কেমতে যাইবে তবে কহত নিশ্চয়ে।। কেহ কহে ভাই সব ভয় কর কারে। যদ্যপি অসুর গ্রাস করে মোসভারে।। সঙ্গে মহাবলী আছে ব্রজেন্দ্রনন্দন। বকাসুর প্রায় বধ করিব এখন।। এতবলি সভে সিঙ্গা বেণু বাজাইয়া। হাসিয়া চলিলা সভে করতালী দিয়া।। নিঃশঙ্কে সকল ব্রজবালক যাইয়া। অঘাসুরমুখ মাঝে প্রবেশিলা

গিয়া ।। তাসভারে পাঞা দৈত্য তৃপ্তি নাহি হয় । কৃষ্ণের লাগিয়া মুখ বিস্তারিয়া রয় ।। সে সকল রঙ্গ কৃষ্ণ দেখে দূরে হৈতে । শিশু বৎস রক্ষা হেতু লাগিলা ভাবিতে ।। অসুর মরয়ে রক্ষা পায় প্রিয়গণ । এত মনে ভাবি শীঘ্র করিল গমন ।। তাঁরে দেখি অঘাসুর মহা সুখ পাইল । কৃষ্ণচন্দ্র তার মুখে প্রবেশ করিল ।। অন্ত রীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ । ভয়যুক্ত হৈয়া সভে করেন চিন্তন ।। কংস আদি করি অঘাসুর বন্ধু যত । হাসিবেক দৈত্যগণে হৈয়া উল্লাসিত ।। তবে অঘাসুর মুখ মুদিত করিল । কৃষ্ণ বিনাশিনু এই আস্পর্দ্ধা বাঢ়িল ।। তাঁহা প্রবেশিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । নিজ মুর্ত্তি বাঢ়াইলা বিশ্বম্ভর ধাম ।। শ্বাস রুদ্ধ হৈল দেখি দৈত্য অঘাসুর । ইতস্তত ভ্রমে ক্লেশ পাইয়া প্রচুর ।। উদ্গারিয়া পেলাইতে হয়ে তার মন । পেলাইতে নারে হৈল বড়ই বিষম ।। নিশ্বাস রহিত হৈল ধড় ফড় করে । শির ফাটি প্রাণ তার হইল বাহিরে ।। অঘাসুরের সর্পবপু কাতি হৈয়া পড়ে । প্রাণহীন পর্ব্বত আকার নাহি নড়ে ।। সেইপথে শিশু বৎস বাহির হইলা তবে কৃষ্ণচন্দ্র মুখে হৈতে নিকশিলা ।। অঘাসুরের তেজ অতি দীপ্তমন্ত হৈয়া । আছিলা গগণে দশদিগ প্রকাশিয়া ।। যে কালে মুকুন্দ বাহ্যে প্রকাশ হইলা । চরণার বিন্দে আসি প্রবেশ করিলা ।। দেবগণ সাধু সাধু করিয়া গগণে । নিজোচিত যথাযোগ্য করয়ে পূজনে ।। সুখ পাঞা পুষ্পবৃষ্টি করে হর্ষ মনে ।। অপ্সরা সকলে পূজা করয়ে নর্ত্তনে ।। গন্ধর্ব্বে করয়ে গান বিদ্যাধর গণে । বাজায় বিবিধ বাদ্য আনন্দিত মনে ।। নারদাদি বিপ্র স্তব করে সুবিধানে । জয় জয় জয় ধ্বনি করে দেবগণে ।। নৃত্য গীত বাদ্য এসকলে যে করিল । জয় জয়ধ্বনি স্তবে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ।। শুনি ব্রহ্মা নিজ লোকে চমকিত মনে । অন্তরীক্ষে গমন করিল বৃন্দাবনে ।। অলক্ষিতে দেখে অঘাসুর নষ্ট হৈল । কিমিতি কর্ত্তব্য মনে বিস্ময় জন্মিল ।। অঘাসুর বধ লীলা কৌমারে করিল । ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ পৌগণ্ডে জানিল ।। সেই হৈতে সর্পস্থলী নাম হয়ে তার । অঘোবন বলি নাম সর্ব্বত্র প্রচার ।।

তথাহি । প্রাণ প্রেষ্ঠ বয়স্য বর্গমুদরে পাপীয়সোঘাসুর স্যাবন্যো- স্তট পাবতোৎকট বিষৈর্দ্দুষ্টে প্রবিষ্ট পুরঃ । ব্যগ্রঃ প্রক্ষ্যরুষা প্রবিশ্য সহসাহত্বা খলং তং বলী যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সাপাতু সর্প- স্থলী ।। ইতি

এইত কহিল অঘবন বিবরণ । এবে জেঙলাই কথা শুন শ্রোতাগণ ।। অঘাসুর নষ্ট হৈল দেখি সখাগণ । কৃষ্ণের মহিমা গুণ করয়ে কীর্ত্তন ।। সভে কহে আজি অতি বিপত্তি হইতে । উদ্ধার হইনু মোরা কৃষ্ণের দয়াতে ।। অনেক বিপত্ত্যো কৃষ্ণ মোসভা রাখয়ে । সেইত ভায়্যার সঙ্গ ছাড়িতে নারিয়ে ।। যখনে যে ইচ্ছা মোরা করি নিজ মনে । সেই সব কার্য্য কৃষ্ণ পূরয়ে তৎক্ষণে ।। প্রাণের সমান

করি পালে মোসভারে। হেন দয়া ভায়্যা বিনা কেবা আর করে ।। এইমতে সভে অতি আনন্দিত মনে। কৃষ্ণগুণ প্রশংসিয়া খেলা করে বনে ।। অঘোবন পূর্ব্বদিগে হয় বৎসবন। যমুনা পুলিনে সেই স্থান মনোরম।। বৎসগণ চরিবারে গেল সেই খানে। সখাসনে কৃষ্ণ আইলা যমুনা পুলিনে ।। অতি সুনির্জ্জন স্থান বালু মনোরম। পদ্মমধু পানে মত্ত মধুকর গণ ।। নানা সুমধুর ধ্বনি পক্ষগণ করে। কল্পদ্রুমাবৃত সব পুলিন উপরে ।। দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দিত মনে। সখাগণ প্রতি কহে মধুর বচনে ।। বৎস সব জল খায্যা চরুক পুলিনে। সভে মেলি ভোজন করিব এই খানে ।। বেলা অতিবিক্ত সভে ক্ষুধার্ত্ত হইলা। ভোজন করহ পিছে খেলাইব খেলা ।। কৃষ্ণবাণী শুনি সভে পাইল আনন্দ। নিজ নিজ অন্ন তাঁহা আনে শিশুবৃন্দ ।। ভোজনের যোগ্য স্থান পবিসর দেখি। সুশীতল বৃক্ষমূলে বৈসে হৈয়া সুখী ।। কেহ কেহ সিঙ্গা ভরি ভরি জল আনে। পলাশের পত্র তুলি আনে কত জনে ।। কেহ বৃক্ষছাল পত্র তৃণ আদি করি। ভোজন কারণে সভে আনিল আহরি ।। কৃষ্ণ কহে বৈস সভে মণ্ডলা বন্ধানে। অন্ন বাঁটি দিযে সভে করহ ভোজনে ।। কৃষ্ণ আজ্ঞাক্রমে স্থল চতুর্দ্দিগে ঘেরি। বসিলেন সখাগণ মহানন্দ করি ।। কৃষ্ণমুখ নেহারিযা রহে সর্ব্ব জন। সুখে অন্ন বাঁটি দেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ।। ক্ষীর সর সর্করা সহিতে অন্ন লৈয়া। সকলের আগে রাখে হাসিযা হাসিযা ।। খাও খাও বলি কৃষ্ণ বলে পুনঃ পুনঃ। অন্ন হাতে রহে কেহ না করে ভক্ষণ ।। শ্রীদাম কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন। তুমি না খাইলে কেহ না করে ভোজন সকলের মধ্যে বসি খাও সুখী হৈযা। তবে সভে খাই অন্ন তুযা মুখ চায়্যা ।। সখাগণের বাক্য শুনি অন্ন হাতে করি। ভোজন করিতে মধ্যে বসিলেন হরি ।। চারিদিগে সখা যেন কমলের দল। মধ্যে কৃষ্ণ শোভয়ে কর্ণিকা মনোহর ।। নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে কৃষ্ণ সভাবে নিবখে। সভে কৃষ্ণ মুখ দেখে আপন সম্মুখে ।। বিবা সেই রূপ বেশ হয়ে নটবর। কহিল না হয় শোভা পরম সুন্দর ।। পীতধটী পরিধান মুক্তাহার গলে। নানা বিভূষণ পরে বনমালা দোলে ।। জঠর পটের মধ্যে করিয়াছে বেণু। শৃঙ্গ বেত্র কাখে অতি শোভা শ্যামতনু ।। বাম হাতে ক্ষীর সর নবনী অন্ন ধরে। নানা ফল উপচার অঙ্গুলি উপরে ।। সখাগণ মধ্যে রহি করেন ভোজনে। হাসেন কৌতুকে হাসাইযা সখাগণে ।।

তথাহি। বিভ্রদ্বেণুং জঠব পটয়োঃ শৃঙ্গ বেত্রেচ কক্ষে বামে পাণৌম সৃণ কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীযু। তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপবি সুহৃদ দোহাসযন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ স্বর্গেলোকে মিষতি পরিভো যজ্ঞভূগ্বালকেলিঃ ।। ইতি

ক্ষীর সর ননী অন্ন কোন সখা লৈয়া। কৃষ্ণ মুখে তুলি দেই হাসিযা হাসিয়া ।। কৃষ্ণ সেইমত অন্ন নিজ হাতে করি। তাসভাব মুখে দেন মহানন্দে ভরি ।। এই মতে সভে সভার মুখে অন্ন দিয়া। পুলিনে ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া ।। যে

দ্রব্য আস্বাদে সুখ পায় সখাগণ। সেই দ্রব্য দিয়া কৃষ্ণে করান ভোজন॥ ধর ভায়্যা এই দ্রব্যে অতি স্বাদু হয়। তোমারে না দিলে প্রাণ কি জানি করয়॥ তাসভার প্রেম দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন। ঈষৎ হাসিয়া সুখে করেন ভোজন॥ এই মত নানাবিধ কৌতুক বিধানে। ভোজন করয়ে সভে আনন্দিত মনে॥ অঘাসুর বধে ব্রহ্মা সুবিস্মিত মনে। পরীক্ষা কারণে লীলা দেখে সঙ্গোপনে॥ শুনিয়াছি ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ব্রজেন্দ্রনন্দন তনু নবঘন শ্যাম॥ পীতবাস বেণুধারী বিচিত্র ভূষণ। গোপাল বালক সঙ্গে করে বিলসন॥ ইহাতেই সেই সব লক্ষণ দেখিয়ে। বিরুদ্ধ আচার দেখি সংশয় জন্ময়ে॥ স্বয়ং ভগবান হয়ে সভার কারণ। তিহোঁ কেন করিবেন হেন আচরণ॥ ইহার আচার দেখি অতি বিপরীতে। গোপ বালকের ঝুঁটা খায হর্ষ চিত্তে॥ বুঝিল ঈশ্বর নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন। মহিমা দেখিলে জানি ঈশ্বর লক্ষণ॥ এত মনে করি ব্রহ্মা রহে সঙ্গোপনে। পরিশ্রম বলি হয়ে তাহার আখ্যানে॥ দেখিল ভোজন রসে সভে নিমগন। বৎস সব চরি২ গেল দূর বন॥ এই কালে বৎসগণ করিয়ে হরণ। বুঝিব কি কার্য্য করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ হরিয়া লইল শীঘ্র সব বৎসগণে। পর্ব্বতের গুহা মধ্যে রাখিল যতনে॥ অথা কৃষ্ণ মগ্ন হৈয়া আছেন ভোজনে। বৎস হরি লয় ব্রহ্মা তাহা নাহি জানে॥ সখাগণ ভয় পায়্যা কহে শুন ভাই। দূরে গেল বৎসগণ দেখিতে না পাই॥ তাহা সভার কথা শুনি শ্রীকৃষ্ণ আপনে। কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচনে॥ স্বচ্ছন্দে তোমরা বসি করহ ভোজন। আমি বৎস অন্বেষিয়া আনিব এখন॥ এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র বনে প্রবেশিলা। বৎসগণ অন্বেষণ করিতে লাগিলা॥ অদ্রি দরী কুঞ্জ গহ্বরাদি মাঝে গেলা। স্বপাণি কবল রূপে ভ্রমিতে লাগিলা॥

তথাহি। ইত্যুক্তাদ্রি দরী কুঞ্জ গহ্বরে স্বাত্ম বৎসকান্। বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বপাণি কবলো যযৌ॥ ইতি

চিন্তিত হইয়া ফিরি বুলে বনে বনে। অথা ব্রহ্মা শিশুগণে করিল হরণে॥ বৎসগণ নিকটে রাখিয়া বালকেরে। যত্ন করি আবরণ করি গুহা দ্বারে॥ তবে ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে করিল গমন। আকাশে রহিলা কিবা গেলা স্বভবন॥ শিশু বৎস গণ সব রহে সেই স্থানে। যোগ নিদ্রাগত কেহ কিছুই না জানে॥ অথা কৃষ্ণ নিজ মনে বিচার করিল। শিশুগণ আসি কিবা বৎস লৈয়া গেল॥ এত ভাবি সেইখানে পুনরপি আইলা। শিশুগণ না দেখিয়া চিন্তিত হইলা॥ অতি আর্ত্ত হৈয়া ফিরে বনের ভিতরে। সখাগণ নাম ধরি ডাকে উচ্চস্বরে॥ কোথা গেল ভায়্যা সব আমারে ছাড়িয়া। ব্যগ্র হৈয়া ফিরি তোমা সভা না দেখিয়া॥ এইমত ফুকারিয়া ডাকে ঘনে ঘনে। উত্তর না পাঞা কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে মনে॥ প্রতিদিন এই বনে করিয়ে বিহার। কভু অব্যাহতি নাহি হয়ে মোসভার॥ আজি কেনে হেন রীতি হৈল এই স্থানে। বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণে॥ এইমত কৃষ্ণচন্দ্র

ভাবি কতোক্ষণ। জানিনু জানিনু বলি কহেন বচন।। দেবগণের কোলাহল শুনি চতুর্ম্মুখ। আমারে দেখিতে আইলা পাঞা অতি সুখ।। অন্তরীক্ষে রহি দেখে আমার চরিতে। বিস্মিত পাইয়া মনে হইলা চিন্তিতে।। নির্দ্ধারিতে নারি ব্রহ্মা আমা জানিবারে। মায়া করি বৎস আর শিশুগণ হরে।। তিহোঁ যৈছে কৈল আমি তৈছে যদি করি। তবে ব্রহ্মা বুঝিতে নারিবে ভাল করি।। তার ভ্রম ঘুচাইতে সেই সে করিব। অনায়াসে বৎস শিশু এই খানে পাব।।

তথাহি। ক্বাপ্য দৃষ্ট্বান্ত র্বিপিনে বৎস পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগামহ।। ইতি

বৎস শিশুগণ যদি হরিল বিধাতা। দুঃখ পাবে গাবীগণ বালকের মাতা।। তাসভার অত্যন্ত আনন্দ যৈছে হয়। সে কর্ম্ম করিব মনে করিল নিশ্চয়।। তবে কৃষ্ণ শিশু বৎস আপনেই হৈলা। সর্ব্ব ব্রজে বনে গৃহে করিবারে লীলা।। জগত ঈশ্বর যেহোঁ বিশ্বকৃত হয়ে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ইচ্ছাতে জন্ময়ে।। অবতার গণ যার অংশ কলা হয়। তিহোঁ শিশু বৎস হৈলা চিত্র কিছু নয়।। যত যত বৎস ছিলা যত বৎস পাল। ছোট বড় বৎস যত তেমত রাখাল।। যৈছে হস্ত পদ যষ্টি বিষাণাদি যত। যৈছে খুর রোম বর্ণ কর্ণ যে যে মত।। যার যার যেন যেন হয় ভূষাম্বর। যৈছে শিল গুণ নাম আকৃতি সুন্দর।। যৈছে বয়ো বিহার বচন যৈছে কর্ম্ম। তৈছে সব হৈলা কৃষ্ণ কহিল এ মর্ম্ম।।

তথাহি। যাবদ্বৎসপবৎস কল্পক বপু র্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকংযাবদ্‌যষ্টি বিষাণ বেণু দলশিদ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরঃ। যাবচ্ছীল গুণাভিধাকৃতি বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহঙ্গবদজঃ সর্ব্ব স্বরূপো বভৌ।।ইতি।।

আপনেই কৃষ্ণচন্দ্র বৎসগণ হৈয়া। আপনে বালক আনে আপনা চালায়্যা।। আপন বিহারে করি আপনে ক্রীড়য়ে। সকলের আত্মা কৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশয়ে।।

তথাহি। স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ পরিবার্য্যাত্ম বৎসপৈঃ। ক্রীড়ন্নাত্ম বিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্‌ব্রজং।। ইতি

আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ বৎসগণ সনে। গমন করয়ে সুখে আপন ভবনে।। যে যে বালকের যে যে বৎসগণ হয়। যার যে যে গোষ্ঠ তাঁহা তাঁহা নিবেসয়।। সেই সেই গৃহে সেই রূপে বেশ ধারী। প্রবেশয়ে শৃঙ্গ বেণু বীণা শব্দ করি।। শুনি ব্রজবাসীগণ আনন্দ পাইলা। অশেষ মঙ্গলদ্রব্য করিতে লাগিলা।। সফল কদলী বৃক্ষ রোপে নিজ দ্বারে। সসলিল ঘট আম্রশাখা তদুপরে।। ধূপ দীপ ভক্ষ দ্রব্য সংযোগ করিয়া। স্থান করি রাখে সভে হরষিত হৈয়া।। দ্বারের বাহিরে আগুসরি গোপগণে। গাঢ় আলিঙ্গন করে নিজ পুত্র জ্ঞানে।। চুম্বন করয়ে অশ্রু ধারা দুনয়নে। স্নেহেস্নুত পয়োধর করাইল স্থানে।। নানা উদ্বর্ত্তন অঙ্গে

মর্দ্দন করিয়া। মজ্জন করাইয়া নির্ম্মঞ্ছয়ে সুখী হৈয়া।। তবে নিজ বস্ত্র বিভূষণ পরাইয়া। ললাট উপরে চিত্র তিলক রচিয়া।। ক্ষীর সর ননী ছেনা করান ভক্ষণ। এইমতে স্বাস্থ্য কৈল করিয়া লালন।। কৃষ্ণ ইচ্ছা লীলা ইহা কেহ নাহি জানে। অতি স্নেহে সেবা করে নিজ পুত্রজ্ঞানে।। অথা গাবীগণ গোষ্ঠে গমন করিয়া। সত্বরে হুঙ্কার করে বৎস আহ্বানিয়া।। বৎসগণ আইলেন নিজ মাতা স্থানে। দেখিয়া আনন্দে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।। অত্যন্ত আনন্দে দুগ্ধ স্রবয়ে যে স্তনে। পান করাইয়া অঙ্গ চাটয়ে সঘনে।। গোপীগণ গাবীগণের সবৎস বালকে ক্ষণে ক্ষণে অতি স্নেহ সম্পদ অধিকে।। ব্রজবাসী মাত্র স্নেহ লতা দিনে দিনে। কৃষ্ণ কম্প বৃক্ষোপরি বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।। এইমত কৃষ্ণচন্দ্র শিশু বৎস হৈয়া। আপনি আপনা পালে কৌতুক করিয়া।। বনে গোষ্ঠে লীলা করে বৎসর পর্য্যন্ত। ব্রজবাসীগণ সুখে না পাইল অন্ত।। সবে বলরামচন্দ্র বুঝিল বিচারে। চিচ্ছক্তি বিলাস সৃষ্টে যার অধিকারে।। গো গোপীগণের যত অভিলাষ ছিল। শিশুবৎস হৈয়া কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ কৈল।।

তথাহি ব্রজ বিলাসে।

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি মহিমোদ্রেকে মুৎ কেন ধাত্রা বৎস ব্রাতে দ্রুত মপকৃতে বৎসপালোৎকরেচ। তত্তদ্রূপো হরি রথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং মোদঞ্চক্রেহশ মপি ভজেবৎসহারঃ স্থলীংতাং।। ইতি

এইত কহিল বৎসবন বিবরণ। এবে সেই কহি যাহাঁ ব্রহ্মা বিমোহন।। একদিন কৃষ্ণ বলরাম সখাসনে। বৎস চরাইতে সভে গেল উপবনে।। গোবর্দ্ধন সন্নিকটে নহে অতি দূর। বৎসগণ চরে সভে আনন্দ প্রচুর।। গোপ সব ধেনুগণ চরাইয়া ফিরে। তৃণ লোভে ধেনু চরে গোবর্দ্ধনোপরে।। তথা হৈতে বৎসপাল দেখি-বারে পাইল। ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ঊর্দ্ধমুখে ধাইতে লাগিল।। পর্ব্বতের শৃঙ্গ দরী কিছু নাহি মানে। দুর্গপথ লঙ্ঘি ত্বরা যায় বৎসস্থানে।। বনজন্তু যেন বৎস গিলিবারে ধায়। তৈছে বেগে নিজ২ বৎস কাছে যায়।। নিজ বৎস অঙ্গ চাটে সব ধেনুগণ অতি স্নেহে পিয়াইতে লাগিলেন স্তন।। গোপ সব বেত্র হাতে বহু যত্ন কৈল। বহু শ্রম করি ধেনু রাখিতে নারিল।। বড় শব্দ করি সভে পাছে পাছে ধায়। শিশুগণ প্রতি অতি কটু হৈয়া ধায়।। অবোধ বালক বৎস এত দূর আনে। দেখি ধেনু ধায় ক্লেশ পাইল তেকারণে।। ক্রোধে বেত্র হাতে তাঁহা আইল গোপগণ। দেখি ধেনু বৎস সব একত্র মিলন।। গোপ সব শিশুগণে কিছু না কহিল। কৃষ্ণ মুখ হেরি সব দুঃখ শ্রম গেল।। সকলেই নিজ নিজ বালক দেখিয়া। আলিঙ্গন করিল যে কোলে উঠাইয়া।। স্নেহে পরিপূর্ণ লয়ে মস্তকের ঘ্রাণে। নেত্রে অশ্রু ধার সুখে আপনা না জানে।। ধেনু সব নিজ বৎস নারে ছাড়িবারে। বালক ছাড়িয়া গোপ যাইতে না পারে।। অনেক যতনে পুনঃ ধেনুগণ লৈয়া। গোপগণ

গেলা ধেনু চারণ লাগিয়া ।। দেখি বলরামচন্দ্র সুবিস্ময় মনে। বুঝিল আছয়ে কিছু নিগূঢ় কারণে ।। অনুভবি দেখিলেন বৎস শিশুগণে। জানিলেন কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত বিধানে ।। স্বগর্ব্বে গর্ব্বিত বিধি আপনা পাসরে। কৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা বুঝিতে না পারে ।। মায়াতে ভুলিয়া বৎস বালক হরিল। সেইত কারণে কৃষ্ণ এ লীলা করিল ।। সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রহ্ম গর্ব্ব নাশে। আত্ম ভক্ত সুখ লাগি এ লীলা প্রকাশে ।।

তথাহি। কেয়ং বা কুতআয়াতা দৈবীবানার্য্যুতাসুরী। প্রায়োমায়াস্তু মে ভত্তুর্নান্যা মেপিবিমোহিনী ।। ইতি

এতেক ভাবিয়া মনে রোহিণী নন্দন। কৃষ্ণ মুখ নেহারয়ে সহাস্য বদন ।। দোহেঁ দোহাঁ হেরি রহে কৌতুক বিশেষে। এই রূপ প্রেমলীলা করিয়া প্রকাশে ।। তবে তথা হৈতে কৃষ্ণ বৎসগণ লৈয়া। বলরাম সঙ্গে চলে হাসিয়া হাসিয়া ।। এইমতে সভে ব্রজে করিলা গমনে। বাছুর চরান দোহে ঐছে ব্রজবনে ।। পুনঃ সে রামের জন্মতিথি যবে আইলা। কৃষ্ণচন্দ্র একা বৎস চরাইতে লাগিলা ।। তৈছে বৎস বনে বৎস চরিতে লাগিল। শিশুগণ সঙ্গে কৃষ্ণ খেলা আরম্ভিল ।। ওথা অব্দ-শেষে কিছু দিবস থাকিতে। নিজ লোকে রহি ব্রহ্মা লাগিলা ভাবিতে ।। গুহা মাঝে বৎস শিশু রাখি আইনু এথা। কৃষ্ণ বিনা তারা বা কি রূপে আছে তথা ।। কৃষ্ণ বা কি রূপে তাহাসভা না পাইয়া। বিহার করায় ব্রজবনেতে রহিয়া ।। সে রস অবশ্য আমি দেখিব নয়নে। এত চিন্তি পুনঃ কৈল ব্রজ আগমনে ।। অল-ক্ষিতে আইলেন সেই বৎসবনে। কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা করে দরশনে ।। পূর্ব্ববৎ সব বৎস বালক লইয়া। পরম আনন্দে লীলা করেন হাসিয়া ।। যেমত বালক বৎস হরিল আপনে। তেমতি দেখয়ে সব রহে কৃষ্ণসনে ।। দেখি ব্রহ্মা মনে মনে করেন বিচার। তৈছে বৎস শিশুগণ কোথা পাইল আর ।। গোকুলে যতেক বৎস বালক আছিল। তাহা লৈয়া আমি গুহা ভিতরে রাখিল ।। মায়াতে মোহিত তারা আছে সেইখানে। তদিতর তৈছে সব দেখি কৃষ্ণ সনে ।। বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিল। গুহা হৈতে শিশুবৎস কেমতে আইল ।। বুঝি কৃষ্ণ সেই স্থানে যাইয়া আপনে। অন্বেষণ করি আনে শিশু বৎসগণে ।। এত ভাবি শীঘ্র গতি গুহা দ্বারে গেলা। শিশু বৎসগণ তাঁহা তেমতি দেখিলা ।। তথা হৈতে আসি পুনঃ তেমতি দেখয়। বুঝিতে না পারি পদ্মযোনি সুবিস্ময় ।। বুঝি নন্দসুত কিছু মন্ত্রাদিক জানে। তাঁহা লৈয়া রাখে পুনঃ আনয়ে এখানে ।। কিবা মোর ভ্রম ক্রমে দেখি বিপরীতে। এত বলি গুহা দ্বারে গেলেন তুরিতে ।। বিষ্ণুমায়া বিমো-হিত নারে নির্দ্ধারিতে। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে এইমতে ।। সেই এই এই সেই কহিতে কহিতে। সেই নাম সেই স্থান হৈল সেই হৈতে ।। মায়া করিলাম কৃষ্ণে মোহিবার তরে। বিমোহন বিশ্বমোহন কে মোহিতে পারে ।।

মায়া করি শিশু বৎস করিল হরণে। শিশুবৎস দেখি পুনঃ মোহিত আপনে ॥

তথাহি। এবং সংমোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনং। স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিত ॥ ইতি

অন্ধকার রাত্রে যেন নৈহার আভাসে। দিনে যৈছে খদ্যোতের জ্যোতি পরকাশে ॥ কৃষ্ণ তৈছে যোগমায়ার কারণ আশ্রয়। ব্রহ্মার সামান্য মায়া তাঁহা কিছু নয় ॥

তথাহি। তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চি বিবর্হিনে। মহতী তব মায়েশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জত ॥ ইতি

শ্রান্তযুত হয়ে বিধি ভাবে মনে মনে। মোর বুদ্ধি নাশ হৈল কিসের কারণে ॥ মোর জন্মকর্ত্তা নারায়ণ সর্ব্বোপরি। তাঁর আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টি উৎপত্তি যে করি ॥ এইত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত জীবগণ। মায়া হৈতে সব আমি সবার কারণ ॥ আমা হৈতে আর কেবা আছয়ে সংসারে। সবে নারায়ণ বিনা না দেখি বিচারে ॥ এই মত ব্রহ্মা নিজ মনে গর্ব্ব ধরে। সে সব বৃত্তান্ত কৃষ্ণ জানয়ে অন্তরে ॥ দেখিলেন কৃষ্ণ চতুর্মুখের মনন। আপন মায়াতে বিধি আপনি মোহন ॥ চতুর্ভুজ নারায়ণ সর্ব্বোপরি জানে। বৈকুণ্ঠ যাহার ধাম সত্য করি মানে ॥ পরম ঈশ্বর আমি সভার কারণ। চিদানন্দময় মোর পরিকরগণ ॥ সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন সর্ব্ব ধামাশ্রয় বৃন্দাবন মহিমা বিধির বেদ্য নয় ॥ এইখানে ষড়ৈশ্বর্য্য করিয়া প্রকাশ। ভালমতে করিব বিধির গর্ব্ব নাশ ॥ দেখিতে দেখিতে যত শিশু বৎসগণ। সকলেই হৈলা চতুর্ভুজ নারায়ণ ॥ সভে ঘনশ্যাম পীত পট্টবাস পরে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে ধরে ॥ মস্তকে কিরীট সভার শ্রবণে কুণ্ডলে। উরে শোভে মণিহার মণি মালা গলে ॥ শ্রীবৎস হৃদয়ে কম্বু কণ্ঠরত্ন সাজে। বলয়া কঙ্কণ সকলের চারি ভুজে ॥ কনক নূপুরে দীপ্ত সকল চরণ। অঙ্গুলে অঙ্গুরী কটি সূত্র মনোরম ॥ কমল তুলসী দাম মস্তক হইতে। চরণ অবধি শোভে সকল অঙ্গেতে ॥ পূর্ণচন্দ্র সম হাস্য উজ্জ্বল বদন। অরুণ অপাঙ্গ দৃষ্টি অতি মনোরম ॥ আত্মা আদি স্তম্ভাদি পর্য্যন্ত চরাচরে। মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া পূজা করে যা সভারে ॥ অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি যেই হয়। যতেক মহিমা তাহা বৈকুণ্ঠে আছয় ॥ সে সকল পৃথক পৃথক সর্ব্ব আগে। উপাসনা করিয়া আছয়ে অনুরাগে ॥ নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ড সহিতে ব্রহ্মা শিব। তাসভার আগে আসি হইলা উদ্ভব ॥ কেহ শতমুখ কেহ সহস্র বদন। লক্ষকোটি মুখ কার না হয় গণন ॥ যার যেন মুখ তেন ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। যোড়হাতে স্তব করে রহিয়া অগ্রেতে ॥ বিভূতি সকল ইন্দ্র রুদ্রাদিক যত। নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার অনুগত ॥ তত্ত্ব সব হয় চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। মহত্তত্ত্ব যত আগে আগে সতাকার ॥ আর যত হয়ে কাল স্বভাব সংস্কার। কাম

কর্ম্ম গুণ আদি নাম যা সভার ।। এসকল মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া তাসভার। উপাসনা করে অতি আনন্দ অপার।। সত্বজ্ঞান অনন্ত আনন্দ মাত্র এক। রসময় মূর্ত্তি সব হয়েন প্রত্যেক ।। বেদে নাহি জানে হেন মহিমা যাহার। অতি যে অদ্ভুত বিষ্ণু বৃন্দ অবতার ।। যার ভাসা সর্ব্ব চরাচরে দীপ্ত করে। হেন পরংব্রহ্মের এ সর্ব্ব অবতারে ।।

তথাহি। তাবৎ সর্ব্বে বৎস পালাঃ পশ্যতে যস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীত কৌশেয় বাসসঃ।। চতুর্ভুজাঃ শঙ্খ চক্র গদা রাজীব পাণয়ঃ। নূপুরৈঃ কনকৈর্ভাতাঃ কটি সূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।। অঙ্ঘ্রি মস্তকয়া পূর্ণাস্তুলসীং নবদামভিঃ। কোমলৈঃ সর্ব্ব গাত্রেষু ভুবি পুণ্য বদর্পিতৈঃ। চন্দ্রিকা বিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ। স্বকার্থানামি বরজঃ সত্বাদ্যাং সৃষ্টি পালকাঃ।। আত্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তৈ মূর্ত্তিবদ্ভিশ্চরাচরৈঃ। নৃত্য গীতাদি নৈকাহৈ পৃথক পৃথক উপাসিতাঃ। অণিমাদ্যৈর্মহিমভিঃ রজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ। চতুর্বিংশতিভিস্তত্বৈঃ পরিতামহদাদিভিঃ। কাল স্বভাব সংস্কার কাম কর্ম্ম গুণাদিভিঃ। স্বমহিধ্বস্ত মহিভি মূর্ত্তি মদ্ভিরুপাসিতা। সত্বজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্মা অপিহ্যনিসদ্দৃশাং। এবং সকৃদ্দদর্শায়ঃ পরব্রহ্মাত্মবোহখিলান্। যস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতিস চরাচরং ।। ইতি

এইমত ব্রহ্মা নিজ অগ্রেতে দেখিল। অদ্ভুত আশ্চর্য্য কিছু বুঝিতে নারিল।। তবে ব্রহ্মা অত্যন্ত কৌতুকোদ্বৃত্ত হয়। একাদশেন্দ্রিয় তার স্তব্ধ হৈয়া রয় ।। দেখিয়া কৃষ্ণের ধাম ব্রহ্মা তুষ্টি হৈলা। চিত্ত পুতলিকা প্রায় দাণ্ডায়্যা রহিলা ।। এইমত কহিলাম ব্রহ্মার মোহন। আগে ব্রহ্মা স্তুতি কথা করিব বর্ণন।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে অঘোবনাদি লীলাস্থলী বিবরণ কথনে ব্রহ্ম মোহনোনাম ঊনত্রিংশতিতমোঽধ্যায় সম্পূর্ণং।

ত্রিংশতিতমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এবে কহি চৌমুহা গ্রামের বিবরণ। চতুর্ম্মুখ যাঁহা কৈল কৃষ্ণের স্তবন ।। এই মত চতুর্ম্মুখ মোহ মগ্ন হৈলা। কৃষ্ণের মহিমা তর্কে বুঝিতে নারিলা।। অতর্ক্য কৃষ্ণের ধাম লীলা পরিবার। তর্ক করি বুঝে হেন শকতি কাহার ।। আমি সর্ব্ব লোকপাল এই অভিমানে। বিশ্বস্রষ্টা করি বিধি আপনাকে জানে ।। প্রকাশ আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ হয়। সত্যজ্ঞানানন্তনন্দ বেদে যারে গায়।। প্রকৃতির যেহোঁ যোগমায়ার আশ্রয়। অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার ইচ্ছা মাত্র হয় ।। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

একলে যেই হয়। সর্ব্বকাল নিত্যরূপ তিহোঁ বিরাজয়॥ অচিন্ত্য অদ্ভুত যার অবতার গণ। সর্ব্ব শক্তিময় সর্ব্ব কারণের কারণ॥ দেব সব নিতি নিতি কহি বার বার। সত্যবস্তু যেই কৃষ্ণ করয়ে নির্দ্ধার॥ তাহার অনন্তাদ্ভুত বৈভব দেখিলা। কিমিতি আশ্চর্য্য তাহে বিস্মিত হইলা॥ ক্ষণেক দেখিয়া আঁখি মিলিবারে নারে। জ্ঞানাচ্ছন্ন মোহে মূর্চ্ছা হংসের উপরে॥ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। মোহিত হইলা বিধি ন বুঝি কারণ॥ অজাজবনিকা মায়াচ্ছন্ন করে জ্ঞান। সেইক্ষণে করিল তাহার তিরোধান॥ যে মায়া মোহিত ব্রহ্মা আশ্চর্য্য দেখিল। কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্র সেই মায়া দূর হৈল॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতীরেশেঽতর্কে ন নিজ মহিমনিস্ব প্রমিতিকে পরত্রাঽজাতোঽতন্নিরসন পর ব্রহ্মকমিতৌ। অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি চচ্ছাদাযোজ্জাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাং॥ ইতি

তবে ব্রহ্মা উঠিলেন লব্ধেন্দ্রিয় হৈয়া। অনেক যতনে নেত্র সকল মেলিয়া॥ সেইক্ষণে দশদিগ হেরিতে লাগিলা। পূর্ব্ববৎ বৃন্দাবন আগেত দেখিলা॥ কপ বৃক্ষগণ যেই বনে সব হয়। সর্ব্বদা প্রিয়তা যাঁহা নাহি রিপুভয়॥ নর মৃগ ব্যাঘ্র গণ একঠাঞি যাহাঁ। স্বভাব নির্বৈরি সেই বৃন্দাবন তাঁহা॥ অদ্বয় পরম ব্রহ্ম অন্ত নাহি যার। অগাধ যাহার বোধ নাহি পারাবার॥ গোপ শিশু যোগ্য লীলা লাট্য তিহোঁ করে। এক কৃষ্ণ সপানিক বল ব্যবহারে॥ পূর্ব্ববৎ শিশু বৎস অন্বেষণ করি। ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বুলে হরি॥ পরমেষ্ঠি এইমত করি দরশন। বুঝিল যে সর্ব্বধাম সার বৃন্দাবন॥ স্বয়ং ভগবান্ এই ব্রজেন্দ্রনন্দন। ইঁহার বিলাস রূপ হয় নারায়ণ॥ আপনেই কত কত নারায়ণ হৈলা। পুনরপি শিশু কা ধরি করে খেলা॥

তথাহি। তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশ শিশুত্ব নাট্যং ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্ত মগাধ বোধং। বৎসান্ সখীনিবপুরা পুরতো বিচিন্বদেকং সপাণি কবলং পরমেষ্ঠ চেষ্ট॥ ইতি

তবে চতুর্মুখ চিত্তে হৈল অতি ত্রাস। কাঁপিতে কাঁপিতে কহে হৈল সর্ব্বনাশ॥ মুঞি অতি দুষ্টমতি মায়াতে ভুলিয়া। কৃষ্ণ তত্ত্ব না বুঝিনু আপনা খাইয়া॥ স্বয়ং ভগবান ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাহারে মনুষ্য বুদ্ধি হৈল মোর মন॥ নিজ অধিকারে মত্ত কিছু না জানিনু। শিশু বৎসগণ সব হরিয়া লইনু॥ এত ভাবি অন্তরীক্ষ বাহন হইতে। ত্বরা করি চতুর্মুখ নামিলা গোষ্ঠেতে॥ সশঙ্কিত হৈয়া অতি কাতর অন্তরে। কৃষ্ণ আগে আইল নিজ দোষ নাশিবারে॥ অভয় চরণ কৃষ্ণের দেখি চতুর্মুখ। লোটায়্যা পড়য়ে তাহাঁ হৈয়া ভাবোন্মুখ॥ সুবর্ণের দণ্ড যেন পড়ে পৃথিবীতে। তেমতি পড়য়ে ব্রহ্মা কৃষ্ণের অগ্রেতে॥ মুকুটাগ্রে করি

পদ দ্বন্দ পরশিয়া। দণ্ডবৎ করি নেত্র সাশ্রুযুত হৈয়া॥ সেই জলে পদদ্বন্দ অভিষেক করি। পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে কৃষ্ণবরাবরি॥ কৃষ্ণের মহিমা পূর্ব্ব যতেক দেখিলা। স্মঙরিয়া অজ্মি মূলে পড়িয়া রহিলা॥ তারপরে অল্পে অল্পে উঠি দাণ্ডাইয়া। আপনার নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া॥ বিনম্র কন্দরে অতি গদ্গদ বচনে। পুটাঞ্জলি হৈয়া করে কৃষ্ণের স্তবনে॥ গোপেন্দ্রনন্দন প্রভো সর্ব্ব শিরোধার্য্য। তুয়া রূপ গুণ লীলা পরম আশ্চর্য্য॥ নবঘন শ্যাম বপু শ্যামল সুন্দর। তড়িত সদৃশ তহিঁ শোভে পীতাম্বর॥ অরুণিত গুঞ্জা অবতংস দুই গুচ্ছে। ইন্দ্র ধনু সম শিরোপরি শিখিপুচ্ছে॥ অতি যে আশ্চর্য্য মুখচন্দ্র দ্যুতিমান। উরুপর নানাবিধ বনফুল দাম॥ কবল বিশাল বেণু বেত্র অতি শোভা। সুকোমল চরণ যুগল মনোলোভা॥ স্বমাধুর্য্য লীলামৃত ধারা বরিষণে। পুষ্টকর শুদ্ধ ভক্ত চাতকের গণে॥ পরম দয়ালু সর্ব্ব গুণের নিধান। অপরাধ ক্ষম প্রভু মো অতি অজ্ঞান॥

তথাহি। নৌমীড্যহভ্র বপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিঞ্ছল সন্মুখায়। বন্যস্রজে কবল বেত্র বিশাল বেণু লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ইতি

এইমত পুনঃ পুনঃ করয়ে স্তবনে। নিজকৃত অপরাধ মার্জ্জন কারণে॥ তার দশা দেখি কৃষ্ণ সকৌতুক মনে। কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে॥ শুন ব্রহ্মা তুমি বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তা হৈয়া। কি লাগি কান্দহ মোর চরণে পড়িয়া॥ গোপকুলে জন্ম বৎস করিয়ে চারণ। বনে বনে ফিরি সদা সঙ্গে শিশুগণ॥ মনুষ্য শরীর মোর মনুষ্য আচার। মোরে স্তুতি উপযুক্ত না হয়ে তোমার॥ ঈশ্বরের অংশ তুমি হও চতুর্মুখ। ব্রহ্মলোকে থাকি সদা কর নানা সুখ॥ ইন্দ্র আদি দেব সব আশ্রিত তোমার। তোমা বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহে তাসভার॥ হেন যেন্ঐশ্বর্য্য রূপ গর্ব্ব তেয়াগিয়া। মোর পায়ে পড়ি কেন কান্দ ফুকারিয়া॥ কৃষ্ণবাণী শুনি ব্রহ্মা কাঁপিতে কাঁপিতে। নানা স্তব করি কহে দাণ্ডাঞা সাক্ষাতে॥ শুন প্রভু গুণনিধি করি নিবেদনে। মোর সম অজ্ঞ নাহি এতিন ভুবনে॥ নিজ গর্ব্বে মত্ত হৈয়া তোমা না জানিনু। মনুষ্য বুদ্ধিতে বৎস বালক হরিনু॥ এই অপরাধ প্রভু করহ মার্জ্জন। তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সভার কারণ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে পুনঃ সহাস্য বদনে এত স্তুতি কর দেব কিসের কারণে॥ তুমি চতুর্ম্মুখ তোমার পিতা নারায়ণ। তাঁর আজ্ঞাক্রমে তুমি জগত কারণ॥ আমি সব তুয়া সৃষ্টে বসতি করিয়া। বিলাস করিয়ে সুখে ধেনু বৎস লৈয়া॥ ব্রহ্মা বলে তুমি হও জগতের সার। যেহোঁ নারায়ণ তিহোঁ বিলাস তোমার॥ স্বকীয় ঐশ্বর্য্য লীলাতে সমর্পিয়া। নিজ কার্য্য সাধ গূঢ় রূপেতে রহিয়া॥ সে ঐশ্বর্য্য দেখি সর্ব্ব মন ভুলি যায়। তোমার মাধুর্য্য লীলা দেখিতে না পায়॥ যাতে যার চিত্ত রহে সে তাহা দেখয়। সতত মগন

অন্য কিছু না জানয় ।। কুবিষয় ধ্বান্তাগারে পড়ি মোর মন। মাধুর্য্য নিগূঢ় লীলা না পায় দর্শন ।। তুয়া কৃপাদীপ যবে প্রজ্বলিত হয়। তবে মনে ধ্বান্ত ঘুচে এলীলা দেখয় ।। এইমত কত শত করিয়া স্তবনে। নিবেদন করে বিধি কৃষ্ণের চরণে ।। শুন দেব তোমার চরণাম্বুজদ্বয়। প্রসাদের লেশ যে জনার লভ্য হয় ।। সেই জন তোমার মহিমা তত্ত্ব জানে। অন্যে না জানয়ে বহু কাল অন্বেষণে ।।

তথাহি। তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো নচান্য একোহপি চিরংবিচিন্বন্ ।। ইতি

অতএব নাথ মোরে কর অবধান। আপন চরণে সেই ভক্তি দেহ দান ।। যে ভক্তি করিলে মিলে এচরণ সেবা। অনুগত জানিয়া এজন প্রতি দিবা ।। যবে পাই তুয়া পাদ সেবা সর্ব্বসার। তবে অতিশয় ভাগ্য মানি আপনার ।। এই ব্রহ্ম জন্মে কিবা বৃক্ষলতা মাঝে। যে সে জন্ম লভিয়া তোমার এই ব্রজে ।। ভবদীয় মধ্যে হৈয়া যে সে একজন। তব পাদ পল্লব করিয়ে নিষেবন ।।

তথাহি। তদস্তু মে নাথ সভূরি ভাগো ভবেত্রচান্যত্রতিরশ্চাং। যে
নাহ মে কোপি ভজজ্জনানাং ভূত্যানি সেবে তব পাদপল্লবং ।। ইতি

যাহাঁ তাহাঁ জনম লভিয়া ভক্তজন। তোমার চরণ পদ্ম করয়ে ভজন ।। তার আগে দেবাদিক জন্ম কিছু নয়। তুয়া ভক্তি যুক্ত জন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয় ।। এইমত ভক্তিমন্ত প্রশংসা করিয়া। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রজজন কহে বিশেষিয়া ।। যত যজ্ঞ গণে তুয়া প্রাপ্তির কারণ। অদ্যাপিহ সমর্থ না হয়ে এক্ষণ ।। ব্রজ গো গোপীকাগণ অত্যাশ্চর্য্য ধন্য। অমৃত সুস্বাদু তুল্য যাসভার স্তন্য ।। বৎস শিশু রূপে পান করিলে আপনে। তাসভার প্রেম মর্ম্ম অন্য কেবা জানে ।।

তথাহি। অহোতি ধন্য ব্রজ গোরমন্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তেমুদা।
যাসাং বিভোৎস তরাত্মজাত্মনায়স্তুপ্তয়েহদ্যাপ্যথনালমধ্বরাঃ ।। ইতি

নন্দ গোপ ব্রজবাসী হয়ে যত জন। অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য সভার না যায় বর্ণন ।। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ সর্ব্ব সার। পরম আনন্দ রূপ মিত্র যাসভার ।।

তথাহি। আহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দ গোপ ব্রজৌকসাং। যন্মিত্রং
পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনং ।। ইতি

ব্রজলোকের ভাগ্যের মহিমা যত হয়। আছুক তাবৎ সেই পরিমিত নয় ।। শুন হে অচ্যুত কিছু করি নিবেদন। সর্ব্ব আদি করি মোরা একাদশ জন ।। দিক বাত অর্ক বরুণ অশ্বিনী কুমার। বহ্নি ইন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র ব্রহ্ম নাম যার ।।

তথাহি। দিগ্বাতার্ক প্রচেতোশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্রকাঃ ।। ইত্যাদি

দশেন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা এই দশ জন। মনেন্দ্রিয়ে চন্দ্র একাদশ নিরূপণ ।। বুদ্ধি অহঙ্কার আর দুইত প্রকার। অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ অধিষ্ঠাতা যার ।।

তথাহি। মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্ত বৃত্যান্তরাত্মক মিত্যাদি ।।

তোমার চরণ পদ্ম যুগলের মধু। অতি যে মাদক সেই অমৃত সুস্বাদু।। নিজ নিজ ইন্দ্রিয় চষক মধ্যে ভরি। আস্বাদিয়া সভে মানি বহু ভাগ্য করি।। তুয়া কীর্ত্তি সৌরভ্য সৌগন্ধি আদি যত। কেহ কোন অংশে সেবা করে নিজোচিত।। সকলেই কৃতার্থ মানিয়া আপনারে। যাহাঁ তাহাঁ রহি নিজ নিজ অধিকারে।। সৌন্দর্য্য সৌরভ্য শব্দ স্পর্শ রস সার। সদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বস্বাদ্য যাসভার।। তোমার সহিতে ব্রজে যে সব বিহরে। তাসভার ভাগ্য কথা কে কহিতে পারে।।

তথাহি। এষাংতু ভাগ্য মহিতাচ্যুত তাবদাস্তা মেকাদশৈ'বহিরসং বত ভূরিভাগাঃ। এতদ্ধৃষীক চষকৈ রসকৃত পিবামঃ সর্ব্বাদয়োঃঙ্ঘ্র্যদজ মধ্ব মৃতাসবংতে।। ইতি

এইমত ব্রজভাগ্য প্রশংসা করিতে। অতিশয় লোভ হৈল চতুর্ম্মুখ চিত্তে।। কিরূপে হইবে জন্ম এই ব্রজবনে। ব্রজ অনুগত সেবা পাইব কেমনে।। উৎ-কণ্ঠিতহৈয়া পুনঃ করে নিবেদন। সেই ভূরি ভাগ্য যেই করিল প্রার্থন।। ভারত ভূমিতে এই মনুষ্য লোকেতে। কিবা ব্রজবনে কিবা গোকুল মধ্যেতে।। ষোল ক্রোশ মাঝে যে সে জনম আমার। যবে হয়ে তবে ভাগ্য মানি আপনার।। যদি কহ নিজ সত্যলোক ত্যাগ করি। ব্রজে জন্ম ইচ্ছা কেনে বুঝিতে না পারি তবে নিবেদন করি তাহার কারণ। গোকুলের মধ্যে যে সে কোন একজন।। তার যে চরণরজ হয়ে সর্ব্ব সার। তাতে অভিষেক সদা হইবে আমার।। যদি কহ ব্রজবাসী মাত্র সর্ব্ব জন। অতি ধন্য কৈছে শুন তাহার কারণ।। ব্রজলোক সক-লের তুমি সে জীবন। তোমার জীবন ব্রজবাসী সর্ব্বজন।। যে তুয়া চরণরজ অতি সুদুর্ল্লভ। ব্রজজন মাত্রে সেই সর্ব্বদা সুলভ।। অদ্যাবধি যে চরণরজ শ্রুতিগণ অন্বেষণ করে মাত্র না পায় দর্শন।। শুদ্ধ রাগ বিনা কেহ না পায় তোমারে। এইমত হয় সর্ব্ব শাস্ত্র পরচারে।।

তথাহি। তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং। যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দ স্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতি মৃগ্যমেব।। ইতি

পুনঃ নিবেদয়ে দেব তোমার চরণে। ব্রজবাসী ভাগ্য কিবা করিব বর্ণনে।। যাসভার ভাব ভক্তি প্রেম আচরণে। আপনে হইলেঁ ঋণী হেনলয় মনে।। যদি কহ কিবা দিতে নাপারিয়ে আমি। কিবুঝিয়া মোরে ঋণী কহিতেছ তুমি।। তবে নিবেদন করি মনে যেই লয়। সর্ব্ব ফলাত্মক তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।। তোমা হৈতে কিবা ফল আছে কোন স্থানে। ব্রজলোকে দিয়া ঋণ করিবে শোধনে।। বিচা রিয়া নির্দ্ধার করিতে নাপারিল। সর্ব্বত্র ভ্রমিয়া চিত্ত মোহিত হইল।। যদি কহ তোমারে সে ফল আমি দিব। তাতে ব্রজবাসী স্থানে অঋণী হইব।। নহি নহি

এমত না করি নিবেদন। যে লাগি কহিয়ে শুন তাহার কারণ।। ভক্তবেশ অনু কার মাত্র যে করিল। পাপীষ্ঠ পূতনা সেহ তোমারে পাইল।। যদি কহ তৎ সম্বন্ধি অতি যেই হয়। তাহা দিব তাহা পুন শুন মহাশয়।। সে গতি পাইল অঘ বক দুইজন। পূতনা সকুলা যাতে পাইল চরণ।। সদ্বেশ ধারণ মাত্র হেন লভ্য যার। সেই ভক্তবেশ নিত্য হয় যা সভার।। ধামার্থ সুহৃদ যেবা প্রিয়াত্ম তনয়। তোমার কারণে যা সভার প্রাণাশয়।। অতএব বিচারিয়া বুঝিল কারণে। ব্রজ বাসীর প্রেমে ঋণী হইলা আপনে।।

তথাহি। এষাং ঘোষনিবাসিনা যতভবান্ কিং দেববাতে তিনশ্চেতো বিশ্বকল.ৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলাত্বামেবদেবাপিতা যদ্ধার্থ সুহৃৎ পিয়াত্মনয প্রাণাশয়াস্তৎ কৃতে।।

যদি কহ বিগত রাগাদি দোষ যায়। তারা আমাবিনে কিছুনাহি জানে আর।। ইহা সভার রাগাদিক অপর্য্যাপ্তময়। আমার নিমিত্তে কৈছে কহত নিশ্চয়।। তবে শুন কৃষ্ণচন্দ্র করি নিবেদন। ব্রজলোকের বিষয়াদি তোমার কারণ।। রাগ আদি সকলে তাবৎ চোর হয়। তোমার বিষয় ভাব চুরিকরি লয়।। উত্তম সম্পদ যুত গৃহ যেই হয়। তাবৎ বন্ধনাগার স্নেহ সুনিশ্চয়।। তাবৎ পর্য্যন্ত মোহ নিগড় রূপেতে। চরণে বন্ধন কেহ নারে ছাড়াইতে।। যাবৎ বিষয়ী জন তোমার নাহয়। তাবৎ সংসার চক্রে মোহিত থাকয়।। তদীয় জনের সংসা- রাদি যত হয়। তোমার কারণে সব স্বার্থ কিছু নয়।। নন্দ আদি ব্রজবাসী হয় যতজন। সংসারে করয়ে রাগ তোমার কারণ।। গবাদি যে পশু গণ পালন করয়ে। দধি দুগ্ধ নবনীত তাহাতে জন্ময়ে।। সে সকল বস্তু তুয়া সুখ হেতু হয়। তেকারণে তাতে রাগ সকলে করয়।। তাসভার সম্পদ সংযুক্ত গৃহ যত। বসন ভূষণ তুয়া সুখে অভিমত।। তোমার কারণে মোহ হয় যাসভার। সংসার বিষয়ে মোহ নাহি জানে আর।। তুয়া নিষ্ক্রামে শ্রেষ্ঠ হয়ে সর্ব্বজন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতি পাদ্য তোমার ভজন।।

তথাহি। তাবদ্রাগাদয়স্তেনা তাবৎ কারাগৃহং গৃহং। তাবন্মোহা- ঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তেজনা।। ইতি

যদি কহ অতএব ইহাঁ সভাকার। পুত্রাদিকরূপে স্থিতি হয়েত আমার।। প্রপঞ্চ রূপেতে ঋণ শোধন কারণে। শুন প্রভু তবে যে করিয়ে নিবেদনে।। তুমি যৈছে নিষ্প্রপঞ্চ হৈতে ব্রজজন। পুত্রাদিক ভাবে তুয়া নিত্য পরিজন।। নিষ্প্রপঞ্চ হৈয়া যে প্রপঞ্চে অবতার। প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দেহ বিস্তার।। করিতে স্বগণ সহ প্রাকট্য তোমার। লীলাতত্ত্ব আদিবেদ্য নহে যে আমার।।

তথাহি। প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্ন জনতা নন্দ সন্দোহং প্রথিতুংপ্রভো।। ইতি

এইমত ব্রহ্মা স্তুতি কৈল আদি হৈতে। অচিন্ত্য অনন্তগুণ নারিল বুঝিতে ॥ কাঁফর হইয়া তবে বিচারিয়া মনে। নিবেদন করে পুনঃ কৃষ্ণের চরণে ॥ যেই কহে কৃষ্ণলীলা বৈভব জানিয়ে। সে জানুক মুঞি এই করিল নিশ্চয়ে ॥ তোমার অচিন্ত্যাদ্ভুত বৈভব যে হয়। মোর মন আদির গোচর কিছু নয় ॥

তথাহি। জানন্তএব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো। মনসোবপুসোবাচো বৈভবং তবগোচরং ॥ ইতি

জগদীশ্বরাদি অভিমান পরিত্যাগে। নিবেদন করিতে লাগিলা কৃষ্ণ আগে ॥ আপন মহিমা কিবা আমা সভাকার। জ্ঞান বল আদি সর্ব্ব গোচর তোমার ॥ তুমি কৃষ্ণ হও সর্ব্ব জগতের স্বামি। নিশ্চয় করিয়া এবে জানিলাম আমি ॥ মমতা আস্পদ এই সকল সংসার। চতুর্মুখ বপু যত্ত হয় যে তোমার ॥

তথাহি। অনুজানীহিমাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতং ॥ ইতি

অতএব তুমি প্রভু সভার কারণ। তোমার চরণ যুগে লইল শরণ ॥ ভুমিত পরম বিজ্ঞ মুঞি অজ্ঞমতি। কৃপাকর মোরমন রহুঁ তুয়াপ্রতি ॥ এত কহি স্তব উপসংহার করিয়া। কৃষ্ণের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥

তথাহি। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলজোষ দায়িনক্ষ্মানির্জ্জর দ্বিজপশূদধি বৃদ্ধিকারিণ। উদ্ধর্ম্ম শার্ব্বরহরক্ষিতি রাক্ষসধ্রুগা কংপমার্ক মহন ভগবন্নমস্তে ॥ ইতি

এইমত চতুর্ম্মুখ স্তবন করিয়া। নিজাভীষ্ট জ্ঞানে তিন পরিক্রমা দিয়া ॥ কৃষ্ণের চরণ দ্বয়ে করিয়া প্রণাম। অনুমতি লৈয়া যায় আপনার ধাম ॥

তথাহি। ইত্যভীষ্টুয় ভূমানং ত্রিপরিক্রম্যপাদয়োঃ। নত্বাভীষ্টং জগদ্ধেতো স্বধামপ্রত্যপদ্যত ॥ ইতি

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন। যথাপূর্ব্ব পুলিনে আনিল বৎস গণ ॥ পূর্ব্ববৎ সকল হস্তেতে সখাগণে। যথা স্থানে আনিলেন ভোজন বিধানে ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা মাত্র কেহ কিছুই না জানে। সকলেই কৃষ্ণ পথ করে নিরীক্ষণে ॥ কৃষ্ণ বিনু ক্ষণে বর্ষাদিক করি জানে। যোগমায়াক্রমে বর্ষ ক্ষণার্দ্ধেক মানে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সকল হস্তেতে। মিলিলেন আসি সখাগণের অগ্রেতে ॥ তারা সভে কৃষ্ণপ্রতি কহেন বচন। তুরিতে আইলে বৎস করি অন্বেষণ ॥ তোমা বিনা একগ্রাস না করি ভক্ষণ। আইস ভায়্যা বৈস আগে করহ ভোজন ॥ এইমত সখাগণের বচন শুনিয়া। হাসিতে লাগিলা মনে কৌতুকী হইয়া ॥ ভোজন করিয়া তাসভারে সঙ্গে লৈয়া। অঘাসুরের শুষ্ক বপু দর্শন করিয়া ॥ পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম সভার হইল স্মরণ। অঘাসুর বধ আজি মানে শিশুগণ ॥ তবে সভে বনে হৈতে নিবৃত্তি হইয়া। ব্রজ আগমন কৈল বৎসগণ লৈয়া ॥ চূড়াপর শিখিপুচ্ছ

নানা পুষ্পগণ। বনধাতু বিচিত্রিত অঙ্গ সুশোভন॥ বেণুদল শৃঙ্গ আদি রব যত হয়ে। সে সকল শব্দোদ্দামমহোৎসব ময়ে॥ শিশুগণ বৎস সব আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ পাছে চলে সভে কৃষ্ণ যশ গায়্যা॥ গোপীকার নয়ন উৎসব জন্মাইয়া। ব্রজে প্রবেশিলা অতি কৌতুকী হইয়া॥ পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে রাখে বৎসগণ। সভে নিজ নিজ গৃহে করিল গমন॥ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ গৃহে গমন করিলা। যশোদা রোহিণী নন্দ আনন্দিত হৈলা॥ বলরাম সহ কৃষ্ণ সহাস্য বদনে। মিলিয়া বসিলা রাণী করেন লালনে॥ অথা গৃহে কথা কহে সব শিশুগণে। অজাগরে আজি গ্রাস কর‍্যাছিল বনে॥ যশোদা নন্দনন্দন তাহারে মারিয়া। সভা রক্ষা করি ব্রজে আইলা লইয়া॥

তথাহি। অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদা নন্দসূনুনা। হতোঽবিতা-
বয়ং চাস্মনিতি বালা ব্রজে জগুঃ॥ ইতি

চতুর্ম্মুখাখ্যান স্থান কথা অনুক্রমে। ব্রজ আগমন আদি করিল বর্ণনে॥ ঐছে শিশু বৎসপাল হরণ করিয়া। অপরাধ মানিলেন আশ্চর্য্য দেখিয়া॥ অদ্ভুত বৎসপাল ব্রজেন্দ্রনন্দন। চিদানন্দময় ধাম সব ব্রজজন॥ দেখি অতি ভয়ে ব্রহ্মা কাঁপিয়া কাঁপিয়া। পড়িলা অবনীতলে সাশ্রু মুখ হৈয়া॥ নিজকৃত অপরাধ রক্ষার কারণে। সুপ্রসন্ন করিবারে ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ সর্ব্বারাধ্য নাথ প্রভু আদি নারায়ণ। অচ্যুত মুকুন্দ ব্রজজনের জীবন॥ অপূর্ব্ব পদ্য সকলে কৃষ্ণে সম্বো-ধিয়া। স্তবন করিল যাহাঁ কৃতাঞ্জলি হৈয়া॥ চৌমুহা আখ্যান স্থান ব্রজের ভিতরে। সেই শেষ প্রদেশেরে সদা স্তব করে॥

তথাহি। বাঢ়ং বৎসক বৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাস্তয়ে ব্রহ্মা
সাশ্রুমপূর্ব্বপদ্যনিবহৈর্ব্বিস্মিন্নিপাত্যাবনৌ। তুষ্টাবোঽদ্ভুত বৎসপং ব্রজ
পতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্ স্বৈরং ভীরুচতুর্ম্মুখাখ্যমনি শংশেষং
প্রদেশং নুমঃ॥ ইতি

এইত কহিল চৌমুহার বিবরণ। এখনে কহিব পারে যেই পঞ্চ বন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে চৌমুহা বিবরণ কথনং নাম

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

এক ত্রিংশঽধ্যায়ারম্ভঃ।

যমুনার পূর্ব্ব পারে হয় পঞ্চ বন। কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম॥ ভদ্রবন ভাণ্ডীর কানন বিল্বন। লৌহবন মহাবন পঞ্চম গণন॥ এই পঞ্চমুখ্য আর যে

যে স্থান য় । ক্রম বন্ধে তাহা কিছু করিব নির্ণয় ।। বৃন্দাবন লীলা বিবরণ সর্ব্ব শেষে । কহিব সম্পূর্ণ যাহা লীলা রস রাসে ।। এখনে কহিয়ে পারে লীলাস্থান যত। কৃষ্ণ জন্ম বিহারাদি পরম অদ্ভুত ।। নন্দঘাট অগ্নিকোণে যমুনার পার । ভদ্রবন নাম যাঁহা কৃষ্ণের বিহার ।। নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে । এক দিন আইলা তাঁহা গোচারণ রঙ্গে ।। রঙ্গধূলী অঙ্গে মাখি সভে মত্ত হৈলা । বাহুযুদ্ধ মাথামাথি রণ আরম্ভিলা ।। কেহ হারে কেহ জিনে খেলা অনুক্রমে। গোচারণ করিয়া বুলয়ে সর্ব্ব বনে ।। তাহার দক্ষিণে হয় ভাণ্ডীর কানন। যমুনার কূলে সুশীতল সুশোভন ।। কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণ করিতে করিতে। সেই বনে আইলা সখাগণের সহিতে ।। যমুনাতে জল পান করি গাবীগণে। চরিবারে গেলা সভে আনন্দিত মনে ।। নানা খেলা আরম্ভ করিলা সেইখানে। পরম রহস্য কথা শুন সর্ব্ব জনে ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ সখাগণ বাঁটি। মত্ত হৈয়া সভে রঙ্গে মাখে রাঙ্গামাটী ।। গেণ্ডু খেলা করে মধ্যে সাতাই পাতিয়া। অতি মগ্ন রূপে দোহে দুই দিগে রয়্যা ।। রোহিণীনন্দন বলরাম আগে যায়্যা। সাতাই মারিয়া গেণ্ডু লইল লুফিয়া ।। তাহা দেখি কৃষ্ণগণ যায় পলাইয়া। বলরামের সঙ্গিগণ আনয়ে ধরিয়া হারি জিতি খেলার নিয়মে যেই পণ। সেইমত অন্যোহন্যে করয়ে আচরণ।। কভু কৃষ্ণ জিতে রাম সঙ্গিগণ হারে। সক্ষেপে কহিল এই ভাণ্ডীর বিহারে ।। ভাণ্ডীর দক্ষিণে মাঠ নামে গ্রাম হয়। সখাসঙ্গে রাম কৃষ্ণ যাহাঁ বিলসয় ।। উপ বন মধ্যে হয় তাহার গণন। সেখানে আসিয়া করে গোধন চারণ ।। তাহার দক্ষিণে বিল্বন মনোরম। যাহাঁ বিল্বফল হয় পরম উত্তম ।। কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণ করিতে করিতে। সখাগণ সঙ্গে আইলা আনন্দিত চিতে ।। তারপর শ্রীবনের নিকটে আইলা। পক্ক ফল গন্ধ পাইয়া সভে মত্ত হৈলা ।। কৃষ্ণ বলরাম প্রতি কহে সখাগণ। আগে দেখ অতি সুমধুর বিল্বন ।। পরম সুন্দর বেল পাকিয়াছে তথা। সৌরভ ক্রমেতে সভে বুঝিল সর্ব্বথা ।। তুরিতে চলহ ভায়্যা বিল্ববনে যায়্যা আনন্দে খেলিব খেলা পক্ক বেল খায়্যা ।। শুনি কৃষ্ণ বলরাম হাসিতে হাসিতে। বন মধ্যে প্রবেশিয়া সখাগণ সাথে ।। পক্ক বিল্বফল দেখি সভে সুখী হৈলা। সকলে মিলিয়া ফল পাড়িতে লাগিলা ।। রোহিণীনন্দন বলরাম মত্ত হৈয়া। অনেক পাড়িল ফল বৃক্ষ ঝাঁকারিয়া ।। দেখি সখাগণ অতি আনন্দিত হৈলা। অতি সুমধুর স্বাদু ভাঙ্গিতে জানিলা ।। তবে সভে মেলি বিল্ব ভোজনে বসিলা। অতি মনোহর হয় বিল্ববন লীলা ।। ভক্ষণ করিতে স্বাদু পায় যেই জনে। সেই সেই দেই রাম কৃষ্ণের বদনে ।। কৃষ্ণ বলরাম তৈছে তাসভার মুখে। দেখিয়া মধুর স্বাদু দেন নিজ মুখে ।। পরম আনন্দে সভে সভার বদনে। স্বাদু পায়্যা দেয় করে আপনে ভোজনে ।। নানা যে কৌতুকে রাম কৃষ্ণ সখাসনে। গোচারণ করে অতি সহাস্য বদনে ।। এইত কহিল বিল্ববন

বিবরণ। আগে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ।। তারপরে লৌহবন কৃষ্ণ লীলাস্থান। যেখানে অসুর ছিলা লৌহজঙ্ঘ নাম।। পরম ঈশ্বর হরি তারে বধ কৈল। সেই হৈতে লৌহবন তার নাম হৈল।। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহা সখাগণ করি সঙ্গে। গোচারণ করি খেলা লীলাকরে রঙ্গে।। সঙ্ক্ষেপে কহিল লৌহবন বিবরণ। আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ।। এবে কহি রাউল যে মহিমা অপার। পরম সুন্দর স্থান শোভা সর্ব্বসার।। সেই গ্রামে রাধিকার হয় জন্মস্থান। সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু সেইত আখ্যান।। পূর্ব্বে বৃষভানু রায়ের সেই গ্রামে স্থিতি। তাঁর পত্নী হয়েন কীর্ত্তিদা ভাগ্যবতী।। তাহার উপমা নাহি হয়ে ত্রিভুবনে। যার গর্ভে কৃষ্ণপ্রিয়া জন্মিলা আপনে।। ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষে অষ্টমী দিবসে। দ্বিতীয় প্রহরে শুভক্ষণে সুপ্রকাশে।। কীর্ত্তিদা উদর শুদ্ধ সরোবর হয়। যাতে রাই পদ্মিনীর হয়েত উদয়।। নবীন কলিকা পদ্ম বিকসিত ময়। এইরূপে রাধিকার আবির্ভাব হয়।। গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ মনোহর। দেখি সর্ব্বজন অতি আনন্দ অন্তর।। কেহ কহে এতরূপে কন্যা নাহি দেখি। কেহ মগ্ন হৈয়া রহে ঝরে দুটি আঁখি।। কেহ কহে বৃষভানু রাজা ভাগ্যবান। কীর্ত্তিদা সমান ভাগ্যবতী নাহি আন।। এইমত রূপ ব্যাখ্যা করে নারীগণ। শুনি দোহে হয় অতি আনন্দে মগন।। আনন্দিত হৈয়া রাজা কহে ভৃত্য গণে। শীঘ্রগতি আন গিয়া বাদ্যকর গণে।। রাজ আজ্ঞাক্রমে সব আইল সত্বরে। আনন্দে মগন হৈয়া নানা বাদ্যকরে।। ভেউর মৃদঙ্গ বাজে কংস করতাল। ডম্ফ রবাব বাজে শুনিতে রসাল।। নানা সুমঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিগে হয়ে। রাই অভিষেক হয়ে হেনই সময়ে।। সুমঙ্গল দ্রব্যে অভিষেক সমাপিল। কীর্ত্তিদা লইয়া কোলে স্তন পিয়াইল।।

যথা রাগঃ। প্রকটিলা কৃষ্ণপ্রিয়া, অতিশুভক্ষণ পায়্যা, বৃষভানু কীর্ত্তিদা সদনে। অন্তরীক্ষে জয়জয়; সুমঙ্গলধ্বনি হয়, দেখিতে আইলা দেবীগণে।। রূপরাশি অতিচমৎকার। যেহোঁ সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা; কৃষ্ণেরঅত্যন্ত প্রেষ্ঠা; আহ্লাদিনী শক্তি সর্ব্বসার।। ধ্রু।।

গলিত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গ অতি সুলাবণী, নয়ন কমল পরকাশে। মুখ সুধাকর আভা, নাসা তিলফুল শোভা, সুমধুর মন্দ২ভাসে।। যার অংশে লক্ষ্মীগণ; অংশ কলা কতজন; যার স্বপ্রকাশ গোপীগণ। তিহোঁ সর্ব্ব অবতংসে, প্রকটিলা গোপবংশে, কৃষ্ণসহ লীলার কারণ।। পরম করুণা পূর্ণা, ব্রজে হৈলা অবতীর্ণা, রাধিকা আখ্যান হয় যার। তাঁরে করি দরশনে; সকলে আনন্দ মনে, প্রশংসা করয়ে বার বার।। কীর্ত্তিদা ও বৃষভানু; পুলকিত সর্ব্ব তনু, আনন্দ সাগরে নিমগন। যূথে যূথে ধেনুগণ, নানা বস্ত্র অভরণ, ব্রাহ্মণেরে করে বিতরণ।। রূপ শাল গুণধাম; তনয় শ্রীদাম নাম, অতি রূপ মূর্ত্তিবতী কন্যা। নানা বিধ বাদ্য

হয়, আনন্দ কহিল নয়; যে দেখে সে কহে ধন্যা ধন্যা ॥ এইমতে দিনে দিনে, বাঢ়ে রাই ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দে বিহ্বল দুই জনে। গৃহে মহালক্ষ্মী পূর্ণা, আপনেই অবতীর্ণা, মহোৎসব করে দিনে দিনে ॥

এইমতে তিন চারি দিন বহি গেলা। তারপর পৌর্ণমাসী দেখিতে আইলা ॥ দেখিয়া কীর্ত্তিদা উঠে প্রণাম করিলা। আশীর্ব্বাদ করি দেবী কহিতে লাগিলা শুনিল তোমার এক হইল বালিকা। সকলেই কহে রূপ হয়ে সর্ব্বাধিকা ॥ সে কথা শুনিয়া অতি আনন্দ পাইনু। অতএব আমি তারে দেখিতে আইনু ॥ শুনিয়া কীর্ত্তিদাদেবী রাইরে আনিলা। দেখি পৌর্ণমাসী তবে কোলেত করিলা মুখপদ্ম দেখি অতি পাইল আনন্দ। ক্রমে ক্রমে দেখে দুই হস্ত পদ দ্বন্দ ॥ সব সুলক্ষণ হয়ে রাধিকার অঙ্গে। দেখিয়া ভাসয়ে দেবী প্রেমের তরঙ্গে ॥ কীর্ত্তিদার প্রতি কহে তুমি অতি ধন্যা। পরম মোহিনী রূপা হয়ে তুয়া কন্যা ॥ সব সুমঙ্গল চিহ্ন যে দেখিল আমি। সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা করি ইহারে বাখানি ॥ এত সুলক্ষণ রূপ মানুষ্যে না হয়। সর্ব্বকান্তি রূপা ইহোঁ করিল নিশ্চয় ॥ আনন্দে কীর্ত্তিদা কহে শুন ঠাকুরাণী। যে হউ সে হউ আমি ইহার জননী ॥ পাল্য পালিকার রূপ সম্বন্ধ আমার। ইহা বিনু চিত্তে কিছু না জন্ময়ে আর ॥ যদ্যপি হয়েন সর্ব্ব দেবদেবীশ্বরী। তথাপি আমার কন্যা কহিল নির্দ্ধারি ॥ এত শুনি পৌর্ণমাসী মহাসুখ পাইলা। আশীর্ব্বাদ করি বাসা গমন করিলা ॥ এই মত ব্রজপূজ্যা যত বৃদ্ধাগণ। সকলে কীর্ত্তিদা গৃহে করিয়া গমন ॥ রাইরে দেখিয়া সভে কহে কীর্ত্তিদারে। অতি ভাগ্যবতী তুমি বুঝিল বিচারে ॥ মুখরা প্রাণ দৌহিত্রী সকলেই গায়। কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদায়িনী নাম হৈল যায় ॥

তথাহি। মুখরা প্রাণ দৌহিত্রী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদায়িনী ॥ ইত্যাদি ॥

এইমত পৌর্ণমাসী করি আগমন। আশীর্ব্বাদ করি নিত্য করয়ে লালন ॥ এক দিন না দেখিলে রহিতে না পারে। অতিশয় প্রেম তাঁর হইল রাইরে ॥ প্রতি দিন দেখিতে কীর্ত্তিদাগৃহে জান। নিজ প্রাণ প্রাণনহে রাই তার প্রাণ ॥ পৌর্ণমাসী দেবীর প্রাণ পঞ্জরের সারি। হইলা কীর্ত্তিদা কন্যা রাই সুকুমারী ॥

তথাহি। পৌর্ণমাসী বহিঃ খেলৎ প্রাণপঞ্জর সারিকা ॥ ইত্যাদি
পৌর্ণমাসী পৃথুঃ প্রেমপাত্রীত্যাদি ॥

তবে কথোদিন পরে রাই সুকুমারী। খেলাকরে সমান বালিকা সঙ্গে করি ॥ একদিন বহির্দ্বারে পথের উপরি। খেলায়ে রাধিকা সুখে বালিকা ভিতরি ॥ হেন কালে দুর্ব্বাসা গমন সেই পথে। দেখিল যে খেলে রাই বালিকার সাথে ॥ রূপ দেখি দুর্ব্বাসার চমৎকার হৈল। বালিকা সকল প্রতি জিজ্ঞাসা করিল ॥ কহ কন্যাগণ তোমাসভার মাঝারে। পরম সুন্দরী জন্মিলেন কার ঘরে ॥ মুনি বাক্য শুনি তারা কহিতে লাগিলা। বৃষভানু রাজার গৃহে জনম লভিলা ॥

এত শুনি মুনিবর আনন্দ অন্তরে । চলিলেন বৃষভানু রায়ের মন্দিরে ।। তাঁরে দেখি রাজা শীঘ্র অভ্যুত্থান কৈল । দিব্যাসন দিয়া মুনিবরে বসাইল ।। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল । দেখিয়া দুর্ব্বাসা অতি আনন্দ পাইল ।। ভক্তি করি রাজা কহে মুনির চরণে । আজি বড় ভাগ্য মোর সফল জনমে ।। তবে মুনি কহে রায় শুনহ বচন । পথে চলি যাইতে দেখি খেলে কন্যাগণ ।। তার মধ্যে পরম সুন্দরী একজন । সর্ব্ব গুণান্বিতা দেখি আনন্দিত মন ।। কন্যাগণ স্থানে আমি যতনে পুছিল । কহ দেখি সুকুমারী কোথায় জন্মিল ।। কি নাম ইহার কেবা পিতা মাতা হয় । শুনিলে আমার চিত্তে আনন্দ বাড়য় ।। মোর বাক্য শুনি সেই বালিকার গণ । কহিতে লাগিলা অতি প্রসন্ন বদন ।। শুন মুনিবর ইহোঁ বৃষভানু কন্যা । কীর্ত্তিদা ইহার মাতা সভে কহে ধন্যা ।। রাই সুকুমারী নাম মোসভার প্রাণ । ইহা বিনা মোরা সব নাহি জানি আন ।। রাধানাম শুনি মোর শ্রবণ পূরিল তোমারে দেখিতে ইহাঁ গমন করিল ।। শুনহ রাজন তুয়া দুহিতার গুণ । যেমত দেখিনু তৈছে করি বিজ্ঞাপন ।। সর্ব্ব পরাৎপর যেই স্বয়ং ভগবান । তাঁর প্রিয়া যেন সর্ব্ব শক্তির বিধান ।। সেইমত রূপে গুণে শীলে ইহা দেখি । তোমারে কহিতে আইনু হৈয়া অতি সুখী ।। শুনি বৃষভানু মনে আনন্দ পাইলা । যোড় হাতে মুনি আগে কহিতে লাগিলা ।। শুন মুনিবর তুমি আশীর্ব্বাদ কর । চির-জীবি হৈয়া রহু দুহিতা আমার ।। মুনি বলে আশীর্ব্বাদ বর তাঁরে দিব । রাইহস্ত স্পর্শ দ্রব্য অমৃত হইব ।। রাইর রন্ধনদ্রব্য যে জনা খাইবে । মহা স্বাদু পাইবে সেই চিরজীবি হবে ।। এত বলি মুনিবর গমন করিলা । তাঁরে অনুব্রজি রাজা সম্ভাষিয়া আইলা ।। তারপর অন্তঃপুরে করিল গমন । ভার্য্যাস্থানে কহিলেন মুনির বিবরণ ।। শুনি আনন্দিতা রাণী গদ গদ স্বরে । স্বপ্নের বৃত্তান্ত যত কহেন রায়েরে ।। শুন মহারাজা মুঞি করোঁ নিবেদন । আজিকার রাত্রে মুঞি দেখিনু স্বপন ।। রাধিকার আগে কত কত দেবী আসি । স্তুতি করে তারা আপনাকে হীন বাসী ।। রাইরে বলেন তুমি দেব দেবীশ্বরী । আমরা সকলে তোমার হইয়ে কিঙ্করী ।। কেহ তুয়া অংশাংশা কেহ কলা হই । ব্রহ্মাণী ভবানী বাণী তুমি লক্ষ্মী ময়ী ।। মোসভার ভাগ্যে তুয়া প্রকট বিহার । অতেব দেখিতে আইনু চরণ তোমার ।। দেখি শুনি মোর মনে শঙ্কা উপজিল । তেকারণে তুয়া স্থানে নিবে-দন কৈল ।। যে হউ সে হউ রাই উহার কল্যাণে । ধেনুগণ আনি দান করহ ব্রাহ্মণে ।। শুনি আনন্দিত রাজা দ্বিজ আমন্ত্রিলা । শুনিয়া যে বিপ্র সব সত্বরে আইলা ।। এক অযুত গাবী রায় বিপ্রে কৈল দান । নানাবিধ ধন দিল দক্ষিণা বিধান ।। সন্তোষ পাইয়া বিপ্র আশীর্ব্বাদ করে । চিরজীবি হউ বলি বলেন রাইরে ।। আশীর্ব্বাদ শুনি দোহেঁ আনন্দ পাইলা । ব্রাহ্মণ সকলে নিজ নিজ স্থানে গেলা ।। ঐছে রাধিকার বাল্য লীলা দিনে দিনে । পরম আনন্দ পায় যেই

দেখে শুনে ।। রাউলাখ্য গ্রামের প্রসঙ্গ অনুক্রমে। রাধিকার জন্ম লীলা করিতে কথনে ।। বাল্য লীলা কালে দুর্ব্বাসার আগমনে। গান্ধর্ব্বা রাইর নাম হৈল প্রকটনে ।।

তথাহি। গান্ধর্ব্ব.ম্নাজনি মণিরভূৎ কীর্ত্তিদা গর্ত্তখন্যা মিত্যাদি ।।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে ভদ্রাদি বন বিবরণে রাউলাখ্যানে শ্রীরাধিকা জন্ম বাল্যলীলা কথনং নাম একত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল শ্রেণী বিভ্রমমণ্ডিতে নবগবাং লক্ষোদদৌ হেমুদা। দিব্যালঙ্কৃতি রত্ন পর্ব্বত তিল প্রস্থাদি কংচাদরাদ্বিপ্রেভ্যংকিল যত্র সব্রজপতের্বন্দে বৃহৎ কাননং।

তারপর শ্রীগোকুল নাম মহাবন। যেখানে কৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটন ।। সেস্থান মহিমা কেবা পারে বলিবারে। যাহাঁ নিত্য পরিকর প্রকট বিহারে।। ব্রহ্মা আদি দেব যার নাহি পায় সীমা। সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে কিছু সে স্থান মহিমা ।। নারদের শিষ্য গোপ পর্য্যন্য আখ্যান। নন্দীশ্বরপুরে যার হয় বাসস্থান।। তাঁর পত্নী বরীয়সী সকলে জানয়। উর্জ্জন্য রাজন্য আর দুই ভাই হয়।। নন্দীশ্বরে রহে সর্ব্ব পরিবার সনে। ক্ষুন্নাহারে কৈল নিজ অভীষ্ট সাধনে ।। আকাশবাণীতে বর দিল নারায়ণ। পঞ্চ পুত্র তোমার হইবে সর্ব্বোত্তম ।। উপনন্দ অভিনন্দ দুইজন জ্যেষ্ঠ সনন্দ নন্দন দুই হইবেন কনিষ্ঠ ।। মধ্যম শ্রীনন্দ নামা হৈবেন তাহার। যার পুত্র হৈব কৃষ্ণ পূজ্য সভাকার।। এইমত বর শুনি আনন্দিত মনে। নন্দীশ্বরে বাস করাছিলা কথো দিনে ।। কেশি নাম অসুর ব্রজ মধ্যে আইলা। তার উপদ্রবে সভে মহাবনে গেলা ।। পর্জ্জন্যাদি মহাবনে নিবাস করিলা। ক্রমে ক্রমে তাঁর পঞ্চ পুত্র উপজিলা ।। ব্রজবাসী আর যত যত ব্রজে ছিলা। সভে আসি মহাবনে নিবাস করিলা ।। পরম সুকৃতি সব সাধন করিয়া। বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজে জন্মিলা আসিয়া ।। নিত্যলীলা পরিকর কৃষ্ণের যে হয়। সকলেই জন্মাদিক ক্রমে প্রকটয় ।। সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী ব্রজেন্দ্রকুমার। সচ্চিৎ আনন্দময় বিগ্রহ যাহার ।। সদংশে সন্ধিনী শক্তি স্বরূপ বিকার। ব্রজবাসীগণ তাঁর নিত্য পরিবার ।।

তথাহি। তে কৃষ্ণস্য পরিংবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ ।। ইতি

পশুপাল বিপ্র কহি বহিষ্ঠ যে আর। কৃষ্ণলীলা সহ নিত্য হয়ে যা সভার ।।

তথাহি। পশুপালাস্তথা বিপ্রা বহিষ্ঠাশ্চ স্মৃতাইমে ।। ইতি

সেই পশুপাল গণ ত্রিবিধ প্রকার। বশ্যাভীর গুজ্জর শুনহ ভেদ তার॥

তথাহি। পশুপালা স্ত্রিধাবৈশ্যা আভীরা গুজ্জরাস্তথেতি॥ ইতি

দেব বল্লব পর্য্যায় গোবৃত্তি মাত্র করে। পশুপাল শ্রেষ্ঠ সেই বৈশ্য কহি তারে॥

তথাহি। দেব বল্লব পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবা। প্রায়োগোবৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতা॥ ইতি

মহিষাদি বৃত্তিকরে ঘোষাদি পর্য্যায়। বৈশ্য হৈতে ন্যূনজাতি আভীর কহায়॥

তথাহি। ঘোষাদিশব্দ পর্য্যায়া গো মহিষ্যাদি বৃত্তয়ঃ। আচারাদ্যা ন তৎ সাম্যা আভীরাশ্চ স্মৃতাইমে॥ ইতি

পুষ্ট অঙ্গ ছাগাদি যে পশুবৃত্তি করে। গোষ্ঠ প্রান্তে রহয়ে গুজ্জর কহি তারে॥

তথাহি। কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনাশ্ছাগাদি পশুবৃত্তয়ঃ। গোষ্ঠপ্রান্ত কৃতা বাসা পুষ্টাঙ্গাগুজ্জরাঃস্মৃতা॥ ইতি

প্রথমে কহিল এই পশুপাল গণ। দ্বিতীয়ে বিপ্র করে যজন যাজন॥ তৃতীয়ে বহিষ্ঠা রহে গোষ্ঠের বাহিরে। নানা শিল্প উপজীবি নানা কর্ম্ম করে॥ পশুপাল বৈশ্যাভীর গুজ্জর কথন। বিপ্রবহিষ্ঠ দুই পঞ্চধা গণন॥ এই পঞ্চ ভেদে যে কৃষ্ণের পরিবার। পূজ্যা ভ্রাতৃ ভগিন্যাদি অষ্টম প্রকার॥ দাস দাসী বয়স্য যে শিল্পকারী গণ। প্রেয়সী যে দূতী আগে হইবে বর্ণন॥ পূজ্যা ভ্রাতৃ ভগিন্যাদি লীলা প্রকটনে। স্থান অনুরূপ কিছু কহি মহাবনে॥ পূজ্যা পিতামহাদি যে সব গোপগণ। তেমতি যে মহীসুর পূজ্যাতে গণন॥ আগেতে কহিয়ে পিতা-মহাদি যে জন। পশ্চাতে কহিব ব্রজপূজ্য বিপ্রগণ॥ কৃষ্ণের পিতামহ নাম যে পর্জ্জন্য। তার সহোদর দুই ঊর্জ্জন্য রাজন্য॥ বরীয়সী নাম যে কৃষ্ণের পিতা-মহী। নটীসুরা নামতাঁর যাতৃদুইকহি॥ পর্জ্জন্যের সহোদরা সুজনী যে আখ্যা গুণবীর নাম তার পতি করিব্যাখ্যা॥ ভুবন বিদিত নন্দ পর্জ্জন্য নন্দন। ব্রজ জনা নন্দ কৃষ্ণ যাহার নন্দন॥ উপনন্দানুজ বসুদেব সুহৃদ্বর। গোপরাজ যশোদেশ নন্দ ব্রজেশ্বর॥ কৃষ্ণ তাত আর বসুদেব যে আখ্যান। অষ্টবসু মধ্যে যাতে হয়ে পূজ্যমান॥ যৈছে দ্রোণ স্বরূপাংশ বসুদেব হয়। তেমতি পুরাণে নন্দ বসুদেব কয়॥

তথাহি গারুড়ে।

উপনন্দানুজোনন্দো বসুদেব সুহৃত্তমঃ। গোপরাজো যশোদেশঃ কৃষ্ণ তাতো ব্রজেশ্বর। বসুদেবোপি বসুষু দীব্যতীত্যোযভণ্যতে। যথাদ্রোণ স্বরূপাংশঃ খ্যাতশ্চানক দুন্দুভিঃ। নামেদং গারুড়ে প্রোক্তং মথুরা মহিম ক্রমে॥ ইতি

চন্দ্রভানু আদিখ্যাত পঞ্চ সহোদর। তারমধ্যে বৃষভানু যার সুহৃদ্বর॥

তথাহি। বৃষভানু ব্রজেখ্যাতো যস্য প্রিয় সুহৃদ্বরঃ॥ ইতি

গোপ যশোদাত্রী কৃষ্ণ জননী যশোদা। যার প্রিয়া প্রাণসখী কয়ায়ে কীর্ত্তিদা ।।

তথাহি । মাতাগোপ যশোদাত্রী যশোদাখ্যা মলদ্যুতিঃ। ঐন্দবী কীর্ত্তিদা যস্যাঃ প্রিয়া প্রাণ সখীবরা ।। ইতি

দেবকী দেবকী সখী ব্রজেন্দ্র গৃহিণী। গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণ মাতাগণি ।।

তথাহি । গোকুলাধীশ গৃহিণী দেবকী দেবকী সখী। গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণমাতেতি ভণ্যতে ।। ইতি

যশোদা দেবকী নন্দভার্য্যার আখ্যানে। দুই দুই নাম আদি পুরাণে বাখানে ।।

তথাহি । দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ।। ইতি

অতএব সৌরিজায়া দেবকী সহিতে। যশোদার সখ্য হয় প্রসিদ্ধ জগতে ।।

তথাহি । অতঃসৌখ্য মভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরি জায়য়া ।। ইতি

কৃষ্ণের সতাই বলরামের জননী। রোহিণী আখ্যান সদা প্রহর্ষা রোহিণী ।।

তথাহি । রোহিণী বৃহদশ্বাস্য প্রহর্ষারোহিণী সদা ।। ইতি

উপনন্দ অভিনন্দ পিতৃব্য যে জ্যেষ্ঠ। সনন্দ নন্দন দুই হয়েন কনিষ্ঠ ।। কৃষ্ণের জেঠাই তুঙ্গী পিবরী আখ্যান্। বকুলা অতুলা দুই খুড়ির আখ্যান্ ।। সানন্দা নন্দিনী দুই নন্দের ভগিনী। মহানীল সুনীল দোঁহার পতি গণি ।। কণ্ডর দণ্ডর দুই উর্জ্জন্য তনয়। সদনা সুরমা যে দোহাঁর ভার্য্যা হয় ।। রাজন্যের পুত্র দুই চাটু বাটু জানি। দধিসারা হরিৎসারা দোহাঁর গৃহিণী ।। পিতামহ আদি যেই করিল কথন। এবে মাতামহগণ করিব লিখন ।। কৃষ্ণের যে মাতামহ সুমুখ আখ্যান। মাতামহী ব্রজে খ্যাতা পাটলাভিধান ।। মুখরা নামেতে যার প্রিয় সহচরী। যশোদারে স্তন পিয়াইল স্নেহেভরি ।। সুমুখের অনুজ যে চারুমুখ নাম। তার ভার্য্যা কহিয়ে যে বলাকা আখ্যান ।। যারপুত্র অভিমন্যু দুর্ম্মদাদি নাম। তারভার্য্যা ব্রজেখ্যাতা জটিলা আখ্যান ।। গোল নাম হয় কৃষ্ণ মাতার মাতুল। দুর্ব্বাসার শিষ্য ব্রজে উজ্বল যে বুল ।। যশোধর যশোদেব সুদেবাদি করি। কৃষ্ণের মাতুল সব শ্যামবর্ণ ধারী ।। রেমা বেমা সুরেমা যে সবের গৃহিণী। পাবনের পিতৃব্যজা কৃষ্ণ মাতুলানী ।। যশোদেবী যশস্বিনী মাতার ভগিনী। দধি সারা হবিসারা নাম ভেদ গণি ।। চারু মুখের পুত্র যে সুচারু মহামতি। যার ভার্য্যা গোলভ্রাতুঃ সুতা তুলাবতী ।। পিতামহ তুল্য যেই বৃদ্ধ গোপ গণ। তাস ভার নাম কিছু করিব লিখন ।। কুপীট সুরট কিল তিলাট কিলাত। কুঠের পুণ্ড্রবেদন তুণ্ডাদি বিখ্যাত ।। ভারুণী ভঙ্গিলা ভঙ্গী ভাব শাখী শিখা। শিলা ভেরী সুখম্ভরা আদি নাম লেখা ।। এই সব পিতামহ পিতামহী সমা। এবে কহি মাতামহী মাতামহসমা ।। গোণ্ড কল্লোট্ট কারণ্ড ভুরীষণাখ্যান্। বিরারোহ বরারোহ বরীয়ণ নাম ।। ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা ঘর্ঘরা ঘুঘুরা। করালা করবালিকা ঘণ্টাঘোনি ঘোরা ।। ঢোণ্ডিকা পুণ্ডরালিকা ডমরী ডামিনী। ডঙ্কা ডম্বী সুমুট্টিকা

ডিণ্ডি মাঢকনী ।। দ্বণ্ডি আদি কহি মাতামহীর সমান। এইত কহিল বৃদ্ধ পর্য্যায় আখ্যান ।। মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর সঙ্গর। ঘণ্টিক সবে ঘপিঠ পট্টিশ শঙ্কর পটীর কেদার দণ্ডি কুলাঙ্কুর ভঙ্গ। ধুবীন চক্রাঙ্ক সৌরভেয় আররিঙ্গ ।। উৎপল কম্বল সৌধ হারীবমস্কর। সুপক্ষ সুঘুনী ধূর্ব্ব হরি কেশহর ।। এসকল গোপ কৃষ্ণ পিতার সমান। সমুলের পুত্র উপনন্দাদি যে আন ।। পর্য্যন্য সুমুন দোহেঁ কৈশোর হইতে। বাগ্বন্ধ করিয়াছিলা সুসখ্যতা রীতে।। তেকারণে নন্দ আদি নাম পঞ্চজন। এবে কহি কৃষ্ণমাতাসমা গোপীগণ।। তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা কুশলা। মসৃণা মালিকাঙ্গ দামে ভুরা বৎসলা।। শঙ্কিনী বিম্বিনী মুদ্রা শুভগ ভগিনী। পারিবা হিঙ্গুলা নিতি কপিলা ধমনী।। পক্ষতি পটিকা পুণ্ড্রী সুতুণ্ডা শল্লকী। কৃপাবেলা ধরাপ্রভা বর্ত্তিকা বল্লকী ।। তালি আদি নাম সভে কৃষ্ণ মাতা সমা। অম্বিকা কিলিম্বাধাত্রী মাতার উপমা।। এদোহাঁতে শ্রেষ্ঠা হয়ে অম্বিকা আখ্যান। ব্রজেশ্বরী প্রিয়াসখী করায় স্তনপান ।। এইত কহিল পিতামহ আদি গণ। পূজ্যভ্রাতা ভাগিনাদি বিশেষ গণন ।। তেমতি কৃষ্ণপূজ্যা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। তাসভার নাম কিছু সঙ্ক্ষেপার্থে গণি ।। শ্রীগোকুল মধ্যে বিপ্র দুইত প্রকার। কেহ কুলাশ্রিত কেহ পুরোহিত আর।। বষট্কার স্বধাকার প্রঘারাদি নাম। কুলাশ্রিত বিপ্রসব মহাতেজ ধাম ।। সামীধেনি মহাকাব্যা বেদিকাদি নামে। সভার অঙ্গনা হয়ে মহাবন গ্রামে ।। বেদগর্ভ মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদি যত। এসকল বিপ্র পূজ্য হয় পুরোহিত ।। গৌতমী সার্ব্বী গার্গ্যাদি যাসভার ভার্য্যা। এবে কহি সর্ব্বে পূজ্যা ব্রাহ্মণী যে আর্য্যা।। কুঞ্জিকা সুলভা স্বাহা সাণ্ডিলী বামনী। ভার্গবী স্বধাদি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী যে গণি ।। পৌর্ণমাসী দেবী সর্ব্ব সিদ্ধি বিধায়িনী। নারদের প্রিয় শিষ্যা সভে তাঁরে জানি ।। সান্দীপনি মাতা নিজাভীষ্ট প্রেমভরে তেজিয়া অবন্তিপুরী আইলা ব্রজপুরে।। গৌরবর্ণা শুক্লকেশ রক্তবস্ত্র পরে। নন্দাদি যে ব্রজবাসী সভে মান্য করে ।। এই সব পরিকর ব্রজের সহিতে। যথা ক্রমে প্রকট করায়্যা লোক রীতে ।। পাছে অবতীর্ণ হয় ব্রজেন্দ্র কুমার। দাস সখা প্রিয়াগণ দূতী দাসী আর ।। নিজ প্রেম দান আর রস আস্বাদন। দুই হেতু অবতরে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।। আর যে সাধক ভক্ত আসি অবতরে। সেই দ্বারে অঙ্গীকার করে তাসভারে। এখনে কহিয়ে যৈছে জন্ম লীলাক্রমে। প্রকট হয়েন কৃষ্ণ বলরাম সনে ।। পর্য্যন্য নন্দন নন্দ ব্রজে হয় রাজা। আর যে সকল গোপ হয়ে তাঁর প্রজা ।। নন্দের অপত্য নাহি প্রায় বৃদ্ধা হৈলা। যশোদা প্রবীণা অতি ভাবিতা আছিলা ।। স্বভক্তানুগ্রহরসাস্বাদন কারণে। অসুর পীড়িতা পৃথ্বী ভার বিমোচনে।। অংশের সহিতে দোহেঁ কৃষ্ণ বলরাম। প্রকট লভেন ব্রজে পূর্ণ তম নাম ।। সর্ব্ব আদি প্রধান পুরুষ দুইজন। জগদ্ধেতু জগৎপতি হয়ে প্রকটন অসুর সংহারে নিজ নিজ অংশ দ্বারে। ভক্তে কৃপাকরে দোহেঁ স্বরূপ বিহারে।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

প্রধানপুরুষাবাদৌ জগদ্ধেতু জগৎপতী। অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ইতি ॥

অংশ সহ কৃষ্ণ বলরাম দুইজন। যে রূপে প্রকট হয় শুন শ্রোতাগণ ॥ মহা বনে নন্দগৃহে রোহিণীর গর্ব্ভে। ফাল্গুণী পূর্ণিমা বলরাম আবির্ভাবে ॥ সেই দিনে মথুরাতে দৈবকী উদরে। তাঁর অংশ সঙ্কর্ষণ আবির্ভাব করে ॥ যোগ মায়া কৃষ্ণ আজ্ঞা পাঞা সাতমাসে। তাহাঁরে রোহিণী গর্ব্ভে করায় প্রবেশে ॥ তিহোঁ বলরাম অঙ্গে প্রবেশিয়া রয়। পৌষমাসে পূর্ণিমাতে ব্রজে প্রকটয় ॥ এই মতে মহাবনে যশোদা উদরে। উর্জ্জ পূর্ণিমাতে কৃষ্ণ আবির্ভাব করে ॥ কৃষ্ণের প্রকট লীলাকাল হৈল যবে। যশোদার গর্ব্ভ হৈল লোকে বলে তবে ॥ দৈবকীর গর্ব্ভে বসুদেবের আলয়ে। আদিব্যূহ বাসুদেব আবির্ভাব হয়ে ॥

তথাহি। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষ্বানক দুন্দুভেঃ ॥ ইতি

গর্ব্ভেধাস্যতি গোবিন্দং যশোদা মায়য়া সহেত্যাদি বচনাৎ ॥ ইতি ॥

এইমতে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিনে। রোহিণী নক্ষত্র হৈল অতিশুভক্ষণে ॥ আপন মন্দিরে রাণী সুতিয়া আছিল। ম য়ার সহিতে কৃষ্ণ প্রকট হইলা ॥

তথাহি। গোষ্ঠেতুমায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা পুরুষোত্তম ॥ ইতি

মধুপুরে বাসুদেব জনম লভয়ে। বসুদেব তাঁরে লঞা রাখে নন্দালয়ে ॥ মায়া কন্যা লঞা তিহোঁ যায় মধুপুরে। বাসুদেব প্রবেশয়ে কৃষ্ণের শরীরে ॥

তথাহি। গত্বা যদুবরং গোষ্ঠং তত্র সুতিগৃহং বিশন্। কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তমাদায় ব্রজংপুরং ॥ ইতি

যশোদার গর্ভ অতি শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণইন্দু ॥ তমো নাশ হৈল যেই চন্দ্রের প্রকাশে। ত্রিভুবন স্নিগ্ধ কৈল লীলারস রাসে ॥

যথারাগ। প্রসভিলা যশোমতী, বালক বালিকা তথি, মহাবনে নন্দের ভবনে। প্রসভ বেদনা শ্রমে, নিদ্রাযায় অচেতনে, কন্যা পুত্র একুই না জানে ॥ কৃষ্ণের প্রভাব অতি, বুঝিতে কাহার শক্তি, সর্ব্বচিত্ত মুগ্ধ হয়ে যাতে। মানসিক লীলারীতে, প্রকাশিতে হয়ে চিত্তে, তেঞিও জন্ম মায়ার সহিতে ॥ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, বিলাসের বিলাস নাম; বাসুদেব ব্যূহের প্রধান। তিহোঁ বসুদেব ঘরে, জন্মে দৈবকী উদরে, প্রকাশ করিয়া নিজধাম ॥ চতুর্ভুজ রূপধরি, চক্রাদিক হাতে করি, দৈবকীর অগ্রেতে রহিলা। তাঁরে দেখি দুই জন, আনন্দে ভরল মন, স্তব করি কহিতে লাগিলা ॥ শুন প্রভু নারায়ণ, পায়া তুয়া দরশন, ভাগ্যেহ অভাগ্য করি মানি। ভাগ্যে তুমি মোর ঘরে, লইবে কংসের চরে, কি হইবে একযে না জানি ॥ স্তব শুনি নারায়ণ, হাসিয়া দ্বিভুজ হন, কহে পিতা শঙ্কা না করিহ। মোরে লৈয়া ব্রজপুরে,

রাখহ নন্দের ঘরে; শীঘ্র চল না কর সন্দেহ।। তার পত্নী যশোমতী, প্রসবিলা কন্যা তথি, তারে তুমি আনহ এখানে। শুনি বাসুদেব বাণী, বসুদেব মনে গণি, পুত্র লৈয়া গেলা মহাবনে।। নন্দ গৃহে প্রবেশিয়া; বালিকারে নিরখিয়া; আনন্দ পাইল অতিশয়। নিজ পুত্র তথা থুইল, কৃষ্ণমূর্ত্তি না দেখিল; মায়াবলে দৃশ্য নাহি হয়।। তবে কন্যা কোলে করি, শীঘ্র আইলা মধুপুরী, নিজ কারাগারে আসি রয়। অথা বাসুদেব তথি, দেখি সর্ব্বাশ্রয় মূর্ত্তি, মহানন্দে সে অঙ্গে মিলয় কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, বিলাসের বিলাস নাম, প্রকাশিয়া ব্রজে প্রকটয়। আর সব তার অংশ, তিঁহ সর্ব্ব অবতংস; পূর্ণতম রূপে বিলসয়।। কৃষ্ণ আর নারায়ণ; সিদ্ধান্তের রূপ সম, গুণে পূর্ণতম পূর্ণতর। রসে কৃষ্ণ পরাৎপর, তাহা হৈতে কিছু তর, বাসুদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।।

তথাহি। সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপ মেষারস স্থিতিঃ।। ইতি।। দ্বিভুজঃ সর্ব্বদাসোঽত্রেত্যাদি।।

প্রকটিয়া নন্দসুতে, নরলীলা প্রকাশিতে; মায়ারূপে কান্দিতে লাগিলা। তাহা শুনি দাসীগণে; প্রবেশিলা জন্মস্থানে, যশোদারে চেতন করাইলা।। উঠি অস্তে ব্যস্তে রাণী, পুত্র কোলে করি আনি, আনন্দে ভরিয়া নিজ অঙ্গে। শীঘ্র-গতি এক জনে, আসিয়া নন্দের স্থানে, কহে কথা আনন্দ তরঙ্গে।। শুন শুন ব্রজেশ্বর, মুঞি তোমার কিঙ্কর; হর্ষ পায়্যা আইনু তুয়া স্থানে। ব্রজেশ্বরীর উদরে, ছিলা এক সুকুমারে, জনম লভিলা এই ক্ষণে।। শুনি ব্রজরাজ অতি, আনন্দে ভরল মতি; নানা রত্ন দিল সেই জনে। সন্তোষ হইয়া তারে; পুনঃ কিছু আজ্ঞা করে, ত্বরা আন বাদ্যকারী গণে।। এত কহি ব্রজেশ্বর, হৈয়া অতি সু সত্বর; উত্তরিলা গিয়া জন্মস্থানে। দিয়া নানা রত্নগণ; দেখে পুত্রের বদন; আনন্দে ভরিয়া নিজ মনে।। গোপ নারীগণ তথা, অন্যোঽন্যে কহে কথা; হেন রূপ কভু নাহি দেখি। যাহার বদন ছাঁদ; হেরি পূর্ণিমার চাঁদ, লজ্জাতে পলায় মন দুঃখী সে কেবল একেশ্বর, উদিত গগণোপর, পদ্ম গণে মুদিত করয়। এথা চন্দ্রগণ অতি; পরম মোহন দ্যুতি, পদ্ম গণ সঙ্গে বিলসয়।। দশ চাঁদ দুই ভুজে, তৈছে পদযুগে রাজে, পাণি পদ অরুণ উপরে। অদভুত হয়ে শোভা, পদ্মিনী হৃদয় লোভা, সদা যাঁহা অনুরাগ ধরে।। সে বাহ্য তিমির নাশে, এহোঁ চিত্ত পরকাশে, অদভুত এচান্দ গরিমা। তার সুধা রশ্মি পানে, লুবধ চকোর গণে, এরসে লুবধ ব্রজজনা।। অরুণ অধর দ্যুতি, অতি বড় চমৎকৃতি, দেখি সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে। ইহার উপমা নাহি, ত্রিভুবনে দেখ চাহি, যাহার উদয় ব্রজপুরে।। আর যে অরুণ হয়ে, গগণমণ্ডলে রয়ে, মেঘে আসি তারে আচ্ছাদয়। এ অরুণ মেঘপরে, সদাই বিলাস করে, অপরূপ চরিত্র আশয়।। অঙ্গশোভা অতিশয়, নির্দ্ধারিত নাহি হয়, দ্যুতি পুঞ্জ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে। মনে হেন লয় মোর, কিবা নব জলধর

কিবা হয় দলিত অঞ্জনে।। কানড়কুসুম কিয়ে, ইন্দীবর প্রকাশয়ে, কিবা নীলমণি শোভা হয়। জিতি কোটি কাম দ্যুতি, হয়ে কিবা এমূরতি, জগত মোহন অতিশয়।। এইমত নারীগণ, আনন্দে ভরল মন, রূপ ব্যাখ্যা করে পুনঃ পুনঃ। কেহ কহে ব্রজরাজ, ভাগ্যবান ব্রজমাঝ, অন্য কেহ নহে ইহা সম।। এবৃদ্ধ বয়েসে যার; হয়ে হেন সুকুমার, রূপ নহে ভুবন মোহন। কিবা ভাগ্য যশোদার, হেন পুত্র গর্ব্ভে যার, কোলে করি পিয়াব যে স্তন।। এইমত সর্ব্বজন, আনন্দে পুরিয়া মন, নেহারয়ে কৃষ্ণের বয়ান। বাৎসল্যে স্রবয়ে স্তন; মাতৃ স্নেহে গোপীগণ, অতি প্রেমে হৈলা নিমগন।। তবে ব্রজরাজ অতি, আনন্দে ভরল মতি; নিজ পুরোহিতে বোলাইলা। বেদ গর্ভ হয়ে নাম, মহা যজ্ঞা অভিধান; ভাগুরি নামেতে মুনি আইলা।। সকলেই বেদ বিৎ, দরশনে আনন্দিত, অভিষেক উদ্যোগ করয়। বেদিকা বান্ধায় তথি, চতুষ্কোণ পরিণতি, ক্রমবন্ধে কদলী রোপয়।। তাহা বেড়ি আম্রশাখা, চারিদিগে সুপতাকা, সর্ব্বোপরি চন্দ্রাতপ সাজে। পঞ্চ গব্যে পঞ্চামৃত, গন্ধ দ্রব্য নানামত, সুবাসিত জল ঘট মাঝে।। ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, ঘট স্থাপনাদি বিধি, বিধান রূপেতে সব কৈল। ব্রজরাজ আনন্দিত, ব্রজেশ্বরীর সহিত, নিজ পুত্র তথায় আনিল।। বিবিধ বিধান মতে, হয় যে উচিত রীতে, সেই রূপে অভিষেক করে। পঞ্চগব্যে স্নান আগে, তবে পঞ্চামৃত যোগে, গন্ধ দ্রব্য দেন তার পরে।। সুগন্ধি শীতল জল, অতিবর সুনির্ম্মল, ঘট ভরি রাখে সেইখানে। ক্ষুদ্র এক ঘট ভরি; জল দেই কৃষ্ণোপরি, অষ্টোত্তর শতেক বিধানে।। অঙ্গ মোছাইয়া রাণী, পুত্র কোলেকরি আনি, স্তনপান করান হরিষে তবে নন্দ যশোদার, সুখের নাহিক পার, আনন্দ সায়র মাঝে ভাসে।। তৎকালিক যত কর্ম্ম, যে যে আছে বিধিকর্ম্ম, স্নানাদি করিয়া শুচি হৈলা। তবে সেই বিপ্রগণ, পাঠ করি স্বস্ত্যয়ন, পিতৃদেব অর্চ্চন করিলা।। তিল অদ্রি করি সাথে, নানা রত্ন দিয়া তাতে, সাত কৌস্তাম্বরাবৃত কৈল। তৈছে আনি ধেনুগণে, পরম আনন্দ মনে, বিশলক্ষ ব্রাহ্মণেরে দিল।। তবে সব বিপ্রগণে; পরম আনন্দ মনে, সুমঙ্গল ধ্বনি উচ্চারয়। পড়ে ছন্দ ভাটগণ, বন্দি মাগধ জন, সকলেই করে জয় জয়।।

তথাহি। নন্দ স্ত্বাত্মজউৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। আহূয় বিপ্রান্ বেদাজ্ঞা স্নাতঃ সুচিরলঙ্কৃতঃ।। ইত্যাদি।।

গুণীবৃন্দ করে গান, বাদ্য বাজে সুবিধান, বহু ভেরী দুন্দভীর গণ। রাজার বালক হৈল, পরম আনন্দ পাইল, পুনঃ পুন করয়ে বাদন।।

তথাহি। সুঘনং সুতততং সুঘন সততং সহসা সুধিরৈঃ সহসা সুধিরৈঃ। অথ বাদ্যমভূদথ বাদ্যমভূরভসোদ্যমভূরসভোদ্যমভূরিতি।।

প্রাতঃকালে দাসীগণ, ব্রজদ্বার গৃহাঙ্গন, মার্জ্জন করিয়া সিক্ত কৈল। সুচিত্র

পতাকা ধ্বজ, বিচিত্র পল্লব ব্রজ, বস্ত্র চন্দ্রাতপে সাজাইল॥ সখ্যাতীত ভারিগণ আর যত বৃষ হন; বৎস সব যে যেখানে ছিল। তাসভারে দিলা তৈল, হরিদ্রাতে সিক্ত কৈল, ব্রজ অতি সুশোভন হৈল॥ ওথা সব গোপগণে, ধাতু চিত্র বিরচনে চিত্র বস্ত্র মাল্য স্বর্ণহার। কঞ্চুক উষ্ণীক যত, বস্ত্র অভরণ কত, সব অঙ্গে শোভা যাসভার॥ নানা উপায়ন সাথে, গমন করিলা পথে, করিতে নন্দের সম্ভাষণে। যশোদার সুতোদ্ভব; শুনিয়া গোপিকা সব, আনন্দ পাইয়া নিজ মনে॥ নানা বস্ত্র অভরণে, করি আত্ম বিভূষণে, নয়নে অঞ্জন সভে লয়। সুচিত্র নব কুঙ্কুম, কিঞ্জল্ককেশর সম, মুখপদ্ম শোভা অতিশয়॥ নানা উপহার হাতে, ত্বরায়ে চলয়ে পথে, পুণ্য শ্রেণি হয় যাসভার। সমৃষ্ট পরমোজ্জ্বল, শ্রবণে মণি কুণ্ডল, চলে কুচ দোলে মণিহার॥ চিত্র বস্ত্র সুশোভন, কণ্ঠে নানা বিভূষণ, ভুজযুগে বলয়া বিরাজে। সভার কেশের মালা, পথে বৃষ্টি হৈয়া গেলা; অতিশয় মনোহর সাজে॥ নন্দের আলয়ে গেলা, দেখি আনন্দিত হৈলা; আশীর্ব্বাদ করে বালকেরে। সচূর্ণ হরিদ্রা তৈলে; সিঞ্চন করয়ে জলে, সভে কৃষ্ণগুণ গান করে॥ ওথা বাদ্যকারী গণ, করে বাদ্য বাদন, নানাবিধ অতি যে বিশাল। মডুডিণ্ডিম ঝর্ঝর কাংস্য করতাল স্বর; বেণু বীণা মুরজ রসাল॥ মন্দিরা মৃদঙ্গ বাজে, পনব গোমুখ সাজে, ডম্ফ পাখাজ পিনাকিনী। সপ্তস্বরা কবিলাস, নানা বাদ্য পরকাশ; অতিশয় সুমধুর ধ্বনি॥ কৃষ্ণজন্ম মহোৎসবে; যত গোপ গোপী সবে, অতিশয় হৃষ্ট পরস্পর। দধি ক্ষীর ঘৃত জলে, নবনী লইয়া পেলে, অন্যোহন্যো সভার উপর॥ গোপীগণ গান করে, অতি যে আনন্দ ভরে, নৃত্য করে সব গোপগণ। সদধি হরিদ্রা গুলি, অন্যোহন্যেতে পেলাপেলি, করে সুখ সায়রে মজ্জন॥ তবে নন্দ মহামনা, গুণি বৃন্দ যে যে জনা, বিদ্যা উপজীবি যে সভারে। সকলের অভিমত, দান করি কত কত, যথাযোগ্য সম্মান আচরৈ॥ বিষ্ণু আরাধন লাগি, দান করে অনুরাগি; নিজ পুত্রের উদয় কারণে। মহামতি নন্দ রাজা, করিল সভার পূজা, নানাবিধ দানাদি বিধানে॥ উপনন্দ আদি যত, নন্দভ্রাতা সেইমত, বৃষভানু আদি গোপগণ। সকলে আনন্দ ভরে, দান করে যারে তারে, নানা রত্ন বস্ত্র বিভূষণ॥ রোহিণী রামের মাতা, নন্দগোপাভিনন্দিতা, দিব্য বস্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা। মণিমালা দোলে গলে, আনন্দে হেরিয়া বুলে, নৃত্য গীত বাদ্য যথা তথা॥ নিজ পুত্র মহোৎসবে, যশোদা রোহিণী তবে, রত্নগণ অঞ্জলি ভরিয়া। পুনঃপুনঃ দেয় পেলি, দেখি সভে কুতূহলী, হুড়াহুড়ি লয় কুড়াইয়া॥ এইমত গোপগণ, করিয়া দধি কর্দ্দম, বিভূষিত হৈয়া সব অঙ্গে। সভে নাচে থৈয়া থৈয়া আনন্দে মগন হৈয়া, লগুড়ি ফিরায় অতি রঙ্গে॥ তবে সব গোপ মেলি; যমুনাতে জলকেলি; করিয়া আনন্দে স্নান কৈলা। নন্দ আনন্দের ভরে, তাসভা আনিয়া ঘরে, নানা উপহার খাওয়াইলা॥ তবে ভ্রাতাগণ সনে, অতি যে আনন্দ

মনে, মহোৎসব সম্পূর্ণ করিলা। তবে ব্রজবাসীগণ, করি রাজ সম্ভাষণ, কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করি গেলা ।। কৃষ্ণচন্দ্রোদয়াবধি, নন্দব্রজ মহোদধি, সকল সমৃদ্ধি পূর্ণ হয়। কৃষ্ণের নিবাস গুণে, রমা আনন্দিত মনে, যাঁহা তাঁহা সর্ব্বদা ক্রীড়য় ।।

তথাহি। অতো আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্ম গুণৈ রমা ক্রীড়মভুন্নৃপ ।। ইতি

করিতে প্রকট লীলা; ব্রজে অবতীর্ণ হৈলা, মহাবনে নন্দের ভবনে। কৃপা করি ভক্তগণে, সে সুধা করাতে পানে; নিজ রস আস্বাদ কারণে ।। সঙ্ক্ষেপে কহিল কথা, জন্মলীলা গুণ গাঁথা, পরম রহস্য অতিশয়। শুনিতে ভক্তের সুখ, দুঃখ পায় বহির্ম্মুখ, সর্ব্বোৎকর্ষ এই লীলা হয় ।। নিত্যলীলা পরিবার, ব্রজ ব্রজবাসী আর, নন্দ আদি করি হয় নাম। আর যে সাধক গণে, জন্মিলেন ব্রজবনে, কহেন নন্দকিশোর আখ্যান ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন বিবরণ কথনে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা। নন্দোৎসবাদি বর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ।

—•○•—

ত্রয়োত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এইত কহিল মহাবন বিবরণে। কৃষ্ণজন্মলীলা নন্দোৎসব প্রকরণে ।। এবে কহি আর যে যে লীলাস্থান হয়। যাঁহা বাল্যলীলা অতিশয় রসময় ।। পূতনা মোক্ষণ কৃষ্ণ করিল যেখানে। শকট ভঞ্জন তৃণাবর্ত্ত বিনাশনে ।। যে বনে করিলা কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ। ব্রজেশ্বরী কৈল যাতে আশ্চর্য্য দর্শন ।। ব্রজ শিশু লৈয়া কৃষ্ণ যেই বনে খেলে। ব্রজেশ্বরী যেখানে বান্ধিল উদূখলে ।। যমল অর্জ্জুন দুই করিল ভঞ্জন। অতি যে আশ্চর্য্য লীলা যাঁহা প্রকটন ।। ক্রমে সেই স্থান লীলা করিব বর্ণন। সঙ্ক্ষেপ রূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। প্রথমেত পূতনার করিল মোক্ষণ। যেমতে পূতনা আইল শুন সে কারণ ।। বসুদেব যবে মায়া কন্যা লৈয়া গেলা। পূর্ব্ববৎ কারাগারে দ্বার রুদ্ধ হৈলা ।। তবে বালা কপট ক্রন্দন তাঁহা করে শুনিয়া রক্ষক সব উঠিল সত্বরে ।। কংস আগে কহিল প্রসব সমাচার। শুনিতেই শীঘ্র সে আইল কারাগার ।। দেখিয়া দবকী কহে কাতর হইয়া। কন্যাপত্য হৈল ভাই দেখহ আসিয়া ।। কন্যা রক্ষা লাগি বহু প্রার্থন করিল। পরম দুরাত্মা হাতে হৈতে নৈয়া গেল ।। দুইপায়ে ধরিয়া বিস্তার শিলোপরে। আছাড়ি পেলিতে চাহে মারিবার তরে ।। মায়াকন্যা তারহাতে হৈতে নিকশিলা। তৎক্ষণে আকাশে গিয়া অষ্টভুজা হৈলা ।। দিব্যমাল্য বস্ত্রালেপ রত্ন বিভূষিতা। অষ্ট ভুজে ধনু শূল আদি বিরাজিতা ।। সিদ্ধ চারণাদি নানা উপচার লৈয়া। স্তব করে যার আগে পুটাঞ্জলী হৈয়া ।। তাহা হৈতে কহে মন্দ শুনরে বচন।

আমারে মারিয়া তোর কিবা প্রয়োজন॥ তোমার অন্তক শত্রু যেই জন হয়। জন্মিলেন কোনখানে জানিহ নিশ্চয়॥' এতেক কহিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান কৈলা। পৃথিবীতে বহু নাম ধারণ করিলা॥ তার বাক্য শুনি কংস বিস্মিত হইল। বসুদেব দেবকীর মোচন করিল॥ তাঁহা দোহাঁকারে রাজা বিনয় করিয়া। আত্ম নিন্দা করি তত্ত্ব কহে বিশেষিয়া॥ পুনশ্চ দোহাঁর পায়ে লোটায়্যা পড়িলা। বসুদেব তত্ত্বকথা প্রত্যুত্তর কৈলা॥ অনেক বিনয়ে দোহাঁ প্রসন্ন করিয়া। আজ্ঞা লঞা গেলা কংস বিষণ্ণ হইয়া॥ প্রাতঃকালে রাজা নিজ মন্ত্রিগণে আনি। সভারে কহিল দেবী কহিল যে বাণী॥ ভোজপতি বাক্য শুনি দেব শত্রুগণ। সহজে দেবতা দ্বেষী নহে বিচক্ষণ॥ সম্বোধন করি কংসে করে নিবেদন। যদি সত্য হয়ে সেই [illegible] বচন॥ তবে পুর গ্রাম ব্রজাদির মধ্যে গিয়া। যাহাঁ যাহাঁ শিশুগণ দেখিয়া [illegible]য়া॥ অনির্দ্দেশ নির্দ্দেশ যেখানে যেই পাব। আমরা সকল শিশু মারিয়া আসব॥ দেবতা সকল ভীত হয়েত সমরে। উদ্যম করিয়া তারা কি করিতে পারে॥ দেবগণে শ্রেষ্ঠ হরি সে রহে নির্জ্জনে। বড় এক দেব শম্ভু সেহ বনে বনে॥ আর এক দেব ব্রহ্মা সে তপস্বী হয়। ইন্দ্র কি করিবে বড় বলবন্ত নয়॥ তথাপি দেবতা সব শত্রুপক্ষ হয়। উপেক্ষা করণ কদাচিত ভাল নয়॥ যেন দেহে অল্প রোগ উপেক্ষা করিলে। চিকিৎসা বিষম তার হয় বড় হৈলে॥ তৈছে শত্রু যবে অতি বলবন্ত হয়। তবে কদাচিত নাশ হয়ে বা না হয়॥ অতএব তাসভার মূল নাশিবারে। নিযুক্ত করহ দেব আমা সভাকারে॥ সকল দেবতা গণের মূল বিষ্ণু হয়। নিত্য সনাতন ধর্ম্ম যাহাতে আছয়॥ ব্রহ্ম গো ব্রাহ্মণ তপো যজ্ঞ আদি যত। এসকল ধর্ম্ম অঙ্গ তার অনুগত॥ তস্মাৎ রাজেন্দ্র ব্রহ্মা বাদি যে ব্রাহ্মণ। তপস্বী সকল যজ্ঞশীল যত জন॥ গাবী সব হবি দুগ্ধ ইহা সভাকারে। বিনাশ করিব সত্য কহিল তোমারে॥ বিপ্র গাবী দেব তপস্যা সম দম। শ্রদ্ধা দয়া ক্ষমা যজ্ঞ হরি তনু সম॥ সেই হরি সকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয় [illegible]সুরের দ্বেষকারী যেই গুহাশয়॥ তন্মুখ দেবতা চতুর্ম্মুখ আদিগণ। তার বধোপায় ঋষীগণের হিংসন॥ এইমতে কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণ সনে। যুক্তি করি ঋষিহিংসা সুমন্ত্রণা মানে॥ দুষ্টমতি কালপাশে আবৃত হইল। সাধু লোক কদনে সকলে আজ্ঞা দিলা॥ প্রলম্ব চানূর বক তৃণাবর্ত্ত নাম। পূতনা অরিষ্ট কেশি অঘাসুরাখ্যান॥ বৎসাসুর আদি করি নানা মূর্ত্তিধরি। যাহাঁ তাহাঁ বুলে দেবতার দ্বেষ করি॥ সকলেই রজোবুদ্ধি তমোগূঢ় চিত্তে। সাধু দ্বেষ করে মৃত্যু হৈল অবস্থিতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকনাশিষ এবচ। হন্তিশ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসোমহদতিক্রমঃ॥ ইতি

ওথা নন্দ পরম আনন্দে নিজগনে। যশোদার কোলে কৃষ্ণ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।। মনে কৈল কংসের বাষিক কর দিতে। গোপগণে নিযোজিয়া গোকুল রাখিতে।। প্রধান প্রধান কত গোপসঙ্গে লৈয়া। মথুরা গমন কৈল শকটে চড়িয়া।। কর দিতে ব্রজরাজ কৈল আগমন। বসুদেব করিলেন সে কথা শ্রবণ।। ব্রজরাজ রাজা স্থানে রাজকর দিলা। বসুদেব মোচন শুনিয়া তাঁহা আইলা।। নন্দেরে দেখিয়া তেহোঁ সম্ভ্রমে উঠিলা। নিজীব শরীরে প্রাণ যে হেন লভিলা।। প্রেমায়ে বিহ্বল প্রিয়তম দরশনে। প্রীত যুত বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে।। ঐছে বসুদেব নন্দে পূজিত হইলা। কুশল পুছিয়া সুখে আসনে বসিলা।। আপনার পুত্র স্নেহ প্রসক্তধী হৈয়া। বসুদেব কহে নন্দে স্নিগ্ধতা করিয়া।। শুন ভাই প্রায় বৃদ্ধ হৈলা এবয়সে। পুত্র হৈবে হেন মনে না আছিল আশে।। তবে পুত্র হৈল মোসভার ভাগ্য হৈতে। ভাগ্যে পুনর্জন্ম এই সংসার চক্রেতে।। হইল তোমার সাথে দুর্লভ দর্শন। সুহৃদের প্রিয় সহবাস দুর্ঘটন।। নদীর প্রবাহে যেন তৃণ কাষ্ঠ আনে। একত্রে মিলয়ে কভো যায় স্থানে স্থানে।। দুঃখহীন এখনে হয়েন মহা বন। পশুযোগ্য বহু অম্বু তৃণ বৃক্ষগণ।। সেখানে তোমার বাস বন্ধুগণ সনে। সকলেই সুখি কোন দুঃখ নাহি মনে।। সেখানে আমার পুত্র নিজ মাতা সনে। আছেন তোমার ব্রজে হৈয়া সঙ্গোপনে।। তুমি দোহেঁ পুত্ররূপে করহ পালনে। তোমার সে পুত্র মোর পিতা করি মানে।। যার ঘরে বন্ধুলোক সুখী হৈয়া রয়। ধর্ম্ম অর্থ কাম তার অনায়াসে হয়।। বন্ধুগণ যাঁহা রহে পাঞা দুঃখ ক্লেশ। ধর্ম্ম অর্থ কাম তার নাহয় বিশেষ।। নন্দপ্রতি বসুদেব এতেক কহিলা। তবে নন্দ খেদকরি কহিতে লাগিলা।।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ। একাবশিষ্টাংবরজা কন্যা সাপি দিবং গতেতি।।

পুনঃ বসুদেব নন্দে কহিতে লাগিলা। রাজার বার্ষিক কর সকলেই দিলা।। আমাসহ সকলের হইল মিলন। অতঃপর ইহাঁ না রহিবে একক্ষণ।। হৈতেছে গোকুলে বহু বিধ উৎপাতে। সকলেই নিজব্রজে চল অচিরাতে।। নন্দ আদি শুনি বসুদেবের বচন। গোকুলে চলিলা তারে করিয়া মিলন।।

তথাহি। ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণাযযুঃ। অনোভিরন ডুদ্যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্যগোকুলং।। ইতি

পূতনা রাক্ষসী ওথা রাজ আজ্ঞা পাঞা। বালবিঘাতনি ঘোর মায়া প্রকাশিয়া।। পুরগ্রাম করাদির মধ্যে শিশুগণ। মারিয়া মারিয়া করে সর্ব্বত্র ভ্রমণ।। আকাশে ভ্রমিয়া সেই পূতনা খেচরি। হেনকালে পড়ে আসি গোকুল

উপরি ।। করিয়া স্ত্রী ময়ী মায়া সে কামচারিণী । ধরিয়া অপূর্ব্ব রূপ যে কেন মোহিনী ।।

তথাহি । তাং কেশবন্ধ প্রতিষক্ত মল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তন কৃচ্ছ্র মধ্যমং । সুবাস সঙ্কল্পিত কর্ণভূষণ ত্বিষোল্লসৎ কুন্তল মণ্ডিতাননাং ।। ইতি

তথা । রস্তস্মিতাপাঙ্গবিসর্গ বীক্ষিতৈ র্মনোহরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাং । অমুংসত্তাম্ভোজকরেণ রূপিণীং, গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবা গতাং পতিং ।। ইতি

তারে দেখি সবলোক কহিতে লাগিলা । হেন যে অপূর্ব্ব মুর্ত্তি কোথা হৈতে আইলা ।। একেশ্বরী দেখি কেহ নাহি ইহাঁসঙ্গে । ঘরে ঘরে ফিরে নিজ রসের তরঙ্গে।। কেহ কহে লক্ষ্মী কেহ বলেন ভবানী । গোকুলের ভাগ্যে বুঝি আইলা আপনি ।। তারে দেখি সভে অতি সম্মান করিলা । আনন্দ পাইয়া কেহ কহিতে লাগিলা ।। শুনহে সুন্দরী আমা সভার বচন । কোথা হৈতে এথায়ে হইল আগমন ।। কি নাম তোমার কেন ফের একেশ্বরী । মোসভারে কহি সুখ দেহ কৃপা করি ।। এতেক বচন শুনি পূতনা রাক্ষসী । কহিতে লাগিলা কিছু মন্দ মন্দ হাসি শুন গোপনারীগণ কহি তোর স্থানে । মোর নাম গুণ যশ বেদ্য ত্রিভুবনে ।। তোমরা না জান বুঝি বিশিষ্ট বিধানে । মোর নাম গুণ গান করয়ে পুরাণে ।। এখানে আইনু ব্রজ দেখিবার তরে । এত কহি নন্দব্রজে গেলেন সত্বরে ।। বাল গৃহ বুলে শিশু অন্বেষণ করি । দেখিল বালক সুতিয়াছে শয্যোপরি ।। আপন ঐশ্বর্য্য তেজ আচ্ছন্ন করিয়া । অসৎ অন্তক আছে শিশুরূপ হৈয়া ।। অগ্নি যেন আচ্ছন্ন রহয়ে ভস্মাদিতে । স্পর্শ হৈলে দগ্ধ হয় জানয়ে পশ্চাতে ।।

তথাহি । বালগ্রহস্তত্রবিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসন্তকং । বালং প্রতিচ্ছন্নমিবোরুতেজসং দদর্শতল্পেঽগ্নি মিবাহিতন্তসি ।। ইতি

সেই যে পূতনা হয়ে বালবিঘাতিনী । চরাচর আত্মা কৃষ্ণ মনে মনে জানি ।। নিমীলিত ঈক্ষণ হইয়া তভু রহে । সর্ব্বেশ্বর শিশু ভাবে বচন না কহে ।।

তথাহি । বিবুধ্যতাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা সমীলিতেক্ষণঃ । মহাসুরত্বেসতি বালভাবং বিভাবয়ন্ কিঞ্চিদুবাচন প্রভুঃ ।। ইতি

তাঁরে দেখি পূতনার আনন্দ হইল । একদৃষ্টে শিশু প্রতি চাহিতে লাগিল ।। দেখিয়া অপূর্ব্ব মুর্ত্তি ভাবয়ে পূতনা । মনুষ্যে এতেক রূপ না হয়ে যোজনা ।। যশোদা যশোদা বলি ডাকয়ে সঘনে । শব্দ শুনি যশোমতী আইলা অঙ্গনে ।। তার চেষ্টা দেখি রাণী বিস্মিতা হইলা । তাঁরে দেখি নিশাচরী কহিতে লাগিলা এবৃদ্ধ বয়েসে তোমার হইল তনয় । ভাগ্যবতী যশোদা সকল লোকে কয় ।। বার্ত্তা শুনি আইনু বালক দেখিবারে । কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারে ।।

নিসর্গ বিজ্ঞান জগদ্বিচেষ্টিত হরি। তাহা নাহি জানিয়া পূতনা নিশাচরী॥ যৈছে অজ্ঞ সুসর্পে রজ্জু জ্ঞানে ধরে। তৈছে নিজাত্মক অনন্তেরে কোলে করে॥

তথাহি। আজ্ঞায়মানাথ নিশাচরী হরিং নিসর্গ বিজ্ঞান জগদ্বিচেষ্টিতং। অনন্তমারোপয়দঙ্ক মস্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জু ধীঃ॥

তাহার তীক্ষ্ণতা চিত্ত কে বুঝিতে পারে। বাহিরে অপূর্ব্ব মনোহর চেষ্টা ধরে তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র যেন খাপের ভিতরে। অন্তরে বিষম বেদ্য না হয়ে বাহিরে॥ তাহার অপূর্ব্ব দশা ব্রজেশ্বরী দেখে। প্রমায়ে মগন বাণী না আইসে মুখে॥

তথাহি। তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতি বাম চেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোষ পরিচ্ছদাসীং। বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমানে জননী অধিষ্ঠতাং॥

পূতনা দেখিয়া রূপ ভুবন মোহন। কেমতে করিব নষ্ট ভাবে মনে মন॥ তার মনঃ কথা কৃষ্ণ অন্তরে জানিল। নষ্ট করিবারে মোরে কোলেতে করিল॥ এখনে আমার রূপে মুগ্ধ হৈল মন। বিস্ময় পাইয়া মনে করেন ভাবন॥ যদ্যপি আমারে বিষ স্তন না পিয়ায়। তবে বাহ্য অভিলাষ দূর হৈয়া যায়॥ অভিলাষ পূর্ণ আর দুষ্টের সংহার। দুই কার্য্য করিব যে মোর ব্যবহার॥ এত মনে করি নিজ মায়া সঞ্চারিল। সেইক্ষণে পূতনার মন ফিরি গেল॥ অত্যন্ত দুর্জ্জয় বীর্য্য বিষময় স্তন করিয়া শিশুর মুখে কৈল আরোপণ। স্তন মুখে কৃষ্ণ অতি রোষযুক্ত হৈয়া। সেই স্তন ভুজদ্বয়ে ধরিল চাপিয়া॥ অতিশয় পীড়া তার করি ভগবান। প্রাণের সাহিতে স্তন মুখে দিল টান॥

তথাহি। তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জর বীর্য্য মুথনং ঘোরাত মায়াদশি শোদাবথ। গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষ সমন্বিতোঽপিবৎ॥ ইতি

পূতনা অতি যে দুঃখ পাইয়া মরমে। বিস্মিত হইয়া কিছু ভাবে মনে মনে॥ এই রূপে কত ঠাঞি বালক মারিল। এমত দারুণ শিশু কাঁহা না দেখিল॥ ছাড় ছাড় করি শিশু পেলাইতে চাহে। ভূমে নাহি পড়ে শিশু স্তন মুখে রহে॥ তবে শীর্ণ গাত্রা হৈয়া বিবৃত্ত নয়নে। হস্ত পাদ চালন করিয়া ঘনে ঘনে॥ অতিশয় আর্ত্তনাদে করয়ে রোদন। স্তন মুখে তার প্রাণ কৈল আকর্ষণ॥

তথাহি। সামুঞ্চ মুঞ্চানমিতি প্রভাষিণী নিষ্পীড্য মানাখিল জীব মর্ম্মণি। বিবৃত্ত নেত্রে চরণে ভুজৌ মুহুর্ম্মুর্স্বিন্ন গাত্রাক্ষি পতিরু রোদহ॥ ইতি

অতি যে গভীর শব্দ শুনে যে তাহার। তৎক্ষণে হইল অঙ্গ কম্প তা সভার॥ পর্ব্বত সহিতে মহি অস্থির হইলা। গ্রহগণ সহ স্বর্গ চলিতে লাগিলা॥ দশদিক পাতালে যতেক জন হয়। শুনিয়া সে শব্দ সভে চিৎকার করয়॥ না জানি কি বজ্রপাত হৈল পৃথিবীতে। ভয় পাঞা সকলে পড়য়ে চারিভিতে॥

তথাহি। অস্যাঃ স্বনেনাতি গভীররংহসা সাদ্রীর্মহীদ্যৌশ্চচচালসগ্রহাঃ। রসাদিশশ্চ প্রতি নেদিরে জনাঃপেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাত শঙ্কয়া॥

নিশাচরী ঐছে স্তন প্রাণে ব্যথা পাইয়া। বিগলিত কেশ হস্ত পাদ প্রসারিয়া ব্রজ হতবৃত্র যেন পৃথিবী উপরি। তেমতি পড়িলা গোষ্ঠে নিজ রূপ ধরি॥

তথাহি। নিশাচরীত্থং ব্যথিত স্তনাব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি। প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতে বৃত্রইবা পতন্ন্‌প॥

পূতনা মরণে অতি অদ্ভুত হইল। ছয় ক্রোশ যুড়ি তার শরীর পড়িল॥ তার মধ্যে যত বৃক্ষগণ তাঁহা ছিল। তাহার নিপাত ক্রমে সব চূর্ণ হৈল॥ উগ্রদন্ত সব বড় ঈশের সমান। পর্ব্বত কন্দর মুখ গুহা নাসা খান॥ গণ্ড শৈল স্তন কেশ প্রচণ্ড অরুণ। অন্ধকূপ সম তার দুইটা নয়ন॥ জঙ্গাল সমান হস্ত পদ চারি খান। উদর বিস্তার শূন্য হ্রদের সমান॥ সাধু সব ত্রাস পায় দেখি কলেবর। গোপ গোপীগণ হৈল সভয় অন্তর॥ কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে না পায় ব্রজেশ্বরী। ইতস্তত ভ্রমে পুত্রে অন্বেষণ করি॥ কে নিল কে নিল বলি করয়ে ফুৎকার। পথ না দেখয়ে নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ তাহা দেখি সভে অতি অস্ত ব্যস্ত হৈয়া। কৃষ্ণ অন্বেষণে যায় চারিদিগে ধায়্যা॥ পূতনা পড়িয়া আছে পর্ব্বত আকারে। বাল্যক্রীড়া তাহার উপরে কৃষ্ণ করে॥ দূরে হৈতে গোপীগণ তাহা যে দেখিল। সম্ভ্রমেতে শীঘ্র কোলে করিয়া আনিল॥ আনন্দিত হৈয়া শিশু দিল যশোদারে। পুত্র কোলে করে রাণী সম্ভ্রম অন্তরে॥ যশোদা রোহিণী সঙ্গে লৈয়া গোপীগণে। হইল সম্ভ্রম শিশু রক্ষার বিধানে॥ সর্ব্ব অঙ্গে গো পুচ্ছাদি ভ্রমণ করণে। গো মূত্র আনিয়া তাতে করাইল স্নানে॥ পুনর্ব্বার গো রজ সকল অঙ্গে দিয়া। দ্বাদশাঙ্গে রক্ষা করে নাম উচ্চারিয়া॥ প্রথমত অতিশয় সম্ভ্রান্তা হইয়া। করিলেন রক্ষা রাণী অনাচান্তা হৈয়া॥ তারপরে যখনে আশ্বাস লব্ধা হৈলা। আঁচমন করি রক্ষা করিতে লাগিলা॥

তথাহি। অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মনিমাং স্তব জানুথোরু যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ। হৃৎকেশবস্ত্বদুরু ঈশ ইনস্তুকণ্ঠং বিষ্ণুভুজং মুখ উরুক্রম ঈশ্বরঃকং॥ চক্র্যগ্রতঃ সহগদোহরিরস্তু পশ্চাত্তৎপার্থয়োধনুরসী মধুহাজনশ্চ। কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্রস্তক্ষ্যঃ ক্ষিতৌহলধরঃ পুরুষঃ সমস্তাৎ॥ ইতি

এইমত রক্ষা শিশু সর্ব্ব অঙ্গে করে। সবিশেষ রক্ষামন্ত্র করেন উচ্চারে॥ হৃষীকেশ রক্ষাকরু সর্ব্বেন্দ্রিয় গণ। প্রাণরক্ষা করুণ তোমার নারায়ণ॥ শ্বেতদ্বীপ পতি চিত্ত রাখুন যতনে। যোগেশ্বর মনো রক্ষা করুণ আপনে॥ পৃশ্নিগর্ভ রক্ষা করু বুদ্ধি যে তোমার। আত্মা রাখু ভগবান ঐশ্বর্য্য অপার॥ ক্রীড়াতে গোবিন্দ রক্ষা করু নিরবধি। মাধব করুণ রক্ষা শয়ন অবধি॥ বৈকুণ্ঠ করুণ রক্ষা তোমার

গমনে। লক্ষ্মীপতি তুয়ারক্ষা করুণ আসনে ॥ যজ্ঞভুক রক্ষা করু ভোজন বিধানে। সর্ব্ব গ্রহ ভয়ঙ্কর রাখু সর্ব্বস্থানে ॥

তথাহি। ডাকিন্যো যাতুধানাশ্চ কুষ্মাণ্ডাযেহর্ভকগ্রহাঃ। ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ যক্ষ রক্ষো বিনায়কাঃ। কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ। উন্মাদা যেহ্যপস্মারা দেহ প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ। স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাতা বৃদ্ধবাল গ্রহাশ্চযে। সর্ব্বেনশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্ন্নাম গ্রহণ ভীরব। ইতি

এইমত প্রেমবদ্ধা গোপীগণ সনে। যশোদা করিয়া পুত্র রক্ষা সুবিধানে॥ তবে বালকেরে স্তন পানকরাইয়া। লালন করিয়া রাখিলেন সোয়াইয়া ॥ তাবৎ নন্দাদি সভে মথুরা হইতে। ব্রজেরে আইসে পথে অত্যন্ত তুরিতে॥ পূতনার দেহ দেখি পর্ব্বত আকার। সকলের চিত্তে হৈল বিস্ময় অপার ॥

তথাহি। তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ। বিলোক্য পূতনা দেহং বভূবুরতিবিস্মৃতা ॥ ইতি

নিশ্চয় জানিল বসুদেব মহামুনি। কিবা যোগেশ্বর রূপ হয অতিজ্ঞানী ॥ মধুপুরে মোসভারে যেমত কহিল। তেমতি উৎপাত ব্রজে আসিযা দেখিল ॥ পূতনার সেই দেহ ব্রজবাসী গণ। টাঙ্গিতে কাটিয়া সভে করিয়া ছেদন॥ ব্রজের বাহিরে সব অবয়ব নৈয়া। পোড়াইল বহু কাষ্ঠ বেষ্টিত করিয়া ॥ পূতনা দগ্ধে দেহের ধূম্র যে উঠিল। অগুরু সমান তার সৌরভ হইল ॥ যবে কৃষ্ণ স্তনে মুখ দিযা পান কৈল। তৎক্ষণে তাহার সর্ব্ব পাপ দূর হৈল ॥ লোক বাল বিঘাতিনী রুধির অশনা। রাক্ষসী খেচরী দুষ্টমতি যে পূতনা॥ নষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণেরে স্তনদিল। তথাপিহ সদ্গতি তাহার লভ্য হৈল॥

তথাহি। পূতনা লোক বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়েস্তনং দত্ত্বাপি সদ্গতিং ॥ ইতি

শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে কৃষ্ণে দেই স্তন। অতি যে বাৎসল্যে যেন কৃষ্ণ মাতাগণ তেন রূপ শ্রদ্ধা মাত্র হয়ত যাহার। কিং পুন কহিব গতি তাহা সভাকার ॥ ভক্ত সব হৃদয়ে যে পাদপাদ্ম ধরে। শিব ব্রহ্মা আদি যার বন্দনা আচরে॥ সে চরণে যার মন আক্রমণ করি। স্তনপান আপনেই করিলেন হরি॥ যাতু ধানি হইয়াকো স্বর্গপদ পায়। জননী সদৃশ গতি সকলেই পায় ॥

তথাহি। অঙ্গং যস্য সমাক্রম্য ভগবান পিবৎ স্তনং। যাতুধান্যপিসা স্বর্গমবাপ জননী গতিং ॥ ইতি

নন্দ আদি ব্রজবাসী নিকটে আইলা। নিকট ধূমের গন্ধ সকলেই পাইলা ॥ কিন্তু গন্ধ ধূম এই কোথা হৈতে আইলা। এত কহি সকলেই ব্রজে প্রবেশিলা ব্রজস্থিত গোপ পূতনার আগমন। আদি অন্ত ক্রিয়া তাহা করিল কথন॥ শিশুর কল্যাণ আর পূতনা নিধন। শুনিয়া বিস্মিত নন্দ আদি গোপগণ॥ প্রবাস

করিয়া নন্দ গৃহেতে আসিয়া। নিজ পুত্রে কোলে করি উদারধী হৈয়া। অতি যে বাৎসল্যে মস্তকের ঘ্রাণ লয়। পরম আনন্দ লভিলেন মহাশয়॥

তথাহি। নন্দঃ স্বপুত্র মাদায় পোষ্যাগত উদারধীঃ। মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরমাং বদৎ লেভে কুরুদ্বহ॥ ইতি

এইত কহিল পূতনার বিমোচন। কৃষ্ণ বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত কথন॥ শ্রদ্ধা যুত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ। গোবিন্দ চরণে রতি পায় সেইজন॥

তথাহি। যত্র তৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যাদ্ভুত চেষ্টিতং। নিশম্য শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতেরতিং॥ ইতি

এইত কহিল পূতনার বিমোচন। এবে কহি আর বাল্যলীলা আচরণ॥ ক্ষণে২ বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে। দেখি গোপ গোপী সব আনন্দ অন্তরে॥ তারপর কৃষ্ণ কৈল শকট ভঞ্জন। অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ॥ কদাচিৎ ঔত্থানিক কৌতুক আপ্লবে। কৃষ্ণ জন্মতিথি যোগে গোপীগণ সভে॥ বাদ্য গীত নৃত্য আদি করে গোপগণ। বিপ্র সব করে নানা মন্ত্র উচ্চারণ॥ তবে মজ্জনাদি করি নন্দপত্নী সতী। কৃষ্ণ অভিষেক করিলেন যশোমতী॥ বিপ্র সব করিতে লাগিলা স্বস্ত্যয়ন। যশোদা করিলা তাহা সভার পূজন॥ অন্ন আদি বস্তু বস্ত্র মাল্য বিভূষণে। সভার অভীষ্ট ধেনুগণ কৈল দানে॥ যশোদার কোলে কৃষ্ণ বাল্যলীলা রসে। দুগ্ধপান করি নিদ্রা আনন্দ অলসে॥ বালকের নিদ্রা দেখি যশোদা অন্তরে। আনন্দ পাইয়া সোয়াইল ধিরে ধিরে॥ কত রৌদ্র কত ছায়া স্থান নিরূপিয়া। অতি শিশুকালে মাতা রাখে সোয়াইয়া॥ শরৎ কালের রৌদ্র না যায় সহনে। যশোমতী এতেক বিচার করি মনে॥ নানা রস কুপী ভরা আছিল শকটে। কৃষ্ণে সোয়াইল রাণী তাহার নিকটে॥ ঔত্থানি কোৎসুক্য মনা হয়ে মনস্বিনী। সমাগত জন সব সম্মানয়ে রাণী॥ ক্ষণেকে কৃষ্ণের নিদ্রাভাঙ্গে আচম্বিতে। স্তনপান লাগি কৃষ্ণ লাগিলা কাঁন্দিতে॥ কৃষ্ণ মাতা সে ক্রন্দন শুনিতে না পাইলা। ওথা কৃষ্ণ পদদ্বয় চালিতে লাগিলা॥ শকটের অধোদেশে সুতিয়া আছিলা। প্রবাল কোমল অঙ্ঘ্রি তাহাতে ঠেকিলা॥ শকট উলটা হৈয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। নানা রস কুপি সব চূর্ণ হৈয়া গেল॥ যশোদাদি করিয়া যতেক গোপীগণে। ঔত্থানিক কর্ম্মে করি আছিলা গমন॥ নন্দ আদি করিয়া যতেক গোপগণে। আকুল হইয়া সভে অদ্ভুত দর্শনে॥ আপনেই কি রূপে শকট ভাঙ্গ্যাগেল। কে জানি আসিয়া হেন শকট ভাঙ্গিল॥ ভাগ্যে আজি শিশুরক্ষা পাইল ইহাতে। সকলেই আর্ত্তবৎ লাগিলা কহিতে॥ এইমত গোপ গোপী অনিশ্চিত মতি। বালক সকল কহে তা সভার প্রতি॥ রোদন করিয়া এই বালক চরণ। নিক্ষেপ করিয়া কৈল শকট ভঞ্জন॥ তা সভার কথা সভে করিয়া শ্রবণ। শ্রদ্ধা না করিল বলি বালক বচন॥ রাণী কহে ত্রৈমাসিক

শিশু যে আমার। শকট ভাঙ্গিবে কি না জানে বসিবার॥ অপ্রমেয় বল সেই বালকের হয়। তাঁরা শুদ্ধ ভাব বিনা অন্য না জানয়॥ কপট করিয়া শিশু রোদন করয়ে। গ্রহশঙ্কা ভয়ে রাণী তাঁরে কোলে লয়ে॥ বিপ্রসব ভালমতে স্বস্ত্যয়ন কৈল। তবে রাণী পুত্রে স্তনপান করাইল॥ পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছদ করিয়া স্থাপনা। গোপসব পূজা দ্রব্য করিলা যোজনা॥ দধ্যাতব কুশ অম্বু আদিতে করিয়া। অর্চ্চন করিল বিপ্রগণ আহ্বানিয়া॥ অসূয়া অনৃত দম্ভা ঈর্ষা হিংসামান বিবর্জ্জিত হয় যত মহান্ত প্রধান॥ হেন সত্যশীলের আশিষ যত হয়। অবশ্য ফলয়ে যেন বিফল না হয়॥ এইমত কহি সভে বালক লইয়া। সাম ঋগ্‌যজু উপা বচন করিয়া॥ পবিত্র ঔষধি জলে অভিষেক করি। বিপ্রগণ দ্বারে স্বস্তিবচন আচরি॥ এইমত ব্রজরাজ সমাহিত হৈয়া। অগ্নিহবনাদি যজ্ঞ বিশেষ করিয়া॥ প্রসন্ন কারণে সেই ব্রাহ্মণের গণে। অনেক প্রকার অন্ন করিলেন দানে॥ স্বর্ণ যুত খুর শৃঙ্গ রজতের চিত। নানা বিধ ভূষা ধেনু করিয়া ভূষিত॥ বস্ত্র অন্নসহ রাজা সকল ব্রাহ্মণে। পুত্রের উদয় লাগি করিলেন দানে॥

তথাহি। বিপ্রা বেদবিদো যুক্তাস্তেযাঃ প্রোক্তা স্তথাশিষঃ। তানিস্ফলী ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি ধ্রুবং॥ ইতি

এইত কহিল কৃষ্ণের শকট ভঞ্জন। বাল্যলীলা হয় কর্ণ মন রসায়ন॥ শকট ভঞ্জন লীলা যেই জন শুনে। শুদ্ধভক্তি হয় তার কৃষ্ণের চরণে॥ এইমত কৃষ্ণ নিত্য লীলা প্রকাশয়। দেখি গোপ গোপী মনে আনন্দ বাড়য়॥ শকট ভঞ্জন এই করিল বর্ণন। তৃণাবর্ত্ত বধ কথা শুন শ্রোতাগণ॥ ব্রজেশ্বরী বালকের শয়ন লাগিয়া। দিব্য হিন্দোলিক গৃহে দিল ঝুলাইয়া॥ তদুপরে বালকেরে সোয়ায়্যা রাখয়ে। গৃহকর্ম্ম করে বার বার নেহারয়ে॥ ওথা কংস পূতনা মরণ শুনি মনে। বিষাদ করিয়া যুক্তি করে মন্ত্রী সনে॥ তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুর আছিল। রাজ আজ্ঞা লৈয়া ব্রজে গমন করিল॥ হিন্দোলা উপরে কৃষ্ণ আছিলা শয়নে। ব্রজেশ্বরী আসি তার করিয়া লালনে॥ পুত্র কোলে লৈয়া রাণী আনন্দ অন্তরে। চুম্বন করয়ে মুখ প্রাঙ্গণ উপরে॥ হেনকালে তৃণাবর্ত্ত নামেতে অসুর। মহাতেজে বায়ুবেগে আইসে ব্রজপুর॥ সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অতি কুতূহলে। বিশ্বম্ভর রূপ হয় যশোদার কোলে॥ যশোমতী অতিশয় পীড়িতা হইলা। শিশুর গরিমা ভার সহিতে নারিলা॥ সেই খানে ভূমে কৃষ্ণে করায়্যা শয়ন। বিস্মিত হইয়া রাণী হেরয়ে বদন॥ পুত্রের কল্যাণ হউ এতেক ভাবিয়া। নারায়ণ ধ্যানকরে আবিষ্ট হইয়া॥ কৃষ্ণের শয়ন লাগি শয্যার কারণে। বাৎসল্য হৃদয়ে কৈল ত্বরিত গমনে॥ তৃণ ধূলী উড়াইয়া অন্ধকার করি। তৃণাবর্ত্ত আইসে মহা অন্ধকার করি॥ সকল গোকুল দশ দিগ আবরণে। আইলেন অতিশয় গম্ভীর গর্জ্জনে॥ ধূলী সব লাগি সভার নেত্র অন্ধ হয়।

মহা পীড়া পায় কেহ কিছু না হেরয় ।। এইমত কৃষ্ণমাতা দেখিতে না পায় । চক্রবাত রূপ শিশু হরি লৈয়া যায় ।। তৃণাবর্ত্ত বাতক্রমে ধূলায় উড়িল । মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রজে অন্ধকার হৈল ।। যশোদা যেখানে কৃষ্ণে সোয়াই রাখিলা । অন্বেষণ করি হাতে পুত্র না পাইলা ।। আত্ম পর কেহ কিছু দেখিতে না পায় । মোহিতা হইলা রাণী বাৎসল্য হিয়ায় ।। দুই দণ্ড পরে ধূলী বৃষ্টি দূর হৈল । যশোমতী নেত্র মিলি পুত্র না দেখিল ।। অত্যন্ত করুণ পুত্র স্মরণ করিয়া । শোক করি ভূমে পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ।। মৃতবৎসা গাবী যেন বৎস লাগি ধায় । হায় হায় শব্দে কাঁদু পথে পড়ি যায় ।।

তথাহি । ইতি খর পবন চক্রপাংশুবর্ষে সুত পদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা । অতি করুণ মনুষং স্মরন্ত্য শোচদ্ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌ ।। ইতি

এইমত যশোদার রোদন শুনিয়া । গোপীগণ আইলা অতি অনুতপ্তা হৈয়া ।। অশ্রু পূর্ণ মুখ সভে করয়ে রোদনে । না দেখয়ে নন্দসুত লইল পবনে ।।

তথাহি । রুদিত মনুনিশম্য তত্র গোপ্যাভৃশ মনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণ মুখ্যঃ । রুরুদুরনুপলব্ধ নন্দসূনুং পবনউপারতপাংশুবর্ষবেগে ।। ইতি

তৃণাবর্ত্ত বায়ুরূপ ধারণ করিয়া । কৃষ্ণে হরি লৈয়া যায় আকাশে উঠিয়া ।। বিশ্বম্ভর হরি গলে ধরিয়াছে তারে । ভার পাঞা তৃণাবর্ত্ত চলিতে না পারে ।। পাষাণ সমান ভার শিশুর মানিয়া । বহা নাহি যায় ভারি গরিষ্ঠ জানিয়া ।। পেলিবারে চায় শিশু ধরিয়াছে গলে । অদ্ভুত বালক দেখি হইল বিকলে ।। ভালরূপে ধরি কৃষ্ণ করিল গ্রহণ । নিশ্চেষ্ট হইল দৈত্য নির্গত লোচন ।। শ্বাস রুদ্ধ হৈল বাণী নাহিক বদনে । প্রাণ তেজি শিশুসহ পড়ে ব্রজবনে ।। অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে পাষাণ উপরে । বিশীর্ণ বদন সব বিকট শরীরে ।। রুদ্র শর বিদ্ধ যেন ত্রিপুর পড়িলা । তৈছে তৃণাবর্ত্ত প্রাণ তেজি চূর্ণ হৈলা ।। ওথা গোপীগণ অতি কাতর অন্তরে । রোদন করিয়া শিশু অন্বেষণ করে ।। তৃণাবর্ত্তাসুর পড়িয়াছে যেইখানে সেইখানে গিয়া পাইল কৃষ্ণ দরশনে ।।

তথাহি । তমন্তরীক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং বিশীর্ণ সর্ব্বাবয়বং করালং । পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সুমেতাঃ ।। ইতি

তৃণাবর্ত্তোপরি কৃষ্ণ আছে লম্বমানে । সকলে দেখিল অতি পরম কল্যাণে ।। মৃত্যু মুখে হৈতে শিশু বিমুক্ত হইলা । দেখিয়া সকলে অতি বিস্ময় পাইলা ।। তবে শিশু কোলে করি ব্রজেশ্বরী স্থানে । আনন্দ পাইয়া শিশু কৈল সমর্পণে ।।

তথাহি । আদায়মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতা কৃষ্ণঞ্চ তস্যোপরি লম্বমানং । তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং বিহায়সা মৃত্যু মুখাৎ প্রমুক্তং ।। ইতি

নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণে । ব্রজেশ্বরী করি সব গোপীগণ সনে ।। সক-

সেই প্রাণসম পুত্রেরে পাইয়া। কহিতে লাগিলা অতি আনন্দিত হৈয়া॥ অদ্ভুত আশ্চর্য্য শিশু রাক্ষসের স্থানে। নিবৃত্তি হইয়া পুনঃ আইলা এখানে॥

তথাহি। গোপাঃ সগোপ্যঃ কিল নন্দমুখ্যা লব্ধাচ্যুতং প্রাপুরতীব মোদং। অহোবতাত্যদ্ভুতমেষ রাক্ষসা বালোনিবৃত্তিং গমিতোভ্যয়াৎ পুনঃ॥ ইতি

হিংসক আপন পাপে আপনি মরয়। সমভাবে সাধু ভয়ে হৈতে মুক্ত হয়॥ তৈছে এই খল তৃণাবর্ত্ত আস্যাছিল। আপনার পাপে সে আপনি মরি গেল॥ সমভাবে শিশু ভাল মন্দ নাহি জানে। অসুরের হাতে রহে পরম কল্যাণে॥

তথাহি। হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে॥ ইত্যাদি॥

না জানি কি তপ কৈল আমরা নিশ্চয়। নারায়ণ পূজা কিবা ভাগ্য অতিশয়॥ কিবা কোন শ্রেয়কর্ম্ম আমরা করিল। সর্ব্বভূত সৌহৃদ বিধানে সে হইল॥ যাতে হৈতে এই শিশু পুনঃ যে এখানে। বন্ধুগণের অতি প্রেমে আইলা এখানে

তথাহি। কিম্নস্তপশ্চীর্ণমোধক্ষজার্চ্চনং পূর্ত্তেষ্টদত্তংবত ভূত সৌহৃদং। যৎসং পরেতঃ পুনরেষবালকোদৃষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ॥ ইতি

ব্রজেশ্বরী অতিশয় প্রেমে নিমগন। উল্লাস হৃদয়ে চুম্বে কৃষ্ণের বদন॥ বৃদ্ধ বৃদ্ধা গোপীগণের পদধূলী লৈয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে দিল স্নেহেতে ভরিয়া॥ ধান্য দূর্ব্বা দিয়া সভে আশীর্ব্বাদ কৈল। গোপুচ্ছ লইয়া শিশু অঙ্গে ঠেকাইল॥ তবে রাণী নিজ পুত্রে কল্যাণ কারণে। বহু ধন দিয়া তুষ্ট করিল ব্রাহ্মণে॥ বেদ অনুরূপ বিপ্র আশীর্ব্বাদ করে। চিরজীবি হৈয়া শিশু করুণ বিহারে॥ আশীর্ব্বাদ শুনি নন্দ আনন্দিত মনে। স্নেহ পরিপূর্ণ চুম্বে পুত্রের বদনে॥ এইমতে কৃষ্ণ বাল্যলীলা মহাবনে। অনেক অদ্ভুত নন্দ করিয়া দর্শনে॥ বসুদেব কহিল যে হইবে উৎপাত। সেই সত্য কথা সব দেখিল সাক্ষাৎ॥

তথাহি। দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপোবৃহদ্বনে। বসুদেব বসুদেব বচো ভুয়োমানয়ামাসবিস্মিতঃ॥ ইতি

এইমত তৃণাবর্ত্ত হইল মোক্ষণ। যশোমতী পাইলেন আশ্চর্য্য দর্শন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত্যকহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন লীলা বিবরণ কথনে পূতনা মোক্ষণাদি বর্ণনং নাম ত্রয়োস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব গোসাঞিঃ কৃপা কর মোরে। কৃষ্ণলীলা গুণ গাই আনন্দ অন্তরে॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র পিতা মাতা কোলে। বাল্যলীলা প্রকাশ করিয়া কুতুহলে॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে। দেখি ব্রজবাসীগণ আনন্দিত মনে॥ ওথা বসুদেব গর্গাচার্য্যে বোলাইয়া। কহিল রহস্য কথা একান্তে বসিয়া॥ নন্দ ব্রজে আগমন করহ আপনে। একাকী যাইবে যেন কেহ নাহি জানে॥ তাঁহার মন্দিরে আছে আমার তনয়। অতি সঙ্গোপন রূপে কারো বেদ্য নয়॥ তারা দুই জনে নিজ পুত্র করি মানে। তুমিহ তদনুরূপ করিহ বিধানে॥ ছয় মাস হৈল নাম করণ সময়। বুঝিয়া করিবে যেই উপযুক্ত হয়॥ এতেক শুনিয়া গর্গাচার্য্য মহাশয। গমন করিল শীঘ্র নন্দের আলয়॥ তাঁরে দেখি নন্দ অতি আনন্দ হইয়া। ত্বরাযুত হইলেন পুটাঞ্জলি হৈয়া॥ অধোক্ষজ জ্ঞানে দিব্যাসনে বসাইয়া। অর্চ্চন করিয়া পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥ তাঁরে উঠাইয়া মুনি করি আলিঙ্গন। আসনে বসিলা অতি আনন্দিত মন॥ তবে রাজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসন। আপনাকে শ্লাঘ্যমানি কহেন বচন॥ আজি সে সফল মোর গৃহ পরিবার। সফল হইল জন্ম ক্রিয়া যে আমার॥ এইমত নানা দৈন্যে করে নিবেদন। শুনি মুনিবর হৈলা আনন্দিত মন॥ এইমত রাজা আনন্দিত করি তাঁরে। সম্বোধন করি পুনঃ নিবেদন করে॥ সর্ব্ব অর্থ পরিপূর্ণ রূপ হও তুমি। তোমার আনন্দ হেতু কি করিব আমি॥ বুঝিলাম আজি দিন সফল আমার। অনায়াসে দরশন পাইল তোমার॥ দয়ালু স্বভাব তুমি জানিল অন্তরে। আমার কল্যাণ হেতু আইলা ব্রজপুরে॥ স্বকার্য্য নাহিক হীন দীন নিস্তারিতে। ভ্রমণ করয়ে এই মহান্ত চরিতে॥

তথাহি॥ মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাং। নিঃশ্রেয় সায়ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥ ইতি

জ্যোতিষ শাস্ত্রের যেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। সে তোমার বেদ্য তুমি মহামতিমান পারাবার তত্ত্ব বেত্তা পুরুষ যে জ্ঞানে। সর্ব্ব বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ তুমি সে প্রমাণে॥ এক নিবেদন করি শুন মহাশয়। অতি ভাগ্যবলে মোর হৈয়াছে তনয়॥ এদোহাঁর নাম ক্রিয়া সংস্কার করণে। আপনেই যোগ্য বুঝি করহ বিধানে॥ মনুষ্য মাত্রের জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব মতে গুরু এই কৈল নিবেদন॥ নন্দের বচন শুনি গর্গ মহামুনি। কহিতে লাগিলা নিজ কার্য্যসিদ্ধি মানি॥ যদু কুলের আচার্য্য আমারে সভে জানে। যদি করি তুয়া পুত্র সংস্কার বিধানে॥ বসুদেব সহিতে তোমার সখ্য হয়। মথুরাতে কংস পাপমতি অতিশয়॥ দেবকীর পুত্র করি যদি মনে করে। তবে অকল্যাণ হবে কহিল তোমারে॥ এ কথা শুনিয়া নন্দ ভাবি মনে মনে। পুনঃ নিবেদন করে মুনির চরণে॥ সদয় হইয়া যদি আজ্ঞা কর মোরে। নিভৃত স্থানেতে লৈয়া যাইয়ে তোমারে॥ অন্যজন কেহ তাঁহা যাইতে না পাবে। নিঃশঙ্কে সকল কার্য্য আপনে করিবে॥ স্বস্তিবাচন পূর্ব্ব

দ্বিজাতি সংস্কার। অলক্ষিতে আপনে করহ দোহাঁকার॥ এই মত গর্গ নন্দ প্রার্থনা শুনিয়া। মানিলেন প্রয়োজন সিদ্ধির লাগিয়া॥ আনন্দ হৃদয়ে নন্দ মুনিরে লইয়া। পরম নিভৃত স্থানে বসিলেন গিয়া॥ যশোদা রোহিণী কৃষ্ণ বল রাম লৈয়া। তথায়ে আইলা অতি হরষিত হৈয়া॥ কৃষ্ণ বলরাম রূপ দেখি মুনি বর। সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল আনন্দ অন্তর॥ দেখিল যে বয়োজ্যেষ্ঠ রোহিণী তনয়। কহিতে লাগিলা অতি প্রসন্ন হৃদয়॥ শুন ব্রজরাজ এই রোহিণী নন্দন নিজগুণে সুহৃদের করিবে রমণ॥ তেকারণে ইহার আখ্যান হবে রাম। বলাধিক্য হৈতে নাম হৈবে বলরাম॥ যদুবংশ সহ ইহার এক ভাব হয়। তেকারণে সঙ্কর্ষণ নাম সুনিশ্চয়॥

তথাহি। অয়ংবৈ রোহিণী পুত্রো রময়ন্ সুহৃদোগুণৈঃ। আখ্যাস্যতে রামইতি বলাধিক্যাদ্বলংবিদুঃ। যদুনাম পৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণ মুষন্ত্যপি॥

তবে কৃষ্ণ হস্ত দেখি কহে মুনিবর। শুন নন্দ তুয়া পুত্র গুণের সাগর॥ বহু জন্ম বহুরূপ নাম যে ইহাঁর। গুণ কর্ম্ম অনুরূপ হয়ে সুনির্দ্ধার॥ সে সকল জানি আমি না জানয়ে আর। অল্পাক্ষরে কহি কিছু সকলের সার॥

তথাহি। বহূনিসন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদনোজনাঃ॥ ইতি

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ চতুষ্টয়। চারিযুগে চারিরূপ ধরি প্রকটয়॥ সত্য যুগে শুক্লবর্ণ চারি হাত ধরে। শিরে জটাভার সে বল্কলাম্বর পরে॥ তপস্বীর বেশে করি তপস্যা বিধানে। যুগ অনুরূপ উদ্ধারয়ে সর্ব্বজনে॥

তথাহি। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু জটিলোবল্কলাম্বর ইত্যাদি॥

ত্রেতাযুগে হয়ে রক্তবর্ণ কলেবর। স্বর্ণবর্ণ জটা চতুর্ভুজ রক্তাম্বর॥ শ্রুক শ্রুব হাতে করি যজ্ঞের বিধানে। লোকে লওয়াইয়া ধর্ম্ম তারে প্রজাগণে॥

তথাহি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখল ইত্যাদি॥

কলিকালে পীতবর্ণ হয়েত ইহাঁর। সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম লোকে করিয়া প্রচার॥ আপনে আস্বাদে প্রেমা নাম সংকীর্ত্তন। সেই দ্বারে নিস্তারয়ে কলি প্রজাগণ॥

তথাহি। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধস॥ ইত্যাদি

ইদানী দ্বাপর শেষে তোমার কুমার। শ্যামবর্ণ ধরি ইতি হৈলা অবতার॥ নাম রূপ গণের ইহোঁ সমাশ্রয়। পরম মাধুর্য্য রূপ লীলা রসময়॥ পীতাম্বর ধারী বনমালা বিভুষণ। দেখিবে অপূর্ব্ব রূপ জগতমোহন॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভিত ইহাঁর। ইহোঁ সে অর্চ্চন কর্ম্ম করিবপ্রচার॥

তথাহি। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ। শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিত॥

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালে। চারিযুগের কথা মুনি কহিলেন ছলে॥

তথাহি। আসন্বর্ণা স্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোনু যুগং তনুঃ। শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ॥ ইতি

নন্দ প্রতি কহে পুনঃ শুনহে রাজন। বর্ত্তমান দেখিছ যে তোমার নন্দন॥ কোন যে সময়ে বসুদেব সুত হয়। বাসুদেব নাম তবে বিজ্ঞ সব কয়॥

তথাহি। প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে॥

আর কত রূপ নাম পুত্রের তোমার। গুণ কর্ম্ম অনুরূপ আছয়ে অপার॥ সে সকল সবিশেষ আমি সবে জানি। সকলে না জানে সত্য কহিলাম বাণী॥ এহ সে করিব শ্রেয় তোমা সভাকার। গোকুল আনন্দ রূপ গুণ সর্ব্ব সার॥ নানামত দুর্গতি যে উপস্থিত হৈবে। ইহাঁ হৈতে শীঘ্রগতি তোমরা তরিবে॥ যে সকল লোক তুয়া পুত্র মহাভাগে। করিবে অত্যন্ত প্রীত প্রেম অনুরাগে॥ শত্রুপক্ষ হৈতে তাসভার পরাভব। না হইবে যেন বিষ্ণু পক্ষ দেব সব॥ তস্মাৎ শুনহে নন্দ আত্মজ তোমার। নারায়ণ সম গুণ রূপ সর্ব্ব সার॥

তথাহি। তস্মান্নন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণ সমোগুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিত॥ ইতি

এইমত গর্গমুনির বচন শুনিয়া। ভার্য্যা সহ ব্রজরাজ আনন্দিত হৈয়া॥ নানা রত্ন আনি দিল মুনির চরণে। আশীর্ব্বাদ করি মুনি গেলা সঙ্গোপনে॥ এইমতে গর্গাচার্য্য মথুরা চলিলা। নন্দ আনন্দিত মনে কৃতার্থ মানিলা॥

তথাহি। ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গেচ মথুরাং গতে। নন্দঃ প্রমুদিতং মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাং॥ ইতি

এইত কহিল কৃষ্ণের নাম প্রকরণ। এবে বাল্যলীলা কিছু শুন শ্রোতাগণ॥ কত দিন পরে রাম কৃষ্ণ দুইজনে। বাল্যরসে মুগ্ধ ফিরে নন্দের ভবনে॥ দুই জানু দুই কর ভূমেতে ধরিয়া। হামাগুড়ি দিয়া বুলে হাসিয়া হাসিয়া॥ ক্ষণে আগে চলে ক্ষণে সমানে চলয়। দেখি পিতা মাতা অতি আনন্দ হৃদয়॥

তথাহি শ্রীধর স্বামী।

বাল[illegible]ড়া চমৎকারৈঃ কৃষ্ণ রামেন সংযুতঃ। পরমানন্দমাধত্ত ব্রজে নন্দ যশোদয়োঃ॥ ইতি

নন্দের ভবনে লোক যাতায়াত করে। তার পাছে যায় দোহেঁ আনন্দ অন্তরে॥ ব্রজের কর্দ্দমে অঙ্গ হয় বিভূষণ। আকস্মিক শব্দ শুনি করয়ে শ্রবণ॥ বাল্য ভাবে মুগ্ধা প্রায় ভয়যুক্ত মনে। মাতার নিকটে দোহেঁ করয়ে গমনে॥ দেখি মাতা কহে অতি আক্ষেপ বচন। ছিছি হেন অঙ্গে কেন লেপিছ কর্দ্দম॥ স্নেহে পরিপূর্ণা দোহেঁ করিয়া ক্ষালন। পুত্র কোলেকরি অঙ্গ করয়ে মার্জ্জন॥ চন্দ-

নের পঙ্কে অঙ্গ ভূষণ করিয়া। দোহেঁ দোহাঁ কোলে করে বাহু প্রসারিয়া।। বাৎসল্য আবেশে পুত্র মুখে দেই স্তন। দুগ্ধ পানকরে দোহেঁ অতি নিমগন।। ক্ষণে মাতার মুখ হেরি ঈষৎ হাসিয়া। পুনঃ দুগ্ধ পানকরে স্তনে মুখ দিয়া।। মনোহর হাস্ত অল্প দন্ত মুখে দেখি। যশোদা রোহিণী দোহেঁ হয়ে মহা সুখী।। এইমত কৃষ্ণ বলরাম দুইজন। দিনে দিনে বাল্যলীলা করে প্রকটন।। একদিন বৎসগণ প্রাঙ্গনে দেখিয়া। তাহার নিকটে গেলা হাসিয়া হাসিয়া।। ক্ষুদ্র বৎস পুচ্ছ ধরি দাণ্ডাইয়া রয়। চঞ্চলস্বভাবে বৎস স্থির নাহি হয়।। প্রাঙ্গনের ইতস্তত করয়ে ভ্রমণ। পুচ্ছ ধরি পিছে পিছে যায় দুইজন।। ব্রজের অবলাগণ এ লীলা দেখিয়া। আনন্দে মগন গৃহকার্য্য পাসরিয়া।। দিনে দিনে দোহেঁ অতি চঞ্চল হইলা। যাহাঁ তাহাঁ খেলা করি বুলিতে লাগিলা।। গো মহিষ আদি করি যত শৃঙ্গীগণ। তার মাঝে মাঝে দোহেঁ করেন ভ্রমণ।। নিষেধ করয়ে সভে অতি শঙ্কা পায়্যা। তথাপি না মানে বুলে নির্ভয় হইয়া।। কোনখানে অনল দেখিয়া দুই জনে। হাত দিতে চাহে কিছু ভয় নাহি মানে।। কুক্কুর বিড়াল আদি দেখি দংষ্ট্রী গণে। লাঙ্গুড়ে ধরয়ে কভু কানে ধরি টানে।। কদাচিত সর্প যদি খেলে কোন খানে। তার পুচ্ছে ধরে গিয়া রজ্জুবৎ জ্ঞানে।। যাঁহা যাঁহা জল দেখে তাঁহা তাঁহা যায়। নিষেধ না মানে দোহেঁ করে হায় হায়।। যাঁহা পক্ষিগণ রহে তার কাছে খেলে। কণ্টক নিকটে যায় হইয়া চঞ্চলে।। যশোদা রোহিণী দোহেঁ নিষেধ লাগিয়া। পিছে পিছে বুলে সদা সাবধান হৈয়া।। যবে এসকল স্থানে উপস্থিত হয়। তবে দোহেঁ দোহাঁ কোলে করিয়া আনয়।। নানামত স্নেহে দোহাঁ করয়ে লালন। ক্ষীর সর ননী ছেনা করান ভক্ষণ।। তবে দোহেঁ নিজ নিজ মাতৃকোলে বসি। স্তন পানকরি খেলে মন্দ মন্দ হাসি।। এইমত দোহাঁকার নিষেধ করিতে। গৃহকৃত্য নাহি হয়ে সমুদ্বিগ্ন চিত্তে।। দুগ্ধ আবর্ত্তন আর দধি নিম্মন্থন। দুই কার্য্য করে দোহেঁ পুত্রের কারণ।। সময়ে সে সব কার্য্য করিতে না পায়। লভিলেন দোহেঁ মনে অবস্থার প্রায়।।

তথাহি। শৃঙ্গ্যগ্নি দংষ্ট্রিহি জলদ্বিজ কণ্টকেভ্যঃ, ক্রীড়া পরাংবতি চলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুং। গৃহ্যানি কর্ত্তুমপি তত্র ন তজ্জনন্যৌশেকাত অ,পত্তর লং মনসোলবস্থাং।। ইতি

এইমত দুই ভাই নন্দের মন্দিরে। দুই চারি পদ চলে প্রাঙ্গন উপরে।। দেখি নন্দ ভার্য্যাসহ আনন্দে মগনে। আধ আধ কথা কহে সহাস্য বদনে।। নানা অলঙ্কারে পূর্ণ কৈল কলেবর। কটিতটে নীল পীত ধটী মনোহর।। প্রাঙ্গনে ফিরয়ে দোহেঁ নাচিয়া নাচিয়া। ব্রজবাসীগণ দেখে হরষিত হৈয়া।। আনন্দে মগন রাণী কহয়ে কৃষ্ণেরে। মামা বলি আসি কোলে চড়হ সত্বরে।। জননীর বাক্য শুনি সস্মিত বদনে। মামা বলি কোলে চড়ি করে স্তনপানে।। আনন্দে যশোদা চুম্বে

কৃষ্ণের বদন। ক্ষীর সর ননী আনি করান ভক্ষণ ॥ এইমতে কৃষ্ণলীলা দেখে ব্রজবাসী। আনন্দে পূর্ণিত নাহি জানে দিবা নিশ ॥ দিনে দিনে দোঁহে অতি বলবন্ত হৈলা। ব্রজশিশু সঙ্গে করি ভ্রমিতে লাগিলা ॥ বলরাম সঙ্গে করি নানা লীলা করে। দেখি গোপীগণ সুখে আপনা পাসরে ॥

তথাহি। ততস্তুভগবান্ কৃষ্ণোবয়স্থৈব্র্জবালকৈঃ। সহরামো ব্রজ স্ত্রীণাং চক্রীড়ে জনয়ন্মুদং ॥ ইতি

সর্ব্ব ঘরে ঘরে ফিরে ননীর কারণে। গোপীগণ বাক্যরস করে কৃষ্ণ সনে ॥ কেহ কহে কৃষ্ণ তোমার পিতা ব্রজরাজ। কিসের অভাব তার এই ব্রজমাঝ ॥ তাহার তনয় হৈয়া শিশুগণ সনে। ঘরে ঘরে ফির সদা নবনী কারণে ॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকার বাক্য শুনি। কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর বাণী ॥ শুনহ তোমরা যে কহিলে সব সত্য। ক্ষীর সর ননী ছেমা ঘরে খাই নিত্য ॥ আজি ইচ্ছা হৈল মনে সভার সদনে। ক্ষীর সর ননী ছেনা করিব ভক্ষণে ॥ স্বেচ্ছাতে না দেহ যবে রাখ সঙ্গোপনে। চুরি করি খাব সত্য কহিল বচনে ॥ শুনি সব ব্রজ নারী হাসিতে লাগিলা। ক্ষীর সর ননী আনি কৃষ্ণে খাওয়াইলা ॥ এইমতে সব ননী করিল ভক্ষণ। সখাগণ সঙ্গে ত্বরা গেলা স্বভবন ॥ তাহা দেখি ব্রজেশ্বরী আনন্দ পাইলা। স্নেহে পরিপূর্ণা হৈয়া কহিতে লাগিলা ॥ শুন বাপু এতক্ষণ ছিলা কার ঘরে। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ছটকট করে ॥ রহিতে না পারি ঘরে ফিরিয়ে চাহিয়া। আমার সোণার চাঁদ কোলে চড়সিয়া ॥ স্নেহে পরিপূর্ণ রাণী স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে। পুত্রমুখ নিরখিয়া আপনা পাসরে ॥ তবে কৃষ্ণ জননীর কোলেতে চড়িয়া। স্তনপান করে অতি হরষিত হৈয়া ॥ নিজবস্ত্রাঞ্চলে রাণী কৃষ্ণাঙ্গমোছয়। পুনঃ পুন মুখ ধরি চুম্বন করয় ॥ ক্ষীর সর ননী রাণী আনিয়া সত্বরে। কৃষ্ণেরে খাওয়ায় অতি সরস অন্তরে ॥ ব্রজেশ্বরী কোলে চড়ি ব্রজেন্দ্র নন্দন। পাখানি দোলায় ননী করেন ভক্ষণ ॥ দিন অবসানে রাণী গৃহকর্ম্ম সারি। শয়ন করয়ে ঘরে কৃষ্ণে কোলে করি ॥ এইমতে রাত্রি গেল প্রাতঃকাল হৈলা। উঠি বাল্যভাবে কৃষ্ণ কাঁন্দিতে লাগিলা ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণমাতা সত্বর হইয়া। ক্ষীর লাডু আনি দিল ধড়াতে বান্ধিয়া ॥ সদ্য ননী দুগ্ধ সর খাওয়াই যতনে। আনন্দ পাইয়া কৃষ্ণ আইলা প্রাঙ্গনে ॥ শিশুগণ সঙ্গে করি নাচিতে লাগিলা। দেখি যশোমতী অতি আনন্দিতা হৈলা ॥ ঘুঙ্গুর নূপুর বাজে অতি সুমধুর। সে ধ্বনি শুনিয়া সভার আনন্দ প্রচুর ॥ এইমতে কতক্ষণ নাচি শিশু সঙ্গে। নগর ভ্রমিতে গেলা অতিবড় রঙ্গে ॥ গোপীগণ ঘরে গিয়া কহে মিষ্টবাণী। তোমার ভবনে আইনু খাইতে নবনী ॥ গৃহ ননী হৈতে তুয়া ননী মিষ্ট হয়। লুব্ধচিত্তে আইনু তেঞি তোমার আলয় ॥ তারা কহে মোসভার ঘরে ননী নাই। এখনে গমন তুমি করহ কানাই ॥ তাহার বচন শুনি ঈর্ষাযুত হৈলা। নানা কথা ছলকরি

তথাই রহিলা ॥ তারা কার্য্য অনুরোধে যায় স্থানান্তরে। সেই অবসরে কৃষ্ণ প্রবেশয়ে ঘরে ॥ ক্ষীর সর ননী সব যেখানে আছিল। অন্বেষণ করি তাহা বাহির করিল ॥ আপনে কথোক ননী করিলা ভক্ষণ। শিশুগণে দিলা কিছু করিয়া বণ্টন ॥ অবশেষ ক্ষীর ননী যতেক রহিল। মর্কট গণেরে তাহা পেলাইয়া দিল ॥ সেনই সময়ে তাঁহা আইলা গোপনারী। দ্রব্য অপচয় দেখি কহে ক্রোধ করি ॥ কি কার্য্য করিলা এই নন্দের নন্দন। বড়ই চঞ্চল তুমি বুঝিল লক্ষণ ॥ এমত করিয়া কেবা অপচয় করে। ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী খাও বিলাহ বানরে ব্রজেশ্বরী আগে আজি তোমা লৈয়া যাব। উত্তম বিধান করি দণ্ড করাইব ॥ শুনি নন্দসুত কহে অতি মিষ্টবাণী। এখন করহ ক্রোধ কেনে গোয়ালিনী ॥ নবনী তোমার স্থানে মাগিনু পহিলে। তবে যে নাহিক বলি প্রতারণ কৈলে ॥ এখনে আমারে দোষ দেহ কি কারণে। আপন চরিত্র কিছু নাহি ভাব মনে ॥ এত কহি হাসি কৃষ্ণ তাহারে চাহিল। হাস্যমুখ দেখে তার দুঃখ সব গেল ॥ এইমতে আর এক গৃহেতে যাইয়া। অন্বেষণ করি কাঁহা ননী না পাইয়া ॥ বাহির প্রাঙ্গনে বৎসগণ বান্ধা ছিল। হাসি কৃষ্ণচন্দ্র তাহা মোচন করিল ॥ ধাইল সকল বৎস নিজ মাতা ঠাঁনে। অধরে ভরিয়া স্তন দুগ্ধ করে পানে ॥ এইমত শিশুসঙ্গে অন্য ঘরে যায়। ননী না পাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পলায় ॥ আর এক গৃহে গিয়া উপস্থিত হৈলা। ঘর শূন্য দেখি কাঁহা ননী না পাইলা ॥ তবে ঘরে দেখে শিশু আছেন সুতিয়া। ক্রোধকরি তারে মারি যায় কান্দাইয়া ॥

তথাহি ॥ বৎসান্ মুঞ্চন্ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাত হাসস্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ। মর্কান্ ভোক্ষন্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যালাভে স্বগৃহকুপিতোয়াত্যুপক্রোশ্যতোকান্। ইতি

তথাহৈতে এইমতে অন্যঘরে গেলা। সে আলয় মধ্যে কার দেখা না পাইলা ॥ গৃহে প্রবেশিয়া ননী অন্বেষণ করে। ইতি উতি নেহারিয়া চাহেন উপরে ॥ দেখে শিকোপরি ভাণ্ড পরিপূর্ণ হয়। আনন্দিত হৈয়া কিছু মনে বিচারয় ॥ এইসব ভাণ্ডে পূর্ণ ক্ষীর ননী হয়। হস্ত প্রসারণে কিছু লভ্য নাহি হয় ॥ কেমতে এসব দ্রব্য করিব ভক্ষণে। ভাবিতে দেখয়ে উদূখল সেই স্থানে ॥ তাহা আনি শিকাতলে ধরিল সত্বরে। পিড়ি একখানি আনি দিল তদুপরে ॥ মন্দ মন্দ হাসি উদূখলেতে চড়িল। পাঁচনি লইয়া তার তলে ছিদ্র কৈল ॥ তলে মুখ পাতি রহে সরস অন্তরে। ধারাবহি পড়ে ননী মুখের ভিতরে ॥ পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণ ভুঞ্জে ক্ষীর সর। উদূখল হৈতে নাম্বে হইয়া সত্বর ॥ ক্রমে শিশুগণে খাওয়াইল এইমতে। নিঃশেষ করিয়া দ্রব্য চলিলা ত্বরিতে ॥ আর এক ঘরে গিয়া উপস্থিত হয়। অন্বেষিয়া ক্ষীর সর কিছু না দেখয় ॥ তারা সব কৃষ্ণচন্দ্রের ধাষ্টতা শুনিয়া। অন্ধকারে রাখিয়াছে যতন করিয়া ॥ ক্ষীর সর

লাগি তাহা করয়ে গমন। অঙ্গজ্যোতি নানা মণি উজ্জ্বল কিরণ।। অন্ধকার গৃহ তাহে হয়ে দিন প্রায়। ক্ষীর সর ননী তাহা সভে মিলি খায়।। গোপী সব গৃহ কৃত্যে ব্যগ্র চিত্ত হয়। অথা কৃষ্ণ এইমত লীলা আচরয়।।

তথাহি। হস্তাগ্রহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলুখলাদ্যৈশ্ছিদ্রং হ্যন্ত র্নিহিত বয়নঃ শীক্যভাণ্ডেষু তদ্বৎ। ধ্বান্তাগারে ধৃত মণিগণং স্বাঙ্গমর্থ প্রদীপং কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তা।। ইতি

এইমত লীলা কৃষ্ণ করি কতক্ষণ। শীঘ্রগতি চলিলেন আপন ভবন।। জননী নিকটে গিয়া ধৈর্য্য হৈয়া রহে। যশোদা তাহারে নানা স্নেহবাক্য কহে।। এতক্ষণ কোথা ছিলা মোর প্রাণধন। ব্যগ্র হৈয়া তুয়া পথ করি নিরীক্ষণ।। এক্ষীর নবনী সর লইয়া যতনে। হাতেকরি রাখিয়াছি তোমার কারণে।। এত কহি ক্ষীর ননী দেন কৃষ্ণ মুখে। কোলে বসি ননী খান পাঞা অতি সুখে।। নন্দেরনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্ত হর। তাঁরে না দেখিয়া ব্যগ্র সভার অন্তর।। গোপ নারীগণ কৃষ্ণের না পায়্যা দর্শন। কথাছলে সভে আইসে নন্দের ভবন।। ব্রজেশ্বরী কোলে কৃষ্ণ আছেনবসিয়া। হেনকালে গোপীসব মিলিলা আসিয়া।। কৃষ্ণমুখ দেখি মনে আ নন্দ পাইল। দরশন লোভে নানা কথা আরম্ভিল।। শুনগো যশোদারাণী মোস ভার বচন। তুয়া পুত্র লাগি মোরা ছাড়িব ভবন।। অতি যে আশ্চর্য্য তুয়া পুত্র ব্যবহারে। ক্ষীর সর ননী কিছু না রহিল ঘরে।। শিশুগণ সঙ্গে মোসভার ঘরে যায়্যা। ননী দেহ ননী দেহ কহে ফুকারিয়া।। যে দিন স্বেচ্ছাতে ননী না দেই ইহারে। মহাক্রোধ করি যান বাড়ির বাহিরে।। মোরা যেই গৃহকৃত্যে বিমনা হইয়া। সেই অপসরে শীঘ্র গৃহে প্রবেশিয়া।। যে কিছু নবনী সর সব রহে ঘরে আপনে খাইয়া পেলি দেন বানরেরে।। বৎসগণ রাখি মোরা প্রাঙ্গনে বান্ধিয়া। বহু দুগ্ধ পাইব এত মনেতে করিয়া।। তুয়া পুত্র গিয়া বৎস মোচন করয়ে। তারা সব দুগ্ধ খায় আমরা না পাইয়ে।। ক্রোধ করি যাই যদি তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া। মো সভার মুখ হেরে হাসিয়া হাসিয়া।। তাহা দেখি মোসভার দুঃখ যায় দূরে। কি বলিব মুখে কার বাক্য নাহি স্ফুরে।। এইমত আচরয়ে তোমার নন্দন। কি করি উপায় মোরা কহ সেকারণ।। রাণী বলে জান যদি মোর পুত্র দুষ্ট। প্রত্যহ আসিয়া সব দ্রব্য করে নষ্ট।। সাবধান হৈয়া কেন না কর গোপনে। কৃষ্ণ যেন সেই দ্রব্য না পায় যতনে।। দুই এক দিনে যদি ননী না পাইবে। আর দিন হৈতে তুয়া গৃহে না যাইবে।। ব্রজেশ্বরী কথা শুনি হাসি গোপীগণ। কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন।। শুন ব্রজেশ্বরী যেই কহিলে আপনে। তোমার নন্দন সে সকল তত্ত্ব জানে।। মোরা নিত্য ক্ষীর সর ভাণ্ডেতে ভরিয়া। উচ্চস্থলে রাখি শিকা উপরে তুলিয়া।। তুয়া পুত্র আগে করে গৃহ অন্বেষণে। তথা না পাইয়া ঊর্দ্ধে করে নিরীক্ষণে।। কর চালাইয়া যদি লাগি নাহি পায়। উদুখলে চড়ি ছিদ্র

করে ভাণ্ড গায় ॥ তলে রহি ঊর্দ্ধমুখে বদন প্রকাশে। ক্ষীর সর মুখে পড়ে ভুঞ্জ-য়ে হরিষে। আপনে খ্রাইয়া দেন সব শিশুগণে। শেষে মর্কটেরে পেলি দেন যে অঙ্গনে॥ আর যে কহিলে শুন চরিত্র ইহার। কভু নাহি দেখি শুনি হেন ব্যবহার ॥ অন্ধকার স্থানে দ্রব্য রাখি যে যতনে। কি রূপে জানিয়া কৃষ্ণ যায় সেই খানে ॥ নির্ম্মল শরীর জ্যোতি ধৃতমণিগণে। প্রবেশে তিমিরনাশে উজ্জ্বল কিরণে স্বচ্ছন্দে নবনী সভে করয়ে ভক্ষণ। হেন ব্যবহার করে তোমার নন্দন ॥ এইমত শিশুগণ সঙ্গতি করিয়া। মোসভার ঘরে নানা ধার্ষ্ট্য করে গিয়া ॥ প্রাঙ্গন মাঝারে যেই বাস্তু পূজার স্থান। সুমার্জ্জিত যুতি যত দেখিয়া বিধান ॥ মল মূত্র বিসর্জ্জন সেখানে করিয়া। শিশু সনে অন্য স্থানে যায় পলাইয়া ॥ চৌর্য্য প্রায় বিরচিত কৃতি বিলক্ষণ। তুয়া কোলে রহে যেন পরম সজ্জন ॥ এইমত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গাঁথা। প্রত্যেকে সকলে ব্যাখ্যা করি কহে কথা ॥ নিজ মাতা কোলে কৃষ্ণ এতেক শুনিঞা। বসি রহে শঙ্কাযুত নেত্র প্রকাশিয়া ॥ তাহাতে হইল মুখ মনোহর শোভা। দরশনে গোপীগণ নেত্র মনোলোভা ॥ শুনিয়া যশোদা হৈলা প্রহসিত মুখী। বুঝিতে নারিলা কৃষ্ণ দরশন সুখী ॥ অতি যে আনন্দ মনে হয় তাসভারে কৃষ্ণ রূপ দেখি নারে গৃহে যাইবারে।

তথাহি। এবং ধার্ষ্ট্যান্যুকুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈ র্বিরচিত কৃতিঃ সুপ্রতিকে যথাস্তে। ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয় নয়ন শ্রীমুখা-লোকিনীভি র্ব্যাখ্যাতার্থান্ প্রহসতি মুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥ ইতি ॥

এই মত গোপী সব বাক্যছলে রহে। কৃষ্ণের মাধুরী সভে দ্বিনয়নে পিয়ে ॥ ক্ষণেক অন্তরে সভে যায় নিজ ঘরে। নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের কথা কহিব এখন। অতি অদ্ভুত কথা শুন শ্রোতাগণ ॥ যমু-নার ঘাট মহাবনের দক্ষিণে। গোপ গোপী স্নানকরে জল আহরণে ॥ সেখানে করিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ। ব্রজেশ্বরী পাইল মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ॥ তদবধি তাহার ব্রহ্মাণ্ড ঘাট নাম। সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু সেরস আখ্যান ॥ একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সে পথে যাইয়া। বলরাম সঙ্গে খেলে শিশুগণ লৈয়া ॥ কত কত মত খেলা আরম্ভ করিলা। অনেক প্রকার সভে করে শিশুলীলা ॥ শ্রীলীলা পুরু-ষোত্তম ব্রজেন্দ্র তনয়। শিশুযোগ্য লীলাকরে লোকে যত হয় ॥ অপূর্ব্ব সৌরভ্য যুত মৃত্তিকা পাইয়া। ভক্ষণ করিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥ আর কথো শিশু তাঁর সে লীলা দেখিয়া। তাঁর অনুগত কার্য্য করে হর্ষ হৈয়া ॥ দেখি বলরাম কত শিশুগণ সনে। নিষেধিল না করিহ মৃত্তিকা ভক্ষণে ॥ এইমত বহুক্ষণ তাঁহা করে খেলা। ওথা কৃষ্ণমাতা অতি বাৎসল্যে বিহ্বলা ॥ ক্ষীর সর ননী লৈয়া কৃষ্ণের কারণে। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে পথ পানে ॥ অতি যে বাৎসল্যে রাণী করি অন্বেষণ। সেইখানে গেলা যাহাঁ খেলে শিশুগণ ॥ কহিতে লাগিলা

রাম কৃষ্ণ দুই জনে। ক্ষীর সর ননী লৈয়া দোহাঁর কারণে ।। মোরা একদৃষ্টে রহি পথ পানে চায়্যা। ঘরে নাহি যাহ সভে কিসের লাগিয়া ।। শিশুগণ কহে কৃষ্ণ মৃত্তিকা খাইল। বলরাম কহে মাতা আমি নিষেধিল।। ব্রজেশ্বরী দেখি কৃষ্ণ শঙ্কাযুক্ত হৈলা। নিকটে পাইয়া রাণী হাতেতে ধরিলা ।। গদ গদ স্বরে রাণী কহয়ে বচন। কেনে বাপ কৈলে তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ।। পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়ে যাহা যাহা। বড়ই অদান্ত আত্মা কর তাহা তাহা।। কিসের অভাব তোমার পিতা ব্রজরাজ। ক্ষীর সর ননী পূর্ণ আছে গৃহ মাঝ।। লুকাঞা মৃত্তিকা কেনে করহ ভক্ষণ। আমারে কহিল এই সব শিশুগণ ।। কৃষ্ণ কহে মাতা আমি মৃত্তিকা না খাই। রাণী কহে সাক্ষী তুয়া অগ্রজ বলাই ।। তবে কৃষ্ণ কহে মাতা খেলাতে হারিয়া। সকলেই মিথ্যা কহে তুয়া স্থানে গিয়া।। যদি সত্য মান শিশুগণের বচন। সাক্ষাতে দেখহ তবে আমার বদন।। মাতা কহে মিথ্যা যদি কহে শিশু গণে। তবে মুখ মেল আমি দেখি এই ক্ষণে।। এত শুনি কৃষ্ণ ক্রীড়ামনুজ বালক অব্যাহতৈশ্বর্য্য হরি সকল পালক।। ঈষৎ হাসিয়া মুখ প্রসারণ কৈল। সেইমুখে ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল।। স্থিরচর দশদিক আর যে আকাশ। সপ্তদ্বীপ অব্ধি সহ ভূগোল প্রকাশ।। বায়ু অগ্নি ইন্দু তারাগণের সহিত। দেখিল জ্যোতিশ্চক্র তহি যথোচিত।। জল তেজ বায়ুগণ আর যে পবন। আর কত হয়ে বৈবাকিকে-ন্দ্রিয় গণ ।। মনোমাত্রা গুণত্রয় যারে কহে বেদ। জীব কাল স্বভাব কর্ম্মাশয় লিঙ্গ ভেদ।। এক স্থানে এইমত বিচিত্র যে হয়। ব্রজ ব্রজবাসী কেহ আপনা দেখয়।। পুত্রমুখে ব্রজেশ্বরী এতেক দেখিলা। অত্যাশ্চর্য্য মানি চিত্তে ভাবিতে লাগিলা।। কিবা স্বপ্ন কিবা এই দেবমায়া হয়। কিবা মোর বুদ্ধি মোহ হইল নিশ্চয়।। কিবা জন্মকালে কোন যোগ প্রাপ্ত হৈল। তেকারণে শিশুমুখে এতেক দেখিল।। কায় মনোবাক্যে রাণী বিচার করিল। যথার্থ রূপেতে কিছু বুঝিতে নারিল।। যাহার আশ্রয় এসুদুর্বিভাব্য হয়। অথবা আমার চিত্ত হেন যে করয়।। কিবা যাহা হৈতে আমি এতেক দেখিল। বুঝিতে না পারি তারে দণ্ডবৎ কৈল।।

তথাহি। কিং স্বপ্ন এতদ্ভুত দেবমায়া কিম্বা মদীয়োবত বুদ্ধি মোহঃ। অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্যয়ঃ কশ্চনোৎপত্তিক আত্মযোগঃ।। অথো যথাবন্নবিতর্ক গোচরং চেতোমনঃ কর্ম্মবচোভি রঞ্জসা। যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎ পদং।। ইতি

ব্রজেন্দ্র গৃহিণী যশোমতী আমি সতী। ব্রজেশ্বর নন্দ যে আমার হয়ে পতি।। এই কৃষ্ণ শিশুরূপ আমার তনয়। গোপ গোপী গোধন সকল আমার হয়।। যাহার মায়াতে কৈল হেন যে যুকতি। সেই সর্ব্ব পরাৎপর হয় মোর গতি।।

তথাহি। অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিল বিত্তপা

সতী। গোপ্যশ্চ গোপাশ্চহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ সমে গতিঃ।। ইতি

এইমত তত্ত্ব কথা মাতার বিদিতে। ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহা জানিয়া তুরিতে।।
পুত্র স্নেহ ময়ী যে বৈষ্ণবী মায়া হয়। তাহা বিস্তারিল কৃষ্ণ যোগমায়াশ্রয়।।
যশোদার তৎক্ষণে সে জ্ঞান নষ্ট হৈল। পুত্র কোলে আনি রাণী আনন্দ পাইল
অতি যে বাৎসল্য যুত হৃদয় হইলা। স্নেহ স্নুত স্তনপান করাইতে লাগিলা।।
এইত কহিল কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ। ব্রজেশ্বরী পাইল যাঁহা আশ্চর্য্য দর্শন।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন লীলা বিবরণ কথনে নামকরণাদি বাল্যলীলা বর্ণনং চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় জয় ব্রজভূমি জয় ব্রজবন। জয় বৃন্দাবন জয় গিরি গোবর্দ্ধন।। জয় লীলাস্থলী জয় কৃষ্ণলীলা গণ। জয় কৃষ্ণলীলা পরিকর সর্ব্বজন।। জয় বলরামচন্দ্র রোহিণী নন্দন। ব্রজেন্দ্রনন্দন জয় ব্রজের জীবন।। এবে কহি মহাবনে আর যে যে লীলা। দধিমন্থনের হাণ্ডি যে রূপে ভাঙ্গিলা।। যে রূপে করিল যমল অর্জ্জুন ভঞ্জন। সে সকল কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ।। একদিন যশোমতী নন্দের গৃহিণী। প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আপনি।। ত্বরাকরি গৃহ দাসীগণে বোলাইয়া। যথাযোগ্য কার্য্যে সভা নিযুক্ত করিয়া।। আপনে লাগিলা দধি করিতে মন্থন। কৃষ্ণের ভক্ষণোচিত নবনী কারণ।। কৃষ্ণ বাল্যলীলা যত করিয়া স্মরণ। দধি মন্থনের কালে করেন গায়ন।। মনোহর ভুরুযুগ বদন উপরে। পৃথু কটিতটে চিত্র পট্টবাস ধরে।। কম্পিত যুগল স্তন রজ্জু আকর্ষণে। পুত্র স্নেহভরে দুগ্ধ স্রবে দুই স্তনে।। ভুজযুগে কঙ্কণ যুগল অতি চলে। রতন কুণ্ডল দোলে শ্রবণ যুগলে।। শ্রমযুক্ত মুখে পড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম।বিগলিত কেশ খসে মালতির দাম এইমতে ব্রজেশ্বরী করয়ে মন্থন। কৃষ্ণ রূপ গুণ গানে আনন্দে মগন।। স্তনপান লাগি কৃষ্ণ তথায়ে আসিয়া। মাতার অঞ্চলে ধরি প্রীতিযুত হৈয়া। প্রার্থনা করয়ে দুগ্ধ পানের কারণে। বাহ্যস্মৃতি নাহি রাণীর কৃষ্ণগুণ গানে।। মন্থনের দণ্ড কৃষ্ণ তখনে ধরিল। না চলে মন্থন রাণী বাহ্য প্রকাশিল।। কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি মাতা কোলেতে করিলা। স্নেহে স্নুত স্তনপান করাইতে লাগিলা।। স্তনপান করে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া। আনন্দে মগন রাণী পুত্র মুখ চাঞা।। হেনকালে দেখে দুগ্ধ পড়ে উথলিয়া। তাহার কারণে গেলা বালক রাখিয়া।। স্তন পান করি কৃষ্ণ তৃপ্তি না পাইল। জননী বিধান দেখি ক্রোধ উপজিল।।

কম্পিত অরুণাধর দশনে চাপিয়া। পাষাণে করিয়া দধি ভাজন ভাঙ্গিয়া ॥ কপট রোদন অশ্রু ধরিল নয়নে। প্রবেশ করিল গৃহে ননীর কারণে॥ তথা রাণী দুগ্ধ উত্তারিয়া শিকোপরে। রাখিয়া পুনশ্চ তাহাঁ আইলা সত্বরে ॥ ভাঙ্গিয়াছে দধি হাণ্ডি তাহা যে দেখিলা। বুঝিয়া পুত্রের কার্য্য হাসিতে লাগিলা। চকিত হইয়া রাণী চারিদিগে চায়। সেইখানে বালকেরে দেখিতে নাপায়॥ অথ। কৃষ্ণ ক্রোধ মনে গৃহমাঝে গিয়া। দধি দুগ্ধ ভাণ্ড কতো ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥ উপরে চাহিয়া দেখে শিকার উপরে। হৈয়ঙ্গব ভাণ্ড সব আছে থরে থরে॥ হাথে নাহি পায় নীচে উদুখল দিয়া। তাহার উপরি চড়ি নবনী পাড়িয়া॥ আপনি কতক খাইল তথাই বসিয়া। বানরে পেলায়া দিল যথেষ্ট করিয়া॥ নবনী করিয়া চুরি শঙ্কিত নয়নে। চাহিয়া আছেন জননীর পথপানে॥ ব্রজেশ্বরী এইমতে দেখিয়া কৃষ্ণেরে। পাচনি করিয়া হাতে যায় ধিরে ধিরে॥ দেখিল যে মাতা আইসে ছড়ি হাতে করি। ভয়পাঞা তাঁহা হৈতে চলিলেন হরি॥ যোগী সব তপস্যা বিধানে মনে যারে। ক্ষণএক ধরিতে যোগ্যতা নাহি ধরে॥ হেন কৃষ্ণ পিছে রাণী চলিলা ধাইয়া। দণ্ড করিবারে চাহে ননীর লাগিয়া॥ মহাক্রোধে যায় রাণী থাক থাক বোলে। দূরে রহি তাহা দেখি গোপিকা সকলে॥ জননীর অতি ক্রোধ দেখি ভগবান। পলাইয়া যায় ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চান॥ কতদূর গিয়া পুন মাতারে নিরীখে। মহাশ্রমযুতা অতি ঘর্ম্ম পড়ে মুখে॥ পরিসর চলিত নিতম্ব গুরুভারে। সুমধ্যমা ব্রজেশ্বরী গমন মন্থরে॥ ত্বরিত গমনে কেশ বিগলিত হৈল। কবরী বিন্যাস ফুল খসিয়া পড়িল॥ এইমত জননীর শ্রম নিরখিয়া। মনের সহিতে কৃষ্ণ বিচার করিয়া॥ ত্বরিত গমন ছাড়ি যায় ধিরে ধিরে। শ্রম-ভরে শিশু যেন চলিতে না পারে॥ অপরাধ করি কৃষ্ণ যশোদার ভয়ে। রোদন করিয়া নেত্র যুগল মার্জ্জয়ে॥ দেখিল যশোদা ভয় বিহ্বল লোচন। অপরাধ করি এবে করয়ে রোদন॥ হাতে ছড়ি বহুমত ভয় দেখাইয়া। তাড়ন করয়ে নানা বচন কহিয়া॥ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় ভীত হৈলা। বুঝিয়া তেজিল ছড়ি বালক বৎসলা॥ কৃষ্ণভুজ যুগে রাণী চাপিয়া ধরিলা। বাৎসল্য আবেশে ধরি ঘরে লঞা গেলা॥ শুদ্ধ প্রেম যশোদার ঐশ্বর্য্য না জানে। দামেতে বান্ধিব হরি ইচ্ছা করে মনে॥ দাসীগণে আজ্ঞাদিল তারা আনে দাম। আপনে বান্ধয়ে দেবী নবঘন শ্যাম॥ কটিতে বেড়িয়া দড়ি আনয়ে সত্বরে। দ্বি অঙ্গুল নাহি আঁটে বান্ধিতে না পারে॥ পুনঃ আর দাম আনি দেয় দাসীগণে। বান্ধিবার কালে হয়ে দ্বি অঙ্গুল ন্যূনে॥ পুনঃ আর দাম আনাইয়া সেই মতে। তৈছে ন্যূন হয়ে রাণী না পারে বান্ধিতে॥ যশোদা স্বগৃহ দাম সব যোগাইলা। দ্বি অঙ্গুল ন্যূন রাণী বিস্মিতা হইলা॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব রীতি হাসে গোপীগণে। বান্ধিতে না পারি রাণী হাসয়ে আপনে॥ কৃষ্ণেরে বান্ধিব আজি এই তাঁর মনে। টানা টানি

করে দড়ি গ্রন্থির কারণে ।। সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম কেশ বিগলিত হৈল। অতি পরিশ্রম কৃষ্ণ মাতায় দেখিল ।। স্ববাৎসল্য শুদ্ধ গাঢ় ভাব তাঁর দেখি। বন্ধন স্বীকার কৈল হৈয়া অতি সুখী ।।

তথাহি। স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ। দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ।। ইতি

যশোদার শুদ্ধ প্রেম করি প্রশংসন। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ।। ব্রহ্ম আত্ম ভগবান প্রকাশ যাহার। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সকলের সার ।। সচ্চিৎ আনন্দময় যেই রূপ হয়। প্রাকৃত জনের তিহোঁ দৃশ্য কভু নয় ।। দ্বিভুজ স্বরূপ নিত্য ব্রজেন্দ্র কুমার। যশোমতী পুত্রজ্ঞান করি আপনার ।। প্রাকৃত জননী যৈছে বান্ধয়ে পুত্রেরে। তৈছে দামে উদূখলে বান্ধয়ে পুত্রেরে ।।

তথাহি। তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং। গোপী কোলুখলেদাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ।। ইতি

সেই কৃষ্ণ স্ববশ আপন স্বেচ্ছাময়। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড এই যার বশে হয় ।। সেই কৃষ্ণ নিজ শুদ্ধ প্রেমভক্তি রসে। বন্ধন স্বীকারে ভক্তবশ্যতা প্রকাশে ।।

তথাহি। এবং সন্দর্শিতাহ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা। স্ববশে নাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং শেশ্বরং বশে ।। ইতি

বিরিঞ্চি বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর তনয়। সকল ভক্তের আদি গুরু যেহোঁ হয় ।। মহাদেব ভক্তের দৃষ্টান্ত রূপ হয়। মহাযোগী আত্মারাম আত্মা যারে কয় ।। তদঙ্গ সংশ্রয়া লক্ষ্মী পরম প্রেয়সী। প্রেম সেবা করে নিত্য অভিমান দাসী ।। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে জানে প্রভু নারায়ণ। তদীয়তা জ্ঞানে ইহা সভার ভজন ।। আপনাকে ঈশ্বর অধীন করি মানে। বশীভূত নহে প্রভু এমত ভজনে ।। যশোদার ভাগ্য কেবা করিবে বর্ণন। কেবল বাৎসল্য রসে সতত যে মন ।। তাঁর শুদ্ধপ্রেমে সদা বশ ভগবান। অতএব হয় আপনাকে পুত্রজ্ঞান ।। যশোমতী কৃষ্ণের প্রসাদ যে পাইল। তেমত প্রসাদ এ সকলে না লভিল ।।

তথাহি। নেমং বিরিঞ্চি নভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া। প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ্যবিমুক্তিদাৎ ।। ইতি

আত্মভূত জ্ঞানী সব জীব অভিমানে। ব্রহ্ম আত্মা রূপ তারা করয়ে ভজনে ।। সে সকল ভাবে এই যশোদা তনয়। স্বয়ং ভগবান কভু প্রাপ্তি নাহি হয় ।। ব্রজবাসীগণ নিজ সম্বন্ধাভিমানে। মোর পুত্র মোর সখা প্রিয়তম জ্ঞানে ।। মদীয়তা ভাবে রাণী করয়ে লালন। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে সাম্য আচরণ ।। এইমত শুদ্ধ প্রেম ব্রজবাসী গণে। সেই প্রেমবশ কৃষ্ণ হয়ে অনুক্ষণে ।। ব্রজলোক সম শুদ্ধ প্রেম হয়ে যার। সেই জন পায় সুখে ব্রজেন্দ্র কুমার ।।

তথাহি। নায়ংসুখাপোভগবান্ দেহিনাং গোপিকা সুতঃ। জ্ঞানিনঞ্চাত্ম ভূতানাং যথাভক্তি মতামিহ॥ ইতি

এইমতে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণেরে বান্ধিয়া। ব্যগ্র হৈয়া গেলা দুগ্ধ নবনী লাগিয়া॥ গ্রামের পশ্চিম দিগে নন্দের আলয়। পশ্চিম বিভাগে তার বহির্দ্বার হয়॥ তাহার পশ্চিমে বৃক্ষ যমল অর্জ্জুন। অনেক কালের সেই হয়ে পুরাতন॥ কৃষ্ণ চন্দ্র দেখিয়া সে যমল অর্জ্জুন। সর্ব্ব তত্ববেত্তা প্রভু জানিল কারণ॥ পূর্ব্বেতে গুহ্যক দুই কুবের তনয়। নলকুবর মনিগ্রীব নাম খ্যাত হয়॥ পরম সুন্দর দোহেঁ মহা ধনবান। রজোগুণে ধ্বংস হৈল দোহাঁকার জ্ঞান॥ করয়ে সে সব কর্ম্ম যেই লয় চিত্তে। ধনমদে অন্ধ কিছু না পায় দেখিতে॥ দেখি নারদের চিত্তে দয়া উপজিল। অনুগ্রহ করণে দোহাঁরে শাপ দিল॥ লোকপাল পুত্র হৈয়া এই দুই জনে। তমঃ প্লুত সুদুর্ম্মদ আপনা না জানে॥ তমো গুণে স্থাবর স্বভাবে বৃক্ষ যেন। স্থিরতর জ্ঞানহীন এই দুই তেন॥ অতএব তরু জন্ম উচিত দোহাঁর। পুনঃ যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে আর॥ বৃক্ষযোনি পাইলে বুঝিবে প্রয়োজন। তমো ধ্বংস হৈলে বুদ্ধি হৈবে বিচক্ষণ॥ মোর অনুগ্রহে কৃষ্ণ সন্নিন্ধ লভিয়া। নিজলোক যাইবে অতি ভক্তিযুত হৈয়া॥ অতএব দোহেঁ মহাবনেতে যাইয়া। বহুকাল রহুঁ তাহাঁ স্থাবর হইয়া॥ যমল অর্জ্জুন রূপে সেই দুই জনে। মহাবনে রহিয়াছে কৃতার্থ কারণে॥ এত জানি ধীরে ধীরে সেই স্থানে গেলা। যমল অর্জ্জুন দেখি মনে বিচারিলা॥ যস্মাৎ এ দুই হয়ে কুবের নন্দন। তস্মাৎ দোহাঁরে আজি করিব মোচন॥ ভাগবত মুখ্যঋষি মোর প্রিয়তম। অবশ্য করিব সত্য তাহার বচন॥

তথাহি। দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ। তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতংতু মহাত্মনা॥ ইতি

অর্জ্জুনের বৃক্ষ দুই দেখি অতি কাছে। গমনের যোগ্য পথ তার মাঝে আছে কৃষ্ণচন্দ্র সেই পথে গমন করিল। বদ্ধ উদুখল দুই বৃক্ষেতে লাগিল॥ শিশুরূপ ভকতবৎসল দামোদর। উদূখল আকর্ষণ করিল সত্বর॥ অঙ্ঘ্রি বদ্ধ বৃক্ষ দুই উন্মূলিত হৈয়া। ভূরিতে পড়িল শব্দ প্রচণ্ড করিয়া॥ বৃক্ষ দুই হৈতে দুই পুরুষ উঠিল। দুহুঁ অঙ্গ কান্ত্যে দশদিগ আলো কৈল॥ যমল অর্জ্জুন যেন ছিল এক স্থানে। জাতিস্মরা হৈয়া তেন রহে দুই জনে॥ আপন অগ্রেতে তৈছে কৃষ্ণেরে দেখিয়া। অখিল লোকের নাথ তাহাঁরে জানিয়া॥ পুটাঞ্জলি শিরে দোহেঁ প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিলা রজোগুণ তেয়াগিয়া॥

তথাহি। তত্রশ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতদেবা। কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং বদ্ধাঞ্জলী বিরজসা বিদমূচতুঃস্ম॥ ইতি

জয়ং কৃষ্ণং মহাযোগীশ্বর। প্রধান পুরুষ তুমি সকলের পর।। ব্যক্তাব্যক্ত যত হয় এইত সংসার। ঋষিগণ কহে সর্ব্ব রূপ সে তোমার।। সর্ব্বভূত দেহ প্রাণ আত্মেন্দ্রিয় গণ। তুমি সে ঈশ্বর প্রভু সভার কারণ।। তুমি ভগবান বিষ্ণু অব্যয় ঈশ্বর। কালরূপ হও তুমি সভার উপর।। মহান্ প্রকৃতি সূক্ষ্ম রজঃ সত্ত্বতমঃ। সর্ব্বময় আপনে যে হও সর্ব্বোত্তম।। পুরুষ অধ্যক্ষ সর্ব্ব ক্ষেত্র বিকারজ্ঞ। তোমারে এসব রূপে কহে সব বিজ্ঞ।। প্রাকৃত বিকার গুণে তোমার গ্রহণ। করিতে না পারে তুমি পরম কারণ।। জানিতে তোমার তত্ত্ব বিশেষ করিয়া। কাহার যোগ্যতা গুণ সংবৃত হইয়া।। অতএব মোরা তত্ত্ব বুঝিতে না পারি। তোমার চরণ দ্বন্দ্বে প্রণাম আচরি।।

তথাহি। তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে। আত্মজ্যোতি গুণৈশ্ছন্ন মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ।। ইতি

শিরে কর যুড়ি পুনঃ করে নিবেদন। অবধার কর প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।। অশরীরী তুমি যে তোমার অবতার। শরীর সকলে বেদ্য হয়ে সভাকার।। প্রাকৃত শরীরী জীব সে শরীর নাশে। অপ্রাকৃত শরীর তোমার স্বপ্রকাশে।।

যথা।। অপ্রাকৃতত্বাদূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যত।। ইতি

মৎস্য কূর্ম্ম নৃসিংহ বরাহ হয়গ্রীব। নানা রূপ অবতার যেন নানা জীব।। সে সব শরীরে জীবের দেহ সাম্য নহে। জীব দেহ বিনাশে সে সব নিত্য রহে।। সেই সেই অতুল্যাতিশয় বীর্য্য করি। জীব তুল্য নহে জীব শরীর ভিতরি।।

যথা। বৈকুণ্ঠ ভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্বলাঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে নিত্যাঃশাশ্বতাশ্চ।। ইতি

এইমত নানাবিধ অবতার হৈয়া। দুষ্ট নাশ কর শিষ্ট রক্ষার লাগিয়া।। সে সকল কেহ কলা কেহ অংশরূপ। সকলের অংশী তুমি দ্বিভুজ স্বরূপ।।

যথা। গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গং।। ইতি।। যস্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনং।। ইতি চ

স্বয়ং ভগবান তুমি সর্ব্ব অংশ পূর্ণ। বলদেব সহিতে হইলা অবতীর্ণ।। সকল লোকের ভব বিভব কারণে। সংপ্রতি বরজেশ্বর নন্দের ভবনে।।

তথা। তস্যাবতারাজ্জায়ন্তে শরীরীষু শরীরিণঃ তৈ তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ বীর্য্যৈ দেহিষু সঙ্গতৈঃ। সভবান সর্ব্বলোকানাং ভবায় বিভবায়চ। অব তীর্ণোঽংশভাগেন সাংপ্রতং পতিরাশিষাং।। ইতি

শিরে পুটাঞ্জলি করি কৃষ্ণের চরণে। দণ্ডবৎ হৈয়া স্তব করে দুই জনে।।

তথাহি। নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল। বাসুদেবায় শান্তায়, যদুনাং পতয়ে নমঃ।। ইতি

শুন প্রভু নিবেদন করি দুইজনে। নিজ অনুচর দাস জানিবে এখনে।। তোমার

দর্শন হেন অ ম। দোহাঁকার। পরম দুর্ল্লভ এই নিবেদিনু সার।। নারদ গোসাঞি শাপ দিল দোহাঁকারে। অনুগ্রহ কারণে সে বুঝিল বিচারে।। তাঁহার করুণা হেতু তোমার চরণ। দরশনে কৃতার্থ হইনু দুইজন।। এবে বাণী রহু তুয়া গুণানু কথনে। তব কথা রহু আমা দোহাঁর শ্রবণে।। দুই হস্ত রহু তুয়া কার্য্য প্রয়োজনে। মন রহু তুয়া পদ দ্বন্দের স্মরণে।। তোমার নিবাস স্থান যত ইতি হয়। তাহার প্রণামে শির রহুক নিশ্চয়।। মোসভার দৃষ্টি রহু সতের দর্শনে। সে সব তোমার তনু বুঝিল বিধানে।। এইমত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন শ্রবণ। স্মরণ দর্শন প্রণামাদি নিষেবন।। পরম আনন্দে দোহেঁ সর্ব্বকাল করি। মায়াবদ্ধ হৈয়া যেন তোমা না পাসরি।।

তথাহি। বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌচ কর্ম্ম সুমন স্তব পাদয়োর্নঃ। স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভগবত্তনূনাং।। ইতি

এইমত গোকুল ঈশ্বর ভগবান। শুনিয়া কীর্ত্তন দোহেঁ যে করিলা গান।। সেই রূপে উদূখলে দাম বদ্ধ হৈয়া। দুইজন প্রতি কিছু কহেন হাসিয়া।। এসকল কথা পূর্ব্ব গোচর আমার। ধন মদমত্ত অন্ধ্য দেখিয়া দোহাঁর।। করুণ হৃদয়ে মুনি দোহাঁরে শাপিলা। বিধ্বংশ করিয়া অতি অনুগ্রহ কৈলা।। সাধু সব সমচিত্ত আমাগত মনে। ভ্রমণ করয়ে জীব নিস্তার কারণে।। তাসভা দর্শন হৈতে কর্ম্মবন্ধ নাশে। তমো নাশ করে যেন সূর্য্যের প্রকাশে।। আমারে পরম তত্ত্ব জানিলে এখনে। তস্মাৎ গমন কর আপন সদনে।। আমাতে জন্মিল তোমা দোহাঁকার ভাব। পরম ইপ্সিত ভব হইল যে লাভ।। এত শুনি দোহেঁ কৃষ্ণ পরিক্রমা করি। পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম আচরি।। উদূখলে বদ্ধ সে কৃষ্ণের আজ্ঞা লৈয়া। চলিলা উত্তর দেশে আনন্দিত হৈয়া।।

তথাহি। ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুঃ। বদ্ধোদূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাং।। ইতি

এইত কহিল যমলার্জ্জুন ভঞ্জন। এবে আর লীলা কথা করহ শ্রবণ।। পড়িল যে বৃক্ষ দুই শুনিয়া সে রব। একত্রে হইয়া নন্দ আদি গোপ সব।। নির্ঘাত শব্দে ভয় শঙ্কিতা হইয়া। কতক্ষণ পরে সেই স্থানেতে যাইয়া।। দেখিয়া বিস্ময় হৈল সকলের মন। ভূমে পড়িয়াছে ভাঙ্গি যমল অর্জ্জুন।। সে দোহাঁর পতন কারণ না দেখিয়া। ইতস্তত ভ্রমে সভে ভাবনা করিয়া।। দামবদ্ধ বালকেরে দেখিল সেখানে। ভ্রমণ করয়ে উদূখল বিকর্ষণে।। এমত আশ্চর্য্য কোথা হৈতে কেবা কৈলা। উৎপাত ভয়েতে সভে কাতর হইলা।। কৃষ্ণেরে বান্ধিলা রাণী করিয়া শ্রবণ। দেখিতে আসিয়াছিল যত শিশুগণ।। তারা সব কহে এই নন্দের নন্দন। তেরছে করিয়া উদূখল বিকর্ষণ।। দুই বৃক্ষ মধ্যে গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। বৃক্ষ

দুই পড়িয়া পুরুষ দুই হৈল ॥ কি জানি কি কথা কহি কোথাকারে গেল। দূরে হৈতে এইমত আমরা দেখিল ॥ নন্দ আদি শিশুবাক্য করিয়া শ্রবণ। অসম্ভব কথা বলি না কৈল গ্রহণ ॥ বালক হইয়া দুই বৃক্ষ উপাড়িলা। কেহ কেহ মনে ঐছে সংদিঙ্কা হইলা॥ আপন আত্মজ নন্দ করিল দর্শন। দামবদ্ধ উদুখল করে বিকর্ষণ ॥ প্রসন্ন বদনে বন্ধ করিয়া মোচন। কোলেকরি পুত্র মুখে করয়ে চুম্বন যশোদার প্রতি বাক্য তাড়ন করিয়া। বাড়ির ভিতরে গেলা পুত্রেরে লইয়া ॥ ক্ষীর শর ননী আনি যত্নে খাওয়াইলা। ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ মাতাকোলে গেলা সুখে রাণী পুত্রে স্তন পান করাইলা। আপনা ভৎসিয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা মুঞি দুষ্টমতি দধি দুগ্ধ বড়মানি। উদুখলে বান্ধিয়া রাখিনু নীলমণি ॥ ব্রজেশ্বর পুণ্য ফলে বালক বাঁচিল। সার্থক ঈশ্বর ভক্তি রাজা যে করিল ॥ মোসম কঠিন হিয়া নাহি ত্রিভুবনে। কহিতে পুলক অঙ্গে ঝরয়ে লোচনে॥ এইমতে স্নেহে রাণী পরিপূর্ণা হয়। কদাচ ঈশ্বর বুদ্ধি কৃষ্ণে না জন্ময় ॥

তথাহি। ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চসাত্বতৈঃ। উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং ॥ ইতি

ব্রজরাজ নিজ পুত্রের কল্যাণ কারণে। গবাদিক ধন দান করিলা ব্রাহ্মণে ॥ ঐছে বাল্যলীলা করি গোকুল নগরে। শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য রস সমুদ্রে বিহরে ॥ আত্মবুদ্ধ্যে গোপীগণ কৌতুক করিয়া। ক্ষীর শর ননী দিব বলি লোভাইয়া ॥ নাচিতে বলয়ে কৃষ্ণে বালকের মত। তা সভার আগে নৃত্য করেন অদ্ভুত ॥ কভু মুগ্ধপ্রায় হয় গান রসাবেশে। দারু যন্ত্র পায় কৃষ্ণ তা সভার বশে ॥ পিড়ি উনানের চোঙ্গা বাধা ধরিবারে। কহিলেই মাত্র কৃষ্ণ সাবধানে করে ॥ এইমত গোপিকার প্রীতি বশ হৈয়া। মর্দ্দন করয়ে বাহু আনন্দ পাইয়া ॥ আপন ভৃত্য বশ্য গুণ তাহা প্রকাশিয়া। তদভিজ্ঞ জনে তাহা দর্শন করায়্যা। ভগবান বালক চেষ্টিত লীলাগুণে। ব্রজের আনন্দ দায়ী হইলা আপনে ॥ ফল বিক্রয়িনী এক দিন দ্বারে গিয়া। ফল কিন আসি লোকে বলে ডাক দিয়া ॥ সর্ব্ব ফল দাতা কৃষ্ণ সে কথা শুনিয়া। ধান্য লৈয়া ত্বরা যায় ফলার্থি হইয়া ॥ মাতা প্রতি ভয় করি ফিরি হেরি চায়। ত্বরিত গমনে ধান্য পথে গড়ি জায় ॥ চ্যুত ধান্য করদ্বয় তাহারে দেখিয়া। ফল বিক্রয়িনী ফলে দিল পূরাইয়া ॥ কৃষ্ণ তার ফল ভাণ্ড রত্নে পূরাইল। আনন্দে বিস্মিতা সেই নিজ ঘরে গেল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র ঐছে লীলা করি মহাবনে। দ্বারে দ্বারে খেলিয়া ভ্রময়ে শিশুসনে ॥

যথারাগঃ। এক দিন রঙ্গে, বলরাম সঙ্গে, নবঘনশ্যাম হরি। পীতাম্বর ধর, বেশ মনোহর, শিশুগণ সঙ্গেকরি ॥ যমুনার তীরে গিয়া। হৈল অতি বেলা, খেলে নানা খেলা, আনন্দে মগন হৈয়া ॥ রামের জননী, দেবী যে রোহিণী, দোহাঁরে আহ্বান করে। নীলমণি শ্যাম, বাপু বলরাম, ত্বরায়ে আইস ঘরে ॥

দেখিল দেখিতে, নিমগন চিতে, না শুনে আমার বাণী। ত্বরাকরি গেলা, ও পুত্র বৎসলা; আইলা যশোদারাণী॥ দেখিল ক্রীড়াতে, অগ্রজ সহিতে, নীলমণি নদিমগণে। প্রেমার আবেশে, গদ গদ ভাসে, স্নেহে স্রবে ছুই স্তনে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুন, কমল নয়ন; তাত কোলে আইস ধায়্যা। ক্ষুধায়ে মলিন; হৈয়াছে বদন, স্তনপান করসিয়া॥ খেলি নানা খেলা; শ্রান্ত হৈয়া গেলা, ভোজনের কাল হৈল। বাপুরে বলাই, অনুজ কানাই; লৈয়া ঝাট ঘরে চল॥ বিহানে ভোজন, করি ছুইজন; খেলা করিবারে আইলা। খেলারসে ভোলা, হৈল অতি বেলা, সময়ে নাহিক গেলা॥ অথা ব্রজেশ্বর; আকুল অন্তর, আছে ছুহুঁ পথ চায়্যা। ভোজন করিতে, না পারে যাইতে; তুরিতে আইস ধায়্যা॥ সব শিশুগণ আপন আপন, গৃহের মাঝারে গিয়া। করিয়া ভোজন, সঙ্গে ছুই জন, পুনঃ খেলাইহসিয়া॥ আজি জন্মদিন, আনিয়া ব্রাহ্মণ; ধেনুগণ করদানে। দেখ শিশু গণে; স্নান বিভূষণে, খেলায়ে তোমার সনে॥ শুনহ কানাই, বাপুরে বলাই, চলহ গৃহের মাঝে। ধুলায়ে ধুষর, ছুহুঁ কলেবর, করহ সিনান কাজে॥ পরি বিভূষণ, করিলে ভোজন; নন্দের আনন্দ হয়। শুন ছুই জন; না ঠেল বচন, এ নন্দ কিশোর কয়॥

লীলাগুণ রূপে কৃষ্ণ সর্ব্ব শিরোমণি। দেখিয়া আনন্দে ভাসে যশোদা রোহিণী॥ অতিশয় স্নেহেতে আকুলা হৈয়া তনু। হাথে ধরি গৃহে লৈয়া গেলা রাম কানু॥ নন্দের আনন্দ হৈল দোহাঁরে দেখিয়া। আইলা রোহিণী দেবী তুরিতা হইয়া॥ আপন২ সুতে করাই স্নপন। ছুহেঁ ছুহুঁ অঙ্গ ত্বরা কৈল নির্মঞ্ছন সুতৈল হরিদ্রা নানা গন্ধ উদ্বর্ত্তনে। সুবাসিত জলে পুনঃ করাইল স্নপনে॥ নীল পীত বাস দোহেঁ পরায়ে দোহাঁরে। সাজাইলা নানা চিত্র মণি অলঙ্কারে॥ তবে নন্দ দোহাঁকার কল্যাণ লাগিয়া। ধেনুগণ দানকরে আনন্দ পাইয়া॥ দ্বিজ গণ স্বস্তি পূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ করি। গমন করিলা সুখে দেখিয়া সে হরি॥ ব্রজরাজ চিত্তে বহু আনন্দ হইল। কৃষ্ণ বলরাম সহ ভোজন করিল॥

তথাহি। ইত্থং যশোদা তমশেষ শেখরং মত্বাসুতং স্নেহ নিবদ্ধ ধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরাম মচ্যুতং নীত্বা স্ববাটরং কৃতবত্যথোদয়ং॥ ইতি

এই মত ছুই বর্ষ তিন মাস হৈল। বিবিধ বিনোদ খেলা মহাবনে কৈল॥ অতঃ পর কহি শুন সর্ব্ব শ্রোতা গণ। মহাবন হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন॥ নন্দ আদি গোপ সব একত্র হইয়া। বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপসহ মিলন করিয়া॥ নানান্ উৎ পাত সব দেখি মহাবনে। সভে মেলি করেন মন্ত্রণা সুবিধানে॥ নন্দের অগ্রজ উপনন্দ মহাশয়। দেশ কাল অর্থ তত্ত্ব সকল জানয়॥ রাম কৃষ্ণ দোহাঁর যে প্রিয়কার্য্য করে। গোপগণ প্রতি কহে করিয়া বিচারে॥ গোকুলের হিতে বাঞ্ছা

হয় য র মনে। সকলে চলহ না রহিব মহাবনে ।। মহা উৎপাত ব্রজ নাশের কারণে। দিনে দিনে হইতে লাগিল এই বনে ।। বাল বিনাশিনী সেই রাক্ষসীর স্থানে। এইত বালক মুক্ত হৈল ভাগ্য গুণে ।। বালক নিকটে দেখ শকট ভাঙ্গিল ভাগ্যে সে শকট শিশুপরি না পড়িল ।। বুঝি যে নারায়ণের অনুগ্রহ ছিল। তাহা হৈতে নন্দের তনয় রক্ষা পাইল ।। চক্র বায়ু হৈয়া দৈত্য শিশু লৈয়া গেল আকাশ হইতে সেহো শিলাতে পড়িল ।। সে হেন বিপদে শিশু পরিত্রাণ হৈল। সুরেশ্বর নারায়ণ তাহাতে রাখিল ।। যমল অর্জ্জুন মাঝে বালক আছিল। সে দুই পতনে শিশু সকল বাঁচিল ।। তাহাতেহো অচ্যুত সভার রক্ষা করে। অত-এব কহি শুন তোমা সভাকারে। অরিষ্ট উৎপাত হয় যাবৎ এখানে। শিশুগণ লৈয়া সবে চল অন্য স্থানে।। বৃন্দাবন নাম হয় পশব্য কানন। গোপ গোপী গোধনের সেব্য মনোরম ।। তৃণ লতা পূর্ণ অদ্রি সেখানে আছয়। তস্মাৎ সে বনে শীঘ্র চলহ নিশ্চয় ।। সকলে শকট সব যোজনা করিয়া। আগেতে গোধন সব দেহ চালাইয়া। পাছে পাছে চল সব গোপ গোপী গণে। কহিলাম যদি লয় তোমভার মনে ।। গোপ নন্দ বাক্য শুনি যতেক গোপাল। সাধু২ কহে যুক্তি কহিয়াছ ভাল ।। নিজ নিজ দ্রব্য সব শকটে চড়াঞা। নানা বস্ত্র অলঙ্কার সকলে পরিয়া ।। যত বৃদ্ধ যত বালা যত গোপীগণ। শকটে চড়ায়্যা নিল সর্ব্বোপকরণ গোপাল সকল ধনু শর হাথে লৈয়া। গো মহীষ গণ আগে দিল চালাইয়া ।। শৃঙ্গ বাদ্য ভেরি ভুরি শব্দ উচ্চারিয়া। গমন করিলা পুরোহিত সঙ্গে লৈয়া ।। উপনন্দ নন্দ বৃষভানু এক সঙ্গে। কৃষ্ণগুণ গানকরি চলে অতি রঙ্গে ।। যশোদা রোহিণী এক শকটে চড়িয়া। কৃষ্ণ বলরাম সনে সুশোভনা হৈয়া ।। কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কথনোৎসুক চিত্তে। দোহেঁ সুখে যায় কথা কহিতে শুনিতে ।। শ্রীদাম সহিতে রাধিকারে কোলে করি। চলিলা কীর্ত্তিদা রাণী শকট উপরি ।। তৈছে গোপীগণ রথোপরি আরোহণে। নূতন কুচ কুঙ্কুম কান্তি বিলক্ষণে ।। কণ্ঠেতে পদক সাজে পট্টবাস পরে। সকলেই কৃষ্ণ লীলাগুণ গান করে ।। যমুনা উতার ঘাটে সভে পার হৈলা। সর্ব্বকাল সুখাবহ বৃন্দাবনে আইলা ।। অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় কৈল শকটে ঘেরিয়া। তারমধ্যে সভে বাস কৈল সুখী হৈয়া ।।

তথাহি। বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং। তত্র চক্রুর্ব্রজা-
বাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ।। ইতি

এইত কহিল মহাবন বিবরণ। আগেতে করিব বৃন্দাবনের বর্ণন ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন লীলাবিবরণ কথনে যমলার্জ্জুন
ভঞ্জনাদি লীলা বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং ।।

ষটত্রিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

অগ্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ; কামং রাম সমেত মচ্যুত মহোস্মিন্নৈর্বয়স্যৈর্তং। শ্রীমান্ যাজ্ঞিক বিজ্ঞ সুন্দর বধূবর্গঃ স্বয়ং যোমুদা, ভক্ত্যাভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তত্রাপি বৃন্দামহে।।

যমুনা পশ্চিমে ছয় বন যে কহিল। পরিক্রমা ক্রমে উপবনাদি বর্ণিল।। যমুনার পূর্ব্বভাগে হয় পঞ্চবন। সঙ্ক্ষেপে কহিল লীলাস্থলী বিবরণ।। এইত কহিল একাদশ বন কথা। উপবন কৃষ্ণলীলা স্থান যথা তথা।। এসকল স্থলদল শ্রেণী হয়ে যার। এবে সে কহিব বৃন্দাবন কর্ণিকার।। বৃন্দাবন দক্ষিণে ভোজনস্থলী নামে। উপবন হয়ে আগে কহিসে আখ্যানে।। গোচারণ করি কৃষ্ণ সখাগণ সনে জলপান করিয়া বসিলা যেই স্থানে।। যজ্ঞপত্নীগণ যাহাঁ অন্ন লৈয়া আইলা। কৃষ্ণ দরশন করি কৃপাসিদ্ধা হৈলা।। ক্রমে সে সকল কথা করিব বর্ণন। অত্যন্ত রহস্য শুন সর্ব্ব শ্রোতা গণ।। পৌগণ্ড বয়সে বাস নন্দীশ্বরপুরে। সখাসনে বনে বনে গোচারণ করে।। কাত্যায়নী ব্রতপরা কন্যাগণ প্রতি। বরদিয়া গোচারণে আইলা দূর অতি।। বলরাম সহ সখাগণাবৃত হৈয়া। ভ্রমণ করয়ে নানা লীলা প্রকাশিয়া।। অতি যে প্রচণ্ড তেজ সূর্য্যের দেখিয়া। বৃক্ষতলে চলে সভে অতি সুখ পায়্যা। দ্রুম সব আতপ হইতে রক্ষা কৈলা। দেখি সখাগণ প্রতি কহিতে লাগিলা।। স্তোককৃষ্ণ হে অংশু হে শ্রীদাম সুবল। অর্জুন বিশাল হে বৃষভ মহাবল।। দেবপ্রস্থ বরূথপ শুনহে বচন। নিকটেই ভদ্রসেন কিম্বা সম্বোধন।।

তথাহি। হেস্তোককৃষ্ণ হে অংশো হে শ্রীদাম সুবলার্জ্জুন। বিশাল বৃষভো যস্মিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ।। ইতি

এইখানে কহি কথা শুন শ্রোতাগণ। যৈছে কৃষ্ণ দশজনে করে সম্বোধন।। দশদিগ আবরণ রূপে দশজনে। কৃষ্ণসহ গোচারণ লীলাকরে বনে।। আগে স্তোককৃষ্ণ রহে পশ্চাতে শ্রীদাম। ডাহিনে সে অংশু বামে সুবল আখ্যান।। পূর্ব্ব আদি চারি দিগে এই চারি জন। ঐছে পুনঃ চতুষ্কোণে শুন বিবরণ।। ঈশানে অর্জ্জুন যে বিশাল অগ্নিকোণে। নৈঋতে বৃষভ মহা বল অন্য কোণে।। দেবপ্রস্থ ঊর্দ্ধে ছত্র করয়ে ধারণে। বরূথপ রহে অধোবর্ত্ম বিশোধনে।। এই দশজন সদা কৃষ্ণ রক্ষা করে। ভদ্রসেন সেনাপতি সভার উপরে।।

যথা। সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ।। ইতি

ভদ্রসেন অত্যন্ত নিকটে সদা রহে। সম্বোধন করি তেঞি তারে নাহি কহে।। আগে পিছে সম্বোধিয়া দিক্পাল গণে। কৃষ্ণচন্দ্র কহে কথা তারা সভে শুনে।। অতি যে আশ্চর্য্য সভে করহ দর্শনে। বৃক্ষ সব পরম সুকৃতি বৃন্দাবনে।। একান্তে পরার্থে সভে ধরয়ে জীবন। বাত বর্ষা তপ হিম করিয়া সহন।। মোসভার বাত বর্ষা তাপ আদি যত। বারণ করয়ে গুণ কহিব বা কত।। আশ্চর্য্য

সভার জন্ম শ্রেষ্ঠ সভাহৈতে। সর্ব্ব প্রাণিগণ উপজীব্য হয় যাতে ॥ সুজনের অর্থ হৈলে অর্থার্থী যেজন। অবশ্য বিমুখ নহে তৈছে বৃক্ষগণ ॥ পত্র পুষ্প শাখা ছায়া মূল য়ে বল্কল। ভস্ম অস্থ্যাদিকে কাম পূরায়ে সকল ॥

তথাহি। অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবিনং। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখাযান্তি নার্থিন ॥ এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনা মিহ দেহিষু। প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ইতি

প্রধান স্তবক ফল পুষ্পদলে করি। নম্র শাখা তরু সব আছে সারি সারি ॥ দেখিয়া আনন্দযুত হয় সর্ব্বমন। গুণ প্রশংসিয়া সভে করয়ে গমন ॥ বৃক্ষ তলে তলে সভে যমুনা আসিয়া। পরাশ শীতল মিষ্ট জল নিরখিয়া ॥ আপন আপন ধেনু লৈয়া সেইখানে। জলপান করাইল অতি হর্ষমনে ॥ তবে আনন্দিত হৈয়া গোপাল সকল। স্বাদুপায়্যা পান করিলেন সেই জল ॥ যমুনার উপবনে সব ধেনুগণ। চরিতে লাগিল সভে করান চারণ ॥ অতি যে বিস্তার তাঁহা হয়ে এক ঠিলা। অপূর্ব্ব দেখিয়া স্থান সভে তাঁহা গেলা ॥ পরম সুন্দর কৃষ্ণ বিদগ্ধ শেখর। সখাগণ সঙ্গে খেলে আনন্দ অন্তর ॥ মধ্যাহ্ন সময় হৈল সভে শ্রান্ত হৈলা। সুশীতল ছায়া পাঞা তাহাই বসিলা ॥ ক্ষুধাতে হইলা আর্ত্ত সব সখাগণ কৃষ্ণ স্থানে করিতে লাগিলা বিজ্ঞাপন ॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি সভাকার প্রাণ। তোমা বিনু একক্ষণ নাহি জানি আন ॥ যখন যে ইচ্ছা হয়ে মোসভার মনে। সেই অনুরূপ কার্য্য করহ আপনে ॥ এত দয়া আর কেবা করে সখাগণে। ভাবিয়া দেখিনু কেহ নাহি দোহাঁ বিনে ॥ তা সভার কথা শুনি সহাস্য বদনে। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥ তোমা সভার সুখে সুখী হয়ে মোর মন। তোমরা পাইলে দুঃখ না যায় সহন ॥ নিজ মনোবার্ত্তা এই কহিল সভারে। এখনে কর্ত্তব্য কিবা কহ সে আমারে ॥ তবে সব সখাগণ আনন্দিত মনে। মনোবাঞ্ছা কহিতে লাগিলা দোহাঁস্থানে ॥ এতক্ষণ দোহাঁ সঙ্গে খেলা রসে ছিনু সেই রসে মত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা না জানিনু ॥ ভোজন করিতে ইচ্ছা হইল এখনে। কি রূপে মিলিবে অন্ন এইত নির্জ্জনে ॥ অন্নপ্রতি চিত্ত অতি হয়ে মোসভার। ক্ষুধা শান্তি করেন উচিত দোহাঁকার ॥

তথাহি। রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ। এষাবৈবাধতেক্ষুন্ন স্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথ ॥ ইতি

এইমত তা সভার বচন শুনিয়া। যজ্ঞপত্নীগণে মনে প্রসন্ন হইয়া ॥ মোর রূপ গুণ লীলা করিয়া শ্রবণ। উৎকণ্ঠিতা আছে সভে দর্শন কারণ ॥ মনে হৈল তা সভারে দরশন দিতে। সখাগণ প্রতি তবে লাগিলা কহিতে ॥

তথাহি। ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ। ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াং প্রসীদন্নিদম ব্রবীৎ ॥ ইতি

ব্রহ্মবাদী বিপ্র সব আঙ্গিরস নামে। দেবতা যজন যজ্ঞ করে স্বর্গ কামে॥ অতএব কত জন সেই খানে যাহ। নিকটে যাইয়া তা সভারে অন্ন চাহ॥ সভারে কহিবে আমা দোহাঁকার নাম। এখানে পাঠায়ে দিল কৃষ্ণ বলরাম॥ এইমত গোপ সব করিয়া শ্রবণ। যাচন্ত হইয়া তথা গেলা কতো জন॥ শিরে পুটাঞ্জলি করি ভুমেতে পড়িয়া। দণ্ডবৎ কৈল বিপ্র গণেরে দেখিয়া॥ উল্লাস হৃদয়ে তবে কৃষ্ণ সখাগণ। তা সভার প্রতি কহে মধুর বচন॥ শুনহ ভুদেব সব নিবেদি সভারে। গোপাল বালক মোরা রহি ব্রজপুরে॥ কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ গো বালক সঙ্গে। নিকটে আইলা গোচারণে অতি রঙ্গে॥ ক্ষুধায় পীড়িত তারা হইয়া কাননে। অন্নমাগি মোসভারে পাঠালো এখানে॥ আমরা তাহার সখা থাকি তাঁরসনে। আজ্ঞা অনুক্রমে অন্ন করিয়ে প্রার্থনে॥ অতএব যদি শ্রদ্ধা হয়ে তোসভার। অন্নদেহ নৈয়া যাই নিকটে দোহাঁর॥ এতেক শুনিয়া কেহ না কহে বচন। পুনরপি কয় কথা গোপ শিশুগণ॥ তোমরা সকল বিপ্র হও ধর্ম্মবিৎ। দিবে কি না দিবে অন্ন কহ সুনিশ্চিত॥ এইমতে সভে অন্ন প্রার্থনা করিল। শুনিয়াহ বিপ্রগণ যেন না শুনিল॥ ক্ষুদ্র আশা করি সভে বহু কর্ম্ম করে। অজ্ঞ হৈয়া বড়জ্ঞান করে আপনারে॥

তথাহি। ইতিতে ভগবদযাচঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ। ক্ষুদ্রাশা-
ভূরি কর্ম্মণো বালিশাবৃদ্ধমানিন॥ ইতি

এইমত বার বার শুনি বিপ্রগণে। ঈষৎ হাসিয়া বিচারয়ে মনে মনে॥ কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ রহে ব্রজপুরে। তার আজ্ঞাক্রমে অন্ন মাগে মোসভারে॥ সহজে রাখাল মতি ফিরে বনোবনে। কি কহিলে কিবা হয়ে কিছুই না জানে॥ যজ্ঞারম্ভ করি মোরা লৈয়া বিপ্রগণ। ঈশ্বর ভোজন লাগি করাই রন্ধন॥ তাঁরে নিবেদিয়া ভুঞ্জাইব বিপ্রগণে। অবশেষে বাঁটি দিব অন্য লোক গণে॥ সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করি বিপ্রগণ। গোপাল বালক কথা না করে শ্রবণ॥ দেশকাল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দোষ যত। মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিজাগ্নি আদি কত কত॥ দেবতা যজন যজ্ঞ ধর্ম্ম যত হয়। পরং ব্রহ্ম ভগবান হয়ে সর্ব্বময়॥ সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন সর্ব্বোপরি। তাহারে না মানিল মনুষ্য বুদ্ধি করি॥

তথাহি। তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্ত মধোক্ষজং। মনুষ্য দৃষ্ট্যা
দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানা নমেনিরে॥ ইতি

পুনঃ পুনঃ অন্ন সভে করিল প্রার্থন। নহি নহি প্রণব করিল উচ্চারণ॥ নিরাশা হইয়া সভে ফিরিয়া আইলা। রাম কৃষ্ণ আগে সব তেমতি কহিলা॥

তথাহি। নতে যদোমিতি প্রাহু র্নেতি চ পরন্তপ। গোপা নিরাশাঃ
প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণ রাময়োঃ॥ ইতি

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র ঈষৎ হাসিলা। সখাগণ প্রতি পুনঃ কহিতে লাগিলা॥

বিপ্র সব ব্রতী হয়ে যজ্ঞের বিধানে। তেকারণে কিছুই না কহিল বচনে ।। অত এব পুনঃ তাঁহা করহ গমন। বিপ্রপত্নীগণ যাঁহা করয়ে রন্ধন। সঙ্কর্ষণ সহিতে আমার আগমন। তা সভার স্থানে সভে কর বিজ্ঞাপন ।। মোর নাম শুনিলে সকলে স্নিগ্ধা হৈয়া। দিবেন যথেষ্ট অন্ন আসিবে লইয়া ।। কৃষ্ণ আজ্ঞাপায়্যা সভে যজ্ঞশালা গিয়া। অলঙ্কৃতা যজ্ঞপত্নীগণেরে দেখিয়া ।। দ্বিজপত্নী গণে সভে নমস্কার কৈলা। যজ্ঞস্থান এক দেশে দাণ্ডায়্যা রহিলা ।। নটবর বেশ সব হাতে সিঙ্গা বেণু। আনন্দ অন্তরে সভে কহে রাম কানু।। তা সভা দর্শন পাঞা বিপ্র পত্নীগণ। উল্লাস হৃদয়ে কিছু জিজ্ঞাসে বচন ।। কে তোয়ে বসতি সভে রহ কার সনে। কিবা অর্থ প্রাপ্ত লাগি এথা আগমনে।। বিবরিয়া তাহা শীঘ্র কহ মোস ভারে। তোমা সভা দেখি সুখ পাইনু অন্তরে ।। স্নিগ্ধ প্রিয়বাক্য বিপ্রপত্নীর শুনিয়া। কহিতে লাগিলা সভে প্রশ্রিতা হইয়া।। শুন বিপ্রপত্নী সব করি নম স্কার। কৃষ্ণসখা হইয়ে ব্রজে বাস মোসভার ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ এই বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে আইলা সখাসনে।। ক্ষুধায়ে পীড়িত হৈয়া তারা দুই ভাই। অন্ন মাগি পাঠাইলু তোমা সবাঠাঞি ।। যদি দোহাঁ প্রতি তোসভার শ্রদ্ধা হয়ে। শীঘ্রকরি অন্নদেও মোরা লৈয়া যাইয়ে।। কৃষ্ণ আগমন শুনি বিপ্রপত্নী গণে। আনন্দ পাইয়া বিচারয়ে মনে মনে ।। যাহার দর্শনে লোভ হয়ে রাত্রিদিনে। সেই কৃষ্ণ অন্নচাহি পাঠায়ে আপনে।। বুঝি বিধি সকরুণ হৈলা মোসভারে। নয়নে দেখিব আজি নন্দের কুমারে।। অন্ন ব্যঞ্জনাদি লৈয়া যাই কৃষ্ণ স্থানে। মনের আনন্দে দেখি সে চাঁন্দ বদনে।। ইথে যদি গৃহপতি ছাড়ে মোসভারে। ভালই হইবে পাব ব্রজেন্দ্র কুমারে।। এতভাবি বিপ্রপত্নীগণ হর্ষমনে। চতুর্ব্বিধ অন্ন সভে করয়ে সাজনে।। দিব্য শালি অন্ন রত্নথালেতে ভরিল। দিব্য গব্য ঘৃত তদুপরিতে লেপিল ।। স্বর্ণবেলি মধ্যে নানা ব্যঞ্জন ভরিয়া। ক্ষীর মাঠা শিখ রিণী লয় সুখী হৈয়া ।। শুক্লবস্ত্রে দ্রব্য সব আচ্ছাদন করি। হাতে করি যায় সভে কৃষ্ণ বরাবরি।। কৃষ্ণ সখাগণ আগে করয়ে গমন। পিছে পিছে চলি যায় বিপ্র পত্নী গণ ।। নদ নদীগণ যেন সমুদ্রে মিলিতে। অতি বেগে যায় কেহ না পারে রাখিতে।। ভ্রাতৃ বন্ধু পতি সুত সভে নিষেধিল। তথাপি ব্রাহ্মণী গণে রাখিতে নারিল।। তা সভার প্রতি কিছু ভয় নাহি করে। কৃষ্ণ দরশন অনুরাগ চিত্তে ধরে ।। বিপ্রগণ তা সভার সে রতি দেখিয়া। কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধ প্রায় হৈয়া ।। সুশোভন বৃক্ষ যমুনার উপবনে। সেখানে বিহরে দোহেঁ সখাগণ সনে অন্নথালি হাতে সব বিপ্রপত্নীগণ। সখাসঙ্গে পাইল রাম কৃষ্ণ দরশন ।। দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ হৈয়া নিমগন। অন্নথালি রাখি দেখে আনন্দিত মন।।

তথাহি। শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্য বর্হ ধাতু প্রবাল নটবেশ মনু ব্রতাংশে।। বিন্যস্ত হস্ত মিতরেন ধনানমব্জ কর্ণোৎপলাল ককপোল

মুখাব্জহাস॥ প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয় কর্ণপূরৈর্যস্মিন্নিমগ্ন মনসস্তম
থাক্ষিরন্ধ্রৈঃ। অন্তঃপ্রবিশ্য সুচিরং পরিরভ্যতাপং প্রাজ্ঞো যথাভিম
তয়ো বিজহুর্নরেন্দ্রঃ॥

অনয়োরর্থঃ। যথা রাগঃ। অন্ন থালি হাতে লৈয়া, বিপ্র পত্নীগণ ধাঞা আইলা যমুনা উপবনে। অগ্রজ সহিতে রঙ্গে, বিহরে বালক সঙ্গে, পাইল যে কৃষ্ণ দরশনে॥ রূপ নহে মদনমোহন। জিতি নবঘন শ্যাম, পীতাম্বর পরিধান; শিরে শিখি শিখণ্ড ভূষণ॥ ধ্রু॥ প্রবাল মুকুতা তায়, ধাতু চিত্র সব গায়, গলে বনমালা নট বেশে। দক্ষিণ হাতেতে করি, কমল নাচায়ে ধরি, বাম ভুজ অনুচর অংশে॥ শ্রবণে উৎপল সাজে; অলকা কপোল মাঝে, মুখাম্বুজে সুধাময় হাস। সুদীর্ঘ নাসিকা স্থলে, এগজ মুকুতা দোলে, কহে কথা সুমধুর ভাষ॥ কপালে চন্দন চাঁদ; কামিনী মোহন ফাঁদ, ঝলমল বিচিত্র বন্ধান। আকর্ণ পর্য্যন্ত যার, ভুরুযুগ সুবিস্তার, জিনিয়া সে কামের কামান॥ রাঙ্গা ডুবু ডুবু আঁখি; নাচন খঞ্জন পাখি, জিনিয়া চঞ্চল অতিশয়। তাহার অঞ্চল বাণে, কামিনী মরমে হানে, হেরিয়া ধৈরজ কার রয়॥ যার রূপ গুণ শুনি, প্রিয়তম মনে মানি; উৎকণ্ঠিতা দর্শন কারণে। সকলে নিমগ্ন ছিলা, সাক্ষাতে তাহারে পাইলা, আঁখি ভরি করি দরশনে॥ নয়ন রন্ধ্রেতে করি, সে রূপ হৃদয়ে ধরি, আলিঙ্গন করি নিমগন। সভে স্থির হৈয়া রহে, বচন নাহিক কহে, পাইয়া সে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ সকলের তাপ গেল, পরম আনন্দ পাইল; নানা ভাব হৈল প্রকটন। যেন মহা যোগীগণ, মনে করি দরশন, তাপ দূর আনন্দে মগন॥

যজ্ঞপত্নীগণ সব আশা তেয়াগিয়া। নিকটে আইলা মোর দর্শন লাগিয়া॥ এতেক জানিয়া কৃষ্ণ সহাস্য বদনে। কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে॥ আনন্দে আইলা মহা ভাগ্যবতীগণ। আইস কি করিব কহ প্রিয় আচরণ॥ সভে উৎকণ্ঠিতা ছিলা আমা দরশনে। নিকটে আইনু দেখ এইত কারণে॥

তথাহি। স্বাগতংবো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিং। যন্নোদিদৃক্ষয়া
প্রাপ্তা উপপন্ন মিদংহিবঃ॥ ইতি

পরীক্ষা করিতে পুনঃ কহে সভাকারে। কেমন সাহসে আইলা কানন ভিতরে॥ সতী পতিব্রতা তুমি সব কুলনারী। মোরা গোপপুত্র বনে গোচারণ করি॥ তোমা সভার স্থিতি এথা উপযুক্ত নহে। গমন করহ সভে নিজ নিজ গৃহে॥ যদি কহ সভে তুয়া নিকটে রহিয়া। ভজন করিব নিজ বাঞ্ছিত পূরিয়া॥ তবে কহি শুন সভে করি এক মন। আমার ভজনে বিজ্ঞ হয়ে যেই জন॥ পরক্ষে করয়ে প্রেম অহৈতুকী ভক্তি। সাক্ষাৎ ভজন নহে তাসভার মুক্তি॥ আমার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিতা ছিলা। সম্পূর্ণ হইল বাঞ্ছা আমারে দেখিলা॥ প্রাণ বুদ্ধি মন স্বাত্ম দারাপত্য ধন। আমার সম্পর্কে প্রিয় হয়ে সর্ব্ব জন॥ সে সবে করিলে প্রীতি

আমাতেই হয় । সকল আমার আমা ছাড়া কেহ নয় ।। তস্মাৎ ব্রাহ্মণসব যেখানে যজন । করয়ে সেখানে সভে করহ গমন ।। সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ তাহারা করিলে । তবে সে গর্হস্থ ধর্ম্ম হইব সকলে ।।

তথাহি । তদ্‌যাত দেব যজনং পতয়োবো দ্বিজাতয়ঃ । স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভি র্গৃহ মেধিন ।। ইতি

কৃষ্ণবাক্য শুনি সভে কাতর অন্তরে । বিনয় রূপেতে কিছু নিবেদন করে ।। শুন প্রভু অবলাগণের নিবেদন । ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি সভার জীবন ।। ব্রজবাসী গণে তোমার অতি দয়া হয় । মোসভারে কেন এত নিষ্ঠুর হৃদয় ।। অনুগত জনে দয়া করিতে উচিতে । শুনিয়া কুলিশ বাক্য ত্রাস লাগে চিত্তে ।। বহু দিন হৈতে দরশনোৎকণ্ঠা হয়ে । সাক্ষাৎ না পাই সদা মনেতে চিন্তিয়ে ।। দর্শন কারণে অতি ক্ষোভ হয় চিত্তে । গৃহ পতি ভয়ে নারি বাহির হইতে ।। তুমিত রসিক অতি রসে নিমগন । মোসভার চিত্ত তোমা প্রতি সর্ব্বক্ষণ ।। চিত্ত জানি কৃপা করি সখাগণ দ্বারে । অন্ন চাহি পাঠাইলা আমা সভাকারে ।। তুয়া নাম শুনি অতি আনন্দ পাইল । গৃহ পতি কুল শঙ্কা কিছু না গণিল ।। তোমাতে ধরিয়া চিত্ত অন্ন হাতে লৈয়া । অতি হর্ষ মনে সভে আইনু ধাইয়া ।। তুলসীর দাম অবশিষ্ট যেই পদে । সকলে লভিনু সেই পরম সম্পদে ।। এই সে চরণ পদ্ম কেশেতে করিয়া । নির্ম্মঞ্ছন করিব সকলে দাসী হৈয়া ।। এতেক ভাবিয়া বন্ধুগণ তেয়াগিনু । ওরাঙ্গা চরণ যুগ সবে সার কৈনু ।। অতএব আপন প্রতিজ্ঞা রাখিবারে । দাসীরূপে অঙ্গীকার কর মোসভারে ।।

তথাহি । মৈবং বিভোর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সৃত্যং কুরুস্ব নিগমং তব পাদ মূলং । প্রাপ্তাবয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং কেশৈ র্নিবোঢু মতিলঙ্ঘ্য সমস্ত বন্ধূন্ ।। ইতি

ঘরে না পাঠাও প্রভু করি নিবেদন । ছাড়িতে না পারি মোরা তোমার চরণ ।। গৃহে গেলে মোসভারে কেহ না লইবে । কুলটা বলিয়া সভে উপেক্ষা করিবে ।। তস্মাৎ তোমার পদ যুগল অগ্রেতে । পড়িয়াছি আমি সব মনের সহিতে ।। অতএব নাহি অন্য গতি মোসভার । ওরাঙ্গা চরণ বিনু নিবেদিনু সার ।।

তথাহি । গৃহ্নন্তিনো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতাবা ন ভ্রাতৃ বন্ধু সুহৃদঃ কুতএবচান্যে । তস্মাদ্ভবচ্চরণয়োঃ পতিতাত্মনাং নোনান্যা ভবেৎ গতি রবিন্দমতদ্বিধেহ ।। ইতি

তাসভার কথা শুনি ব্রজেন্দ্রনন্দন । করুণ হৃদয়ে কহে মধুর বচন ।। কহিলে যে গৃহে গেলে কেহ না লইবে । কুলটা বলিয়া মোসভারে উপেক্ষিবে ।। সে কথা বলিয়া কেহ চিন্তা না করিহ । স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে গিয়া সকলেই রহ ।। পতি সব অসুয়া না করিবে সভারে । কিছু না বলিবে ভ্রাতৃ বন্ধু পরিবারে ।। তবে যে

কহিলে অতি অনুরাগ চিত্তে। তোমার চরণ ছাড়ি না পারি যাইতে।। শুন বিপ্র পত্নীগণ কহি তো সভারে। চিন্তা না করিহ সভে পাইবে আমারে।। যার প্রতি যার অতি লুব্ধ চিত্ত হয়। তাহার নিকটে সেই জানিহ নিশ্চয়।। অঙ্গ সঙ্গ নহে অনুরাগের কারণ। প্রিয় চিন্তা ক্রমে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ।। শ্রবণ দর্শন ধ্যান কীর্ত্তনাদি হৈতে। পরোক্ষ থাকিলে ভাব যেমত আমাকে।। নিকটে থাকিলে তত রাগ নাহি হয়। অতএব গৃহপ্রতি চলহ নিশ্চয়।।

তথাহি। শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথাসন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্।। ইতি।।

এইমত কৃষ্ণ আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ। প্রেমে ছল ছল আঁখি করে নিবেদন।। শুনহ করুণাময় ব্রজেন্দ্র কুমার। তোমা বিনু গতি আর নাহিক মোসভার।। তোমার চরণ যেন সেবি দাসী হৈয়া। এমতি করিবে কৃপা আপন জানিয়া।। এত বিজ্ঞাপন করি যজ্ঞপত্নীগণ। পুনরপি যজ্ঞস্থানে করিলা গমন।। সে সকল কথাক্রমে করিব বর্ণন। আগে কহি যৈছে সভে করিল ভোজন।। তবে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে সখাগণ। পরম কৌতুক রস সাগরে মগন।। শ্রীদাম সুদাম দাম কিঙ্কিণী সুবল। স্তোককৃষ্ণ মহাবাহু আর মহাবল। বৃষাল বৃষভ অংশু শ্রীমধুমঙ্গল দেবপ্রস্থ বরুথপ লবঙ্গ উজ্বল।। সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র বিজয়াদি সখা। ভদ্রসেন আদি নাম নাহি যার লেখা।। সকলে বসিলা তাঁহা মণ্ডলী বন্ধানে। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র পরম শোভনে।। পলাশের পত্র সখাগণে যে আনিলা। ভোজন কারণে সভে লইয়া বসিলা।। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ অন্ন। সকলেরে দিল কৃষ্ণ করিয়া সম্পন্ন।। কৃষ্ণ না বসিলে কেহ না করে ভোজনে। বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সনে।। মধুমঙ্গলাদি যত হাস্যকারীগণ। কৃষ্ণের নিকটে বসি করেন ভক্ষণ নানা হাস পরিহাস বচন কহিয়া। ভোজন করেন সভে আনন্দিত হৈয়া।। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী গণে করি প্রশংসন। শ্রীমধুমঙ্গল কহে মধুর বচন।। দেখহ মধুর স্বাদু অন্ন যে ব্যঞ্জন। ব্রাহ্মণী নহিলে হেন কে জানে রন্ধন।। চতুর্বিধ অন্ন সব অতি স্বাদু হয়। ভোজনে এমত রুচি কভু না জন্ময়।। অতএব শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ জাতি বড়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব দৃঢ়।। ইহাঁ সভা সম দাতা আর কেহ নাই। যা সভার স্থানে অন্ন মাগিলা কানাই।। ক্ষুধার্ত্ত শুনিয়া অন্ন এত দূরে আনি। কৃষ্ণের অগ্রেতে দিয়া সকল ব্রাহ্মণী।। বিনয় করিয়া কত বিবিধ বন্ধানে। প্রার্থনা করিল কৃষ্ণে অতিথি কারণে।। কৃষ্ণ তা সভার বাঞ্ছা সম্পূর্ণ করিলা। অন্ন লৈয়া যজ্ঞস্থানে যাইতে কহিলা।। অতিশয় ক্ষুধা আজ মোর হৈয়াছিল। ভোজন করিয়া অতি আনন্দ পাইল।। এইমত নানা কথা কৌতুক করিয়া। সখাগণ প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া।। মধুমঙ্গলের কথা শুনি সখাগণ।

হাসিয়া ভোজন করে আনন্দে মগন ।। কক্ষতালি বাজাইয়া সে মধুমঙ্গল । নাচিতে লাগিলা অতি আনন্দে বিহ্বল ।। যজ্ঞপত্নী গণেরে করিয়ে আশীর্ব্বাদ । পূর্ণহউ তা সভার মনে যত সাধ ।। এইমত কৃষ্ণ বলরাম সখাসনে। নানা যে কৌতুক রসে করিল ভোজনে ।। যজ্ঞপত্নী গণে মনে প্রসন্ন হইয়া । যথাকালে ব্রজে গেলা ধেনুগণ লৈয়া ।। এইমত ভোজনস্থলী লীলা বিবরণ । যজ্ঞপত্নীগণ কথা কহিব এখন ।। কৃষ্ণ আজ্ঞাক্রমে সভে গেলা যজ্ঞস্থানে। তা সভারে অসূয়া না কৈল বিপ্রগণে ।। ইতি মধ্যে এক কথা শুন শ্রোতাগণ । প্রসঙ্গানুক্রমে তাহা না কৈল বর্ণন ।। কৃষ্ণ সন্দর্শন হেতু যজ্ঞপত্নীগণ । অন্নথালি হাথে যবে করিলা গমন ।। রাখিতে নারিল কেহ নিষেধ করিয়া। এক বিপ্র নিজপত্নী রাখিল ধরিয়া সেই বিপ্রপত্নী তাঁহা যাইতে না পাঞা । যথাশ্রুত কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ভাবিয়া ।। নির্ভর রূপেতে তাঁরে করি আলিঙ্গন । ত্যাগ কৈল সেই দেহ কর্ম্ম নিবন্ধন ।। বিশেষিয়া কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ। যেরূপে তেজিল দেহ কর্ম্ম নিবন্ধন ।। যাইতে না পাঞা প্রিয়তম দরশনে । অতিশয় তীব্র তাপ হৈল তার মনে ।। তবে অমঙ্গল সব কম্পিত হইল। পুনশ্চ যে কালে মনে আলিঙ্গন কৈল ।। তবে তার ক্ষীণ হৈল সকল মঙ্গল । দূর হৈল শুভাশুভ কর্ম্ম যে সকল ।। পতি আদি করি দেহ সম্বন্ধ মমতা। প্রাকৃত শরীর ধর্ম্ম তেজিল সর্ব্বথা ।। অপ্রাকৃত দেহে হৈল কৃষ্ণ আলিঙ্গনে। সেই দেহ নিত্য তার কৃষ্ণানুচিন্তনে ।। লিঙ্গদেহ ক্রিয়া যত সকল তেজিল । কর্ম্মানুবন্ধন ত্যাগ বিধানে কহিল ।।

তথাহি। তত্রৈকাবিধৃত ভর্ত্তা ভগবন্তং যথাশ্রুতং। হৃদোপগুহ্যবিজ হৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনং ।। ইতি

যজ্ঞপত্নীগণ কৃষ্ণে সাক্ষাৎ দেখিয়া। আইলেন গৃহে যেই ভাব প্রাপ্ত হৈয়া ।। যজ্ঞস্থলে রহি এহো সে ভাব লভিলা। সকলেই একদশা একত্র হইলা ।। বিপ্র সব সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ কৈল। যজ্ঞপত্নী গণে এই প্রসাদ কহিল ।। কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে গেল সখাগণ লৈয়া। যজ্ঞস্থলে বিপ্রগণ যজ্ঞ সমাধিয়া ।। আপনাকে অপরাধী মানি সর্ব্বজন। অনুতাপ করে করি কৃষ্ণের স্মরণ ।। ওথা যজ্ঞপত্নী সব একত্র হইয়া। কৃষ্ণরূপ গুণ লীলা স্মরণ করিয়া ।। স্তম্ভ কম্পনাদি নানা ভাব সভাকার। গদ্গদ বচনে নেত্রে বহে অশ্রুধার ।। প্রেমানন্দে মগ্নহৈয়া কৃষ্ণগুণ গায়। অতি অনুরাগ মনে থাকয়ে সদায় ।। অলৌকিকী ভক্তি কৃষ্ণে দেখি তা সভার। ব্রাহ্মণ গণের চিত্তে হৈল চমৎকার ।। আপনাতে না দেখিল সেই ভক্তিলেশ। আত্মনিন্দা করি কহে আক্ষেপ বিশেষ ।।

তথাহি। ধিগ্‌জন্মনস্ত্রিবৃদ্‌যত্তৎ ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাং। ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ।। ইতি

নিশ্চয় জানিল সেই কৃষ্ণের মায়াতে। পরম যে যোগীন্দ্র সব নারে স্থির হৈতে ।।

যস্মাৎ আমরা দ্বিজ গুরু সভাকার। বুঝিতে নারিল ভাল মন্দ আপনার ॥ এইমত বিপ্রগণ সকলে মিলিয়া। অন্যোহন্যে কহে পত্নীগণে প্রশংসিয়া ॥ আশ্চর্য্য দেখহ সভে যত নারীগণে। গুরুকুলে নিবাস না কৈল কোন দিনে ॥ তপ আত্ম মীমাংসা সুচিতা আদি করি। শুভক্রিয়া আমরা কখন নাহি হেরি ॥ তথাপি উত্তম শ্লোকে যোগেশ্বরেশ্বরে। কৃষ্ণচন্দ্রে সকলেই দৃঢ়ভক্তি করে ॥ সংস্কারাদি মত্ত হৈয়া আমরা সভার। নহিল সুদৃঢ় ভক্তি চরণে তাঁহার ॥

তথাহি। নাসাং দ্বিজাতি সংস্কারো ননিবাসো গুরোরপি। ন তপোনাত্ম মীমাংসা নশৌচং নক্রিয়া শুভাঃ। তথাপিহ্যুত্তম শ্লোকে কৃষ্ণে যোগে শ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ইতি

গৃহকর্ম্ম করিতে আমরা সদা মত্ত। নিশ্চয় না বুঝি স্বার্থ অতি গূঢ় চিত্ত ॥ আশ্চর্য্য কৃষ্ণের দয়া না যায় কথন। সাধু সকলের গতি পরম করুণ ॥ অন্ন যাচি ঙ্গার ছলে সখাগণ দ্বারে। আপনাকে স্মরণ করাইল মো সভারে ॥ অন্যথা সে কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ কাম হয়। যাচক জনের কাম পূর্ণ যে করয় ॥ কৈবল্যাদি করি সর্ব্ব আশীষের পতি। মো সভারে অন্ন মাগে এনহে সঙ্গতি ॥ অতএব কহিলাম কৃষ্ণের করণ। এবে সে জানিল মো সভার বিড়ম্বন ॥ নারায়ণ প্রিয়তমা সে লক্ষ্মী আপনে। একবার যারপদ স্পর্শের কারণে ॥ অন্য কামনাদি যত সকল তেজিয়া সতত ভজন করে অতি লোভী হৈয়া ॥ তথাপি না পায় সেই চরণ স্পর্শন। মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষি হৈয়া কৈছে পাইব দর্শন ॥

তথাহি। হিত্বান্যা নভজতেজং শ্রীপাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ ॥ ইত্যাদি

দেশকাল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দোষ যত। মন্ত্র তন্ত্র ঋত্বিজাগ্নি আদি কত কত ॥ দেবতা যজন যজ্ঞ আদি যত ধর্ম্ম। যন্নাম স্মরণে শুদ্ধ পূর্ণ সর্ব্বকর্ম্ম ॥ যোগেশ্বরে শ্বর যেই অখিল ব্যাপক। স্বয়ং ভগবান সেই সভার পালক ॥ সকল লোকের বাঞ্ছা করিতে সংপূর্ণ। যদুকুল মধ্যে তিহোঁ হৈলা অবতীর্ণ ॥ শুনিয়া হে আমি সব অতি মূঢ় চিত্তে। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ নারিল জানিতে ॥ অতএব তাঁহারে করিয়ে ন[illegible]। যার মায়াবশে সভে ভ্রমিয়ে সংসারে ॥

তথাহি। নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে। যন্মায়া মোহিত বিয়ো ভ্রামামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ইতি

সে আদি পুরুষ কৃষ্ণ প্রভু ভগবান। তাঁর লীলা অনুভবে আমরা অজ্ঞান ॥ স্বমা[illegible] মোহিত চিত্ত মো সভা জানিয়া। অপরাধ ক্ষমাকর করুণা করিয়া ॥ এই মত পূর্ব্বকৃত কৃষ্ণের হেলন। অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ ॥ ব্রজে যাইতে চাহে কৃষ্ণ দর্শন করিতে। কংসভয়ে বিপ্র সব না পারে যাইতে ॥

তথাহি। ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণেতে কৃত হেলনাঃ। দিদৃক্ষবোব্রজ মথ কংসাদ্ভীতা নচাগরন্ ॥ ইতি

বৃন্দাবনে ভোজন ঠিলার বিবরণে। কহিল যে সব কথা প্রসঙ্গানুক্রমে ।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোরদাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে ভোজনস্থলী বিবরণ কথনে যজ্ঞপত্নী প্রসাদ বর্ণনং ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

প্রিয়াৎ প্রিয়প্রাণ বয়স্যবর্গে ধৃতাপরাধং কিলকালীয়ং তং। যত্রার্দ্দ যৎ পাদতলেন নৃত্যন্ হরির্ব্বিভেজেতং কিলকালীয়ং হ্রদং।।

এখনে কহিব বৃন্দাবনের বর্ণনে। কৃষ্ণের বিহার যাঁহা ব্রজবধূসনে ।। মহা বৃন্দাবন সেই কর্ণিকার ধাম। আর যত স্থান কেলি বৃন্দাবন নাম।।

তথাহি। মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলি বৃন্দাবনানি চ।। ইতি

আগে কালিদহ কথা শুন শ্রোতাগণ। যেখানে করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন।। বৃন্দাবন নিকটে কালীয় হ্রদ নাম। কালিন্দী গভীর অতি বিস্তার উদ্দাম।। গরুড়ের ভয়ে কালিনাগ সেই স্থানে। বহুকাল আছে নিজ পরিজন সনে।। একশত এক ফণা হয়েত তাহার। অতি বলবান পুষ্ট হয় দীর্ঘাকার।। তাহার নিশ্বাস বিষ অগ্নির জ্বলনে। উথলিল নীর যাতে অনল সমানে।। তদুপরি যেই পক্ষ সব উড়ি যায়। দগ্ধ হৈয়া পড়ে সেই বিষের জ্বালায়।। তরঙ্গে উঠয়ে যেই বিষজল কণ। তাহা পরশিয়া তীরে আইসে যে পবন।। তার স্পর্শক্রমে বৃক্ষলতা জলি যায়। আগন্তুক জন্তু মাত্র মরে সে জ্বালায়।। এইমত হয় সেই হ্রদ বিবরণ। কালীয় দমন এবে শুন শ্রোতাগণ।। পৌগণ্ড বয়সে বাস নন্দীশ্বরপুরে। বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে।। গোচারণ করি চতুর্বিধ সখাসনে। বিহার করিয়া বুলে বৃন্দাবনে বনে।। কৃষ্ণচন্দ্র একদিন বলরাম বিনে। ধেনুগণ লৈয়া গেলা চারণ কারণে।। শ্রীদামাদি সখা সঙ্গে আবৃত হইয়া। কালিন্দীর তীরে খেলে আনন্দ পাইয়া।। সূর্য্যের আতপে সভে পীড়িত হইলা। জলপান লাগি সেই হ্রদ তীরে গেলা।। ধেনুগণ আর যত গোপাল সকল। তৃষ্ণাতুর হৈয়া পান কৈল সেই জল যেই যেইখানে জল পরশ করিলা। সেই সেইখানে প্রাণ তেজিয়া পড়িলা।। কৃষ্ণচন্দ্র তথাবিধ দেখি তাসভারে। জিয়াইল নিজ নেত্রামৃত বৃষ্টিধারে।। সেই [illegible] সকলেই স্মৃতি যুক্ত হৈলা। জলান্তিক হৈতে শীঘ্র তটে উঠি আইলা।। বিষজলপানে মৃত্যু পুনশ্চ চেতন। পাইয়া হইল অতি সুবিস্ময় মন।। অন্যোহন্যে সভে সভা করে নিরীক্ষণ। গোবিন্দ করুণেক্ষণে বুঝিল কারণ।। সখাগণ [illegible] কৃষ্ণ শরণে। চতুর্দ্দিগে রহি ধেনু করে নিরীক্ষণে।। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ [illegible]নন্দন। সেইক্ষণে বুঝিল সকল প্রয়োজন।। গরুড়ের ভয়ে রমণক

তেয়াগিয়া। জলের ভিতরে আসি রহে লুকাইয়া।। কালীয় নামেতে নাগ অতি-শয় খল। দুষিত করিল এই যমুনার জল।। চণ্ডবেগ বিষবীর্য্য তাহার দেখিয়া। বিষজলে দুষ্ট কালিন্দীরে নিরখিয়া।। নিজ মনে মনে কৃষ্ণ করিল বিচার। খল নিগ্রহের হেতু মোর অবতার।। অতএব তার দণ্ড করিয়া বিধান। ত্যাগ করি কালিন্দীর করিব শোধনে।। সেই হ্রদ তীরে যে কদম্ব বৃক্ষ ছিল। অতি উচ্চ তদু-পরি আরোহণ কৈল।। দৃঢ় করি কটিতটে বসন বান্ধিয়া। বাহু আস্ফোটন করি পড়ে লম্ফ দিয়া।।

তথাহি। তং চণ্ডবেগ বিষবীর্য্য মবেক্ষ্য তেন দৃষ্টাং নদীঞ্চ খল সংযম নাবতারঃ। কৃষ্ণঃ কদম্ব মবরুহ্য ততোহতি তুঙ্গাদাস্ফোট্য গাঢ় বসনো-হন্য পতদ্বিষোদে।। ইতি

তবে সেই সর্প হ্রদ কৃষ্ণের পতনে। অতি বেগে ক্ষোভিত হইল সর্পগণে।। নিশ্বাস সহিতে বিষ করয়ে উদ্গার। ঊর্দ্ধগতি তরঙ্গে উঠয়ে জলধার।। বিষ কষা-ইত ভয়ঙ্কর ঊর্ম্মিগণ। ধনুঃ শত উচ্চ হৈয়া করয়ে ভ্রমণ।। অনন্ত কৃষ্ণের বল পরি-মিত নয়। অবিচিন্ত্য শক্ত্যে কিছু চিন্ত নাহি হয়।। যৈছে গজরাজ অতি বিক্রম করিয়া। শুণ্ড আছাড়িয়া জল ফেলে উঝালিয়া।। তৈছে ভুজদণ্ডে জল বাদ্য বার বার। করি সেই হ্রদে কৃষ্ণ করয়ে বিহার।। সেই শব্দ কালিনাগ শুনিয়া নয়নে। স্বসদন অভিভব করিয়া দর্শনে।। খল জাতি কদাচিত সহিতে নারিল। অতি ক্রোধ করি কৃষ্ণ নিকটে আইল।। দর্শনীয় রূপ অতিশয় সুকুমার। নবঘন সম কান্তি উজ্জ্বল যাহার।। শ্রীবৎস সহিতে তাঁহ শোভে পীতাম্বর। ঈষৎ হাসিত অতি সুন্দর অধর।। কমল উদর অঙ্ঘ্রি যুগল রাতুল। অতি সুকুমার সে পরম শোভা মূল।। হেন রূপে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার। কোন যে বিষয়ে ভয় মাত্র নাহি যার তাঁর পাদপদ্মে কালি করিয়া দংশন। অতিশয় রুষ্ট হৈয়া কৈল আচ্ছাদন।।

তথাহি। তং প্রেক্ষণীয় সুকুমার ঘনাবদাতং শ্রীবৎস পীত বসনং স্মিত সুন্দরাস্যং। ক্রীড়ন্তমপ্রতি ভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্ম্ম সুরুষা-ভুজগশ্চছাদ।। ইতি

কালীয় ফণাতে যবে কৈল আচ্ছাদন। অচেষ্ট হইলা কৃষ্ণ না পাঞা দর্শন।। সখাগণ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চস্বরে।। কোথা গেলা প্রাণ সখা মোসভা ছাড়িয়া। বৈকুল্য করয়ে মন তোমা না দেখিয়া।। কি রূপে বঞ্চিব মোরা তুয়া সঙ্গ বিনে। ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্ন কেবা দিবে বনে।। বিপত্তি পড়িলে কেবা করিবে উদ্ধার। তোমা বিনে ত্রিভুবনে সব অন্ধকার।। মাতা পিতা গৃহ পরিবার যত সুখ। সব ছাড়ি সঙ্গে রহি দেখি তুয়া মুখ।। অতি ভাগ্যবশে মোরা পায়্যাছিল সঙ্গ। দুর্দ্দৈব প্রবলে কিকরিলে সঙ্গ ভঙ্গ।। দক্ষিণে আছিল বিধি এবে ভেল বাম। নিশ্চয়ে বুঝিল এবে যাইবে পরাণ।। পশুপাল

সব কৃষ্ণপ্রিয় সখা হয় । মনে দুঃখ পাঞা আর্ত্ত হৈলা অতিশয় ।। কৃষ্ণেতে অর্পিত
আত্মা সুহৃদর্থ ব্রত । কলত্রাদি সব যারে সুখে অভিমত ।। তাঁরে না দেখিয়া দুঃখ
শোক ভয় মনে । অচেষ্ট হইয়া সভে পড়িলা তৎক্ষণে ।। গাবী বৃষ বৎস তরী
যত পশুগণ । অতিশয় দুঃখে সবে করিয়া ক্রন্দন ।। অতি শোক মনে কৃষ্ণে ঈক্ষণ
করিয়া । গদ্গদ মানসে প্রায় রহে স্থির হৈয়া ।। অথা ব্রজপুরে ত্রিধা উৎপাত লক-
ক্ষণ । উপস্থিত হৈল অতিশয় নিদারুণ ।। ভুবি মহা কম্প দিবি উল্কাপাত হয় ।
বামনেত্র সভাকার স্পন্দন করয় ।। প্রবল কালের ভয় উপস্থিত করে । দেখি নন্দ
আদি অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে ।। ব্রজেশ্বরী অতিশয় সচিন্তিত মনে । কাতর হইয়া
কহে বলরাম স্থানে ।। শুন বাপু বলরাম তোমারে কহিয়ে । আজি কেন মোর
প্রাণ বৈকুল্য করয়ে ।। ছটফট করে মন ঝরে দুটি আঁখি । দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দে
সদা অমঙ্গল দেখি ।। হেন অমঙ্গল মোরা কভু না দেখিয়ে । অবশ্য ইহার কিছু
কারণ আছয়ে ।। না জানিয়ে বনে কিবা পরমাদ হৈল । কহিতে কহিতে রাণীর
উৎকণ্ঠা বাড়িল ।। উপনন্দ আদি সব গোপ গোপীগণ । ব্যাকুল হইলা অতি
কৃষ্ণের কারণ ।। বিচারি বুঝিল আজি বলরাম বিনে । গোচারণে গেলা কৃষ্ণ
শ্রীদামাদি সনে ।। শুদ্ধভাব বিনা নাহি জানে ব্রজজন । অমঙ্গল হেতু মানে
কৃষ্ণের নিধন ।। নিজ প্রাণ প্রাণ নহে যাহা সভাকার । কেবল সে কৃষ্ণে জানে
প্রাণ আপনার ।। তাহা বিনা মন আর স্বতন্ত্র নাহয় । সকলেই তন্মনস্কা হয়ে সুনি
শ্চয় ।। আবাল বৃদ্ধ বনিতা যত গোপগণে । সকলেই দুঃখ শোক ভয়াতুর মনে
গোকুল হইতে অতিশয় দীন হৈয়া । গমন করিলা কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ।। তাসভা-
রে তথাবিধ কাতর দেখিয়া । ভগবান বলরাম ঈষৎ হাসিয়া ।। কৃষ্ণের প্রভাব
জানে কিছু নাহি কয় । গমন করিলা অতি প্রেমার্দ্র হৃদয় ।। গোচারণে কৃষ্ণচন্দ্র
যেই পথে গেলা । সকলেই সেই পথে গমন করিলা ।। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ চিহ্নি
ত চরণ । দেখিতে দেখিতে সভে গেলা বৃন্দাবন ।। এইমতে আইলা সেই যমুনার
তটে । কৃষ্ণ না দেখিয়া সকলের প্রাণ ফাটে ।। গোপাল বালকগণ কৃষ্ণগত মনে ।
দেখিলেন সভে পড়িয়াছে সেই থানে ।। পশুগণ চারিদিগে করেন ক্রন্দন । দেখি
অতি মোহিত হইলা ব্রজজন ।। অতি আর্ত্তি মনে রাণী পুছে শিশুগণে । কহ
মোর প্রাণ কানু রহে কোন থানে ।। তাহার কারণে অতি ব্যাকুল হইয়া । গৃহ
ছাড়ি এথা মোরা আইনু ধাইয়া ।। যশোদার বাক্য শুনি কৃষ্ণ সখাগণ । কান্দিতে
কান্দিতে কিছু কহেন বচন ।। শুন মাতা কি কহিব বাক্য নাহি সরে । কালিদহে
ঝাঁপ দিল তোমার কুমারে ।। জলে ডুবি কোথা গেলা দেখিতে না পাই । তাহা
বিনু মৃত প্রায় আছিয়ে এথাই ।। একথা শুনিয়া সভে অতি আর্ত্ত মনে । হা কৃষ্ণ
হা কৃষ্ণ বলি কান্দয়ে সঘনে ।। বিষ জল হ্রদে স্পর্শ শরীর বেষ্টিত । দূরে হৈতে
দেখে কৃষ্ণ হ্রদে অচেষ্টিত ।। ব্রজবধূগণ অতি অনুরক্ত মনে । তৎ সৌহৃদস্মিতে

ক্ষণে বাক্যাদি স্মরণে ।। তথাবিধ প্রিয়তম না পাঞা দর্শন। অতি দুঃখ তপ্তা-শূন্য দেখে ত্রিভুবন ।। যশোমতী আদি যত কৃষ্ণমাতাগণ। তুল্য ব্যথা হৈয়া সভে করয়ে রোদন ।। অতিশয় শোকে নেত্রে অশ্রুধারা বহে। হেন কেবা আছয়ে সে সব দশা কহে ।। কৃষ্ণানন দরশনে নয়ন অর্পিয়া। ব্রজপ্রিয়া কথা গান বিলাপ করিয়া ।।

ব্রজেশ্বরী আদি যত, কৃষ্ণমাতা অভিমত, যা সভার স্তন কৈল পান। সভে অতিশয় দুঃখে, তুল্য ব্যথা অশ্রুমুখে, না দেখিয়া সে চাঁদবয়ান ।। নিমগন বিরহ সায়রে। ব্রজে লোক প্রিয় যত; সেই কৃষ্ণ লীলামৃত, বিলাপ করিয়া গানকরে ।। জন্মকালে তুয়া মুখ; দেখি মোসভার সুখ, অতিশয় তরঙ্গ বিথার। দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে; তুয়া রূপ নিরীক্ষণে, সকলের হৈল চমৎকার ।। কপটে পূতনা আইল, তুয়া মুখে স্তন দিল; সে রূপ তেজিয়া সেইক্ষণে। করিয়া বিকট ভাসে, নিজ তনু পরকাশে, পড়িয়া বিমল মহাবনে ।। তদুপরি কর ক্রীড়া, তোমা দেখি গেল পীড়া, তাহে রক্ষা কৈল নারায়ণ। মোসভার নেত্র তারা, সবে মাত্র তুমি সারা, ছাড়িতে না পারি একক্ষণ ।। শয়নে শকট তলে, ছিলা তিনমাস কালে, আচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল। তোমা দেখি ব্রজজন; আনন্দে বিস্মিত মন, সে হেন সঙ্কটে রক্ষা হৈল ।। পুনঃ তৃণাবর্ত্ত আইল, তোমারে লইয়া গেল, অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ি মৈল। সেখানেহ কৈলে ক্রীড়া, ছুটিল সভার পীড়া, মৃত দেহে যেন প্রাণ আইল ।। এইমত দিনে দিনে; তোমা দেখি ক্ষণে ক্ষণে, আনন্দ বাড়িল মো সভার। করিলে বিহ্বল লীলা, বালকালোচিত খেলা, দিবা নিশি অন্ত নাহি তার ঘরে ঘরে দুই জনে, খেলাইলে শিশুসনে, নানামত চাপল্য করিয়া। নবনীত করি চুরি, সকলে ভক্ষণ করি, কপিগণে দিলে পেলাইয়া ।। ধরিয়া মন্থন ডোর, রোদন করিয়া মোর, কোলে উঠি কর স্তন পানে। তুয়া তৃপ্তি না জন্মিল; অথা দুগ্ধ উথলিল, তোমারে তেজিয়া সে কারণে ।। আমারে দুর্ম্মতি ধরে, গেলো দুগ্ধ রাখিবারে, শিকোপরি মন্দির ভিতরে। মারিয়া পাষাণ বাড়ি, ভাঙ্গিয়া সে দধি হাড়ি, অতি ক্রোধে গেলা গৃহান্তরে ।। তাঁহা হৈয়ঙ্গব পায়্যা, মনের আনন্দে খাঞা, কপিগণে দিলা পেলাইয়া। আগমন পথে চায়্যা, সঙ্কিত ঈক্ষণ হৈয়া, মোরে দেখি গেলা পলাইয়া ।। দেখি দ্রব্য অপচয়, ক্রোধ হৈল অতিশয়, তর্জ্জিয়া পাঁচনি হাতে লৈয়া। তোমারে আনিল ধরি, অতিশয় দণ্ড করি, উদূখলে রাখিল বান্ধিয়া ।। স্বকর্ম্ম আকুল চিতে, গৃহে আইল তাঁহা হৈতে. উদূখল আকর্ষণ করি। গেলে দুই বৃক্ষমূলে, দৈবে ভাঙ্গে হেন কালে, ভাগ্যে না পড়িল তুয়া পরি ।। শুনিয়া পতন রব, গোকুল নিবাসী সব, ব্রজেশ্বর আদি তাঁহা গেলা। সকলে দেখিল তার, কারণ নাহিক আর; ভাগ্যে তুমি তাহে রক্ষা পাইলা ।। ব্রজরাজ অনুরাগে, করিয়া বন্ধন ত্যাগে, গৃহ মাঝে তোমারে আনিলা। আপন

দুর্ব্বুদ্ধি মানি, কহিতে লাগিনু বাণী, রাজা মোরে বহু দোষ দিলা ॥ ঐছে পুনঃ একদিনে, ব্রজ শিশুগণ সনে, কালিন্দী কিনারে দোহেঁ গিয়া। খেলাইলা নানা খেলা, অতিশয় হৈল বেলা; লৈয়া আইনু যতন করিয়া ॥ এইমত ব্রজ মাঝে, দেখিয়া উৎপাত কাজে, ত্যাগ করি আইনু বৃন্দাবনে ॥ ইহাঁ বন শোভা দেখি, হইয়া অত্যন্ত সুখি, সদা খেল সখাগণ সনে ॥ তবে বৎস চরাইতে, হইল দোহাঁর চিতে, শিশুগণ সংহতি করিয়া। বৎস চরাইতে গেলা; বৎসাসুর মারি আইলা; ভয় পাইল সে কথা শুনিয়া ॥ ঐছে পুনঃ দিনান্তরে, গিয়াছিল বকাসুরে, নারায়ণ তাহাতে রাখিল। শুনি ব্রজ শিশুমুখে, হৃদয় বিদরে দুঃখে; ভাগ্যে সেই তৎক্ষণে মরিল ॥ তোমার বদন দেখি, তৃপ্তি হয় সব আঁখি; বচন শ্রবণে কর্ণ পুরে। যে জন ও রূপ দেখে, নিমগন হয় সুখে, গমন শুনিতে মাত্র দুরে ॥ ঐছে শিশুগণ সনে, সঙ্গে লৈয়া ভোজ্য পানে; বৎসগণ চরাইতে গেলা অজাগরে গিলেছিল, তারে প্রভু রক্ষা কৈল, বলরাম তাহাতে না ছিলা ॥ তবে দোহেঁ ব্রজবনে, আরম্ভিলা গোচারণে, গোপাল বালক সঙ্গে লৈয়া। বৃন্দাবনে গোচারণ, পুনঃ ব্রজে আগমন, সভে সুখি তোমারে দেখিয়া ॥ আজি সঙ্গে নাহি রাম, বুঝি বিধি হৈল বাম, তেঞি আইলা কালিহ্রদ তীরে। বিষজলানল তাপে, কি লাগি দিয়াছ ঝাঁপে, আচ্ছাদন কালির শরীরে ॥ তুয়া লাগি ব্রজ জন, অতিশয় আত্ত মন, রহিতে নারিল ব্রজপুরে। তোমার দর্শন লাগি, সভে মনে অনুরাগি, ধায়্যা আইলা কালিহ্রদ তীরে ॥ না দেখিয়া সে বদন, পুড়িছে সভার মন; কেমতে বাঁচিব ব্রজজন। নীলমণি হেন আঁখি, সব অন্ধকার দেখি, দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥ এইমত উচ্চস্বরে; সকলে রোদন করে, না পায়া কৃষ্ণের দরশনে। বিরহে বিহ্বল মন, কৃষ্ণে ধরি নিরীক্ষণ; রহে সভে মলিন বদন ॥ সব ব্রজবধূগণ, বিচ্ছেদে পোড়য়ে মন; স্মঙরিয়া সে চাঁদবয়ান। দুঃখের নাহিক পার, বচন না কহে আর, কৃষ্ণগত হরলো গেয়ান ॥

ব্রজরাজ কহে পুত্র আমারে ছাড়িয়া। কালিদহে ঝাঁপদিলা কিসের লাগিয়া ॥ তোমা বিনা মোরা আর কিছু নাহি জানি। ব্রজবাসী সকলের ধন প্রাণ তুমি ॥ তোমার লাগিয়া অতি ব্যাকুল চিত্তেতে। এথায়ে আইল সভে কান্দিতে২ ॥ গোবৎস বালক তুয়া সঙ্গহীন হৈয়া। অতি আর্ত্তনাদে কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ মোসভার তোমা বিনা অন্য গতি নাঞি। সব দুঃখ পাসরিয়ে তুয়া মুখ চাই ॥ নির্দ্দয় হইয়া ছাড়ি গেলা মোসভারে। কি রূপে বঞ্চিব মোরা এই ব্রজপুরে ॥ তোমার বিরহানল প্রজ্বলিত হৈয়া। মোসভারে নষ্ট করে অন্তরে পসিয়া ॥ এক বার জলে হৈতে উঠহ কানাই। দুঃখ যাউ মোসভার তুয়া মুখ চাই ॥ এত কহি ব্রজরাজ ব্যাকুল হইয়া। ভূমিতে পড়িয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥ এইমতে মুর্চ্ছা হৈয়া কতক্ষণ ছিলা। সহিতে না পারি দুঃখ উঠি দাণ্ডাইলা ॥ মনে মনে

বিচারিয়া কহে ব্রজরাজ। আর না দেখিব কৃষ্ণ এই ব্রজমাঝ।। পিতা মাতা বলি কৃষ্ণ আর না ডাকিব। তবে আর কোন সুখে এদেহ রাখিব।। প্রাণ ছাড়া দেহে আর কিবা প্রয়োজন। যথা প্রাণ তথা দেহ করি সমর্পণ।। উপনন্দ আদি আর যত গোপগণ। কৃষ্ণচন্দ্র যা সভার হয়েন জীবন।। বিচ্ছেদে বিহ্বল হৈয়া তারা সর্ব্বজন। হ্রদে প্রবেশিতে চাহে কৃষ্ণের কারণ।। এইমত ব্রজরাজ স্বগোষ্ঠী সহিতে। কালিদহে ঝাঁপ দিতে চলিলা ত্বরিতে।। তাহা দেখি রোহিণীনন্দন ধাঞা আইলা। আগে আসি বাহু মেলি সভা নিষেধিলা।। কৃষ্ণতত্ত্ব জানি কহে তা সভার প্রতি। চিন্তা না করিহ কেহ স্থিরকর মতি।। তোমা সভা ছাড়ি কৃষ্ণ কাঁহা না রহিবে। ক্ষণেক বিলম্বকর এথাই পাইবে।। বলরামের মিষ্টবাক্য শুনি সর্ব্বজন।। ঝাঁপ নাহি দিল কিছু স্থির কৈল মন।।

তথাহি। কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্যতংহ্রদং। প্রত্যষেধৎ স-ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ।। ইতি

এইমত কৃষ্ণ নিজ গোকুলের প্রতি। দেখিলেন আপনারে সর্ব্বানন্য গতি।। স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যারা আমার কারণে। সকলেই মোর আশে ধরয়ে জীবনে।। হেনমতে কতক্ষণ যদ্যপি থাকিব। ব্রজবাসীগণ সব পরাণ তেজিব।। এত জানি নরবপু অনুবর্ত্তমানে। মুহূর্ত্ত রহিয়া সেই ভুজঙ্গ বন্ধনে।। স্বেচ্ছা অনুক্রমে দেহ বিস্তার করিল। পীড়া পাঞা কালীয় কৃষ্ণেরে ছাড়ি দিল।। সেই অপসরে কৃষ্ণ সর্প বন্ধ হৈতে। তদুপরি অন্তরীক্ষে উঠিলা ত্বরিতে।।

তথাহি। ইত্থং স্বগোকুল মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য স্বস্ত্রী কুমার মতি দুঃখিত মাত্মহেতোঃ। আজ্ঞায় মর্ত্য পদবী মনুবর্ত্তমানঃ স্থিত্বামুহূর্ত্ত মুদতিষ্ঠ দুরঙ্গবন্ধাৎ।। ইতি

তাহা দেখি ক্রোধকরি নিজ ফণাগণ। উঠাইয়া রহে শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন।। শ্বসন রন্ধ্রেতে অতি বিষ বৃষ্টিকরি। স্থির হৈয়া রহে সেই জলের উপরি।। মণ্ড পাকপাত্র সব জলন্ত নয়নে। উন্মুখ মুখেতে সেই করে নিরীক্ষণে।। অত্যন্ত করাল বিষ অগ্নিদৃষ্টি যার। দুই শিখা জিহ্বা মুখে নাচে অনিবার।। তাহাতে সে নিজদৃষ্টি করিয়া স্পর্শন। রহয়ে কালীয় নাগ অতি নিদারুণ।। গরুড় ভয়েতে যেন ভুজঙ্গ উপরি। অবসর কালমাত্র প্রতীক্ষণ করি।। তৈছে কৃষ্ণ ক্রীড়াকরে তাহার উপরে। অলক্ষিতে ক্ষণমাত্র নাহি অপসরে।।

তথাহি। তংজিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বেসৃক্কনী অতি করাল বিষাগ্নি দৃষ্টিং। ক্রীড়ান্নমুং পরিসসার যথাখগেন্দ্রো বভ্রমসোপ্যপসরং প্রসমীক্ষ্য মানঃ।। তৎপ্রথ্য মানবপুষা ব্যথিতাত্ম ভোগস্ত্য প্রোন্নমর্য্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ। তস্থোশ্বসনশ্বনাসনবন্ধ্র বিষাম্বরীষস্তব্দে।।

ঐছে পরিভ্রমে তার হৃত তেজ কৈল। উন্নতাংশ শির তার নম্রমান হৈল।। কৃষ্ণ চন্দ্র তদুপরি কৈল আরোহণ। তাহার মস্তক মণি করিয়া স্পর্শন।। চরণকমল হয়ে অত্যন্ত অরুণ। সর্ব্বকলা আদি গুরু করয়ে নর্ত্তন।।

তথাহি। এবং পরিভ্রমহৃতৌজসমুন্নতাংসং সমানম্যতঃ পৃথুশিরঃস্বধি রূঢ় আদ্যঃ। তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র পাদাম্বুজোঽখিল কলাদি গুরুর্ন্নর্ত্ত।। ইতি

দেখিয়া গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি যে চারণ। অন্তরীক্ষে দেব সব দেববধূগণ।। মৃদঙ্গ পনবানক বাদ্য সুখে করে। অতি প্রীতে গানকরে সুতাল সঞ্চারে।। পুষ্প উপ হার স্তুতি আদি বিস্তারিয়া। করিতে লাগিলা সেবা আনন্দ পাইয়া।। যেই যেই শির তার নম্র নাহি হয়। সেই সেই শিরে নৃত্য করে অতিশয়।। ক্ষীণ আয়ু হৈয়া সেই করয়ে ভ্রমণ। মুখে হৈতে রক্তপড়ে করিলা উল্বন।। ঐছে সব নাসি কাতে বিষধারা বয়। কৃষ্ণ পদাঘাতে দুঃখ পাইল অতিশয়।। তথাপিহ ক্রোধে অতি নিশ্বাস ছাড়িয়া। সকল নয়নে বিষ বমন করিয়া।। যেই যেই শির কালি উর্দ্ধকরি ধরে। নৃত্যকরি নম্রমান করে পদভরে।। হেন অবসরে গন্ধর্ব্বাদি হৃষ্ট হৈয়া। পুষ্পবৃষ্টি পূজাকরে দর্শন করিয়া।। পুরাণ পুরুষ যৈছে হয়ে শেষাসন। কালীয় মস্তকে তৈছে যশোদা নন্দন।। পুষ্পাদি পূজনে যেন প্রসন্ন হৃদয়ে। পূজ্যতম পূজকের হিত আচরয়ে।। তৈছে কৃষ্ণচন্দ্র কালি মস্তকে নাচিয়া। করিল তাহার হিত দমন করিয়া।। কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় তাণ্ডব করয়। তাহাতে বিদীর্ণ ফণা সহস্রেক হয়।। সকল মুখেতে রক্ত করিয়া বমন। ভগ্ন গাত্র হৈয়া জ্ঞান জন্মিল তখন।। পুরুষ পুরাণ হয়ে যেই নারায়ণ। সেই চরাচর গুরু করিয়া স্মরণ।। মনে মনে কালিনাগ তাঁহার চরণে। শরণ লইল প্রভু রাখহ আপনে।। চরাচর সকল জগতে স্থিতি যার। সেই কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপে অবতার তাঁর অতি ভরে কালি আক্রান্ত হইল। পদাঘাতে ফণা সব চূর্ণ হৈয়া গেল।। আসন্ন জীবন কালিনাগের দেখিয়া। তার পত্নীগণ অতিশয় আর্ত্ত হৈয়া।। বসন ভূষণ কেশ বিগলিত হয়ে। তাহারা সম্বরি অতি ত্বরিতে চলয়ে।। সকলের আদ্য কৃষ্ণ সকলের কারণ। তাঁহার চরণ পাশে করিয়া গমন।। সাধ্বী সব অতি বিগলিত চিত্ত হৈয়া। শরণ্য কৃষ্ণের পদে স্মরণ লইয়া।। সর্ব্বভূত পতি প্রভু দর্শন করিয়া। দণ্ডবৎ করি পড়ে কৃতাঞ্জলি হৈয়া।। পাপ আত্মা নিজভর্ত্তা মোক্ষের কারণ। কৃষ্ণের চরণপদ্মে করে নিবেদন।। ছয় শ্লোকে স্তুতি করে দণ্ডানুমোদনে। দশশ্লোকে প্রণমিয়া করে প্রশংসনে। আর পঞ্চ শ্লোকে করি করয়ে প্রার্থন। অত্যন্ত বাহুল্য নাগপত্নীর স্তবন।।

তথাহি। দণ্ডানুমোদনং ষড়্ভির্দশভিশ্চ হরের্নতিঃ। প্রার্থনং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ স্তুতিঃ পন্নগযোষিতাং।। ইতি

সংক্ষেপ রূপেতে কিছু করিয়ে বর্ণন। কথারূপে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ॥ কৃষ্ণের চরণে সব নাগ পত্নীগণ। ক্রোধ শান্ত হেতু আগে করে নিবেদন॥ খল নিগ্রহের হেতু তব অবতার। করিলে কালিয় দণ্ড নহে অবিচার॥ রিপু মুক্ত সম্বন্ধে সমান দৃষ্টি যার। হেন প্রভু তোমা বিনে কে আছয়ে আর॥ আমরা অসতে তুমি দণ্ডকর যেই। কল্মষাপহর অনুগ্রহ হয় সেই॥ বুঝি এহঁ পূর্ব্বে কোন তপ আদি কৈল। যাতে মহা অনুগ্রহ তোমার লভিল॥ তপ আদি হৈতে নহে হেন ভাগ্যোদয়। অচিন্ত্য তোমার কৃপা বৈভব নিশ্চয়॥ তপ আদি করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ। ইচ্ছা করে যে লক্ষ্মীর প্রসাদ কারণ॥ সেইত ললনা সর্ব্বোত্তমা রূপা হৈয়া। তোমার যে পাদপদ্ম স্পর্শন লাগিয়া॥ সর্ব্ব কাম ভোগ তেজি তপস্যা করয়। তথাপি স্পর্শের অধিকারী নাহি হয়॥ অতএব এই সর্প কি তপস্যা কর্ম্ম। করিয়াছে আমরা না বুঝি তার মর্ম্ম॥

তথাহি। কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রি রেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ইতি

তোমার যে পদরজ আশে ভক্ত জনে। পারমেষ্ঠ্য আদি পদ তুচ্ছ করি মানে॥

তথাহি। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্র বিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগ সিদ্ধি র্নপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি তৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ। ইতি

অতএব নাথ শুন করি নিবেদনে। লক্ষ্যাদি দুর্ল্লভ রজ যে তুয়া চরণে॥ তমো ভূত মহা সর্প ক্রোধ বশ যেই। সে চরণ রজঃ অনায়াসে পাইল সেই॥ আমি সব আদি করি যত জীব গণ। সংসার চক্রেতে সদা করিয়ে ভ্রমণ॥ প্রত্যক্ষ বিভব এই পদরজঃ সার। যদিচ্ছা ক্রমেতে সেব্য হয়ে সভাকার॥

তথাহি। তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ স্তমোজনিঃ ক্রোধ বশোপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষ॥ ইতি

দণ্ডানুমোদনে ক্রোধ করিয়া শান্তন। প্রণাম করিয়া সভে করে নিবেদন॥ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য আদি গুণ যে তোমার। হেন তুয়া পাদপদ্মে করি নমস্কার॥

তথাহি। নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে। ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥ ইতি

এইমত প্রণাম করিয়া সতীগণ। স্তুতি করি পুনশ্চ করয়ে নিবেদন॥ নানাবিধ প্রজা সব হয় যে তোমার। সকল পালক তুমি প্রভু সভাকার॥ নিজ প্রজাকৃত অপরাধ যেই লয়। অজ্ঞ জানি কর্ত্তা মানি অবশ্য সহয়॥ অতএব মূঢ় সর্প তোমা নাহি জানে। প্রশান্ত হৃদয় দোষ ক্ষমহ আপনে॥ তুয়া পদ ভর কালি সহিতে না পারে। গর্ব্ব খর্ব্ব হৈলু মুখে গরল উগারে॥ পীড়া পাঞা পন্নগ তেজয়ে নিজ প্রাণ। এইবার রক্ষা কর করুণা নিধান॥ আমরা স্ত্রীজাতি সবে পতি সে পরাণ। শোকাতুরা দেখি প্রভু পতি দেহ দান॥ পতি বিনা যুবতীর

গতি নাহি আর। তেকারণে তুয়া পদে করি পরিহার॥ তুয়া আজ্ঞা শ্রদ্ধা করি যে করে পালন। সর্ব্ব ভয় হৈতে তার হয় বিমোচন॥ অতএব কিঙ্করীগণের অনুষ্ঠান। নিজ আজ্ঞা সত্য কর হয় যে বিধান॥ এইবার পতি দান কর মো সভারে। কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারে॥ এইমত নাগ পত্নীগণের স্তবন পরম দয়ালু প্রভু করিয়া শ্রবণ॥ ভগ্ন শির মূর্চ্ছাপন্ন কালিরে দেখিয়া। চরণ নর্ত্তন ক্রিয়া দিলেন ছাড়িয়া॥ তবে সে কালীয় লব্ধেন্দ্রিয় প্রাণ হৈয়া। অল্পে অল্পে ক্লেশ হৈতে মস্তক উঠায়া॥ দীন হঞা কৃষ্ণপদ করি দরশন। কর যুড়ি করিতে লাগিলা নিবেদন॥ কালী কহে শুন প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমার করুণা হয়ে অতি সর্ব্বোত্তম॥ অগতি অধম দীন হীন দুরাচার। তাসভার ত্রাণ লাগি তুয়া অবতার॥ মোর সম দুষ্টমতি নাহি ত্রিভুবনে। খল জাতি খল ক্রিয়া রহি খল সনে॥ তুমি প্রভু সর্ব্বারাধ্যা ইহা না জানিয়া। লাঙ্গুড়ে বেড়িনু তোমা স্বগর্ব্বে মাতিয়া॥ দংশন করিল যেই শ্রীঅঙ্গে তোমার। এই অপরাধে মোর গতি নাহি আর॥ আমি সব খল জাতি জন্মকাল হৈতে। তমোগুণে মূঢ় বুদ্ধি হয়ে ক্রোধ চিত্তে॥ অসঙ্খ্যাহ রূপ সব যত প্রাণিগণ। স্বভাব দুস্ত্যজ নাথ করি নিবেদন॥ তুয়া আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা সৃষ্টোৎপত্য করে। তথি মধ্যে নানা জীব করয়ে সঞ্চারে॥ কীট পতঙ্গাদি করি স্থাবর জঙ্গম। স্বস্ববুদ্ধ্যাকার রূপ করে আচরণ তথি সর্প জাতি অতিশয় খল চিত্ত। বস্তুজ্ঞান হীন অতি স্বগর্ব্বে মোহিত॥ নিজ অহঙ্কারে পড়ি স্বগর্ব্বে মাতিয়া। চরণে দংশিনু পুচ্ছে অঙ্গে বেড়াইয়া॥ দয়া করি তুমি নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশিলা। স্বাঙ্গবন্ধ খুলি মোর মস্তকে চড়িলা॥ কণ্ঠগত প্রাণ হৈল মরণ সমান। তথাপিহ নিজ খল বুদ্ধি নাহি যান॥ দুষ্টগণে শুদ্ধবুদ্ধি কভু নাহি হয়ে। শুদ্ধ বুদ্ধি বিনা তুয়া ভক্তি না জন্ময়ে॥ মোসভার সদা সর্ব্বক্ষণ দুষ্ট মতি। কেমতে তোমার পদে হইবে ভকতি॥ দুস্ত্যজ তোমার মায়া তুয়া কৃপা বিনে। আপনেই তেজিতে না পারে কোন জনে॥ অতএব তুমি প্রভু জগত ঈশ্বর। সকল কারণ সর্ব্ব জগত গোচর॥ অনুগ্রহ কর কিবা নিগ্রহ বিধান। তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আন॥ এইমত শুনি কালিনাগের বচন। কহিতে লাগিলা তবে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ শুন সর্প ইহাঁ তুমি না থাকিহ আর। শীঘ্রগতি রমণক দ্বীপে আপনার॥ নিজ জ্ঞাতি অপত্য দারাদি লৈয়া যাও। গো মনুষ্য গণে নদী জল খাইতে দেও॥ এই যে তোমাতে মোর দণ্ডানুকরণ। স্মরণ করয়ে যেবা করয়ে কীর্ত্তন॥ তাহা সভাকারে তুমি সব সর্পগণ। পীড়া না করিবে এই কহিল বচন॥ যার ভয়ে হৈতে রমণক দ্বীপ তেজি। তোমরা আছিলা এই হ্রদ জলে মজি॥ সে গরুড় না খাইবে তোমা সভাকারে। মোর পদ লাঞ্ছিত দেখিয়া সর্ব্ব শিরে॥ অদ্ভুত যাহার লীলা সেই ভগবান। কালি প্রতি ঐছে যবে কৈল আজ্ঞা দান॥ আদর করিয়া তবে নাগ পত্নীগণ। করিতে লাগিলা সুখে কৃষ্ণের

পূজন ।। দিব্যাম্বর মাল্য নানা মণি বিরচনে। অমূল্য পরম শোভাময়ে বিভূষণে ।। দিব্য গন্ধ চন্দন আদি লেপি সর্ব্ব গায়। অপূর্ব্ব পদ্মের মালা দিলেন গলায় ।। ঐছে নিজ সুখে কৃষ্ণে অর্চ্চন করিলা। তাসভার ভক্ত্যে অতি প্রসন্ন হইলা ।। তবে কালিনাগ অতিশয় প্রীত হৈয়া। কৃষ্ণের আজ্ঞাতে সব দারাপত্য লৈয়া ।। পরিক্রমা করি ভক্ত্যে করিয়া বন্দন। রমণক দ্বীপে সুখে করিল গমন ।। তদবধি কৃষ্ণচন্দ্র অনুগ্রহ হৈতে। অমৃত সমান জল হৈল যমুনাতে ।। এইমত কালীয় হ্রদের বিবরণে। কালীয় দমন লীলা করিল বর্ণনে ।।

তথাহি। প্রিয়াৎ প্রিয়প্রাণ বয়স্য বর্গে ধৃতাপরাধং কিল কালীয়ং তং।
যত্রার্দ্ধ যৎ পাদতলেন নৃত্যন্ হরির্ভজেতং কিলকালীয়হ্রদং ।। ইতি

এবে আর লীলাস্থান করহ শ্রবণ। যে রূপে মিলিলা সব ব্রজবাসীগণ ।। তবে কৃষ্ণ হ্রদ হৈতে তটেতে উঠিলা। তহিঁ উচ্চ টিলা দেখি তাঁহা দাণ্ডাইলা ।। দ্বাদশ আদিত্য তাঁহা কৃষ্ণসেবা কৈল। দ্বাদশ আদিত্য নাম তীর্থ তাঁহা হৈল ।। পশ্চাৎ কহিব সেই সব প্রকরণ। এবে শুন যৈছে ব্রজবাসীর মিলন ।। দিব্য মাল্য গন্ধ বস্ত্র অঙ্গ বিভূষণে। জাম্বুনদ পরিষ্কৃত মহা মণিগণে ।। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ দেখিয়া উঠিলা। ইন্দ্রিয় সকলে যেন পরাণ পাইলা ।। তৈছে সভে হইয়া আনন্দ পূর্ণ মন অতিশয় প্রীতে করে কৃষ্ণ দরশন ।। বৃক্ষলতা যত শুষ্ক হইয়া আছিলা। কৃষ্ণ সন্দর্শনে সভে বিকশিত হৈলা ।। কৃষ্ণ তত্ব বেত্তা বলরাম তাঁহা আইলা। আলিঙ্গন করি সুখে হাসিতে লাগিলা ।। যশোদা রোহিনী নন্দ গোপ গোপীগণ। হৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ পাশে করিলা গমন ।। আলিঙ্গন করি অতি প্রেমপূর্ণ মনে। পুনঃ পুনঃ সকলেই করে নিরীক্ষণে ।। সখাগণ শীঘ্র আসি ভাই ভাই বলিয়া। কৃষ্ণচন্দ্র সহ মিলে গলাগলি হৈয়া ।। ব্রজরাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কোলেতে করিয়া। আপনাকে শ্লাঘ্য মানি ফিরয়ে নাচিয়া ।। ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণমুখে করয়ে চুম্বন। মস্তকের ঘ্রাণ লৈয়া প্রেমে নিমগন ।। ব্রজবধূগণ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া। অতিশয় প্রেমে রহে এক দৃষ্টে চায়া ।। অন্যোহন্যে দরশনে আনন্দে মগন। দুরূহ প্রেমের গতি না যায় বর্ণন ।। ধেনু বৎস বৃষ যত আছিল সেইখানে। পরম আনন্দ পাইল কৃষ্ণ দরশনে ।। হম্বা হম্বা রব করি ডাকিতে লাগিলা। পক্ষগণ সুখে শব্দ করিয়া উঠিলা তবে ব্রজপূজ্য বিপ্রগণ সুখ পায়্যা। সস্ত্রীক হইয়া কৃষ্ণে আশীষ করিয়া ।। কহিতে লাগিলা রাজা তোমার নন্দন। ভাগ্যে কালীয়ের স্থানে হইলা মোচন অতএব মোসভারে মঙ্গল বিধানে। গো সুবর্ণ দান কর যেই লয় মনে ।। শুনি ব্রজরাজ অতি প্রীতে মত্ত হৈয়া। গো সুবর্ণ দান নিবেদিল বিশেষিয়া ।। মহাভাগ্যবতী যশোমতী পুত্র পায়্যা। পুন আলিঙ্গিয়া কোলে নিল উঠাইয়া ।। এক দৃষ্টে নেহারয়ে পুত্রের বদন। আনন্দে ঝরয়ে আঁখি নহে সম্বরণ ।। এইমতে অপরাহ্ন ব্যতীত হইল। ব্রজবাসীগণ ব্রজে যাইতে নারিল ।। ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রমে অতি

পীড়িত হইলা। যমুনার তীরে রাত্রে সকলে রহিলা॥ মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম যশোদা রোহিণী। তাসভা বেড়িয়া সব ব্রজের রমণী॥ নিজ নিজ কন্যা পুত্র বধূগণ লৈয়া। সেই রাত্রি সেই থানে রহিলা সুতিয়া॥ গোপগণ সঙ্গে রাজা গোধন লইয়া। পরম আনন্দে রহে সভারে বেড়িয়া॥ সেই রাত্রে দাবানল হইয়া উল্বণ পোড়াইতে লাগিল সকল ব্রজজন॥ অর্দ্ধ রাত্রে সভে তাঁহা সুতিয়া আছিলা। করিতে লাগিল দগ্ধ অতিশয় জ্বালা॥ কৃষ্ণরক্ষা হেতু নন্দ ব্যগ্র হৈলা অতি। স্নেহে পরিপূর্ণ মন কান্দে যশোমতী॥ নারায়ণ স্থানে রাণী করয়ে প্রার্থন। রক্ষা কর প্রভু কৃষ্ণ ব্রজ প্রাণ ধন॥ মোসভার প্রাণ যাউ তাহে নাহি ভয়। কৃষ্ণ প্রতি যেন কোন ব্যাহতি না হয়॥ তবে উঠি ভয় পায়্যা ব্রজবাসীগণ। দহ্যমান হৈয়া নিল কৃষ্ণের শরণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ পরম করুণ। অমিত বিক্রম বলরামচন্দ্র শুন॥ ব্রজবাসী মাত্র সব আমরা তোমার। ঘোরতর বহ্নি গ্রাস করে মোসভার অতএব সুদুস্তর দাবানল হৈতে। নিজ বন্ধুগণে রক্ষা করহ ত্বরিতে॥ মৃত্যুরূপ বহ্নি হৈতে কিছু নাহি ভয়। তোমার চরণে যেন বিচ্ছেদ না হয়॥ এইমত নিজ জন বিক্লব শুনিয়া। ঘোরতর দাবানল ঈক্ষণ করিয়া॥ সভা নিষেধিল চিন্তা না করিহ মনে। কি করিতে পারে অগ্নি আসিয়া এখানে॥ সকলেই চক্ষু মুদি রহ হেট মুণ্ডে। এইক্ষণে হৈবে দাবাগ্নির গর্ব্ব খণ্ডে॥ কৃষ্ণবাক্য শুনি সভে নয়ন মুদিয়া। দাবানল তাপে রহে হেট মুণ্ড হৈয়া॥ কৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিমান। সে তীব্র অনল পান কৈল সাবধান॥ দাবাগ্নি মোক্ষণ করি ব্রজেন্দ্রনন্দন সকলেরে কহে চক্ষু মেলহ এখন। নেত্র প্রকাশিয়া সভে দেখে কৃষ্ণ মুখ। সকলের গেল দাবানল তাপ দুঃখ॥ হেন অদভুত লীলা করে সেই স্থানে। প্রেমে পূর্ণ মন কেহ তাহা নাহি জানে॥ তবে ব্রজবাসীগণ আনন্দ পাইলা। প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজে গেলা॥ দাবাগ্নি মোক্ষণ এই করিল বর্ণন। কালিহ্রদ দক্ষিণে সে স্থান মঞ্জুবন॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে কালীয়দমন বিবরণ কথনে কালীদমন দাবাগ্নি মোক্ষণাদি বর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

—৷৩৷—

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

কালিহ্রদোপরি সপ্ত কদম্বের স্থান। পরম মোহন সেই অতি অনুপাম॥ তারপর দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ হয়। পুষ্কন্দন নাম ঘাট তহিঁ বিরাজয়॥ সে সকল কথা এবে করিব বর্ণন। সঙ্ক্ষেপ রূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ॥ কালীয় মর্দ্দন করি আনন্দ অন্তরে। যবে উঠি দাণ্ডাইলা টিলার উপরে॥

দিব্য মাল্য গন্ধবাস অঙ্গ বিভূষণে। জাম্বুনদ পরিষ্কৃত মহামণি গণে॥ অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা করি দরশন। দেবতা সকল অতি সুখে নিমগন॥ শীতার্ত্ত আনিয়া অতি ভক্তি প্রেমভরে। সূর্য্যগণ উগ্রতাপ করি সেবা করে॥ মদনমোহন রূপ প্রকাশ করিয়া। উদার চরিত কৃষ্ণ রহে স্থির হৈয়া॥ গোপ গোপীগণ যাঁহা দর্শন করিতে। চারিদিগে রহে কৃষ্ণে করিয়া বেষ্টিতে॥ পশুগণ চারিদিগে রহি কৃষ্ণ দেখে। অশ্রুমুখে হম্বারব করে প্রেম সুখে॥ সেই এই দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ নাম। আশ্রয় করিয়ে পূর্ণ করু মনস্কাম॥

তথাহি। সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপু শীত্যার্ত্ত উগ্রাতপৈর্ভক্তি প্রেমভরৈ রুদার চরিতঃ শ্রীমান্মুদা সেবিতঃ। যত্রস্ত্রী পুরুষৈঃ ক্ষণং পশুকুলৈ রাবিষ্টিতোরাজতে ন্নেহৈর্দ্বাদশ সূর্য্য নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে॥ ইতি

রাধা অনুরাধা সঙ্গে মদনগোপাল। সেই স্থানে বিহার করয়ে সর্ব্বকাল॥ সখীগণ নানা লীলা রহস্য দেখিয়া। সেবাকরে অতি প্রেমরসে মগ্ন হৈয়া॥

তথাহি। বনভুবিরবিকন্যা স্বচ্ছাকচ্ছালিপালি ধ্বনিযুতবরতীর্থদ্বাদশাদিত্য কুঞ্জে। সকল কমনি বেদীমধ্য মধ্যাধিরূঢ়ঃ স্ফুরতি মদন পূর্ব্বঃ কোপি গোপালরাজঃ॥ ইতি

এবে পুষ্কন্দন কথা শুন শ্রোতাগণ। দ্বাদশ আদিত্য যবে করিল সেবন॥ অতি সুকোমল শান্ত সুন্দর শ্রীঅঙ্গে। ঘর্ম্ম জল উছলিত হৈয়া গন্ধ সঙ্গে॥ অত্যন্ত আতপে বারি হার প্রায় হৈয়া। কৃষ্ণের শরীর হৈতে পড়ে ধারাবায়্যা॥ সেই জল যমুনাতে যেখানে মিলিলা। সেই খানে পুষ্কন্দন নামে তীর্থ হৈলা॥ বন্দনা করিয়া সদা সেই পুষ্কন্দন। ভজন করিলে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

তথাহি। অত্যন্তাতপ সেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈঃ গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থ মুচ্চৈরভূৎ। তত্তৎ কোমল সান্দ্র সুন্দর [illegible] শ্রীমৎ চ্ছদঙ্গোচ্ছলদ্গন্ধোহারি সুবারিসদ্যতি ভজে পুষ্কন্দনং বন্দনৈঃ॥ ইতি

এইত কহিল পুষ্কন্দন বিবরণ। এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ॥ যমুনার পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিশাতে। নানা বিধ বৃক্ষ হয় অতি সুশোভিতে॥ অশ্বত্থ বকুল শাল তমাল রসাল। পিয়াল শ্রীফল কন্দ রালপীত শাল॥ তিলক নকুচ জম্বু কদম্ব বঞ্জুল। উদ্দাল সুপ্লক্ষ স্থূল পলাশ মঞ্জুল॥ কর্পরাল মন্দার কুলক দেবদারু। গালব গুস্থিল কোলি কে গণনা নাকরু॥ নারিকেল তাল পারি জাত বৃক্ষগণ। বকুদার সন্তালক শ্রীহরি চন্দন॥ কতেক কহিব কল্পবৃক্ষ ময় বনে। অতি মনোহর শোভা কল্পলতা গণে॥ লবঙ্গ অশোক হেম যূথী নাগবল্লী দ্রাক্ষা কুন্দ বিম্ব কুব্জা আম্র গুঞ্জাবল্লী॥ মাধবী মালতী জাতি যূথী সুরঞ্জন।

অল্লিকা অপরাজিতা শ্যামলতাগণ ।। বৃক্ষ ডাল ফলপুষ্প ভরে নম্র হৈয়া। যমুনাতে পড়ে নীর পরশ করিয়া ।। অত্যন্ত অপূর্ব্ব শোভা হয়ে মনোহর। নানা বিধ পক্ষ শব্দ করে তদুপর ।। নানা বিধ মৃগ মৃগী তটের উপরে। বিহার করয়ে সদা আনন্দ অন্তরে ।। সেসকল কথাক্রমে করিব বর্ণন। যাঁহা বিহরয়ে কৃষ্ণ লৈয়া প্রিয়গণ ।। আমলি তলার কথা কহিব এখন। যমুনার তীরে বৃক্ষ অতি পুরাতন ।। চতুর্দ্দিগে বেদীবান্ধা পরম সুন্দর। কৃষ্ণবিহারের স্থান অতি মনোহর ।। রাধিকা বিরহে কৃষ্ণ বিষাদ করিয়া। প্রিয়া নাম জপিলেন যেখানে বসিয়া ।। সে রস মহিমা হয়ে অতি সর্ব্বোত্তম। অল্পাক্ষরে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে। বৃন্দাবন মাঝে রাসলীলা করে রঙ্গে ।। চন্দন চর্চ্চিত অতি শ্যামকলেবর। গলে দোলে বনমালা পীতাম্বরধর ।। লীলায়ে চলয়ে অতি কুণ্ডল যুগল। মনোহর শোভা গণ্ডস্থল ঝলমল ।। হেনমতে শতকোটি গোপীকার সনে। বিলাস করয়ে অতি রসাবিষ্ট মনে ।। চঞ্চল হইয়া কারে করে আলিঙ্গন। কারো মুখে মুখ দিয়া করয়ে চুম্বন ।। ঐছে নৃত্যরসে কোন গোপীকার স্তনে। ধরয়ে অত্যন্ত সুখে করে নখার্পণে ।। অতি রসকথা কহে কারো কর্ণমূলে কারোসনে নৃত্যকরে অতি কুতুহলে ।। কারো কারো বস্ত্রমুখে করে আকর্ষণ। যমুনাপুলিনে কারে করয়ে রমণ ।। কারোসনে আপন করয়ে সুপঞ্চম। কারো কারো সনে গান করে মনোরম ।। করতল তাল বলয়াদি বাদ্য হয়। আপনেহ বংশীবাদ্য করে রসময় ।। সাধু সাধু বলি সভে প্রশংসা আচরে। তা সভা সহিতে নৃত্য করিয়া বিহরে ।। রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। মন্মথ মন্মথ রূপে বৈদগ্ধ্যাদি সার ।।

তথাহি। শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তিমানিব ইত্যাদি ।। সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ ইত্যাদি ।।
হেনমতে নৃত্যরসে তা সভার সনে। আলিঙ্গন করি হয় অতি সুশোভনে ।।
তথাহি। তত্রাতি শুশুভেতাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।। ইত্যাদি

তহিঁ রাই অতিশয় প্রেম অন্ধা হয়। তাঁরসনে কৃষ্ণ ঐছে বিহার করয় ।। সুধাময় মুখচন্দ্র করি প্রশংসন। অত্যন্ত কৌতুকে করে চুম্বনালিঙ্গন ।। এইমত সাধারণ প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজবধূগণ সহ বিহরে সতৃষ্ণ ।। আপনার উৎকর্ষতা কিছু না দেখিল। রাইর হৃদয়ে বাম্য আসি উপজিল ।। মানকরি রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া। লুকাঞা রহিলা দূরে নিজসখী লৈয়া ।। কৃষ্ণলীলা রসকথা করিয়া স্মরণ। বিহার করিতে করে কথোপ কথন ।।

তথাহি। বিহরতি বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হরৌ বিগলিত নিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রত মণ্ডলী মুখর শিখরে লীনাদীনাপ্যুবাচরহঃ সখীং ।। ইতি

কৃষ্ণচন্দ্র কতক্ষণ বিহার করিয়া। মণ্ডলীতে রাধিকারে দেখিতে না পায়্যা ।।

তাঁরে মনে চিন্তি অতি ব্যাকুল হইলা । অন্বেষণে গেলা গোপীগণেরে তো
সব লীলা হৈতে রাসলীলা হয়ে শ্রেষ্ঠা । তহিঁ গোপীগণ মধ্যে রাই অতি শ্রে
তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ সুখ বিলাস যেমন । শতকোটি গোপীসহ না হয়ে তেমন ।। ত
বিনু একক্ষণ না পারে রহিতে । সভারে ছাড়িয়া তেঞি যায় অন্বেষিতে
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি বিকল হইয়া । স্মরবাণে বিদ্ধ ডাকে রাধানাম নৈয়া
কোথা আছ প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন । তোমাবিনু এই প্রাণ না যায় ধারণ ।।
সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন । পাঁচবাণ সন্ধান করয়ে অনুক্ষণ ।। অতিশয়
জ্বালা না পারি সহিতে । দেখা দিয়া রক্ষাকর কামবাণ হৈতে ।। যতক্ষণ
দৃষ্টি গোচর নহিবে । ততক্ষণ কামশরে আমারে পীড়িবে ।। তুমি সঙ্গে
মোরে দেখিবে মদন । ধনুশর তেজি ভয়ে পলাবে তখন ।। ঐছে অ
করি কাঁহা না পাইলা । আর্ত্ত হৈয়া কলিন্দ তনয়া তটে আইলা ।। আম
তলে বসি কুঞ্জের ভিতরে । রাধানাম মন্ত্রজপে বিহ্বল অন্তরে ।। বিষাদ ক
পুনঃ কহিতে লাগিলা । হাহা প্রাণেশ্বরী আমা ছাড়ি কাঁহা গেলা ।। সৌন
সুন্দরী রাধা মাধুর্য্যের সার । মহত্বে রাধিকা গুরু হয়ে সভাকার ।। ব্রজা
গণে মুখ্য হয়ে যে রাধিকা । সেই সে আমার প্রিয়তমা সর্ব্বাধিকা ।। এ
রাধিকার গুণানুশরণে । করিতে লাগিলা অতি উৎকণ্ঠিত মনে ।। প্রেম
বিহ্বল যাঁহা পড়ে নিরীক্ষণ । তাঁহা তাঁহা রাধাময় করে দরশন ।।

তথাহি । রাধাবিশ্লেষিতঃ কৃষ্ণোহ্যেকদা প্রেমবিহ্বলঃ । রাধামন্ত্রং
জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সর্ব্বত্র পশ্যতি ।। ইতি

এইত প্রসঙ্গে আছে অনেক বিচার । সংক্ষেপে কহিল কহা না যায় বিস্তা
কলিযুগে আসি কৃষ্ণ চৈতন্য রূপেতে । অবতীর্ণ হৈলা রাধাভাব আস্বাদিতে
যেই কালে আইলা বৃন্দাবন দরশনে । বসিলেন তাঁহা পূর্ব্ব রসাস্বাদ মনে
আমলীতলার এই হয়ে বিবরণ । আগে আর স্থান লীলা করিব কথন ।।
পরে হয় এক বট অনুপম । যমুনার তটে সেই হয়ে মনোরম ।। সুশীতল
অতি পরম নির্জ্জন । মূলে বেদী বন্ধ হয়ে উজ্বল বরণ ।। তার চতুর্দ্দিগে পু
দ্যান শোভাকরে । মত্ত মধুকর তহিঁ মধুলোভে ফিরে ।। নিত্যানন্দ রাম
বসি প্রেমসুখে । দরশন করে শোভা যমুনার মুখে ।। তাঁহা ভক্তিকরি
করে যেই জন । নিত্যানন্দ রামের সে কৃপার ভাজন ।। তারপরে চীরঘাট
মনোহর । কদম্বের বৃক্ষ এক হয়ে তদুপর ।। সে স্থান রহস্য লীলা কহি বিব
সংক্ষেপ রূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। এক দিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে ।
রস রাসলীলা করি বৃন্দাবনে ।। জল কেলী করিবারে যমুনা আইলা । বস্ত্র
ঙ্কার সতে সেই ঘাটে রাখিলা ।। সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্রে অঙ্গ করি আচ্ছাদনে । যমু

জলেনামিলেন হর্ষমনে ॥ হাতাহাতি সভে চারিদিগে দাণ্ডাইলা। মণ্ডলীর মধ্যে দোহেঁ করে জললীলা ॥ মন্দ মন্দ হস্ত পদ চলন করিয়া। ঘুরিয়া ফিরয়ে সভে সুখে মত্ত হৈয়া ॥ মণ্ডলীর মধ্যে নীর প্রফুল্লিত হয়ে। সে হিল্লোল আসি দুহুঁ অঙ্গেতে লাগয়ে ॥ অতি সুখে মগ্ন হৈয়া রাধিকার সঙ্গে। অঞ্জলি ভরিয়া জল কৃষ্ণ দেই রঙ্গে ॥ ঐছে রাই কৃষ্ণ অঙ্গে করয়ে সেচনে। অন্যোঽন্যে জল যুদ্ধ হয়ে দুইজনে ॥ হাতাহাতি বুকাবুকি জল কেলির রঙ্গে। মুখামুখি হয়ে অতি রসের তরঙ্গে ॥ তাহা দেখি সখীগণ আনন্দ পাইলা। একদৃষ্টে দেখে দুহু জল যুদ্ধলীলা ॥ রসিক শেখর কৃষ্ণ রসে মগ্ন হৈয়া। ডুবিয়া রাইর অঙ্গ ধরিল বেড়িয়া ॥ কোলেকরি উঠে শীঘ্র অতি হর্ষ চিত্তে। হাসিয়া ধরয়ে রাই কৃষ্ণের গলাতে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র ঐছে লীলা করি কতোক্ষণ। জলযুদ্ধ আরম্ভিল লৈয়া প্রিয়াগণ ॥ দুই চারি পাঁচ সাত দশ বিশ মেলি। কৃষ্ণের সহিতে সভে করে জলকেলি ॥ যত ব্রজবধূগণ জলকেলি করে। অলক্ষীতে কৃষ্ণচন্দ্র তত মূর্ত্তি ধরে ॥ তা সভার বস্ত্র ঐছে করিয়া হরণ। স্থির হৈয়া রহে কৃষ্ণ সহাস্য বদন ॥ অম্বর বিহীন অঙ্গ হইয়া সকলে। লজ্জাপাঞা মগ্ন হৈয়া রহে কণ্ঠজলে ॥ যমুনার জল অতি সুনির্ম্মল হয়। সুখে যে সভার অঙ্গ কৃষ্ণ নিরীক্ষয় ॥ দরশনে অতিশয় উল্লাস বাড়িল। রাই লৈয়া রসকেলি আরম্ভ করিল ॥ এই অবসরে ওথা সব সখীগণ। পদ্মবনে রহিলেন হৈয়া সঙ্গোপন ॥ রাধিকা সহিতে কৈল নানা রস লীলা। তবে রাই কৃষ্ণ প্রতি প্রেরণ করিলা ॥ পদ্মবনে তাসভার করি অন্বেষণ। নানান কৌতুকে লীলা কৈল কতক্ষণ ॥ ঐছে জললীলা করি স্নান সমাপিয়া। তীরে উঠিলেন কৃষ্ণ প্রিয়াগণ লৈয়া ॥ তবে নিজ নিজ চীর দেখিয়া দেখিয়া। পরিধান কৈল অতি আনন্দিত হৈয়া ॥ সূক্ষ্ম শুক্লবাসে কেশ মার্জ্জন করিয়া। নিজ নিজ অলঙ্কার সকলে পরিয়া ॥ শ্রীরত্নমন্দিরে পুন গমন করিলা। বৃন্দাদেবী নানা সেবা করিতে লাগিলা ॥ ঐছে রাসলীলা যবে করে বৃন্দাবনে। জললীলা করে চীর রাখিয়া সেখানে ॥ এইত কহিল চীরঘাট বিবরণ। এবে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥ তার পরে কেশীতীর্থ নামে ঘাট হয়। সেখানে কৃষ্ণের লীলা অত্যাশ্চর্য্যময় ॥ কেশী নামে অসুর বধিয়া সেইখানে। সরুধির ভুজদ্বয় কৈল প্রক্ষালনে ॥ গঙ্গা শত গুণ পুণ্যতীর্থ সেই হয়ে। ঐছে ফল লভে তাঁহা স্নান যে করয়ে ॥

তথাহি। গঙ্গাশতগুণ প্রোক্তং যত্র কেশীনিপাতিতঃ। কেশ্যাঃ শতগুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রামিতো হরিঃ ॥ ইতি

এইমত হয়ে কেশীঘাট বিবরণে। সংক্ষেপ রূপেতে কিছু করিব বর্ণনে ॥ অরিষ্ট অসুর ব্রজে যবে বধ হৈল। সকল বৃত্তান্ত নারদ কংসেরে কহিল ॥ শুনি ভোজপতি অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া। ময়দানবের পুত্র কেশিরে ডাকিয়া ॥ কহিল

আমার শত্রু আছে ব্রজবনে। রাম কৃষ্ণ দুই জন নন্দের ভবনে ।। অতএব তুমি নন্দ গোকুলে যাইয়া। বিনাশ করহ শত্রু মায়া প্রকাশিয়া ।। কংসের আদেশে কেশী মায়ারূপ ধরে। অতি বড় পুষ্ট হয় অশ্বের আকারে ।। স্কন্ধজটাগণ উর্দ্ধে ভ্রমণ করায়। মনোবেগে চলে মহী বিদীর্ণ করিয়া ।। তারভয়ে মেঘগণ ইতস্তত যায়। বিমান লইয়া দেব সকল পলায় ।। অশ্বজাতি শব্দকরে পরম দারুণ। শুনি ভয়ে কম্পবান হয়ে সর্ব্বজন ।।

তথাহি। কেশী তু কংসপ্রহিত খুরৈর্ম্মহীং মহাহয়োনির্জ্জরয়ন্ মনো জবঃ। শঠাবধূতাভ্রবিমান শঙ্কুলং কুর্ব্বন্নভো হেষিত ভীষিতাখিলঃ ।।

নেত্র বড় বিকট বিস্তার মুখ খান। দীর্ঘ গলা বর্ণ নীল মেঘের সমান ।। দুরন্ত আশয় কংস হিতের কারণে। নন্দব্রজে যায় মহী করিয়া কম্পনে ।।

তথাহি। বিশাল নেত্রো বিকটাস্য কোটরো বৃহদ্গলো নীল মহাম্বু দোপমঃ। দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ষু র্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্ ।।

তার সেই শব্দ শুনি ব্রজবাসীগণ। সকলে হইলা অতি ভয়াকুল মন ।। আকাশে উঠিয়া পুচ্ছ ভ্রমণ করায়। তাহাতে ঘূর্ণিত হৈয়া মেঘগণ যায় ।। রাম কৃষ্ণ দোহাঁ কার করি অন্বেষণ। ইতস্তত নন্দব্রজে করয়ে ভ্রমণ ।। দেখি গোপ গোপীগণ ভয়াকুল মনে। সকলেই যাঁহা তাঁহা রহে সঙ্গোপনে ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ বৃন্দা বনে গিয়া। গোচারণ করে সখাগণ সঙ্গে লৈয়া ।। কেশীহ সেখানে গিয়া উপস্থিত হৈলা। সখাগণ সনে তাঁহা দোহাঁরে দেখিলা ।। দেখিতেই কৃষ্ণ সব কারণ জানিল। ইহা দেখি ব্রজবাসী মাত্র ভয় পাইল ।। কংসচর কেশী এই রণের কারণে। আমা অন্বেষণ করি ফিরে বনে বনে ।। এত চিন্তি সখাগণের আগে দাণ্ডাইয়া। আহ্বান করিল আগে আইস বলিয়া ।। সে কথা শুনিয়া সিংহপ্রায় শব্দ করি। আসিতে লাগিল সেই কৃষ্ণ বরাবরি ।।

তথাহি। তত্রাশয়স্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্ধেষিতৈ র্বালবিঘূর্ণিতা ম্বুদং। আত্মানমাজৌ মৃগবস্ত অগ্রণীরুখাসয়েৎ সবানদন্মৃগেন্দ্রবৎ ।।

অত্যন্ত বিস্তার মুখ করি প্রসারণে। আকাশ করিবে পান হেন লয় মনে ।। দুরাসদ রূপ অন্যে পরাভব নয়। অতি চণ্ডবেগে সেই হয়ে দুরত্যয় ।। অতি শীঘ্রগতি কৃষ্ণ নিকটে আসিয়া। মারিল পশ্চাৎ দুই পাদ উঠাইয়া ।।

তথাহি। সতং নিশম্যাভিমুখো মুখেনখং পিবন্নিবাভ্য দ্রবদত্যমর্ষণঃ। জঘানপদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাশদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ।। ইতি।

কৃষ্ণচন্দ্র পদাঘাত বঞ্চনা করিয়া। দুই হস্তে দুই পদে ধরি ঘুরাইয়া ।। অব, হেলাক্রমে ধনু শতেক অন্তরে। ক্রোধ করি পেলাইল অবনী উপরে ।। গরুড় যে মত ভুজঙ্গেরে আছাড়িয়া। ভূমেতে পেলায়্যা রহে ব্যবস্থিত হৈয়া ।। তৈছে কৃষ্ণচন্দ্র কেশী বধের কারণে। ত্যাগ করি রহিলেন অসংকোচ মনে ।।

তথাহি। তত্রুক্তরিস্থাতমধোক্ষজোরসা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ। সাবজ্ঞ মুৎসৃজ্য ধনুঃ শতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্য সুতো ব্যবস্থিতঃ॥ ইতি

তবে কেশী পুনরপি চেতন পাইয়া। মুখ মেলি শীঘ্রগতি আইলা ধাইয়া॥ তারে দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া। সেই মুখে বাম ভুজ দিল প্রবেশায়্যা॥ উরগ যেমত খালে প্রবেশ করয়। তৈছে মুখে হস্ত দিল নাহি কিছু ভয়॥

তথাহি। সলব্ধ সংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতে রুষা ব্যাদায় কেশীতরসা পতদ্ধরিং। সোপ্যস্য বক্ত্রে ভুজ মুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে॥ ইতি

তবে সেই ভুজদণ্ড করিয়া চর্ব্বণ। কৃষ্ণভুজ স্পর্শে ভাঙ্গি গেল দন্তগণ॥ তপ্ত লৌহ স্পর্শে যেন দন্ত নাশ যায়। তৈছে দন্ত হীন পীড়া করিতে না পায়॥ কৃষ্ণ বামভুজ তার দেহে প্রবেশিয়া। বাড়িতে লাগিল অতিশয় পুষ্ট হৈয়া॥ যেন উপেক্ষিত ব্যাধি হয় জলোদর। প্রতিকার হীন কেশী হইলা ফাঁফর॥

তথাহি। দন্তানি পেতু র্ভগবদ্ভুজ স্পৃশস্তে কেশীন স্তপ্তময়ঃ স্পৃশো যথা। বাহুশ্চতদ্দেহ গতো মহাত্মন যথা ময়ঃ সংববৃধেহ্যুপেক্ষিতঃ॥

অন্তর্গত হঞা ভুজ অত্যন্ত বাড়িল। তবে সে কেশীর বায়ু নিরুদ্ধ হইল॥ ভগ্ন গাত্র হয়ে সেই উলট নয়নে। পদ চারিখান তবে করি বিক্ষেপণে॥ অত্যন্ত পীড়াতে বিষ্ঠা ত্যেজন করিয়া। পড়িলা অবনীতলে গত প্রাণ হৈয়া॥

তথাহি। সমেধ মানেন সকৃষ্ণ বাহুনা নিরুদ্ধ বায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্। প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবিত্ত লোচনঃ পপাতলেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥ ইতি

কর্কটিকা ফল যেন পক্কতাকে পায়্যা। আদি অন্ত দীর্ঘে যায় বিদীর্ণ হইয়া॥ তৈছে তার দেহ ফাটি খণ্ড খণ্ড হৈল। তাহা হৈতে কৃষ্ণ ভুজ আকর্ষিয়া লৈল॥ হেন লীলা করি কৃষ্ণ অবিস্মিত হয়। শ্রম ভয় গর্ব্ব মাত্র কিছু না জন্ময়॥ অযত্নে কেশী হেন দৈত্য নষ্ট হৈল। দেখি দেবগণ মনে অতি সুখ পাইল॥ গন্ধর্ব্ব চারণ করে পুষ্প বরিষণ। তাসভা সহিতে করে কৃষ্ণের স্তবন॥

তথাহি। তদ্দেহতঃ কর্কটিকা ফলোপমাদ্ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ। অবিস্মিতোঽযত্ন হতারিকঃ সুরৈঃ প্রসূন বর্ষৈ র্বর্ষদ্ভি রীড়িতঃ॥

দেখি সখাগণ অতি আনন্দিত হৈয়া। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া॥ শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র বাক্য মোসভার। অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা হয়েত তোমার॥ দেখিয়া তোমার কর্ম্ম হেন লয় মনে। দৈব প্রবল বিদ্যা আছে তুয়া স্থানে॥ সেই বলে কর তুমি অদ্ভুত আচার। নহে সাধ্য হয়ে কি অসুর নাশিবার॥ তা সভার কথা শুনি হাসে বলরাম। ঈষৎ হাসয়ে কৃষ্ণ সর্ব্ব গুণধাম॥ কেশীরে

মারিয়া কৃষ্ণ ঐছে রক্ত হাতে। জল সন্নিকটে গেলা সখাগণ সাথে ।। যেইখানে ভুজদ্বয় প্রক্ষালন কৈল। কেশীঘাট নাম সেই মহাতীর্থ হৈল ।। সেই স্থানে ভক্তি করি স্নান যে করয়। তাসভার মনোবাঞ্ছা সর্ব্ব পূর্ণ হয় ।।

তথাহি। হেষাতি জগতীত্রয়ং মদভরৈ রুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ ফুল্ল নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ। তং তাবাৎ স্তনবদ্ধিদীর্ঘ্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ স রুধিরৌ তৎ কেশী তীর্থং ভজে ।। ইতি

এইত কহিল কেশীতীর্থ বিবরণ। যাহার শ্রবণে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন।। শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে দ্বাদশাদিত্য তীর্থাদি কথনে কেশীতীর্থ বিবরণ কথনং নামাষ্টাত্রিংশত্তমোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং ।।

ঊনচত্বারিংশত্তোধ্যায়ারম্ভঃ।

তার পর হয়ে ধীর সমীর নির্জ্জন। যমুনা সমীপে অতি সুন্দর শোভন। তাঁহা কৃষ্ণচন্দ্র সুখে করেন বিহার। সূত্ররূপে কহিছি সেই লীলারস সার ।। এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে আসিয়া। বৃন্দাদেবী সহ প্রেমে মিলন করিয়া ।। হরষিত হৈয়া কিছু কহিতে লাগিলা। তাহা শুনি বৃন্দা অতি আনন্দ পাইলা ।। কৃষ্ণ কহে বৃন্দে শুন কহিয়ে তোমারে। কি রূপে রাধিকা আসি মিলিবে আমারে ।। তাঁর সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন। অত্যন্ত আক্রোশ রূপে করয়ে তাড়ন ।। অনঙ্গের জ্বালা সহ্য নাহয় সর্ব্বথা ।। ত্বরায় মিলাহ মোরে বৃষভানু সুতা ।। এধীর সমীরে আমি রহি একেশ্বরে। তুমি অনুনয় করি আনহ তাঁহারে।। তাহার বিচ্ছেদে মোর আকুল পরাণ। বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয়ে বিধান ।। এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা বিচ্ছেদে। নানা বিধ আচরয়ে করিয়া বিষাদে ।। মন্দ মন্দ হৈয়া বহে মলয় পবন। তাহার পরশে অতি কাম উদ্দীপন ।। বহুবিধ পুষ্প তহিঁ প্রফুল্লিত হয়। দেখি কৃষ্ণ মনে পীড়া হয়ে অতিশয় ।। চন্দ্র জ্যোৎস্নামৃত সম বিষের সমান। তাতে মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে তেজিয়া পেয়াম ।। কামবাণ জাল মানি কিরণ সকলে। বিলাপ করয়ে অতি হইয়া বিহ্বলে ।। বিগলিত হইয়া পুষ্প পড়য়ে উপরে। কন্দর্পের বাণ মানি আক্রোশন করে ।। মত্ত মধুকর সব শব্দ আচরয়। শুনিতে না পারি হাতে কর্ণ আচ্ছাদয় ।। রাধিকা বিচ্ছেদে অতি পীড়িত হৃদয়ে। সুখ হেতু সব দুঃখ করিয়া মানয়ে।। বনেতে ফিরয়ে তেজি সুবলিত ধাম। ধরণীলোটায়ে বিলপয়ে রাধা নাম ।। ক্ষণে রাধা বলি কৃষ্ণ কাতর হইয়া। অতিব্যগ্র কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অন্বেষিয়া ।। ক্ষণেকে কুটির মধ্যে গিয়া

হর্ষমনে। ক্রীড়ালাগি শয্যাকরে বিবিধ বন্ধানে ॥ নবীন কুসুমদল তুলিয়া আনয়। রতন পালঙ্কোপরি সাজায়্যা রাখয় ॥ তদুপরে সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র আচ্ছাদিয়া। তার চতুষ্কোণে বান্ধে চিত্রডোরী লৈয়া ॥ পরম সুন্দর গেন্দু রাখে ক্রম বন্ধে। গুলাব আতর দেই মনের আনন্দে ॥ কর্পূর পুরিত পূগ বীড়া সাজাইয়া অতি যত্নপায়্যা রাখে সংপুট ভরিয়া ॥ অগোর কুঙ্কুম আর মলয় চন্দন। সুবস্থান স্বরূপে রাখে করিয়া সাজন ॥ হেনই সময়ে কোন ধ্বনি যদি শুনে। রাই আগমন শঙ্কা উপজয়ে মনে ॥ প্রিয়া আইলা প্রিয়া আইলা বলে বার বার। দেখিতে না পাঞা দুঃখ বাঢ়য়ে অপার ॥ ভাবাবেশে রাধিকারে করে সম্বোধন তুয়া সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন ॥ অতিশয় জ্বালা দেই নাযায় সহন। শীঘ্র আসি রাই মোরে করহ রক্ষণ ॥ কৃষ্ণের বিলাপ ঐছে বৃন্দাদেবী শুনি। রাধিকা নিকটে শীঘ্র গেলেন আপনি ॥ অত্যন্ত ব্যাকুলা বৃন্দাদেবীরে দেখিয়া। কারণ জিজ্ঞাসে রাই স্নিগ্ধতা করিয়া ॥ তবে বৃন্দাদেবী অতি কাতর অন্তরে। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কহেন তাঁহারে ॥ নিজপ্রাণ পরার্দ্ধ যে কৃষ্ণের চরণ। তাহার বৈকুল্য কথা করিয়া শ্রবণ ॥ মূর্চ্ছিত হইলা রাই প্রিয়তম দুঃখে। বাক্যস্তব্ধ হৈলা বৃন্দা শব্দ নাহি মুখে ॥ সখীগণ নানা মত করয়ে সেবন। তথাপিহ রাধিকার না হয় চেতন ॥ মনে মনে রাই করিয়াছে অভিসার। কারণ বুঝিল বৃন্দা করিয়া বিচার উপায় না দেখে মূর্চ্ছাভঙ্গের কারণ। পুনরপি করে কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণন ॥ শুন সখী কৃষ্ণ যাহা তুয়া আলিঙ্গন। করিয়া কন্দর্প যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥ সেইত নিকুঞ্জে মহাসিদ্ধ তীর্থে গিয়া। তুয়া কুচকুম্ভ পরিরম্ভণ লাগিয়া ॥ অভীষ্ট দেবতা মানি করিয়া ধেয়ান। অতি আর্ত্ত হৈয়া সদা করে গুণ গান ॥ তুয়া নাম মন্ত্রাবলী জপি অনুক্ষণ। বাঞ্ছা করিয়াছে পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন ॥

তথাহি। পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতে রাসাদিতাঃ সিদ্ধয় স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জ মন্মথ মহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ। ধ্যায়ং স্ত্বামনিশং জপন্নপিতবৈ রালাপমন্ত্রা[illegible] ভূয়স্ত্বৎ কুচকুম্ভ নির্ভর পরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি। ইতি

এইমত প্রিয় চেষ্টা শ্রবণ করিয়া। ক্ষণেকে উঠিলা রাই নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ পুনঃ বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ চেষ্টা বিশেষিয়া। কহিতে লাগিলা অভিসারের লাগিয়া ॥ যমুনার তীরে সেই রতি সুখ সারে। তোমার কারণে কৃষ্ণ করি অভিসারে ॥ মন্মথের রূপ হয়ে হেন রূপ বেশে। অতি পীড়া পাঞা ধীর সমীরেতে বৈসে ॥ মন্দ মন্দ হৈয়া যাহাঁ বহয়ে পবন। অত্যন্ত নিবিড় স্থান সুখদ নির্জ্জন ॥ অতএব নিতম্বিনী বিলম্ব তেজিয়া। অভিসার কর কৃষ্ণ সুখের লাগিয়া ॥ শ্রবণ করহ ধীর সমীরের মাঝে। রাধানাম সঙ্কেত করিয়া বেণুবাজে ॥ আমি আছি এই ধীর সমীরে বসিয়া। তুরিতে রাধিকা তুমি মিলহ আসিয়া ॥ এইমত মন্দ মন্দ করি তুয়া নাম। বেণুদ্বারে কৃষ্ণ গান করে অবিরাম ॥ তুয়া স্পর্শ করিয়া চলয়ে

যে পবন। সেই বায়ু করে যেই বেণুর স্পর্শন ।। তার বহুভাগ্য কথা করে প্রশংসন। তোমার পরশ লাগি উৎকণ্ঠিত মন ।। বিচলিত হৈয়া পক্ষি পড়ে পত্রোপরি। শব্দ শুনি তুয়া আগমন শঙ্কা করি।। বিলাস কারণে শয্যা রচনা করিয়া। তুয়া পথ হেরে নেত্রে চকিত হইয়া ।। অতএব শুন সখী তেজহ মঞ্জীর। গমনে রিপুর সম মুখর অধীর।। শুক্লবস্ত্র তেজি নীল বসন পরহ। সতিমির কুঞ্জে পুঞ্জে ত্বরিতে চলহ ।। নবঘন তুল্য হয় কৃষ্ণ বক্ষস্থল। মুক্তাহার বকপাঁতি তাহাতে চঞ্চল ।। তড়িত সমান পীতবর্ণ তুয়া হয়। রতি বিপরীতে তহি করহ উদয় ।। যেন কৃষ্ণ জলধর সুশোভিত হৈয়া। লীলামৃতে বৃষ্টি করে মধুর গর্জ্জিয়া ।। মোসভার নেত্র লুব্ধ চাতক সমান। অনিমিখ হৈয়া যেন সুখে করে পান ।। অতএব শুন রাই পঙ্কজ নয়নে। কিশলয় বিরচিত কোমল শয়নে ।। পরিহৃত রসনা বসন বিগলিত। জঘন ঘটনা কর বিধান রহিত ।। যেন আবরণ হীন সমুদ্র দেখিয়া। নবঘন রস বৃষ্টি করে হর্ষ হৈয়া ।। তৈছে আবরণ হীন তোমার জঘন। দেখি কৃষ্ণ সুখে করে লীলা বরিষণ ।। কিন্তু শুন অতি মানি হয়ে তুয়া লাগি। অন্য কান্তা অভিসারে নহে অনুরাগি। তোমারে লইতে আমা পাঠাইয়া দিল। হের দেখ অর্দ্ধ নিশা অতীত হইল ।। অতএব রাই তুমি আমার বচন। শুনিয়া ত্বরিতে বেশ করহ রচন ।। অবশেষ রাত্রি যেন না হয়ে বিরাম। ত্বরিতে পূরহ আসি মধু রিপু কাম ।। এইমত তাঁর কথা শ্রবণ করিয়া। উৎকণ্ঠিতা হৈলা কৃষ্ণ মিলন লাগিয়া ।। ললিতার প্রতি রাই কহেন বচন। কি রূপে কৃষ্ণের সহ হইবে মিলন তাঁর অদর্শনে চিত্ত বৈকুল্য করয়ে। স্থির হৈয়া ক্ষণমাত্র রহিতে নারিয়ে ।। শুনিয়া ললিতা সখী আনন্দ পাইলা। সকৌতুক মনে কিছু কহিতে লাগিলা ।। শুনহ রাধিকা তুমি আমার বচন। কি রূপে কৃষ্ণের সহ হইবে মিলন ।। অতিশয় দুষ্টমতি হয়ে তুয়া পতি। তাহারে বঞ্চিয়া কৈছে গমন সঙ্গতি ।। জটিলা কুটিলা হযে দুরন্ত আশয়। নিজ নিজ গৃহে সুতি জাগ্রত আছয় ।। আর তাহে অতিশয় ঘোর অন্ধকার। এতেক সঙ্কটে কেছে হৈবে অভিসার ।। ললিতা বচন শুনি রাই সুনাগরী। কহিতে লাগিলা অনুরাগ চিত্তে ভরি ।। শুনহ ললিতা সত্য তোমার বচন। কিন্তু কৃষ্ণ বিনু প্রাণ না যায় ধারণ ।। অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে রহয়ে নির্জ্জনে। তাঁর দশা শুনি কৈছে রহিব ভবনে ।। যে হউ সে হউ আমি করিব গমন। বিলম্ব তেজিয়া বেশ করহ রচন ।। শুনি সখীগণ অতি আনন্দ পাইলা। বেশ ভূষাদি রচনা ত্বরিতে করিলা ।। তবে রাই নানা বেশ বিভূষিত অঙ্গে। সভয় অন্তরে সখীগণ করি সঙ্গে ।। চলিত নয়নে চারিদিগ নিরখিয়া। অন্ধকার পথে পদ বিন্যাস করিয়া ।। বৃক্ষতলে তলে শীঘ্র বৃন্দাদেবী সনে। কণ্টক ছাড়িয়া অভিসার কৈল বনে ।। তবে সখীগণ অতি আনন্দ অন্তরে। পদযুগে পরাইল রতন মঞ্জীরে ।। তড়িত সমান অঙ্গে নীলবাস সাজে। কঙ্কণ কিঙ্কিণী মণি রণরণী

বাজে ।। চরণ কমল যুগে যাবক রঞ্জন । খঞ্জন গঞ্জন তহিঁ মঞ্জীর বাজন ।। করিবর গমন দমন ক্ষীণ মাঝে। মন্থর গমনে অতি জিতি হংসরাজে ।। স্বর্ণ শুম্ভ জিতি কুচ কুম্ভ অনুপাম। তাহাতে উজ্জল শোভা মুকুতার দাম ।। বদন কমলে অতি সুধাময় হাসে। দশন কিরণে মণি মুকুতা প্রকাশে ।। চঞ্চল কুণ্ডল যুগ শোভয়ে কপোলে। কপালে অলকাবলি মধুকর জালে ।। ভুরুযুগ শোভা কাম কামানের ভাঁতি। দশদিগ ভরল নয়ন শর পাঁতি ।। প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ মুখ ছান্দে। মন্মথ মোহন মোহিনী রূপ ছান্দে ।। কৃষ্ণপ্রেম বিনোদিনী নিকুঞ্জ ভবনে। গমন করিলা সুখে সখীগণ সনে ।। অতি আর্ত্ত হৈয়া ওথা ব্রজেন্দ্রনন্দন। রাধা রাধা বলি বেণু পূরে অনুক্ষণ ।। সে ধ্বনি শুনিয়া প্রেমে বৃষভানু সুতা। ত্বরিতে চলয়ে বনদেবীর সহিতা ।। অনুরাগ চিত্তে ধীর সমীরে আইলা। কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ দরশন পাইলা ।। নানা ভাব বিকার হইল কৃষ্ণ অঙ্গে। চন্দ্র দরশনে যেন জলধিতরঙ্গে ।। আদরে আসিয়া কৃষ্ণ রাইরে ধরিয়া। গাঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ।। রাধিকাহ নিজ ভুজ লতায় বেড়িয়া। আনন্দে রহিলা প্রেমে আলিঙ্গিতা হৈয়া ।। অতি রসাবেশে দোহেঁ হইলা বিহ্বল। আনন্দে ঝরয়ে দুহুঁ নয়নের জল ।। তমাল বেঢ়িয়া যেন কাঞ্চনের লতা। নব জলধরে যৈছে বিদ্যুৎ শোভিতা ।। তৃষিত চাতক সখীগণের নয়ন। সে মাধুর্য্যামৃত পিয়া আনন্দে মগন তবে কৃষ্ণ কতক্ষণে সম্বরণ করি। বসিলেন রাধিকারে উরুপরে ধরি ।। নিজ পীতাম্বরে রাই মুখ মোছাইয়া। আনন্দে হেরয়ে নেত্র যুগল ভরিয়া ।। সুধাংশু জিতিয়া হয়ে রাইর বয়ান। তৃষিল চকোর কৃষ্ণ নেত্রে করে পান ।। রাধিকাহো নীলাম্বর অঞ্চলে করিয়া। কৃষ্ণমুখ নির্ম্মঞ্ছন করে হর্ষ পায়্যা ।। সে মাধুর্য্যামৃত নেত্রভরি পান করে। তৃষিত চাতক যেন নব জলধরে ।। অতি সুকুমারী রাই বন্ধুয়ার কোরে। ধরিতে না পারে অঙ্গ আনন্দের ভরে ।। ঈষত হাসিয়া বঙ্ক নয়নের কোণে। অন্যোন্যে দোহেঁ দোহাঁ করে নিরীক্ষণে। সখীগণ দুই জনে বেড়িয়া বসিলা। [illegible] হাস পরিহাস করিতে লাগিলা ।। তবে কৃষ্ণ অতিশয় পুলকিত মনে। চুম্বন করয়ে সুখে রাইর বদনে ।। অতি রসাবেশে দোহেঁ মন্দ মন্দ হাসে। দেখি সখীগণ চিত্তে বাঢ়য়ে উল্লাসে ।। এইমত কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সনে রসলীলা কৈল করি বিবিধ বন্ধানে ।। তবে তাঁহা হৈতে উঠি সকৌতুক মনে। কুঞ্জ শোভা দেখিয়া বুলয়ে স্থানে স্থানে ।। আশে পাশে বেড়িয়া চলয়ে সখীগণে। মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চলে সহাস্য বদনে ।। কেহ কুঞ্জ হৈতে পুষ্প আনয়ে তুলিয়া। দুহুঁ অঙ্গে কেলি দেই অঞ্জলি ভরিয়া ।। কেহ রাই পাশে রহি আনন্দিত চিতে। তাম্বূলের বীড়া তুলি দেই রাই হাতে ।। বীড়া হাতে লৈয়া রাই আনন্দিত মনে। যতন করিয়া দেই কৃষ্ণের বদনে ।। কৃষ্ণ তৈছে সখী স্থানে হৈতে বীড়া লৈয়া। রাইর বদনে দেই মহা সুখ পায়্যা ।। দুহুঁ মুখ ধরি দুহেঁ

করয়ে চুম্বন। এইমতে ভ্রমণ করিল কতক্ষণ ॥ পুনঃ সবে সেই কুঞ্জে আসিয়া বসিলা। বৃন্দাদেবী নানা ভক্ষ সামগ্রী আনিলা ॥ তবে সখীগণ স্থান সংস্কার করিয়া। দোহাঁর কারণে দিব্যাসন বিছাইয়া ॥ তবে দুহুঁ চরণ করিয়া প্রক্ষালন। বসাইল উপহার ভক্ষণ কারণ ॥ বনদেবী নানান্ সামগ্রী কৃষ্ণ আগে। পারশ করিল অতিশয় অনুরাগে ॥ গৃহে হৈতে রাই উপহার যে আনিলা। আনন্দ হৃদয়ে সখি দুহুঁ আগে দিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ দোহেঁ অতি আনন্দিত মনে। ভক্ষণ করিয়া সুখে করি আঁচমনে ॥ তবে দোহেঁ কুঞ্জশয্যা উপরে বসিলা। সখীগণ শেষাধরামৃত আস্বাদিলা ॥ ললিতাদি সখী সভে কুঞ্জে প্রবেশিলা। সেবাপরা সখী সেবা করিতে লাগিলা ॥ অগৌর কুঙ্কুম কেহ দেই দুহুঁ অঙ্গে। বীজন করয়ে কেহ প্রেমের তরঙ্গে ॥ তাম্বূলের বীড়া কেহ দোহাঁর বদনে। কর্পূর সহিতে দেই আনন্দিত মনে ॥ কেহ কেহ করে দোহাঁ পাদ সম্বাহন। এইমতে সেবন করিয়া কতক্ষণ ॥ কুঞ্জে কুঞ্জে সভে গিয়া শয়ন করিলা। মনমথ রসে দোহেঁ নিমগন হৈলা ॥

তথাহি। সতত সুরত তৃষ্ণা ব্যাকুলা তুম্মদিষ্ণু বিপুল পুলক রাজদ্গৌর নীলোজ্বলাঙ্গৌ। মিথ উরুপরিরম্ভাদেক দেহায় মানৌ স্মর নিভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ইতি

এইমত হয়ে ধীর সমীরেতে লীলা। সঙ্ক্ষেপে কহিল অতি বিস্তার নহিলা ॥ এইত কহিল ধীর সমীর বর্নন। অতঃপর কহি অন্য স্থান বিবরণ ॥ তার পর বংশীবট পরম মোহন। অত্যন্ত রহস্য স্থান শোভা বিলক্ষণ ॥ রসিক শেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক মন্মথ মোহন ॥ বংশীবট তটে নিজ রসে মত্ত হৈয়া। গোপীগণে আকর্ষয়ে বেণু বাজাইয়া ॥ তাসভা লইয়া রাস মহোৎসব করে। বংশীবট তটে গোপীনাথ নাম ধরে ॥

তথাহি। শ্রীমন্রাস রসারম্ভী বংশীবট তটস্থিতঃ। কর্ষন্ বেণুস্বনৈ র্গোপী র্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তুনঃ ॥ ইতি

সঙ্ক্ষেপে কহিল বংশীবট বিবরণ। আগে রাসলীলা ক্রমে করিব বর্নন ॥ বংশীবট নিকটে পুলিন মনোরম। অতি সুবিস্তার স্থান শোভা অনুপম ॥ পূর্ণ ইন্দু চূর্ণ মদ নিন্দি বালুগণ। পরম উজ্বল স্থান ভুবন মোহন ॥ সে স্থান মহিমা শোভা বর্ণিতে কে পারে। শতকোটি গোপী সঙ্গে যেথানে বিহরে ॥

তথাহি। যমুনাপুলিনে বিপুলে বিমলে প্রমোদাশত কোটিক্রিয়াকুলিতেত্যাদি ॥ পূর্ণেন্দু চূর্ণ মদ নিন্দক বালুকানি ॥ ইত্যাদি

সঙ্ক্ষেপে কহিল যে পুলিন বিবরণ। আগে রাসলীলা ক্রমে করিব বর্নন ॥ বটের দক্ষিণে বৃন্দাবনের ভিতর। সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল স্থল শোভা মনোহর ॥ তথি

মধ্যে সদাশিব পরম দেবতা। গোপীশ্বর নাম বৃন্দাবন পালয়িতা ।। গোপীগণ নিজ বাঞ্ছা পূর্ণের কারণ। লিঙ্গরূপে পূর্ব্বে যারে করিল স্থাপন ।। কৃষ্ণপ্রেম মঙ্গ দাতা জানিয়া যাহারে। অলক্ষিতে আসি সভে তাঁর পূজা করে ।। গোপীগণ সনে কৃষ্ণ দর্শন কারণে। প্রেমে মগ্ন বাস করিয়াছে বৃন্দাবনে ।। এইত কারণে তাঁহা গোপীশ্বরনাম। গুণাতীত মহাদেব প্রেমানন্দ ধাম ।। শ্রদ্ধা করি সেইস্থানে তাঁরে যে দেখয়। কৃষ্ণ পাদপদ্মে তার প্রেমভক্তি হয় ।। এইত কহিল গোপীশ্বর বিবরণ। এবে কহি ব্রহ্মকুণ্ড শোভা অনুপম ।। গোপীশ্বর নৈঋতে ব্রহ্মকুণ্ড হয়। অপ্রাকৃত ব্রহ্মার সে স্থান সমাশ্রয় ।। তাঁহা রহি চতুর্ম্মুখ আনন্দ অন্তরে। কৃষ্ণের চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে ।। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। বৃন্দাবন ধামে সদা করয়ে বিহার ।। এত চিন্তি রহে বৃন্দাবনের ভিতরে। শ্রদ্ধান্বিত হৈয়া বৃন্দাবন সেবা করে ।। এইমত সর্ব্ব দেববৃন্দ জীবগণ। সুক্ষ্মরূপে বৃন্দাবনে রহে সর্ব্ব জন ।।

তথাহি। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিতং ।। ইতি

তথা। তত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ।। ইতি

ব্রহ্মকুণ্ড দক্ষিণে হয়েন বেণুকূপ। অত্যন্ত সুস্নিগ্ধ জল অমৃত স্বরূপ ।। বেণুকূপ নাম তার হৈল যে কারণে। সঙ্ক্ষেপে কহিব কিছু তার বিবরণে ।। এক দিন রাম কৃষ্ণ সখাগণ সনে। বৃন্দাবনে আইলা দোহেঁ বিহার কারণে ।। ধেনুগণ বৃন্দাবনে চরিতে লাগিল। গোপাল বালকগণ খেলা আরম্ভিল ।। রঙ্গধূলী অঙ্গেমাখি অতি মত্ত হৈয়া। সমানে সমানে খেলে কৌতুক করিয়া ।। কৃষ্ণ বলরাম দোহেঁ রহে বৃক্ষমূলে। তাসভার খেলা দেখে অতি কুতূহলে ।। সখাগণ দুই দিগে বিভাগ করিয়া। বাহুযুদ্ধ করে অতি কৌতুক করিয়া ।। কেহ শিরে শির ধরি ঢুসাঢুষি করে। কেহ বুকে বুক ধরি ঠেলয়ে সত্বরে ।। কেহ বাহু ধরি অতি সন্ধান করিয়া পদে পদে দিয়া ফেলে সম্ভাল বলিয়া ।। এইমতে নানা খেলা খেলে সর্ব্ব জন। দেখি কৃষ্ণ বলরাম সহাস্য বদন ।। তারপরে খেলা অন্তে সব সখাগণে। অতি শ্রান্তযুতা হৈয়া বৈসে সেই স্থানে ।। তৃষ্ণায় পীড়িত অতি হইয়া সকলে। জল দেও জল দেও কৃষ্ণপ্রতি বলে ।। তাসভার বাক্য কৃষ্ণ শুনিয়া সত্বরে। বেণু ধরি ফুক দিল পৃথিবী উপরে ।। সে ধ্বনি পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। অতি স্নিগ্ধজল তাঁহা হইতে উঠিল ।। দেখি কৃষ্ণ সখাগণ আনন্দ পাইলা। সকলেই জলপান করিতে লাগিলা ।। তৃষ্ণা শান্তি হৈয়া সভে আনন্দ অন্তরে। কৃষ্ণগুণ প্রশংসা করিল বারে বারে ।। মোসভার যবে ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয়। অন্ন জল বিনা প্রাণ ধারণ না হয় ।। সেই কালে অন্ন জল বনের ভিতরে। মোসভারে দিয়া যেই প্রাণ রক্ষা করে ।। ব্রজেন্দ্রকুমার ভায়া প্রীতি রসসিন্ধু। জীবনে মরণে সদা মোসভার

বন্ধু ॥ ব্রজবাসী মাত্রে যে অত্যন্ত দয়া করে। তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে ॥ এইমত কৃষ্ণগুণ কহে সখাগণে। নানা লীলা গোচারণ করে বৃন্দাবনে ॥ বেণুদ্বারে আকর্ষিয়া জল উঠাইল। সেকারণে বেণুকূপ বলি নাম হৈল ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে ধীর সমীরাদি লীলা বিবরণ কথনং নাম ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ ॥

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

তথাহি। সহস্রারং পদ্মং দলং কৃতিষু দেবীভিরভিতঃ পরীতং শ্রীগোবিন্দরপি নিখিল কিঞ্জল্ক মিলিতৈঃ। বরাটে যস্যাস্তি স্বয়মখিল শক্ত্যা প্রকটিত প্রভাবঃ সত্যং শ্রীপরম পুরুষস্তং কিল ভজে ॥ ইতি

কালীয় হ্রদের কথা দাবাগ্নি মোক্ষণ। দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ আর প্রস্কন্দন ॥ প্রভুর আমলীতলা বট বিবরণ। চীরঘাট কেশীঘাট লীলার বর্ণন ॥ ধীর সমীর বংশীবট পুলিন আখ্যান। গোপীশ্বর ব্রহ্মকুণ্ড বেণুকূপ নাম ॥ বৃন্দাবন লীলাস্থলী করিল যে গান। আগে শুন শ্রোতাগণ করি অবধান ॥ তারপর সর্ব্বোৎকর্ষ হয়ে যে এধাম। শ্রীগোবিন্দ স্থল সেই যোগপীঠ নাম ॥ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকা বৃন্দাবন। তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সে স্থান গণন ॥ অক্ষয় অব্যয় পূর্ণ প্রেম সুখ রূপ। কৃষ্ণতনু সম নিত্য আনন্দ স্বরূপ ॥ শুদ্ধ স্বর্ণময় অতিশয় [illegible]মান। পরম উজ্জ্বল স্থল মিহির সমান ॥

তথাহি। সহস্রদল পদ্মস্য বৃন্দাবন বরাটকং। অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দ স্থানমব্যয়ং। গোবিন্দ দেহতোঽভিন্নং পূর্ণ প্রেম সুখাশ্রয়ং। তত্র শুদ্ধ হেমপীঠং মণিমণ্ডপ মণ্ডিতং। তন্মধ্যে মঞ্জুলং রত্নে যোগপীঠং সমুজ্জ্বলং ॥ ইত্যাদি ॥

নানা কল্প বৃক্ষলতা বেষ্টিত সে স্থান। মধ্যে কল্পবৃক্ষ এক দেখিতে সুঠান ॥ অতি উচ্চতর পুষ্ট অতি সুবিস্তার। তার শোভা মহিমা অত্যন্ত চমৎকার ॥ প্রবাল সমান হয় নূতন পল্লব। মরকত সম শ্যামবর্ণ পত্র সব ॥ হীরক মৌক্তিক দুই মণির প্রকর। পুষ্পের কলিকা সেই বৃক্ষের উপর ॥ পদ্মরাগ মণি বর্ণ নানা বিধ ফল। ছয় ঋতু সেবিত পুষ্পাদি যে সকল ॥ যেই যে মাগয়ে তার বাঞ্ছা পূর্ণ করে। হেন কল্পবৃক্ষ গুণ কে কহিতে পারে ॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং।

প্রবাল নবপল্লবং মরকতচ্ছদং ব্রজমৌক্তিক প্রকর কোরকং কমলরাগ নানা ফলং। স্থবিষ্ঠ মখিলর্ত্তুভিঃ সতত সেবিতং কামদং তদন্তরপি কল্পকাজ্রিপ মুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥ ইতি

তার তলে শ্রীরত্ন মন্দির সুশোভন । তার মধ্যে রত্নবেদী রত্ন সিংহাসন ।। যোগ পীঠ বলি সেই স্থানের আখ্যান । তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নাম ।। তার অষ্টদিগে অষ্ট কুঞ্জ শোভা করে । তার বাহে কত শত কুঞ্জ থরে থরে ।।

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ।

শ্রীগোবিন্দ স্থলাখ্যং তটমিদ মমলং কৃষ্ণ সংযোগপীঠং বৃন্দারণ্যোত্ত মাঙ্গং ক্রমশতমণ্ডিতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠ স্থলাভং । কুঞ্জশ্রেণী দলাঢ্যং মণিময় গৃহ সৎ কর্ণিকং স্বর্ণ রম্ভা শ্রেণী কিঞ্জল্ক মেষাদশ শতদল রাজিবতুল্যং দদর্শেতি ।।

কুঞ্জগণ মধ্যে কল্পবৃক্ষ বিরাজয় । কল্পলতা বেষ্টিত সে অত্যাশ্চর্য্যময় ।। শ্রুতি ঋতু বসু কোণ কুট্টিমা বিরাজে । নানাবিধ মণি চিত্র চারিদিগে সাজে ।। কোন যে মণ্ডল উচ্চ হয়ে গলা সম । হৃদয় সমান কোন মণ্ডল শোভন ।। কোন যে মণ্ডল উচ্চ উদর সমান । নাভি সম উচ্চ কোন মণ্ডপ সুঠান ।। শ্রোণি সম উচ্চ কাহো উরু জানু সম । সোপান সহিতে বেদী শোভা অনুপম ।।

তথাহি । শ্রুতি ঋতু বসুকোণৈ মণ্ডলাঙ্গৈশ্চ কৈশ্চিদ্বিবিধ মণি বিচিত্রৈ র্দিক্ষু সোপানযুক্তৈঃ । গলহৃদুদরনাভি শ্রোণী জান্বুরুদঘ্নৈ র্বলিত ললিত মূলা কুট্টিমৈঃ সালবালৈঃ ।। ইতি

বৃক্ষমূলে ঐছে মণি কুট্টিমা বিরাজে । নানাবিধ আলবাল চারি দিগে সাজে ।। নীলরত্ন মণি বদ্ধ কুট্টিমা যে হয় । চন্দ্রমণি আলবাল তাহাতে শোভয় ।। কোন যে কুট্টিমা চন্দ্রমণি বদ্ধ হয় । নীলরত্ন আলবাল শোভা অতিশয় ।।

তথাহি । নীলরত্ন মণিবদ্ধ কুট্টিমাঃ কেচিদিন্দু মণি জালবালকাঃ । নীলরত্ন মণি জালবালকাঃ কোপিচন্দ্র মণিবদ্ধ কুট্টিমা ।। ইতি

মরকত ভূমে হেম মণি বৃক্ষ হয় । মরকত মণিলতা তাহাতে শোভয় ।। মরকত মণি বৃক্ষ অরুণ ধরাতে । স্বর্ণমণি লতা বেড়ি উঠিয়াছে তাতে ।। মরকত ভূমে বৃক্ষ পদ্মরাগ মণি । চন্দ্রকান্ত মণিলতা তাহাতে সাজনি ।। স্ফটিক মণির বৃক্ষ সুবর্ণ ভূমিতে । পদ্মরাগ মণিলতা বেষ্টিত তাহাতে ।। স্বর্ণ ভূমে চন্দ্রকান্ত মণি বৃক্ষ হয় মরকত মণিলতা শোভা অতিশয় ।। এইমত আর বৃক্ষলতা যে কুট্টিমা । অন্যোন্যা বিপরীত আশ্চর্য্য সুসমা ।। বৃক্ষশাখাগণ সব প্রফুল্লিত হয় । কল্পলতা বেষ্টিত আশ্চর্য্য শোভাময় ।।

তথাহি । বৃক্ষাহৈমা মণিময়ৈঃ কাঞ্চনৈ রৈন্দ্রনীলাঃ বৈদূর্য্যাভাঃ স্ফটিক মণিজৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ । গৌকান্তাঙ্গোমরকতময়ৈ স্তৈশ্চ তেহন্যে তথান্যৈ দীব্যন্ত্যস্মিন্ ব্রততি বলয়ৈঃ শ্লিষ্টশাখাঃ প্রফুল্লাঃ । হরি মণি ভুবিহৈমাসদমাবিদ্রুমাশ্চ স্ফটিক মণি ধরায়াং শাক্র লীলাশ্চ যস্মিন্ মরকত মণি ধাত্র্যাং পদ্মরাগাবিভান্তি ।। ইতি

অখিল বাঞ্ছিত দাতা কল্প বৃক্ষগণে। অনেক সম্পুটাকার ফল বিলক্ষণে॥ কৃষ্ণচন্দ্র আর কৃষ্ণ রমণীরচয়। যোগ্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ রসময়॥

তথাহি। তেষাং ফলান্যখিল বাঞ্ছিত দাতৃ্যগানাং দীব্যন্তি যত্র পৃথু সম্পুট সন্নিভানি। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ রমণীচয় যোগ্যবস্ত্রালঙ্কারঃ গন্ধপট বাস যুতানি যত্র॥ ইতি

কল্প বৃক্ষগণে কল্প লতা যে বিরাজে। স্বভাবত মাল্যাকৃতি পুষ্পগণ সাজে॥ কুষ্মাণ্ড তুম্বীর সম ফল বহু ধরে। কৃষ্ণলীলোচিত বস্তু তাহার ভিতরে॥

তথাহি। স্বভাব মাল্যাকৃতি পুষ্পভাজাং ফলানি তাসাংকল্পলতানাং। কুষ্মাণ্ডতুম্বী সদৃশানি যত্র শ্রীকৃষ্ণ লীলোচিত বস্তুভাঞ্জি॥ ইতি

মণি বিরচিত বহু চিত্র ভূমি হয়। নানাবিধ সামগ্রী অন্বিত শোভাময়॥ আশ্চর্য্য উল্লোচ ভূষা চন্দ্রাতপ গণে। কুসুম রচিত শয্যা হয়ে কোন খানে॥ সমধু চষক তাম্বূলাম্বু গন্ধ পাত্র। ব্যজন মুকুর সিন্দূরাঞ্জন বিচিত্র॥

তথাহি। কুসুম রচিত শয্যোল্লোচ ভূষোপ ধানৈঃ সুমধু চষক তাম্বূলাম্বু গন্ধাদি পাত্রৈঃ। ব্যজন মুকুর সিন্দূরাঞ্জনামত্রকৈশ্চান্বিত মণি বিচিত্রা ভূর্মায়ো ভূমি চিত্রা॥ ইতি

বৃক্ষগণ তলে মণিবেদী যেই হয়। রত্ন বিনির্ম্মিত ভিত্তি চৌদিগে শোভয়॥ বৃক্ষ শাখাগণ কল্পলতা পুষ্প ভরে। চারিদিগে পড়িয়াছে তাহার উপরে॥ অত্যন্ত নিবীড় দলে ফল আচ্ছাদিত। মণিময় গৃহ তুল্য কুঞ্জ বিরাজিত॥

তথাহি। কুসুমিত বহু বল্লি মণ্ডলৈ ভিত্তিকল্পৈ উপরি চ পটলাভৈঃ শ্লিষ্ট শাখা সমূহৈঃ। নিবীড় দল ফলানাং ছাদিতাঃ পাদপানাং মণিময় গৃহতুল্যা যত্র কুঞ্জাবিভান্তি॥ ইতি

যাঁহা অতি চিত্রাম্বর পুষ্প বিরাজিতা। হিন্দোলিকা নানাবিধ মণি সুচিত্রিতা॥ কল্পবৃক্ষ শাখা বদ্ধ শুক্লাম্বর সাজে। রাধাকৃষ্ণ দোহাঁকার বিলাসের কাজে॥

তথাহি। যত্রাতি চিত্রাম্বর পুষ্প চিত্রিতাঃ শাখাসু সৎ কল্প পলাশিনাং সিতাঃ। দীব্যন্তি নানা মণিভিঃ সুচিত্রিতা হিন্দোলিকা শ্রীহরি রাধিকা প্রিয়া॥ ইতি

পারাবত কপোত কোকিল গণ যত। কাপিঞ্জল হরীত টিট্টিভা কতকত॥ ময়ূর চকোর চাতকাদি বহুতর। চাষপক্ষ লাবাবলি বার্ত্তক বিস্তর॥ শুকশারি তথি আর চাটকাদি পক্ষিগণ। পাত্রায়ুধ কালিঙ্ক তিত্তির বিলক্ষণ॥ তাম্রাবলি ব্যাঘ্রাট কৌক্কুট পক্ষ যত। গণনা না হয় এক জাতি কত শত॥ কেহ কুঞ্জে বিলসই কেহ করে ধ্বনি। হরয়ে শ্রবণ নেত্র যাঁহা দেখি শুনি॥

তথাহি। কপোত পারাবত কোকিলানাং হারীতকাপিঞ্জল টিট্টিভানাং। ময়ূর চকোরক কোকিলানাং চাষালি লাবাবলি বার্ত্তকানাং।

যচ্ছোক শারীতভি চাটকানাং কালিজশাখানুধ তৈত্তিরাণাং। ব্যাঘ্রাটি
ভাবাবলি কৌকুটীনাং স্বনৈ বিলাসৈ শ্রুতি নেত্রহারি॥ ইতি

যোগপীঠ বেড়ি ঐছে কুঞ্জগণ হয়। তার বাহ্যান্তরে কত চিত্র স্থলময়॥ স্থিরচর কৃষ্ণসার আদি মনোহর। নানাবিধ বৃক্ষ স্থলপদ্ম বহুতর॥ তার বাহে চারি দিগে কদলির বন। নানাবিধ ফলযুক্ত স্নিগ্ধ মনোরম॥ বহুবিধ বৃক্ষগণ আছে তার পরে। নানান বিচিত্র শোভাময় ফল ধরে॥ তার মধ্যে বহুবিধ পুষ্প বাটি হয়। পৃথক পৃথক জাতি ভেদ শোভাময়॥ তারপর নানাবিধ ফল বৃক্ষগণ। ফল ভরে নামিয়াছে শাখা বিলক্ষণ॥ তার মধ্যে বনদেবী সদা নিবসয়। তাঁর সঙ্গে শত শত কুঞ্জ বালী হয়॥ সেবা উপকরণ সামগ্রী রাখিবারে। চতুর্দ্দিগে বেড়ি গৃহ আছে থরে থরে॥ তার বাহে গুবাকের বৃক্ষগণ হয়। করলভ্য হরীৎ পীতারুণ ফলময়॥ তার মধ্যে নারিকেল বৃক্ষগণ আছে। নানাবিধ ফল পূর্ণ হয় সব গাছে॥ চম্পক অশোক নীপ আম্র আদি করি। পুন্নাগ বকুল কুঞ্জ হয়ে তটোপরি॥ প্রফুল্লিত বাসন্তি বঞ্জুল লতা ভরে। বৃক্ষশাখা নম্র হয়ে যমুনার তীরে॥ শ্রীরত্ন মন্দির হৈতে যমুনার ঘাট। চারিদিগে চারি ঘাট দেখিতে সুঠাট॥ দুই পার্শ্বে বকুলের বৃক্ষ দুই শারি। মণি বিরচিত পথ শোভা মনোহরী॥

তথাহি। স্বপার্শ্বয়োঃ শ্রীবকুলাবলিভ্যাং সংচ্ছাদিতানাত্র চিতানি রত্নৈঃ।
আমন্দিরাদ্যমুন তীর্থ গানি চত্বারি বর্ত্মানি বিভান্তি দিক্ষু॥ ইতি

এইমত [illegible]য় কুঞ্জ শোভা বিলক্ষণ। আগে কহি যোগপীঠ স্থান নিরূপণ॥

তথাহি। যস্মৈশান্যাংদিশিমণিতটং ব্রহ্মকুণ্ডং যদান্তে তস্মৈ শান্যাং শিব
ইহ সদা সোঽস্তি গোপীশ্বরাখ্যঃ। তস্মৈ দীব্যাং তট ভুবিতরুঃ সো-
ঽস্তি বংশীবটাখ্য স্তিষ্ঠন্ যস্তাভ্রময়তি রমণীঃ কুট্টিমে যস্ত কৃষ্ণঃ॥ ইতি

অন্য স্থানে অন্য বনে নানা লীলা হয়। কাঁহা বাল্যভাব কাঁহা পৌগণ্ডাদিময়॥ কৈশোর বিগ্রহ কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে। যোগপীঠ মধ্যে রহি করে বিলসনে॥ সর্ব্ব রস মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েত শৃঙ্গার। সেই রসে মগ্ন সদা ব্রজেন্দ্র কুমার॥ রাধিকাদি সঙ্গে করি আনন্দিত মনে। পরম নির্য্যাস রস করে আস্বাদনে॥

তথাহি বরাহ সংহিতায়াং।
অন্যারণ্যেষু কৃষ্ণস্য বাল্য পৌগণ্ড যৌবনং। বৃন্দাবন বিহারেষু নিত্য
কৈশোর বিগ্রহং॥ ইতি

রাধিকা সহিতে স্বর্ণ সিংহাসনোপরি। পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্য ভূষাম্বরধারী॥ [illegible] সুন্দর স্নিগ্ধ মুরলী বদন। গোপীকার নেত্রোৎসব ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি তত্রৈব।
রাধয়া সহ কৃষ্ণস্য স্বর্ণ সিংহাসনেস্থিতং। পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্যং দিব্য
ভূষাম্বর স্রজং। ত্রিভঙ্গমঞ্জু সুস্নিগ্ধং গোপীলোচন তারকং॥ ইত্যাদি

যোগপীঠোপরি দুহুঁ সঙ্গে সখীগণ। সঙ্কেপে কহিব কিছু সে রূপ বর্ণন ॥ যথা রাগঃ। প্রবাল নব পল্লব, মরকত পত্র সব, মণি মুক্তা প্রকর কোরক। পদ্মরাগ নানা ফল, কল্পতরু ঝলমল, সর্ব্ব বাঞ্ছা সম্পূর্ণ কারক ॥ অতি উচ্চ সু বিস্তার, সৌরভ্য মাধুর্য্য যার, বিরাজয়ে বৃন্দাবন মাঝে। তার তলে স্বর্ণস্থলী, সূর্য্যময় ঝলমলী, শ্রীরত্ন মন্দির তহিঁ সাজে ॥ পদ্মরাগ আদি মণি, কুট্টিমা রচিত ভূমি, পুষ্পরেণু পুঞ্জেতে উজ্বলা। ক্ষুধা তৃষ্ণা আর শোক, মহা জ্বর মৃত্যু রোগ, এছয় তরঙ্গ দূরে গেলা ॥ অষ্ট পত্রকমল, সমান অরুণ স্থল, অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ সাজে। তার মাঝে মহোত্তমে, যোগপীঠ অনুপমে, সুখময় গোবিন্দ বিরাজে কিবা সেই রূপের মাধুরী। শ্রীরাধিকা বামভাগে, সেবা করে অনুরাগে, অতিশয় চমৎকারকারী ॥ ধ্রু ॥ কিবা ইন্দ্র নীলমণি, দলিত অঞ্জন গণি, কিবা নব মেঘ পুঞ্জ কাঁতি। কিবা নব কুবলয়, উপমা কিছুই নয়, মদনমোহন রূপ ভাঁতি ॥ শ্যামল কুঞ্চিত ঘন, কেশজাল সুচিক্কণ, সংস্কার করিয়া উভছন্দে। শিখি পুচ্ছ তদুপর, শোভা অতি মনোহর, বিচিত্র করিয়া চূড়া বান্ধে ॥ পারিজাত পুষ্পে করি, চূড়ার চৌদিগে ফিরি, উত্তংশ রচনা করি দিল। মত্ত মধুকর গণ, সে মধু লুবধ মন, চারিদিগে ভ্রমিতে লাগিল ॥ ললাটে অলকাগণ, অতিশয় সুশোভন, গোরোচনা তিলক রচন। স্মরযন্ত্র নাম তার, অতিশয় চমৎকার, ব্রজবধূগণ বি-মোহন ॥ চঞ্চল ভ্রূযুগ লতা, সে অতি আশ্চর্য্য মতা, যাহা হেরি মদন মুরছে। নবীন নীল উৎপল, শ্রবণে ভূষণ কৈল, মরকত কুণ্ডল সঙ্গে নাচে ॥ সম্পূর্ণ শারদ চাদ, সমান যে মুখছাঁদ, ভকত চকোর মনোহরে। কমল পত্রের সম, বিস্তার সে দ্বিনয়ন, দরশনে কেবা প্রাণ ধরে ॥ নানা মণি বিরচিত, অতিশয় চমৎকৃত, শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দোলে। মকর আকার তারি, কিরণ সুসমা সার, দরপণ সম গণ্ড স্থলে ॥ উন্নত নাসিকা হয়, মনোহর শোভাময়, এগজ মুকুতা বিভূষিতা। সেই যে মাধুর্য্য সীমা, ত্রিজগতে অনুপমা, মনমথ মন বিমোহিতা ॥ সিন্দূর সুন্দর তর, জিনি বিম্ব অধর, মন্দ হাস দশন কিরণ। চন্দ্র কুন্দ মন্দার, সুসমা উজ্বল সার, দীপ্তি করে সব দিগগণ ॥ বন্য প্রবাল কুসুম, বিরচিত অনুপম, গ্রৈবেয়ক কণ্ঠ আভরণ। তাতে অতি দীপ্তমান, মনোহর কণ্ঠস্থান, ত্রিরেখা অঙ্কিত সশোভন ॥ সন্তানক পুষ্পদাম, অতি যে সুসমা ধাম, অলঙ্কৃত স্কন্ধদেশে যার। সৌ-রভে আকুল মন, মত্ত মধুকরগণ, ভ্রমণ করয়ে অনিবার ॥ হৃদয়ে মুকুতাহার, তারাবলি নাম আর, প্রদীপ্ত কৌস্তুভ দ্যুতি সার। আকাশ ভুমেতে জনু, তারা গণ সহ ভানু, এই যে রূপক অলঙ্কার ॥ আর যে শ্রীবৎস নাম, চিহ্ন সুলক্ষিত ধাম, বিশাল হৃদয় মাঝে সাজে ॥ দুই অংশ উচ্চতর, শোভা অতি মনোহর, আজানুলম্বিত ভুজরাজে ॥ আরঞ্জুর যে উদর, নীম্নোন্নত মনোহর, নাভি অতি গভীর বিখ্যাতা। সুশোভন রোমপাঁতি, ভূঙ্গাঙ্গনা গণ ভাঁতি, কি কহিব অতি য

রম্যতা ।। পরিধান পীতবাস, নিতম্বে বিদ্যুৎ ভাস, স্বর্ণডোর উদর বন্ধনে । দিব্য অঙ্গ রাগগণ, সব অঙ্গে বিভূষণ, সে মাধুর্য্য কে করু বর্ণনে ।। নানা মণি প্রঘটন বলয়া কঙ্কণগণ, ভুজে মণি মুদ্রিকা অঙ্গুলে । রত্ন গ্রৈবেয়ক কণ্ঠে, বসন নিতম্ব তটে; নূপুর শ্রীচরণ যুগলে ।। উরুযুগ মনোহর, সুবলিত জঙ্ঘোপর, কমনীয় উন্নত প্রপদ । কূর্ম্মকান্তি নিন্দা করি, দুই অতি দ্যুতিধারী, সুমধুর সুসমা সম্পদ মণিময় দরপণ, সম পদ নখগণ, রত্নাঙ্গুলী দল পরকাশে । সে দুই চরণপদ্ম; মধুর মাধুর্য্য সদ্ম; ভকত মধুপ করে আশে ।। মৎস্যাঙ্কুশ চক্র শঙ্খ, ধ্বজ বজ্র পদ্ম অঙ্ক, বজ্র আদি সুলক্ষণ যত । অরুণ করাঙ্ঘ্রি তলে, চিহ্নিত এই সকলে, সুশোভন পরম অদ্ভুত ।। সকল সৌন্দর্য্য সার, বিনির্ম্মিত রূপ যার, উপমা নাহিক ত্রিভুবনে । কন্দর্পের দেহ কাঁতি, তিরস্কার করি ভাঁতি, ত্রিভঙ্গিমা নবীন মদনে ।। মুখাম্বুজে বেণু ধরি; অঙ্গুলি চঞ্চল করি; উপজায়্যা দিব্য স্বর তান । ষড়জ মধ্যম গান্ধার, ঋষভ ধৈবত আর, নিষাদ পঞ্চম করু গান ।। স্থির চর প্রাণিগণে, সদা করে আকর্ষণে, সর্ব্ব ধর্ম্ম করে বিপর্য্যয় । দৃঢ় করে নদীজলে; পাষাণ গলিয়া চলে বিপরীত চরিত আশয় ।। আর কত কত মত, রহস্য পরমাদ্ভুত, যাহার দর্শনে উপজায় । বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, সকল আনন্দ কন্দ, সুখসিন্ধু পরিমিত নয় ।।

পুনর্যথা রাগঃ । কি কহিব ও রূপ মাধুরী । শ্রীরাধিকা বাম ভাগে, সেবা করে অনুরাগে, নিজ সম সখী সঙ্গে করি ।। ধ্রু ।। নব গোরোচনা গোরী, নীল পট্ট মনোহারী, অভ্যান্তরে রক্তবাস পরে । মণি স্তবক বিদ্যোতি, বেণী অতি চমৎকৃতি, ব্যালাঙ্গনা ফণার সোঁসর ।। ও মুখ মণ্ডল ছটা; সকল উপমা ঘটা; জিনিয়া সৌন্দর্য্য পরকাশে । নবীনেন্দু নিন্দি ভালে, চঞ্চল অলকাজালে; কস্তুরী তিলক চিত্র ভাসে ।। কামের কামান জিনি, বঙ্কিমাভ্রু ধনু জানি, মদনমোহন জয় কাজে । তিলফুল সম নাসা, সুমাধুর্য্য পরকাশা, আগে গজমুক্তিকা বিরাজে ।। কজ্জলে উজ্জ্বল ভাঁতি, মধুর চঞ্চল গতি, চকোরী সুন্দর বিলোচনা । অধরে বন্ধুক নিন্দু, চিবুকে কস্তুরী বিন্দু, কুন্দশ্রেণী সুন্দর দশনা ।। রত্নযুত স্বর্ণ পদ্ম, কর্ণিক মাধুর্য্য সদ্ম, [illegible] যে করিল কর্ণিকা । রত্ন গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলা, অঙ্গদ কঙ্কণ কলা দীপ্তি করি ভুজ মৃণালিকা ।। বলারি রত্ন বলয়, ঝলমল অতিশয়, তার কলা লম্বিক লাবিকা । বিচিত্র রত্ন অঙ্গুরী, দীপ্তি করাঙ্গুলী করি; করাম্বুজ সুসমা অধিকা ।। হৃদয় উপরে যার, মনোহর মহাহার, বিলসিত সুকুচ কুড্মলা । ঊর্দ্ধ গতি রোম আলি; সুসমা ভুজগ কালী; রত্ন দ্যুতি সংযুত তরলা ।। সঙ্কিত হইয়া ধাতা, [illegible] ত্রিবলি লতা, ক্ষীণতর ভঙ্গুর মধ্যমা । মণি সার সমাধার; বিস্তার নিতম্ব [illegible], কে কহিব সে মাধুর্য্য সীমা ।। হেমরম্ভা মদারম্ভ, তাহারে যে করে স্তম্ভ, উরুযুগ সুন্দর আকৃতি । পীত রত্নের সম্পুট, অলিত সুন্দর ছোট, জিনিয়া অপূর্ব্ব জানুদ্যুতি ।। সরসীরাজনি রাজ্য, অপূর্ব্ব মাধুরী আর্য্য, চরণে মঞ্জীর

তাল বাজে। রাকেন্দু কোটি সৌন্দর্য্য; জিনিয়া উজ্বল ধুর্য্য, পদনখ দ্যুতি অতি রাজে॥ প্রেমভরে স্তম্ভপ্রায়, স্বেদবিন্দু সব গায়, গদ্গদ বচন অতিশয়। রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য হয়, আনন্দাশ্রুধারা বয়; ক্ষণে কম্প ক্ষণে যে প্রলয়॥ স্মরণে সঙ্গমে আর, প্রিয় আলোকনে যার, সকল সাত্ত্বিক সদা হয়ে। অনুক্ষণ প্রেমভরে, ধৈরজ ধরিতে নারে, মোদন মাদন ভাবময়ে॥ মুকুন্দের সব অঙ্গে; মধুর মাধুর্য্য রঙ্গে; অপাঙ্গ ধরিল বিচলিতা। গোবিন্দ অপাঙ্গ দ্বারে, যাহার মাধুর্য্য হেরে, অনঙ্গ উরমি তরঙ্গিতা॥ অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী করি, তাম্বূল বিটিকা ধরি, প্রিয়মুখাম্বুজে সমর্পয়। কর্পূর খপুরযুক্তা, পর্ণ চূর্ন সমন্বিতা, সুখে কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয়॥ এইমত সখীগণ, নানা চিত্র বিভুষণ, বস্ত্র অলঙ্কার বিভূষিতা। ব্যজন চামর আদি, সেবা করে নিরবধি, সকলে রাধিকা অনুগতা॥ কৃষ্ণ তাসভার সঙ্গে, নানা রস লীলা রঙ্গে, বিহরয়ে যোগপীঠ স্থানে। বৃন্দাবন মধ্যস্থলে; সেই কল্পতরু মূলে, অতি শোভা পরম নির্জ্জনে॥ সকল শাস্ত্রেতে কহে, প্রপঞ্চ গোচর নহে; কৃষ্ণধাম লীলা পরিবার। বিশেষত বৃন্দাবনে, যোগপীঠ গুহ্যতমে, রাধাকৃষ্ণ লীলা চমৎকার॥ শ্রীগুরু চরণ হৈতে, অতি সুনির্ম্মল চিত্তে, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তনে। গোপীকার ভাব লৈয়া, যে ভজয়ে লোভি হৈয়া, প্রেমে গর গর অনুক্ষণে। তবে ভাব সিদ্ধ হয়ে, গোপীদেহ প্রেমোদয়ে, বৃন্দাবন যোগপীঠ স্থানে। রাধাকৃষ্ণ দরশন, সেবানন্দে নিমগন, এনন্দকিশোর দাস গানে॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগপীঠ বর্ণনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রূপ লীলা বর্ণনং নাম চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণ মমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো র্মত মতং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

এইত কহিল বৃন্দাবন বিবরণ। এবে রাসস্থলী কথা শুন শ্রোতাগণ॥ যোগপীঠ সন্নিধানে মহা রাসস্থান। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার আখ্যান॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। দুর্ঘট ঘটনা যোগমায়া দাসী যার॥ কৈশোর বয়সে বৈসে নন্দীশ্বর পুরে। পরম কৌতুক রসে সদত বিহরে॥ যে রস নির্য্যাস আস্বাদিতে অবতার। আস্বাদন করে সেই লীলারস সার॥ ছয় বৎসর হৈতে অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত। প্রেয়সী সহিতে লীলা বিলাস অনন্ত॥ পূর্ব্ব রাগ আদি নানা রস আস্বাদিল। নিত্য প্রিয়াগণ সহ বিলাসাদি হৈল॥ নবীন কৈশোর বয়ঃ অপূর্ব্ব শোভনে। গোপীকার প্রেমে কৃষ্ণে কৈল আকর্ষণে॥ শ্রুতি মুনি দেবকন্যা ত্রিবিধ প্রকার। বর পায়্যাছিল পূর্ব্ব কন্যাগণ আর॥ তাসভার মনোবাঞ্ছা

সম্পূর্ণ কারণে। শরৎ রজনী দেখি হৈলা উদ্দীপনে ।। কাত্যায়নী ব্রতপরা কুমারিকা গণে। সঙ্কল্প করিল যাতে বিহার কারণে ।। সেইত রজনী সব প্রতিদিনে দিনে। দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত হয় মনে মনে ।। শরৎ ঋতুর শেষে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে। অতি মনোহর বৃন্দাবন শোভা হয়ে ।। মল্লিকা মালতী যূথী কুন্দ মনোহর। নবঙ্গ গুলাপ চন্দ্রমল্লিকা বিস্তর ।। সেঙতি কেশর সোনা করবি রঙ্গন। প্রফুল্লিত হইয়াছে নানা পুষ্পগণ ।। অগুরু কুঙ্কুম গন্ধোৎপত্তি অতিশয়। মধুকরগণ মধুপানে মত্ত হয় ।। মন্দ মন্দ পবন সকল বৃন্দাবনে। পুষ্প গন্ধে আমোদিত কৈল সর্ব্বজনে ।। কৃষ্ণচন্দ্র সায়ংকালে ভোজন আচরি। চন্দ্রশালা পুষ্পশয্যা গেলা ত্বরা করি ।। চন্দ্রের কিরণ অতি উজ্বলিত হয়। পুষ্প গন্ধ লৈয়া মন্দ পবন বহয় দেখি সর্ব্ব আকর্ষক নবীন মদন। নিজ মদে মত্ত হৈলা বিলাসেচ্ছু মন ।।

তথাহি। ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ। বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ ।।

সেই কালে উডুরাজ উদয় গগণে। মিলিয়াছে পূর্ব্ব দিশা নায়িকার সনে ।। প্রোষিত নায়ক যেন নায়িকা সহিতে। বহু দিন পরে দেখা অনুরাগ চিত্তে ।। মাজয়ে বদন সে আপন করে করি। চুম্বন করয়ে সুখে মুখে মুখ ধরি ।। কান্তের মিলনে সে নায়িকা সুখোদয়। দুঃখ দুরে যায় সুখে উজ্বলতা হয় ।। তৈছে উডুরাজ নিজারুণ করে ধরি। প্রাচীদিশা কান্তা মুখ উজ্বল আচরি ।। সম্মুখে দিশার মুখ চুম্বন করয়ে। অনুরাগ ক্রমে অতি উজ্জ্বলতা হয়ে ।।

তথাহি। তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈ র্মুখং প্রাচ্যাবিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ। সচর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াইব দীর্ঘদর্শন ।।

কমুদ্বন্ত অখণ্ড মণ্ডল দরশনে। স্বভাব বিশেষ কৃষ্ণ চিত্তে উদ্দীপনে ।। নূতন কুঙ্কুম সম অরুণ বরুণ। পরম প্রেয়সী মুখ হইল স্মরণ ।। পীতাম্বর ধারী নানা চিত্র বিভুষণে। বেণু হাতে ভুরিতে আইলা বৃন্দাবনে ।। পূর্ণ চন্দ্র কিরণে উজ্বল সব বন। বৃক্ষ কুঞ্জলতা পুষ্প অতি সুশোভন ।। সম্পূর্ণ ষোড়শ কলা চন্দ্রের মণ্ডল। কিরণে শ্রীবৃন্দাবন করে ঝলমল ।। কাল দেশ দেখি হৈল অন্তরে উল্লাস। ব্রজবধূগণ সহ করিব বিলাস ।। এত চিন্তি সুমোহন মুরলী বদনে। ধরি মনোহর করি করিলেন গানে ।। অতি সুমধুর তর চিত্ত আকর্ষণে। তত্রাপি অস্ফুট প্রিয়াগণের আখ্যানে ।। রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা মঙ্গলা। নাম ধরি আহ্বানয়ে সব ব্রজবালা ।। আদিরস মাত্র যাতে হয় উদ্দীপন। সেইত মধ্যম গান করে আলাপন ।।

তথা স্বরভেদে।

মধ্যমাদির্মগৃহাস্তোমধ্যম গ্রাম রাগজঃ। অয়ং সায়ন্তগাতব্যঃ শৃঙ্গারে ঋধ বর্জ্জিত ।। ইতি

পূর্ব্বে সর্ব্ব মনোহর গান আলাপনে। করিবেন সর্ব্ব গোপীগণের মোহনে॥ এবে দেশ কাল পাত্র রস উদ্দীপনে। বামদৃশা মনোহর কল করে গানে॥ কুটিল নয়নে যারা কৃষ্ণরূপ হেরে। সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ তাসভার চিত্ত হরে॥ প্রথম অক্ষর ত্রয় একত্র মিলনে। মনো অধিষ্ঠাতা চন্দ্র করে আহরণে॥ তদাকার লুর একত্র সম্মিলনে। বেণুনাদ যুত হয়ে কৃষ্ণের ক্ষমানে॥

যথাক্রমদীপিকায়াং।

কলাত্তু নাদোলবকাঙ্কু মূর্ত্তিঃ কলকণদ্বেণু নিনাদরম্যাং॥ ইত্যাদিষু॥

কামবীজ স্বরূপ আপনে মূর্ত্তিমান। বামদৃশা সম্বন্ধি সে কল করে গান॥

তথাহি। দৃষ্ট্বাকুমুদ্বন্ত মখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।
বনঞ্চ তৎ কোমল গোভিরঞ্জিতং জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরং॥

কৃষ্ণবেণু উদ্গাত মধুর কল যেই। তদ্বিষয় অনঙ্গ বর্দ্ধন হয়ে সেই॥ যদি পূর্ব্বে সেই কল ছিল বর্ত্তমান। অনঙ্গ বর্দ্ধন এবে হৈল মূর্ত্তিমান॥ পূর্ব্ব সেই শব্দ কাম বীজরূপে ছিল। গানামৃত সেকে এবে পল্লবিত হৈল॥ ঐছে কৃষ্ণ পূর্ব্ব সর্ব্ব মনোহর ছিলা। পল্লবিত গানে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষিলা॥ অনঙ্গ বর্দ্ধন গান করিয়া শ্রবণ। নবীন মদন চিত্তে হৈলা উদ্দীপন॥ অতএব ব্রজ নব যুবতীর গণ। অন্যোঽন্যে অলক্ষিতা হৈয়া সর্ব্বজন॥ যেখানে করয়ে কান্ত কামবীজ গান। চঞ্চল কুণ্ডলা শীঘ্র তাঁহা চলি যান॥

তথাহি। নিশম্যগীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমা সযত্র কান্তো যবলোলকুণ্ডলাঃ॥

সামান্যত কহিল সভার আগমন। বিশেষে কহিব সে গমন বিলক্ষণ॥ পরম মোহন সেই গানের শ্রবণে। নিজদেহ দৈহিকাদি ক্রিয়া নাহি মনে॥ আত্ম কর্ম্ম লোকধর্ম্ম আদি ত্যাগ করি। প্রেমাকৃষ্ট হৈয়া চলে ভজিতে সে হরি॥ কতো যে গোপিকা গাভী দোহাইতে ছিলা। তেমতি রহিল ত্যাগ করি চলি গেলা॥ আর কতজন যে দোহন দুগ্ধ লৈয়া। গৃহে যাইতে ছিলা তৈছে গেলেন তেজিয়া বিলম্ব না সহে সমুৎসুকা অনুরাগে। নিজ জাতি কর্ম্ম ঐছে কৈল পরিত্যাগে॥ কত যে গোপিকা দুগ্ধ করে আবর্ত্তন। কেহ যে সংষাব পক্ক কৈল বিলক্ষণ॥ তৈছে পক্ক দুগ্ধ আর চুলাতে রাখিয়া। অপরা কতক জনা গেলেন চলিয়া॥

তথাহি। দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ। পয়োঽধি শ্রিত্যসংযাব মনুদ্বাস্যা পরায়যুঃ॥

আর কতজনা বন্ধু ভর্ত্তা পুত্রগণে। ভোজ্য পেয় সামগ্রী করয়ে পরশনে॥ কেহ২ ভগিন্যাদি পুত্র কোলে করি। গাভীদুগ্ধ পিয়াইতে ছিলা স্নেহে ভরি॥ তৈছে পরশন দুগ্ধ পোষ্য শিশুগণ। পরিত্যাগ করি তারা করিলা গমন॥ স্নানাদি কারণে উষ্ণোদক আদি দিয়া। সুশ্রূষা করিতেছিলা পতি আগে রয়া॥

ঐছে পতিসেবা নিজধর্ম্ম তেয়াগিয়া। কৃষ্ণ সন্নিকটে যায় প্রেমাকৃষ্টা হৈয়া॥ ভোজন করিতে ছিলা কত গোপীজন। তৈছে ত্যাগ করি প্রেমে করিলা গমন॥

তথাহি। পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃশিশূন্ পয়ঃ। শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্যভোজনং॥ ইতি

কত যে গোপিকা অতি উৎকণ্ঠিতা চিতে। তত্তজন সাধন যে আপন অঙ্গেতে করিতে আছিলা গন্ধদ্রব্য আলেপন। অঙ্গরাগ নানা বিধ চিত্রবিরচন॥ এদেহ দর্শনে হৈবে কৃষ্ণ সন্তোষণ। এই হেতু করে উদ্বর্ত্তন আলেপন॥ মনোহর বেণু নাদ শুনি হেনকালে। উদ্বর্ত্তন ত্যাগ করি শীঘ্রগতি চলে॥ কত ব্রজবধূ করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন। সেইক্ষণে তেজি প্রেমে করিলা গমন॥ কেহ এক নয়নে অঞ্জন লৈতে ছিলা॥ শ্রবণে কুণ্ডল এক কেহ চলি গেলা॥ দৈহিক দেহাদি ক্রিয়াস্ত্যাগ প্রকরণে। কি কহিব তাসভার প্রেম বিলক্ষণে॥ কেহ অতি প্রেমে দেহ বিস্মৃতি হইলা। বস্ত্র আভরণ স্থান বৃত্তয় ধরিলা॥ পরিধেয় বস্ত্র গায়ে উত্তরীয় পরে। চরণে কঙ্কণ ভুজে ধরয়ে মঞ্জীরে॥ এইত বিভ্রম নাম ভাব অলঙ্কার। রসগ্রন্থে আছে সব লক্ষণ বিচার॥

যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ।

বল্লভঃ প্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ। বিভ্রমো হার মাল্যাদি ভূষাস্থান বিপর্য্যয়ঃ॥ ইতি

তাসভার কৃষ্ণ সন্দর্শনে প্রেম যত। নিজ অঙ্গ ভূষাদি অপেক্ষা নাহি তত॥ প্রেমাকৃষ্ট হৈয়া ঐছে কৃষ্ণ স্থানে যায়। পশ্চাৎ সে কান্ত যথাস্থানেতে পরায়॥ এই মতে সভে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগকরি। অতিশয় প্রেমে চলে কৃষ্ণ বরাবরি॥

তথাহি। লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে। ব্যত্যস্তবস্ত্রা ভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

কুলবধূগণের দুস্ত্যজ লজ্জা হয়। প্রেমাকৃষ্টা হৈয়া লজ্জা সে ভাব তেজয়॥ অত এব লজ্জা তেয়াগিয়া গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ আহুত আত্মা করয়ে গমন॥ কারু২ পতি ঐছে গমন দেখিয়া। বারণ করয়ে অতিশয় যত্ন পায়্যা॥ কার পিতা কার মাতা কারু বন্ধু জন। বারণ করয়ে কেহ না শুনে বর্জ্জন॥ কৃষ্ণপ্রেম বিমোহিতা হয়ে সর্ব্বজন। সামান্য বিবেক চিত্তে নহে উদ্দীপন॥ যোগমায়া উপাশ্রিত কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে। অতএব তিহঁ লীলা সমাধা করয়ে॥ গোপগণ আগে তৈছে মূর্ত্তি দংশায়ে। তাসভার গমন মানয়ে ভ্রমপ্রায়ে॥ নিজ নিজ গৃহে তৈছে দেখে সর্ব্ব জনে। যথাযোগ্য ব্যবহার করে আচরণে॥

উক্তঞ্চ। না সূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্ব স্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ব্রজৌকসঃ॥ ইতি

যদি কহ আগে পতিসঙ্গ আদি ছিলা। সেহ নহে যোগমায়া প্রতারণা কৈলা॥

যথা। মায়া কলিত তাদৃক্ স্ত্রী শীললেনানুসূয়িভিঃ। ন জাতু ব্রজ দেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥ ইতি

গোবিন্দ হরিল আত্মা যাহা সভাকার। তাসভারে বারণ করিতে শক্তি কার॥

তথাহি। তাবার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ইতি

পত্যাদি বিঘ্নেতে যদি নিবারিতা হয়। তৎক্ষণে দশমী প্রায় দশাকে লভয়॥ এইমত গোপীকার ভাব বিশেষণ। দৃষ্টান্ত কহিতে করি অবস্থা বর্ণন॥ অন্তর্গৃহ গতা আদি তিন শ্লোকে করি। সবিশেষ রূপে তাহা কহিয়ে বিস্তারি॥ প্রথমত কহিয়ে যে শব্দার্থ ব্যাখ্যানে। সামান্যতঃ যে অর্থ প্রকাশে সর্ব্বজনে॥ পশ্চাতে কহিব অন্তরার্থ বিবরণ। যাহা শুনি আনন্দিত শ্রোতা ভক্তগণ॥ কত যে গোপীকা নিজ গৃহ মধ্যে ছিলা। মনোহর বেণু শুনি উন্মত্তা হইলা॥ দেখি সন্নিকটে পতি আদি যে আছিল। দ্বার রুদ্ধ কৈল তারা যাইতে না পাইল॥ নিজ চিত্ত আকর্ষক হয়েন যে কৃষ্ণ। যার দরশন হেতু সকলে সতৃষ্ণ॥ তাঁর যে সৌন্দর্য্য বেশ মনোহর গুণ। মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করে সর্ব্বজন॥

তথাহি। অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ॥ ইতি

প্রেষ্ঠের বিচ্ছেদ অতি দুঃসহ যে হয়। তাতে যে হইল তীব্র তাপ অতিশয়॥ তাতে ধুত হৈয়া গেল অমঙ্গল গণ। ধ্যানে পাইলেন যে অচ্যুত আলিঙ্গন॥ তাহাতে যে অতিশয় আনন্দ হইল। যাহাতে মঙ্গল সব ক্ষীণ হৈয়া গেল॥ সেই ক্ষণে প্রক্ষীণ বন্ধনা মতে হৈলা। গুণময় দেহ যে সকলে ত্যাগ কৈলা॥ সেই যে আত্মার আত্মা হয়েন যে হরি। তাঁহারে পাইলা উপপতি বুদ্ধি করি॥

তথাহি। দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপ ধুতা শুভাঃ। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃতাক্ষীণ মঙ্গলাঃ। তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

এইত কহিল বাহ্যশব্দার্থ বর্ণন। এবে অন্তরার্থ কিছু করিব কথন॥ প্রথমত সেই তিন শ্লোকার্থ প্রকাশে। গোপীকার গণ ভেদ কহিব আভাসে॥ নিত্যসিদ্ধাগণ যে সাধন সিদ্ধা আর। দেবীগণ হয় এই ত্রিবিধ প্রকার॥

তথা। তা স্ত্রিধাসাধনপরা দেব্যো নিত্য প্রিয়াস্তথা॥ ইত্যাদি

পাদ্মোত্তর খণ্ড মতে চতুর্ব্বিধ হয়। শ্রুতি মুনি দেবকন্যা গোপকন্যা কয়॥ অতএব গোপীগণ অপ্রাকৃত হয়। প্রাকৃত মানুষী কেহ নহে সুনিশ্চয়॥

যথা। গোপ্যস্তু শ্রুতয়োজ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চন॥ ইতি

আগে কহি নিত্যসিদ্ধা যত গোপকন্যা। কৃষ্ণ সম সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধী গুণ ধন্যা॥

তথাহি। রাধা চন্দ্রাবলীত্যাদ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে। কৃষ্ণ বন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া॥ ইতি

শ্রীরাধাদি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি হয়। আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসের আশ্রয়॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতি ভাবিতাভিস্তাভির্য্য এব নিজ রূপ তয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

তত্রৈব। চিন্তামণিঃ প্রকর সদ্ম সুকল্পবৃক্ষ লক্ষ্যাবৃতেষু সুরভিরভি পালয়ন্তং। লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

তত্রৈব। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষ॥ ইত্যাদি

দশাক্ষর আর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে। কৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্যা কহে সব তন্ত্রে॥

পাদ্মে চ। নিত্যাং মে মথুরা বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা। যমুনাং গোপ কন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্॥ ইতি

নিত্য প্রিয়াগণে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা হয়। কৃষ্ণের স্বরূপা ঋক্ পরিশিষ্টে কয়॥

তথাহি। রাধায়া মাধবোদেবো মাধবে নৈব রাধিকা। বিভ্রাজতে জনেষ্বিতি। স্কান্দে চ। রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল নিত্যপ্রিয়া বিবরণ। এবে কহি সাধনসিদ্ধার প্রকরণ॥ প্রথমে কহিব শ্রুতিচরী বিবরণ। গোপী অনুগতি যৈছে করিলা ভজন॥ অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শিনী শ্রুতি যে সকল। গোপীগণের সৌভাগ্য সে পরম প্রবল॥ যাহার সমান বড় কিছু নাহি আর। অনুভব করি চিত্তে পাইল চমৎকার॥ গোপী অনুগতি লৈয়া ভজন করিলা। প্রেমযুক্তা হৈয়া ব্রজে জনম লভিলা॥

তথাহি। সমস্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ। গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্য মসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ। তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে॥ ইতি

তাসভার প্রেমরস ভাব বিবরণ। ভাগবতে শ্রুত্যধ্যায়ে আছে নিরূপণ॥

তথাহি। স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্ত ধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সম দৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥ ইতি

সবিশেষ আছে বৃহদ্বামন পুরাণে। প্রসঙ্গে কহিল তাহা মঙ্গলাচরণে॥

তথাহি। কন্দর্প কোটি লাবণ্য ত্বয়িদৃষ্টে ইত্যাদি॥ যথাব্রহ্মলোক বাসিন্য ইত্যাদি॥ শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং। দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব ইত্যাদি॥ ইতি

শ্রুতিগণ ঐছে কৃষ্ণ ভজন করিলা। গোপী অনুগতি রূপে জনম লভিলা॥ দেবীগণ ঐছে কৃষ্ণ সুখের লাগিয়া। ব্রজে জন্ম লভিলেন গোপীদেহ পায়্যা॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ ॥ ইতি

দেব মধ্যে কৃষ্ণ অংশ উপেন্দ্রাদি নাম। প্রকটে সকল অংশে কৃষ্ণের বিশ্রাম ॥ তেমতি নিত্যপ্রিয়া অংশে দেবীগণ। প্রাণসখী হৈয়া ব্রজে লভিল জনম ॥

তথাহি। দেবস্বাংশেনজাতস্ত কৃষ্ণস্তদ্বিবিস্তৃষ্টয়ে। নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তুজাতা দেবযোনয়ঃ ॥ তত্রদেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ। তা অংশিনী নামে বাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে ॥ ইতি

শ্রুতিগণ দেবীগণের এই বিবরণ। এখনে কহিব যত ঋষিচরীগণ ॥

তথাহি। গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্ট সিদ্ধয়ঃ। চিরাত্তুদ্বুদ্ধ রতয়ো রাম সৌন্দর্য্য বীক্ষয়া ॥মুনয়ঃ স্বনিজাভীষ্ট সিদ্ধি সম্পাদনে রতাঃ। লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যোজাতাঃ পাদ্মে ইতীরিতঃ ॥ ইতি

দণ্ডক অরণ্যবাসী মহাঋষিগণে। গোপালোপাসক পূর্ব্ব ছিলা সর্ব্বজনে ॥ রঘুনাথ যবে আইলা সেইত কাননে। তবে তাঁর সৌন্দর্য্য করিয়া দরশনে ॥ সকলের চিত্তে কৈল কাম উদ্দীপন। লজ্জাহেতু সাক্ষাতে না কৈল নিবেদন ॥ কল্প বৃক্ষ প্রায় বরদাতা রঘুনাথ। তাঁরকৃপা হৈতে সভে হইল কৃতার্থ ॥ ভাবজানি সর্ব্বচিত্তে প্রেরণ করিল। গোবিন্দের সৌন্দর্য্য অন্তরে স্ফূর্ত্তি হৈল ॥ অপ্রাপ্ত অভীষ্ট হৈয়া সকলে ইচ্ছিলা। তবে নিজাভীষ্ট সম্পাদনে রতা হৈলা ॥ রঘুনাথ দেখিয়া যে ভাব উপজিল। সেইভাবে গোপালেরে সকলে ভজিল ॥ তবে যোগ মায়া কৃষ্ণ লীলাকাল জানি। গোপগৃহে গোপীগর্ভে জন্মাইল আনি ॥ গর্ভাধান কালে ব্রজ বাহ্যদেশে ছিলা। প্রসব সময়ে নন্দ গোকুলে আইলা ॥ এই মতে স্ত্রী দেহকে পায়া সে সকলে। গোপকন্যা হৈয়া জন্ম লভিলা গোকুলে ॥ তারপর জারবুদ্ধ্যে পরমানুরাগে। যে রূপে পাইল কৃষ্ণ কহিল সে আগে ॥ ভবার্ণব হৈতে মুক্ত হৈল মুনিগণ। বিশেষিয়া কহিব সে সব বিবরণ ॥ এসব সিদ্ধান্ত পাদ্মোত্তর খণ্ডে হয়। ইহার প্রমাণ শুন কহি শ্লোকদ্বয় ॥

তথাহি। পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বারামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ স্ববিগ্রহং। তেসর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তাভবার্ণবাৎ ॥ ইতি

শ্রুতিচরী কন্যাগণ আর দেবীগণ। সাধনপরাতে শ্রেষ্ঠা হয়ে নিরূপণ ॥ অতি উৎকণ্ঠাতে নিত্য প্রিয়ানুগা হৈয়া। ভজন করিল অন্য আসক্ত তেজিয়া ॥ নিত্য প্রিয়াগণ যৈছে কৈল অভিসার। তদনুগা রূপেতে প্রয়াণ তাসভার ॥ মুনি চরীগণ ভাব সিদ্ধা হৈয়াছিলা। সম্যক্ প্রকারে দেহ সিদ্ধা না হইলা ॥ অন্যদেশে গর্ভাধান ব্রজে জন্ম হৈল। এইত কারণে দেহ সিদ্ধা না কহিল ॥ তেকারণে তারা

অন্তঃপুরে গৃহমাঝে । নিযুক্ত আছিলা সকলেই গৃহকাজে ।। মনোহর বেণু কল করিয়া শ্রবণ । তাসভার চিত্তে হৈল কাম উদ্দীপন ।। অতএব কৃষ্ণ সহ বিলা সেচ্ছামনে । চঞ্চলা হইয়া চাহে করিতে গমনে ।। তাহাদেখি পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ । তাসভার গৃহদ্বার কৈল নিরোধন ।। কিন্তু নিত্য প্রিয়াগণ সঙ্গে যার২ । বয়ঃসন্ধি কালে হৈল পূর্ব্ব রাগ আর ।। কৃষ্ণসঙ্গ স্ফূর্ত্তে চিত্ত নির্ম্মল হইল । কৃষ্ণসুখ হেতু প্রীতি হৃদয়ে জন্মিল ।। যোগমায়া সহায় হইলা তাসভার । কৃষ্ণের নিকটে তারা কৈল অভিসার ।। নিত্যসিদ্ধা সঙ্গ ভাগ্য যারা না লভিল । তাসভার স্বভাব কষায় নাহি গেল ।। তেকারণে যোগমায়া সহায় নহিলা । সেই মুনিকন্যাগণ যাইতে না পারিলা ।। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক হয়েন যে কৃষ্ণ । তাহার দর্শন লাগি সকলে সতৃষ্ণ ।। যাইতে না পায়্যা অতি দুঃখিতা হইলা । তদ্গত মানসে ধ্যান করিতে লাগিলা ।। মুদ্রিত লোচনা অঙ্গে নাহিক স্পন্দন । আগেতে কহিব সেই ধ্যান বিবরণ ।। মরণদশাতে যেন অন্য লোকগণ । প্রেমাস্পদ প্রিয়জনের করয়ে স্মরণ ।। তেমতি সে দশাপন্না হৈয়া সর্ব্বজন । বিয়োগ দুঃখেতে করে কৃষ্ণের স্মরণ ।। বৃন্দাবন কলানিধি হাহা প্রাণ বন্ধো । বারেক দর্শন দেহ হে করুণসিন্ধো ।। তুয়া মুখচন্দ্র কি না পাইব দশন । এই মত এক চিত্তে করয়ে ভাবন ।।

তথাহি । অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ । কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ ।। ইতি

অত্যুৎকণ্ঠা ধ্যানে ভাব দেহসিদ্ধা হৈলা । সেইক্ষণে কৃষ্ণসহ সংযোগ লভিলা ।। বিশেষিয়া কহি সে সাধন বিলক্ষণ । বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ যে রসের কারণ ।। যাহা হৈতে নিত্যপ্রিয়া সম দেহ ভাব । লভিলেন শুন সেই সাধন প্রভাব ।। যাইতে না পায়্যা সেই প্রিয় দরশনে । অতি তীব্রোৎকণ্ঠা তাপ দুঃসহ যে মনে ।। বিপ্রলম্ভ নাম সেই ভাবের গণন । তাহাতে কল্পিত অন্য অমঙ্গল গণ ।। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অতিশয় তীব্র যত । বাতবাগ্নি মহাকালকূট বিশেষত ।। তারাসব সেই তীব্রতাপ নিরখিয়া । কম্পিতা হইল নিজ স্বভাব তেজিয়া ।। ধ্যানে প্রাপ্ত হৈল যেই অচ্যুত আশ্লেষ । শ্রীকৃষ্ণ বিষয় চিত্তের আনন্দ বিশেষ ।। সম্ভোগাখ্য ভাব যে মঙ্গল উপজিল । তাতে অন্য মঙ্গল সকল ক্ষীণ হৈল ।। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে যে সব সুখ হয় । বৈশেষিক ব্রহ্মানন্দ ঐশ্বর্য্যাদিময় ।। কৃষ্ণ আলিঙ্গন সুখ দেখি গোপীকার । আপনাকে ক্ষীণবুদ্ধি হৈল তাসভার ।। দুঃসহ ও তীব্র এ দুই শব্দ করি । দুঃখের যে পরাকাষ্ঠা কহিল বিচারি ।। অচ্যুত শব্দেতে আর নিবৃত্তি আখ্যানে । সুখের যে সীমা তেহে করিল বর্ণনে ।। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগে যে দুঃখ সুখোদয় । নিত্যাপ্রিয়াগণে সদা সেই ভাব হয় ।।

তথাহি শিববাক্যং।

লোকাতীত মজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং। নৈবাভাস তুলাংশিবে তদপি তদপি তৎ কূটদ্বয়ং রাধিকা প্রেমোদ্যৎ সুখ দুঃখ বিন্দু ভরয়ো র্বিন্দেত বিন্দোরপি॥ ইতি

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সুখ দুঃখ তারা জানে। সেই ভাব ব্যক্ত হয়ে তদনুগা গণে॥

তথাহি। পীড়াভি র্নবকালকূট কটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো নিস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ। প্রেমাসুন্দরী নন্দনন্দনপরো-জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরাস্তে নৈব বিক্রান্তয়॥

সেই দুই দশা যবে সাধকের হয়। তবে সেই ভাব দেহ সিদ্ধ সুনিশ্চয়॥ ভাগ্য বশে সেই দুই দশার যে ফল। এবে মুনিকন্যাগণ লভিলা সকল॥ অশুভ কম্পিতা শুভ ক্ষীণতা হইল। অতএব জারবুদ্ধ্যে কৃষ্ণসঙ্গ পাইল॥

তথাহি বাসনাভাষ্য ধৃত মার্কণ্ডেয় বচনং।

তদানী মেবতাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলং। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকা॥ ইতি

পূর্ব্ব উক্ত শুভাশুভ কর্ম্ম যেই হয়। পাপ পুণ্য পর্য্যায় তাহার শাস্ত্রে কয়॥ যে দশাতে লোভ ছিল কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তি। তাহাতে অশুভ কহি তদ্বিরহ স্ফূর্ত্তি॥ পুনঃ সে দশাতে কৃষ্ণসঙ্গ স্ফূর্ত্তি হয়। সে শুভ জনিকা দশা মঙ্গল নিশ্চয়॥ কর্ম্ম বন্ধ জন্ম বৈষ্ণবের নাহি হয়। তাহার প্রমাণ পাদ্মোত্তরখণ্ডে কয়॥

তথাহি। ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥ ইতি

তবে যে দেখিয়ে সে প্রারব্ধ ভোগ প্রায়। বাস্তব না হয়ে সেই কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ প্রেম বিবর্দ্ধনে। পশ্চাৎ মিলয়ে গাঢ় প্রেমোৎকণ্ঠা মনে॥

তথাহি। গুরুপুত্র মিহানিত ইত্যাদি বৎ॥

অতি তীব্রোৎকণ্ঠা মনে স্মরণ করিল। সেইক্ষণে আসি কৃষ্ণ সভা আলিঙ্গিল॥ নিজ গৃহ মধ্যে সেই মুনিকন্যাগণ। পাইল যে নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ আলিঙ্গন॥

তথাহি। দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপ ধুতাশুভাঃ। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ॥ ইতি॥

পরম স্বরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশ আশ্রয়। অতএব পরমাত্মা করি শাস্ত্রে কয়॥ সর্ব্ব অন্তর্যামী কৃষ্ণ সকলের গতি। স্বভাবত যদ্যপি হয়েন সর্ব্ব পতি॥ ব্রজবধূগণ তাহা কভু নাহি জানে। উপপতি জ্ঞানে তারা মিলে কৃষ্ণ সনে॥ প্রেমে করে লোক ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন। বিলাসাদি ক্রিয়া কৃষ্ণ সুখের কারণ॥

তথাহি। রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণা স্বীকৃতায়াস্তু পরকীয়া ভবন্তিতা॥ ইতি

আপনে সে কৃষ্ণ সর্ব্ব ধর্ম্মময় হৈয়া। তাসভারে ভজে বেদ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘিয়া॥
তথাহি। রাগেনোল্লঙ্ঘয়ন ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ ইতি
কামচেষ্টা সাম্য হেতু তারে কহি কাম। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যে সে ধরে প্রেম নাম
তথাহি তন্ত্রে।
প্রেমৈব গোপবামাণাং কামইত্যগমৎ প্রথেতি॥
তথা। যত্তেসুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষ্বিত্যাক্তে॥
গোপীকার প্রেম অতি সুদুর্ল্লভ হয়ে। তাসভার পদরেণু উদ্ধব বাঞ্ছয়ে॥
তথাহি। আশামহো চরণরেণু যুষামহং স্যামিত্যাদি॥ ইতি
হেন যে পরম পুরুষার্থ প্রেম পাইলা। এবে কহি আনুসঙ্গে যে ফল লভিলা॥
পত্যাদি মমতা চিত্তে যার যেবা ছিল। গুণময় সেই দেহ স্বভাব তেজিল॥
যাতে সদ্য প্রক্ষীণ বন্ধনা সভে হৈলা। আনন্দ চিন্ময় রূপ দেহকে লভিলা॥
তবে সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গিনী হইলা। ক্রমে প্রেম আস্বাদন রাসাদিক লীলা॥
সে দিবসে দ্বার রুদ্ধ রাস না পাইলা। নিজ নিজ গৃহে কৃষ্ণ আলিঙ্গিতা হৈলা॥
শ্রী ভগবদুক্তৌ।
আলব্ধ বাসাঃ কল্যাণ্যোমাপুমদ্বীর্য্য চিন্তয়েতি। তাউচুরুদ্ধবং প্রীতা স্তং সন্দেশাগত স্মৃতিবিতি চ॥
অন্তরার্থ এইমত করিল কথন। শুনি আনন্দিত যে রসিক শ্রোতাগণ॥
তথাহি। তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

কৃষ্ণলীলা তত্ত্ববেত্তা শুকদেব বক্তা। তেমতি বিদগ্ধ রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা। সভা মধ্যে নানাবিধ লোক সব হয়। কাহার যোগ্যতা বাক্য প্রয়োগ করয়॥ অতএব পরীক্ষিত রাজা মহাশয। সর্ব্ব ভাবে সকলের চিত্ত যে জানয়॥ আপনে সে কৃষ্ণলীলা রস তত্ত্ব জানে। তথাপি দ্বিবিধ লোকের সন্দেহ কারণে॥ অন্তর্মুখ সন্দিগ্ধের সংশয় চ্ছেদনে। সন্দেহ বিশেষ কিছু কৈল জিজ্ঞাসনে॥ বহির্ম্মুখ সন্দিগ্ধের রস সঙ্গোপনে। ব্রহ্মজ্ঞান বাদময় সন্দেহ বিধানে॥ জিজ্ঞাসিব শুন হে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনে। সন্দেহ জন্মিল চিত্তে তোমার বচনে॥ জারবুদ্ধ্যে গুণময় দেহ ত্যাগ করি। ব্রজবধূগণ পাইল পরমাত্মা হরি॥ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই নির্গুণ প্রকাশে। তৈছে পরমাত্মা প্রতিবিম্বরূপ ভাসে॥ তার উপাসক যে প্রাকৃত গুণময়। গুণ দেহ বুদ্ধি ত্যাগ তাসভার হয়॥ মনোহর পরম আশ্চর্য্য গুণ গণে। যা সভার চিত্ত কৃষ্ণ কৈল আকর্ষণে॥ তারা সভে কৃষ্ণগুণে আকর্ষিত হৈয়া কান্তভাবে ভজে অতি লোভ প্রকাশিয়া॥ গৃহ মাঝে বিপ্রলম্ভ ভাবগত মনে। অপ্রাকৃত গুণ বুদ্ধি তেজিল কেমনে॥ গুণময় বুদ্ধি গুণ দেহ ত্যাগ বিনে। পর-

যাত্মা পায় কৈছে উপপতি জ্ঞানে॥ এছুই না বুঝি চিত্তে জন্মিল সংশয়। কৃপা করি সিদ্ধান্ত কহিবে মহাশয়॥

তথাহি। কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্ত নতু ব্রহ্ম তয়ামুনে। গুণ প্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥ ইতি

রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি বহির্মুখ প্রতারণা হেতু ভঙ্গি জানি॥ ছলে বহির্মুখগণে করিয়া ভৎর্সন। কহয়ে ঈষৎ ক্রোধে অব্যক্তবচন॥ যেমত প্রকারে রাজা জিজ্ঞাসা করিলা। সেই মতে মহামুনি কহিতে লাগিলা॥ শুনহে রাজন এই সিদ্ধান্ত বচন। নানাবিধ ভাবে কৃষ্ণ পাইল নানা জন॥ বৈরিভাবে শিশুপাল কৃষ্ণ দ্বেষ করি। নিন্দা সন্তর্জ্জন ধ্যান সতত আচরি॥ নিজাভীষ্ট পার্ষদতা গতি যে লভিল। একথা সপ্তমস্কন্ধে তোমারে কহিল॥

তথাহি। বৈরাণুবন্ধ তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত সাত্মতাং। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুঃ কৃষ্ণপার্ষদৌ॥ ইতি

কৃষ্ণপ্রতি বিষয় আশ্রয় যারা হয়। তারা যে পাইল কৃষ্ণ ইথে কি সংশয়॥

তথাহি। উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ইতি

গুণময় দেহ ত্যাগ কহিয়াছে যেই। প্রাকৃত যে সুখ দুঃখ স্বভাবাদি সেই॥ অপ্রাকৃত গুণময় কৃষ্ণেরভজনে। সেই দেহে অপ্রাকৃত হয়ে ভক্তজনে॥ ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে অনেক প্রমাণ। নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব আর হনুমান॥ মানস সেবনে বিপ্র পাইল সেই দেহে। অনেক প্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যে কহে॥

তথাহি। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরে বাঙ্মনসা গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥ ইতি

অভীষ্ট সাধক ভাবময় ভগবান। নিজ কৃপাশক্ত্যে পূর্ণ করে সর্ব্বকাম॥ নৃমাত্রের সকল সাধন ফল হেতু। নিজ লীলানন্দ প্রকটয়ে ধর্ম্মসেতু॥ নানাবিধ ভক্তে নিত্য বিবিধ প্রকাশে। আপনাকে দেন ভক্তে অভয়তা ভাষে॥ তার হেতু শুন তিহঁ পরিচ্ছিন্ন নয়। অপ্রমেয় নির্গুণ সে মায়াতীত হয়॥ যদি কহ মায়া গুণাতীত কৈছে হয়। গুণাত্মা সে মায়াগুণ প্রবর্ত্ত করয়॥

তথাহি। নৃণাং নিশ্রেয় সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ইতি

নিজ কারুণ্যাদি গুণ সব জানাইতে। প্রকট হয়েন কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছাতে॥ সেই কালে যে যে ভক্ত ভজয়ে তাঁহারে। ভাব অনুরূপ কৃপা করে তা সভারে॥

তথাহি শ্রীভগবৎ গীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহ মিত্যাদি॥ ভাবানুরূপং সর্ব্বত্র প্রার্থ ব্যবহরাম্যহ মিতি চ॥

কেহ কান্তভাবে কামভাব তাতে করে। কেহ দ্বেষভাবে ক্রোধ করয়ে তাঁহারে কেহ তাঁরে শক্রভাব করি ভয় করে। কেহ মিত্রভাবে অতি স্নেহভাব ধরে ।। কেহ ঐক্য ভাবে নিজদেহাদি সম্বন্ধে। কেহ সৌহৃদতা করে প্রীতি অনুবন্ধে ।। স্বভাবানুরূপ কৃষ্ণ সঙ্গ স্ফূর্ত্তিময়ে। সর্ব্বদা সে সবজন কৃতার্থতা হয়ে ।।

তথাহি। কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তিতন্ময়তাং হিতে ।। ইতি

ভগবান সদা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হয়। স্বভক্ত জনের ইচ্ছামাত্রে প্রকটয় ।। ব্রহ্মা শিব আদি যোগেশ্বরের ঈশ্বর। পরিপূর্ণ আবির্ভাব কৃষ্ণ সর্ব্বোপর ।। হেন তত্ত্ব না জানয়ে বহির্ম্মুখ গণে। সন্দেহ করয়ে চিত্তে একথা শ্রবণে ।। গর্ত্তহৈতে কৃষ্ণের মহিমা তুমি জান। তোমারে উচিত নহে এসংশয় জ্ঞান ।।

তথাহি। নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ।। ইতি

অতি রসময় রাসলীলার তরঙ্গে। অনুচিত অন্তরায় কথা এপ্রসঙ্গে ।। সকলের এক চিত্ত করিবার তরে। আপনে যে কথা প্রশ্ন করিলা আমারে ।। আমিহ তোমার অনুরোধে সে কথার। সিদ্ধান্ত কহিল সর্ব্বজন সমাধার ।। এবে শুন রাসলীলা ব্রজবধূ সঙ্গে। কৃষ্ণসহ মিলন যে রসের তরঙ্গে ।। সব শ্রোতাগণ শুন সাবধান হৈয়া ।। কহিব রহস্যকথা সঙ্ক্ষেপ করিয়া ।। শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশে। এনন্দকিশোর রাসলীলা রস ভাষে ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে রাসস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং শ্রীকৃষ্ণাভিসরণ নামৈকচত্বারিংশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং ।।

দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় সর্ব্ব রসময় ব্রজেন্দ্রকুমার। জয় ব্রজবধূ আকর্ষক বেণু তার ।। জয় বেণু আকর্ষিতা সব কৃষ্ণপ্রিয়া। দুর্ঘট ঘটনাকার্য্যা জয় যোগমায়া ।। জয় রাসলীলারস কৃষ্ণের বিহার। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সর্ব্ব সার ।। সকলে আমার চিত্তে করহ প্রকাশ। বর্ণনা করিয়ে যেন মাধুর্য্য বিলাস ।। এইমতে সকলে করিল অভিসার। কৃষ্ণদরশনে অতি আনন্দ বিথার ।। ব্রজমধ্যে সভার থাকিতে যুক্ত হয়। বন আগমন যোগ্য নহে সুনিশ্চয় ।। তথাপিহ লজ্জা আদি দূরে তেয়াগিয়া। অত্যন্ত নিকটে সভে মিলিল আসিয়া ।। বেণুগীত আকৃষ্টা যে পরম বিহ্বলা। কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়া সে সব ব্রজবালা ।। শাব্দিক আর্থিক নানা বচন বিলাসে। কহিতে লাগিলা তার শুনহ বিশেষে ।। স্মিতযুক্ত শ্রীমুখ লোচন ভ্রূচালনে। সুদলিত বর্ণন্যাস সুগম বিধানে ।। সুন্দর বচন সব করে উচ্চারণ।

শাব্দিক সে সব অর্থে রস উদ্দীপন।। শাব্দিক উপেক্ষা ভঙ্গিময় বাক্যে করি। তাসভার বিবেক হরয়ে সেই হরি।। আর্থিক বচন যেই বাস্তবার্থ হয়। শ্রবণ করায়্যা সর্ব্ব চিত্ত হরি লয়।। শাব্দিক-উপেক্ষা ময় উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনে। যুগলার্থ সন্ধান সে কৌতুক কারণে।। আর্থিকে বিশেষ ভাব করে উদ্দীপনে। নিজৌৎস্থক্য মাত্র হেতু প্রার্থনা বচনে।। নিখিল বাক্য বৈদগ্ধী বিজ্ঞ শিরোমণি। নানা নর্ম্ম বিশেষার্থ কহেন আপনি।।

তথাহি। তাদৃষ্টান্তিক মায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ। অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠোবাচঃ পেশৈর্ব্বিমোহয়ন্।। ইতি

ব্রজলোক মাত্র সব কৃষ্ণপ্রিয় হয়। তাতে ব্রজবধূ প্রিয়তমা অতিশয়।। তাসভার প্রেমরসে বশীভূতা হৈয়া। সদাচাররূপে তাসভারে সম্বোধিয়া।। জিজ্ঞাসয়ে শুন মহাভাগ্যবতীগণ। আনন্দে আইলে সভে এই বৃন্দাবন।। তোসভার প্রিয় কি করিব আচরণ। নিশ্চয় করিয়া কহ সেইত কারণ।। ব্রজমধ্যে সকল মঙ্গল কি বা হয়। কিবা উপদ্রব হৈল অঙ্গনা বিষয়।। এখানে আসিয়া কেনে মৌন করি রহ। নিজ গমনের হেতু কেনে বা না কহ।। কিবা অমঙ্গল শুনাইতে যুক্ত নয়। তেকারণে নাহি কহ না বুঝি নিশ্চয়।। এইমত কৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া। উত্তর না দেই রহে লজ্জাযুতা হৈয়া।। এইত শাব্দিক অর্থ করিল কথন। আর্থিক যে অন্তরার্থ করহ শ্রবণ।। কৃষ্ণকহে আইস মহাভাগ্যবতীগণ। তোসভার ভাগ্য সীমা কে করু বর্নন।। এতাদৃশী জ্যোৎস্নাবতী শরতের নিশা। যাহাতে উজ্বল বৃন্দাবন দশদিশা।। তাহাতে এদৃশ সভে নবীন যৌবনা। তাতে অনুকূল দেখ আমা হেন জনা।। ভাগ্য প্রশংসিয়া ইষ্ট প্রশ্নের কারণ। সোপান অন্তর কৃষ্ণ করে জিজ্ঞাসন।। সকলেই আনন্দে করিলা আগমন। তো সভার প্রিয় কি করিব আচরণ।। ব্রজের মঙ্গলবার্ত্তা কহত সত্বরে। কিরূপে সকলে আসি মিলিলা আমারে।। অতএব কহ যেই তো সভা হৃদয়ে। সেই প্রিয়কার্য্য মোর প্রার্থনীয় হয়ে।। একথা শুনিয়া সভে আনন্দ অন্তর। প্রকাশ করিয়া কেহ না দিল উত্তর।।

তথাহি। স্বাগতং বোমহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবানিবঃ। ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রূতাগমন কারণং।। ইতি

শব্দার্থ তত্ত্বার্থে বিচক্ষণা গোপীগণ। বুঝি কৃষ্ণ পুনঃ কহে চাতুরী বচন।। কুলবধূগণের যে এই রজনীতে। গমন উচিত নহে বহির্বনাদিতে।। যদি কহ দোষ নাহি অনেক গমনে। তথাপিহ রাত্রে নহে প্রবেশ কাননে।। পুনঃযদি কহ রাত্রি ব্রজে কি না হয়। সেহ সত্য কিন্তু তাঁহা ঘোররূপা নয়।। বৃক্ষলতা ব্যাপ্ত হেতু অন্ধকার ময়। ঘোরসত্ব ব্যাঘ্রাদিক নিষেবিতা হয়।। যদি কহ তবে কেনে তুমি থাক বনে। তবে যে কহিয়ে শুন সুমধ্যমা গণে।। স্ত্রী সব সদৃশী পুরুষ অল্প তেজি নয়। অতএব পুরুষের নাহিকিছু ভয়।। ক্ষীণমধ্যা গুণবতী তোমা সভাকার

বনে অবস্থিতি শঙ্কা জন্ময়ে আমার ।। যদি কহ রসিকশেখর বৃন্দাবনে। বিহার করহ নানা রস উদ্দীপনে।। আমরাহ তৈছে আইনু পুষ্প আহরণে। তাহাতে তোমার শঙ্কা উপজায় কেনে।। তবে শুন এই যে রজনী দিন নয়। তেকারণে মোর চিত্তে শঙ্কা উপজয়।। যদি কহ কিবা ভয়হে রাত্রি বিলাসি। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে মোরা ভয় নাহি বাসী।। তবে শুন যদ্যপি প্রসন্ন সব দিশা। তথাপিহ এই বনে ঘোরতর নিশা।। যদিকহ ভয় কিবা তুমি আছ এথা। তাহার উত্তর শুন কহিয়ে একথা।। তোমরা অনেক আমি একা এই বনে। কি রূপে হইবে সর্ব্ব প্রিয় আচরণে।। অতএব ব্রজে যায়্যা স্বপতি ভজন। সকলেই কর তবে পাইবে রক্ষণ।। পুনঃ যদি কহ মোরে হে ভীরু প্রবর। ঘোর সত্ত্ব হৈতে মোসভার নাহি ডর।। তবে শুন ক্ষীণমধ্যা অবলা যত হয়। বলিষ্ঠ সকল হৈতে তাসভার ভয়।। এইমত গোপীকার স্বভাব ব্যঞ্জনে। নর্ম্ম ভঙ্গি কথাকহে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনে।। বাহ্য অর্থে এই মত বাক্য যে কহয়। অন্তরার্থ ব্রজে যাইতে নিষেধ করয়।। পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাবতী এইত রজনী। সকল জনের চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধিনী।। ঘোররূপা হয়ে বৃক্ষ লতাবৃত হৈতে। অতএব কেহ ইহাঁ নারিবে আসিতে।। অথবা অঘোর রূপা দিবস সমান। ভ্রমর কোকিল বনে বনে করে গান।। বৃন্দাবন স্বভাবে যে ঘোর সত্ত্বগণ। গো মৃগ মনুষ্য কারো না করে হিংসন।। যস্মাৎ অঘোর সত্ত্ব সেবিতা রজনী। তস্মাৎ না যাহ ব্রজে সভে ইহাজানি।। তুমি সব সুমধ্যমা পরম সুন্দরী। এথায়ে থাকিতে যুক্ত দেখহ বিচারি।। প্রার্থনার্থে এইমত বচন যে কয়। উপেক্ষার্থে হেতু চিত্তে নিশ্চয় নাহয়।।

তথাহি। রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্ব নিষেবিতাঃ। প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমা।। ইতি

পুনরপি উপেক্ষার্থ ভঙ্গি উঠাইয়া। কহিতে লাগিলা তাসভারে শুনাইয়া।। যদি কহ হে পুরুষসিংহ অতিশয়। বলবন্ত তুমি তুয়া নিকটে কি ভয়।। তবে শুন মাতা পিতা পত্যাদি স্বজন। তো সভারে অন্বেষিয়া করয়ে ভ্রমণ।। তার মধ্যে যদি কদাচিত এক জন। আমার নিকটে করে তো সভা দর্শন।। তবে উভয়ে তো হইবেক লজ্জা ভয়। তেকারণে এখানে থাকিতে যুক্ত নয়।। অথবা যদ্যপি কহ মহামন্ত্রাভিজ্ঞ। সুদুর্গম বন আগমনে তারা অজ্ঞ।। যদি কেহ আইসে তভু দেখিতে না পাইবে। তবে শুন তারা শঙ্কা ভয়যুতা হবে।। সাধবোদীন বৎসল ইত্যাদি কন্যায়ে। স্নেহে সভা নিযুক্ত করিতে যুক্ত হয়ে। অতএব সবে ব্রজে করহ গমন। তোমা সভা দেখি সুস্থ হউ বন্ধুগণ।। পুনঃযদি কহ মোরে শুনহ সুব্রত। তোমার নিকটে মোসভার শঙ্কাকুত।। এত মনে করি কৃষ্ণ নেত্র মুদি .. ক। মোরপাশে তোসভার স্থিতি যোগ্য নহে।। বাল্যকাল হৈতে আমি ব্রহ্মচর্য্য ধরি। স্ত্রীসঙ্গ উচিত নহে করিতে না পারি।। বালিকা সকা কিবা বৃদ্ধা

সহবাস। কদাদিত হয়ে তাতে ধর্ম্ম নহে নাশ।। নবীনযৌবনা তুমি সব সুমধ্যমা। অতএব যুক্ত নহে সভে করক্ষমা।। যদি কহ হে কপট পটু মোসভার। তুয়া সঙ্গ ব্রজে হইয়াছে কতবার।। তবে কহ প্রদোষ সময়ে বৃন্দাবনে। হেনরূপে কবে বাস হৈয়াছিল বনে।। অতএব বৃন্দাবনে এহেন প্রদোষে। হইবেক মহাদোষ একত্র নিবাসে।। অ মার দুষ্কীর্ত্তি লোকে করিবেক গান। তোমরা সকলে ব্রজে করহ পয়ান।। যদি কহ কুপ্রতিষ্ঠা কেহ না জানিবে। ভয় না করিহ তুয়া দুষ্কীর্ত্তি নহিবে।। তবে শুন মাতা পিতা আদি তো সভার। এখানে আসিয়া দেখিবে সাক্ষাৎকার।। ব্রজবাসীগণ সব মোরবন্ধু হয়। আমার দুষ্কৃত্যে তাসভার যেই ভয় হইতে না পায় তাহা সকলেই কয়। ব্রজমাঝে যাহ সভে মোর বোলধর।। বস্তুত সে তাসভার বন্ধু বর্গ হৈতে। ভয় জন্মাইয়া কৃষ্ণ উপেক্ষা ভঙ্গিতে।। বংশী বাদ্যস্থান হৈতে গুপ্তবৃন্দাবনে। লইবার তরে কহে এতেক বচনে।। অন্তরার্থে কহে শুন সুমধ্যমা গণ। শঙ্কা না করিহ নিজ বন্ধু আগমন।। মাতা পিতা আদি করি বন্ধু গণ যাতে। দেখিলেহ কেহ কিছু না পারে বলিতে।। তাতে অতি দূর যে গহন বৃন্দাবনে। আসিতে নারিবে ভয় না করিহ মনে।।

তথাহি। মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতর পতয়শ্চবঃ। বিচিন্বন্তি হ্যপ শ্যন্তোমাকৃঢ়ং বন্ধু সাধ্বসং।। ইতি

এইমত যুগলার্থ কৃষ্ণের বচনে। উপেক্ষার্থ বিতর্কে প্রণয় কোপ মনে।। ব্রজবধূগণ কিছু না কহে বচন। বদন ফিরিয়া ধরে অন্যত্র নয়ন।। ঈষৎ প্রণয় কোপে বন আলোকন। মধ্যম প্রণয় কোপে গগণে নয়ন।। প্রগাঢ়প্রণয় কোপে কালিন্দী ঈক্ষণ। করিতে লাগিলা সব ব্রজবধূগণ।। কৃষ্ণচন্দ্র জানিল যে সভার হৃদয়। অন্যথা উৎপ্রেক্ষ করে নর্ম্মভঙ্গীময়।। কুসুমিত বন সভে করিল দর্শন। রাকেশ কর রঞ্জিত অতি যে শোভন।। সৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য বায়ু যমুনার। তীরে তরু পল্লব দোলায় অনিবার।। পরম আশ্চর্য্য শোভা করিলে দর্শন। অতঃপর এথা না থাকিবে একক্ষণ।। কিম্বা যদি কহ মোরে হে মহা মোহন। বাক্য ব্যতিক্রমে করিতেছ উপেক্ষণ।। ব্রজ যাইতে কহ কেনে এখানে কি ভয়। তবে শুন না বুঝিয়ে তোসভা বিষয়।। তাদৃশ প্রযত্নে রাত্র্যে বন আগমন। তুমি সব করিলে বা কিসের কারণ।। এত কহি নেত্র মুদি মিথ্যা ধ্যান করি। তাসভারে কহিতে লাগিলা সুচাতুরী।। জানিল জানিল আমি গমন কারণ। তোসভার ভাগ্য কেবা করিবে বর্ণন।। জ্যোৎস্নাবতী রাত্র্যে মোর বৃন্দাবন শোভা। দর্শন কারণে সভে অতিশয় লোভা।। হের দেখ প্রফুল্লিত সব বৃন্দাবন। পূর্ণচন্দ্র কিরণে অত্যন্ত সুশোভন।। সৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য যমুনা অনিল। লীলায়ে দোলায়ে তরু পল্লব সলিল।। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বন করায়্যা দর্শন। বাহ্য অর্থে কহে সভার ভাব নিবর্দ্ধন।। অন্তরার্থে তাসভার প্রতি কৃষ্ণ কহে। বন্ধুগণ হৈতে ভয় ভাবমাত্র নহে

কিন্তু অতি সুখের নিধান বৃন্দাবন। সকল সদগুণ যুক্ত করহ দর্শন।। যস্মাৎ ঈদৃশ গুণযুক্ত বৃন্দাবন। তস্মাৎ না যাহ ব্রজে কহিল বচন।।

তথাহি। দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ কর রঞ্জিতং। যমুনানিলনি লৈজত্তরু পল্লব শোভিতং।। ইতি

উপেক্ষা ভঙ্গিতে পুনঃ কহে ঐছে কথা। বৃন্দাবন দেখি হৈল পূর্ণ মনোরথা।। গীত দধিমন্থন গবাদি শব্দ আর। সদা উচ্চ হয়ে যাহাঁ ঘোষ নাম যার।। সেই গোপ বাসস্থান গোষ্ঠ যারে কহে। তোমভার সামগ্রী সকল যাহাঁ রহে।। সেই খানে সকলেই করহ গমন। বিলম্ব না কর শুন আমার বচন।। একথা শুনিয়া সভেনিঃশবদে রহে। তবে কৃষ্ণ তাসভার প্রতি পুনঃ কহে।। যদি কহ তাঁহা গিয়া কোন প্রয়োজন। তবে শুন সতীধর্ম্ম পতির সেবন।। তভো যদি কহ হে পরম সেব্যমান। আমরা সকল তুয়া সেবাগত প্রাণ।। পতি সব দুষ্ট অতি অসূয়া যে করে। তেকারণে সভেত্যাগ কৈল তাসভারে।। নিজ পাতিব্রত্যধর্ম্ম তোমার চরণে নির্ম্মঞ্ছন করি আগে কৈল বিক্ষেপণে।। এতেক আশঙ্কা করি সকরুণ প্রায়। পক্ষান্তর উঠাইয়া পুনঃ তাসভায়।। কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ শুন গোপীগণ। ক্রন্দন করিছে ব্রজে বৎস বালাগণ।। অতএব বৎসগণে পিয়াহ গো স্তন। বালা গণ হেতু দুগ্ধ করাহ দোহন।। বালক সকলে পয়ঃ করাহ যে পানে। স্নেহ জন্মা ইয়া কহে কৌতুক বিধানে।। এবচনে সেই সেই সন্নিধান মাত্র। পুত্রাদি অপেক্ষা কৃত নহে কার পুত্র।। যদি কহ কহে তাসভার পুত্র হয়। কৃষ্ণ বাক্যে দেখি সেই পরিহাসময়।। অতএব তত্ত্ব কহি শুন শ্রোতাগণ। তাঁরা নিত্য কৃষ্ণ কান্তা শাস্ত্র নিরূপণ।। গোপালতাপনী মধ্যে দুর্ব্বাসা বচন। গোপীকার স্বামি কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

তথাহি। সবোহি স্বামি ভগবতি ইত্যাদি।। তথা।। অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেববা। নন্দনন্দনইত্যুক্ত ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনং।। ইতিচ

ব্রহ্ম সংহিতাতে ব্রহ্মা করিল স্তবন। পরম পুরুষ কান্ত কান্তা গোপীগণ।।

তথাহি। শ্রিয়ঃ কান্তা কান্ত পরম পুরুষঃ।। ইত্যাদি।।

দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রুতি আগমের মাঝে। কৃষ্ণকান্তা গোপীসব সতত বিরাজে।। কৃষ্ণ বধূ সব গোপী এই গ্রন্থে কয়। অন্যত্রবিবাহ কার সম্ভব না হয়।। তবে যে বিবাহ শুনি তাহা সভাকার। উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন হেতু জানিহ নির্দ্ধার।। যোগমায়া উপাশ্রিত হয়ে ভগবান। মায়াদাসী করে সর্ব্বকার্য্য সমাধান।। তাসভার প্রতিরূপ করিয়া কম্পনা। পতিমান্য গোপগণে করয়ে বঞ্চনা।। অতএব কৃষ্ণে তারা না করে অসূয়া। শুকদেব কহে আগে শুন মন দিয়া।।

তথাহি। নাসূয়ন্ খলুকৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্যমায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।। ইতি

গৃহপতি সহ কদাচিত সঙ্গ নয়। তাসভার পুত্র কথা অসম্ভব হয়।।

তথাহি। মায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রীঃ শীলনে নানুসূয়িভিঃ। নজাতু ব্রজ দেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম।। ইতি

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ ভগিন্যাদি পুত্র যেই হয়। স্নেহকরি তারা সব পালন করয়।। সে সব বালকে লোকে পুত্রভাব হয়। লাল্যমান হেতু স্নেহ করে অতিশয়।। সেই হেতু স্তন্যাভাবে গাবি দুগ্ধ দিয়া। তাসভা পালন করে বাৎসল্য করিয়া।। অতএব মহামুনি বর্ণন করিল। পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ বিধানে জানিল।। পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ স্তনং যদ্যপি কহিত। তবে তাসভার নিজ পুত্রবোধ হৈত।। মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ইত্যাদি বচনে। কার পোষ্য পুত্রবৎ করে অন্বেষণে।। অতএব প্রতিপাল্য শিশু সব হয়। পরিহাস করি কৃষ্ণ তাসভারে কয়।। অন্যথা না কহে কৃষ্ণ করি দোষোদ্গার। দোষোদ্গার হৈলে নিন্দ্য হয়ে ব্যবহার।। শরত রজনী বৃন্দাবন উদ্দীপন। সৌষ্ঠব দেখিয়া ব্রজবধূ আলম্বন।। সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া সভার সনে। রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন মনে।। সে সব সৌন্দর্য্য আগে করিব বর্ণন। হেম মণি মরকত যেমন শোভন।।

তথাহি। মধ্যেমণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা।। ইতি

নব জলধরে যৈছে বিদ্যুৎ বিরাজে। তৈছে কৃষ্ণসহ ব্রজবধূগণ সাজে।।

তথাহি। তড়িতইব তামেঘচক্রে বিরেজুঃ।। ইত্যাদি।।

বাচঃপেশৈর্বিমোহয়ন্ এই প্রকরণে। প্রহস্য সদয়ং গোপী মুনীন্দ্র বর্ণনে।। কৃষ্ণের যে পরিহাস স্ফুটতর দেখি। অন্যথা হইলে রস দোষাবহ লিখি।। নিন্দাপি চপি বামি ইত্যাদিক ন্যায়ে। তাসভা স্বীকারে তবে বিরসতা হয়ে।। কৃষ্ণের শ্রীমুখে তাসভার দোষোদ্গার। সে কথা রহুঁক শুন রসের বিচার।। তাদৃশালম্বনে দোষ মাত্র যদি রহে। সে রস ব্যাঘাত অলঙ্কার শাস্ত্রে কহে।। অন্য সন্নায়কে যদি তাদৃশ বর্ণন। কবি সব কহে তবে নহে প্রশংসন।। মহাকবি বর্গ বর্ণনীয় গুণ গণে। পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্র নন্দনে।। লীলারস বিশেষ যে প্রকট কারণে। অবতীর্ণে হেনবাক্য নাহয়ে প্রমাণে।।

বক্ষ্যতেচ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ায়া শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।। ইতি

শিষ্যেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাশরৎ কাব্যকথা রসাশ্রয়া।। ইতিচ

মায়ামাত্র প্রতীতা যে পতি তাসভার। পুত্রসব গৌণ অর্থ তস্মাৎ নির্দ্ধার।। উপেক্ষার্থে তাসভার শুশ্রূষা করণে। ব্রজ যাইতে কহিলেন কৌতুক বিধানে।। অন্তরার্থে নিষেধ করিল গোপীগণে। ব্রজ না যাইহ সভে রহ এই খানে।। বন্ধু গণ হৈতে কিছু না করিহ ভয়। বনমধ্যে বিহার সামগ্রী সব হয়।। অতএব কেহ ব্রজে না যাহ এখনে। যদি যাহ বিলম্বে সে রাত্রি অবসানে।। না শব্দ সর্ব্বত্র

হয়ে চকার প্রসঙ্গে। পতি পুত্র সাধ্বী সেবা নিষেধয়ে মুখে।। কদাচিত তাসভা নিকটে না যাইহ। স্বাতন্ত্র্যাদি সুখভঙ্গ তাহাতে জানিহ।। বৎস বালাগণ কেহ না করে রোদন। চিন্তা না করিহ কেহ সেইত কারণ।।

তথাহি। তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্‌সতীঃ। ক্রন্দন্তি বৎস বালাশ্চ তান্‌পায় যতদুহ্যতঃ।। ইতি

উপেক্ষা প্রার্থনা দুই কৃষ্ণের বচন। নির্দ্ধার না বুঝি চিন্তা করে গোপীগণ।। সর্ব্বচিত্ত বুঝি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা। বনশোভা দেখিবারে সভে আস্যাছিলা।। অথবা আমাতে স্নেহ সকলেই করে। অতিশয় সেই স্নেহ তো সভা অন্তরে।। সেকারণে আইলা সভে আমা দেখিবারে। সেহ পূর্ণ হৈল সভে দেখিলা আমারে।। এইমত বাহ্য অর্থ করিল কথন। এবে শুন অন্তরার্থে কহে যে বচন সর্ব্বভাবে স্নেহ রতি নাম হয়ে যার। আমার বিষয়ে সেই প্রেম তো সভার।। সেকারণে সকলে করিলে অভিসার। আমাতে যে প্রেম সেই হয়ে সর্ব্বসার।।

তথাহি। অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যোযন্ত্রিতাশয়াঃ। আগতাহ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময়িজন্তবঃ।। ইতি

এইমত যুগলার্থ করায়্যা শ্রবণ। ভাব উদ্দীপনে করি প্রেম প্রোৎসাহন।। বাহ্য অর্থে কহে কৃষ্ণ হেন যদি কহ। তোমাতে যে প্রেম তাহা নিশ্চয় জানিহ।। তবে তুয়া সেবাযুক্ত হয় মোসভার। অতএব স্নেহ সেবা কর অঙ্গীকার। তবে যে কহিয়ে তাহা শুন গোপীগণ। পতিব্রতা ধর্ম্মশাস্ত্র মত নিরূপণ।। স্ত্রীমাত্রের নিজপতি সেবাধর্ম্ম সার। বন্ধুগণ সেবা পুত্র পোষণাদি আর।। অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষিয়া সে পরম ধর্ম্ম। স্ত্রী সভের অবশ্য কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম।। যদি কহ পতি বন্ধু স্বজনাদি যত তাসভা শুশ্রূষা করি যথা অভিমত।। তবে শুন তাদৃশ সেবনে ধর্ম্মনয়। নিষ্কপটে ভজিতে পরম ধর্ম্ম হয়।। আমি পরপুরুষ যে আমার ভজনে সকপট সেই ধর্ম্ম হয়ত দুষণে।। যদি কহ তোমার ভজন মোসভার। পরধর্ম্ম হেতু এই কহিলাম সার।। তবে যে কহিয়ে শুন আমার বচন। তোমরা কল্যাণী সব ব্রজ বধূগণ।। একনিষ্ঠ হঞা যদি ভজন করয়। তবে সেই শুশ্রূষা পরম ধর্ম্ম হয়।। এইমত প্রোৎসাহন করয়ে কৈতবে। বস্তুত সে পরিহাস পর ধর্ম্মাভাবে।। পরম পুরুষ কৃষ্ণ তাঁরে ভজে যবে। সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ পরধর্ম্ম কহতবে এইমত বাহ্য অর্থ করিল কথন। এবে শুন অন্তরার্থে কহে যে বচন।। শ্রদ্ধাহীন কন্যা বলে বিবাহ করিলে। পতিত্ব না হয় সিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে।। তস্মাৎ যে গৃহপতি তো সভার হয়। মিথ্যা ভর্ত্তা তাতে কার সম্ভাবনা হয়।। অতএব অমায়া করণে কন্যাগণ। আপন সদ্ভাবে যারে করয়ে বরণ।। সেই পতি সেবনে পরম ধর্ম্ম হয়। বলাদাপাদিত হৈলে তাতে ধর্ম্ম নয়।। সদ্ভাব বরণে সত্য ভর্ত্তা আমি হৈয়ে। মোর সেবা করিলে পরম ধর্ম্ম হয়ে।। আমার বিষয়ে ভাব বাল্য-

কাল হৈতে। তো সভার হৃদয় সাক্ষী আছয়ে তাহাতে ।। সুমধ্যমা পরম কল্যাণ বতীগণ। অকপটে কর হয়ে পতি শুশ্রূষণ ।।

তথাহি। ভর্ত্তু শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরধর্ম্মোহ্যমায়য়া। তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং ।। ইতি

উপেক্ষা প্রার্থনা কেহ বুঝিতে না পারে। পুনরপি বাহ্য অর্থে কহে তাসভারে যদি মোরে কহ পরোপদেশ পণ্ডিত। তেজিয়াছি সর্ব্বথায়ে সব সেবা নীত ।। এখনে কি তাহা সভা শুশ্রূষোপদেশে। তবে শুন কহিয়ে স্ত্রীধর্ম্ম সবিশেষে ।। দুঃশীল যে চৌর্য্যবৎ স্বভাব বিষম। দুর্ভগ কহিয়ে যেই নিষ্ফল উদ্যম ।। বৃদ্ধ জরা অভিভূত যত বলহীন। রোগী মহারোগগ্রস্থ অধন যে দীন ।। এতাদৃশ হৈলে পতি ত্যাগযুক্ত নয়। ব্রজবাসী সকল সদ্গুণযুক্ত হয় ।। লোকত্রয়াপেক্ষা বতী তোমরা সকলে। পতি সব তেজিবে যে কোন আজ্ঞাবলে ।। তার মধ্যে পাতকী যদ্যপি হয়ে পতি। তবে তারে তেজিবে প্রমাণ আছে স্মৃতি ।।

তথাহি। পতি ত্বং পতিতং ত্যজেদিত্যাদি ।। ইতি

অন্যথা স্বতন্ত্রা হৈয়া ত্যাগ করে যবে। ইহলোকে পরলোকে দুঃখমাত্র সবে ব্রজবাসীগণ সব নিষ্পাপ যে হয়। তেকারণে ত্যাগযুক্ত নাহয় নিশ্চয় ।। বস্তুত সুদৃঢ় ভাব হয়ে তাসভার রাগ বৃদ্ধি হেতু কৃষ্ণ কহে বার২ ।। এবেকহি অন্তরার্থ কৃষ্ণের বচন। পরম ধর্ম্মের মত শুন সর্ব্বজন ।। দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগী আর। অধন যে পতিত্যাগ কর্ত্তব্য সভার ।। সকল সদ্গুণযুক্ত মোরে সভে কহে। আমার সেবন ত্যাগ তো সভার নহে ।। অতএব দুঃশীলাদি নিজ পতিগণ। ছাড়িয়া করহ সবে আমার ভজন ।।

তথাহি। দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়োরোগ্য ধনোহপিবা। পতিস্ত্রী ভির্নহাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ।।

ব্রজবধূগণে ঐছে ধর্ম্ম বুঝাইয়া। সভার বদন হেরে ঈষৎ হাসিয়া ।। সভে কহে শুনহে শ্রীব্রজযুবরাজ। তুয়াজ্ঞাতে না তেজিয়ে পতিসেবা কাজ ।। কিন্তু নাম মাত্র যে পতিত্ব তাসভার। তোমাসহ রহুঁক সে সব ব্যবহার ।। শুনি তা সভার দীর্ঘ অভীষ্টে নিন্দিয়া। পরম অপ্রিয় যে অসূয়া যুক্ত হৈয়া ।। স্বভাব গোপন করি কহে যে বচন। ত্যাগভঙ্গী ময় সেহো উৎকণ্ঠাবর্দ্ধন।। কুলের কামিনী হও তুমি সর্ব্বজন। তো সভারে যুক্ত কিয়ে হেন আচরণ ।। উপপতি ভজিলে যে স্বর্গ না মিলয়। স্বর্গপ্রাপ্ত্যে প্রতিকূল উপপত্য হয় ।। যদি কহ অদৃষ্টে যে থাকে সেই হৈবে। স্বর্গাপেক্ষা নাহি যশোপেক্ষা আছে তবে ।। ইহলোকে যশোবাধ অধিক করয়। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম যে তাহাও নাহি রয় ।। যদি কহ গুপ্তকথা কেহ না জানিবে। অস্থির কারণে রস তুচ্ছ কহি তবে ।। তভো যদি কহহে অচ্যুত মোক্ষ ভার। তোমাসহ সেই ক্রিয়া স্থির সুনির্দ্ধার ।। তথাপিহ কৃষ্ণ সেই দুঃখ সাধ্য

হয়। তাহাতে না হয় অতি রসের উদয়॥ যদি কহ হেয়সিংহ ব্রজে বৃন্দাবনে। স্বচ্ছন্দে বিহার সদা এইত কারণে॥ মো সভা সহিতে সুখ সাধ্য সেই হয়। তবে শুন তাহাতেহো সুখাবহ নয়॥ পরলোক হেতু আর স্বামী আদি হৈতে। ভয়াবহ হয়ে অতি শঙ্কা সর্ব্বচিত্তে॥ যদি কহ সুধানিন্দি সুমধুরাধর। তোমা লাগি তেজিয়াছি সব পতি ঘর॥ অতএব কাহা হৈতে মো সভার ভয়। তবে শুন ভয়ের কারণ যেবা হয়॥ স্বদেশান্য দেশে ব্যবহার পরমার্থে। জুগুপ্সিত নিন্দিত যে সর্ব্বত্র যথার্থে॥ যদিকহ তত্বজ্ঞেন্দ্র করি নিবেদন। নিজাভীষ্ট সিদ্ধে সেহ হয়ে সুসহন॥ তবে শুন কুলাঙ্গনা তুমি সর্ব্বজন। পরমানুচিত কুল কলঙ্ক কারণ॥ বাহ্য অর্থে কহিল উৎকণ্ঠা বিবর্দ্ধনে। অন্তরার্থে কহে যে শুনহ সর্ব্বজনে ধর্ম্মোপাত্ত যেই সেই পতি সুনির্দ্ধার। পতির যে উপপতি হয়ে তাসভার॥ তথাচ এলোকে কহে অন্যথা প্রসিদ্ধি। তাহা অবলম্বি কহে সনর্ম্ম যে বিধি॥ উপপতি সমীপে যে পতি তো সভার। তার ভাব উপপত্য সামীপ্য বিচার॥ সে পতি সেবনে অস্বর্গ্যাদি দোষ হয়। আমার ভজনে তাহা নহে সুনিশ্চয়॥

তথাহি। অস্বর্গ্য ময়শস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ইতি

এইমতে প্রত্যাখ্যানে ধর্ম্ম বুঝাইলা। তথাপিহ গোপীগণ নিবৃত্তি নহিলা॥ তবে কৃষ্ণচন্দ্র বিচারিয়া নিজ মনে। ভাব আলাপে কহে ঔদাস্য বিধানে॥ তো সভারে এতেক প্রকারে বুঝাইল। বুঝ কি না বুঝ কিছু বুঝিতে নারিল॥ যদি সব তেজিয়াছ আমার কারণে। তবে যে কহিয়ে তাহা কর আচরণে॥ মোর কথা শ্রবণে আমার দরশনে। সতত আমার ধ্যান কীর্ত্তন করণে॥ আমার বিষয়ে যেই ভাববৃদ্ধি হয়। নিকটে থাকিলে সেই ভাব কভু নয়॥ আমার বিষয়ে যবে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়। তবে মো বিষয়ে শীঘ্র গাঢ়ভাব হয়॥ সংযোগ হইলে সে উৎকণ্ঠা নাহি রহে। তেকারণে অতিশয় গাঢ়ভাব নহে॥ যদিকহ মোসভার সম্ভাব বিচারে। আপনাকে পতি বুঝাইলে যে প্রকারে॥ সম্ভাব অভাবে সেই গৃহপতি গণে। উপপতি করিয়া যে করিলা স্থাপনে॥ সেই সে বচন তুয়া সম্ভাবনা হয়। নিবেদন করি শুন তাহার আশয়॥ শ্রবণাদি উপদেশ করিলে যে দূরে। তাসভা নিকটে বাস হৈল সেই ঘরে॥ অতএব বিচারে সে সব পতি হৈল। তুমি উপপতি হৈলে আমরা জানিল॥ তবে বিশেষিয়া কহি শুন গোপীগণ। আমি যে কহিল সেই তত্ব নিরূপণ॥ শ্রবণাদি হৈতে দূরে মোবিষয়ে যথা। সন্নিকর্ষে তাসভা বিষয়ে নহে তথা॥ অন্যোহন্যে হয়ে যাহা প্রেমের বিষয়। প্রণয়ানুবন্ধে তাহা নিকটে যে হয়॥ তৈছে প্রণয়ানুবন্ধ শ্রবণাদি হৈতে। দূরে থাকিলেহো হয় প্রসিদ্ধ লোকেতে॥ তেমতি না থাকে যাঁহা প্রেমের বিষয়। একত্রে থাকিলে নহে সেইত প্রণয়॥ তস্মাৎ স্বগৃহ প্রতি করিয়া গমন। শ্রবণ

দর্শন ধ্যান করহ কীর্ত্তন ॥ পরাকাষ্ঠা পর্ম্ম যেই ভাব গোপীকার। নির্দ্দেশ ভঙ্গিতে কৃষ্ণ কহে হেতু তার ॥ পূর্ব্ব রাগ হয়ে নাম গুণাদি শ্রবণে। উৎকণ্ঠা ব ঢ়য়ে তাতে হয়েত দর্শনে ॥ তারপর অসংযোগ হেতু যে তাহার। রূপ গুণ স্ফূর্ত্তি সদা ধ্যান নাম তার ॥ অতি যে গাঢ়তা ক্রমে অনুরাগ হয়। তবে প্রিয় কথা সদা কীর্ত্তন করয় ॥ অতি অনুরাগ ক্রমে মিলে প্রিয় সঙ্গে। গোপীকার সেই প্রেম মহাভাব রঙ্গে ॥ নিরন্তর প্রেমভরে সুকোমল অতি। দাক্ষিণ্য স্বভাব প্রায় দেখিয়া সে রীতি ॥ পরম কৌতুকী কৃষ্ণ রসজ্ঞ প্রধান। মনে হৈল দেখিতে সভার বাম্য মান ॥ তেকারণে শ্রবণাদি কৈল উপদেশে। এবে শুন অন্তরার্থে কহিয়ে বিশেষে ॥ বাল্যকাল হৈতে প্রেম আমার বিষয়ে। তোসভার হৃদয় তাহাতে সাক্ষী হয়ে ॥ সন্নিকর্ষে সম্ভোগ সাধন হয়ে যথা। দূরে শ্রবণাদি হৈতে সিদ্ধি নহে তথা ॥ অতএব গৃহে গিয়া কোন প্রয়োজন। ইহাঁ রহি কর প্রেমরস আলাপন ॥

তথাহি। শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনু কীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্ ॥ ইতি ১১॥ ২৭॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপীকার। অপূর্ব্ব সংলাপ কথা দুইত প্রকার ॥ কোন গোপীগণে কহে প্রেম বিবর্দ্ধনে। কোন গোপীগণ প্রতি যথার্থ বিধানে ॥ রাগ অনুরাগ আদি ভাব গোপীকার। কৃষ্ণের বচনে তিন করিল নির্দ্ধার ॥ ঐছে রতি প্রেম স্নেহে কহিয়াছি আগে। মান প্রণয়াখ্য দুই কহিব বিভাবে ॥ রস গ্রন্থে এইমত ভাব নিরূপণ। প্রসঙ্গে কহিব কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥

তথাহি। রাগোঽনুরাগতা মাদৌ স্নেহঃ প্রাপ্যৈব সত্বরং। মানত্বং প্রণয়ত্বঞ্চ ক্বচিৎ পশ্চাৎ প্রপদ্যতে ॥ ইতি

কিঞ্চিৎ পশ্চাতে মান প্রণয় যে হয়। আগে কহি সেই রাসলীলা রসময় ॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহারাসস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্য যুগলার্থ কথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং ॥

ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

ব্রজেন্দ্র কুমার জয় রসিক শেখর। জয়লীলা রস আস্বাদক কলেবর ॥ জয় ব্রজবধূগণ কৃষ্ণের প্রেয়সী। রসজ্ঞা বিদগ্ধা নাহি যা সভা সদৃশী ॥ গোপীগণ প্রতি যেই কৃষ্ণের বচন। উপেক্ষা প্রার্থনা দুই করিল বর্ণন ॥ উপেক্ষার্থে কহে বেদ ধর্ম্ম প্রকরণ। প্রার্থনার্থে করে প্রেমরস উদ্দীপন ॥ উপেক্ষা প্রার্থনা কিছু না পারে বুঝিতে। অতএব মোহ মান সকলের চিত্তে ॥ সব শ্রোতা গণ শুন হৈয়া এক মন। আগেত কহিব মান উদ্ভব কারণ ॥

তথাহি। ইতি বিপ্রিয় মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দ ভাষিতং। বিষণ্ণাভগ্ন সংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াং ॥ ইতি

অস্যার্থঃ। এইমত গোপীগণ, প্রেমায়ে বিহ্বল মন, যুগলার্থ কৃষ্ণের বচনে উপেক্ষা প্রার্থনা ময়; এক্যা যে নির্দ্ধার নয়, শুনি অতি মোহ পায় মনে ॥ কহে শুক ব্যাসের নন্দন। সব রস তত্ত্ববিত, শ্রোতা রাজা পরীক্ষিত, অতিশয় প্রেমে নিমগন ॥ গাঢ় প্রেম অনুরাগে, উপেক্ষার্থ মনে জাগে, অপ্রিয় মানিয়া সেই কথা। অন্তরে উঠিল জ্বালা, সকলে বিষণ্ন হৈলা, সহিতে না পারে সেই কথা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ মনে, ছিল চিরদিন হনে, সেইত সংকল্প ভগ্ন হৈলা। অপার অগাধ যার, নাহি হয়ে ওর পার, হেনচিন্তা সমুদ্রে পড়িলা ॥ প্রেমাত্র কোমল ময়; স্বভাব যে কৃষ্ণ হয়, সে আজি অভাগ্য বল হৈতে। পরম কাঠিন্য হৈলা, মো সভারে উপেক্ষিলা, কি করিব নারি নির্দ্ধারিতে ॥ সভে অনুনয় করি, কৃষ্ণের চরণ ধরি, কেহ হেন চিন্তাকরে মনে। কেহ মনে চিন্তি কহে, সেহ মত ভালো নহে, যদি কৃষ্ণ না করে গ্রহণে ॥ তবে কেহ চিন্তি কহে, যদ্যপি এমত নহে, বচনে বচন তবে কহ। কেহ চিন্তে সেহ নয, দ্বন্দ্ব হৈবে অতিশয়, ক্ষণএক ধৈর্য্য করি রহ ॥ অথবা শাঠ্যবিধানে, ব্রজপ্রতি আগমনে, বুঝহ যে কৃষ্ণের অ শ। । কেহ কহে সেহনহে, যদি বাক্য নাহি কহে, ফিরিযা আসিতে যুক্ত নয কেহ কহে অনুরাগে, এইক্ষণে কৃষ্ণ আগে, সকলে মিলিযা প্রাণ তেজি। য দবা সাক্ষাতে নহে, কালিন্দী গভীর দহে, পরোক্ষেতে সভে গিয়া মজি ॥ ৮ ॥

তথাহি। কৃত্বামুখ ন্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ। অস্ত্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচ কুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরু দুঃখভরাস্ম তূষ্ণীং ॥

অস্যার্থঃ। এইমত চিন্তাকরি; সাক্ষাতে দেখিয়া হরি, সকলেই নিশবদে রহে। অতিশয় চিন্তাবেশে; মুখে বাণী না আইসে, তেকারণে বচন না কহে ॥ অন্তরে যে শোক তাহে, দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস বহে; অরুণ কোমল বিম্বাধরে। সকলের মুখা ইল, বিচ্ছেদে কালিমা হৈল, তবে অতিশয় দুঃখভরে ॥ সকলে পৃথিবী হেরি, বামপদাঙ্গুষ্ঠে করি, অতিশয় করয়ে লিখন। হে ভুবি বিদীর্ণা তব; মুঞিও অভা গিনী সব, তুয়া হৃদি করি প্রবেশন ॥ পৃথিবী বিদীর্ণা নহে, তবে উর্দ্ধ মুখে চাহে উড়িয়া যাইতে করেমন। পাখা নাহি দেয বিধি, সে কৃত নহিল সিদ্ধি; মন দুঃখে করয়ে রোদন ॥ অন্তরে নয়ন ঝরে, ধারাবাহি পড়ে উরে, সে কুচ কুঙ্কুম ধোযা গেল। কজ্জল তাহার সাথে, গলিয়া পড়িল তাথে, অতিশয় কালিমা হইল ॥ বিযাক প্রেম ভাব হয়, সন্তাপ ক্লমাদিময়, বৈবর্ণ্য স্তম্ভাদি ত বোদয়ে। স্বরভঙ্গ হৈল তায়, স্বেদবিন্দু সব গায়, সে প্রেম মহিমাশ্চর্য্য হয়ে ॥

তথাহি। প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমানাং কৃষ্ণং তদর্থ বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামাঃ। নেত্রে প্রমৃজ্যারুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভ গদ্গদগিরো ব্রবতানুরক্তাঃ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ। যার প্রাপ্তি অভিলাষে, তেজিয়া গৃহাদি বাসে, পত্যাদি নিরস্ত করি আইলা। কদাচিত তাসভার; সঙ্গে সে সম্বন্ধ আর, সংভাবনা কিছু না রাখিলা॥ সেই অতি প্রিয়তম, কহয়ে অপ্রিয় সম, প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। পরম সুখদায়ক, সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক, তেজিতে না পারে একক্ষণ॥ অতিশয় দুঃখ ভরে; বচন কহিতে নারে, অমষ বিষাদ ভাবদ্বয়ে। প্রণয় কোপ উদ্গমে, কৃষ্ণমুখ দরশনে, সভে নেত্র মার্জ্জন করয়ে॥ অতি আর্ত্তি উপজিল, লজ্জা শিথিলতা হৈল, অনুরক্তা সব গোপীগণ। ধৈরজ ধরিতে নারে, প্রণয় কোপ সুস্বরে, কহে কিছু গদ্গদ বচন॥

তথাহি শ্রীগোপ্য উচুঃ।

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ। চারিদিগে চারিগণ, শতকোটি নিরূপণ, সভে কৃষ্ণ বদন হেরয়ে। সমান স্বভাব হৈতে, এক কালে সর্ব্ব চিত্তে, সমান বচন স্ফূর্ত্তি হয়ে॥ চারিদিগে এক কালে, বাক্য হৈবে কোলাহলে, তেঞি ক্রমে কহয়ে বচনে। গণে মুখ্যা যে যে জন, আগে করে নিবেদন, সভে কহে বাক্য প্রপূরাণে॥ পূর্ব্ব আদি বিভাগে, এইমত প্রতিদিগে, সকলে যে কহেন বচন। কৃষ্ণ পূর্ব্ব উক্ত যত, তার প্রত্যুত্তর মত; সেই বাক্য হয়ে সংস্থাপন॥

যথা। যা সামেব প্রসাদেন যা সাংশ্রীনাগরেশ্বরে। জল্পিতত্বং জ্ঞায়তেতা বন্দেশ্রীশীনাগরেশ্বরী॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ। যেই সব জল্প সার, সুদুর্গম শতধার, শ্রীনাগরেশ্বর প্রতি কহে। নিজ বাক্য প্রত্যুত্তরে, তিহঁ বুঝে প্রত্যক্ষরে; সে অর্থ অন্যের বেদ্য নহে॥ সেই শ্রীনাগরেশ্বরী, সকল বন্দনা করি; যা সভার করুণা ঈক্ষণে। সে সব দুর্গম সার, বচনার্থ জানি তার, কিছু মাত্র করিব লিখনে॥ প্রথমে যে পূর্ব্ব ভাগে, গোপীগণ কৃষ্ণ আগে, তিন শ্লোকে আত্ম বিবরণ। করয়ে যে নিবেদন, শুন সব শ্রোতাগণ, তাহা কিছু করিয়ে বর্ণন॥

তথাহি। মৈবং বিভোর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসংত্যজ্য সর্ব্ব বিষয়াংস্তব পাদমূলং। ভক্তাভজস্বদুরবগ্রহ মাজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষ ভজতে মুমুক্ষুন্॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ। অতিশয় অনুরাগে, যে যে মুখ্যা কৃষ্ণ আগে, কহে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রেমার্দ্রকোমলসার, তুমি নাথ মোসভার; শুনহ যে কিছু নিবেদন॥ স্বভজন অনুরাগে, পতি আদি পরিত্যাগে; ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম মোসভার। সে সকল যত কিছু, বিচার করহ পাছু, তুমি সে সকল ধর্ম্ম পার॥ আইনু

তোমা দেখিবারে,তেজিছ যে মোসভারে, তাতে অতি দোষ যে তোমার। হইবে সুপরিহর; শুনহ ধর্ম্মজ্ঞবর, আগে তাহা করহ বিচার ।। নৃশংস যে ব্রজ সার, ঘাতকক্রূর আচার, শুনি হিয়া সুবিদীর্ণ হয়ে। এমত বচন আর, না কহিবে পুন র্ব্বার, তোমারে যে উপযুক্ত নয়ে।। প্রথমে দেখিলা যবে, মধুর কোমল তবে, আদর করিয়া জিজ্ঞাসিলা। পরে যে ক্রূরতা করি; ঘরযাইতে কহ ফিরি, তার এই প্রত্যুত্তর হৈলা।। আর যে কহিলা পুনঃ; হেপ্রিয়বাদিনী গণ, কি প্রিয় করিব তাহা কহ। শুন কহি অহে নাথ, পূর্ণ হউ মনোরথ, মো সভারে ভজন করহ ।। যদি পুনঃ জিজ্ঞাসহ, ভজনে কারণ কহ, তবে শুন তার বিবরণ। সকল বিষয় তেজি, তুয়া পাদ মূল ভজি, আমরা গোপীকা সর্ব্বজন।। দৈন্যভাবে কহে ভক্তি চরণ পঙ্কজ উক্তি, কাঠিন্যাভিপ্রায়ে না কহিলা। কিপ্রিয় করিব যেই, তার প্রত্যুত্তর এই, সকলে যে নিবেদন কৈলা।। পুনঃ যদি কহ শুন, হে গোপ গৃহিণীগণ; ভজিয়ে যে এই সুনিশ্চয়। কিন্তু শুন তোসভার, পত্যাদি রহিতাচার, করণে সে উপযুক্ত নয়।। তবে শুন নিবেদন, পত্যাদি বিষয় গণ, ত্বদ্ভজন প্রতিকূল যত। তেজিয়াছি তাসভারে, না করিব অঙ্গীকারে, মোসভার দৃঢ় এইমত।। শুনহ সুর-বগ্রহ, মোসভারে না তেজিহ, তোমা বিনু গতি নাহি আর। না ভজিয়া হটাৎ-কারে, তেজিবে যে মোসভারে, তবে দোষ হইবে তোমার।। যদি কহ গোপীগণ কহিছ যে বিলক্ষণ, মোর দোষ কিসের কারণ। তবে শুন সর্ব্বোপর, হয়ে যে পরমেশ্বর, তিঁহ করে স্বধর্ম্ম পালন।। ভক্তি নিষ্ঠ যতজন, অথবা মুমুক্ষুগণ, সকল বিষয় তেজি ভজে। সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণকারী, আদি দেব সেই হরি, সভারে ভজয়ে নাহি তেজে।। তেমতি সাম্রজ্য আদি, বৈকুণ্ঠাদি পদাবধি, তেজিয়া আমরা সর্ব্ব জন। পুরুষার্থ শিরোমণি; তোমার ভজন মানি, প্রেমরস বিলাস কারণ।। করিয়াছি আগমন, তুয়া পায়ে নিবেদন; করিল আশয় আপনার। তুমি দেব ক্রীড়ারত, মোসভার অভিমত, অবিলম্বে কর অঙ্গীকার ।।

যথা। যৎ পত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তি রঙ্গস্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্ম বিদা ত্বয়োক্তং। অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদেত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনু ভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ।।

যথা রাগ। কৃষ্ণের বচন যত, কর্ম্মমীমাংসের মত, জানিয়া সকল গোপীগণ আপন প্রতিভাবলে; সে বাক্য জিনিতে ছলে, জ্ঞানমত করি আলম্বন ।। মনোহর যেই হরি, তাতে আত্মভাব করি, কর্ম্মমত করিয়া দুষণ। কিছুই অধর্ম্ম নহে, প্রতিপন্ন করি কহে, পরিহাসময় যে বচন।। পূর্ব্বাপর মোসভারে, কহিলা যে স্ত্রী আচারে; পতি সুত সুহৃদ সেবন। সে যদি পরম ধর্ম্ম, ত্যাগ অতি নিন্দ্য কর্ম্ম, তবে শুন করি নিবেদন।। তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম বিজ্ঞ, উপদেশ গুরু প্রাজ্ঞ, অদ্বিতীয় ঈশ্বর রূপেতে। করিলে যে উপদেশ, পত্যাদি সেবন শেষ, সেই বাক্য রঙ্গক

তোমাতে ॥ যতেক পরাণি তার, তুমি প্রেষ্ঠ বন্ধু আর, তুমি আত্মা পরম ঈশ্বর তুমি সকলের পতি, তুমি সে পরম গতি, তোমার সেবন সর্ব্বোপর ॥ শ্লেষ অর্থে কহে শুন, তুমি সর্ব্ব কলা জান, আপনি মোহিনী রূপা হৈয়া। পতি শুশ্রূষণ কর্ম্ম, আচরহ নিজ ধর্ম্ম, পতিব্রতাগণে শিক্ষা দিয়া ॥ যে জন যে ধর্ম্মাচার্য্য, তিঁহ না করিলে কার্য্য; শিষ্যগণ কেহ নাহি করে। আপনে আচরে যবে; দেখি শিষ্য গণ তবে, সেইমত করয়ে আচারে ॥ যদি কহ গোপীগণ, অসঙ্গত যে বচন, আমা প্রতি কহ কি কারণ। আমিত ঈশ্বর নহি, কেবল সে ধর্ম্ম কহি; সভে জান ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ তবে নিবেদন শুন, বিশেষিয়া কহি পুনঃ, তুমি সে ঈশ্বর তত্ত্ব সার। তুমি আত্মা তুমি প্রেষ্ঠ; তুমি সে বান্ধব শ্রেষ্ঠ, তোমা সম কেবা আছে আর ॥ সকল জগতময়, প্রাণি মাত্র যত হয়, সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণ কর। তেঞিও কহি সর্ব্ব প্রেষ্ঠ, সকল গুণেতে শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রভু শ্যামল সুন্দর ॥ তেমতি সভার বন্ধু, অপার করুণা সিন্ধু, সদা নিরুপাধি হিতকারী। সকল বিপত্তি নাশে; পূর সর্ব্ব অভিলাষে, তুমি নাথ সর্ব্ব মনোহারী ॥ নিরুপাধি প্রেম স্থান; তাহাতে যে আত্মজ্ঞান, সর্ব্বজন প্রিয়তা কারণ। তুমি সকলের আত্মা, তেঞিও কহি পরমাত্মা, যাহাতে জানহ সর্ব্ব মন ॥ আর কহি বিশেষত, ব্রজ বৃন্দাবনে যত, চতুর্বিধ প্রাণি নিবসয়। তুমি সকলের প্রেষ্ঠ, প্রেমের বিষয় ইষ্ট, প্রেমকর্ত্তা বন্ধু সুনিশ্চয় ॥ যাতে এই ব্রজবনে, বসিয়াছ সর্ব্ব মনে; সকল আত্মার অন্তর্যামী। তেঞিও সকলের মন; সদা কর আকর্ষণ; তুমি নাথ সকলের স্বামী ॥ আকর্ষিয়া বেণুদ্বারে, আনিলা যে মোসভারে, এখন কহিতে কর রোষ। অতএব সত্য কহি, আমরা স্বতন্ত্র নহি, বুঝহ আপন গুণ দোষ ॥ তেঞিও কহি প্রাণেশ্বর, তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম পর; কহিলা যে ধর্ম্ম উপদেশে। তোমার সেবন সার, পর ধর্ম্ম মোসভার, ত্বরিতে পূরাহ অভিলাষে ॥

তথা। কুর্ব্বন্তিহি ত্বয়িরতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্য প্রিয়ে পতি সুতাদি ভিরার্ত্তিদৈঃ কিং। তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্মছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥

অস্যার্থঃ। পতি সেবা ব্যবহার, কহিলে যে ধর্ম্ম সার, নিবেদিল শাস্ত্র নিরূপণে। তেমতি যে তাসভার, বন্ধু শুশ্রূষণ আর, সদাচারে কহিব এখনে ॥ ব্রহ্ম-রুদ্র আদি মত, প্রসিদ্ধ কুশলা যত, সারাসার বিবেচক চতুরা। নিত্য প্রিয়ে তুয়া পদে, সাহজিক প্রেমাস্পদে, অতিশয় প্রীতি করে তারা ॥ গোচারণ করি যবে, ব্রজকে আইসহ তবে, অন্তরীক্ষে প্রণাম স্তবনে। প্রেমে করে অতিশয়; তাতে সর্ব্ব সুখোদয়, অতএব করি নিবেদনে ॥ তোমার ভজন রীতে, আনন্দ যাহার চিতে, সেই বন্ধু সেইত স্বজন। তাহা দেখি অতি ক্রোধে, যে সব করয়ে বাধে,

না হেরিয়া তাহার বদন ॥ যে সকল পিতা মাতা, পতি বন্ধু সুত ভ্রাতা, তুয়া সেবা করিয়া বারণ। আপন বিষয়ে টানে, দুঃখদ সে সব জনে, মোসভার কিবা প্রয়োজন ॥ সকলে বালিকা হৈতে,তোমাতে নিশ্চল রীতে, যেই আশা ধরিয়াছি মনে। তাহা যে সফল কর; শুনহে বরদেশ্বর,' কটু বাক্যে না কর ছেদনে ॥ যে দিনে শ্রীব্রজবনে, বর দিলে যে বিধানে, তাহা কি হইলা বিস্মরণ। ঈশ্বর সমান গুণ, আনের দুর্ল্লভ মন, আদিসব করহ ঘটন ॥ তুয়া সেবা আশা করি, ,আমরা পরাণ ধরি, তাহা যবে করিবে ছেদন। তবে মোসভার প্রাণ; হইবেক দুইখান, মরিব আমরা সর্ব্বজন ॥ যদি কহ সভে চিত্তে, আশা চিরদিন হৈতে, ধরিয়াছি কিসের কারণ। অয়ে অরবিন্দ নেত্র, এ দোষ তোমার মাত্র; শুনহ যে করি নিবেদন ॥ চক্র প্রান্ত সম অর, পত্র অগ্রভাগ খর, হৃদয় ভেদিয়া স্ফূর্ত্তি হয়। রাত্রে অরবিন্দ সম, হয়ে যে প্রকাশমান, পরম সুন্দর নেত্রদ্বয় ॥ পরম সুন্দরীগণে, করিছ যে উপেক্ষণে, তোমারে সে উপযুক্ত নয়। অরবিন্দ রূপ দৃষ্টি, সভার উপরে বৃষ্টি, করি সর্ব্ব তাপ কর ক্ষয় ॥ তুমি যে বরদেশ্বর; বাঞ্ছা প্রদ ব্রজেশ্বর, অতএব স্বামী মোসভার। চিরদিন অভিলাষি, হইব তোমার দাসী, কৃপা করি কর অঙ্গীকার ॥ চিরকাল এই বনে, না থাকিব সব জনে, বুঝিয়া এসব বিবরণ মোসভার বাঞ্ছা পূর্ণ, বিস্তার করিয়া তুণ, সত্য কর আপন বচন ॥

এইমত পূর্ব্বদিগে যত গোপীগণ। নিজ মন অভিলাষ কৈল নিবেদন ॥ হেন কালে দক্ষিণ বিভাগে যারা ছিলা। অতিশয় উৎকণ্ঠাতে কহিতে লাগিলা ॥ দুই শ্লোকে কহিল যে আত্ম নিবেদন। অবধান করি শুন সব শ্রোতাগণ ॥

তথাহি। চিত্তং সুখেন ভবতাপ হৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্য কৃত্যে। পাদৌ পদং ন চলত স্তব পাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা ॥

অস্যার্থঃ। কহিলা যে মোসভারে, নিজ ধর্ম্ম রাখিবারে, পত্যাদির সেবার কারণে। যদি নিজ সুখ চাহ, সকলে ব্রজকে যাহ, গৃহকর্ম্ম করহ বিধানে ॥ তবে নিবেদন শুন, তোমার যে সব গুণ, তাহা কত করিব ব্যাখ্যান। না কহি রহিতে নারি, তেঞি তুয়া বরাবরি, সঙ্ক্ষেপে করিয়ে কিছু গান ॥ সুখের নিমিত্তে কিবা, সুখের বিষয়ে যেবা, পূর্ব্ব চিত্ত ছিল মোসভার। তাহা নিজ রূপ গুণে, বেণুনাদ করি বনে, আপনে করিলে অপহার ॥ সেই চিত্ত অন্বেষণে, আইনু গহন বনে, দেখিল যে চিত্ত বৃত্তি চোর। স্তম্ভনাদি মহামন্ত্র, জান সব চৌর্য্যতন্ত্র, তেকারণে হইনু বিভোর ॥ গৃহকর্ম্ম প্রয়োজনে, করিতাম যে আগমনে, মোসভার সে দুই চরণ। রহে তুয়া পদমূলে; তার বৃত্তি হরিনিলে, একপদ না চলে এখন ॥ আর যেই দুই ভুজে, করিতাম গৃহকাজে, সে দুই না চলে মোসভার। অতএব কি করিব; কি রূপে ব্রজকে যাব, কহ

দেখি করিয়া বিচার ।। তোমাতে যে চিত্ত তায়, তুয়া সেবা ভুজ চায়; পদচলে তুয়া সন্নিধানে। শুনহে নাগর রাজ, বুঝিয়া করহ কাজ, অতএব কৈল নিবেদনে ।।

যথা। সিঞ্চাঙ্গনস্ত্বদধরামৃত পূরকেন হাসাবলোক কলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং। নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত দেহা ধ্যানেনয়া মপদয়োঃ পদবীং সখেতে ।।

অস্যার্থঃ। আমরা সকল জনে, আশা ধরিয়াছি মনে, তুয়াহাস্য মুখ দরশনে তাহাতে যে বেণু নাদ, শুনি হৈল পরমাদ, সদন তেজিল সব জনে ।। হৃদয়ে যে অবিরাম, স্ফুতি রহে সেই কাম, জলন্ত অনল সম হৈল। তনু বল মো সভার, দগধয়ে অনিবার, অহে বন্ধু তোমারে কহিল ।। সভা লৈয়া কর ক্রীড়া, ঘুচাহ অন্তর পীড়া; নিজাধরামৃত পূর দানে। সিঞ্চ সব গোপীগণ, কাম অগ্নি নির্ব্বাপণ, অবিলম্বে করহ আপনে ।। যে মুখ অবলোকনে, যে অধর বেণু গানে; কাম অগ্নি জন্মিল সভার। সে অধরামৃত পূরে, সিক্ত কর মো সভারে, সেইত অনন্য প্রতিকার ।। যদি কহ সভে মুগ্ধা, কাম দাবানলে দগ্ধা, শত কোটি তুমি সব জন। নাহি তত জলপাত্র, কেবল অধর মাত্র, তাতে কি হইবে নির্বাপণ ।। তবে কহি তাহা শুন, নারায়ণ সমগুণ; শুনিয়াছি গর্গের বচনে। সকলি করিতে পার, অচিন্ত্য শকতি ধর, নানা মত দুর্গতি তারণে ।। নতুবা করিয়া ধ্যান, সকলে তেজিব প্রাণ, তব পদ প্রাপ্তির কারণে। মরণে যে হয়ে মতি, অন্তেতে সে হয় গতি তোমারে করিল নিবেদনে ।।যদি কহ করিধ্যান, সকলে তেজিবে প্রাণ, না দেখিয়ে তাহার সাধন। তবে যে কহিয়ে শুন, বাহ্য অগ্ন্যাদি সাধন, মো সভার নাহি প্রয়োজন ।। অতিশয় অনুরাগে, অন্তরে বিরহ দাগে, জ্বলিয়া উঠিবে এই ক্ষণে। তুয়া পদযুগ আশে, ছাড়ি অন্য অভিলাষে, এদেহ তেজিব সর্ব্বজনে ।। তবে যদি কহ পুন; শুনহে গোপিকা গণ, মোর প্রাপ্তি দুর্ঘটন হয়। তোমরা উন্মত্তা পরা, করিছ যে অতিত্বরা, এই মত উপযুক্ত নয় ।। তবে কহি শুন সখে, তোমার বিরহ দুঃখে, জর জর সব তনু মন। অতএব এই দেহে, সংযোগ উচিত নহে, এদেহ তেজিব তেকারণ ।। যদি কহ সুমধ্যমা, সকল সদ্গুণ সীমা, কেমনে তেজিবে সর্ব্বজনে। কিবা অতি অনুরাগে, করিবে এদেহ ত্যাগে, তবে মোরে পাইবে কেমনে ।। তবে শুন হেন দেহে; আমরা তেজিল লেহে, না ছাড়িব ওরাঙ্গা চরণ। আর যে কহিলে শুন, জনম লভিয়া পুন, তুয়া পদ পাব সর্ব্বজন।।

এই মত দক্ষিণ বিভাগে গোপীগণ। বিবক্ষিত বিষয় করিল সমাপন ।।
সাক্ষাতে করিল যেই সম্ভোগ প্রার্থন। ইহাতে নাহিক দোষ আছয়ে কারণ ।।
ত্বদীয় যে বেণু তনু সুমাধুর্য্য সার। তাতে মত্তচিত্ত মধুকরী যা সভার ।। লোকাতীত অতি অনুরাগ আর্ত্তি হৈতে। নৃত্য করে মহোৎকণ্ঠা সকলের চিতে ।।
তাহাতে বিরুদ্ধ নহে শুন শ্রোতাগণ। পশ্চিম বিভাগে কহে মুখ্য যত জন ।।

তথাহি। যর্হ্যম্বুজাক্ষতব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্কচিদরণ্য জন প্রিয়স্য। অস্পাক্ষতৎ প্রভৃতিনান্য সমক্ষমঞ্জঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা-বত পারয়ামঃ॥

অস্যার্থঃ। মোসভারে কহ যদি, আমি নহি অপরাধী, সভে মোরে কেনে কর রোষ। সহজ সৌন্দর্য্য মোর, তো সভার মনোভোর, তাহাতে আমার কিবা দোষ গৃহকাজে নাহি রতি, তথাপিহ কুলবতী স্বগৃহে থাকিতে যুক্ত হয়। তবে করি নিবেদন, শুনহে পদ্মলোচন, তুয়াগুণে দোষ যে আছয়॥ তোমার যে পদ তল, সৌরভ্য সৌন্দর্য্য স্থল, যাতে কৈল রমা আকর্ষণ। তিহোঁ যে স্পর্শন আশে, লোভে হৈয়া পরবেশে; উৎকণ্ঠাতে করে নিরীক্ষণ॥ যবে ভাগ্যোদয়, কালে, কোন যে দুর্ল্লভ স্থলে, নিজ ভাব প্রকাশ করিয়া। প্রেমরস পরসঙ্গে; বিহার করিলা রঙ্গে; আমা সভাকারে সুখ দিয়া॥ তাতে যে স্পর্শন পাইল, তোমার ওপদতল; সে অবধি আমা সভাকার। অন্যত্র না রহে মন, সদা করে উচাটন; স্পর্শগুণ বিদ্যা যে তোমার॥ যদি কহ আমা সঙ্গে, নহে সে বিলাস রঙ্গে, কহিলে যে স্বপ্ন তো সভার। সে কথা হইলে সত্য, তেমতি হইত নিত্য, তবে শুন যে কহিয়ে আর॥ অরণ্য জনের প্রিয়, ওরাঙ্গা চরণদ্বয়; গোচারণে গমনাগমনে। ব্রজবন বাসী যত; মৃগ পক্ষী আদি কত, সুখ পায় তাহার দর্শনে বিহার করিলা যাতে, শ্রীকুচ কুঙ্কুম তাতে, চিহ্ন ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে। পুলিন্দী হরিণী আদি, হৃদয়ে যে কামব্যাধি; তেজি যার দর্শন স্পর্শনে॥ যদি কহ সেই বাণী, তোসভার নাহি মানি, সদা ব্রজমাঝে সভে রহ। কেমতে আমার সনে, কবে বিহরিলা বনে, বিচার করিয়া নাহি কহ॥ তবে শুন অনায়াসে, তোমার মিলন আশে, সভে করি বন আগমনে। তোমাসঙ্গে বিহারিয়া, পুন ব্রজ মাঝে গিয়া, সদা রহি ব্রজ জন সনে॥ অন্যসম সাধারণ, প্রেমিনহে গোপীগণ; সুখপাবে কেবল দর্শনে। তুয়া পদ সেবা আশে, সাহজিক প্রেমাবেশে; আসি-য়াছি তুয়া সন্নিধানে॥ কহিলা যে আমা প্রতি, তোসভার স্নেহ অতি; তেকারণে আইলা দরশনে। দেখিলেতো যাহ ঘরে, তার এই প্রত্যুত্তরে, সকলেই কৈলে নিবেদনে॥

তথাহি। শ্রীর্যৎ পদাম্বুজ রজশ্চ কমেতুলস্যা লব্ধাপি বক্ষসিপদং কিলভৃত্য জুষ্টং। যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্য সুরপ্রয়াস স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

অস্যার্থঃ॥ যদিকহ গোপীগণ, কৃত কৃত্য সবজন; কুলশীল আমার সমান। তবে কেনে হায় হায়, পরশিবে তবপায়, না বুঝিয়ে এসব বিধান॥ তবে শুন যেই রমা, নারায়ণ প্রিয়তমা; কান্ত বক্ষস্থল স্থিতা হৈয়া। প্রেয়সী উচিত সেবা, অভিলাষ হয়ে যেবা, তেজে পদরেণুর লাগিয়া॥ স্বপতি প্রেম পর্য্যন্ত, সম্পদ যে

মূর্ত্তিমন্ত, হয়ে যে রমার স্ববীক্ষণে। যাহা বাঞ্ছে নিরবধি, বিশ্বক্‌সেন গরুড়াদি, নাম যত অন্য সুরগণে।। কিবা সে আশ্চর্য্যগুণ, পাদরজ বিশেষণ, ব্রহ্মা শিব আদি ভৃত্য জুষ্ট। তুয়া পাদপদ্ম রজ; মধুকণ্ঠ আদি ব্রজ, রাসীগণ সেবিতা বিশিষ্ট।। সে তার তোমার পুন, একই স্বভাবগুণ, সে রমার আমা সভাকার। সেই এইত স্বরূপে, লভিল যে প্রিয়া রূপে, অভিমান খর্ব্বকরে তার।। রমাবেশে নারায়ণ; চরণ পঙ্কজ ধন, সেবা দিয়া শীতলা করিলা। স্বপদ পঙ্কজ দানে শীতলা না করে কেনে; অন্তরে জলিছে প্রেমজালা।। যদি কহ রমা একা, তোমরা বহু গোপীকা; তবে যে কহিয়ে শুন আর। সে কেবল একা নহে; কিন্তু শ্রীতুলসী সহে, লীলারূপা বৃন্দানাম যার।। জ্বালন্ধর উপাখ্যানে, শুনিয়াছি পুরাণে, তার যে সতীত্ব ধ্বংস কৈলা। তিহোঁ সে হৃদয়ে স্থান, পাইয়া লক্ষ্মী সমান, পাদরজ প্রপন্না হইলা।। অতএব কহি শুন; নারায়ণ সমগুণ, তুয়া পাদ রজের কারণে। আমরাহ ব্রজবাসে, তেজি অন্য অভিলাষে, তোমাতে প্রপন্না সব জনে।। কিম্বা সমুদ্র মন্থনে, তেজি অন্য দেবগণে, রমা যৈছে ভজে নারায়ণে সেই মত ব্রজবনে, তেজি অন্য বন্ধুগণে, সভে করি তোমার ভজনে।। অথবা যদ্যপি কহ, স্বপ্নেহ তো সভাসহ; পরশন না হয়ে স্মরণ। অবিচারে যদি হয়; তাতে কিছু দোষ নয়; পুন যুক্ত নহে সে কারণ।। তাসভারে অনুচিত, আমার স্পর্শন রীত, সতীকুল আচার লঙ্ঘনে। আমার যে তোসভার, সাধ্বী কুলশীলাচার, অনুচিত ধ্বংসন করণে।। তবে যে কহিয়ে বাণী, সতী কুল শিরোমণি, নারায়ণ প্রিয়া যেই রমা। স্বপতি হৃদয়ে যে পদ, পাঞা প্রেমা সেবাস্পদ, বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী অনুপমা।। যে রমার স্ববীক্ষণে;করুণা কটাক্ষ কোণে, প্রয়াস করয়ে ভক্ত জন। কিবা যার দরশনে, প্রয়াস করয়ে মনে, অন্য সুর নর মুনি গণ।। অসমোর্দ্ধ যে মাধুরী, তোমার দর্শন করি, বেণু শুনি চমৎকার পায়্যা। পতি সেবা সতী কাম, তেজিয়া বৈকুণ্ঠধাম, ব্রজে আইলা বিমোহিতা হৈয়া।। অতিউৎকণ্ঠিত মনে, তপকরি চিরদিনে, তুয়া পদ সেবা না পাইলা। একথা সকলে জানে; তথাপিহ লোভ মনে; পদরজ কামনা করিলা।। তুলসীহ তুয়াগুণে, মোহ পায়্যা রমাসনে, ওচরণ রজ অভিলাষে। নারায়ণ সেবা কাম, তেজিয়া যে বৃন্দা নাম, কৈল এই ব্রজ বনবাসে।। তেমতি মাধুর্য্য হেরি; আমরা যে ব্রজনারী, বেণু নাদ বিমোহিতা মনে। তেজি পতি গৃহবাসে; ওচরণ রজ আশে, সকলে প্রপন্না তুয়া স্থানে।। স্ত্রী জাতির পতি সেবা, পরধর্ম্ম হয় যেবা, অকপটে কহিলা সভারে। আকর্ষহ লক্ষ্মী মন, তাতে কেবা অন্যজন, সকলে করিল প্রত্যুত্তরে।।

তথাহি। তন্নঃপ্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রি মূলং প্রাপ্তাবিসৃজ্যবসতীস্ত্বদুপাসনাশা। ত্বৎসুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ তীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষ দেহিদাস্যং।।

অস্যার্থঃ। তস্মাৎ যে পূর্ব্ব উক্ত, অবশ্য করিতে যুক্ত, নিবেদন কৈল যে তোমারে। শুনহে গোকুলেরশ্বর, তুমি সর্ব্ব তাপ হর, দাস্যদান কর মোসভারে যদি কহ গোপীগণ, তোমরা চঞ্চল মন, নবীন যৌবন মদে মত্ত। রমাদি দুর্লভ যেই, আমার চরণ সেই, সকলে প্রদান নহে যুক্ত।। তবে নিবেদন শুন; দৈন্য সহ যে বচন, ওরাঙ্গা চরণ সেবা আশে। স্বগৃহ বসতি ধন, তেজি সব বন্ধুজন, আইনু তুয়া পদমূল পাশে।। অতএব অনিবার, আশা যেই মোসভার, সম্পন্ন করিতে যুক্ত হয়। অন্যথা যে সভাকার, হইবেক দুঃখ সার, তোমারে সে উপযুক্ত নয়।। তার যে কারণ শুন, শুনহে বৃজিনার্দ্দন, দুঃখনাশ করি বার বার। বাত বৃষ্টি দাবানলে, অঘ বক বিষ জলে, রাখিয়াছ করিয়া নিস্তার।। তুয়াস্মিত নিরীক্ষণে, তীব্র কাম তপ্তমনে, আমরা গোপীকা সর্ব্বজন। রসিকশেখর শুন, রসময় দাস্য পুন, দানকরি স্নিগ্ধকর মন।। কষায় বচন দানে, স্নিগ্ধ না হইব মনে, শুন ওহে পুরুষ ভূষণ। তুমি জান সর্ব্ববিধি, উপযুক্ত যে ঔষধি, করহ সে রস বিতরণ।। নিজভাব গুপ্তকরি, ধূর্ত্তবাক্য যে চাতুরী, ছাড়হ সে সব প্রকরণ। নিজ পাদ সেবা দেহ; কিম্বা যে কহি শুনহ; হে সুন্দর স্মিত নিরীক্ষণ।। তোমাহৈতে তীব্রকাম; হইল যে দীপ্তধাম, তাতে তপ্ত আত্মা যা সভার। হেন যে গোপীকা গণে, নিজদাস্য রসদানে, ত্বরিতে করহ প্রতিকার।। দুঃশীলাদি গুণ পতি, ত্যাগ না করিব সতি; পূর্ব্বশিক্ষা দিলা যে বচন। তার এই প্রত্যুত্তর, আপনে করুণাকর, সভে মেলি কৈল নিবেদন।।

এইমত তৃতীয় বিভাগে গোপীগণ। নিজ বাঞ্ছা কহি কৈল বাক্য সমাপন।। কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হেরি সকলেই রহে। অবশেষ চতুর্থ বিভাগে সভে কহে।।

তথাহি। বীক্ষ্যালকাবৃত মুখং তবকুণ্ডলশ্রী গণ্ডস্থলাধর সুধং হসিতা বলোকং। দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড যুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈক রমণঞ্চ ভবামদাস্য।।

অস্যার্থঃ। যদি মোসভারে কহ, তোমরা বিক্রীতা নহ, আমিহ না কিনি মূল্য দিয়া। তবে যে আমার দাসী, হইবারে অভিলাষী, সকলে হইলা কি লাগিয়া।। তবে শুন কহি আর; অন্যত্র সে ব্যবহার, তোমাতে সে হেতু কিছুনয় স্বমাধুর্য্যামৃতার্পণে, কিনিয়াছ গোপীগণে; সেই মূল্য পোষণ বিষয়।। কুঞ্চিত অলকা জাল, যেন মধুকর মাল, বিলসয়ে ললাট উপরি। ঝলমল গণ্ডস্থলে, মকর কুণ্ডল দোলে, কুলবতীগণ মনোহারি।। তাহাতে মধুর হাসি, বরিখয়ে সুধা রাশি, অতিশয় অপূর্ব্ব শোভন। অরুণ কমল আঁখি, নাচন খঞ্জন পাখি, জিতি অতি চঞ্চল ইক্ষণ।। উপরে অলকা পাশ, কুণ্ডল যুগল ফাঁস, পদ্মচাঁদ সম মুখ শোভা। মন্দস্মিত সুধাচার, হংস চকোরিণী আর, ব্রজবধূগণ চিত্তলোভা।। উৎকণ্ঠাতে উড়ি আসি, দেখিতেই লাগে ফাঁসি, করিতে না পারে আস্বাদন

পড়িয়া তোমার বশে. ওসুধা মধুর আশে; উড়ু পড়ু করে সর্ব্বমন ।। তেমতি যে ভুজদণ্ড, জিতি করিবর শুণ্ড, আজানুলম্বিত বলবান। দৈত্য বধ আদি করি, রাখ এই ব্রজপুরী, যাতে কর অভয় প্রদান ।। শ্লেষার্থ চাতুরীময়, পতি আদি হৈতে ভয়, মোসভার করিয়া হরণ। দৃঢ় আলিঙ্গন করি, কাম আদি ভয় হরি, রাখ নিজ দাসী সর্ব্বজন ।। বক্ষস্থল সুবিস্তার, পরম সৌন্দর্য্য সার; নিরখিয়া অতি অনুপমা। কি দিব উপমা তার, স্বর্ণবর্ণ রেখা যার, বাম ভাগে বিলসয়ে রমা ।। ওমুখ মণ্ডল শোভা; ভুজযুগ মনোলোভা; দেখি বক্ষস্থল সুশোভন। সভে মনে অভিলাষী, হইব তোমার দাসী, আমরা গোপীকা সর্ব্বজন ।।

যথা। কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃত বেণুগীত সম্মোহিতার্য্য চরিতান্ন চলেত্রি লোক্যাং এত্রৈলোক্য সৌভগ মিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্ ।।

অস্যার্থঃ। যদি কহ গোপীগণ; সকলে মোহিত মন, হইয়া যে কহিলা বচন কুলবতীগণ যত; হাসিবেক অবিরত; এই কথা করিয়া শ্রবণ ।। তবে যে কহিয়ে শুন, অহে প্রিয় নিজ গুণ; তোমার মোহন বেণু ধ্বনি। প্রতিপদ এক মত, যেই কলপদা যত; কুলবতীগণ আকর্ষিণী ।। হেন কে আছয়ে নারী, এই ত্রিজগত ভরি সেই বেণু করিয়া শ্রবণে। ধৈরজ ধরিয়া চিতে, রহিবে যে আর্য্য পথে, সেই কথা কহত আপনে ।। বিমানচারিণীগণ. যাতে কর আকর্ষণ, তারা সব মোহ পায় মনে। নীবিবন্ধ নাহি রয়, কেশ বিগলিত হয়; তাতে কেবা অন্য নারীগণে ।। আমরা শ্রবণ করি, ধৈরজ ধরিতে নারি, কি মোহন বেণু ধ্বনি হয়। অদর্শনে যেই মত, সাক্ষাতে সভয় চিত, দশদিক সব কামময় ।। ত্রিলোকি সৌভাগ্য যেই, সর্ব্ব জন প্রিয় সেই, কিবা সুসৌন্দর্য্য যেই হয়। তোমার যে রূপ সেই, বর্ত্তমান হয়ে এই, দেখিয়া ধৈরজ কার রয় ।। নারীগণ বিমোহন, দুরে রহুঁ সে বচন, ব্রহ্ম রুদ্র আদি দেবগণে। শুনি তুয়া বেণু গান, বুঝিতে না পারি তান, অতিশয় মোহ পায় মনে ।। তারা জানে সারা সার, কহিয়ে যে শুন আর; ধেনুগণ মৃগ বৃক্ষগণ স্থিরচর যত প্রাণী, রূপ হেরি বেণু শুনি, কম্প অশ্রু পুলকিত হন ।। আর যে কহিয়ে শুন, আপন মাধুর্য্য গুণ, দর্পণে করিয়া দরশন। আস্বাদ করিতে চাহ, আলিঙ্গিতে নাহি পাহ, অতএব সর্ব্ব বিমোহন ।।

তথাহি। ব্যক্তং ভবান্ ব্রজজনার্ত্তি হরোঽভিজাতে দেবো যথাদি পুরুষঃ সুরলোক গোপ্তা। তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্ত বন্ধো তপ্ত-স্তনে শুচশিবঃ শুচকিঙ্করীণাং ।। ইতি ।।

অস্যার্থঃ। যদিবা কহিবে পুন, আমার যে সব গুণ, কহিলে সে সব সত্য হয়। নারায়ণ সমগুণ, পূর্ণকাম হেতু পুন, অন্যত্র প্রবৃত্তি যুক্ত নয় ।। কহিছ যে সব মর্ম্ম, সে নহে আমার ধর্ম্ম, তবে শুন যে কিছু কহিয়ে। ঈশ্বর যে পূর্ণধাম,

তাহার সদৃশ কাম, নিজ ব্রত কারণ দেখিয়ে।। সর্ব্বদা বিরাজমান, আদিদেব ভগবান, সকল পুরুষ শ্রেষ্ঠ হয়। সুরলোক রক্ষাহেতু; স্বেচ্ছা মাত্র ধর্ম্ম সেতু; সুরকুলে জনম লভয়।। অদিতি উদরে জন্ম, অদ্ভুত বামন কর্ম্ম, অসুরেরে পরা ভব করি। পাতালেতে প্রবেশায়্যা, স্বর্গ মর্ত্য ইন্দ্রে দিয়ে, বিলসে উপেন্দ্র নাম ধরি।। তেমতি যে গোপকুলে, তুমি অভিজাত হৈলে; ব্রজজন রক্ষার কারণ। পূতনাদি দাব ভয়, বাত বৃষ্টি পীড়াচয়, ব্যক্ত রূপে করিলা হরণ।। তোমার বিচ্ছেদে ভয়; তুয়া হেতু আর্ত্তি হয়, বাহ্যান্তর অশেষ যে বাধা। সে সব করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ, তুমি সর্ব্বজন মন সাধা।। শুন অহে আর্ত্ত বন্ধু; অপার করুণাসিন্ধু, তুমি নাথ কৃপাদ্র হৃদয়। কামানলে মোসভার, বিনাশ হইলে আর, তোমার প্রতিজ্ঞা নাহি রয়।। অতএব ব্রজজন, তুমি নাথ শরণ, তুয়া অনুগ্রহে যে জীবয়। নারায়াণ সমগুণে, রাখহ সে সব জনে, তোমারে সে উপযুক্ত হয়।। হৃদয়ে যে কামব্যাধি, না পাইয়া তদৌষধি, অতি সুকোমলা গোপীগণ। যে করস্পর্শন মনে, কাম তাপ উদ্দীপনে, নিদানে সে করয়ে প্রার্থন।। সাক্ষাত বিরাজমানে, তোমার যে দাসীগণে, কামতাপ এই অনু চিত। তস্মাৎ তপতস্তনে, তাপিত মস্তকগণে; করপদ্ম করহ অর্পিত।। এইমত তুর্য্য ভাগে, যে যে মুখ্যা কৃষ্ণ আগে, নিজ দোষ কয়ি পরিহার। অন্তরে প্রণয় রোষ; কৃষ্ণপ্রতি দিয়া দোষ; কৈল নিজ বাক্যোপসংহার।। সভে এক বাক্য করি কৃষ্ণের বদন হেরি, চারিদিগে কৈল নিবেদন। অতঃপর অহে নাথ, অবিলম্বে আত্ম সাথ, করি রাখ নিজদাসীগণ।। এই যে প্রার্থনাত্মিকা, বচন দৈন্য বোধিকা যে কথা লালসা ময়ী হয়। অন্তরে যে নিষেধয়ে, কৃষ্ণ তাহা সমুঝয়ে; এনন্দ কিশোর দাস কয়।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্রজদেবীনাং প্রার্থনার্থ বর্ননং নামত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ সংপূর্ণং।

চতুচত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় রাসলীলা জয় কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি। জয় কৃষ্ণ আকর্ষিণী গোপিকার ভক্তি।। অতঃপর সাবধানে শুন শ্রোতাগণ। বৃন্দাবন লীলামৃত অপূর্ব্ব বর্নন।। গোপীকার প্রেমরোষ দর্শন কারণে। পরিহাস ময় যেই কহিল বচনে।। শুনি প্রেম রোষ দৈন্য ভাবে নিমগন। সেই মত প্রত্যুত্তর কৈল গোপীগণ।। নিজ বাক্য সম প্রতি বচন শুনিল। লজ্জা গেল রতিনাম ভাব উপজিল।। তাসভার সেই প্রেম দৈন্যাদি বচনে। চিত্ত আদ্র হৈল রাস বিলাসেচ্ছা মনে।। যোগেশ্বর সব কায়-ব্যূহ রূপধরে। একক্লালে নানা কর্ম্ম করিবারে পারে।। তাসভা উপরি যে

অচিন্ত্য শক্তিমান। পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।। আত্মারাম রমণ করয়ে সর্ব্ব মনে। সাক্ষাত বিহরে কৃষ্ণ তাসভার সনে।।

তথাহি। ইতি বিক্লবিতং তাসাংশ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ। প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোপ্যরীরমৎ।। ইতি

এখানে কহিব কিছু রমণ প্রকার। পরম আশ্চর্য্য প্রেমরসের পাথার।। কৃষ্ণচন্দ্র বেঢ়ি সব ব্রজবধূগণে। পরম অদ্ভুত শোভা হয়ে বৃন্দাবনে।। রস উদ্দীপন চিত্ত বৈদগ্ধ্যাদি যত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম আশ্চর্য্য চেষ্টা যত।। স্তনাদি স্পর্শনে আর পুষ্পাদি অর্পণে। কটাক্ষাদি করি বিহরয়ে সভাসনে।। রস উদ্দীপক প্রিয়তমের ইক্ষণে। প্রফুল্লিত বদন কমল গোপীগণে।। কুন্দসম দশন কিরণ পরকাশ। কৃষ্ণের বদনে অতি সুধাময় হাস।। ঋতুরাজচন্দ্র যেন গগণ উপর। উডুগণ বেষ্টিত সুষমা মনোহর।। এইমত অন্যোন্য সুষমা বিলক্ষণ। সেসব রহস্য আগে করিব বর্ণন।।

তথাহি। তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভির চ্যুতঃ। উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতে নাঙ্কইবেডুভির্ব্বৃতঃ।।

এইমত পুষ্প আদি শোভা দেখাইয়া। কান্তা শত যূথ সঙ্গে বুলেন ভ্রমিয়া।। পঞ্চবর্ণ পুষ্পের যে বৈজয়ন্তী মালা। বৃন্দাদেবী কুঞ্জদাসী দ্বারে যে অর্পিলা।। সেই মালা সভে মিলি কৃষ্ণগলে দিলা। অতি মনোহর শোভা বিশেষ ধরিলা।। চন্দ্রপদ্ম আদি শোভা করায়্যা দর্শন। গানকরে নানা রস ভাব উদ্দীপন।।

তথাহি। যামিনী কৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রকাবলি বিভাবিকশ্রীঃ। ষট্পদালি কলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্যভাতি কুমুদাকরএষ।। ইতি

তাঁরা কাক বর্ণ অর্থ বিপর্য্যয় করি। কৃষ্ণে ঘটাইয়া গানকরে মনোহারি।।

তথাহি। কামিনী কৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রকাবলি বিভাবিকচশ্রীঃ। সৎপদালি কলিতৈ কলগীতৈ পশ্যভাতি কুমুদাকরএষ।। ইতি

কৃষ্ণের যে স্বরতাল আদি বেণুগান। সেই তাল স্বরে সবে গায় কৃষ্ণনাম।।

তথাহি। কাননে সুধাংশুকান্তি শুভ্র মঞ্জু বিগ্রহে পুষ্পিতে সমং ত্বয়া দ্যমে প্রিয়ালিবর্গহে। রত্নমন্ত্র বাঞ্ছিতানি চিত্ত বৃত্তিরুদ্ধহে দেবমস্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্তহে।। ইতি

তাসভার মান সে কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তি। বচনেহ সেইমত কৃষ্ণ নাম স্ফূর্ত্তি।।

তথাহি। কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্র মসংকৌমুদীং কুমুদাকরং। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ।। ইতি

এইমত বনশোভা করি প্রকাশন। প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করেন রমণ।।

তথাহি। উপগীয় মান উদ্গায়ন্ বনিতা শতযূথপঃ। মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্বনং।। ইতি

এইমত রমণ করিয়া কুঞ্জবনে। ভ্রমণ করিয়া আইলা যমুনা পুলিনে ॥ অতি যে বিস্তার স্থান হিমবালুগণ। নিন্দিয়া কর্পূর চূর্ণ উজ্জ্বল কিরণ ॥ যমুনার তরল তরঙ্গগণ যাতে। সকুমুদকল আমোদ মন্দবায়ু সুবাসিতে ॥ শরত সময়ে যেন মল্লিকা বিকাশ। তেমতি রজনী মধ্যে কমল প্রকাশ ॥ সৈত্য সৌগন্ধ্য মন্দ বায়ু নিষেবিতে। বিহার করয়ে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সাথে ॥

তথাহি। নদ্যাঃ পুলিন মাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং। জুষ্টং তত্তরলা নন্দি কুমুদামোদ বায়ুনা ॥ ইতি

বাহু প্রসারণ করি গাঢ় আলিঙ্গনে। করালকা উরু নীবী স্তন আলম্বনে ॥ কৌতুক বিধানে কর নখাগ্র অর্পণে। প্রক্ষোভন রূপে ক্ষেলি হাস্যাবলোকনে ॥ নিজ কান্তোচিত প্রীতি লক্ষণা যে রতি। সহজ লজ্জাদি ছন্ন তার যেই পতি ॥ তদুচিত মহাভাব নাম যে মাদন। ব্রজবধূগণের করিয়া উদ্দীপন ॥ যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ রাস রস রঙ্গে। রমণ করয়ে শতকোটি গোপী সঙ্গে ॥

তথাহি। বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরুনীবীস্তনালভনমর্ম্ম নখাগ্র পাতৈঃ। ক্ষেল্যাবলোক হসিতৈ ব্রজসুন্দরীণা মুত্তম্ভয়ন্‌তিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ইতি

পূর্ব্বরাগ অন্তে যেই সঙ্ক্ষিপ্ত লক্ষণ। সেইত সম্ভোগ এই করিল বর্ণন ॥ বিপ্রলম্ভ বিনা রস পুষ্টি নাহি হয়। অলঙ্কার শাস্ত্রে ভরতাদি মুনি কয় ॥ কষায়িত বস্ত্রাদিতে যৈছে ধরে রাগ। তৈছে পুনঃ মিলনে বাড়য়ে অনুরাগ ॥

তথাহি। নবিনাবিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টি মশ্নুতে। কষায়িতেহি বস্ত্রাদৌ ভূয়ানাগোবিবর্দ্ধত ॥ ইতি

অতএব বিপ্রলম্ভে মান যে প্রকার। প্রসঙ্গানুরূপে কিছু কহি গোপীকার ॥ মহালীলা ঈশ্বর যে নায়কেরগণ। তাসভার শিরোমণি ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক স্বয়ং ভগবান। চুম্বনালিঙ্গনে কৈল তাসভার মান ॥ এইমত প্রেম রস বিলাস কারণে। সৌভাগ্য লভিলা সব ব্রজবধূগণে ॥ অতিশয় প্রণয় মানিনী সভে হৈলা। আপনাকে সভে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিলা ॥ প্রণয় মাননী হইলেন কৃষ্ণপ্রতি। নারীগণ সম্বন্ধে গর্ব্বিত চিত্ত অতি ॥ আগেত কহিব মান উদ্ভব কারণ। স্বভাব বিশেষ হেতু নিহেতু লক্ষণ ॥ নায়ক নায়িকা অনুরক্ত দুইজনে চুম্বনালিঙ্গন প্রেমে একত্র মিলনে ॥ নিজাভীষ্ট নিরোধিয়ে মনে উপজয়। অলঙ্কারশাস্ত্রে মান আখ্যান সে হয় ॥

তথাহি। দাম্পত্যোর্ভাব একত্র যতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদি নিরোধিমান উচ্যতে ॥

প্রেমের স্বভাব বক্র অহি সমহয়। সহেতু নির্হেতু মনে মান উপজয় ॥

তথাহি। অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ। অতোহেতো-
রহেতোশ্চ যূনে র্মান উদঞ্চতি ॥ ইতি

সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য তারুণ্য রূপ গুণে। ইষ্টালাভে গর্ব্ব হয় অন্যের হেলনে ॥

তথাহি। সৌভাগ্য রূপ তারুণ্য গুণ সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা-
চান্য হেলনং মান উচ্যতে ॥ ইতি

কৃষ্ণ প্রেম বিশেষ যে স্থায়ীভাব হয়। গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব হয়েত তন্ময ॥ মধুরাখ্য রসে এই মতে অবস্থিতি। প্রণয়মান গর্ব্ব হেতু রসাবহ অতি ॥

তথাহি। এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ। আত্মানং মেনিরে
স্ত্রীণাং মানিন্যোভ্যধিকং ভুবি ॥ ইতি

সেইত সৌভাগ্য হেতু গর্ব্ব তাঁসভার। বিশেষত দেখিয়া প্রণয়মান আর ॥ বিচার করয়ে কৃষ্ণ নিজ মনে মনে। এমতে নহিবে সুখ অনুরাগ বিনে ॥ সাম ভেদ ক্রিয়া দান নত্যুপেক্ষা আর। রসান্তর আদি করি ষড়্‌বিধ প্রকার ॥ মান অনু রূপ যথাযোগ্য প্রকল্পনে। সহেতু যে মান তাহা হয়ে প্রশমনে ॥

তথাহি। হেতু গোপী সমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ। সামভেদ
ক্রিয়াদান নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ ॥ ইতি

নির্হেতু প্রণয় মান বিনা প্রতিকারে। উপসম হয় কিবা কিঞ্চিৎ প্রকারে ॥ তথাপিহ সেই গর্ব্ব মান প্রশমনে। উপেক্ষা কারণ কৃষ্ণ কৈল নির্দ্ধারণে ॥ রাধিকা সদৃশী প্রিয়তমা নাহি আন। তাঁরে লৈযা অলক্ষিতে কৈল অন্তর্দ্ধান ॥

তথাহি। তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশব। প্রশমায় প্রসা-
দায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত ॥ ইতি

স্বেচ্ছাময় লীলা ইচ্ছাকরি নিজমনে। এককালে সভাকারে মহাবস দানে ॥ অন্তর্দ্ধান কৈল কৃষ্ণ এইত কারণ। কিন্তু আর এক আছে মুল প্রয়োজন ॥ বৃন্দা বন কুঞ্জে একা রাধাসহ লীলা। লালসা করিয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ॥ তাঁরে সঙ্গে লৈয়া প্রেমরস প্রকাশিয়া। বাঞ্ছাপূর্ণ করে কুঞ্জে বিহার করিয়া ॥ অথারাস মণ্ডলিতে শোভা যে আছিল। কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানে তাহা অন্তরায় হৈল ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কিরূপে করিল অন্তর্দ্ধান। বুঝিতে নারিল কেহ সেইত বিধান ॥ শুক দেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। কৃষ্ণ হারাইয়া ব্রজবধূ সর্ব্বজনে ॥ অতিশয় তীব্রতাপ উপজিল মনে। কৃষ্ণগত চিত্তে সভে করে অন্বেষণে ॥ করিণী সকল যেন করীন্দ্র কারণে। ভ্রমণ করিয়া বুলে সর্ব্ব বনে বনে ॥

তথাহি। অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ। অতপ্যং স্তমচক্ষাণাঃ
করিণ্যইব যূথপং ॥ ইতি ॥

কি কহিব তাসভার ভাব বিশেষণ। কায়মনোবাক্যে করে কৃষ্ণে অন্বেষণ ॥ কিবা সে অপূর্ব্ব গতি অনুরাগ মনে। কান্তোচিত ভাবেস্মিত বিভ্রমইক্ষণে ॥

কিবা সে শৃঙ্গার চেষ্টা অনুভাব গণ। কিবা সে আশ্চর্য ভাব বিশেষ বিভ্রম ।।

তথাহি। চিত্তবৃত্ত্যানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমোমত ।। ইতি

চিত্ত বৃত্ত্য অনবস্থা অনুরাগ মনে। গতিস্মিত বিহারাদি কায়িক বর্ত্তনে ।। মনোরম আলাপয়ে মধুর সুস্বর। কৃষ্ণের বিষয় সেই বাচিক ভিতর ।। পূর্ব্ব আচরিত লীলা বিলাস স্মরণে। সকলে আক্ষিপ্ত চিত্তা উন্মাদ লক্ষণে ।। সহজে প্রহৃষ্ট মদযুক্তা নারীগণ। বিশেষত কৃষ্ণ প্রেমবতী সর্ব্বজন ।। সর্ব্বগুণ মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য যে সম্পত্তি। সে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠাত্রী যেই পূর্ণ শক্তি ।। তার পতি আচরিত হয়ে যত লীলা। অথবা শ্রীরাধাকান্ত পূর্ব্ব যে কহিল ।। তদাত্মিকা হৈয়া সব ব্রজবধূগণ। সে সব বিবিধ চেষ্টা করয়ে গ্রহণ ।।

তথাহি। গত্যানুরাগস্মিত বিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপ বিহার বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদারমাপতে স্তাস্তাবিচেষ্টাজগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ।।

কৃষ্ণের গমন স্মিত বিশেষ ঈক্ষণে। বচন বিলাস তৈছে লীলানুকরণে ।।

তথাহি। প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশাদিভিঃ ক্রিয়া ।। ইত্যাদি

অন্তরে বাহিরে সবে কৃষ্ণ ভাবময়। সকল ইন্দ্রিয় অঙ্গ ভঙ্গিমা করয় ।। কৃষ্ণ সম বিহার বিভ্রমা সভে হয়। কিবা কৃষ্ণ বিহারের ভ্রান্তি যাতে হয় ।। অন্যোহন্যে নিবেদয়ে ব্রজবধূগণ। তোসভার প্রিয় আমি কৈল আগমন ।। যৈছে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে তো সভার। আমিহ নাগর তৈছে করিব বিহার ।।

তথাহি। গতিস্মিত প্রেক্ষণ ভাষণাদিষুপ্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ় মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহংত্বিত্য বলাস্তদাত্মিকান্য বেদিষুঃ কৃষ্ণ বিহার বিভ্রমাঃ ।। ইতি

প্রেমলীলা ভবি স্বভাবত সর্ব্বজন। কৃষ্ণ ভাবাবেশে লীলা কৈল কতক্ষণ ।। তার পর যবে বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিল। বিয়োগে উন্মাদ ভাব সকলের হৈল ।। পূতনা বধাদি লীলা প্রসিদ্ধ গোকুলে। ব্রজবাসী মাত্র গান করয়ে সকলে ।। ব্রজবধূগণ সেই লীলা উচ্চস্বরে। গান করি বনে বনে অন্বেষিয়া ফিরে ।। কেশ বাস বিগলিত উন্মত্তের প্রায়। যারে দেখে তারে কৃষ্ণ বৃত্তান্ত সুধায় ।। সর্ব্ব অন্তর্যামী রূপ পুরুষ যে হয়। সর্ব্বভূত অন্তরে বাহিরে যে বৈসয় ।। বৃক্ষগণ প্রতি সে পুরুষ জ্ঞান করি। প্রিয়কথা জিজ্ঞাসয়ে অতি প্রেমে ভরি ।।

তথাহি। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবসংহতা বিচিক্যুরুন্মত্ত কবদ্বনাদ্বনং।
পপ্রচ্ছু রাকাশ বদন্তরং বহির্ভূতেষুসন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ।। ইতি

কৃষ্ণপ্রিয় কারণে আদর করি অতি। প্রত্যেকে পুছয়ে সব বৃক্ষগণ প্রতি ।। শুনহে অশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধক নেনে। তোমরা পাইলে নন্দসূনু দরশনে ।। প্রেমপ্রকাশিয়া হাস্যাবলোকন করি। মোসভার মনোরত্ন লৈয়াগেলা হরি ।। অতএব নষ্ট ধন উদ্দেশ কারণে। তারকথা পুছি তুমি সব সাধু স্থানে ।। কোন স্থানে বিহার

করয়ে কহ মোরে। সেই স্থানে অন্বেষণ করিয়ে তাহারে ॥ কৃষ্ণমান্মা কহিল ঈর্ষাগত মনে। নন্দসূনু কহে ব্রজ আনন্দ কারণ ॥

তথাহি। দৃষ্টোবঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষন্যগ্রোধনোমনঃ। নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ইতি

তাসভার স্থানে প্রত্যুত্তর না পাইয়া অনুমান করে মনে মনে বিচারিয়া। এস কল বৃক্ষ নিজ মহত্ত্ব কারণে। ক্ষুদ্র বুদ্ধ্যে না কহিল মো সভার স্থানে ॥ এত অনুমান করি অন্য বৃক্ষগণে। সম্বোধন করি অতি বিনয় বচনে ॥ জিজ্ঞাসয়ে ওহে কুরুবক হে অশোক। হে নাগকেশর হে পুন্নাগ চম্পক ॥ বলরামানুজ অতিশয় বলবান। মানিনী গণের যে হরয়ে সর্ব্বমান ॥ কপট হাস্যেতে মো সভার দর্প হরি গমন করিলা এই বনের ভিতরি ॥ তোমার নিকটে তিহেঁ। আছেন লুকাঞা। যাইতে দেখিলে কিবা কহ বিশেষিয়া ॥ প্রাণ যায় সেই মহ। মোহন বিচ্ছেদে। সহিতে না পারি জিজ্ঞাসিয়ে অতি খেদে॥ অতএব তুমি সব সাধু এই বনে। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি রাখ সভার জীবনে ॥

তথাহি। কচ্চিৎ কুরুবকাশোক নাগ পুন্নাগচম্পকাঃ। রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ইতি ॥

উত্তর না পায়্যা কিছু তাসভার স্থানে। বিচারিয়া অনুমান করে নিজ মনে ॥ এ পুরুষ জাতি প্রায় কৃষ্ণদাস হয়। মানিনী জানিয়া অসূয়াতে নাহি কয় ॥ এত অনুমানি পুনঃ তুলস্যাদিগণে। নিজ সখী প্রিয়মানী করে জিজ্ঞাসনে ॥ শুন হে তুলসী জগন্মঙ্গলকারিণী। পরম সৌভাগ্যবতী তুমি সভে জানি ॥ শ্রীবিষ্ণু চরণ দ্বন্দ প্রিয় যে তোমার। কিবা যে চরণ পদ্ম প্রিয়াস্যাতি যার ॥ অথবা গোবিন্দ সেই গোকুলেন্দ্র হয়। তাহার চরণ প্রিয়া তুমি সুনিশ্চয় ॥ তোমার সহিতে সেই চরণারবিন্দে। ভ্রমণ করয়ে অলিকুল মধুগন্ধে ॥ অনিবর্ব্য মত্ত অলিগণের ঝঙ্কারে। যতন করিয়া তিহোঁ লুকাইতে নারে ॥ তোমাছাড়ি তিহোঁ নাহি রহে একক্ষণ। কাঁহা সে অচ্যুত সত্য কহ সে বচন ॥

তথাহি। কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ চরণপ্রিয়ে। সহত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥

তুলসীর স্থানে কিছু উত্তর না পায়্যা। নিজ অভিমান হেতু মনে বিচারিয়া ॥ কৃষ্ণ অন্বেষণে সভে করয়ে গমন। আগে দেখে পুষ্পভরে নম্রশাখাগণ ॥ পুষ্প সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে। এই কৃষ্ণ দর্শীরূপা করিল সেবনে ॥ অভিমানহীনা এই সব সুনিশ্চয়। অনুমান করিয়া প্রত্যেকে জিজ্ঞাসয় ॥ মালতী মল্লিকে জাতি যূথী সখীগণ। মাধবাগমনে হৈলা প্রফুল্ল বদন ॥ তোমা সভা প্রীতি জন্মাইয়া সেই হরি। গমন করিলা পুষ্প ত্রোটনাদি করি ॥ মো সভার সমান দুঃখিনী সর্ব্বজন। কহিতে উচিত কৈছে করিলা গমন ॥

তথাহি। মালত্যা দর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে। প্রীতিং বো জনয়ন্‌-
জাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥

এইমত পুষ্পবতি কৃষ্ণ দাসীগণে। ঈষাযুত মত্র নখক্ষতাদি সূচনে॥ উত্তর না পাঞা মনে অনুমান করে। কৃষ্ণ দাসীসব ভয়ে না কহে আমারে॥ এত অনুমানি চলে কৃষ্ণ অন্বেষণে। মুনিপ্রায় দেখি জিজ্ঞাসয়ে বৃক্ষগণে॥ চূত হে লতাম্র-সাল ভেদ যে পিয়াল। পনশ কণ্টকি হে অসন পীত সাল॥ কোবিদার হে চমরী বিভেদ কাঞ্চন। হে জম্বুর্ক বিল্ব বকুলাম্র বৃক্ষগণ॥ কদম্ব হে নীপ মুলি কদম্ব বিশেষ। জাম্বির দাড়িম্ব নিম্ব বৃক্ষ যে অশেষ॥ মুল অস্থিত্বক শাখা পত্র পুষ্পফলে। পর উপকারে জন্ম যমুনার কূলে॥ তীর্থবাসী সত্যবাদী নিজ কৃপা গুণে। বঞ্চনা না কর সত্য কহ যে বচনে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে হতজ্ঞান মোসভার। মৃতপ্রায় অন্বেষণে গতি নাহি আর॥ অতএব শুন মোসভার নিবেদন। কৃষ্ণের পদবী কহি রাখহ জীবন॥

তথাহি। চূতঃ পিয়াল পনশাসন কোবিদার জম্বর্ক বিল্ব বকুলাম্র কদম্বনীপাঃ। যেহন্যে পরার্থ ভবিকা যমুনোপকূলাঃ সংসন্তু কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাংনঃ॥ ইতি

এইমত সবে কৃষ্ণ পদবী প্রার্থনে। ভূমিতে ধরিল নেত্র চরণ স্মরণে॥ সকল ব্যাপকা এই পৃথিবী যে হয়। ইহোঁ কৃষ্ণ দরশন পাইল নিশ্চয়॥এত মনে করি দূর্ব্বাঙ্কুরাদি যাচনে। কৃষ্ণ পাদস্পর্শ হেতু পুলকিত মনে॥ পরম সৌভাগ্যবতী পৃথিবী যে হয়। এই মনে আর্ত্তিক্রমে সভে জিজ্ঞাসয়॥ শুন হে ধরণী তুমি কোন তপ কৈলা। কৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিলা॥ যাতে অতি মহোৎসব হইল তোমার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক দেখি অতি শোভা সার॥ কেবল সে অঙ্ঘ্রি-স্পর্শে এমত না হয়। বুঝিল সম্ভোগ হেতু স্বভাব উদয়॥ পুনরপি পক্ষান্তর উঠাইয়া কয়। এই যে উৎসব অঙ্ঘ্রি সম্ভোগ নিশ্চয়॥ ত্রিলোকী হইতে যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিল। ত্রিবিক্রম পাদপদ্মে এমত কি হৈল॥ এমত পুলক শোভা সম্পত্ত্যাদি আর। সে কালে ঈদৃশ সুখ না শুনি তোমার॥ কিবা সে চরণ স্পর্শ মাত্র হেতু নয়। বরাহ আকৃতি যেই ভগবান হয়॥ রসাতল হৈতে তিহোঁ তোমা উদ্ধারিল তাহাতে তোমার সঙ্গে সম্ভোগ হইল॥ অতএব মোসভারে কহিবে নিশ্চয়। কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শন সম্ভব কিসে হয়॥ কিবা ত্রিবিক্রম পাদ স্পর্শন কারণে। অথবা বরাহমূর্ত্তি সহ আলিঙ্গনে॥ ত্রিবিক্রম বরাহ যে ঈশ্বরাবতার। কেশ বেশ মাধুর্য্য কৃষ্ণের সর্ব্বসার॥ যাহাতে তোমার হেন মহোৎসব হৈল। সে কথা নিশঙ্ক করি মোসভারে বল॥ পরম সুভগা তুমি বুঝিল বিধানে। আমরা দুর্ভগা সব কৃষ্ণসঙ্গ বিনে॥ তাহার বিচ্ছেদ মোরা সহিতে না পারি। কৃষ্ণপদ দেখাইয়া দেহ কৃপা করি॥

তথাহি। কিস্তেকৃতং ক্ষিতিতপোবত-কেশরাজ্জি স্পর্শোৎসবোৎ পুলকিতাঙ্গরু হৈর্বিভাসি। অপ্যাঙ্ঘ্রি সম্ভব উরু ক্রম বিক্রমাদ্বা আহো বরাহ বপুষঃ পরিরম্ভণেন ।। ইতি

ধরণীর স্থানে কিছু উত্তর না পায়্যা। সভে অনুমান করে মনে বিচারিয়া ।। তুলসী সদৃশী এই কৃষ্ণপ্রিয়া হয়। কৃষ্ণ ইচ্ছ অনুসার হেতু না কহয় ।। এই মতে আগে সভে অন্বেষিয়া ফিরে। অথাকৃষ্ণ রাধাসঙ্গে নিকুঞ্জে বিহরে ।। স্বপক্ষ যে গণ আগে হরিণী দেখিয়া। জিজ্ঞাসয়ে তারে অতি বিশ্বাস করিয়া ।। কৃষ্ণসার পত্নী সখী শুনহে বচন। প্রিয়ের বিরহ দুঃখ হয়েত যেমন ।। আপন বিষয়ে তুমি জান ভালমতে। অতএব মোসভারে কহিবে নিশ্চিতে ।। মো সভা তেজিয়া কৃষ্ণ প্রিয়া করি সাথে। এপথে আইলা তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ।। হেনকালে মৃগী গণ সে পথে আইলা। নেত্রভঙ্গি দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিলা ।। প্রিয়াসহ কৃষ্ণের মাধুর্য্য দরশনে। পরম আনন্দ সভে পাইয়াছ মনে ।। অন্যথা প্রসন্ন দৃষ্টি এমত নাহয়। অতি যে নিকটে সভে দেখিলা নিশ্চয় ।। আমরা সকলে সখী হই রাধিকার। দূরে হৈতে জানি অঙ্গগন্ধ সে দোহাঁর ।। তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদ ইত্যাদি ন্যায়েতে। সেই পরিমল পাই এইত দিশাতে ।। প্রথমে সে অঙ্গে দিল বৈজয়ন্তি মালা। তারপর তুলসীর মালা যে ধরিলা ।। তৎপশ্চাৎ কুন্দমালা করিল ধারণ। শ্রীঅঙ্গে ত্রিবিধ মালা অতি সুশোভন ।। অতএব মো সভারে নাকর বঞ্চন। কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ।।

তথাহি। অপ্যেন পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়যেহ গাত্রৈস্তন্বন্দৃশাং সখীযুনির্বৃতি মচ্যুতোবঃ। কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতাযাঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ।।

হরিণী সর্ব্বের দেখি মৌন বিলোকনে। নিজসম বিরহার্ত্তিভব অনুমানে ।। কৃষ্ণ অন্বেষণে আগে করয়ে গমন। ফল পুষ্প ভরে নম্র শাখা সুশোভন ।। দেখিয়া পরম সাধু মানি বৃক্ষগণে। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পুছে তাসভার স্থানে ।। প্রিয়া স্কন্ধে বামভুজ করিয়া ধারণে। দক্ষিণ ভুজেতে নীলাপদ্ম আলম্বনে ।। তুমি সব সাধু কৃষ্ণ দরশন পাইলা। ফল পুষ্প দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা ।। অতি যে সৌগন্ধ্য পদ্ম তুলসীর মালা। সে সৌরভ্য পাঞা অলিকুল ধাঞা আইলা ।। মধু মদে অন্ধ কিছু দেখিতে নাপায়। প্রিয়া মুখপদ্মে উড়ি পড়িবারে চায় ।। অতএব নীলপদ্ম করিয়া চালনে। নিবারণ করি চলে মধুকরগণে ।। বলরামানুজ সে প্রমত্ত অতিশয়। মো সভার চিত্তে তেঞি হয়েত সংশয় ।। তো সভার প্রণামে কি কৈল অবধান। কিবা নাহি করে হয় যথার্থ আখ্যান ।।

তথাহি ।। বাহুংপ্রিয়াংশ উপধায় গৃহীত পদ্মো রামানুজ স্তুলসি

কালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ। অন্বীয়মানইহবস্তরবঃপ্রণামং কিম্বাভিনন্দতি
চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥

উত্তর না পায়্যা সভে অনুমান করে। এই সব কৃষ্ণদাস না কহে আমারে ॥ এই মত সভে করে কৃষ্ণ অন্বেষণ। আগে দেখে বৃক্ষ আলম্বনে লতাগণ ॥ অতি সুকোমলা মন্দ পবনে দোলায়। স্ত্রীজাতি দেখিয়া সভে মানে সখী প্রায় ॥ কৃষ্ণ কর নখস্পর্শ এসভে পাইলা। তাহাতে অত্যন্ত কম্প পুলক ধরিলা ॥ অতএব সখী সব কৃষ্ণের উদ্দেশ। ইহা সভাকারে পুছ কহিবে বিশেষ ॥

তথাহি। পৃচ্ছতেমালতা বহূনপ্যাশ্লিষ্টবনস্পতেঃ। নূনং তৎ করজ
স্পৃষ্টাবিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥

এইমত উন্মত্তের সমান বচনে। অন্বেষণ করিয়া কাতর গোপীগণে ॥ কৌমার পৌগণ্ড যে কৈশোর কৃষ্ণলীলা। ভাবাবেশে সভে গান করিতে লাগিলা ॥ কৃষ্ণ গত আত্মা সব ব্রজবধূগণ। প্রেমোন্মাদে করে কৃষ্ণ লীলানুকরণ ॥ নিজভাব স্বভাবে কিছুই নাহি করে। কৃষ্ণের বিচ্ছেদাবেশে নানা বেশ ধরে ॥

তথাহি। ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাঃ। লীলা ভগবত
স্তাস্তাহ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥

কৃষ্ণ বাল্যাবেশে কেহ রহিলা সুতিয়া। কেহত পূতনাবেশে তারে কোলে লঞা আহা মরি মরি করি স্তন দেয় মুখে। তিহোঁ পানছলে ফেলি বৈসে তার বুকে ॥ কেহ যে সুতিলা বাল্যভাব প্রকাশিয়া। শকট আকৃতি কেহ হইলা আসিয়া ॥ অধোমুখে রহে হস্ত পাদ অবনিতে। ক্রন্দন করিয়া তারে ফেলে পদাঘাতে আর কেহ বাল্যভাবে রহিলা সুতিয়া। কেহ পাক দিয়া আইসে তৃণাবর্ত্ত হৈয়া তারে লৈয়া অন্তরীক্ষে যাইবারে চায়। তিহোঁ তারে গলে ধরি ভূমিতে পেলায় কৃষ্ণ সম কিঙ্কিণী নূপুর বাজাইয়া। কেহ বাল্যাবেশে বুলে হামাগুড়ি দিয়া ॥ কৃষ্ণ বলরাম বেশে দোহেঁ করে লীলা। কথোজনা ব্রজ শিশুভাবে করে খেলা আর কত জনবৎসাকৃতি হৈয়া রয়। তারমধ্যে এক জনা বৎসাসুর হয় ॥ কৃষ্ণা বেশে আসি তারে ফেলে পাক দিয়া। সভে সাধু সাধু কহে সে কর্ম্ম দেখিয়া বকাকৃতি হৈয়া কেহ তারে আসি ধরে। তিহোঁ কৃষ্ণাবেশে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে ॥ কেহ অঘাকৃতি যেন পড়িয়া রহিলা। কৃষ্ণাবেশে কেহ যেন মারিয়া ফেলিলা ॥ এইমতে সকলে মিলিয়া লীলাকরে। গোপাল বালক যেন বনের ভিতরে ॥ কতোজন দূরবনে চলে গাবী লৈয়া। কেহ কেহ আহ্বানয়ে ধেনু নাম লৈয়া ॥ কেহ বেণু বাদ্য করে কৈশোর আবেশে। ক্রীড়া করে দেখি অন্য সকলে প্রশংসে ॥ কেহ কৃষ্ণাবেশে বলে সভারে ডাকিয়া। মনোহর নৃত্য লীলা মোর দেখসিয়া ॥ কেহ ডাকি বলে আর বাত বর্ষা হৈতে। তোমরা সকলে ভয় না করিহ চিতে ॥ সকলের ভয়ত্রাণ এইদেখ করি। এত বলি বস্ত্র তোলে বামহস্তে

ধরি ।। পৌগণ্ড আবেশে কেহ কারো হাতে ধরি। কদম্বে উঠিবে যেন চলে ত্বরা করি ।। শুনরে দুষ্ট কালীয় কহিয়ে বচন। হ্রদছাড়ি ত্বরিতে করহ আগমন ।। খল স্বভাবত যদি না যাইবে তুমি। সকল খলের দণ্ডধারি আছি আমি ।। এক জনা ডাকি বলে আর সব জনে। দেখ হে গোপাল সব দাবানল বনে ।। তোমরা সকলে শীঘ্র মুদহ নয়ন। ত্বরিতে করিব আমি মঙ্গল বিধান ।। কেহ ননীখাঞা যেন ভাণ্ড ভাঙ্গি যায়। ব্রজেশ্বরী যেন কেহ তার পাছে ধায় ।। ননীখাও ভাণ্ড ভাঙ্গ যাহ পলাইয়া। করিব তোমার দণ্ড রাখিব বান্ধিয়া ।। কেহ উদুখল যেন বসিয়া রহিলা। কেহ ব্রজেশ্বরী তারে তাহাতে বান্ধিলা ।। তিহোঁ দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করি। রোদন করিয়া ভয়ে রহে তাঁরে হেরি ।। এই মত অন্যোন্যে যত গোপীগণ। যথোচিত করে কৃষ্ণ লীলানুকরণ ।।

তথাহি। কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যা পিবৎস্তনং। তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যাপদাহন্ শকটায়তীং।দৈত্যায়িত্বা জহারাণ্যা মেকাকৃষ্ণার্ভভাবনা। রিঙ্গয়া মাসকাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তি ঘোষনিস্বনৈঃ। কৃষ্ণ রামায়িতেদ্বেতু গোপায়ন্ত্যশ্চকাশ্চন। বৎসায়তীং হন্তি চান্যাতত্রৈকাতুবকায়তীং। আহূয় দূরগায়দ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং। বেণুংক্বণন্তী ক্রীড়ন্তী মন্যাঃ সংশন্তি সাধ্বিতি ।। কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজংন্যস্য চলন্ত্যাহাপরাননু। কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনা। মাভৈষ্টবাত বর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং হিবঃ। ইত্যুক্তৈকেনহস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেম্বরং। আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহা পরাননু। দুষ্টাহে গচ্ছ যাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্ ।। তত্রৈকোবাচ গোপালা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং। চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বংবোবিধাস্যেক্ষেমমঞ্জসা। বদ্ধান্যয়াস্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদুখলে। বধ্নামিভাণ্ড ভেত্তারং হৈয়ঙ্গব মুষন্ত্যপি। ইত্যাদি ৯।১৪।২৩।

এই মত পুনঃপুনঃ কৃষ্ণ লীলাগুণ। গান অনুকরণ করিয়া গোপীগণ ।। জিজ্ঞাসিয়া বৃন্দাবনে লতাতরুগণে। কৃষ্ণ অন্বেষণ করি বুলে বনে বনে ।। পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্র নন্দন। পরম প্রেয়সী সহ করিল গমন ।। মুনি সব যে চরণ চিহ্ন ভাবে মনে. সাক্ষাৎ সে সব চিহ্ন দেখে গোপীগণে ।। প্রথমে পাইল তাপ কৃষ্ণ অদর্শনে। দ্বিতীয়ে করিল গান সহ অন্বেষণে ।। তৃতীয়ে সে গান কৃষ্ণলীলানুকরণ। চতুর্থে পাইল পদচিহ্ন দরশন ।।

তথাহি। এবং কৃষ্ণংপৃচ্ছমানাবৃন্দাবনলতাস্তরূন্। ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ।। ইতি

অন্যোন্যে কহে হের দেখ গোপীগণ। কৃষ্ণ পদচিহ্ন সব স্ফুট বিলক্ষণ ।। ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ যব সুশোভন। স্বস্তিক যে ঊর্দ্ধ রেখা আর অষ্টকোণ ।। এই অষ্টচিহ্ন হয় দক্ষিণ চরণে। বামপদ চিহ্ন এবে কর দরশনে ।। ত্রিকোণেন্দ্র ধনু

কুম্ভ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার। অম্বর গোষ্পদ মীন সপ্তম প্রকার ॥ জম্বুফলাকার চিহ্ন দক্ষিণ চরণে। এইত ষোড়শ চিহ্ন দেখ বিদ্যমানে॥ শঙ্খ চক্র ছত্র তিন করহ দর্শন। দুইপদে চিহ্ন ঊনবিংশতি গণন॥

তথাহি। পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ। লক্ষ্যন্তেহি ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ যবাদিভিঃ॥

বিচ্ছেদান্বেষণে বলহীনা গোপীগণ। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদচিহ্ন বিলক্ষণ॥ অন্বেষণ করি করি সভে চলি যায়। দূর্ব্বা শিলাময়ী ভূমে দেখিতে না পায়॥ কাহোঁ যে উজ্বল রেণু বিশেষ ভূমিতে। সবিশেষ পদচিহ্ন পায়েন দেখিতে॥ বধূ পদচিহ্ন কৃষ্ণ পদচিহ্ন সনে। দেখি আৰ্ত্ত হৈয়া কহে সব গোপীগণে॥

তথাহি। তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎ পদবী মন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোবলাঃ। বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন॥

কৃষ্ণের সহিত কেবা করিল গমন। কার পদচিহ্ন এই দেখ সর্ব্বজন॥ কৃষ্ণস্কন্ধে আপন প্রকোষ্ঠ যে ধরিল। কৃষ্ণ যার স্কন্ধভুজ আলম্বন কৈল॥ করিণীর স্কন্ধে যৈছে করিশুণ্ড দিয়া। করিণী যেমত করি সহিতে মিলিয়া॥ গমন করয়ে কাম মদে মত্ত হৈয়া। তেমতি গমন এই দেখ সভেসিয়া॥

তথাহি। কস্যাঃ পদানিচৈ তানি যাতায়া নন্দসূনুনা। অংশন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণো করিণা যথা॥

কৃষ্ণ যারে সঙ্গেলৈয়া করিলা গমন। কহিতে লাগিলা তাঁর সুহৃদ্ পক্ষগণ॥ ভগবান ভক্ত ইষ্ট প্রদানে সমর্থ। সেই হরি আরাধনা ক্রিয়াযে যথার্থ॥ বুঝি ইহোঁ নিশ্চয় করিলা জন্মান্তরে। তেকারণে কৃষ্ণেরে করিল বশীকারে॥ মোরা জন্মান্তরে তৈছে ভজন না কৈল। তাদৃশ যে বশীকার ভাগ্য না লভিল॥ এইত কারণে কৃষ্ণ মোসভা তেজিয়া। বিহার করয়ে তাঁরে নিভৃতে আনিয়া॥ অথবা যে স্বমাধুর্য্য প্রকটন পর। সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বজন মনোহর॥ ব্রজজন প্রাণনাথ গোবিন্দ যে হয। তাঁর আরাধন ইহোঁ করিল নিশ্চয়॥ অতএব তিহোঁ আমা সভারে তেজিয়া। বিহার করয়ে রাধা নিভৃতে লইয়া॥

তথাহি। অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥

একথা শুনিয়া যে তটস্থা পক্ষাগণ। অন্যোঽন্যে মিলি কহে করি সম্বোধন॥ সখী সব শুন হয়ে আশ্চর্য্য কথন। কৃতকৃত্য কৃষ্ণ পাদপদ্ম রেণুগণ॥ ব্রহ্মা শিব আর লক্ষ্মী দুঃখ বিনাশনে। অতিশয় ভক্ত্যে করে মস্তকে ধারণে॥ অতএব ধন্য কৃষ্ণ পদরেণুগণ। আমরা অধন্যা কৃষ্ণ বিচ্ছেদ কারণ॥

তথাহি। ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। যান ব্রহ্মেশোরমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্নাঘনুত্তয়ে॥ ইতি

একথা না শুনি প্রতিপক্ষ গোপীগণ। কহিতে লাগিলা ঈর্ষাময় যে বচন ।। কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গে যেহোঁ করিলা গমন। মোসভা তেজিয়া কৃষ্ণ যাহার কারণ ।। অচ্যুত অধর সর্ব্ব গোপীকার ধন। চুরিকরি একা যেই করে আস্বাদন ।। তার এই সব পদচিহ্ন দরশনে। অতি দুঃখ উপজয়ে মোসভার মনে ।।

তথাহি। তস্যা অমূনিনঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানিযৎ। যৈকাপ হৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরং ।।

পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে চলি যায়। রাধিকা চরণচিহ্ন দেখিতে না পায় ।। সুহৃদপক্ষগণ কথা কহে পুনর্ব্বার। রাধিকার পদচিহ্ন না দেখিযে আর ।। শিল তৃণাঙ্কুরে পদতলে ব্যথা পাইলা। তেকারণে প্রিয় প্রিয়া কোলে করি নিলা ।।

তথাহি। নলক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যানূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যাৎ সুজাতা জ্ঞিতলা মুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ।।

অসূয়াতে কহে প্রতিপক্ষা গোপীগণ। বিচারিযা বুঝহে বিদগ্ধা গোপীগণ ।। প্রেমরস বিদগ্ধ সে কৃষ্ণ কভু নয়। কেবল সে কামতন্ত্রপর সুনিশ্চয ।। এই হেতু বধূরে সে কান্ধেকরি লয়। তাহারে বহিতে অতি ভারাক্রান্ত হয় ।। অতএব তার এই পদচিহ্নগণ। বর্ত্তমান দেখ হয়ে অতি নিমগন ।।

তথাহি। ইমান্যধিক মগ্নানি পদানিবহতোবধূং। গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।।

এত শুনি রাধিকার স্বপক্ষ কতজন। নিজভাব অনুরূপ কহেন বচন ।। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ শিরোমণি। কান্তার অধীন হৈয়া কহিলা আপনি ।। হের'য় অপূর্ব্ব পুষ্প দেখ হে সুন্দরি। তুমি যদি তোল আমি উঠাইয়া ধরি ।। এইবলি পার্শ্ব দ্বয়ে ধরি উঠাইলা। তিহোঁ এই সব পুষ্প ত্রোটন করিলা ।। তেকারণে কৃষ্ণের প্রপদচিহ্নগণ। এখানে হইল অতিশয় নিমগন ।।

তথাহি। অত্রাবরোপিতাকান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা। প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতা সকলে পদে ।।

এত শুনি রাধিকার অন্য সখীগণ। কহিতে লাগিলা হের দেখ সর্ব্বজন ।। এইখানে প্রেয়সীর বেশের কারণে। পুষ্প অবচয় প্রিয করিল আপনে ।।

তথাহি। অত্র প্রসূনা বচয়প্রিয়ার্থে প্রেয়সাকৃতঃ ।।

ছিণ্ডি পড়িল যেই গর্ব্বকাথামালা। দেখি প্রতিপক্ষগণ কহিতে লাগিলা ।। এইখানে কামিনীর কেশ প্রসাধন। করিয়া যে কামক্রীড়া সুখের কারণ ।।

তথাহি। কেশপ্রসাধনংত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনাকৃতং ।।

এইমত বিপক্ষের বচন শ্রবণে। তাদৃশোপবেশ দেখি কহে সখীগণে ।। কেশের বিন্যাস করি বেশের কারণে। কান্তার সহিতে কৃষ্ণ বসিলা এখানে ।।

তথাহি। তানিচূড়য়তা কান্তা মুপবিষ্ট মিহ ধ্রুবং ।।

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। কৃষ্ণরস রাসকেলি অপূর্ব্ব বর্ণনে॥ এই মত সর্ব্ব গোপীগণের শ্রীমুখে। রাধাসহ কৃষ্ণলীলা প্রশংসিয়া সুখে॥ আপনাসহ নিজমুখে করে প্রশংসন। সাবধানে হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥ যদ্যপি আত্মা-রাম হয়ে স্বাত্মরত। তথাপিহ অখণ্ডিত শৃঙ্গার আসক্ত॥ আনন্দ চিন্ময় অনির্ব্বচনীয় প্রেমা। সদাশ্রয় রূপা যেই অতি প্রিয়তমা॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনা। আহ্লাদিনী শক্তির সারাংশ বিলক্ষণা॥ তাঁরসনে করে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ রমণ। প্রেমরস পরিপাটী নির্য্যাসচর্ব্বণ॥ আত্মারাম স্বাত্মরত তাঁর যতগুণ। অন্ত র্ভূত হৈল তত্ব শুনকে রাজন॥ তাঁর প্রেমে তুষ্ট হৈয়া তাহার সহিতে। রমণ বিভ্রমে করি হয় বশীকৃতে॥ অতএব কৃষ্ণপ্রেম বিনির্জ্জিত হয়। নিজতনু মন ধন তাতে সমর্পয়॥ ভুবনে তুলনা নাহি প্রেম যে তাঁহার। আত্মারাম গুণ যাতে কৈল তিরস্কার॥ তেমতি সে রাধাপ্রেমে কায়বাক্য মনে। কৃষ্ণব্যতিরিক্ত আর কিছুই না জানে॥ কিবা সে আশ্চর্য্য প্রেম মধ্যস্থ দোহাঁর। অন্যোন্যে দোহাঁর যেই কৈল বশীকার॥ অতএব এক আত্মা হয়ে দুইজন। সাধ্বস রহিত শুদ্ধ প্রণয় কারণ॥ প্রিয় হেলনাদি কান্তা করয়ে যেমন। প্রিয়াপ্রর্থনাদি কান্ত করয়ে তেমন॥ কৃষ্ণের উজ্বল প্রেম দর্পণের আগে। মহাভাব চিন্তামণি রাধিকারে লাগে॥ অতএব রাধাকৃষ্ণ দোহাঁর স্বরূপ। বিষয় আশ্রয় দুই আলম্বন রূপ॥ সমর্থা রতির কৃষ্ণ হয়েন বিষয়। রাধিকা হয়েন সেই প্রেমের আশ্রয়॥ তাদৃশ বিষয় প্রেম আশ্রয় বিহনে। কামী সব আরযত কামিনীরগণে॥ নিজ সুখ হেতু যে প্রাকৃত প্রেমকরে। সেই রস নিন্দ্য রস গ্রন্থের বিচারে॥

তথাহি। লঘুত্বমত্রযৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে। ন কৃষ্ণেরসনির্য্যাস স্বাদার্থমবতারিণে॥ ইতি

যদি কামক্রীড়াতে থাকয়ে রসিকতা। রসিয়া রমণীসঙ্গে রমণ মমতা॥ তবে সেই জন আপনাকে হৈবে দীন। কামিনী করিব বশ হইয়া অধীন॥ রসিয়া রমণী রস উনমত চিতে। রমণেচ্ছা থাকে যদি রসিক সহিতে॥ স্বাতন্ত্রতা রূপ চেষ্টা থাকে যদি আর। লজ্জা তেজি করিবে পুরুষ বশীকার॥

তথাহি। প্রিয়ৈকবশ্যতা পুংসাং দাম্পত্যে পরমং সুখং। সার্ষ্ট্যমেব রতৈস্তুষ্যা ললনানাং নতত্রপা॥ ইতি

কামীজনের দৈন্য কামিনীর দুরাত্মতা। শিখাইয়া করে কৃষ্ণ রমণ ব্যগ্রতা॥

তথাহি। রেমেতয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শ[illegible]ন দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং॥ ইতি

অন্য নারীগণ তেজি যার বশ হয়। যাহার সহিতে প্রেমরস আস্বাদয়॥ তাঁর চিত্তে [illegible] যে হইল অতি মান। আপনাকে মানে সর্ব্ব কামিনী প্রধান॥ অনির্ব্বচনীয় [illegible] মহিমা পবিত্র। পরম স্বতন্ত্র অতি তত্ব [illegible] চরিত্র॥ সেই কৃষ্ণ প্রেম

কর্ত্তা সভার যে হয় । কামজালা গোপী সব তেজিয়া নিশ্চয় ।। অনুবর্ত্তি হৈয়া মোরেই সেবা করে কাছে । অতএব আমার সমান কেবা আছে ।।

তথাহি । সাচমেনে তদাত্মানাং বরিষ্ঠং সর্ব্ব যোষিতাং । হিত্বা গোপীঃ কামজালা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ।। ইতি

এইমত অভিমান চিত্তে হৈল যবে । কত দুর গিয়া কৃষ্ণপ্রতি কহে তবে ।। অহে কেশব আমি না পারি চলিতে । যাঁহা তুয়া মন তাঁহা লহ পূর্ব্ব রীতে ।।

তথাহি । ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশব মব্রবীৎ । ন পারয়েহং চলিতুং নয়মাং যত্রতে মনঃ ।। ইতি

কৃত্রিম আলস্য আদি ময় নর্ম্ম সার । স্বাধীন ভর্ত্তৃকোচিত বচন তাহার । শুনিয়া সে কৃষ্ণ তারে কয় নর্ম্ম করি । চলিতে না পার যদি শুনহ সুন্দরী । তবে মোর স্কন্ধে তুমি কর আরোহণ । তোমারে লইব আমি যেখানে নির্জ্জন ।।

তথাহি । এবমুক্তঃ প্রিয়া মাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ।।

এই যে বচন কৃষ্ণ কহিল প্রিয়ারে । ইহাতে নাহিক দোষ শাস্ত্রের বিচারে । অন্য মুখে হয়ে যেই দুর্ব্বদ বচনে । বিপরীত হয়ে সেই প্রিয়ের বদনে ।। ইতর ইন্ধনে যেই উপজয়ে ধূম । অগুরু সম্ভব সেই ধূপ অনুপম ।।

তথাহি শাস্ত্রং ।

যোঽন্য মুখে দুর্ব্বাদঃ প্রিয়তম বদনে সএব বিপরীতঃ ইতরেন্ধন জন্মা-
ধূমঃ সোঽগুরু সম্ভবোধূপঃ ।। ইতি

বাহুমূল সমূহে প্রকাণ্ড কায়ে তার । স্কন্ধেব বিভেদ দুই লেখে কোষাকার ।।

তথাহি । স্কন্ধঃ প্রকাণ্ড কায়েচ বাহুমূল সমূহয়োঃ ।। ইতি

অতএব প্রকাণ্ড সে বক্ষস্থলে ধরি । তোমারে লইব কহিলেন নর্ম্ম করি ।। পূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানে যে আছিল কৃষ্ণ চিত্তে । সে সকল এই মত একুই ক্রিয়াতে ।। অনেক দুর্ল্লভ ফল সম্প্রদান করি । দেখাইল আপনার পরম চাতুরি ।। স্বাধীন ভর্ত্তৃকাবস্থা সম্ভোগ উচিতা । প্রেম পরাকাষ্ঠা করি জগত বিদিতা ।। বিপ্রলম্ভ দশা অতি দৈন্য মহাত্মিকা । দেখাইয়া তাহার যে পরাকাষ্ঠাধিকা ।। কান্ধে আইস বলি তার নিকট হইতে । অন্তর্দ্ধান কৈল কথা কহিতে শুনিতে ।। তবে সেই বধূ নিজ কান্ত না দেখিয়া । অনুতাপ করে অতি বিলাপ করিয়া ।।

তথাহি । ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সাবধূরন্বতপ্যত ।। ইতি

প্রিয় অদর্শনে তার না রহে জীবন । খেদে আর্ত্তি সম্বোধনে করে বিলপন ।। হাহা নাথ স্বামী সম করহে পালন । কান্তোচিত সুখপ্রদ তুমিহে রমণ ।। হাহা শ্রেষ্ঠ ভাবিষয় প্রেম বিস্তারক । কাঁহা গেলা কোথা আছ লোচন তারক ।। তোমা না দেখিলে মোর প্রাণ নাহি রয় । আপেক্ষা করিয়া বার বার হেন কয় ।। আলিঙ্গন

আদি স্বসৌভাগ্য, ভাবি মনে। রস উদ্দীপক অঙ্গ বিশেষ স্মরণে ॥ পুনরপি কহে অতি মোহ চিত্তে পাঞা। হাহা মহাভুজ কাঁহা গেলে হে ছাড়িয়া ॥ হাহা সখে সাহচর্য্য সৌভাগ্য সন্নিধ। সন্নিধান দর্শন করহ গুণনিধি ॥ পুনরপি দৈন্য ভাব উপজিল মনে। বিনয় করিয়া কহে দাসী অভিমানে ॥ তোমা সহ সখ্যতা করণে যোগ্য নহি। তবে যে করিল শুন তার হেতু কহি ॥ তোমার তাদৃশ কৃপা বলাঙ্কার হৈতে। তুয়া সুখ তাৎপর্য্য আনুকুল্য চিত্তে ॥ তত্রাপি কৃপণা দুঃখ সহিতে না পারি। তুমি যে ছাড়িবে এত মনে নাহি করি ॥ অতএব আমারে বঞ্চনা যুক্ত নয়। নিজ অনুতাপ বীজ করিছ সঞ্চয় ॥ সর্ব্বাবস্থা গত যেই বিনয় করয়। ঔদার্য্য আখ্যান সেই অনুভাব হয় ॥

তথাহি। ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থা গতং বুধা ॥ ইতি

বিচ্ছেদে কাতর ঐছে প্রলাপ করিয়া। পড়িলেন সেইখানে মুর্চ্ছাপন্না হৈয়া ॥

তথাহি। হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥ ইতি

অথা ব্রজবধূগণ কৃষ্ণ অন্বেষণে। পদচিহ্ন হেরি হেরি আইলা সেই খানে ॥ নিকটে আসিয়া সভে তাহারে দেখিল। নিশ্চয় জানিলা কৃষ্ণ ইহাঁরে আনিল ॥ কৃষ্ণের বিয়োগ দুঃখে নাহিক চেতন। দেখিয়া তেজিল ঈর্ষাভাব গোপীগণ ॥ মোসভা সদৃশ ইহঁ কৃষ্ণ বিরহিণী। বিশেষত গহন কাননে একাকিনী ॥

তথাহি। অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যঽবিদূরতঃ। দদৃশুঃ প্রিয় বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং ॥ ইতি

তার মধ্যে স্বপক্ষ যে সুহৃদপক্ষগণ। বীজনাদি করি তাঁর করাইল চেতন ॥ তা সভাকে দেখি পুনঃ করয়ে রোদন। সান্তনা করিয়া প্রশ্ন কৈল সখীগণ ॥ কিরূপে সভারে তেজি তোমা লৈয়া আইলা। কহ দেখি কিসের কারণে ছাড়ি গেলা ॥ তবে তিহঁ সখীগণে কহিতে লাগিলা। তোমা সভা ছাড়িয়া যে আমা লৈয়া আইলা ॥ সে কথা আমার মনে না হয়ে স্মরণে। সবে মাত্র দেখি একা আছি কৃষ্ণ সনে ॥ তার পর কৃষ্ণ যত সম্মান করিল। সকল বৃত্তান্ত সখীগণেরে কহিল ॥ তেজিয়া গেলেন যেই দৌরাত্ম্য কারণে। শুনি অতি বিস্ময় পাইল সভে মনে ॥

তথাহি। তয়া কথিত মাকর্ণ্য মান প্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ইতি

তার পর কাতর হইয়া সখীগণ। উঠাইয়া নিল দিয়া করাবলম্বন ॥ তাঁরে সঙ্গে লৈয়া পুনঃ সব গোপীগণ। পদচিহ্ন দেখি করে কৃষ্ণ অন্বেষণ ॥ যাবৎ চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিতে পাইলা। তাবৎ পর্য্যন্ত বনে অন্বেষণ কৈলা ॥ তার পর বৃক্ষাচ্ছন্ন গহন কাননে। চন্দ্রের কিরণ নাহি অন্ধকার স্থানে ॥ দেখিতে না পাঞা কৃষ্ণ পদচিহ্ন গণ। তাহা হৈতে নিবৃত্তি হইলা সর্ব্ব জন ॥

তথাহি। ততো বিশ্রন বনং চন্দ্র জ্যোৎস্না যাবৎ বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্ট মালোক্য ততো নিরবৃত্তুঃ স্ত্রিয়ঃ॥

কৃষ্ণগত মন সব ব্রজবধূগণ। নাম গুণ লীলাকথা করে আলাপন॥ সবে মেলি করে কৃষ্ণ লীলা অনুকার। কায়বাক্য মনে কৃষ্ণময় যা সভার॥ আপনাকে আপনে নাজানে সর্ব্বজন। অতএব পাসরিল স্বগৃহ গমন॥ তন্মনস্কা আদি এই চারি বিশেষণে। তাসভার সাহজিক স্বভাব কথনে॥ বিরহার্ত্তি স্বভাবহি কৃষ্ণগত চিত। কৃষ্ণসম চিত্ত সভে ভয়াদি রহিত॥ গম্ভীর মধুরাক্ষর নর্ম্ম ভঙ্গী করি। কৃষ্ণসম নর্ম্মালাপ করে মনোহারি॥ কৃষ্ণের বিচেষ্টা সম বিচিত্র গমন। আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে সর্ব্বজন॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ যেন ত্রিভঙ্গ শোভন। তেমতি মোহন ভঙ্গী করে কতজন॥ কান্ত আচরিত লীলা যত কিছু হয়। বিয়োগে নায়িকাচিত্তে সেভাব উদয়॥ প্রেমের আবেশে যেই বেশে সেই খেলা। স্বভাবজ গুণে তার নাম কহি লীলা॥

তথাহি। প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ॥ ইতি

পূর্ব্ব যবে সভে কৃষ্ণলীলা আচরিলা। তবে যেহো প্রেমরসে কৃষ্ণসঙ্গে ছিলা॥ সর্ব্ব গোপীগণ শ্রেষ্ঠা শ্রীমতীরাধিকা। প্রিয়ানুকরণ তাঁর লীলা সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি। মৃগমদ কৃতচর্চ্চাপীত কৌশেয়বাসা রুচির শিখি শিখণ্ডা বদ্ধ ধম্মিল্ল পাশা। অনৃজুনিহত মংশেবংশ মুৎক্বানয়ন্তী ধৃত মধুরিপুরেষা মানিনী পাতুরাধা॥ ইতি

কৃষ্ণ যদি সর্ব্ব গোপীগণেরে তেজিলা। তথাপিহ কেহ মনে নিবৃত্তি নহিলা॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি উৎকণ্ঠাতে সর্ব্ব গোপীগণ। কৃষ্ণলীলা গানকরি করয়ে ভ্রমণ॥ আপনাকে আপনে নাজানে সর্ব্বজনে। অতএব নিজগৃহ পাসরিল মনে॥

তথাহি। তন্মনস্কাস্তদালাপা স্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ। তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যোনাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥

সকলে মিলিয়া পুন অনুমান করে। লুকাইয়া আছে কৃষ্ণ এই অন্ধকারে॥ নিজগুণ গানশুনি যদ্যপি আইসে। বর্ম্মান্তরে গিয়া পুন গহনে প্রবেশে॥ অতএব যমুনা পুলিনে সভে যাই। উচ্চস্বর করি কৃষ্ণ লীলাগুণ গাই॥ তবে যদি কৃষ্ণ তাঁহা করে আগমন। অত্যন্ত উজ্বলস্থানে পাইব দর্শন॥ এত মনে করি সর্ব্ব ব্রজবধূগণ। যমুনা পুলিনে পুন করি আগমন॥ কৃষ্ণ আগমন অভিলাষ করি মনে। উচ্চঃস্বরে করে কৃষ্ণ লীলাগুণ গানে॥

তথাহি। পুনঃ পুলিন মাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। সমবেতাজগুঃ কৃষ্ণং তদাগমন কাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ইতি

যে মতে করিল সভে কৃষ্ণ অন্বেষণ। সে সকল কথা এই করিল বর্ণন॥ আরম্ভ করিল যেই কৃষ্ণলীলা গান। সঙ্ক্ষেপে কহিব আগে সে সব আখ্যান॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহেন নন্দকিশোরদাস।
ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীরাসমণ্ডলী কথনে
শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানান্বেষণ বর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ সংপূর্ণং ।

—•—

পঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভ

কৃষ্ণৈক গম্যোবাগর্থৌযাসাংলেখিতুমিষ্যতে । তাএবকল্পণা ময্যাঃ স্বী কুর্ব্বন্তুমদাগ্রহং ।।

অতঃপর সভে যৈছে করে কৃষ্ণগান ।। সর্ব্ব শ্রোতাগণ শুন করি অবধান ।।

তথাহি । জয়তিতেঽধিকং জন্মনাব্রজপ্রয়ত ইন্দিরাশশ্বদত্রহি । দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষুতাবকাস্ত্বয়িধৃতা সবম্বাং বিচিন্বতে ।।

অস্যার্থঃ । তুয়া জন্মদিন হৈতে, ব্রজবাসীগণ চিত্তে, আনন্দ বাঢ়ল অতিশয় । সর্ব্বত্র সম্পত্তিময়, প্রতিক্ষণ সুখোদয়, শ্রী ব্রজমণ্ডল জয় জয় ।। দয়িত হে প্রিয় শ্যাম রায় । সবে মোসভার মনে, তুয়ামুখ অদর্শনে, যত দুঃখ কহনে নাযায় ।। সংপ্রতি যে বনে বনে; তুয়া পদ অন্বেষণে, যে দশা হইল মোসভার । তাহা কিবা নাহি জান; শুনহে করুণাবান, বিদ্যমান দেখ আপনার ।। আমরা সকল প্রাণী, ত্বদীয়ত্বা অভিমানী, তুমি করিয়াছ অঙ্গীকার । তুয়ালাগি দেহধরি, তেঞিও প্রাণে নাহি মরি; অন্বেষণ করিয়ে তোমার ।।

তথাহি । শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসিজোদর শ্রীমুষাদৃশা । সুরত নাথতেঽ শুল্কদাসিকাবরদ নিঘ্নতোনেহকিংবধঃ ।।

অস্যার্থঃ । অহে নাথ বরদ ঈশ্বর । সুরত উত্তাপক, নিজবর বিনাশক, এইদোষ পরিহার কর ।। ধ্রু ।। শরৎ সরসী মাঝে, প্রফুল্ল কমল সাজে, সাধুজন্ম সজ্জাতি সে হয় । তাহার উদর শোভা, নিন্দিয়া যে মনোলোভা, তুয়া নেত্র যুগ বিরাজয় ।। সেনয়নে মনোহরি, বরদানে দৃঢ়করি; আকর্ষিয়া আনিয়াছ বনে । বিনিমূল্যে হই দাসী, তুয়াসেবা অভিলাষী; আমরা গোপীকা সর্ব্বজনে ।। সে নয়ন শরবাণে, বিদ্ধকরি এই বনে, মনোহরি লুকাইয়া রহ । ইথে যদি প্রাণ যায়, এদোষ লাগিবে কায়, কহ কিবা মন সমর্পহ ।।

তথাহি । বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যাল রাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ । বৃষ ময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়া দৃষভতেবয়ং রক্ষিতামুহুঃ ।।

অস্যার্থঃ । শুনহে ঋষভ কৃপাময় । নানাবিধ ভয়ে ত্রাণ, করিয়া রাখিলে প্রাণ, এখনে রাখিতে যুক্ত হয় ।। ধ্রু ।। বিষজল করিপানে, মূর্চ্ছিত যে শিশু গণে, ধেনুসহ কৃপাবলোকনে । কালিয় করিয়া দূর, জল করি সুমধুর, রাখিলা সকল ব্রজ জনে ।। তেমতি যে অঘাসুর, গর্ব্ব দর্প করিচূর, শিশুবৎস করিলা

রক্ষণ। পুতনা বকাদি যত, রাক্ষস অসুর যত; তাহা সব করিলা নিধন ॥ বাত বৃষ্টি ইন্দ্র কৃত; বিদ্যুৎ দাবাগ্নি যত, বিনাশিয়ে রাখিলে ব্রজজন। বৃষময়াত্মজ হৈতে, বৎস ব্যোমাসুর হাতে, কত বেরি করিলা রক্ষণ ॥

তথাহি। নখলু গোপীকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্। বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়েসখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ইতি ॥

শুনহে রসিক শ্রোতাগণ। কৃষ্ণের যে উদাসিন্য, দেখিয়া সকল চিহ্ন, আক্ষেপে কহয়ে গোপীগণ ॥ ধ্রু ॥ গোপীকানন্দন নহ, কে বট হে তাহা কহ; যদি হৈতে যশোদা নন্দন। ব্রজেশ্বরী মোসভারে, অতি যে করুণা করে, তুমি দয়া ছাড় কিকারণ ॥ গর্গাচার্য্য বাক্য শুনি, পরমাত্মা অনুমানি, তথাপি জানহ সর্ব্ব মন। তবে এই গোপীগণে, করুণা করিতে কেনে, না দেখিয়ে সে সব লক্ষণ ॥ কিম্বা বিশ্ব রক্ষা হেতু, সাধুকুলে ধর্ম্মসেতু, প্রকটিলা বিধির প্রার্থনে। শুন সখে তাহা কহি, মোরা বিশ্ব ছাড়া নহি, তবে কেন না কর পালনে ॥

তথাহি। বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি ধূর্য্যতে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ। কর সরোরুহং কামদং শিরসি ধেহিনঃ শ্রীকরগ্রহং ॥

অস্যার্থঃ। বৃষ্ণিধূর্য্য কান্ত হে রমণ। নিজকর সরোরুহ, মস্তক উপরি দেহ, তুয়া পদে করি যে প্রার্থন ॥ ধ্রু ॥ সংসার হইতে ভয়, তাসভার নাহি রয়, তুয়া পদ যে করে সেবনে। মোক্ষদ অর্থদ হয়, কামদ যে অতিশয়, ভক্তিদাতা হয় কোনো জনে ॥ তোমার সে করতল, শীতল প্রমদ স্থল, কমনীয় সুখদ যে হয়। দেখি লোভি যে সুষমা, সম্পদাধিদেবী রমা, যাহাতে গৃহীত প্রায় হয় ॥ অতএব মোসভার; বিরহ যে ভয় তার, নাশে মনোঽভীষ্ট সিদ্ধি হৈবে। সকল সম্পদ সিদ্ধি, আপনি মিলিবে নিধি, ওকর স্পর্শন পাইব যবে ॥

এইমত ব্যগ্রতা করিয়া সর্ব্বজন। অঙ্গীকার মাত্র আগে করিল প্রার্থন ॥ অতঃপর অভীষ্ট বিশেষ যেই হয়। তিন শ্লোকে ক্রমে তাহা প্রার্থনা করয় ॥ প্রথম শ্লোকেতে সামান্যত কৃষ্ণসঙ্গ। প্রার্থনা করয়ে যে দর্শন প্রেমরঙ্গ ॥ দ্বিতীয়ে, হৃদয় তাপ বিনাশ কারণে। কৃষ্ণ বাহু অঙ্গ সঙ্গ করয়ে প্রার্থনে ॥ যেন লোকে, হৃদয়ের তাপ প্রশমনে। প্রলেপ ঔষধি [illegible] ধারণে ॥ তৃতীয়ে যে কৃষ্ণ মুখচন্দ্র সুধারস। প্রার্থনা করয়ে লোভে হৈয়া পরবশ ॥ অতএব ক্রমে যেই করিল প্রার্থন। বিশেষ করিয়া কহি শুন শ্রোতাগণ ॥

তথাহি। ব্রজজনার্তিহন্ বীরযোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত। ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারুদর্শয় ॥

অস্যার্থঃ। অহে বীর পরম করুণ। ব্রজজন আর্তি হর, মুখপদ্ম মনোহর, মোসভারে করাহ দর্শন। ধ্রু

মোহিত যে নারীগণ, তাকে যে তোমার ক্ষন, তাহাতার যেই মান হয়। সে গর্ব্ব করয়ে চুর, তুয়াস্মিত সুমধুর, পরম আশ্চর্য্য শোভায় ॥ অন্তর্দ্ধানে কিবা কাজ, শুনহে নাগর রাজ, তুরিতে করহ আগমন। না দেখিয়া যদি মরি, পশ্চাতে মরিবে ঝুরি, তুল্য ব্যথা মধ্যকা কারণ ॥ তুয়া সেবা অভিলাষি, আমরা সকলে দাসী, অতএব করহ ভজন। কৃপাকরি মোসভার, সেবাকরি অঙ্গীকার; রাখহ আপন দাসীগণ ॥

তথাহি। প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং। ফণি ফণার্পিতং তেপদাম্বুজং কৃণুকুচেষুনঃকৃদ্ধিহৃচ্ছয়ং।

অস্যার্থঃ। শুনহ যে আর নিবেদন। মোসভার স্তনোপরি; চরণ কমল ধরি, কাম তাপ কর প্রশমন ॥ ধ্রু ॥ তোমার ওপদদ্বয়ে; প্রণত যে সব হয়ে, প্রণময়ে লয়ে বা শরণ। কালি আদি যত হত; অতিশয় দুষ্ট মত, তার পাপ যে করে হরণ ॥ পরম কঠিন স্তনে, ব্যথা শঙ্কা স্বচরণে, কর যদি শুনহে করুণ। তৃণচর পশুগণে, পালন করিতে বনে, শিল তৃণে করহ ভ্রমণ ॥ পরম শোভন স্তনে; অযুক্তবা কর মনে, তুষাপদ সুষমা সদন। ফণি ফণে সমর্পিলে, পাপ বিধ্বংসন কৈলে, কাম তাপ কর প্রশমন ॥

তথাহি। মধুরয়াগিরা বল্গুবাক্যযা বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ। বিধি করীরি মাবীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্বনঃ ॥

অস্যার্থঃ। অহে বীর কমল ইক্ষণ। মোহিত যে দাসীগণে, নিজাধরামৃত দানে, অবিলম্বে রাখহ জীবন ॥ ধ্রু ॥ যে অধর মধুর বাণী, সুধাসার তরঙ্গিনী, শ্রবণ প্রবেশে হরে মন। বর্ণ বিন্যাস বিশেষে, মৃদু প্রেম পরকাশে, সভারে যে করিলে সিঞ্চন ॥ আইস বলি সম্ভাষিলে; কতবার প্রশংসিলে, স্মরণে মোহিত সর্ব্বজনে। তেমতি যে বাক্য গণে, আকাঙ্ক্ষা বাড়ায় মনে, বিভক্তি বিশেষ বিল ক্ষণে ॥ অভিধাব্যঞ্জন আদি, বৃত্তিতে যে বস্তু সাধি, সেই রস ভাব অলঙ্কার। সে অর্থ গাম্ভীর্য্যে করি, পণ্ডিত বাঞ্ছনকারী, বিমোহন বচন তোমার ॥

তথাহি। তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং। শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদা জনা ॥

অস্যার্থঃ। তব কথামৃতে ধরি প্রাণ। যে শুনায়ে যারে তারে, কি শুনায়ে মোসভারে; সে জন করয়ে বহুদান ॥ ধ্রু ॥ যদি পুছ জীবন কারণ। তবকথা করিপান, আমরা ধরিয়ে প্রাণ; যে কহে সে দের বহুধন ॥ তোমার যে আচরিত কথা। অমৃতবৎ; সর্ব্বজন জীবন কারণ। তোমার বিরহ খিন্ন, কলাপী কলা আপন ভক্ত জনের যে জীবন ॥ ব্রহ্মা শিব চতুঃসন, আদি সব কবিগণ, তব কথা ক[illegible] সকলের রুচিকারি, হয়ে যে প্রভাব ধারী, সাত্তরায় কল্মষ নাশন

নাকরে অমৃত জ্ঞান অবিচারে করে পান, শ্রবণে মঙ্গল শুভোদয়। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ, সকল ব্যাপক যশ, শ্রীমত আতত রসময় ।।

যদি কহ শুনহ বিচার লুব্ধাগণ। তোসভার দুর্ল্লভ যে আমার মিলন ।। অতএব অনুরাগ কর কি কারণ। যদি কর লীলাকথা করহ শ্রবণ ।। তবে শুন পূর্ব্বরাগ চরিত স্মরণে। আশাকরি প্রাণ আর না যায় ধারণে ।।

তথাহি। প্রহসিতং প্রিয়ঃ প্রেমবীক্ষিতং বিহরণঞ্চ তেধ্যান মঙ্গলং। রহসি সম্বিদোয়া হৃদি স্পৃশঃ কুহক নোমনঃ ক্ষোভয়ন্তিহি ।।

অস্যার্থঃ। শুন প্রিয় হে মহামোহন। মনোহর নিজগুণে, দুঃখ দেহ অদর্শনে; এইসব কুহক লক্ষণ ।। ধ্রু ।। সহজে হসিতানন, দেখি ব্রজবধূগণ, ভাবোল্লাসে প্রহসিত হয়। সে তোমার সে বদন, প্রেমযুত নিরীক্ষণ, হেরিয়া ধৈরজ কার রয় তোমার যে বিহরণ, সঙ্গে সব সখাগণ, পরম কৌতুক রসময়। তাহা যে দর্শন করে, সে কি পাশরিতে পারে, ধ্যান মঙ্গল তার হয় ।। যে কালে নির্জ্জনে গিয়া, বেণু আদি আলাপিয়া, নর্ম্ম উক্তি সব করে গান। সে কথা মরমে জাগে, অতিশয় অনুরাগে, মোহ পায়া সভে ধরি প্রাণ ।।

তথাহি। চলতিযদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিন সুন্দরং নাথতে পদং। শিল তৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতিতিনঃ কলিলতাং মনঃকান্ত গচ্ছতি ।।

অস্যার্থঃ। নিবেদন শুনহ যে আর। তুমি নাথ চিত্ত হর; কেনে দুঃখ দিয়া মার তুমি কান্ত প্রণয় আধার ।। ধ্রু ।। চরাইতে পশুগণ, ব্রজে হৈতে আগমন, করহ গহন দুর্গবনে। ভ্রমণ করহ যাতে, শিলতৃণাঙ্কুর তাতে, ব্যথা কিম্বা না পায় চরণে ।। তোমার যে পদদ্বয়, অতি সুকুমার হয়, ইতস্তত ভ্রমণ করণে। সে সব দুর্গম স্থানে, ব্যথালাগে ওচরণে; ভাবিয়া যে পীড়া পাই মনে ।। তুমি নাথ চিত্ত হর, তুমি কান্ত প্রাণেশ্বর, তুয়া দুঃখে দুঃখী গোপীগণে। অতএব আগমন করিয়া সভার মন; পীড়া নাশি দেও দরশনে ।।

তথাহি। দিন পরীক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং। ধনরজ স্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্ম্মনসিনঃ স্মরং বীরযচ্ছসি ।।

অস্যার্থঃ। তুমি বীর সব গোপীগণে। দেখাইয়া স্নিগ্ধানন, স্মর করহ অর্পণ, কেন কর হেন রীত মনে ।। ধ্রু ।। যে আনন পদ্মসম, প্রফুল্ল মাধুর্য্য ধাম, সুনীল কুন্তল তদুপরি। তাহাতে আবৃত হয়, পরম সৌন্দর্য্যময়, হেরি জীয়ে না হেরিলে মরি ।। যবে যাহ গোচারণে, ভাবি অনুরাগ মনে, ব্রজে আইস দিন অবসানে, গোরজ মণ্ডিত তাতে, মোহন মুরলী হাতে, মুখ হেরি স্মরোদয় মনে ।। এই মত বার বার, [illegible] সোসভার, ব্রজে কর কাম উদ্দীপন। এবে বনমধ্য দেশে, [illegible] কেমনে আর করহ মোহন ।।

এই দুই শ্লোক করি ব্রজবধূগণ। যে কথা কহিল শুন শুন শ্রোতাগণ ।। [illegible]

মত মোসভার অভীষ্ট পূরণ। না করিয়া কর নিত্য গমনাগমন।। তথাপি তোমাতে স্নেহ মোসভার মনে। উদাসীন নহে স্নেহ স্বভাবজ গুণে।। তবে যে সভার চিত্তে কাম উপজয়। তোমার প্রেরিত সেই সাহজিক নয়।। যদ্যপিহ স্মরপীড়া চিত্তে মোসভার। তথাপিহ স্নেহ নহে রুক্ষ ব্যবহার।। তুমি পুন মোসভার সঙ্গ ইচ্ছামনে আপনার স্মরজ্বালা দেহ গোপীগণে।। অন্যোহন্যে স্নেহোচিত সঙ্গব্যবহার। তোমার না দেখি এই কহিল নির্দ্ধার।। অতএব মোসভার সব স্নেহময়। তোমার যে চেষ্টা সব কাপট্য নিশ্চয়।। তস্মাৎ যে প্রহসিত ইত্যাদি বচনে। কৃষ্ণের যে পূর্ব্বরাগ ব্রজবধূগণে।। তাসভার প্রেম উক্তি দ্বারায় বর্ণনে। স্পষ্ট করি মহামুনি করিল কথনে।। তাসভাতে কৃষ্ণের যে পূর্ব্ব রাগোদয়।। তাসভার অনুভবে রসাবহ হয়।। এইমত কৃষ্ণের যে রাগে দোষ দিয়া। তাহার প্রার্থনা দুই শ্লোক প্রকাশিয়া।। আপনে যে গান শুনি স্মরক্ষোভ হয়। সেই কথা প্রার্থনা করিয়া সভে কয়।।

তথাহি। প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং ধরণিমণ্ডনংধ্যেয়মাপদি। চরণ পঙ্কজং সন্তমঞ্চতে রমণনস্তনেষ্বর্পয়াধিহন্।।

অস্যার্থঃ। অতএব করি নিবেদন। মোসভার স্তনোপরি, চরণ পঙ্কজ ধরি, তাপ নাশ করহে রমণ।। ধ্রু।। তোমার যে পদতল; প্রণত শরণ স্থল, কামপ্রদ নাগ পত্নীগণে। নাজানিয়া পদ্মাসন, হরি শিশু বৎসগণ, অর্চ্চন করিল যে চরণে।। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ্ম, সব সুলক্ষণ সদ্ম, যে চরণ ধরণী ভূষণ। যে [illegible] দ বিপদকালে ইন্দ্র বৃষ্টি দাবানলে, ধ্যানকরি জীয়ে ব্রজজন।। মোসভার দুঃখ নাশ, পূরাহ যে অভিলাষ, অবিলম্বে করি আগমন। তুমি সর্ব্ব পীড়া হর, বিচি[illegible] পীড়া কর, যেন সুখী হয়ে সর্ব্ব মন।।

তথাহি। সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিত বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং। ইতর রাগবিস্মারণং নৃণাং বিতরবীরনস্তেঽধরামৃতং।।

অস্যার্থঃ। অহে বীর তুমি দান শূর। আশা ধরিয়াছি মনে, সব ব্রজবধূগণে; দেহ নিজাধরামৃত পূর।। ধ্রু।। বাড়ায় সুরত লোভ, প্রেমময় যে সম্ভোগ, যে অধরামৃত রসপানে।; যার লব আস্বাদনে, তোমার যে অদর্শনে, দুঃখ শোক হয়ে বিনাশনে।। নারীগণ রহুঁ দুরে, পুরুষে যে পানকরে,তুয়া ভোজ্যপেয় শেষ রস। তাম্বূল চর্ব্বিত শেষে, অন্য রস তৃষ্ণা নাশে, সবজন হয়ে তুয়া বশ।। যবে বেণু গানকর, সংজাত ষড়জাদি স্বর; সে অধরে করিয়া চুম্বন। তবে পান করে নিতি, স্থাবর পুরুষ জাতি, মোসভারে করে বিড়ম্বন।।

তথাহি। অটতিযদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটিযুগায়তেত্বাম পশ্যতাং। কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং।।

অস্যার্থঃ। শুন আর দুঃখের কারণ। তোমার যে অদর্শনে; সদা দুঃখ পাই

মনে, অবিলম্বে দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥ দিবসে যে যাহ বনে, না দেখিয়া ব্রজজনে, যুগসম করি মানে ক্রোটি। বিশেষে যে সব নারী, পরাণ ধরিতে নারি, মানি যেন যুগ শতকোটি ॥ যবে দিন অবসানে, পুনঃ কর আগমনে, সভে করে তোমার দর্শন। কুটিল কুন্তল তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে, আমরা হেরিয়ে শ্রীবদন ॥ সব অঙ্গে হয়ে আঁখি, তবে সে মাধুরী দেখি, কি দেখিব এদুই নয়ন বিধি তপোধন জড়, অরসজ্ঞ হয়ে বড়, তাতে কৈল নিমিষ সৃজন ॥

তথাহি। পতি সুতান্বয় ভ্রাতৃ বান্ধবা নতিবিলঙ্ঘ্যতেন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতি বিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ কিতবযোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ইতি

অস্যার্থঃ। শুনহে অচ্যুত গুণবান। কিতবতা অতিশয়, তোমার উচিত নয়, দেখা দিয়া রাখহ পরাণ ॥ ধ্রু ॥ পতি সুতান্বয় ভ্রাতা, বান্ধব যে পিতা মাতা, তাসভার বাক্য না শুনিয়া। বিশেষে স্বধর্ম্ম যত, না মানিয়া সতী মত, আইলাম সকল লঙ্ঘিয়া ॥ অশেষ যে তালমান, জানিয়া যে কৈলে গান, শুনিয়া মোহিত সর্ব্বজনে। শক্র সর্ব্ব পরমেষ্ঠী, আদি যত করি গোষ্ঠী, না বুঝিয়া মোহ পায় মনে তাহাতে মোহিতা হৈয়া, আমরা আইনু ধায়া, রজনীতে বনের ভিতরে। সভা আকর্ষণ করি, ত্যাগ যে করিলা হরি, কহ দেখি এমত কে করে ॥

তথাহি। রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষিতং।
বৃহদুরঃশ্রিয়োবীক্ষ্য ধামতে মুহুরতিস্পৃহামুহ্যতে মনঃ ॥

অস্যার্থঃ। [illegible] তোমার যে কাম উদ্দীপন। দেখিয়া যে বার বার, অতি স্পৃহা [illegible] মোহিত হয়ে মন ॥ ধ্রু ॥ যবে বহুজন সাথে, ব্রজে বা গমন পথে, [illegible] যে তোমার দরশনে। না দেখিয়ে স্মরোদয়, যেখানে নির্জ্জন হয়, [illegible] করিয়ে লক্ষণে ॥ দেখি ব্রজবধূগণ, যবে প্রহসিতানন, তবে জানি স্মরোদয় মনে। তেমতি মো সম্ভাসনে, প্রেমযুত নিরীক্ষণে, স্মরোদয় বুঝিল এখনে ॥ তুয়া বক্ষ সুবিস্তার, সকল সুসমা সার, দেখিয়া সাক্ষাৎ কামজ্ঞান। সে অধরামৃত পান, বিনা আলিঙ্গন দান, ধরিতে না পারি আর প্রাণ ॥

এই যে কহিল সব ব্রজবধূগণ। একথার মর্ম্ম কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥ নিজ কামোদয় জানাইল গোপীগণে। তাহাতেই নানা ভাব জন্ময়ে আপনে ॥ হরি হরি কৃষ্ণের যে কাম তাপ হয়ে। কেমতে হইবে শান্তি মনেতে চিন্তয়ে ॥ তোমার যে সুখ দুঃখ ভাবিত অন্তর। তেকারণে তুয়াসঙ্গ বাঞ্ছি নিরন্তর ॥ এই মত দৈন্য সহ সব গোপীগণ। আর দুই শ্লোকে কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥

তথাহি। ব্রজবনৌকসাংব্যক্তি রঙ্গতে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং। ত্যজ
মনাক্ চনস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজন হৃদ্রুজাংযন্নিসূদনং ॥

অস্যার্থঃ। তুমি প্রিয় প্রেম রসময়। অতঃপর মোসভারে, দান কর অকাতরে, দুঃখ বিনাশক যেই হয় ॥ ধ্রু ॥ ব্রজবাসী যত জন, বনে পশু পক্ষগণ, রক্ষা

হেতু তুয়া প্রকটন। অতএব অন্তর্দ্ধান, অনুচিত যে বিধান, কি বুঝিয়া করিলে এখন ॥ ব্রজবনবাসীগণে; যবে ত্নঃখ পায়মনে, তাহা বিনাশহ দয়াময়। শ্রবণে দর্শনে মনে, সুখপায় সবজনে, জগত মঙ্গল যাতে হয় ॥ তুয়া প্রাপ্তি স্পৃহামনে, আমরা গোপীকাগণে, বিশেষত তোমার স্বজন। অতএব মোসভার, হৃদয়ে যে পীড়াঁ তার, বেরিএকু কর নিসূদন ॥

তথাহি। যত্তেসুজাত চরণাম্বুরুহংস্তনেষুভীতাশনৈঃ প্রিয়দধী মহিকর্কশেষু। তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতেন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাংনঃ ॥ ইতি

অস্যার্থ। শুন প্রিয় ত্নঃখের কারণ। ভ্রমণ করিছ বনে; সহিতে না পারি মনে অবিলম্বে দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥ তোমার যে পদতল; অম্বুরুহ সুকমল, জিনিয়া যে হয়ে সুকুমার। এক বার যারস্পর্শে; স্মরজালা বিষ নাশে, কোটিচন্দ্র সুশীতল সার ॥ যেকালে হৃদয়ে ধরি, একঠিন স্তনোপরি, ব্যথা জানি লাগে ওচরণে। আমরা যে গোপীগণে, সভে ভয়পায়্যা মনে, অল্প অল্পে করিয়ে ধারণে ॥ সেহেন চরণ করি, শিলা তৃণাঙ্কুরোপরি, ভ্রমণ করিছ ত্নর্গবনে। ব্যথা কি না হয়ে তাতে, এতেক ভাবিয়া চিতে, আমরা পীড়িত সর্ব্বজনে ॥

পুনর্যথা। শুনিয়া সরস গাঁথা, নির্ম্মল প্রেমের কথা, কাতর হইলা কৃষ্ণ মনে। করিতে বাঞ্ছিত পূর্ণ, গমন করেন তূর্ণ, প্রেমরস বিলাস কারণে ॥ শ্রোতাগণ শুন মোর বিনয় বচন। কৃষ্ণ লীলামৃত গান, শ্রবণে বদনে পান, করি আনন্দিত কর মন ॥ ধ্রু ॥ আগে ধ্রুব পদ সাধি, ত্রিপদ ত্রিপদী বিধি, করিয়া সকল গোপীগণ সুমধুর করি তান, প্রেম রসময় গান, যূথে যূথে কৈল আস্বাদন ॥ এই যে গোপীকাগণে, শ্রীধর করিল পানে, কৃষ্ণ লীলামৃত রস পূর। ভাবার্থ দীপিকা মধ্য; দেখিয়ে রসিক রাজ, প্রেমরস ময় সুমধুর ॥ গোসাঞিও শ্রীসনাতন, করিল যে আস্বাদন, রসিক ভকতে করি দান। সে রস আস্বাদ চিত্তে, বৃন্দাবন লীলামৃতে, এনন্দ কিশোর দাস গান ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীরাস মণ্ডলী কথনে শ্রীগোপীকা গীতং নামপঞ্চচত্বারিংশোধ্যায়ঃ সংপূর্ণং।

ষট্‌চত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

শুকদেব কহে-রাজা করয়ে শ্রবণ। একচিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ ॥ ব্রজবধুগণ কৃষ্ণ দর্শন লালসে। এই মত গান করি সুমধুর ভাষে ॥ কথন যে প্রলাপ করয়ে সর্ব্বজন। বিরহ ব্যাকুল কিবা অনর্থ জল্পন ॥ বিচিত্র প্রকার করি সর্ব্বজন [illegible] করুণ দীর্ঘস্বরে করয়ে রোদন ॥

তথাহি। ইতিগোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধাঃ। রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণ দর্শন লালসাঃ।। ইতি

হেনকালে কৃষ্ণ সেই পুলিন প্রদেশে। আসি দেখাদিল অতি মাধুর্য্য প্রকাশে।। বাসুদেবাদিকে যে সাক্ষাৎ কাম হয়। তাসভার মনে যে মন্মথ প্রকাশয়।। যেমত চক্ষুর চক্ষু শাস্ত্রে নিরূপণ। তেমতি কৃষ্ণের রূপ মন্মথ মোহন।। যেই রস আদি-রসে পরমালম্বন। সেইত স্বরূপে কৃষ্ণ দিল দরশন।। সহজেই স্মিতযুক্ত হয়ে শ্রীবদন। বর্ত্তমানে ততোধিক কহয়ে বিলক্ষণ।। তেমতি যে পীতাম্বর সহজেই পরে। তাহা হৈতে অতিরিক্ত প্রকারে যে ধরে।।তেমতি যে বনমালা করয়ে ধারণ তৎকালিক অতিশয় শোভ বিলক্ষণ।। অথবা সে মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন হয়। স্মিত-যুক্ত সেই ত্যাগ পরিহাসময়।। তাসভার তুল্য বর্ণ পীতাম্বর ধরে। তাহাতে যে নিজ রুচি জানায় সভারে।। তাহার সঙ্গিনী রূপে মালার ধারণে। তাহা সভা বিনে সঙ্গান্তর নাহি মনে।।

তথাহি। তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ। পীতাম্বর ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ।। ইতি

রোদন বৈবশ্য দুরে ঈষৎ দর্শনে। নিশ্চয় না হয় মনে কৃষ্ণ আগমনে।। কিম্বা দেখিয়াহো সভে পরমার্ত্তি চিতে। বিশ্বাস না হয় মনে কৃষ্ণের চরিতে।। তবে যে গমন ক্রমে প্রিয় দরশন। নিকটে পাইল সব ব্রজবধূগণ।।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজং।। ইতি

আনন্দে হইল সভে প্রফুল্ল নয়ন।প্রাণহীন দেহে যেন আইল জীবন।। বিলাস আখ্যান এই অনুভব হয়। প্রিয় দরশন মাত্রে হয়ে যে উদয়।।

তথাহি। গতিস্থানা সনাদীনাং মুখ নেত্রাদি কর্ম্মণাং। তাৎকালি কন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয় সঙ্গজং।। ইতি

বিচ্ছেদে কাতর হৈয়া বসিয়া আছিলা। দরশন মাত্র শীঘ্র সকলে উঠিলা।।

তথাহি। তং বিলোক্যাগতং কান্তং প্রীত্যুৎফুল্ল দৃশোবলা। উত্তস্থু র্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতং।। ইতি

পূর্ব্বে যে বিরহ দৈন্য সমান বচনে। সভার তুল্যতা প্রাপ্তি করিল বর্ণনে।। এখনে পাইল যেই কান্ত দরশন। নিজ আলম্বন রূপে হয়ে সে মিলন।। স্বস্বভাব অনুসারে মুখ্যা যত জন। যে রূপে মিলিলা তাহা শুন শ্রোতাগণ।। কৃষ্ণের দক্ষিণ করপদ্ম এক জন। করাঞ্জলি করি হর্ষে করিল গ্রহণ।। কানন ভ্রমণ শ্রমে করাব-লম্বন। ব্যবহারোচিত আর স্পর্শোৎসুক মন।। অঞ্জলি গ্রহণে মৃদু স্বভাব দক্ষিণা। সখ্য প্রায় দাসী ভাবে কান্ত পরাধীনা।। তেমতি যে বামভুজ লেপিত চন্দন। কেহ স্বদক্ষিণ স্কন্ধে করিল ধারণ।। স্বদক্ষিণভুজ কৃষ্ণ স্কন্ধে আলম্বিয়া।

বাম ভাগে কান্তা সম রহে দাণ্ডাইয়া॥ স্বভাব প্রখরা ইহোঁ কিঞ্চিত দক্ষিণা। সখ্যতা করণে ব্যক্ত কান্ত পরাধীনা॥

তথাহি। কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেরর্জগৃহেঽঞ্জলিনামুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশেচন্দন রূষিতং॥ ইতি

কোন সুমধ্যমা কৃষ্ণের তাম্বূল চর্ব্বণ। অঞ্জলি করিয়া লয় করিয়া প্রার্থন॥ ইহাতে ঔৎসুক্য ভাব অতিশয় হৈল। কৃষ্ণাধরামৃত যাতে প্রার্থনা করিল॥ ইহঁ মৃদু হাস্য প্রায় সখ্যতা কারণে। কান্ত পরাধীনা হয়ে দক্ষিণা বিধানে॥ আর এক জনা কৃষ্ণ অগ্রেতে বসিয়া। কাম তাপে তাপিতাত্মা শীতল লাগিয়া॥ কৃষ্ণের দক্ষিণ পদ কমল লইয়া। স্তনদ্বয় মধ্য দেশে রহিল ধরিয়া॥ বাম ভুজে করিয়াছে প্রিয়া আলম্বন। বাম পদে অঙ্গ ভার হয়ে তেকারণ॥ এইঁত প্রখরা দাস্য প্রায় সখ্যে করি। কান্তাধীনা দক্ষিণা স্বভাব মধ্যে ধরি॥

তথাহি। কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্লাত্তন্বী তাম্বূল চর্ব্বিতং। একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সংতপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ॥ ইতি

আর এক শ্রেষ্ঠা প্রেম সংরম্ভবিহ্বলা। তথাবিধ কান্ত দেখি নিকটে না আইলা ভ্রূযুগ্ম অতিশয় কৌটিল্য করিয়া। আপন অধর চাপি দশনে ধরিয়া॥ কটাক্ষ বিক্ষেপ করি তাহার উপরে। বিদ্ধ করিবেক হেন রূপে রহি হেরে॥ গর্ব্বমান হেতু যে আদর না করয়। এইত বিব্বোক নাম অনুভব হয়॥

তথাহি। ইষ্টেপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাতরে॥ ইতি

তাঁহা দেখি ক্ষোভ উপজয়ে কৃষ্ণ মনে। নিকটে যাইতে ইচ্ছে তাহার মিলনে দাক্ষিণ্য স্বভাবে সভে আছেন ধরিয়া। তেকারণে আসিতে না পারে ছাড়াইয়া বাম্য ভাবে তিহঁ দূরে রহিয়া যে হেরে। তাহা দেখি কৃষ্ণসুখ বাঢ়য়ে অন্তরে॥ ললিত আখ্যান সেই অনুভাব হয়। বিশেষিয়া রস গ্রন্থে লক্ষণ করয়॥

যথা। বিন্যাস ভঙ্গি রঙ্গানাং ভ্রূবিলাস মনোহরা। সুকুমারা ভবেদযত্র ললিতং তদুদীরিতং॥ ইতি

স্বভাব প্রখরা সুসখ্যতা অনুপমা। অত্যন্ত স্বাধীন কান্তা হয়ে মধ্যাবামা॥

তথাহি। একাভ্রূ কুটিমা বধ্য প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলা। ঘ্নতী বৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈ র্নির্দ্দিষ্ট দশনচ্ছদা॥ ইতি

অপরা যে অনিমিষ নেত্রদ্বয়ে করি। আস্বাদন করে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী॥ যদাপি সম্যক রূপে কৈল আস্বাদন। তথাপিহ তৃপ্তি নাহি হয়ে তার মন॥ তাঁহার যে নেত্রদ্বয় রসনা সে হয়। মুখাম্বুজ রূপকে সৌন্দর্য্য মধুময়॥ দৃষ্টিদ্বয় রসনাত্ব রূপকে করিয়া। কৃষ্ণের মাধুর্য্যশক্তি হয়ে তার হিয়া॥ যেন দাস্যভক্তি নিষ্ঠ সাধু ভক্ত জন। তৃপ্তি নাহি হয়ে সেবে তাহার চরণ॥ তত্তদ্ভাব মাধুরী বাঞ্ছক শ্রীবদন। আলম্বনে রহি ধরি সম্মুখে নয়ন॥ আপনে আসিয়া কান্ত

মিলিব আমারে। এত মনে করে রহে কৃষ্ণ বরাবরে।। অতএব স্বভাব প্রখরা সুসখ্যতা। করণে স্বাধীন কান্তা হয়ে তবামতা।।

তথাহি। অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণাতন্মুখাম্বুজং। আপীত মপিনাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা।। ইতি

আর একজনা যৈছে কৃষ্ণেরে দেখিল। নেত্রদ্বারে করি নিজ হৃদয়ে ধরিল।। তারপর সাক্ষাৎ দর্শনে লজ্জা পাঞা। মুদ্রিত নয়নে রহে সে রূপ ভাবিয়া।। তাব পরে বশ্য হেতু পুলকাঙ্গী হয়ে। আলিঙ্গন করিতেছে দাণ্ডাইয়া রহে।। অন্তরে দর্শনে যৈছে সুখী যোগীজন। আনন্দ সংপ্লুতা অন্তস্ফূর্ত্তির কারণ।। লজ্জাশীলা হেতু স্বভাবত মৃদ্বী হয়। সুসখ্য স্বাধীন কান্তা বাম্যভাবময়।।

তথাহি। তংকাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্যচ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা।। ইতি

এইত কহিল আগে সাতের মিলন। স্বভাবানুরূপ কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন।। অষ্টমী যে সখী তার স্বভাব বর্ণনে। বিষ্ণুপুরাণের মত কহিব মিলনে।। আগমন কালে তিহোঁ গোবিন্দ দেখিয়া। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণকহে আনন্দ পাইয়া।। অন্য কোন শব্দ তিহোঁ না কহে বদনে। প্রখরা সরলা হয়ে এইত কারণে।।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

কাচিদায়ান্ত মালোক্য গোবিন্দ মতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্য ম্নদীরয়ৎ।। ইতি

অষ্টজনের করিল যে স্বভাব বর্ণন। সব শ্রোতাগণ শুন করি বিবেচন।। প্রথমে সমর্থা রতি দুইত প্রকার। তদীয়তা মদীয়তা বিখ্যাতি যাহার।। আপনাকে তদীয়তা ভাবনা যে হয়। কান্ত পরাধীনা সেই দাক্ষিণ্যাদিময়।। কান্তেরে যে আপনার করিয়া মানয়। সেইত স্বাধীন কান্তা বাম্য অতিশয়।। তস্মাৎ এদুই ভাব মিলন করণে। আর যে বিবিধ ভাব হয়ে বিলক্ষণে।। অতএব নানা ভাববতীগণ মাঝে। স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বভাব বিরাজে।। তার মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয় ভাব যাতে। রোচকত্ব হেতু সখী ভাব তাতে তাতে।। বিজাতীয় ভাব হয় যাহাতে যাহাতে। প্রতিপক্ষ তটস্থতা ভাব তাতে তাতে।। নিজ নিজ ভাব মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে। তাতে অতিরুচি মতি যারা সব হয়ে।। তাসভা হৃদয়ে যে সখ্যাদি ভাব হয়। তদেক মূলত্ব সেই উচিত যে হয়।। তদীয়তা ভাবে কৃষ্ণে স্নেহ ঘৃতময়। ভাবান্তর বিনা সেই সুরঙ্গ নাহয়।। মদীয়তা স্নেহে কৃষ্ণ ভাব সুমধুর। নানা রসময় মধু মাধুর্য্য প্রচুর।। তদীয়তা মদীয়তা দুই মুখ্য হয়। মদীয়তা ভাব শ্রেষ্ঠ হয়ে সুনিশ্চয়।। মদীয়তা ভাবেতে মমতাধিক্য করি। গম্ভীর প্রেম প্রবাহ আধিক্যতা হেরি।। তাহার বিবর্ত্ত রূপ বামতা যে হয়। অপর পর্য্যায় সে কৌটিল্য ভাবময়।।

তথাহি। অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ। অতোহেতোর হেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ইতি

অতএব কান্ত যে তাহার বশ হয়। বাম্যভাবে প্রেম রসাস্বাদ অতিশয় ॥

তথাহি। বামতাদুর্ল্লভত্বঞ্চস্ত্রীণাং যাচনিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্ত মন্যে পরম মায়ুধ মিত্যাদি ॥

অতএব অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করিয়া। প্রথমত চারিজনার স্বভাব কহিয়া ॥ উত্তর তিনের যে স্বভাব প্রেম গুণ। এক এক শ্লোকে মুনি করিল বর্ণন ॥ এ ভবের মধ্যে যে প্রথমা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। আর দুই তার সখী যে পরম প্রেষ্ঠা ॥ সভারে তেজিয়া কৃষ্ণ যারে সঙ্গে নিলা। তাহার সৌভাগ্য আপনেই প্রকটিলা ॥ সর্ব্বগণাধ্যক্ষা সেই শ্রীমতীরাধিকা। রূপ গুণ সৌভাগ্যাদ্যে নাহি ততোধিকা ॥ প্রথম চারিতে যে প্রথমা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা। সর্ব্ব আগে স্থিতি হেতু সকলের জ্যেষ্ঠা ॥ দক্ষিণাগণেতে সুমধুর চেষ্টাময়। কান্ত স্পর্শ কৈল সভার করি অতিক্রয় ॥ অত এব চন্দ্রাবলী আখ্যান তাহার। বিজাতীয় ভাবে প্রতিপক্ষা রাধিকার ॥ অতঃপর এদোহাঁর বর্গ বিবরণ। প্রসঙ্গানুক্রমে কিছু করিয়ে সুচন ॥ কৃষ্ণের দক্ষিণ কর গ্রহণ যে কৈল। দক্ষিণা স্বভাব চন্দ্রাবলী সে কহিল ॥ তাম্বূল চর্ব্বিত যেই করিল প্রার্থন। হৃদয়ে ধরিল যেহোঁ কৃষ্ণের চরণ ॥ পদ্মা শৈব্যা নাম হয়ে সেই দুই জন। স্বজাতীয় ভাবে হয়ে চন্দ্রাবলীর গণ ॥ দ্বিতীয় প্রথমা যেই কটাক্ষ করিয়া। বাম্যভাবে রহিলেন কৃষ্ণেরে হেরিয়া ॥ শ্রীমতীরাধিকা নাম করিল কথন। তাহার দক্ষিণ বামে আর দুই জন ॥ কৃষ্ণ মুখাম্বুজ মধু করে আস্বাদন। মানসে করয়ে যেবা কৃষ্ণ আলিঙ্গন ॥ ললিতা বিশাখা নাম হয়ে সে দোহাঁর। স্বজাতীয় ভাবে সখী হয়ে রাধিকার ॥ দ্বিতীয়া কহিল যে প্রথমা চারি জনে। কৃষ্ণ বামভুজ স্কন্ধে যে কৈল ধারণে ॥ কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য ভাব ব্যবহিত হৈয়া। তিহোঁ যে প্রথমাগণে রহে প্রবেশিয়া ॥ দাক্ষিণ্যাতি ক্রমী যে চরিত্র হয়ে তাঁর। তাহাতে জানিয়ে সখী নহে প্রথমার ॥ কৃষ্ণের বিলাস ইচ্ছা হয়ে যারসনে তেকারণে তাহারে অধীন করি মানে ॥ কিঞ্চিৎ বামত যে সাদৃশ্য গুণে করি। দ্বিতীয়ার সুহৃৎ পক্ষ কহিল বিচারি ॥ ভাবদ্বয়ে মিশ্রিতা শ্যামলা যূথেশ্বরী। সাতের স্বভাব এই কহিল বিস্তারি ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ উক্ত অষ্টমী যে হয়। স্বভাবত দাক্ষিণ্য বামতা স্পৃষ্ট নয় ॥ অতএব দুইগণে অপ্রবিষ্ট হৈতে। মহামুনি বর্ণন না কৈল ভাগবতে ॥ প্রখরা সকলা এই দুইগণে করি। বিচারিয়া বুঝিল সে ভদ্রা যূথেশ্বরী ॥ ইহাসভার নাম ভাগবতে নাহি দেখি। অন্য পুরাণের মত কিছু মাত্র লিখি ॥

তথাহি। ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে ॥

গোপ্যস্তুনামানি রাজেন্দ্র প্রধান্যেন নিরোধমে। গোপালি পালিকা

ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা । রাধানুরাধা সোমাভা মতারকা দশমীত থেত্যাদি ॥

দশমী আখ্যান কোন গোপীকার হয় । অথবা দশমী নাম্নি তারকা নিশ্চয় ॥ সোমাভা কহিয়ে চন্দ্রাবলী নাম যার । গান্ধর্ব্বা আখ্যান বেদে হয় রাধিকার ॥ অনুরাধা আখ্যান কহিয়ে ললিতার । এই মত নাম ভেদ আছয়ে বিচার ॥

তথাহি । চন্দ্রাবল্যেব সোমভা গান্ধর্ব্বা রাধিকৈবসা । অনুরাধাতু ললিতা নৈতাস্তেনোদিতাঃ পৃথক্ ॥ ইতি

স্কন্দপুরাণে তেহোঁ প্রহ্লাদ সংহিতাতে । অষ্টজন নাম কথা উদ্ধব সহিতে ॥ শ্যামলা ললিতা রাধা বিশাখা আখ্যান । ধন্যা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রা এই অষ্ট নাম কেহ এই অষ্ট মধ্যে ধন্যারে না গণে । চন্দ্রাবলী নিরূপণ করে ধন্যা স্থানে ॥ প্রথমোপক্রমে চন্দ্রাবলীর গণন । শৈব্যা পদ্মা দুই তাঁর সখীতে গণন ॥ দ্বিতীয়ে প্রথমা নাম হয়ে শ্রীরাধিকা । তাঁর দুই সখী নাম ললিতা বিশাখা ॥ চন্দ্রাবলীর গণে রহে শ্যামলা আখ্যান । বাম্য গন্ধযুক্তা রাধার সুহৃৎ ব্যাখ্যান ॥ প্রবিষ্টা নহিলা ভদ্রা এদোহাঁর গণে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে তটস্থ বিধানে ॥ মহা অনুভবের সম্মতি প্রকরণে । যুক্তিপ্রায় নাম যেই করিল লিখনে ॥ সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রিয়া সকলে যে আর । অনন্য জনের গতি বিশেষ আমার ॥ ইথে অপরাধ মাত্র মোর যেই হয় । ক্ষমিবে সকলে মোরে হইয়া সদয় ॥

তথাহি । মহানুভাব সম্মত্যা যুক্তি প্রায়ং ব্যলেখয়ৎ । তত্রকৃষ্ণ স্তদীয়াংশ্চ মমানন্যগতের্গতিঃ ॥ তামপরাধ্যরহঃ কেলৌ নাম্নাসঙ্কোচমাপ্নুয়ুঃ । মুনি নৈবং হৃতাহ্বানা ক্ষমন্তাং মমচাপলং ॥ ইতি

এই যে কহিল অষ্টজন বিবরণে । এই চারি ভাব ভেদ অন্য গোপীগণে ॥ মন্মথ মোহন রূপ কৃষ্ণের দর্শনে । পরম উৎসব হৈল সকলের মনে ॥ তাতে যে বিরহ দুঃখ সব দূরে গেল । পরম আনন্দ সকলের চিত্তে হৈল ॥ যেমত পরম ভাগবতকে লভিয়া । ভক্তগণ সব রহে আনন্দে ভাসিয়া ॥

তথাহি । সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোক পরমোৎসব নির্বৃতাঃ । জহুর্বিরহজন্তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥

তবে কৃষ্ণ মিলিলা সকল গোপীগণে । প্রিয়কথা আলাপন করি কার সনে ॥ ভ্রূভঙ্গ করিয়া কার সহিতে ঈক্ষণে । মিলন করিলা যেন নয়নে নয়নে ॥ কারো কারো হাতেধরি অনুনয় করে । যাহাতে সকলে শোক তেজিলা অন্তরে ॥

শ্রীপরাশরেণোক্তং ।

ততঃকাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ । নিন্যেঽনুনয় মন্যাংশ্চ করস্পর্শেন মাধব ॥ ইতি

রূপগুণ সকল সম্পন্ন ভগবান । কোন অংশে চ্যুতি নাহি অচ্যুত আখ্যান ॥

যাহার স্বরূপ হয়ে মন্মথমোহন। রাস মণ্ডলীতে সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন ।। পূর্ব্ববৎ সভে মেলি চৌদিগে বেড়িল। পূর্ব্ববৎ হৈতে অতি শোভা উপজিল ।। সর্ব্বশক্তি আবৃত পুরুষ যেন সাজে। প্রেম রসাস্বাদে তৈছে গোপীকা সমাজে ।।

তথাহি। তাভির্বিধূত শোকাভির্ভগবানচ্যুতোবৃতঃ। ব্যরোচতাধিকং তাতপুরুষঃ শক্তিভির্যথা ।। ইতি

তবে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচার করয়। পুলিন প্রদেশ এই সুবিস্তার নয় ।। অতএব যমুনাপুলিন মধ্য বিনে। সভাসহ বিহার নহিব এইখানে ।। পারিজাত কুন্দ আর দক্ষিণে প্রকাশে। তিনদিগে অরবিন্দ কুমুদ বিকাশে ।। সৈত্য সৌগন্ধ্য যাঁহা বহয়ে পবন। ষট্পদ আস্পদ হেতু মান্দ্য বিলক্ষণ ।। শরতের চন্দ্রাংশু সকল সুস্নিগ্ধতা। তাহাতে সন্দেহ সেই চন্দ্রের পূর্ণতা ।। তাহাতে যে ধ্বস্ত দোষা তমো বিনাশিল। দিন সম মঙ্গল পুলিনস্থলী হৈল ।। তাতে আর যমুনা তরঙ্গ হস্তে করি। স্থলের বৈশম্য নাশি কৈল সুমাধুরী ।। সেইখানে সভাসহ বিবিধ বিলাসে। বাঞ্ছাপূর্ণ করিব মণ্ডলী বন্ধ রাসে ।। এত বিচারিয়া নিজ ব্যাপকতা গুণে। তাসভা লইয়া আইলা সেইত পুলিনে ।।

তথাহি। তাঃসমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ। বিকসৎ কুন্দ মন্দার সুরভ্যনিল ষট্পদং ।। শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্ত দোষাতমঃ শিবং। কৃষ্ণায়া হস্তরলাচিত কোমল বালুকং ।। ইতি

তবে অতিশয় হৃষ্ট হৈয়া গোপীগণ। প্রেম সেবা করে সভে অতি বিলক্ষণ ।। ক্রীড়া বিশেষোৎসুক যে কৃষ্ণ রসাশ্রয়। তাহার দর্শনে যে আনন্দ অতিশয় ।। তাহাতে হৃদ্রোগ নাশ হৈল তাসভার। কিঞ্চিৎ যে দুঃখ শেষ না রহিল আর ।। তথাবিধ কান্তসহ পুলিন গমনে। রাসক্রীড়া ময় চিরস্থিতি নির্দ্ধারণে ।। কেবল পরম দুঃখ শান্তিমাত্র নয়। পরম যে সুখ প্রাপ্তি হইল নিশ্চয় ।। পরাকাষ্ঠা লভিল যে বাঞ্ছিতের অন্ত। শ্রুতি সব পাইল যেন এইত দৃষ্টান্ত ।। এই যে পরম প্রেমময় রাসলীলা। ইহাতেই শ্রুতিসব কৃতার্থ হইলা ।। অতএব এই যে দৃষ্টান্ত সহোপমা। শ্রুতিসম পাইল গোপী শ্রুতি গোপীসমা ।। তারপর সকলে সুস্থির চিত্তা হৈয়া। নিজ নিজ অঙ্গের ওড়নী উতারিয়া ।। বিরহ রোদন ধারা কজ্জলের সাথে। গলিয়া পড়িল কুচ কুঙ্কুম সহিতে ।। সে সকল বস্ত্রে করি বিচিত্র আসন। রচনা করিল প্রাণ বন্ধুর কারণ ।।

তথাহি। তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূত হৃদ্রুজোমনোরথান্তং শ্রুতয়োযথাযযুঃ। স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ রচীক্লৃপন্নাসন মাত্মবন্ধবে ।। ইতি

সেই কৃষ্ণ প্রেমরসাম্বুধি বিবর্দ্ধন। ষড়্গুণ সদাই অপূর্ব্ব প্রকাশন ।। যোগের যে সিদ্ধ সমাধি অধিকারী। শ্রীরুদ্রাদি এক চিত্তে ভাবনা যে করি ।। হৃদয়ের মধ্যে যার করয়ে আসন। তথাপি দুর্ল্লভ যেই স্বরূপ দর্শন ।। এতাদৃশ হৈয়া

সেই আসন উপরি। বসিলেন চারিদিগে সব ব্রজনারী ॥ আসন তাম্বূল নর্ম্ম সুস্মিত ঈক্ষণে। অর্চ্চিত হইলা এই সম্মান বিধানে॥ প্রাকৃতাপ্রাকৃত অধো মধ্য উর্দ্ধলোকে। পরব্যোম নাম মহা বৈকুণ্ঠ গোলোকে॥ সে সকল স্থানে শোভা লক্ষ্মী যেই হয়। তার এক পদ যে অনন্য শোভাময়॥ তাদৃশ স্বরূপ বপু করিয়া ধারণ। গোপীকার সভামধ্যে হৈলা প্রকটন॥ প্রতিক্ষণ নূতন নূতন যে মাধুরী। আস্বাদন করে সুখে শ্রীব্রজসুন্দরী॥

তথাহি। তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরান্ত হৃর্দি কল্পিতাসনঃ। চকাশ গোপীপরিসদ্গতোঽর্চ্চিত ত্রৈলোক্য লক্ষ্ম্যেক পদং বপুর্দ্দধৎ॥

পূর্ব্ব উক্ত সাক্ষাৎ যে মন্মথ মোহন। সেই কৃষ্ণ সকলের অনঙ্গ দীপন॥ সস্মিত ঈক্ষণ লীলা বিভ্রম ভ্রূভঙ্গে। পুলিনে মিলিলা যাতে সকলের সঙ্গে॥ তাহাতে যে হস্ত পদ্ম যুগল চরণ। হৃদয় মাঝারে পাইল সম্যক্ স্পর্শন॥ তাহাতে যে সকলেঙ্গকামতাপ গেল। মিলন করণে চিত্তে আনন্দ পাইল॥ তবে সকলের অতি প্রণয় জন্মিল। নিজ পরিত্যাগে যে প্রণয় কোপ ছিল॥ কিবা ত্যাগকরি দুঃখ দিয়া সবজনে। অনঙ্গ দীপন রূপ হইলা এখনে॥ এই মত প্রণয় কুপিতা সভে মনে। সভাসদ করি সেই অনঙ্গ দীপনে॥ সোল্লুণ্ঠ বচনে স্তব করি সম্বোধন। কহিতে লাগিলা শ্রীগোপীকা সর্ব্বজন॥

তথাহি। সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণ বিভ্রমভ্রুবা। সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ সংস্তুত্যঈষৎ কুপিতাবভাষিরে॥

আপনাতে দোষপর্য্যবসান শঙ্কাতে। কৃষ্ণ মনো অভিনিবেশ নহিবে ইহাতে এত মনে বিচারিয়া যূথেশ্বরীগণ। সম্বোধিয়া কহে নভো শুনহে বচন॥ ভজত জনেরে কেবা করয়ে ভজন। না ভজিতে ভজয়ে যে সেবা কোনজন॥ অভজত ভজতকে ভজন না করে। ভালমত বিচারিয়া কহ মোসভারে॥

তথাহি। ভজতোনুভজন্ত্যেকে একএতদ্বিপর্য্যয়ং। নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভো॥ ইতি

এইমত তাসভার বচন শুনিয়া। প্রশ্নত্রয় তাৎপর্য্য অন্তরে বিচারিয়া॥ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিদগ্ধ শিরোমণি। কহিতে লাগিলা সাধুমত যে বাখানি॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এক চিত্তে শুনহে সকল সখীগণ। নিজ প্রশ্নোত্তর কথা ফল বিশেষণ॥ অন্যোন্যে মিলিয়া যেই সমান ভজন। সে একান্ত নিজ দৃষ্টি ফল প্রয়োজন॥ নিশ্চয় সে ভজনে সৌহৃদ ধর্ম্ম নয়। আপনার অর্থে সেই আপনা ভজয়॥

তথাহি। মিথোভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈ কান্তোদ্যমাহিতে। ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্ম স্বাত্মানং তদ্ধিনান্যথা॥

প্রথমে কহিল যেই স্বকাম ভজন। দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা শুন সর্ব্বজন॥ অভজত জনেরে যে করয়ে ভজন। পরম করুণাশীল সেই সব জন॥ যৈছে পিতা মাতা মনে করুণা করিয়া। না ভজিতে ভজে অতি স্নেহ প্রকাশিয়া॥ অথবা করুণাশীল পুত্র যতজন। না ভজিলে করে পিতা মাতার সেবন॥ এইমত ভজনে পরম ধর্ম্ম হয়। ইহাতে নিরপবাদ সৌহৃদতা ময়॥ তোমরা সুমধ্যমা সর্ব্বগুণ গণে। অতএব বিচারিয়া বুঝ নিজমনে॥

তথাহি। ভজন্ত্য ভজতো যেবৈকরুণাঃ পিতরৌযথা। ধর্ম্মোনিরপ বাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

এইত দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল কথন। তৃতীয় প্রশ্নের কথা শুনহ এখন॥ ভজত জনেরে যেই না করে ভজনে। অভজত ভজিবে সে কোন প্রয়োজনে॥ আত্মা রাম প্রাপ্ত কাম অকৃতজ্ঞ আর। অকৃতজ্ঞ সব এই চারি ভেদ তার॥ আত্মাতে যে রমে সেই সব আত্মারাম। অন্যের ভজনে তার আছে কোন কাম॥ তেমতি যে প্রাপ্তকাম হয় যে যে জন। সে সব না করে অন্য জনের ভজন॥ এইতে অকৃ-তজ্ঞ অজ্ঞ যত জন। করিতে না পারে অন্য জনের ভজন॥ অভজত ভজত জানিয়া যে না ভজে। গুরুদ্রুহ সে সব অশেষ দোষে মজে॥ পদার্থ তাৎপর্য্য মুখ্য নাহি এভজনে। কিন্তু গৌণ বৃত্তিতে যে উপকারি জনে॥ ধর্ম্ম অর্থ সৌহৃ-দতা ময়াদি যে আর। এসকল নাহি গুরুদ্রোহি সভাকার॥

তথাহি। ভজতোঽপি নবৈকেচিৎ ভজন্ত্য ভজতঃ কুতঃ। আত্মারামাহ্যা-প্তকামা অকৃতজ্ঞাগুরুদ্রুহঃ॥

ব্রজবধূগণে যেই তিন প্রশ্ন কৈল। তার প্রত্যুত্তর এই কৃষ্ণ যে কহিল॥ একথা শুনিয়া সভে মনে বিচারয়। আত্মারাম প্রাপ্ত কাম এহোঁ নাহি হয়॥ সংযোগ বিয়োগে চিত্ত বিহার করণে। সাক্ষাৎ রমণ করে মোসভার সনে॥ জ্ঞাত অবি-জ্ঞাত বাক্য চাতুরী বিধানে। অকৃতজ্ঞ নহে ইহোঁ সব তত্ত্ব জানে॥ তবে যে কহিল গুরুদ্রুহ অবশেষ। দয়াদি রহিত অতি কাঠিন্য বিশেষ॥ অকৃতজ্ঞ প্রতি পন্ন করিবার তরে। চাতুরি করিয়া প্রশ্ন করিল ইহারে॥ তাহাতেই ইহোঁ দোষ বিশেষ ব্যাখ্যানে। অশেষ দোষের দোষী আপনাকে মানে॥ এত মনেকরি সব ব্রজবধূগণ। সভে সভা হেরি রহে প্রসন্ন বদন॥ দেখিয়া বুঝিল কৃষ্ণ আপন বচনে। আপুনি হারিল এই লজ্জাপাঞা মনে॥ অস্তে ব্যস্তে কহয়ে শুনহ সখী গণ। এই চারি মধ্যে আমি নহি এক জন॥ অভজত ভজত যে এই ব্রজবনে। সভারে ভজিয়ে আমি স্বভাবজ গুণে॥ তথাপিহ ভজত জনের যে ভজন। আমি নহি করি সে ভজন সর্ব্বোত্তম॥ অভজত ভজ যে প্রাণিমাত্র হয়। এই ব্যবহার মোর সর্ব্বত্র নিশ্চয়॥ অতএব বাহ্য ঔদাসিন্য যে আমার। আপনাতে শঙ্কা মনে নাকরিহ আর॥ যদি কহ কেন তুমি নাকর ভজন। তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া

এক মন ।। আমাতে যে অনুবৃত্তি হইবে সভার। তেঁকারণে ভজন না কার সাক্ষাৎকার ।। যদি কহ অনুবৃত্তি সদা মোসভার। তোমাতে যে হয়ে সেহ সত্য শুন আর ।। সেই অনুবৃত্তি অতিশয়ের কারণ। সদৃষ্টান্ত করি কহি শুন প্রিয়াগণ ।। অধন জনের যেন ধন লভ্য হয়। সে ধন হারায়্যা পুন ব্যাগ্র অতিশয় ।। অতএব নিরন্তর ব্যাপি রহে মনে। কিছু নাহি জানে সেই ধন চিন্তা বিনে ।। সেই মত রূপ গুণ আদি যে আমার। ইথে আবেশিত চিত্ত হয়েত সভার ।। সেইত আবেশ যবে অত্যন্ত বাঢ়য়ে। তবে সর্ব্ব অর্থ পূর্ণ প্রেম মো বিষয়ে ।। তেকারণে সতত ভজন নাহি করি। ইহাতেই দোষ গুণ দেখহ বিচারি ।। বিরহ যে দুঃখ তাহা সহন কারণে। সতত লালসা প্রিয় গুণাদি বর্ণনে ।। অতএব সর্ব্ব পুরুষার্থ শিরোমণি। নিজবশীকার প্রেম দেন যে আপনি ।। ইহাতে জানিয়ে পিতা মাতা যে করুণ। তাহা জানি কৃষ্ণের যে হিতকারি গুণ ।। প্রিয় প্রেম বশাধিক্য গুণ জানাইয়া। এতেক প্রকার কহে চাতুরী করিয়া ।।

তথাহি। নাহন্তু সখ্যোভজতোহপি জন্তূন্ ভজাম্য মীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনোলব্ধধনে বিনষ্টে তৎ চিন্তয়ান্যান ভৃত্তোনবেদ ।। ইতি

পুনরপি কহে কৃষ্ণ ব্রজবধূগণে। শুনহ অবলাগণ আমার বচনে ।। বেদ ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম স্বজনাদি আর।। ভোগ স্বর্গ কুলাচার যতেক প্রকার ।। আমার কারণে সভে সকল তেজিয়া। ভজিতে আইলে মনে একান্ত করিয়া ।। অদর্শনে রহি দুঃখ দিল যে সভারে। তাতে সভে দোষদিতে পারহ আমারে ।। প্রিয়জন হৈয়া যদি প্রিয়ারে তেজয়। তবে সেই প্রিয়া প্রিয়জনেতে ভর্ৎসয় ।। তাতে তোমা সভাকারে আমি যে তেজিল। মোতে অনুবৃত্তি হেতু সে কথা কহিল ।। যাতে তুমি সব অতি অনুরাগ মনে। একচিত্তে অন্বেষণ কৈল বনে বনে ।। তাহাতে হইল যত প্রেমের বিকার। পদচিহ্ন দরশনে বিলাপাদি আর ।। বিবিধ প্রকার প্রেম বিবর্ত্ত যে গান। আস্বাদন করি সভে ধরিলে পরাণ ।। তোসভার আগে পাশে পশ্চাতে রহিয়া। সকল দেখিল আমি তিরোহিত হৈয়া ।। সে সকল প্রেমচেষ্টা ক্রিয়ানুমোদনে। পরোক্ষে করিল তোমা সভার ভজনে ।। অতএব আমাপ্রতি অসূয়া করণ। তোসভারে যুক্ত নহে শুন প্রিয়াগণ ।।

তথাহি। এবং মদার্থোজ্ঝিত লোক বেদস্বানাংহিবো ময্যনুবৃত্তয়ে
বলাঃ। ময়াপরোক্ষংভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথতৎ প্রিয়ং
প্রিয়া ।। ইতি

এইমত প্রিয়কথা করিয়া শ্রবণ। অন্যোন্যে সভে হেরে সভার বদন ।। তবে কৃষ্ণচন্দ্র জানি সভার আশয়। দৈন্য প্রকাশিয়া কহে সদয় হৃদয় ।। ব্রজবাসী মাত্র যে যে ভজে যে যে ভাবে। তাসভারে তেমতি ভজিয়ে স্ব স্ব ভাবে ।। সেই যে আমার সাধুকৃত নিজগুণ। রাখিতে নারিল সত্য কহিল বচন ।। অথবা যে

সাধুকৃত তোসভার গুণ। আমার ভজন সেই নহে সাধারণ ।। নিরবদ্য কামময় দেখি আচরণে। বস্তুত নির্ম্মল প্রেম বিশেষ লক্ষণে ।। নির্দোষ যে সংযোগ সম্যক্ মোবিষয়। একচিত্ত সঙ্গ রাধা যাসভার হয় ।। দুর্জ্জয় শৃঙ্খলা সেই গৃহ সর্ম্বদ্ধিনী দুইলোক সুখধর্ম্ম মর্য্যাদয়ে গণি।। তেজিতে না পারে যাহা কুলবধূগণে। পরমানুরাগে তাহা করিলে ছেদনে ।। সর্ব্ব নৈরপেক্ষ পূর্ব্ব আমার ভজন। তুমি সব কৈল যৈছে আত্ম সমর্পণ।। তেমত ভজন আমি করিতে নারিল। অত এব আমার প্রতিজ্ঞা না রহিল।। তস্মাৎ আমার প্রেম আছে অন্য স্থানে। তোসভা সদৃশ তেঞি নারিল ভজনে।। বিগত যে বুধ যে গণিতে না পারয়। তেমত অনন্ত আয়ু যদি মোর হয় ।। পালনাদি দৃঢ়কৃত্য যেই নিবন্ধান। সর্ব্বজন অনুবৃত্তি করণ বন্ধান ।। দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খলা করিয়া ছেদন। করিতে না পারি তোমা সভার ভজন।। অতএব ঋণি হৈনু তোসভার স্থানে। উপকৃত্য মান নিজ সুশীল্যাদি গুণে ।।

তথাহি। নপারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবঃ। যামাভজন্ দুর্জ্জরগেহ শৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যতদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ।। ইতি

শুকদেব কহে কথা শুনহে রাজন। অতি মনোহর যেই কৃষ্ণের বচন ।। শ্রবণ করিয়া সব ব্রজবধূগণে। তেজিল বিরহ তাপ আনন্দিত মনে ।। আলিঙ্গন করি গ্রহণাদি কৃষ্ণ সনে। তাহাতে সংপূর্ণ মনোরথা সর্ব্বজনে ।।

তথাহি। ইত্থংভগবতোগোপ্যঃ শ্রুত্বাবাচঃ সুপেশলাঃ। জহুর্বিরহ জংতাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ।। ইতি

ব্রজবধূগণ সহ কৃষ্ণের মিলনে। স্বভাব বিশেষ প্রেমরস উদ্দীপনে ।। মানান্তে সম্ভোগ যেই সংকীর্ণ লক্ষণ। ক্রোধ অসূয়াদি সহ কান্তের মিলন ।। সঙ্ক্ষেপ রূপেতে কিছু করিল প্রকাশ। আগেতে কহিব যে সম্পন্ন লীলারাস ।। শ্রীগুরু পাদপদ্মে মন সদাকরি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ মিলন বর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোধ্যায়ঃ সংপূর্ণং ।।

সপ্তচত্বারিংশোধ্যায়ারম্ভঃ।

রাসলীলা জয়তোষা জগদেক মনোহরা। যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতো-হপি মহিমাস্ফুটঃ ।। ইতি

রসিক শেখর জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন। মদন মোহন জয় আনঙ্গ বর্দ্ধন ।। জয় ব্রজ বধূগণ কৃষ্ণ প্রিয়াধিকা। শ্রীমতীরাধিকা জয় জয় গান্ধর্ব্বিকা ।। জয় পৌর্ণমাসী ভগবতি যোগমায়া। জয় বৃন্দাদেবী মোরে সভে কর দয়া ।। অতঃপর রাসলীলা

করিব বর্ণন। এক চিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥ ব্রজবধূগণ রাস রসোৎসুক মনে। প্রিয় মুখপদ্ম হেরে সস্মিত ঈক্ষণে॥ পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন। উঠিলেন রাসক্রীড়া বিশেষ কারণ॥ স্বর্গোষিত কিবা পরব্যোম লক্ষ্মীগণ। কিবা ধামান্তরীয় প্রমদা বিলক্ষণ॥ সকল স্ত্রীবর্গা শ্রেষ্ঠ ব্রজবধূগণ। পরম মাধুর্য্য সুশোভন স্ত্রীরতন॥ ত্যাগ করিয়াহ প্রিয় ভজে মোসভারে। এই মনে সকলে বিবশ প্রেমভরে॥ অতএব সভে কান্ত অধীন হইয়া। হাতাহাতি করি নাচে চৌদিগে বেড়িয়া॥ যেই মত হয় রাসক্রীড়ার লক্ষণ। করিতে লাগিলা সেইমত আচরণ॥

তথাহি তল্লণং।

নটৈঃ গৃহীত কণ্ঠীনা মন্যোঽন্যাত্তকর শ্রিয়ং। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলী ভূয়নর্ত্তনং॥ ইতি

আগেতে কহিব শুন মণ্ডলীর ক্রম। বিস্তার পুলিন স্থলী অতি মনোরম॥ রাধা চন্দ্রাবলী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা দুই জন। দুই দুই করিয়া দোহাঁর সখীগণ॥ ললিতা বিশাখা দুই রাধিকার বামে। পদ্মা শৈব্যা দুই চন্দ্রাবলীর দক্ষিণে॥ তেমতি যে রাধিকার অন্য সখীগণ। দুই দুই করি বামে শোভা বিলক্ষণ॥ সুচিত্রা চম্পকলতা আর দুই লেখা। আর দুইজন তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা॥ রঙ্গদেবী সুদেবী যে আর দুই জানি। তেমতি সকল সখী দুই দুই মানি॥ এইমত চন্দ্রাবলী সখী যত জন। দুই দুই করিয়া দক্ষিণে বিলক্ষণ॥ শ্যামলা মঙ্গলা আদি যূথেশ্বরীগণ। ভদ্রা আদি দুই দুই অতি সুশোভন॥ গোপালি পালিকা ধন্যা আদি যত যত। শতকোটি গোপী নাম কে গণিবে কত॥ হাতাহাতি করি রাস মহোৎসব কাজে। করিয়া মণ্ডলী বন্ধ সকলে বিরাজে॥ এই প্রিয় মোসভার মণ্ডলীর মাঝে। এইখানে রহি করু বিহার যে কাজে॥ পূর্ব্ববৎ ইহঁ যেন যাইতে না পায়। হাঁতাহাতি করি নাচে এই অভিপ্রায়॥ তাসভা বেড়িয়া আর দ্বিতীয় মণ্ডলী। নানা যন্ত্র বাদ্য গান করে সখী মেলি॥ তাহা সভা বেড়ি আর মণ্ডলী যে হয়। নেপথ্য সামগ্রী বীণা যন্ত্রাদি ধরয়॥

তথাহি। তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়া মনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈ রন্বিতঃ প্রীতৈ রন্যোঽন্য বদ্ধবাহুভিঃ॥ ইতি

শরতের পূর্ণচন্দ্র উদিত যে নিশা। অতি সুনির্ম্মল হইয়াছে দশ দিশা॥ কুন্দ মন্দার যে কুমুদ অরবিন্দ। সর্ব্বত্রেই বিকসিত ঝরে মকরন্দ॥ শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য ত্রিবিধ পবন। অতি যে রোচক আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন॥ তাহাতে গুঞ্জরে পুঞ্জ পুঞ্জ মত্ত অলি। পরাগে ধূষর সব কুঞ্জবন গলি॥ যমুনার সুভগ পুলিন যেই স্থলী। তাতে প্রিয়াগণ রাস রাসের মণ্ডলী॥ মনোহর বিস্তার অত্যন্ত চমৎকারী

কাল দেশ পাত্রের দেখিয়া সুগ ধুবী ॥ পরম রস কদম্বময় যেই রাস। উৎসব বিশেষ ক্রীড়া সর্ব্ব পরকাশ ॥ অভিলাষ করি অতি উল্লাসিত মনে। আরম্ভ করিল লীলা তাসভার সনে ॥

তথাহি। তৎ কাননং তাং রজনীং প্রিয়াস্তাঃ কৃষ্ণাঞ্চতাং তৎ পুলিনা নিতানি। সমীক্ষ্য কৃষ্ণোহৃদি জাতয়া ভবৎ স প্রেরিতো রাসবিলাস বাঞ্ছয়েত্যাদি ॥

নানা যন্ত্র বাদ্য গান করে সখীগণ। কান্ত মুখ হেরি ফিরি করয়ে নর্ত্তন ॥ করতাল মৃদঙ্গ মহতী বীণা বায। স্মর কেলি কৌতুক মধুর স্বরে গায় ॥ ঐছে বাদ্য গানে রস উর্দ্দীপন করি। কৃষ্ণেরে সিঞ্চযে সব বসিয়া নাগরী ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তৈছে বেণু করি আলাপন। গান রসভরে সিক্ত করে প্রিয়াগণ ॥ যাহাতে করিল মুনি ধ্যান দলমলী। জগত বিজয়ী সেই মুরলী কাকলী ॥ গান রস তানে বিদ্ধ করি ত্রিভুবন। নিজ মদে মত্ত হৈয়া করয়ে নর্ত্তন ॥ বৈদগ্ধী পদ চালনে নিতম্বিনীগণ কুলাল চক্রের প্রায় করযে ভ্রমণ ॥ প্রেমরস আস্বাদক রসিক শেখর। সংযোগ সন্ধান বিজ্ঞ হেতু যোগেশ্বর ॥ রাধা চন্দ্রাবলী মাঝে শ্যামলা মঙ্গলা। দেখি মণ্ডলীতে অন্য স্থানে নিযোজিলা ॥ গমক করিয়া বেণু গান আলাপিয়া। ঠমক বিধানে সেই দুই মাঝে গিযা ॥ দুই ভুজ দুহুঁ কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিয়া। রতি কলা কৌতুক যে রস প্রকাশিযা ॥ তেমতি বৈদগ্ধী পদ সঞ্চারণ করি। মধ্যে নাচে শ্যামল সুন্দর গিরিধারী ॥

তথাহি। গায়ন্তি স্মর কেলি কৌতুক রসং শ্রীবদ্ধ মূর্ত্তস্বরং লীলা বেণু মৃদঙ্গ তাল মহতীঃ সম্বাদযন্তি মুদা। বামে নৃত্যতি রাধিকা রসবতী পক্ষেচ চন্দ্রাবলী মধ্যে শ্যামল সুন্দরো রতিকলা মৃদ্দীপযন্নুত্তমাং ॥

তমালের তরু যেন গহনের মাঝে। দুই দিগে দুই স্বর্ণ রম্ভা বৃক্ষ সাজে ॥ নৃত্য করে শাখা যেন দোলায পবনে। বিলাস করয়ে তৈছে হস্তাদি চালনে ॥ এইমত শ্যামলা মঙ্গলা মধ্যে গিয়া। রস উদ্দীপন করি কণ্ঠে আলিঙ্গিয়া ॥ আপনার বিদগ্ধতা করি প্রকাশন। নৃত্য করে তেমতি অপূর্ব্ব বিমোহন ॥ ঐছে নৃত্য গতি শৈব্যা পদ্মা মাঝে গিয়া। আলিঙ্গন করি রস প্রকাশ করিযা ॥ তেমতি যে পদযুগ করিয়া সঞ্চার। আনন্দে করযে নৃত্য সঙ্গে সে দোহাঁর ॥ অধর বিম্বতে বেণু করি আলম্বনে। করিয়া গমক বাদ্য ঠমক বন্ধানে ॥ ললিতা বিশাখা মধ্যে করি আগমন। আলিঙ্গন করি মুখে করিয়া চুম্বন ॥ যেমত বাদ্যের গতি যেমত সুতান তেমতি করযে নৃত্য গীত সুবন্ধান ॥

তথাহি। বিধায় রাধাং ললিতা বিশাখয়োমধ্যে তদংশার্পিত বাহু রচ্যুতঃ। গায়ন্ স গায়ন্তিরলং কদাপ্য সৌবভ্রাম নৃত্যন্ সহ নর্ত্তকীগণৈঃ ॥

এইমত আর দুই দুই সখী মাঝে। গান নৃত্য আলিঙ্গনে করয়ে বিরাজে ॥

তথাহি। রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ ক্লষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।। ইতি

কখন যে মন্দগতি কভু শীঘ্র চলে। বিহার করয়ে সর্ব্ব গোপীকা মণ্ডলে।। তমালের বৃক্ষ যেন স্বর্ণলতা মাঝে। গান নৃত্য আলিঙ্গনে করয়ে বিরাজে।।

তথাহি। তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়ো মধ্যে তদংসন্যস্তদোঃ স্ফুরন্। স চলৎ স্বর্ণবল্লীনাং নৃত্যত্তাপিঞ্জবদ্বভৌ।। ইতি

আলাতচক্রের প্রায় লঘু গতি করি। ভ্রমণ করিয়ে যবে বিহরয়ে হরি।। নাট্য বিদ্যাক্রমে তবে হয়ে যে অনেক। আপন নিকটে সভে দেখে পরত্তেক।। তবে সর্ব্ব গোপীগণ মানয়ে অন্তরে। অন্যত্র না যায় প্রিয় ছাড়িয়া আমারে।।

তথাহি। সোঽলাতচক্রবৎ ক্বাপি লঘুগত্যাভ্রমত্তদা। হিত্বামাং ক্বাপ্য সৌনাগাদিতি তামেনিরে যথা।। ইতি

অঙ্গনা অঙ্গনা মাঝে মাধব যেমন। মাধব মাধব মাঝে অঙ্গনা তেমন।। এইমত শোভা রাসমণ্ডলীর মাঝে। যশোদানন্দন বেণু বাদ্যেতে বিরাজে।।

তথাহি শ্রীবিল্বমঙ্গলে।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ।। ইতি

যথা। দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ যশোদা দেবকীতিচ।। ইতি

মধ্যে নন্দলাল ব্রজবালার মণ্ডলী। তরুণতা পিঞ্জ যেন কনক কদলী।। সুন্দর হস্তক ভেদ চঞ্চল চালনী। বিলাস চপল যেন শাখার দোলনী।। দুই দুই মাঝে যৈছে করয়ে বিহার। সকলের সঙ্গে তৈছে কৃষ্ণলীলা আর।। শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে। সর্ব্ব শ্রোতাগণ শুন করি এক মনে।। রাস মহোৎসব সর্ব্ব সুখের কারণ। আরম্ভ করিল কৃষ্ণ রসের সদন।। সকল সল্লক্ষণ যুক্ত পুরুষ যে হয় সকল প্রমদা সহ বিহার করয়।। অন্যথা বৈসম্যে দোষাপত্তি যে তাহার। বিশেষত সেই রস ভঙ্গ হয় তার।। অতএব সভা সহ করিয়া বিহার। আস্বাদন করে প্রেমরস যে যাহার।। অনির্ব্বচনীয়া কোন নাট্যবিদ্যা জানে। তেঞি নৃত্য গতি কৃষ্ণ আইলা এখানে।। মোরে ভালবাসে ক্রীড়া করে মোর সনে। এইমত ভ্রান্ত হয় সকলের মনে।। অন্যের সহিতে লীলা জানিতে না পারে। কৃষ্ণ আলিঙ্গনে সভে আপনা পাসরে।। কিবা সে আশ্চর্য্য রাসমণ্ডলী শোহিনী। কিবা সে নৃত্যের গতি ভুবন মোহিনী।। কিবা সে অদ্ভুত নানা বীণা যন্ত্র গান। কিবা সে অপূর্ব্ব নানাবিধ তান মান।। কিবা সে লাবণ্য করযুগের চলনী। গমক ঠমক কিবা কৃষ্ণ বেণুধ্বনি।। আকাশ ভেদিল হেন মনে অনুমানি। চমৎকার স্বর্গ লোকে যাহা দেখি শুনি।। অন্তরীক্ষ বাসী যে দেবতাগণ হয়। নিজ দার সঙ্গে তারা বিমানে ফিরয়।। অকস্মাৎ রাসক্রীড়া দর্শন পাইল। সকলের চিত্তে অতি

কৌতুক হইল ।। শত শত বিমান সে আকাশ উপরে।। একত্রে হইয়া লীলা দরশন করে ।। কিবা স্বর্গবাসী ব্রহ্ম রুদ্রাদি যে হয় । নিজ নিজ দারা সঙ্গে সভে বিহরয় নিজ লোকে থাকি দেখি শুনি রাসলীলা । কৌতুক বাড়িল নৃত্য দেখিতে আইলা হেন নৃত্য গীত বাদ্য স্বর্গে নাহি হয়। অন্তরীক্ষে থাকি সভে সে লীলা দেখয় ।। কেহ কহে কৃষ্ণ যেই ক্রীড়াদি করয় । তার অন্তরীক্ষ পরিকর সব হয়।। তেঞি ক্রীড়া আবরণ রূপে সাবধানে । সকলেই অন্তরীক্ষে রহে বিদ্যমানে ।।

তথাহি । প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ। যংমন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমান শত সঙ্কুলং । দিবৌকসাং স দারাণাং অত্যৌৎসুক্য ভৃতাত্মনাং ।। ইতি

অতি যে আশ্চর্য্য রাসলীলা নিরখিয়া । সগণে গগণচর মগন হইয়া ।। রাস মহোৎসবে সর্ব্ব সুখের কারণে । দুন্দভি বাজায় সভে মঙ্গলাচরণে ।। অতি যে সুগন্ধি পুষ্প থালিতে ভরিয়া । যতনে রতন সহ পেলে নির্ম্মঞ্ছিয়া ।। হেরয়ে অপূর্ব্ব গতি নৃত্যের মাধুরী। দুন্দভি বাজায় সভে পুষ্পবৃষ্টি করি ।। গন্ধর্ব্বের পতি সব এ লীলা দেখিয়া । বিস্মিতা হইলা মনে আশ্চর্য্য মানিয়া ।। উর্ব্বসী মেনকা রম্ভা আদি সঙ্গে লৈয়া । উজ্বল যে রস গান করে হর্ষ পায়্যা ।।

তথাহি । ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকা স্তদযশোঽমলং ।। ইতি

এই মত দেবকৃত উৎসব কহিয়া । রাস যোগ্য বাদ্য গীত কহে বিশেষিয়া ।। ঐছে চক্র ভ্রমণ যে নৃত্য প্রকাশিয়া । ব্রজবধূগণ সহ বিলাস করিয়া ।। পুনঃ কৃষ্ণ রাসলীলা বিশেষ কারণে । অন্যত্র গমন করে প্রিয়াগণ সনে ।।

তথাহি । বিলসন্নেবং হরিস্তাভিশ্চক্রভ্রমণ নর্ত্তনৈঃ। রাসলীলা বিশেষায় চক্রাদবরুরোহস ।। ইতি .

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যমুনা পুলিন সুবিস্তার । অনঙ্গ উল্লাস রঙ্গ আখ্যান যাহার ।। স্থলহরী মৃদু হস্ত সকলে করিয়া। সংস্কার করিল কৃষ্ণাকৃষ্টের লাগিয়া ।। কুমুদ সুরভি বাতে মার্জ্জিত সুদীপ্ত । চন্দ্রের কিরণ সুধাসিক্ত সব লিপ্ত ।।

তথাহি । স্থলহরী মৃদুহস্তৈঃ সংস্কৃতং কৃষ্ণ আত্মাঃ কুমুদ সুরভি বাতৈ মার্জ্জিতংস্কারমগ্র্যং । শশি কিরণ সুধাভিঃ সিক্ত লিপ্তং সতাভিঃ পুলিন বর মনঙ্গোল্লাস রঙ্গাখ্য মাম্লাৎ ।। ইতি

সেই স্থানে হাতাহাতি প্রিয়াগণ মেলি । পূর্ব্ববৎ করিয়া সে রাসের মণ্ডলী ।। রাধা সহ কৃষ্ণচন্দ্র বিলসয়ে মাঝে । বিশাখা সহিতে চন্দ্র যেমত বিরাজে ।।

তথাহি । বিধায় কৃষ্ণঃ পরিতং স মণ্ডলীং তস্মিন্ মিথোবদ্ধ কর প্রিয়াততেঃ । তদন্তরায়ং প্রিয়য়াবভৌ যথা বিশাখয়েন্দুঃ পরিবেশমধ্যগ ।।

কৃষ্ণপ্রেম রসাবেশে ব্রজবধূগণ । নৃত্য গতি হাতাহাতি করয়ে ভ্রমণ ।। কাম কুম্ভ

কার যেন নৃপতি সে হয়। তার এই চক্র অতি সৌন্দর্য্যাদিময়॥ রাসলীলা ঘট শ্রেণী নির্ম্মাণ কারণে। হরি মণিময় দণ্ডে করিল চালনে॥

তথাহি। পরিভ্রমত্তল্ললনানি মণ্ডলংবভৌ যথাকাম কুলালভূপতেঃ। রাসাদি লীলাখ্য ঘটানি নির্ম্মিতৌ স্বুবর্ণ চক্রং হরিদণ্ড চালিতং॥ ইতি

কিবা সে মণ্ডল হৈম মহাজাল হয়। বিলাস সাগরে যে উরজ তুম্বিময়॥ কৃষ্ণ মনোমীন ইথি বদ্ধ করিবারে। কন্দর্প কৈবর্ত্তবর প্রসারণ করে॥

তথাহি। তন্মণ্ডলংভাতি বিলাস সাগরে বন্ধং মনো মীন মিহৈব কিং হরেঃ। কন্দর্প কৈবর্ত্তবরং প্রসারিতং হৈমংমহাজাল মুরোজ তুম্বিকং॥ ইতি

পরস্পর বদ্ধকর প্রিয়াগণ সাজে। অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দুই দুই মাঝে॥ প্রিয়াযুগ স্কন্ধে নিজ ভুজযুগ ধরি। নানা গতি নর্ত্তনে ভ্রমণ করে হরি॥

তথাহি। পরস্পরা বদ্ধকর পিয়াততেদ্ব য়োদ্ব য়ো মধ্যে গতঃ ক্বচিৎ প্রভুঃ। প্রিয়াযুগাং সর্পিতদোর্যু গস্ফুরত্তাভিঃ স নানা গতি নর্ত্তনৈর্ভ্র মন্নিতি॥ ইতি

করযুগে বলয় কঙ্কণ সব সাজে। তেমতি চরণে সব নূপুর বিরাজে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রিয়াগণের কটিতে কিঙ্কিণী। নৃত্যগতি বাজে পদ তালানুগামিনী॥ সুমধুর কণ্ঠ গান বংশীর সহিতে। হইল তুমুল শব্দ রাসমণ্ডলেতে॥

তথাহি। হরি হরি দয়িতানাং বংশীকাকণ্ঠগানৈ র্মিলিত বলয়কাঞ্চী নূপুরাণাং স্বনৌঘঃ। নটন গতিবিরাজৎ পাদতালানুগামী নিজবর মধুরিম্নাং ব্যানসেংসৌজগন্তি॥ যথা। বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং। স প্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

এই মত কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সনে। বিলসয়ে রাস নৃত্য মণ্ডলী বিধানে॥ মাধুর্য্যাদি সদ্গুণ সম্পন্ন সদা হয়। ব্রজদেবী সনে শোভা বাঢ়ে অতিশয়॥ পরম চিক্কণ শ্যাম কান্তি যশোদার। দেবকী দেবকী সখী নাম হয়ে যার॥ তাঁর সুত ইন্দ্র নীলকান্তি মনোহর। সহজে চিক্কণ অতি শ্যামল সুন্দর॥ ব্রজাঙ্গনাগণ স্বর্ণ প্রতিমা সমাজে। মহামরকত যেন সুষমা বিরাজে॥ স্বভাবত ইন্দ্র নীলমণি বর্ণ হরি। নৃত্যগতি কৌশলে সভার কণ্ঠে ধরি॥ চুম্বনালিঙ্গন করি ভ্রমে চারিদিগে। গৌরাঙ্গিগণের অঙ্গছটা তাতে লাগে॥ অনতিশ্যামল মরকত বর্ণ হয়। শ্যাম গৌর মহামরকত শোভাময়॥ ব্রজাঙ্গনা হৈম মণিগণ চারি পাশে। মহামরকত এক কৃষ্ণ মধ্য রাসে॥ রাধা আলিঙ্গনে বেণু বাদন করিয়া। ভ্রমণ করয়ে সর্ব্ব শোভা প্রকাশিয়া॥

তথাহি। ক্রমদীপিকায়াং রাসধ্যানে॥

ইতরেতরবদ্ধকর প্রমদাগণ কল্পিত রাস বিহার বিধৌমণি শঙ্কুগমপ্য

মুনাবপুষা বহুধাবিহিত স্বকদিব্যতত্বং। সুদৃশা মুতয়োঃ পৃথগন্তরগং
দয়িতাগণ বদ্ধ ভুজদ্বিতয়ং ॥ ইতি

শ্রীবিল্বমঙ্গলেনোক্তং ॥

মণ্ডলে মধ্যমঃ সংজগৌ বেণুনেত্যাদি ॥ ইতি

আলাতচক্রের প্রায় যেকালে ফিরয়। তবে সকলের পার্শ্বে মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হয় ॥ আপনার ভ্রমণ লাঘব যবে করে। রাধাসহ এক মূর্ত্তি মণ্ডলী ভিতরে ॥

তথাহি। কদাচিদেকত্রবায়ং স্বীয় ভ্রমণ লাঘবাৎ। ভ্রমন্নলাতচক্রাভঃ
সর্ব্বাসাং পার্শ্বগোঽস্ফুরৎ ॥ ইতি

ইন্দ্র নীলমণি বাহে গৌরছটা হয়। মহামরকত মণি শোভা অতিশয় ॥

তথাহি ॥ তত্রাতি শুশুভেতাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। মধ্যেমণীনাং
হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ইতি

সামান্যত করিল যে মাধুর্য্য বর্ণন। বিশেষিয়া কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥ ব্রজ বধূ সহ যৈছে কৃষ্ণ শোভা হয়। কৃষ্ণ সহ ব্রজাঙ্গনা শোভা অতিশয় ॥ নৃত্য গতি ভ্রমিয়া আক্রম যত ভঙ্গী। চরণ বিন্যাস সভে করে অতি রঙ্গী ॥ হস্তক বিভেদ যেই হস্তের চালন। ভুজযুগ বিধুতি সে করে সর্ব্বজন ॥ যদ্যপিহ হাতা হাতি ধরি সভে রয়। হস্তক বিভেদ তাতে সম্ভব না হয় ॥ তথাপিহ কদাচিত কৃষ্ণের কারণে। ছাড়িয়া হস্তক ভেদ দেখায় নর্ত্তনে ॥ রসাভিব্যঞ্জক যত চাতুরী করণে সস্মিত ভুরু সভে করয়ে চালনে ॥ স্বভাবত কৃশমধ্যা হয় সর্ব্বজনে। ফিরাইতে ভাঙ্গে যেন নৃত্য প্রকরণে ॥ উত্তরীয় বস্ত্র কুচ পটুয়া সভার। বিহার করণে সে চলয়ে অনিবার ॥ শ্রবণেকুণ্ডল সব গণ্ডপরি লোলে। গলায়ে যে মণিহার হৃদয়ে সে দোলে ॥ শ্রমজল বিন্দু বিন্দু বদনে সভার। কনক মুকুরে যেন মুকুতা বিথার কবর বসনা নীবিবন্ধ যত আর। বিলাস করণে শ্লথ হৈল যাসভর ॥ শরচ্চন্দ্র কৌমুদী মুকুতা কর আর। গানকরি কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার ॥ তারা সভে কৃষ্ণ নাম মাত্র গান করে। কৃষ্ণবিনু অন্তরে বাহিরে নাহি স্ফুরে ॥ ব্রজবধূগণ সব কৃষ্ণ প্রিয়তমা। কৃষ্ণ সহ বিহরয়ে অতি সে সুসমা ॥ মেঘচক্রে তড়িত সকল যেন সাজে। কৃষ্ণ সহ আলিঙ্গন চুম্বনে বিরাজে ॥

তথাহি। পাদন্যাসৈর্ভুজ বিধুতিভিঃ সস্মিত ভ্রূবিলাসৈ র্ভজ্যন্মধ্যে-
শ্চল কুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ। সিদ্যন্মুখ্যঃ কবর রসনা গ্রন্থয়ঃ
কৃষ্ণবধ্বো গায়ন্ত্যস্তং তড়িতইবতা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥

এইমত সভাসহ হয়ে যে শোভন। অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে করু বর্ণন ॥

তথাহি। ভুজ শিরসি বিরাজদ্দোযুগং সপ্রিয়াল্যাং প্রচলদ জয়দে-
তন্মণ্ডলং কৃষ্ণমূর্ত্তেঃ ॥ ইতি ॥ জলদ সকল জালংমধ্য মধ্যাতিরাজং।
স্থির তড়িদুপগূঢ়ং সংভ্রমচ্চক্রবাতৈঃ ॥ ইতি

এইমত অন্যোন্যে সুসমা বিলক্ষণ। বিলাসানুরূপ কিছু করিল বর্ণন॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ মিলি করয়ে বিহার। সেইত সুসমা নাহি উপমা দিবার॥
নবজলধর কিবা বিনোদ বিজুরী। জলধর জলদ বিজুরী তাপকারী॥
কিবা মরকতমণি আর কাঁচাসোনা। সে দুই কঠোর নহে দোহাঁর যোজনা॥
কনক লতিকা কিবা তরুণ তমাল। সে দুই স্থাবর নহে এমত রসাল॥
বিনোদিনী রাধিকা নাগর বরশ্যাম। এদুহুঁ রূপ লাবণ্য সব অনুপাম॥
এইমত সখীগণ করি আস্বাদন। প্রেমাবেশে রাস রঙ্গে হয়ে নিমগন॥ এই যে নর্ত্তক রাস করিল বর্ণনে। আগেতে কহিব গান বাদ্য বিলক্ষণে॥ চারিদিগে মণ্ডলীতে ব্রজবধূগণ। সপ্ত স্বর ভিন্ন২ করে আলাপন॥ সরি গম পধনি যে বিভেদ আখ্যান্। অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দ্বিবিধ করে গান॥ শুদ্ধা যে বিকৃত জাতি দুই ভেদ হয়। আনন্দে সকলে গান করে অতিশয়॥ তারমধ্যে শুদ্ধ সাত প্রকার যে হয়। বিকৃতা যে একাদশ প্রকার নির্ণয়॥ সপ্তস্বরগতা শ্রুতি সব বিলক্ষণ। বাইশ প্রকার গান করে সর্ব্বজন॥ তালসব ধরে ঊনপঞ্চাশ প্রকার। একবিংশ ভেদে গান মূর্চ্ছন যে আর॥ পঞ্চদশ ভেদে যে গমক সবধরে। ঢালাদি অনেক ভেদ রম্য গান করে॥ ত্রিবিধ প্রকার আর নিবন্ধ যে হয়। শুদ্ধশালগ ভেদে গান আচরয়॥ প্রবন্ধ বস্তু রূপক শুদ্ধ সংজ্ঞাত্রয়। প্রবন্ধে স্বরপাঠাদি নানা ভেদ হয়॥ গ্রহ সন্ন্যাস সংযুত যে বিবিধ প্রকার। রাগ সব প্রবন্ধের মধ্যে হয় আর॥ সপ্তস্বর ষট্ স্বর যে পঞ্চস্বর আর। সংপূর্ণষাড়ব ঔড়বাদি নাম যার॥
প্রবন্ধের মধ্যে নানা রাগ আলাপন। সঙ্ক্ষেপ আখ্যানে কিছু করিব লিখন॥
মল্লার কর্ণাট নট রাগ যেই সাম। কেদার কামোদ আর ভৈরবাদি নাম॥
গান্ধার দেশাগ আর বসন্ত আখ্যান। মালব সহিতে সব রাগ করে গান॥

তথাহি। মল্লার কর্ণাটক নট্ট সাম কেদার কামোদচ ভৈরবাদীন্।
গান্ধার দেশাগ বসন্তকাংশ্চ রাগান গায়ন্ সহমালবাস্তে॥ ইতি

শ্রীগুর্জ্জরী রামকিরী গৌরী আশাবরী। গোণ্ডকিরী বেলাবলী মঙ্গল গুর্জ্জরী॥
তোড়ী যে বরাড়ি দেশবরাড়ী আখ্যান। মাগধী কৌশিকি পালী সিন্ধুড়া যে নাম॥
ললিতা পঠমঞ্জরী শুভগারাগিণী। ক্রমে আলাপয়ে নাম কহিতে না জানি॥

তথাহি। শ্রীগুর্জ্জরীং রামকিরিঞ্চ গৌরী মাশাবরীং গোণ্ডকিরীঞ্চ
তেড়ৌত। বেলাবলীং মঙ্গল গুর্জ্জরীঞ্চ বরাটিকাং দেশবরাটিকাঞ্চ॥
মাগধীং কৌশিকীং পালীং ললিতাং পঠমঞ্জরীং। শুভগাং সিন্ধুড়া-
মেতা রাগিণ্যস্তাঃ ক্রমাজ্জগুরিতিচ॥ ইতি

চতুর্ব্বিধ ঘনানদ্ধ শুধির যে মত॥ বাদ্য ভেদ বৃন্দা আনি রাখিয়াছে যত॥
মরুজ ডম্বুর ডম্ফ মুড়ড যে থমকা। ইত্যাদি আনন্দ বাদ্য বাজায় অধিকা॥
মন্দিরা করতালিকা ঘন বাদ্য করে। মুরলী পাবিকা বংশী শুষির সুস্বরে॥

বিপঞ্চি মহতি বীণা সুরমণ্ডলিকা। রুদ্রবণা কচ্ছপী যে শুক বিলাসিকা॥ চতুর্ব্বিধ বাদ্য সভে বাজায় সুতান। স্বরজাতি ভেদে নানা বিধ করে গান॥ পতাকা ত্রিপতাকা কর্ত্তরী মুখ আর। হংসাস্য শুকাস্য মৃগ মস্তক আকার॥ সাঁড়াসি খটকা মুখ শুচি মুখ হেন। অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষ অহিতুণ্ড যেন॥ ইত্যাদি হস্তক ভেদ করি সর্ব্ব জন। নর্ত্তনে কৃষ্ণের আগে করায় দর্শন॥ বহুবিধ তাল সব করয়ে ধারণ। বিশেষ কথক তাল ধ্রুব বিলক্ষণ॥ অন্য তাল সব ধরে যে মণ্ড লক্ষণ। সেই সেই বিধানে যে করে বিলক্ষণ॥ অতীত নাগত সম ত্রিবিধ প্রকার গ্রহ ভেদে তাল হয় অনেক প্রকার॥ সমা গোপুচ্ছিকা শ্রোতোবহা আদি যত। ত্রিবিধ প্রকার তাল সব যতি মত॥ দ্রুত মধ্য বিলম্বিত ত্রিবিধ যে নয়। একত্র মিলনে তাল অনেক যে হয়॥ নিঃশব্দ শব্দযুত এদুই লক্ষণে। ধ্রুববশ দুই মত তাল বিলক্ষণে॥ বর্দ্ধমানাধিক এক হিয়মান আর। এদুই বিভেদে মান অনেক প্রকার॥ চঞ্চৎপুট চাচপুট রূপক যে আর। সিংহনন্দনাখ্য গজলীলা এক তাল॥ নিঃসারু আদি তাল আর কত ভঁতি। অড্ডক ত্রিপুট শম্পা প্রতিমণ্ড যতি নল কুবর আখ্যান উদঘট্ট যে আর। কুট্টক কোকিলা রব এদুই প্রকার॥ উপাট্ট দর্পণ নাম বিশেষ যে হয়। রাজ কোলাহল শচীপ্রিয় নামদ্বয়॥ রঙ্গ বিদ্যাধর তাল ভেদ যে কথন। বাদকানুকূল আর হয়ে যে কঙ্কণ॥ শ্রীরঙ্গ আখ্যান যে কন্দর্প নাম আর। তেমতি ষট্‌পিতা পুত্র আখ্যাতি যাহার॥ রাজ চূড়ামণি জয় প্রিয় দুই যেই। পার্ব্বতী লোচন নাম তাল ভেদ এই॥ নানাবিধ বাদ্য ভেদে স্বর তাল মান। উচ্চ করি নৃত্য মধ্যে সভে করে গান॥ কৃষ্ণচন্দ্র রাসযোগ্য গান যেই করে। প্রশংসিয়া ততোধিক গায় উচ্চস্বরে॥

শ্রীপরাশরেণোক্তং। রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়ত ধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তাদ্বিগুণং জগুরিতি॥

শুনি কৃষ্ণ সাধু সাধু করি প্রশংসয়। সম্মান লভিয়া সভে নৃত্যমানা হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃকা প্রীতি চিত্তে যা সভার। কৃষ্ণ বিনু মুখে কিছু না আইসে আর॥ কৃষ্ণ প্রিয়াগণ প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠী হয়। পরম মধুর স্বরে গান যে করয়॥ কৃষ্ণ অভিমর্ষ হেতু আনন্দ হৃদয়ে। গান নৃত্য জন্য শ্রম কিছু না জানয়ে॥ যাসভার স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত রাগে করি। হইল পরম গান এই বিশ্বভরি॥

তথাহি। উচ্চৈর্জগু নৃ্ত্যমানারক্ত কণ্ঠো রতিপ্রিয়াঃ। কৃষ্ণাভিমর্ষ
মুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং॥ ইতি

এইমতে ক্রমে নানা বাদ্য গান করি। যে রূপে বিহরে আগে কহিব বিবরি॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। মহা রাসলীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে নর্ত্তক
রাস বর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায় সম্পূর্ণং।

অষ্ট চত্বারিংশোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় রাস রসিক নাগর নটবর। জিনিয়া তমাল মরকত জলধর।। জয় রাস রস নৃত্য গান আদি গুরু। জয় ব্রজ বিলাসিনী বাঞ্ছা কল্পতরু।। জয় ব্রজাঙ্গনা বৃন্দ রসিকা নাগরী। জিনি মণি স্বর্ণলতা বিনোদ বিজুরী।। জয় তাল মান যন্ত্র সঙ্গীত স্বামিনী। জয় কলহংস মত্ত কলভ গামিনী।। অতঃপর সাবধানে শুন শ্রোতাগণ। বাদ্য গীত নৃত্য রাস বিশেষ বর্ণন।। অন্তর্দ্ধান পরে যৈছে করিল মিলনে। তেমতি কহিয়ে রাস বিলাস বর্ণনে।। চারিদিগে চতুর্ব্বিধ তাল যন্ত্র বাজে। নানাজাতি স্বর রাসমণ্ডলী সমাজে।। রসিক শেখর সুদুর্গম স্বর তান। আলাপিয়া মধুর মুরলী করু গান।। কোন যে বিদগ্ধা একা প্রগল্‌ভা হইয়া। তেমতি দুরূহ স্বর জাতি প্রকাশিয়া।। কৃষ্ণের সহিতে সে স্বতন্ত্র গান করে। কৃষ্ণ গান জিতিল মধুর কণ্ঠস্বরে।। শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ পাইলা। সাধু সাধু বলি তারে সম্মান করিলা।।

তথাহি। কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধু সাধ্বিতি।। ইতি

তেমতি যে অনিবন্ধ রাগময় গান। কিবা মত্ত ময়ূরাদি স্বর যে বিধান।। ময়ূর চাতক ছাগ ক্রৌঞ্চ পিক আর। দুদুর মাতঙ্গ সপ্ত স্বরের বিচার।। ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম। ধৈবত নিষাদ শ্রুতি চিত্ত সুরঞ্জন।।

তথাহি। ষড়জর্ষভৌচ গান্ধার মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বেস্যুঃ শ্রুতি সম্ভবাঃ।। ইতি

তথা। রঞ্জকাশ্রুতি চিত্তানাং স্বরাঃসপ্তবিধামতা।। ইতিচ

রাগোৎপত্তি হেতু যেই সেই সব জাতি। শুদ্ধা বিকৃতা বিভেদে হয়ে কত ভাঁতি

তথাহি। রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সাজাতিরভিধীয়তে।। ইতি শুদ্ধাচ বিকৃতাচেতি তাদ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা।। ইত্যাদি

অন্য স্বর অন্য জাতি স্পর্শ নাহি হয়। স্বজাতীয় স্বরে গান প্রবীণতাময়।। ধ্রুব পদ কৃষ্ণচন্দ্র গান যেই করে। শুনি একজন তৈছে শুদ্ধ জাতিস্বরে।। কৃষ্ণের সহিতে সে উৎকৃষ্ট করে গান। তারে সাধুবাদে কৈল অনেক সম্মান।।

তথাহি। তদেব ধ্রুব মুন্নিন্যে তস্মৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ।। ইতি

কার কার গুণোৎকর্ষ বর্ণনা আচরি। গানাদ্যানুভাব প্রেম বর্ণনা যে করি।। কার কার সম্ভোগ প্রাধান্যে যে বিলাসে। কৃষ্ণ সহ মহামুনি কহিল যে রাসে।। তার মধ্যে সসৌভাগ্য প্রাধান্যে করিয়া। রাস বিলাসাদি যে শুনহ মন দিয়া।। যে কালে করিলা প্রিয় স্বরজাতি গান। তাতে যে উৎকর্ষ দোহে করিল সুতান।। তাহা শুনি কেহ বাদ্য গান অনুসারি। করিল আশ্চর্য্য নৃত্য তালাদি উচ্চারি।।

গদাকৃতি যষ্টি যেই নটরাজোচিতা। কিবা বংশী বর্ণাত্মক শব্দ নিগদিতা ।।
তাহা হাতে ধরি কৃষ্ণ রহে তার কাছে। নৃত্য অবসানে রসভরে পড়ে পাছে ।।
শ্লথ হৈল বলয়া যে কবর মল্লিকা। রাস নৃত্য পরিশ্রান্তা সেই যে গোপীকা ।।
বাহুলতা দিল প্রিয় স্কন্ধের উপরে। কৃষ্ণ তার গলে বাহুলতা দিয়া ধরে ।।

তথাহি শ্রীপরাশরেণোক্তং।

পরিবর্ত্ত শ্রমেনৈকা চলদ্বলয়লাপিনী। দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধু নিঘাতিনঃ ।। ইতি

এইত মাধুর্য্য নাম অনুভাব হয়। সর্ব্বাবস্থা গতা চেষ্টা সব শোভাময় ।।

তথাহি। মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থা সুচারুতা ।। ইতি

মধ্যে স্থিতা মধ্যমা যে গুণ অতিশয়। তস্মাৎ শ্রীরাধিকা স্বাধীন কান্তা হয় ।।
অতএব নিকটে যে দোহাঁ গান কৈল। রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী বিধানে জানিল ।।
গানাদি গুণ বিশেষ বর্ণন করণে। তদ্ভাব ইচ্ছাত্মিকা যে সহায় দুই জনে ।।
ললিতা বিশাখা সে দোহাঁর হয়ে নাম। স্বতন্ত্র নায়িকা রাধা নাহিক উপাম ।।

তথাহি। কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থাস্য গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ।। ইতি

ললিতা বিশাখা রাধা কৃষ্ণ সহ রাসে। নৃত্য গানরসে অতি আনন্দে বিলাসে ।।
নানাবিধ তাল যন্ত্র মণ্ডলীতে বাজে। নানা যে সুতাল গানে সকলে বিরাজে ।।
বাম্য গন্ধাযুতা যূথেশ্বরী যে শ্যামলা। তাল গতি নৃত্য করি কৃষ্ণ পাশে আইলা
রাধিকার স্কন্ধে যে কৃষ্ণের বাহু হয়। চন্দন আলিপ্ত সে উৎপল গন্ধময় ।। নিজ ভুজে পরশিয়া আঘ্রাণ লইয়া। চুম্বন করয়ে স্পষ্ট হৃষ্ট রোমা হৈয়া ।। কান্তসহ মিলনে যে শঙ্কা নাহি হয়। প্রাগল্ভ নামেতে সেই অনুভাব হয় ।।

তথাহি। নিঃশঙ্কত্বং প্রগল্ভতা ।। ইতি

কৃষ্ণ স্পর্শে হৃষ্ট হৈল যার রোমগণ। তার যে আনন্দ তাহা কে করু বর্ণন ।।

তথাহি। তত্রৈকাংশ গতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং। চন্দনালিপ্ত মাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্বহ ।। ইতি

পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণ সহ শৈব্যার বিলাস। নৃত্য গান রসে কিছু করিব প্রকাশ ।। বাদ্য গান তাল অনুরূপ নৃত্য কৈলা। এইত কারণে যেন শ্রমযুতা হৈলা ।। তৈছে নৃত্যাবেশে যাতে দোলয়ে কুণ্ডল। কৃষ্ণগণ্ডে ধরিল যে নিজ গণ্ডস্থল ।। কৃষ্ণ তার মুখ ধরি আপনি সম্মুখে। তাম্বূল চর্ব্বিত দিল অতিশয় সুখে ।। অতএব অন্যো-ঽন্যে যে হইল চুম্বন। দেয়া নেয়া ছল সেই তাম্বূল চর্ব্বণ ।।

তথাহি। কস্যাশ্চিন্নাট্য বিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষামণ্ডিতং। গণ্ডংগণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং ।।

পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণসহ মিলন করণে। চন্দ্রাবলীর বিলাস যে কহিব এখনে ।। যেমত

মুরজ তাল বীণাযন্ত্র বায়। চারিদিগে সখীগণ সুতান যে গায়॥ তেমতি যে স্বর জাতি প্রকাশ করিয়া। তাল গতি নূপুর কিঙ্কিণী বাজাইয়া॥ অচ্যুত দক্ষিণ পার্শ্বে করি আগমন। সেই ভুজকমল যে করিয়া গ্রহণ॥ নৃত্যজন্য শ্রম যেন বিলাসের কাজে। মুখ রূপ হস্ত ধরে স্তনযুগ মাঝে॥ মুখ্য ছয়জনের যে করিল বর্ণনে। এমতি জানিবে পদ্মা পূর্ব্ব প্রকরণে॥ এককালে চন্দ্রাবলী পদ্মার মিলনে। যেমতে সঙ্গতি তাহা কহি অনুমানে॥ বাদ্য অনুরূপ নৃত্য গান প্রকাশিয়া। চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী বাজায়্যা॥ কৃষ্ণ হস্তেধরি বিলসয়ে চন্দ্রাবলী তার পাশে ছিলা পদ্মা হৈলা একমেলি॥ নৃত্যগতি শ্রমযুতা আগমন করি। শীতল সে করপদ্ম ধরে স্তনোপরি॥

তথাহি। নৃত্যতীগায়তীকাচিৎ কূজন্নূপুর মেখলা। পার্শ্বস্থাচ্যুত হস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং॥

সারল্য স্বভাবে যেই বিষ্ণুপুরাণোক্তা। অষ্টমী গণনে ভদ্রা এখানেহোযুক্তা॥ কোন এক গোপী যে অত্যন্ত বিলক্ষণা। গীতস্তুতি ছলে হয়ে অতি যে নিপুণা॥ নৃত্যতাল গতি কৃষ্ণ সম্মুখে আইলা। আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করিলা॥ দুই গণে অপ্রবিষ্টা তটস্থা লক্ষণে। চুম্বন করিল ভদ্রা সারল্য বিধানে॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

কাচিৎ পরিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্যচুচুম্বতং। গোপীগীত স্তুতি ব্যাজ নিপুণামধুসূদনং॥ ইতি

সম্ভোগেচ্ছাময়ীগণ কৃষ্ণের সহিতে। যথাযোগ্য বিলাস লভিলা এই মতে॥ অচ্যুত যে কভু কোন হেতু চ্যুতি নয়। রসিকতা গুণ রাসবিলাসাদিময়॥ তস্মাৎ রমার যেই একান্ত বল্লভ। প্রেমের বিষয় মাত্র বিলাস দুর্ল্লভ॥ রাসাদি বিলাসি সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন। কান্তকরি লভিলা সকল গোপীগণ॥ ক্ষণে যে বিশ্লেষ কেহ না পারে সহিতে। তাসভার ভাব মুদ্রা কে পারে কহিতে॥ লক্ষ্মী হৈতে অতিশয় গোপীকা মহিমা। উদ্ধব করিল গান দেখ প্রেমসীমা॥

তথাহি। নায়ংশ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্য্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাংকুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠলব্ধা শিষাংয উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ইত্যাদি॥

অতএব লক্ষ্মী হৈতে অতিশয় গুণ। গোপীকার প্রেম শুনি করিল বর্ণন॥ কৃষ্ণ ভুজযুথ কণ্ঠে আলিঙ্গিত হয়ে। কৃষ্ণগুণ গায়্যা প্রেমানন্দে বিলসয়ে॥

তথাহি। গোপ্যোলব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্ত বল্লভং। গৃহীত কণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥

এইত কহিল গোপীকার প্রেমসীমা। এবে কহি শুন যে যে সৌভাগ্য মহিমা॥ রাস নৃত্য গান জন্য শ্রম যা সভার। কৃষ্ণের সহিতে শোভা বাঢ়ে চমৎকার॥

নিজ শেষ মাধুর্য্য সর্ব্বস্ব সেই সার। প্রকট করিয়া কৃষ্ণ করয়ে বিহার ।। তাহা দেখি পরম উল্লাস হয় চিতে। কৃষ্ণ প্রেমরসাত্মিকা সকলে যাহাতে ।। অতএব কৃষ্ণ সম বৈদগ্ধ্যাদি করি। বিহার করয়ে সব শ্রীব্রজসুন্দরী ।। কৃষ্ণ বেশভূষা যৈছে বিবিধ প্রকার। তেমতি যে বেশভূষা হয়ে যা সভার ।। কর্ণোৎপল অলক কুণ্ডল গণ্ডোপরে। নৃত্যগতি ঘর্ম্মবিন্দু মুখ শোভাভরে ।। তালগতি বলয়া নূপুর সব বাজে। মাতাল ভ্রমরা যেন সুমধুর গাজে ।। কেশমালা সকলের বিগলিত হয়। রাস মণ্ডলীতে নৃত্য করি বিলসয় ।।

তথাহি। কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক কপোল ঘর্ম্ম বক্তুশ্রিয়োবলয়নূপুর ঘোষবাদ্যৈ। গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়ক রসগোষ্ঠ্যাং ।। ইতি

নৃত্যগীত আদি যে উপাধি গুণে করি। বিলসয়ে কৃষ্ণমুখ ভঙ্গ্যাদি আচরি ।। তেমতি উপাধি গুণ ব্রজবধূগণে। বিলসয়ে করপদ নয়ন চালনে ।। এই মত তা সভার গুণ সর্ব্বপর। বিলাস বৈদগ্ধ্য সাম্য হয়ে পরস্পর ।। রমার যে প্রভু সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন। উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন মাত্র নাহয়ে রমণ।।গোপীপ্রেম দেখিয়া অসাধারণ চিহ্ন। চমৎকার চিত্তে হয়ে সভার অধীন ।। এইমত পরিসঙ্গে আশ্লেষ করণে কর অভিমর্শে ভুজ করি আলম্বনে ।। স্নিগ্ধেক্ষণে মুখাদি সরস আলোকনে। উদ্দাম বিলাসে স্পর্শ করয়ে যে স্তনে ।। হাসভাব অতিশয় বিলসিত স্মিতে। বিলসয়ে নর্ব্ব ব্রজসুন্দরী সহিতে ।। যেন কোন শিশু দর্পণাদ্যের ভিতরি। বয়ঃ স্বভাবত নিজ প্রতিবিম্ব হেরি ।। মুখহস্ত চালন আপনে যেন করে। প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি তার তেমতি আচরে ।। দেখি সে বালক ক্রীড়া কৌতুকতরঙ্গী। আপনে করয়ে যেই মত কত ভঙ্গী ।। প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি পুন সেই মত করে। এইমত পরস্পর হয়েত বিহরে ।। তৈছে ইহঁ। প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি গোপীগণ। স্বরূপ শক্তিতে প্রতিমূর্ত্তি নিরূপণ ।। আনন্দ চিন্ময় প্রেমরস বিভাবিত। ক্রীড়াশক্ত হয়ে কৃষ্ণ তা সভা সহিত ।।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিরিত্যাদি ।।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যৈছে প্রেম গোপীকার। গোপী প্রেমে তৈছে কৃষ্ণের আনন্দ বিহার ।। এইমত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজবধূগণ। পরস্পরাসক্ত হেতু করয়ে রমণ ।।

তথাহি। এবং পরিষ্বঙ্গ করাভিমর্ষা স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস হাসৈঃ। রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ।। ইতি

এই যে কহিল রাসবিলাস বর্ণন। বিশেষ করিয়া কিছু শুন শ্রোতাগণ ।। অতঃপর নানা তালে পৃথগ্বিধান। নর্ত্তন সহিতে হয় প্রবন্ধ যেই গান ।। বিদগ্ধ শেখর সব বিদগ্ধা সহিতে। করিতে আরম্ভ কৈল রাসমণ্ডলীতে ।।

তথাহি। অথ প্রবন্ধগানং স নানাতালৈঃ পৃথগ্বিধং। কর্ত্তুমারভতে তাভির্বিদগ্ধাভিং স নর্ত্তনং।। ইতি

রাধাসহ কৃষ্ণচন্দ্র যবে নৃত্যকরে। ললিতাদি সখী তবে গান যে আচরে।। চিত্রা আদি সভে তালধারিকা যে হয়। বৃন্দা আদি সভে সভাসদ হৈয়া রয়।।

তথাহি। শ্রীরাধয়া নৃত্যতি কৃষ্ণচন্দ্রে গাশন্ত্য আসল্ললিতাদয়স্তদা। চিত্রাদয়োঽন্যাঃ কিলতালধারিকা বৃন্দারয়ঃ সভ্যতয়া ব্যবস্থিতাঃ।।

কৃষ্ণচন্দ্র একলা যে নৃত্যকরে তায়। শ্রীরাধাদি তুরূহ আশ্চর্য্য তালে গায়।। তেমতি সে কৃষ্ণচন্দ্র যবে গানকরে। শ্রীরাধাদি নৃত্যকরে আশ্চর্য্য প্রকারে।।

তথাহি। কৃষ্ণনৃত্যতেকলে রাধিকাদ্যা গায়ন্তিস্মাশ্চর্য্য তালৈ র্দুরূহৈঃ। তস্মিন্ সত্তে রাধিকাদ্যাঃ ক্রমেণাশ্চর্য্যং নৃত্যৎসাঙ্গহারংব্যধুস্তা।।

রঙ্গস্থলে ক্রমে যারা স্থির হৈয়া রয়।। নৃত্যকারী গণের যে অন্তঃপট হয়।। বীণা আদি বাদ্য বলি ধারিকা যে কত। নানা প্রবন্ধাদি গান করে যত যত।। তাসভার তত ঘন শুষির অনূদ্ধ। বাদ্যসহ মৃদু কণ্ঠস্বর যে সমৃদ্ধ।। তদনুগ পদ তলে তাল প্রকাশিয়া। ভুরু কর অঙ্গ আদি চালন করিয়া।। ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া রঙ্গস্থলে। তৃষ্ণাযুতা হৈয়া নৃত্য করে কুতূহলে।।

তথাহি। রঙ্গেক্রমাৎ শ্রেণিতয়াস্থিতা নামন্তঃ পটত্বং নটতাং গতানাং। বীণাদি বাদ্যাবলি ধারিকানাং নানা প্রবন্ধাদিক গায়িকানাং।। ততঘন শুষিরাদ্যানদ্ধঃ কণ্ঠস্বরৌঘে মৃদুবিবিধ গতিত্বৈপৌক্য মাপ্তেঽঙ্গনানাং। তদনুগ পদতালৈর্ভ্রূকরাঙ্গাদিচালৈর্ননৃত্যরিহস তৃষ্ণাস্তাঃ প্রবিশ্যক্রমেণ।।

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত মাধুর্য্য পরকাশি। তাসভার মধ্যে হৈতে রঙ্গস্থলে আসি।। যেমত বাদ্যের গতি কণ্ঠস্বর মেলি। নানা তাল বশে তৈছে পদযুগ চালি।। কর যুগ ধুম্বন করিয়া নৃত্য করে। এইমত কহি সুখ দেন তাসভারে।।

তথাহি। তত্তাতথৈ দৃগিতি দৃগি থৈ দৃক্ তথৈ তা তথৈ থা। থোদৃক্ দ্রাং দ্রাং কিট কিট কৃণঝে থোককথোদিককু আরে। ঝেন্ত্রাং ঝেন্ত্রাং কিডি গিডি কিডিধাং ঝেক্কু ক্কু ঝোঁ ঝেককু ঝোঁঝে।। থোদিক দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি দিমিধাং কাককুঝে কাক্কু ঝেন্দ্রা মাগত্যেবং নটতি সহচরিশ্চা রূপাট প্রবন্ধং।। ইতি

কৃষ্ণদ্যুতি ঘনচয়ে বিদ্যুতের প্রায়। রাধিকার দ্যুতি রতি সৌন্দর্য্য যে তায়।। কুজিত যে কাঞ্চি আর কটক শোভয়। বিরলিত নূপুর যে মনোহর হয়। ক্বণিত কঙ্কণ ভুজযুগে শোভা করে। চালন করিয়া নৃত্য গতি তালধরে।।

তথাহি।।

নৃত্যন্তীত্থং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈথা। দাধাদুক্ দুক্ চণ্ড নণ্ড নিণ্ড নণ্ড নিণ্ডানং তত্ত কত্তুংত্তং গুরু গুডু গুডুদাং দ্রাং গুডুদ্রাং গুডু

দ্রাং। ধেক ধেক ধাং ধাং কিরিট কিরিটধাং দিম্মিদীং দামাগত্তোবং
মুহুরিহ সদা শ্রীমদীশান নর্ত্ত।। ইতি

পদযুগে মণিময় মঞ্জির বিরাজে। কনক বলয়া দুই করপদ্মে সাজে।। তাসভার মধ্যে হৈতে ললিতা সুন্দরী। কর কাঁপাইয়া ঝাংঝংকার শব্দ করি।। রঙ্গস্থলে আগমন কৈল সেই খানে। কৃষ্ণকান্তি মিলি শোভে তড়িত যে ঘনে।। এই মত সুমধুর তান উচ্চারিয়া। কৃষ্ণ আগে নৃত্য করে আনন্দিতা হৈয়া।।

তথাহি। থৈথৈ থোঁথোঁতি গতাত গথৈ থেঁতথৈ থোঁতথৈথা।। ইতি

আর এক জনা পাদ বিন্যাস করণে। সুশোভন করযুগ করিয়া চালনে।। কঙ্কণ কিঙ্কিণী যে নূপুর ধ্বনি করে। নৃত্যগতিকহে তাল ধরিবার তরে।।

তথাহি। থৈ থৈ থৈ থৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈথা।। ইতি *

তার পর এক জনা রঙ্গস্থলে গিয়া। নৃত্য করে এই মত তাল উচ্চারিয়া।।

তথাহি। থৈয়া থৈয়া তথ তথ থৈয়া।। ইতি

জ্যোৎস্নাতে উজ্জ্বল অঙ্গ পুলিন যে হয়। দেখহে রাধিকা যেন নৃত্য আচরয়।। মন্দবাতে প্রেরিত যে বৃন্দাবন আর। নৃত্য করে দেখ সভে আশ্চর্য্য প্রকার।। কৃষ্ণচন্দ্র এই মত বচন কহিয়া। পুনরপি নৃত্য করে সালসাঙ্গ হৈয়া।।

তথাহি। আআই আতি আআতি অই অতি অ আ আআতি আ
আ আ আ জ্যোৎস্নোজ্জ্বলাঙ্গং। নটদিব পুলিনং মন্দবাতেরিতং আআ
আ আএতি কৃষ্ণঃ পুনরিহ নিগদন্ সালসাঙ্গং ননর্ত্ত।। ইতি

আইঅ আইঅ পুনরপি আলাপিয়া। রাই নৃত্য করে কৃষ্ণ হাস্য প্রকাশিয়া।।

তথাহি। আইঅ আইঅতে প্রিয় হাস চন্দ্রতি কুন্দতি হংসতি আরে।
ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে আইঅ আইঅ নৃত্যতি রাধা।। ইতি

তাধিক তাধিক ধিক শবদ বিশেষে। গোপীকার নৃত্যে যে মুরজ বাজে রাসে কিবা তাসভারে অতিশয় তুষ্টা হৈয়া। শব্দ করে অন্যাসুর বনিতা নিন্দিয়া।।

তথাহি। তাধিক্তাধিক্ধিগিতি নিনাদং কুর্ব্বন্‌ রাসেবর মুরজোহয়ং।
লাস্যে রাসামতিশয় তুষ্টা নিন্দত্যন্যাঃ সুর বনিতা কিং।। ইতি

বৈনিকিয়ে সব বৈনবিকি যত আর। গায়নী যতেক তালধারিকা অপার।। মৌরজিকীগণ সব নর্ত্তকী সহিতে। করিতে লাগিলা নৃত্য আনন্দিত চিতে।।

তথাহি। বৈনিক্যো বৈনবিকাশ্চ গায়িন্য স্তালধারিকাঃ। মৌরজিকাশ্চ
নৃত্যন্তি নর্ত্তকীভিঃ সমং মুদা।। ইতি

এই মত পরম আনন্দে যে আবিষ্টা। গান নৃত্য রঙ্গে যত অঙ্গনা প্রবিষ্টা।। তা সভার নীবি বেণী কঞ্চুকাদি যত। গান নৃত্যগতি গাঢ় বন্ধ হয়ে শ্লথ।। দেখিয়া সে কৃষ্ণ অতিশয় তুষ্টা হৈয়া। আপনে বান্ধয়ে শীঘ্র রঙ্গস্থলে গিয়া।। সেই স্থানে যে সব গায়িনী গুণি জনা। নানা মত শব্দবন্ধে করি বিকল্পনা।। সরিগম

পধনি আখ্যান সপ্তস্বরে। পৃথক্ নবীন রাগ আলাপন করে।। শুদ্ধা আর সঙ্কীর্ণা যে সহস্র প্রকার। স্বর সব আলাপন করিয়া যে আর।। মার্গদেশী ভাষা আর গীত যেই হয়। অনেক প্রকার গান সকলে করয়।। কাংস্য তাল সুঘন প্রাবিট নভ হেন।। বংশ্যাদি সুশির গান শুচিমুল যেন।। বীণাদি যে অতি তত সে গগণ প্রায়। মুরজাদি আনদ্ধ যে বাদ্যরত্ন তায়।। নট নর্ত্তকীগণের মঞ্জীর বলয়। কঙ্কণ কিঙ্কিণী যেই ধ্বনি অতিশয়।। তাল সম্পাদনুগামী সে সকল হৈল। চতুর্বিধ বাদ্যে পঞ্চমতাকে লভিল।। মুখে গান তদভিনয়ন দুই করে। তেমতি শ্রীযুত পাদপদ্মে তাল ধরে।। তেমতি যে গ্রীবা কটি করে বিধুনন। তদভিনয়ন দুই নেত্রের দোলন।। তেমতি দক্ষিণ বামে গমনাগমন। কৃষ্ণ মুখপদ্মে তারকাতে যে ঈক্ষণ।। বল্লবীগণের মনসিজ সুখ তবে। হইল যে অতিশয় তাহা কেকহিবে অনেক প্রকার জাতি শ্রুতি সব আর। বহুবিধ মূর্চ্ছনা গমক যে প্রকার।। বীণা ব্যতিরেক কণ্ঠে করি উচ্চারণ। সেই সেই মত গান করে কত জন।। অসংমিশ্র জাতিস্বর অতিব যে হয়। শ্রুতি গমকরম্যা যে কৃষ্ণ আচরয়।। একজনা সেইমত উচ্চারয়ে স্বরে। সাধু সাধু বাক্যে কৃষ্ণ তার পূজা করে।। তাহাতে ছালিক্য নৃত্য বাধিকা যে করে। দেখি তুষ্ট হৈয়া তাল অবসানে তারে।। আলিঙ্গন ছলে আত্মা করে সমর্পণ। পরম আনন্দে হেরে সব সখীগণ।। কৃষ্ণচন্দ্র কভু অতি আনন্দিত হৈয়া। কান্তারে নাচায় বেণু প্রগান করিয়া।। কৌতুকে উন্নীত তাল স্খলন যে হয়ে। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তবে কৃষ্ণে আদেশয়ে।। তেমতি যে বীণা আদি গান আলাপিয়া। কৃষ্ণেরে নাচায় রাই অতি সুখ পায়্যা।। নৃত্যগতি তাঁর তাল স্খলিত যে হয়। দেখিয়া আপনে তাহা সাম্ভালিয়া লয়।। কৃষ্ণ সহ রাধা আর রাধা সহ হরি। যেমত নর্ত্তন গান করে ফেরাফিরি।। তেমতি যে সহায়িকা বৃন্দা সখীগণ। নৃত্য গান বাদ্যে তৃপ্তি নহে কোন জন।। তাল অবসানে কৃষ্ণ আপনার পাণি। প্রিয়া বক্ষস্থলে ধরে পড়িবেন জানি।। রাই তুষ্টা হৈয়া বাম ভুজেতে করিয়া। প্রিয়া কর নিবারয়ে রোষ প্রায় হৈয়া।। জানুদ্বয়ে ক্ষিতি আলম্বিয়া এক জন। আতত যে ভুজযুগ করি প্রসারণ।। সুবর্ণের কামচাকি বেগে ক্ষিপ্তা যেন। ঘুরয়ে তেমতি তিহঁ ঘুরে বিলক্ষণ।। লীলাতে উৎসর্প ভুজদ্বয় প্রসারণে। তেমতি যে অপসর্প করয়ে কুঞ্চনে।। অঙ্গ সব অন্য অঙ্গে করিয়া স্পর্শন। দুষ্কর যে নৃত্য করে আর এক জন।। কখন যে এক হস্তে ভূমি আলম্বিয়া। বার বার শূন্যে নিজ দেহ ফিরাইয়া।। নৃত্যগতি পৃথিবীতে ধরয়ে চরণে। কখন ফিরায় দেহ বিনা আলম্বনে।। ঊর্দ্ধমুখে উত্তান নয়না যে বিভুগ্না। ক্ষীণ মধ্যোপার্ষ্ণিগত বেণী এক জনা।। হৃষ্ট হৈয়া নাচে পৃষ্ঠে বেণীর দোলনী। হেম ধনু লতা যেন খচিত সিঞ্জিনী।। মঞ্জীরান্ত বিবরে যে কলা সব হয়। কোন এক সখী তালক্রমেতে চালয়।। এক দুই তিন চারি যখন যেমন। তাল অনুক্রমে যে বাজায় বিলক্ষণ।

কখন সে কলা সব স্থকিত করিয়া। দুই পদ চালে অতি অপূর্ব্ব হেরিয়া।। রঙ্গস্থলে অখিল যে গুণি সর্ব্ব জন। সাধুবাদ সম্মানেনে করয়ে পূজন।। গীত বাদ্য নৃত্য বিধি শিব যে বিদিত। লক্ষ্মাকান্ত লক্ষ্মীচয় নয় যে চরিত।। অন্যাগম্য যেই যে যে স্বকীয় প্রণীত। ব্রজবর ললনা নর্ত্তকী প্রকাশিত।। সে সকল বার বার মনের উল্লাসে। প্রিয়াগণ সহ কৃষ্ণ বিস্তারিল রাসে।।

তথাহি। গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যাং বিধি শিব বিদিতং যচ্চ বৈকুণ্ঠলোকে। যল্লক্ষ্মীকান্ত রচনয় রচিতং স্বেন যদযৎ প্রতীতং। অন্যাগম্যং যদাভি ব্রজবর ললনা নর্ত্তকীভিশ্চ সৃষ্টং রাসে কৃষ্ণস্তদেবতন্মু হুরিহ কুতুকী সর্ব্ব মাভির্ব্যতানীৎ।। ইতি

আনন্দে হেরয়ে কোন কোন প্রিয়াগণে। চুম্বন করয়ে কত প্রিয়ার বদনে।। কোন যে প্রিয়ার ওষ্ঠাধর পান করে। কোন কোন প্রিয়ার যে স্তনযুগে ধরে।। কৌতুক সহিতে কার কার আলোকন। করয়ে উরোজে নখ কার যে অর্পণ।। ঐছে রসে নৃত্যছলে করিয়া ভ্রমণ। রসসিন্ধু মাঝে হরি করয়ে রমণ।।

তথাহি। কশ্চিৎ পশ্যতিকাশ্চ চুম্বতি পরাঃ সাকুতমালোকতে কাশাঞ্চি কুশল ছদোহপি রতি সোহন্যাসাং কুচৌ কর্ষতি। বক্ষোজে নখ রান তাকত মধ্যাৎ কাসাঞ্চ নৃত্যে ভ্রমন্নেবং রাস মিষেণতাঃ সরম যন্মে রসাব্ধৌ হরিঃ।। ইতি

এই মত গান করি নিজ প্রিয়াগণে। করায়ে আশ্চর্য্য গান আপনার গুণে।। চিত্রগতি নৃত্য করি নাচায় সভারে। নাচিয়া নাচায় সভে বিচিত্র প্রকারে।। উচ্চ গীত করণে সভারে শ্লাঘা করে। তারা সভে উচ্চ গীতে প্রশংসয়ে তারে।। প্রতি বম্ব সহ যৈছে শিশু ক্রীড়া করে। প্রিয়াগণ সহ কৃষ্ণ তেমতি বিহরে।।

তথাহি। এবং গায়ন গাপয়ংস্তান্ স্বদারাং শ্চিত্রং নৃত্যন্নর্ত্তয়ন্নর্ত্তিতৈঃ। গীতৈশ্চৈতান্ শ্লাঘন্ শ্লাঘিত স্তৈরেমে তুচ্চৈর্বালকোবৎ স বিম্বৈঃ।। ইতি

এই মত অন্যোন্যে করিয়া বিহার। অত্যন্ত আনন্দাবেশে বিরাম সভার।। কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গক্রমে হৈল যে আনন্দ। তাহাতে আকুল সর্ব্বেন্দ্রিয় গোপীবৃন্দ।। বিগলিত কেশ পাশ হৈল তাসভার। দুকুল যে পট কুচ পটি যে আর।। বিস্রস্ত হইল মালা আভরণ যত। সাম্ভালিতে নারে সভে হয়ে শ্রমযুত।। শুকদেব কহে কুরুদ্বহ হে রাজন। কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা করহ শ্রবণ।।

তথাহি। তদঙ্গসঙ্গ প্রমদা কুলেন্দ্রিয়া কেশান্দুকুলং কুচ পট্টিকাম্বা। নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্ত মালাভরণাঃ কুরুদ্বহ।। ইতি

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। মাধুর্য্যাদি সর্ব্ব গুণ পরিপূর্ণ যার।। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হৈতে অতি শোভা প্রকটনে। বিহার করয়ে ব্রজ দেবীগণ সনে।। সস্ত্রীক

হইয়া যে গগণচর গণে। রাস মহামহোৎসব করি দরশনে ।। সাক্ষাৎ যে সেবা মনে কামনা করিয়া। দুর্ঘট বুঝিয়া সভে রহে স্তব্ধ হৈয়া ।। তাসভার স্ত্রীগণ যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে। কামপীড়া হেতু সভে মূর্চ্ছাপন্না হয়ে।। তেমতি গগণে চন্দ্র প্রিয়াগণ সনে। পরম আশ্চর্য্য রাসলীলা দরশনে ।। স্থগিত হইল রথ না চলয়ে আর। কল্পসম সেই নিশা হৈল সুবিস্তার ।। সে সভের জ্যোতিশ্চক্রাধীন গতি হৈতে। স্বগতি লঘুতা আর প্রতি লোম রিতে ।। তারাত্রিতা নিশা বক্ষ্যমান্ অনুসার। গতিহীন শশাঙ্ক রজনী দীর্ঘাকার ।। পরম মোহন রাসলীলার কথনে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে ভাব হয়ে উদ্দীপনে।। স্বভাবত তৎ সম্বন্ধি নৃত্য গীতাদিতে। তদ্ভাব বর্দ্ধন অতিশয় সর্ব্ব চিত্তে ।। তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ করয়ে আপনে। লক্ষ্ম্যাদি দুর্ল্লভ ভাগ্যবতীগণ সনে ।। তত্রাপি তাদৃশ পরিপাটি সম্বলিত। অতএব সভে হয় মোহিত স্তম্ভিত ।।

তথাহি। কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচর স্ত্রিয়ঃ। কামার্দ্দিতঃ শশাঙ্কশ্চ স গণো বিস্মতো ভবৎ ।। ইতি

এইত কহিল রাস বিলাস বর্ণন। এখনে সম্ভোগ লীলা শুন শ্রোতাগণ ।। বাদ্য গীত নৃত্য সব হইল বিরাম। সকলের চিত্তে হৈল করিতে বিশ্রাম ।। বৃন্দাবন কুঞ্জে কিবা যমুনা পুলিনে। পরম উজ্বল স্থল হিম বালুগণে ।। তার মধ্যে বিশ্রাম করিল দুই জন। যথাক্রমে বৈসে গোপজাতি নারীগণ ।। কেহ বিবাহিতা কেহ কন্যকা যে হয়। পরোঢ়া অনূঢ়া দুই মত যে নির্ণয় ।। বিবিধ ফুলের রস অতি বড় স্বাদু। নানাবিধ ফুলের অপূর্ব্ব যেই মধু ।। বনদেবী আনি মণি চষকে করিয়া। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণ আগে দিল লৈয়া ।। রাধিকা সহিত নানা হাস পরিহাসে। পান করাইয়া কৃষ্ণ পিয়েন হরিষে ।। ঐছে এক মূর্ত্তে রহে রাধিকার পাশে। সভা সনে মধুপানে হৈল অভিলাষে ।। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার মাধুর্য্য সর্ব্বস্ব যার ভগবত্তাসার ।। যখন যে লীলা মাত্র ইচ্ছা করে মনে। যোগমায়া পূর্ণ করে ভগবত্তাগুণে ।। যত গোপাঙ্গনা তত মূর্ত্তি পরকাশে। মধু পান করি পান করান হরিষে।। ঘূর্ণা পূর্ণা কুলেক্ষণা রাধিকার সঙ্গে। কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশিয়া বিলসয়ে রঙ্গে ।। কন্দর্প মাধ্বীক মদে অত্যন্ত বিহ্বল। ঘূর্ণিত লোচনা হৈলা অঙ্গনা সকল ।। বৃন্দার আদেশে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিয়া। ঘূর্ণা পূর্ণা কুলেক্ষণা রহিলা সুতিয়া ।। সম্ভোগেচ্ছা হৈল তবে সকলের মনে। অলক্ষিতে প্রতি কুঞ্জে করিল গমনে।। প্রত্যেকে সভার সহ সম্ভোগাদি করে। দ্বারকাতে যেন প্রতি মহিষী মন্দিরে ।। শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ। আত্মারাম হৈয়া করে সাক্ষাতে রমণ ।।

তথাহি। কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী গোপ যোষিতঃ। রেমে ভগবাং স্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ।। ইতি

তাসভা সহিতে রতি বিহার করিলা। বিবিধ বৈদগ্ধ্য রসিকতা জানাইলা ॥ সকলে হইলা শ্রান্তা বিহার কারণে। অতএব ঘর্ম্ম হৈল সভার বদনে ॥ সেই যে বিদগ্ধ অতি প্রিয়তম কৃষ্ণ। করুণ স্বভাব প্রেমে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ সুখময় নিজ কর কমলে করিয়া। মার্জ্জন করয়ে মুখ অতি সুখ পায়্যা ॥ শুকদেব কহে অঙ্গ প্রিয় হে রাজন। বুঝিতে সমর্থ তুমি অতি বিচক্ষণ ॥

তথাহি। তাসাং রতি বিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্না শন্তমেনাঙ্গপাণিনা ॥ ইতি

তার পর কৃষ্ণ প্রিয়তমা গোপীগণ। অতিশয় হৃষ্ট হইলেন সর্ব্ব জন ॥ সসৌন্দর্য্যভাবে আর গুণ সংকীর্ত্তনে। ত্রিবিধ প্রকারে করে কান্তের সম্মানে ॥ কনক কুণ্ডল কর্ণে কুন্তল সহিতে। স্ফুরয়ে যে অত্যন্ত সৌন্দর্য্য হয়ে তাতে ॥ শুদ্ধ ভাব সুধিত যে হাস নিরীক্ষণে। কৃষ্ণকৃত বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সংকীর্ত্তনে ॥ তার করপদ্ম স্পর্শ প্রমোদিতা হয়ে। তাহা দেখি কৃষ্ণসুখ অত্যন্ত বাঢ়য়ে ॥ রতিশ্রমযুত নায়িকার যেই শোভা। হেলা নাম অনুভব কান্ত মনোলোভা ॥ ভ্রূনেত্রাদি বিকাশয়ে তারে কহি ভাব। ততোঽধিক প্রকাশ সম্ভোগ চেষ্টা হাব ॥ তাতে যবে শৃঙ্গার সূচক ব্যক্ত দেখি। হেলা নাম অনুভব অঙ্গ যাতে লিখি ॥

তথাহি। ভাবাদি সৎ প্রকাশোয়ঃ সহাব ইতি কথ্যতে। হাবএব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার সূচকঃ ॥ ইতি

রতিশ্রান্তা হৈয়া কান্তাগুণ গান করে। রসোল্লাস নাম রস শাস্ত্রের বিচারে ॥

তথাহি। গোপ্যঃ স্ফুরৎ পুরট কুণ্ডল কুন্তলত্বিড্ গণ্ড শ্রিয়া সুধিত হাস নিরীক্ষণেন। মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎ কররুহ স্পর্শ প্রমোদাঃ ॥ ইতি

এই মত পরম পদ্মিনী গোপীগণ। কৃষ্ণ সহ রতিলীলা আনন্দে মগন ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গে ঘৃষ্ট হৈল কুন্দমালা। নিজ কুচ কুঙ্কুমে রঞ্জিত সভে হৈলা ॥ সকলে গায়ন শ্রেষ্ঠা অতি বিচক্ষণা। কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা গায় সর্ব্বজনা ॥ তাসভার প্রেম চেষ্টা অপূর্ব্ব দেখিয়া। বিহার করয়ে প্রেমে অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥ শ্রম নাশ হেতু তাসভারে লৈয়া সঙ্গে। যমুনা প্রবেশ করে জলকেলি রঙ্গে ॥ যেন মত্ত করীন্দ্র করিণীগণ সনে। বিহার করিয়া অতি শ্রান্ত হৈয়া বনে ॥ ভিন্ন হেতু প্রায় লীলা ঔদ্ধত্য করিয়া। জলে প্রবেশয়ে শ্রম শান্তির লাগিয়া ॥

তথাহি। তাভির্যুতঃ শ্রম মপোহিতু মঙ্গসঙ্গ ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচ কুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ। গন্ধর্ব্ব পালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বা শ্রান্তোগজীভি রিভরাড়িবভিন্ন সেতুঃ ॥ ইতি

এই মত গোপী জলক্রীড়ার কারণে। এবে জললীলা কিছু করিব বর্ণনে ॥ তাদৃশ যে রস মত্তা রসজ্ঞ প্রধানা। তাদৃশ রাসাদি লীলা বিলাস প্রবীণা ॥ পরম

কৌতুকী কৃষ্ণ তাসভা সহিতে। জলক্রীড়া আরম্ভ করিল যমুনাতে ॥ উরু সম তোয়ে কাহঁ নাভি সম জলে। কাহঁ কণ্ঠদয়ে জল পেলাপেলি খেলে ॥ কখন যে একে একে করে জলরণ। কভো কৃষ্ণে জল দেই পাঁচ সাত জন ॥ কখন যে সভে মিলি মণ্ডলী করিয়া। কৃষ্ণের উপরে জল দেয় পেলাইয়া ॥ ঐছে কৃষ্ণ তা সভা উপরে জল পেলে। অন্যোন্যে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ এই মত বাহে জল করয়ে সিঞ্চনে। অন্তর সিঞ্চয়ে প্রেমযুত নিরীক্ষণে ॥ কৃষ্ণ পুনঃ জল দিয়া তাসভা উপরে। প্রেমযুত ইক্ষণে অন্তর সিক্ত করে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র বেড়ি সব গোপীকা মণ্ডলী। ইতস্তত জল দিয়া হাসে কুতূহলী ॥ আপনেহ তৈছে তাসভারে জল দিয়া। পরিহাস করে নিজ রতি প্রকাশিয়া ॥ দুই তিন পাঁচ ছয় সাত আট সনে। জলমণ্ডুক বাদ্য করে মণ্ডলী বিধানে ॥ নির্লেপ হইল কুচ কুঙ্কুম চন্দন রসনা যে কুচ শ্লথ নেত্রে নিরঞ্জন ॥ ক্লিন্নাম্বর সকল লাগিল সর্ব্ব অঙ্গে। সহজাঙ্গ শোভা কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে রঙ্গে ॥ পুনরপি চেতন পাইয়া দেবগণে। দেখিয়া অপূর্ব্ব লীলা উল্লাসিত মনে ॥ পরম সুগন্ধি পুষ্প করি বরিষণ। সাধু সাধু বলি সব করয়ে স্তবন ॥ কিবা জলযুদ্ধ রঙ্গ বিতর্ক করিয়া। জয় জয় করে বল বৃদ্ধির লাগিয়া ॥ শুকদেব কহে অঙ্গ প্রিয়হে রাজন। জললীলা বিশেষিয়া না যায় বর্ণন ॥ করে কর নয়নে নয়ন বুকে বুকে। দশনে দশনে যুদ্ধ হয়ে মুখে মুখে ॥ যেন মত্ত করীন্দ্র করিণীগণ সনে। তেমতি পরমাসক্ত হয়ে জলরণে ॥

তথাহি। সোম্ভস্থলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ। বৈমানিকৈঃ কুসুম বর্ষিভিরিড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্রগজেন্দ্রলীলঃ ॥ ইতি

এই মত কতক্ষণ জলক্রীড়া করি। প্রিয়াগণ সঙ্গে তীরে উঠিলেন হরি ॥ পূর্ব্ব কৃত শৃঙ্গার যে সব ধোয়া গেল। তবে বন্য শৃঙ্গার করিতে রুচি হৈল ॥ পুষ্প অবচয় কুঞ্জে মধ্যে লুক্কায়নে। বিচিত্র প্রকার ক্রীড়া ইচ্ছা করি মনে ॥ জলে স্থলে যমুনার তটে উপবনে। শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্য বায়ু নিষেবনে ॥ নিজাঙ্গ সৌরভে ভৃঙ্গাঙ্গনাবৃত হৈয়া। ইতস্তত ভ্রমে ক্রীড়া বিশেষ করিয়া ॥ মত্ত হস্তি যেমত করিণীগণ সনে। বিহরয়ে কৃষ্ণ তৈছে লৈয়া প্রিয়াগণে ॥

তথাহি। ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল প্রসূন গন্ধানিল জুষ্টদিক্‌তটে। চচার ভৃঙ্গপ্রমোদাগণাবৃত যদামদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ইতি

এই মত সেই রাত্রিকৃতা রাসলীলা। বর্ণনা করিলা যে বিলাস না বর্ণিলা ॥ তেমতি অনেক রাত্রিকৃতা লীলা আর। সেই রাত্রে বর্ণনা করিল রস সার ॥ অনেক নিশার তুল্য সেই নিশা হয়। এক স্থানে করি লীলা সংপূর্ণ কহয় ॥ অনেক রাত্রির লীলা অনেক প্রকার। বর্ণিতে না পারি সেই অতি সুবিস্তার ॥ পূর্ণচন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল এই মত। কৃষ্ণের কৈশোর বয়ঃ সঙ্গিনী যত ॥ সে

সকল রজনীতে গোপীগণ সঙ্গে । এই মত রাসলীলা রসের তরঙ্গে ॥

তথাহি । সোঽপি কৈশোরক বয়োমানয়ন্মধুসূদনঃ । রেমে স্ত্রীরত্ন কূট স্থোক্ষপাসু ক্ষপিতা যত ॥ তথা । এবং স কৃষ্ণ গোপীনাং চক্র বালৈরলঙ্কৃতঃ । শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী ॥ ইতি

অন্য নিশা সব তমঃ প্রচুরা যে হয় । তাহাতে সঙ্কেতক্রমে বিহার করয় ॥ শরৎ সময়ে কাম প্রবল যে হয় । পুলিনাদি সৌন্দর্য্য যাহাতে অতিশয় ॥ সেই হেতু শরতের নিশা যে কহিলা । অশেষ বিশেষ রসময় রাসলীলা ॥ তার হেতু শুন তেহোঁ সত্যবাক কয় । সঙ্কল্প যে তাহা সত্য করেন নিশ্চয় ॥ কুমারিকাগণে পূর্ব্ব বর দিয়াছিলা । শরৎ রজনী সভে তাহা পূর্ণ কৈলা ॥

যথা । জাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমারংস্যথক্ষপা ॥ ইত্যাদি

অনুরাগী স্ত্রী সমূহ মধ্যে তার স্থিতি । অনুরাগী কৃষ্ণ সঙ্গে সভার বসতি ॥ দেখিলে আনন্দ না দেখিলে মনঃপীড়া । তেকারণে অন্যোন্যে মিলিয়া করে ক্রীড়া ॥ প্রাকৃত যে কাম পরবশ কৃষ্ণ নয় । প্রেমের বিষয় কাম মাত্র স্বেচ্ছাময় ॥ অন্যথা সঙ্কল্প সিদ্ধি না হয় তাহার । অতএব স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণের বিহার ॥ তেমতি স্বসুখ কাম নহে গোপীগণে । কৃষ্ণপ্রেম সুখে বিলসয়ে তার সনে ॥

তথাহি । প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎ পৃথেত্যাদি ॥ ইতি

সুরত সম্বন্ধি ভাব হাবাদি যে হয়ে । অবরুদ্ধ করি মনে প্রেমের বিষয়ে ॥ শরৎ রজনী সভে করিল যে রাস । বসন্তাদি ছয় ঋতু সেই বারোমাস ॥

তথাহি । হায়নোস্ত্রী শরৎ সমেতি । শরত্তু বর্ষবাচোব ॥ ইতিচ

ভূত ভবিষ্যৎ কাব্যে রসাশ্রয় কথা । বর্ণিত যে সব তাহা করয়ে সর্ব্বথা ॥ সকল যামিনী শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা । অতি যে উজ্বল দিনবৎ প্রকাশিতা ॥ যদি কহে নিত্য এতাদৃশ যে রজনী । এতাদৃশী রাসক্রীড়া সিদ্ধি নাহি মানি ॥ তবে শুন কহি কৃষ্ণ সত্য কাম হয় । যদিচ্ছানুরূপ সর্ব্ব রাত্রি প্রকাশয় ॥

তথাহি । এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ স সত্য কামোঽনুরতা বলাগণঃ । সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎ কাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ ॥ ইতি

রাস মহোৎসব যেই করিল বর্নন । ক্রমে অনুবাদ কহি শুন শ্রোতাগণ ॥ বেণু নাদ করি গোপীগণে আকর্ষিলা । সভে সর্ব্ব ত্যাগ করি আসিয়া মিলিলা ॥ যুগলার্থ সন্ধানে যে ধর্ম্ম শিক্ষাইলা । নির্দ্ধার না বুঝি সভে মোহিতা হইলা ॥ তেমতি যে প্রত্যুত্তর তাঁরা সভে কৈলা । প্রার্থনা নিষেধ শুনি লীলা আরম্ভিলা ॥ রাধা সহ অন্তর্দ্ধান হৈয়া করে কেলি । অন্বেষণ কৈল সব ব্রজবধূ মেলি ॥ লীলা কথা গান কৈল যমুনা পুলিনে । শুনিয়া করুণা অতি উপজিল মনে ॥ তাসভারে মেলি পট আসনে বসিলা । প্রশ্নকূট উত্তরে যে বিধানে কহিলা ॥ পরম আশ্চর্য্য

লীলা করিতে প্রকাশ। মণ্ডলী বন্ধানে কৈল রাস নৃত্যোল্লাস॥ পুনরপি রতি ক্রীড়া কৈল জলখেলা। বৃন্দাবন বিহার শ্রীমতি রাসলীলা॥

তথাহি। বংশী সংজল্পিত মনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধ কেলিঃ প্রাদুর্ভূর্য়াসন মধিপটং প্রশ্ন কূটোত্তরঞ্চ। নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রতিক্রীড়নং বারি-খেলা বৃন্দারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥ ইতি

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে রাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে মহা রাসলীলা বর্ণনং নামাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

উনপঞ্চাশোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

এই মত সুখাবেশে প্রশংসা করিয়া। বর্ণিলেন মহা রাসলীলা বিস্তারিয়া॥ শুনি মহারাজা অতি আনন্দিত মনে। কৃষ্ণপ্রেম রসাবেশে হয়ে নিমগনে॥ যতেক বৈষ্ণব সেই সভাতে আছিলা। রাসক্রীড়া শুনি অতি আনন্দ পাইলা॥ সে সভার মধ্যে যে আছিলা অবৈষ্ণব। তাসভার সংশয় করিয়া অনুভব॥ স্ব সন্দেহ ছলে বহির্মুখের কারণে। মহারাজা প্রশ্ন করে মহামুনি স্থানে॥ শুনহে সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি মহাশয়। তুমি যে কহিলে শুনি হৃদয় সংশয়॥ লুপ্ত যেই ধর্ম্ম তাহা প্রবর্ত্ত কারণে। বর্ত্তমান ধর্ম্মের যে বিঘ্ন নিবারণে॥ সম্যক্ যে ধর্ম্ম সংস্থা-পনে ধর্ম্মসেতু। ইতর যে অধর্ম্ম প্রকৃষ্ট নাশ হেতু॥ প্রতিযুগে যেহোঁ অংশে অবতীর্ণ হয়। একথা প্রসিদ্ধ সভে জানিয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥ ইতি

সকল জগতে তাঁরে এক অংশ দেখি। তেকারণে অংশেতে জগদীশ্বর লেখি॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতোজগদিতি॥

তথা। যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদুর্জ্জিত মেববা। তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসংভব মিতিচ॥

অধর্ম্ম বিনাশি ধর্ম্ম স্থাপন না কৈলে। জগত বিনাশ হয়ে অধর্ম্ম বাড়িলে॥ আপনে সে পরিপূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়। অন্য যে কামনা তাতে সম্ভব না হয়॥ সেই ভগবান সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ। বলদেব সহিতে হইলা অবতীর্ণ॥ জগত ঈশ্বর প্রতিপালক আপনে। অধর্ম্ম বিনাশি করে ধর্ম্ম সংস্থাপনে॥ লোক শিক্ষা মর্য্যাদা যে সব ধর্ম্মসেতু। সে সবের কর্ত্তা যেহোঁ ধর্ম্মবক্তা হেতু॥ প্রতিপক্ষ বধাদি যে অনেক প্রকার। করিয়া সে ধর্ম্ম যেহোঁ রাখে বার বার॥ পরদারা-

ভিমর্ষণ নিন্দ্য আচরণে। তাঁর বাক্য ধর্ম্ম কেবা করিব গ্রহণে॥ আপনে সে কর্ত্তা বক্তা রক্ষিতা হইয়া। প্রতিকূল কার্য্য কৈল কিসের লাগিয়া॥ প্রতিপাচরণে বেদ উল্লঙ্ঘন হয়। ভবাদৃশ বিপ্রকুলের বচন না রয়॥ বিশেষত ব্রহ্মণ্য দেবেরে যুক্ত নয়। তবে যে করিল কহ কারণ যে হয়॥ যদি কহ বাপু আমি না জানি কারণ। ঈশ্বর চেষ্টিত বুঝে হেন কোন জন॥ তবে শুন সর্ব্ব বেদাত্মকহে ব্রাহ্মণ তুমি সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা কহিবে কারণ॥ পরদার প্রতিপাচরণ যবে কৈলা। অধর্ম্মের বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা হইলা॥ পরক্ষেহ পরদার করয়ে ভজনে। তিহুঁ যে কহিল শুনি তোমার বচনে॥

তথাহি। ময়াপরোক্ষং ভজতাতি রোহিত মিত্যাদি॥ ইতি

সাক্ষাতে সে সভা সহ করিল রমণ। অভিরক্ষা পুনঃ পুনঃ করে আচরণ॥ তস্মাৎ এসব কথা শুনিব যে লোকে। প্রবর্ত্ত হইবে ইথে পরম কৌতুকে॥ অতএব ধর্ম্ম যে প্রকর্ষে নাশ কৈলা। অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা সম্যক্ স্থাপিলা॥ শুকদেব স্থানে প্রশ্ন কৈল যে একান্ত। শেষে আপনেই রাজা করিল সিদ্ধান্ত॥ ধর্ম্মের স্থাপন নাম সামান্য যে হয়। সম্যক্ স্থাপন শুদ্ধ ভক্তিযোগ কয়॥ শুদ্ধ ভক্তি যোগে সদা করিবে স্মরণ। এই বিধি নিষেধ নহিবে বিস্মরণ॥

তথাহি। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিত॥ ইত্যাদি

কৃষ্ণ অবতারে এই মুখ্য প্রয়োজন। শুদ্ধভক্তি যোগ ধর্ম্ম হয়ে সংস্থাপন॥

প্রথমে কুন্তিস্তুতৌ।

ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ॥ ইত্যাদি

তাহার প্রভাবে ভক্তি ধর্ম্ম সর্ব্ব দেশে। আপনে স্থাপন হয়ে বিনা উপদেশে॥ ভক্তি ধর্ম্ম বিরোধী যে ইতর অধর্ম্ম। আপনে বিনাশ হয় এই গূঢ় মর্ম্ম॥ তথা ভূত কৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণ। নিন্দ্যকর্ম্ম কেনবা করিব আচরণ॥ সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রয় ভূত ভক্তি ভেদ যত। তার বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা অভিমত॥ অতএব স্বাবতার মুখ্য প্রয়োজন। ভক্তিফল প্রেম বিস্তারণের কারণ॥ তাসভার প্রতি সেবা আদি ধর্ম্ম যত। ছাড়াইল অন্য ধর্ম্ম অনাদর মত॥ মোর কথা শ্রবণে যাবৎ শ্রদ্ধা নহে তাবৎ যে করে কর্ম্ম ধর্ম্ম কহি তাহে॥ মোর কথা শ্রবণাদ্যে শ্রদ্ধা হয়ে যার। সে [illegible] ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম কি তাহার॥

তথাহি। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥ ইতি

সাধন ক্লেশাতে এসকল আজ্ঞা হয়। তাসভার সাক্ষাৎ সে প্রেম সেবাময়॥ স্বয়ং ভগবান সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়। জগত ঈশ্বর সর্ব্ব অন্তর্য্যামী হয়॥ তেহুঁ কি করয়ে পরদারাভিমর্ষণ। অথবা যে কহি আর শুনহ কারণ॥ পরম স্বশক্তি রূপা যে সকল দারা। স্বকীয় রমণী সর্ব্ব ব্রজবধূ যারা॥ তাসভা সহিতে যেই করিল

বিহার। নিন্দিত না হয় সে পরম ধর্ম্ম সার।। কৃষ্ণবধূ আপনেই কহিলা বাখানি কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা তাসভারে জানি।।

তথাহি। সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্যচ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।। স্বকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরেদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং।। ইতি

এই মত দুই শ্লোকে করি জিজ্ঞাসন। পুনঃপ্রশ্ন করি বহির্ম্মুখের কারণ।। শুনহে সুব্রত ব্রহ্মচর্য্য আদি নিষ্ঠ। বিরুদ্ধাচরণ তোসভার যে অনিষ্ট।। প্রাপ্ত কাম যদুপতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়। তিহঁ জুগুপ্সিত প্রায় কর্ম্ম আচরয়।। প্রাপ্ত শিরো মুকুটাচরিত গুণ যার। শাস্ত্র বিরুদ্ধতা ক্রিয়া শুনিয়া তাহার।। বুঝিতে না পারি চিত্ত করয়ে দোলন। কোন অভিপ্রায়ে করে হেন আচরণ।। অতএব মো সভার সন্দেহ যে মনে। সিদ্ধান্ত করিয়া তুমি করহ ছেদনে।। শুকদেব প্রতি রাজা প্রশ্ন যে করিল। শ্লেষ অর্থে পূর্ব্ববৎ সিদ্ধান্ত স্থাপিল।। যদুপতি হয়ে যে সকল ভক্তপতি। ভক্তের কারণে তিহঁ প্রকট সংপ্রতি।। ভক্তে কৃপা করি করে ধর্ম্ম অতিক্রম। সেই যে আচার জুগুপ্সিত কিছু নয়।। কিন্তু ভক্তবর্গের সম্মত যে আচার। তাহাই করিল শুন কারণ তাহার।। রাসক্রীড়া কারণে যে নিজ প্রেম ভক্তি। বিস্তারণে লব্ধ কাম মনোরথ পূর্ত্তি।। সর্ব্ব সাধ্যতম প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তনে। নিন্দিত না হয় ভক্তবর্গ সন্তোষণে।। তথাপি বিনয়ে কর পুটাঞ্জলি করি। চালন করিয়া কহে বহির্ম্মুখ হেরি।। শাস্ত্র অর্থ তত্ত্ববিৎ সভাসদ যত। ভক্তি পরায়ণ কৃষ্ণে রস অভিমত।। প্রেমভক্তি রসময় রাসাদি বিহার। শ্রবণে সন্দেহ চিত্ত নহে তাসভার।। প্রায় যে বৈষ্ণব নাহি হয় কথজন। তাসভার হিত লাগি করি জিজ্ঞাসন।। অতএব তাসভারে নাহি কিছু ভয়। সংশয় শৃঙ্খলা ছেদ কর মহাশয়।।

তথাহি। আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতং। কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধিসুব্রত।। ইতি

এই মত মহারাজা তিন শ্লোকে করি। প্রশ্ন করিলেন সেই সভার ভিতরি।। মহাভাগবত মুনি ব্যাসের নন্দন। শুনিয়া সে রাজা পরীক্ষিতের বচন।। সহজে কৃপালু শিষ্য স্নেহাপেক্ষা তাতে। কহিতে লাগিলা তাঁর শ্লেষ অর্থমতে।। ঈশ্বর সকল নহে কর্ম্ম পরতন্ত্র। স্বেচ্ছাময় আচরণ করয়ে স্বতন্ত্র।। ধর্ম্ম ব্যতিক্রম তা সভার যে সাহস। দেখিয়া তোমার মনে হয় যে সাধ্বস।। পদ্মযোনি হৈলা নিজ কন্যা উপগত। আত্মারাম হৈয়া শিব মোহিনীতে রত।। কৃতথ্য পত্নীতে বৃহস্পতির গমন। তেমতি করিল চন্দ্র তারকা হরণ।। তেজিয়ান্ সবে এক দোষ কিছু নয়। অতএব কহি শুন দৃষ্টান্ত যে হয়।। সর্ব্বভুক্ বহ্নি যেন সকল ভুঞ্জয়। তথাপিহ শুদ্ধ কভু অপবিত্র নয়।।

তথাহি। ধর্ম্মোব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ।। ইতি

ঈশ্বর আচরিত এই সাহস যে হয়। অনীশ্বর জন সে না করিব নিশ্চয় ।। সম্যগাচরণে এই নিষেধ তাৎপর্য্য। একাংশেহ কেহ না করিব হেন কার্য্য ।। কি কহিব বাক্যে আর কায় আচরণে। কদাচিত হেন কর্ম্ম না করিব মনে।। মূঢ়বুদ্ধে যদি হেন আচরণ করে। লোকদ্বয়ে দুঃখী হেতু তৎকাল সে মরে।। অব্ধি জয়ে কালকূট বিষ তীব্র হয়। তাহা পান করিলেন রুদ্র মহাশয়।। অরুদ্র হইয়া মূঢ় বুদ্ধ্যে যদি খায়। তবে সেই জন সদ্য নাশ হৈয়া যায়।। তিহঁ যে খাইল বিষ জীর্ণ কৈল জ্ঞানে। সে জ্ঞান না জানি বিষ খাইবে কেমনে।। কালকূট পানে রুদ্র নীলকণ্ঠ হয়। বুদ্ধিমান বিচারয়ে মূর্খে না বুঝয়।। তেমতি সে ঈশ্বরের যত আচরণ। ঐশ্বর্য্য বিশেষ সব হয়ে সুশোভন।।

তথাহি। নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথা রুদ্রোজুষন্‌ বিষং ।। ইতি

ঈশ্বর সভের বাক্য সব সত্য ধর্ম্ম। তেমতি যে তাসভার আচরিত কর্ম্ম।। কোন আজ্ঞা না মানিব ভক্তি আচরণে। কোন আচরিত করি ভক্তির পোষণে।। তা সভার স্ববাক্য সংযুক্ত আচরণ। বুঝিয়া আচরে সেই বুদ্ধিমান জন।। অন্যথা যে তাসভার ক্রিয়া আচরয়ে। আজ্ঞা নাহি মানে তাতে নির্বুদ্ধি সে হয়ে ।।

তথাহি। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাং স্তত্তদাচরেৎ।। ইতি

অহঙ্কারী ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর যে হয়। সে সকল ভাল মন্দ কর্ম্মে লিপ্ত হয়।। কুশলাচরণে ইথি কিছু অর্থ নয়। বিপর্য্যয় করিলে অনর্থ নাহি হয়।। ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কিছু ঈশ্বর আচরণ। বুঝিতে সমর্থ তুমি প্রভোহে রাজন ।।

তথাহি। কুশলাচরিতে নৈষামিহ্চার্থো ন বিদ্যতে। বিপর্য্যয়েন বানার্থো নিরহংকারিণাং প্রভো।। ইতি

নিরহঙ্কারতা মাত্রে যদি তাসভার। অনর্থ অভাব এই আশ্চর্য্য প্রকার।। সর্ব্ব জীব হিতার্থে যে অবতীর্ণ হয়। সে পরমেশ্বরে তবে শঙ্কা কিছু নয়।। এই মত কৈমুতিক ন্যায়ে দৃঢ় করি। কহিতে লাগিলা মুনি সভাসদ হেরি।। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে যতেক জীব হয়। সাত্ত্বিক রাজস আর তামসাদিময়।। মুক্তি আদি স্বভাবত নিয়ম্য যে হয়। ঈশ্বর সকল সর্ব্ব নিয়ন্তা যে নয়।। সভার নিয়ন্তা কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। কেহ নিয়ামক নাহি তাহার উপর।। কুশলা কুশল পাপ পুণ্য যে অন্বয়। কি কহিব তাহাতে সম্পর্ক কিছু নয়।।

তথাহি। কিমুতাখিল সত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাং। ঈশিতুশ্চেসিতব্যানাং কুশলা কুশলান্বয়ঃ ।। ইতি

কৌমুতিক ন্যায়ে যেই সিদ্ধান্ত কহিলা। তার মধ্যে স্ফুট করি কহিতে লাগিলা। যার পাদ পঙ্কজ পরাগ নিষেবণ। করিয়া যে তৃপ্ত সব ভক্ত মুনিগণ।। ঐহিকা মুস্মিক সুখ দুঃখে রাগ দ্বেষ। অনাদৃত তত্তৎ মর্য্যাদ যে বিশেষ।। অহঙ্কারা-ভাবে করে স্বচ্ছন্দ আচার। তাতে মান অপমান নহে তাসভার।। ভক্তিযোগ কিবা জ্ঞানযোগ বিশেষত। অখিল যে কর্ম্মবন্ধ করয়ে বিধূত।। এই মত কৌমু-তিক ন্যায় দেখাইয়া। বিশেষ যে বিশেষণে কহে প্রকাশিয়া।। স্বেচ্ছাতে প্রপঞ্চে প্রকটিত বপু যার। তার কর্ম্মবন্ধ কোথা স্বতন্ত্র বিহার।। কিবা নিজ প্রেমভক্তি বিস্তার করিতে। প্রকট বিহরে কৃষ্ণ নিষেধ কি তাতে।। অথবা যে নিজ ভক্ত জনের ইচ্ছাতে। মৎস কূর্ম্ম আদি বপু ধরে অবনীতে।। এতাদৃশ পরম ঐশ্বর্য্য যার হয়। তার কর্ম্মবন্ধ মানে মূঢ় অতিশয়।।

তথাহি। যৎ পাদপঙ্কজ পরাগ নিষেব তৃপ্তাযোগ প্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপিননহ্যমানা নৎস্যেচ্ছায়াত্ত বপুষঃ কুতএব বন্ধঃ।। ইতি

গোপী সব তার পতিস্মন্য যত দেহী। সভার বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী পরমাত্মা কহি।। অতএব তাহার নাহিক পরাপর। সভার অন্তরে ক্রীড়া করে নিরন্তর।। যদি কহ পরমাত্মা নিরাকার হয়। অস্মদাদি তুল্য ইহঁ শরীর ধরয়।। তবে শুন সেই যে অধ্যক্ষ ইহঁ হয়। অদ্বিতীয় ইহাঁর দ্বিতীয় কেহ নয়।। অন্তর্যামী স্বরূপে আকার নাহি হয়। তেকারণে নিরাকার করিয়া কহয়।। অস্মদাদি জীববৎ অনাত্মা সে নয়। পরস্পর কর্ম্ম পরবশ জীব হয়।। ইহঁ দেহ ধরে নিত্য ক্রীড়ার কারণ। অতএব স্বেচ্ছাময় করয়ে ক্রীড়ন।। অথবা যে গোপী গোপ আদি সভাকার। পরমাত্মা রূপে করে অন্তরে বিহার।। সেই যে অধ্যক্ষ ইহঁ সকলের পতি। ক্রীড়াময় বিগ্রহ হয়েন সর্ব্ব গতি।। যদি কহ পরমাত্মা রূপে যে ক্রীড়ন। কেনে বা না করে ক্রীড়া এরূপে কেমন।। তবে যে কহিয়ে শুন তাহার কারণ। পরমাত্ম রূপে বাহে নাহয় ক্রীড়ন।। তেকারণে ক্রীড়াময় বিগ্রহ আপনে। বাহে প্রকটিয়া ক্রীড়া করে সভা সনে।। অথবা যে গোপী সব আর গোপগণ। ব্রজবনবাসী মাত্র হয়ে যত জন।। তাসভার মধ্যে যে তাদৃশ ক্রীড়া করি। বিহার করয়ে নিত্য বিগ্রহ যে হরি।। এইত শ্রীকৃষ্ণ হয় সভার অধ্যক্ষ। প্রপঞ্চে করিতে ক্রীড়া হয়েন প্রত্যক্ষ।। নিজ ক্রীড়নেরযোগ্য বিগ্রহ যে জন। গোপী আদি ক্রীড়ারূপে করয়ে ভজন।। প্রকটাপ্রকটে ঐছে বিহার করণে। কৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্যা হয়ে গোপী গণে।। অতএব তাঁরা সব নহে পরদার। যোগমায়াকৃত পতিস্মন্য ব্যবহার।। তা সভার নিরোধে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। পরদার অভিমানে রস অতিশয়।।

তথাহি। গোপীনাং তৎ পতিনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং। যোংন্তশ্চ রতি সোংধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্।। ইতি

শুকদেব স্থানে রাজা প্রশ্ন যে করিল। তাহার সিদ্ধান্ত কথা এই মত কহিল॥ শুনিয়া আনন্দে রাজা মৌন করি রহে। আপনেই পূর্ব্বপক্ষ উঠইয়া কহে॥ যদি কহ প্রাপ্ত কাম ঈশ্বর আপনে। ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি তাঁর কিসের কারণে॥ কেনে বহির্দৃষ্টে লোকে করয়ে বিগান। তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া সাবধান॥ সকল ভক্তেরে অনুগ্রহের কারণে। নরাকার দেহ নিজ করে প্রকটনে॥

তথাহি পাদ্মে।

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধ ক্রিয়া॥ ইতি

অতএব ভক্তে অনুগ্রহের কারণে। প্রকটে তাদৃশ ক্রীড়া করয়ে আপনে॥ প্রাপ্তকামে ভক্তে অনুগ্রহ যে করয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের এই স্বভাব নিশ্চয়॥ রঙ্গ গণে অনুগ্রহ শ্রীজড়ভরতে। যেমত তোমাতে অনুগ্রহ হয়ে মোতে॥ ভক্ত শব্দে ব্রজবধূ সকল যে হয়। তেমতি যে ব্রজজন সব সুনিশ্চয়॥ ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্ত মান কালত্রয়ে। আর যে বৈষ্ণব সব ভক্ত মধ্যে হয়ে॥ অতএব তাদৃশ যে ভক্তের প্রসঙ্গে। সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণী ক্রীড়া করে রঙ্গে॥ সাধারণী তাদৃশী যে ক্রীড়ার শ্রবণে। অভক্ত যে জন সব করয়ে ভজনে॥ রাসরূপা এই ক্রীড়া শুনিয়া ভজিব অতি যে আশ্চর্য্য কথা তাহা কি কহিব॥ কৃষ্ণবিক্রীড়িত এই ব্রজবধূ সনে। প্রশংসা করিয়া আগে করিব বর্ণনে॥

তথাহি। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি॥

অথবা মনুষ্য দেহ আশ্রিত যে হয়। সর্ব্ব জীব ক্রীড়াপর হইব নিশ্চয়॥ মর্ত্ত্য লোকে শ্রেষ্ঠ যে কৃষ্ণের অবতার। তেমতি যে তাঁহার ভজন সর্ব্ব সার॥ মনুষ্য সত্ত্বের সুখে শ্রবণাদি সিদ্ধি। অনায়াসে হয়ে কৃষ্ণ ভজন যে বিধি॥ প্রাণী সব কহি যদি জন বিশেষণ। বিষয়ী মুমুক্ষু মুক্ত আর ভক্তগণ॥ অতএব অতিশয় করুণা কারণ। করয়ে প্রকট লীলা এইত কথন॥ তথাপিহ ভক্তে সব সম্বন্ধে করিয়া। সকলেরে অনুগ্রহ করে প্রকটিয়া॥ পরম যে প্রেম পরাকাষ্ঠাতে করিয়া মহামুনি বর্ণন করয়ে বিস্তারিয়া॥ অথবা যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ব্রজদেবী গণে। অনুগ্রহ করি ক্রীড়া করয়ে ভজনে॥ যদি কহ এই কথা যদ্যপি নিশ্চয়। নিত্যবৎ অপ্রকটে কেনে না ক্রীড়য়॥ প্রাপঞ্চিক লীলাকে সে লীলা প্রকটনে। কিবা প্রয়োজন তার কহত আপনে॥ তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া এক মন। প্রপঞ্চের মধ্যগত ভক্ত যত জন॥ তাসভারে অনুগ্রহ করিবার তরে। নিজ নিত্য নরাকার রূপেতে বিহরে॥

তথাহি। অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ইতি

যদি কহ ভক্ত অনুগ্রহের কারণ। প্রকট হইয়া কৃষ্ণ করয়ে ক্রীড়ন॥ গোপ সকলের দারা সব আকর্ষণে। অনুগ্রহ সিদ্ধি নহে অসূয়া কারণে॥ তবে যে সিদ্ধান্ত

কথা করহ শ্রবণ । অসূয়া না করে কৃষ্ণে ব্রজবাসী জন ।। ধর্ম্মার্থ সুহৃৎ আর নিজ প্রিয়াগণ । তনয় যে প্রাণাশয় কৃষ্ণের কারণ ।।

তথাহি । যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্ম তনয় প্রাণাশয়স্তৎকৃতেত্যাদি ।

কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মা সুহৃদর্থ কলত্রকামা ।। ইতিচ

যদি কহ তভো অনুগ্রাহ্য যে তাহার । দারাদি গ্রহণ ভাল নহে ব্যবহার ।। তবে যে কহিয়ে তাহা শুন মন দিয়া । গোপ সব যোগমায়া বিমোহিত হৈয়া ।। নিজ নিজ দার নিজ নিকটেই মানে । কৃষ্ণ সহ বিহার প্রসঙ্গ নাহি জানে ।। বিবাহ সময়ে ঐছে অন্য কন্যাগণে । কর গ্রহণাদি যোগমায়া প্রকম্পনে ।। কৃষ্ণের যে পরম প্রেয়সী সব হয় । তাসভা সহিতে কর গ্রহণাদি নয় ।। পরম সমর্থ সেই যোগমায়া হয় । তদবধি ঐছে গোপ সবেরে বঞ্চয় ।। মহারাস দিনে কিবা আর অন্য দিনে । নিজ নিজ দারা নিজ পার্শ্বে সভে মানে ।। যে কালে মর্য্যাদা লোপ প্রসঙ্গাদি হয় । মায়া প্রকল্পিতাগণ সহিতে নিশ্চয় ।। অতএব পত্যাদি যে বারণ করয় । লোক রীত রক্ষা সে কেবল বাহ্য হয় ।। এই মত কৃষ্ণের যে নিত্য প্রিয়া গণে । যোগমায়া কল্পিত প্রসঙ্গ নাহি জানে ।। লৌকিক আচারে সদা পত্যাদির ভয় । শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে মাত্র রাগ অতিশয় ।। তেনমতি যোগমায়া কল্পিত যে সব । কদাচিত কৃষ্ণের না হয় অনুভব ।। অতিশয় রাগে ব্রজবধূগণ সনে । মিলিয়া রহস্য লীলা করে প্রতিদিনে ।। এই মত অন্যোন্যে মিলিয়া বিহার । পরকীয়া ভাবে লীলা হয়ে চমৎকার ।।

তথাহি । নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্যমায়য়া । মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ।। ইতি

এই মত প্রাসঙ্গিক কথা সমাপিয়া । রাসলীলা সংপূর্ণ কহিতে বিশেষিয়া ।। পরম যে সুখামৃত সিন্ধু নিমর্জ্জনে । তৃপ্তি নাহি হয়ে ব্রজবধূগণ মনে ।। কৃষ্ণের সহিতে নানা বিহার করণে । ব্রজের নিকটে আইলা কথোপকথনে ।। স্বগৃহ গমন ইচ্ছা নাহি তাসভার । তথাপি চলিলা সভে শুন হেতু তার ।। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিয়া হইল উপস্থিতে । সেই কালে উচিত যে নিজ গৃহ যাইতে ।। তথাপি যদ্যপি কহ কৃষ্ণের কারণে । সকল তেজিল তবে গৃহে যান কেনে ।। তবে যে কহিয়ে শুন তাহার কারণে । বাসুদেব কহিয়ে যে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।। ব্রজবাসী জন সব তাহার মিলনে । প্রভাতে উঠিয়া আইসে ব্রজেশ্বর স্থানে ।। তেকারণে পিতার নিকটে আগমন । করিতে আপনি হৈলা সশঙ্কিত মন ।। ব্রজবধূগণেরে করিলা আশ্বাসন । পুনরপি আমা সহ হইবে মিলন ।। শ্লেষ অর্থে কহে আমি তোসভার সনে । সর্ব্বদা রহিয়া ক্রীড়া করি সর্ব্বক্ষণে ।। অঙ্গীকার স্তুত্যাদি শুনিয়া সর্ব্ব জন । স্বগৃহে গেলেন প্রেমরসের কারণ ।। প্রত্যেকে সভারে সেই অনুনয় কৈল । শুকদেব তাসভার মহিমা কহিল ।। যদি কহ দুর্ল্লভ যে কৃষ্ণ সঙ্গা-

নন্দ। তদনুমোদনে কৈছে তেজে গোপীবৃন্দ।। প্রেমবশ পক্ষে কৃষ্ণসঙ্গ প্রেম ফল। কেমতে তেজিল তাহা গোপীকা সকল।। তবে শুন তারা সভে কৃষ্ণপ্রিয়া হয়ে। কৃষ্ণসুখ হেতু নিজ দুঃখ যে সহয়ে।। কৃষ্ণের যে শঙ্কা লেশ না পারে সহিতে। তাসভার শুদ্ধ প্রেম কে পারে কহিতে।।

তথাহি। ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ। অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎ প্রিয়া।। ইতি

কৃষ্ণের পরম প্রেমাবহতে করিয়া। পরম ভক্তির ফল লীলা দেখাইয়া।। পূর্ব্ব কৃত সিদ্ধান্ত উৎকর্ষ কহিবারে। রাসলীলা বর্ণন সমাপ্তি কহিবারে।। আর যে হইবে শ্রোতা বক্তা অন্য দেশে। তাসভারে আশীষ করিয়া সুখাবেশে।। লীলার যে সাহজিক শ্রবণাদি ফল। কহিতে লাগিলা মুনি প্রেমায় বিহ্বল।। সকল ব্যাপক যেই ব্রজেন্দ্র তনয়। ব্রহ্ম রুদ্রাদির যে আরাধ্য সদা হয়।। ব্রজ-বধূগণ সহ তাঁর বিক্রীড়িত। এই যে বিশিষ্ট রাসক্রীড়াদি চরিত।। মানসে শ্রীরাসলীলা যে জন স্মরিব। শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন যে করিব।। প্রেম লক্ষণায়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠা গোপীকার। সর্ব্বোত্তম জাতিতে সে প্রেম অনুসার।। প্রতিক্ষণ নূতনত্বে লাভিয়া যে কাম। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যে পরম প্রেমনাম।। কাম উপলক্ষণ যে অন্যের হৃদ্রোগ। অচিরে বিনাশ হয় সে সকল ভোগ।। ধীর হৈয়া অধৈর্য্যতা লভে প্রেমী জন। তস্মাৎ পরম বলবন্ত যে সাধন।। কিবা কাম যথেষ্ট যে ভক্তিকে লভয়। হৃদ্রোগ যে কাম নাশে শীঘ্র ধীর হয়।।

তথাহি। বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদযঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।। ইতি

বৃন্দাবন মধ্যে রাসস্থলী বিবরণে। মহারাস লীলারস করিল বর্ণনে।। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহারাসস্থলী বিবরণ কথনে মহারাস লীলা বর্ণনং নাম উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণং।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ারম্ভঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ শ্রীগুরু গোসাঞি জয় করুণা সাগর। মোরে কৃপা কর প্রভু মো অতি পামর॥ পরিক্রমাবন্ধে লীলাস্থলী বিবরণে। বৃন্দাবন লীলামৃত কৈল যে বর্ণনে॥ সদাচার মতে তার করি অনুবাদ। অনুবাদ বিনু নহে গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥ প্রথম অধ্যায় কৈল মঙ্গলাচরণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণধাম গুণ বিশেষ বর্ণন॥ সর্ব্ব পরাৎপর ধাম ভুবি বৃন্দাবন। যাঁহা নিত্যলীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ দ্বিতীয়ে কহিল ধাম প্রাকট্য কারণ। রাগানুগামার্গে যৈছে ভক্তের ভজন॥ তৃতীয় অধ্যায় শ্রীমথুরা বিবরণ। বিশ্রান্ত্যাদি তীর্থ সভের মহিমা কথন॥ জন্মস্থান রঙ্গস্থান আর যজ্ঞস্থলী দীর্ঘ বিষ্ণু গোকর্ণাদি কহিল সকলি॥ চতুর্থে শ্রীমধুবনের মহিমা কথন। তালবন কুমুদবন লীলা বিবরণ॥ তহিঁ মধ্যে কৃষ্ণবয়ো বিভেদ বর্ণন। সখাগণ সঙ্গে যৈছে করে গোচারণ॥ ব্রজবধূগণ সহ অন্যোন্যে দর্শনে। রাগ বৃদ্ধি হয় নিত্য গমনাগমনে॥ তহিঁ বৃন্দাবন শোভা লক্ষ্মী আকর্ষণ। বলরাম সহ নর্ম্ম সখ্যতা কারণ॥ তহি মধ্যে অম্বিকাকানন বিবরণ। সুদর্শন মুক্ত যৈছে নন্দের মোচন॥ পঞ্চম অধ্যায়ে দতিহার বিবরণে। দন্তবক্র বধ কথা প্রসঙ্গানুক্রমে॥ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সহ ব্রজবাসীগণ। যেরূপে মিলিলা তাহা করিল বর্ণন॥ ষষ্ঠে দন্তবক্র মধুপুরকে আইল। কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাহারে নষ্ট কৈল॥ পার্ষদ স্বরূপ সে পরম পদ পাইল। তবে কৃষ্ণ পুনঃ ব্রজে আগমন কৈল॥ তহিঁ মধ্যে মহামহোৎসব বিবরণ সমৃদ্ধ সম্ভোগ লীলা করিল বর্ণন॥ সপ্তম অধ্যায়ে সট্টীকর আগমন। যেখানে আছিলা সভে ছাড়ি মহাবন॥ যাহাঁ রহি রাম কৃষ্ণ শিশুগণ সনে। আরম্ভ করিল বৎস করিতে চারণে॥ নানা যন্ত্র শব্দ বাদ্য করেন শিক্ষণ। তহিঁ মধ্যে কৈল বৎস বকাদি নিধন॥ তহিঁ মধ্যে গরুড় গোবিন্দ বিবরণ। বহুলা বনাদি রাউল মহিমা কথন॥ তহিঁ যে আরিঠগ্রাম উট্টঙ্কে কহিল। আরিষ্ট অসুরে কৃষ্ণ যাহাঁ বধ কৈল॥ অষ্টম অধ্যায় কুণ্ড যুগল বর্ণন। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রাকট্য কারণ॥ চারিদিগে নানা মণিবন্ধ জলস্থলে। পরম আশ্চর্য্য কুঞ্জগণ ঝলমলে॥ দুহুঁ সেবা করি সুখী করে সখীগণ। তহিঁ মধ্যে সুবলের মহিমা কথন॥ নবমে যে মাল্যহার কুণ্ড বিবরণে। সঙ্ক্ষেপে হইল মুক্তা চরিত্র বর্ণনে॥ দশম অধ্যায়ে মুখরাইর কথন। তহিঁ মধ্যে রত্নসিংহাসন বিবরণ॥ বসন্ত সময়ে রাম কৃষ্ণ দুই জনে। হুলিখেলা করে ব্রজবধূগণ সনে॥ শঙ্খচূড় পলাইল সিংহাসন লৈয়া। বাইরে আনিল কৃষ্ণ তাহারে মারিয়া॥ একাদশাধ্যায়ে কুসুম সর বিবরণ। নারদ কুণ্ডের কথা করিল বর্ণন॥ দৈনন্দিনী লীলা শুনি বৃন্দাদেবী স্থানে। রাগানুগা মার্গে মুনি করিল ভজনে॥ দ্বাদশে যে ইন্দ্রধ্বজ দেবীর কথনে। শক্র যজ্ঞ ভঙ্গ গিরি গো বিপ্র পূজনে॥ ইন্দ্রকৃত বাত বৃষ্টি করিল বর্ণনে। ব্রজ রক্ষা কৈল কৃষ্ণ

ধরি গোবর্দ্ধনে ।। ত্রয়োদশে গোবর্দ্ধনের মহিমা কথন। মানসগঙ্গাতে নৌকা বিহার বর্ণন ।। হরিদেব সেবা গোবর্দ্ধনের উপর। ব্রহ্মকুণ্ড আদিকুণ্ডকথন বিস্তর পরাসলী পেঁঠ গৌরীতীর্থ বিবরণ। গোবিন্দ কুণ্ডাদি কথা করিল বর্ণন ।। চতুর্দ্দশে গাঠুলী স্থানের বিবরণ। প্রমোদলা সেউ আদি বদ্রিনারায়ণ ।। গন্ধশিলা সাঙরী শিখর পর্ব্বত ধবলা। তাহিঁমধ্যে কহিল রাইর দোলাখেলা ।। পঞ্চদশাধ্যায়ে কাম্যবন বিবরণ। ধর্ম্মকুণ্ড আদি তীর্থ মহিমা কথন ।। সেতুবন্ধ সরোবর লীলা লুক্কায়ন। পদচিহ্ন কাম সরোবরাদি বর্ণন ।। ষোড়শে শ্রীবৃষভানুপুরের কথন। দানগড় মানগড় গহ্বর কানন ।। শ্রীমতির মাতা পিতা আদি বিবরণ। ভানুখোর আদি কুণ্ড করিল বর্ণন ।। সপ্তদশাধ্যায়ে সঙ্কেতের বিবরণে। পূর্ব্ব রাগে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনে ।। তহিঁ মধ্যে বিহ্বল কুণ্ডের বিবরণ। প্রেম সরোবরে প্রেম বৈচিত্ত্য কথন ।।অষ্টাদশে নন্দীশ্বর ব্রজেন্দ্রভবন। গোপ গোপী রাজ সভ, দাসাদি বর্ণন ।। তহিঁ যে পাবনসর তড়াগ কথন। কৃষ্ণকুণ্ড আদি পৌর্ণমাস্যাদি সদন ।। নৃসিংহ যে পদচিহ্ন স্থান দোলালীলা। গোণ্ডুখোর কহিল যে খানে গেণ্ডু খেলা ।। ঊনবিংশে যোগিয়া স্থানের বিবরণে। কৃষ্ণের সন্দেশ ব্রজে উদ্ধবাগমনে ।। নন্দীশ্বরে নন্দ যশোমতীর মিলন। অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা কথোপকথন ।। বিংশতি অধ্যায়ে উদ্ধবের দরশনে। কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসিল ব্রজবধূগণে ।। তহিঁ মধ্যে শ্রীরাধার স্বভাব বর্ণনে। দিব্যোন্মাদে চিত্রজল্প করিল বর্ণনে ।। একবিংশে কৃষ্ণের যে সন্দেশ বচন। উদ্ধব কহিল যোগ শুনি গোপীগণ ।। পরমার্ত্তি ক্রমে কৃষ্ণে কৈল সম্বোধনে। শান্তনা করিল তিহঁ সন্দেশ কথনে ।। দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে যাবট বিবরণ। রাইর শাশুড়ী বাটী কুণ্ডাদি বর্ণন ।। পঞ্চবিধা সখী আর যূথেশ্বরীগণ। সুহৃৎপক্ষ আদি পরিকরাদি বর্ণন ।। তহিঁ মধ্যে কোকিলা বনের বিবরণ। অঞ্জনখে কহিল যে অঞ্জন রঞ্জন ।। ত্রয়োবিংশে করালা গ্রামের বিবরণে। চন্দ্রাবলীর সখ্যাদি যে সঙ্ক্ষেপ কথনে ।। সাহারে কহিল উপনন্দাদির গুণ। মোরণাতে সূর্য্যকুণ্ড পূজা প্রকরণ ।। মধ্যাহ্ন সময়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন। কুণ্ড লীলার হাস্যাদি সঙ্ক্ষেপ কথন ।। চতুর্বিংশে কথিসাখী উমরাই স্থান। নরী বিবরণ ছত্রবনের আখ্যান ।। তহিঁ খদির বনাদি বৈঠান বিবরণ। চরণ পাহাড়ি হারোয়ালাদি কথন ।। তহিঁ যে বিচ্ছোর প্রেমে অন্য বিস্মরণ। সিঙ্গারবট কথা কৃষ্ণ মাধুর্য্য বর্ণন।। পঞ্চবিংশে রাসোলী স্থানের বিবরণে। সঙ্ক্ষেপার্থে হোলীলীলা করিল বর্ণনে।। দধিগ্রাম শেষশায়ী উজানি কথন। খেলা তীর্থ লীলা কথা করিল বর্ণন ।। ষড়্বিংশে শ্রীরামঘাট লীলা বিবরণে। বলরামের রাসলীলা করিল বর্ণনে।। সপ্তবিংশে ভাণ্ডীরবট লীলাদি বর্ণন। প্রলম্ব নিধন তহিঁ দাবগ্নি মোক্ষণ ।। তপোবন গোপীঘাট সঙ্ক্ষেপে কথন। চীরঘাট কথা বস্ত্রহরণ বর্ণন ।। অষ্টাবিংশে কহিল যে নন্দঘাট

কথা। বরুণের চরে নন্দে লৈযা গেল যথা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হৈতে পিতারে আনিলা। স্বকীয় যে লোক গোপগণে দেখাইলা ॥ বৎসবন সেই জেঙলাই বলিহারা। পরিশ্রম চেমুহা যে জয়তিম ঘেরা॥ সেহানো তরলী অঘবন বিবরণ। ঊনত্রিংশত্তমাধ্যায়ে করিল কথন ॥ তহিঁ অঘবধ বৎসচারণ ভোজন। চতুর্মুখ কৈল বৎস শিশুর হরণ ॥ পরীক্ষা করিতে পুনঃ আশ্চর্য্য দেখিয়া। জ্ঞানছন্ন স্তব্ধ রহে মোহিত হইয়া ॥ ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে তার মায়া দূর কৈলা। স্তুতি নতি করি ব্রহ্মা দোষ ক্ষমাইলা ॥ একত্রিংশে যমুনার পারে সেই বন। ভদ্র শ্রীলৌহভাণ্ডীর লীলাবিবরণ ॥ তহিঁমধ্যে রাতুল বৃষভানুর ভবন রাধিকার জন্ম বাল্যলীলাদি কথন ॥ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে মহাবন বিবরণে। নিত্য পরিকর কৃষ্ণলীলা প্রকটনে ॥ ত্রিবিধ সাধক ভক্ত লভিলা জনম। নন্দোৎসব বাল্য জন্ম লীলার বর্ণন ॥ ত্রয়স্ত্রিংশে কৃষ্ণ বাল্যলীলা মহাবনে। ব্রজরাজ কৈল মধুপুরীকে গমনে ॥ বসুদেব মিলন ব্রজে পূতনা মোক্ষণ। শকট ভঞ্জন তৃণাবর্ত্তের নিধন ॥ চতুস্ত্রিংশে গর্গাচার্য্যের ব্রজে আগমন। নন্দের মিলন কৈল নাম প্রকরণ ॥ তহিঁ কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষ বর্ণন। পরম আশ্চর্য্য সঙ্গে ব্রজবধূগণ ॥ তহিঁমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের বিবরণে। ব্রজেশ্বরী পাইলেন আশ্চর্য্য দর্শনে ॥ পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে দধি হাণ্ডাদি ভঞ্জন। শুদ্ধভাবে কৈল রাণী কৃষ্ণের বন্ধন ॥ তহি মধ্যে হৈল যমলার্জ্জুন ভঞ্জন। শাপে মুক্ত হৈল দুই কুবের নন্দন ষট্‌ত্রিংশে ভোজনটিলা স্থান বিবরণে। গোচারণ লীলা দোহাঁর সখাগণ সনে ॥ তহিঁ যজ্ঞপত্নীগণে প্রসাদ করিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ গণের আক্ষেপ কহিল ॥ সপ্তত্রিংশে কালিয় হ্রদের বিবরণে। কালিয়দমন লীলা কহিল বিধানে ॥ ব্রজ লোকের প্রেমকথা করিল বর্ণন। অতি যে আশ্চর্য্য দাবানল বিমোচন ॥ অষ্টত্রিংশে দ্বাদশ আদিত্য পুস্কন্দন। বৃক্ষবল্লী আমলিতলার বিবরণ ॥ চীরঘাট কেশীঘাট লীলার কথন। ধীরসমীরে যে লীলা সঙ্ক্ষেপ কথন ॥ ঊনচত্বারিংশে বংশীবট বিবরণ। পুলিন মুসমা গোপেশ্বরাদি বর্ণন ॥ ব্রহ্মকুণ্ড কথা নিত্যধাম বৃন্দাবনে। সঙ্ক্ষেপে কহিল বেণুকূপ বিবরণে ॥ চত্বারিংশাধ্যায়ে বৃন্দাবন মধ্যস্থানে। যোগপীঠ কল্পবৃক্ষ কুঞ্জাদি বর্ণনে ॥ তহিঁ কল্পতরু তলে রত্ন সিংহাসন। রাধাকৃষ্ণ দোহাঁকার মাধুর্য্য বর্ণন ॥ একচত্বারিংশে রাসমণ্ডলী কথনে। বেণুনাদে আকর্ষণ ব্রজবধূগণে ॥ দ্বিচত্বারিংশকে যুগলার্থ যে বচন। কৃষ্ণের শুনিয়া বিমোহিতা গোপীগণ ॥ ত্রিচত্বারিংশাধ্যায়ে ব্রজবধূগণে। প্রার্থনা নিষেধে কৃষ্ণে কৈল নিবেদন ॥ চতুশ্চত্বারিংশে ক্রীড়ারম্ভে রাধাসনে। অন্তর্দ্ধান হৈলা সভে কৈলা অন্বেষণে ॥ পঞ্চচত্বারিংশে সভে যমুনা পুলিনে। লীলা কথা গানকৈল কৃষ্ণ আকর্ষণে ॥ ষড়চত্বারিংশাধ্যায়ে কৃষ্ণের মিলনে। পরম আনন্দ পাইল কথোপ কথনে ॥ সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে মণ্ডলী বন্ধানে। হইল

নর্ত্তক রাস বাদ্যাদি বর্ণনে।। অষ্টচত্বারিংশে রাস বিলাস কথন। নৃত্য গীত বাদ্য রাস বিশেষ বর্ণন।। তহিঁ মধুপান রতিলীলা জলখেলা। বন বিহরণাদি যে বর্ণন হইলা।। ঊনপঞ্চাশত্তমে রাজা জিজ্ঞাসিলা। শুকদেব তাহার সিদ্ধান্ত যে কহিলা।। পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে কৈল অনুবাদ। যাহার প্রসাদে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ পরিক্রমা ক্রমে কৃষ্ণলীলা যে বর্ণিল। স্থান অনুরূপ তার অনুবাদ কৈল।। শ্রদ্ধা যুক্ত হৈয়া পড়ে শুনে যেই জন। অচিরাতে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।। শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ। বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস।।

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে অনুবাদ কথনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ সংপূর্ণ।।

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত গ্রন্থঃ।

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৭৮০ সন ১২৬৫ ইং ১৮৫৮ সম্বৎ ১৯১৫।
মাহ আশ্বিনস্য ১৬ ষোড়শ দিবষে শুক্রবারে নবম্যাং তিথৌ
গ্রন্থপূর্ত্তিমগাৎ।।